শ্রীমদ্ভাগবত

তৃতীয় স্কন্ধ

"স্থানম্"

(সৃষ্টির স্থিতি)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ
অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS MAYAPUR

প্রথম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্ন

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবমেতৎপুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল ।
ক্ষত্ত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; এতৎ—এই; পুরা—পূর্বে; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; মৈত্রেয়ঃ—মহাঋষি মৈত্রেয়; ভগবান্—কৃপামূর্তি; কিল—নিশ্চিতভাবে; ক্ষত্ত্রা—বিদুর কর্তৃক; বনম্—বনে; প্রবিষ্টেন—প্রবেশ করে; ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে; স্ব-গৃহম্—নিজ গৃহ; ঋদ্ধিমৎ—সমৃদ্ধিশালী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহান ভগবদ্ভক্ত বিদুর তাঁর সমৃদ্ধিশালী গৃহ ত্যাগপূর্বক বনে প্রবেশ করে ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২

যদ্বা অয়ং মন্ত্রকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ ।
পৌরবেন্দ্রগৃহং হিত্বা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্ ॥ ২ ॥

যৎ—গৃহ; বৈ—আর কি বলার আছে; অয়ম্—শ্রীকৃষ্ণ; মন্ত্র-কৃৎ—মন্ত্রী; বঃ—আপনারা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অখিল-ঈশ্বরঃ—সব কিছুর প্রভু; পৌরবেন্দ্র—দুর্যোধন; গৃহম্—গৃহ; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; প্রবিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন; আত্মসাৎ—নিজের মতো; কৃতম্—স্বীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের গৃহের কথা আর কি বলার আছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মন্ত্রীর কার্য করেছিলেন। তিনি তাঁদের গৃহকে নিজের মতো বলে মনে করে সেখানে প্রবেশ করতেন, এবং তিনি দুর্যোধনের প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৌড়ীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব দর্শন অনুসারে, যা কিছু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করে, তাও শ্রীকৃষ্ণ। যেমন, শ্রীবৃন্দাবন ধাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন *(তদ্ধাম বৃন্দাবনম্)* কেননা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। তেমনই, পাণ্ডবদের গৃহ ভগবানের অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস ছিল। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁদের গৃহকে তাঁর নিজের মতো বলে মনে করতেন। এইভাবে, পাণ্ডবদের গৃহ বৃন্দাবনেরই মতো, এবং বিদুরের সেই অপ্রাকৃত আনন্দময় স্থান পরিত্যাগ করা উচিত ছিল না। তাই পারিবারিক বিবাদই তাঁর গৃহত্যাগের প্রকৃত কারণ ছিল না; পক্ষান্তরে, বিদুর মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিব্যজ্ঞান আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিদুরের মতো একজন মহাত্মার কাছে কোন রকম বৈষয়িক অশান্তি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এই প্রকার অশান্তি কিন্তু কখনও কখনও পারমার্থিক উপলব্ধির পক্ষে অনুকূল হয়, এবং তাই, বিদুর মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পারিবারিক অশান্তির সুযোগ নিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

রাজোবাচ

কুত্র ক্ষত্তুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ ।
কদা বা সহ সংবাদ এতদ্বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কুত্র**—কোথায়; **ক্ষত্তুঃ**—বিদুরের সঙ্গে; **ভগবতা**—ভাগবতের; **মৈত্রেয়েণ**—মৈত্রেয়ের সঙ্গে; **আস**—হয়েছিল; **সঙ্গমঃ**—সাক্ষাৎ; **কদা**—কখন; **বা**—ও; **সহ**—সঙ্গে; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **এতৎ**—এই; **বর্ণয়**—বর্ণনা করে; **নঃ**—আমাদের কাছে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় এবং কখন মহাত্মা বিদুরের সঙ্গে মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ হয়েছিল, এবং তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল? হে প্রভু, দয়া করে আপনি তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং সূত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন, তেমনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়েছিলেন। দুজন মহাত্মার মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল, তা জানবার জন্য মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

ন হ্যল্পার্থোদয়স্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ ।
তস্মিন্ বরীয়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ ॥ ৪ ॥

ন—কখনই না; **হি**—নিশ্চয়; **অল্প-অর্থ**—অল্প (নগণ্য) উদ্দেশ্য; **উদয়ঃ**—উন্নত; **তস্য**—তাঁর; **বিদুরস্য**—বিদুরের; **অমল-আত্মনঃ**—সাধু ব্যক্তির; **তস্মিন্**—তাঁকে; **বরীয়সি**—মহান উদ্দেশ্য সমন্বিত; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **সাধু-বাদ**—সাধু ও মহাত্মাগণ কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়; **উপবৃংহিতঃ**—পূর্ণ।

অনুবাদ

মহাত্মা বিদুর ছিলেন ভগবানের একজন মহান শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাই ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়ের কাছে তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সর্বোচ্চ স্তরের, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক অনুমোদিত।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের মূল্য বিভিন্ন প্রকার। ব্যবসাদারদের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত যে আলোচনা তা স্বভাবতই উচ্চতর পারমার্থিক উদ্দেশ্য সমন্বিত হবে বলে আশা করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের মান অনুমান করা যায় সেই ব্যক্তিদের যোগ্যতা অনুসারে। ভগবদ্গীতা

হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে আলোচনা—পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তের মধ্যে আলোচনা। ভগবান নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অর্জুন হচ্ছেন তাঁর ভক্ত ও সখা (ভগবদ্গীতা ৪/৩), এবং তাই যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুমান করতে পারেন যে, সেই আলোচনার বিষয় ছিল *ভক্তিযোগ*। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভগবদ্গীতা হচ্ছে ভক্তিযোগ ভিত্তিক। কর্ম ও কর্মযোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কর্ম হচ্ছে ফলভোগের নিমিত্ত অনুষ্ঠানকারীর নিয়ন্ত্রিত কর্ম, কিন্তু কর্মযোগ হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ভক্তের কার্যকলাপ। কর্মযোগের ভিত্তি হচ্ছে ভক্তি, বা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান, কিন্তু কর্মের ভিত্তি হচ্ছে অনুষ্ঠানকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধন। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যখন যথার্থ উন্নত পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, তখন তাকে একজন সদ্গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। সাধারণ মানুষ, যার পারমার্থিক বিষয়ে কোন রকম আগ্রহ নেই, তার লোক-দেখানো গুরু গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

একজন শিষ্যরূপে, পরীক্ষিৎ মহারাজ ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান জানবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ছিলেন, আর শুকদেব গোস্বামী ছিলেন তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্গুরু। তাঁরা উভয়েই জানতেন যে, বিদুর ও মৈত্রেয় ঋষির মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত উন্নত, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন সদ্গুরুর কাছ থেকে সেই বিষয়ে জানবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

সূত উবাচ

স এবমৃষিবর্যোঽয়ং পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা ।
প্রত্যাহ তং সুবহুবিৎপ্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥ ৫ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ঋষিবর্যঃ**—মহান ঋষি; **অয়ম্**—শুকদেব গোস্বামী; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **পরীক্ষিতা**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রতি**—প্রতি; **আহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তম্**—রাজাকে; **সু-বহু-বিৎ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; **প্রীত-আত্মা**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়ে; **শ্রূয়তাম্**—দয়া করে আমার কাছে শ্রবণ করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা কর্তৃক এইভাবে

জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ে শ্রবণ করুন।"

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্
পুষ্ণন্নধর্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ ।
ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্
প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥ ৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যদা**—যখন; **তু**—কিন্তু; **রাজা**—রাজা ধৃতরাষ্ট্র; **স্ব-সুতান্**—তাঁর নিজের পুত্রদের; **অসাধূন্**—অসাধু; **পুষ্ণন্**—পুষ্টিসাধন; **ন**—কখনই না; **ধর্মেণ**—সৎপথে; **বিনষ্ট-দৃষ্টিঃ**—যে তার অন্তর্দৃষ্টি হারিয়েছে; **ভ্রাতুঃ**—তার ভায়ের; **যবিষ্ঠস্য**—ছোট; **সুতান্**—পুত্রগণ; **বিবন্ধূন্**—অভিভাবক (পিতা) হীন; **প্রবেশ্য**—প্রবেশ করিয়ে; **লাক্ষা**—গালা; **ভবনে**—গৃহে; **দদাহ**—আগুন লাগিয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার অসৎ পুত্রদের পাপবাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিল, এবং তার ফলে সে তার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্র ছিল জন্মান্ধ, কিন্তু তার অসৎ পুত্রদের সমর্থন করার যে ধর্মবিষয়ক অন্ধতা তা তার জড় চক্ষুর অন্ধতা থেকে আরও বড় অন্ধতা। দেহের অন্ধতা মানুষের পারমার্থিক উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধ হয়, তখন দৈহিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সেই অন্ধতা মানবজীবনের প্রকৃত প্রগতিসাধনের পথে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

শ্লোক ৭

যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ
কেশাভিমর্শং সুতকর্ম গর্হ্যম্ ।
ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুষায়াঃ
স্বাস্রৈর্হরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি ॥ ৭ ॥

যদা—যখন; **সভায়াম্**—সভা; **কুরু-দেব-দেব্যাঃ**—দ্রৌপদী, দেবতুল্য যুধিষ্ঠিরের পত্নী; **কেশ-অভিমর্শম্**—কেশাকর্ষণের দ্বারা অপমান করায়; **সুত-কর্ম**—তার পুত্রের কর্ম; **গর্হ্যম্**—নিন্দনীয়; **ন**—করেনি; **বারয়াম্ আস**—নিষেধ; **নৃপঃ**—রাজা; **স্নুষায়াঃ**—তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের বধূ; **স্বাস্রৈঃ**—তাঁর অশ্রুর দ্বারা; **হরন্ত্যাঃ**—ধৌত হয়েছিল; **কুচ-কুঙ্কুমানি**—তাঁর স্তনের কুমকুম।

অনুবাদ

দেবতুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষীর কেশাকর্ষণ করার নিন্দনীয় কার্য থেকে ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্র দুঃশাসনকে নিবারণ করেনি, যদিও দ্রৌপদীর নেত্রজল তাঁর বক্ষঃস্থলের কুমকুম বিধৌত করেছিল।

শ্লোক ৮

দ্যূতে ত্বধর্মেণ জিতস্য সাধোঃ
সত্যাবলম্বস্য বনং গতস্য ।
ন যাচতোঽদাৎসময়েন দায়ং
তমোজুষাণো যদজাতশত্রোঃ ॥ ৮ ॥

দ্যূতে—দ্যূতক্রীড়ায়; **তু**—কিন্তু; **অধর্মেণ**—কপট আচরণের দ্বারা; **জিতস্য**—পরাজিতের; **সাধোঃ**—সাধু ব্যক্তি; **সত্য-অবলম্বস্য**—যিনি সত্যকে তাঁর আশ্রয়রূপে অবলম্বন করেছেন; **বনম্**—বনে; **গতস্য**—গমনকারীর; **ন**—কখনই না; **যাচতঃ**—যখন প্রার্থনা করেছিলেন; **অদাৎ**—প্রদান করেছিল; **সময়েন**—যথাসময়ে; **দায়ম্**—ন্যায্য ভাগ; **তমঃ-জুষাণঃ**—মোহাচ্ছন্ন; **যৎ**—যতখানি; **অজাত-শত্রোঃ**—যাঁর কোন শত্রু নেই।

অনুবাদ

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বনে গিয়েছিলেন। যথাসময়ে বন থেকে ফিরে এসে তিনি যখন তাঁর রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অংশভাগ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন তাঁর পিতার রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনাদি তার স্বীয় পুত্রদের পক্ষপাতিত্ব করে তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের ন্যায্য রাজ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নানারকম অসৎ উপায় অবলম্বন করেছিল। অবশেষে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাইয়ের জন্য কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, কিন্তু তাও তারা তাঁদের দিতে অস্বীকার করে। তার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। তাই এই যুদ্ধ কৌরব কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল, পাণ্ডব কর্তৃক নয়।

ক্ষত্রিয়রূপে পাণ্ডবদের একমাত্র বৃত্তি ছিল রাজ্যশাসন, অন্য আর কোন বৃত্তি নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য কখনও তাদের জীবনধারণের জন্য কোন অবস্থাতেই কারোর চাকরি গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ৯

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং
জগদ্‌গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি
রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ ॥ ৯ ॥

যদা—যখন; **চ**—ও; **পার্থ-প্রহিতঃ**—অর্জুন কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে; **সভায়াম্**—সভায়; **জগৎ-গুরুঃ**—সারা জগতের গুরু; **যানি**—যাঁরা; **জগাদ**—গিয়েছিলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ন**—কখনই না; **তানি**—সেই প্রকার বাক্য; **পুংসাম্**—বিচক্ষণ ব্যক্তিদের; **অমৃত-অয়নানি**—অমৃতসদৃশ; **রাজা**—রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন); **উরু**—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **ক্ষত**—নষ্ট; **পুণ্য-লেশঃ**—পুণ্যলেশমাত্র।

অনুবাদ

অর্জুন কর্তৃক জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় প্রেরিত হয়েছিলেন, এবং যদিও তাঁর বাণী কেউ কেউ (ভীষ্ম আদি) বিশুদ্ধ অমৃতের মতো শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হওয়াতে অন্যরা তা শ্রবণ করতে পারেনি। রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন) শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বহুমানন করেনি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সারা জগতের গুরু, তিনি অর্জুন কর্তৃক দূতকার্যে নিযুক্ত হয়ে, কলহের মীমাংসা করে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই প্রভু, তবুও অর্জুনের অপ্রাকৃত বন্ধু হওয়ার ফলে তিনি সানন্দেই তাঁর দূত হয়েছিলেন, ঠিক একজন সাধারণ বন্ধুর মতো। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আচরণের এটিই হচ্ছে মাধুর্য। তিনি সভায় গিয়ে শান্তির বাণী বলেছিলেন, এবং তাঁর সেই বাণী ভীষ্ম আদি মহান নেতারা আস্বাদন করেছিলেন, কেননা তা ছিল স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। কিন্তু দুর্যোধন অথবা তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বকৃত পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে, তারা শ্রীকৃষ্ণের সেই বার্তার বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। পুণ্যহীন ব্যক্তিদের আচরণই এই রকম। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে কেউ একটি দেশের রাজা হতে পারে, কিন্তু দুর্যোধন ও তার অনুগামীদের পুণ্যফল বিনষ্ট হওয়ার ফলে, তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, পাণ্ডবদের কাছে তারা অবশ্যই তাদের রাজ্য হারাবে। ভগবানের বাণী সর্বদাই তাঁর ভক্তদের কাছে অমৃতের মতো, কিন্তু অভক্তদের কাছে তা ঠিক বিপরীত। সুস্থ মানুষের কাছে মিছরি মিষ্টি, কিন্তু যারা পাণ্ডুরোগে ভুগছে তাদের কাছে তা অত্যন্ত তিক্ত।

শ্লোক ১০

যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো
মন্ত্রায় পৃষ্টঃ কিল পূর্বজেন ।
অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্
যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; উপহূতঃ—আমন্ত্রিত; ভবনম্—প্রাসাদ; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; মন্ত্রায়—মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হন; কিল—অবশ্যই; পূর্বজেন—জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা কর্তৃক; **অথ**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **তৎ**—তা; **মন্ত্র**—উপদেশ; **দৃশাম্**—উপযুক্ত; **বরীয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যা; **মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রীগণ, অথবা সুদক্ষ রাজনীতিবিদ্গণ; **বৈদুরিকম্**—বিদুরের উপদেশ; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন।

অনুবাদ

বিদুর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) কর্তৃক মন্ত্রণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তা সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদ্রা অতি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন।

তাৎপর্য

বিদুরের রাজনৈতিক উপদেশসমূহ অত্যন্ত সুদক্ষ বলে বিখ্যাত, ঠিক যেমন আধুনিক যুগে চাণক্যের রাজনৈতিক এবং নৈতিক উপদেশসমূহ প্রামাণিক বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ১১

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং
তিতিক্ষতো দুর্বিষহং তবাগঃ ।
সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ
শ্বসন্ রুষা যত্ত্বমলং বিভেষি ॥ ১১ ॥

অজাত-শত্রোঃ—যুধিষ্ঠিরের, যাঁর কোন শত্রু ছিল না; **প্রতিযচ্ছ**—প্রত্যর্পণ; **দায়ম্**—ন্যায়সঙ্গত দাবি; **তিতিক্ষতঃ**—যিনি অত্যন্ত সহনশীল; **দুর্বিষহম্**—অসহ্য; **তব**—আপনার; **আগঃ**—অপরাধ; **সহ**—সঙ্গে; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **যত্র**—যেখানে; **বৃকোদর**—ভীম; **অহিঃ**—প্রতিশোধপরায়ণ সর্প; **শ্বসন্**—দীর্ঘনিঃশ্বাস; **রুষা**—ক্রোধে; **যৎ**—যাকে; **ত্বম্**—আপনি; **অলম্**—অত্যন্ত; **বিভেষি**—ভয় করে।

অনুবাদ

(বিদুর বলেছিলেন—) আপনার অন্যায়ের ফলে দুর্বিষহ যাতনা যে অকাতরে সহ্য করছে, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য রাজ্যভাগ আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন। সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ভীম, যে সাপের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। অবশ্যই আপনি তার ভয়ে ভীত।

শ্লোক ১২

পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্মুকুন্দো
গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ ।
আস্তে স্বপুর্যাং যদুদেবদেবো
বিনির্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ ॥ ১২ ॥

পার্থান্—পৃথার (কুন্তীর) পুত্রগণ; **তু**—কিন্তু; **দেবঃ**—প্রভু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মুক্তি দান করেন; **গৃহীতবান্**—গ্রহণ করেছেন; **স**—সহ; **ক্ষিতি-দেব-দেবঃ**—ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণ; **আস্তে**—উপস্থিত; **স্ব-পুর্যাম্**—তাঁর পরিবারসহ; **যদু-দেব-দেবঃ**—যদুরাজবংশ কর্তৃক পূজিত; **বিনির্জিত**—যিনি জয় করেছেন; **অশেষ**—অন্তহীন; **নৃদেব**—রাজাগণ; **দেবঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথার পুত্রদের তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রয়েছেন। তাঁর গৃহে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণসহ বিরাজ করছেন, যাঁরা অসংখ্য রাজাদের জয় করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রভু।

তাৎপর্য

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথার পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপনের অত্যন্ত সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদের মামাতো ভাইরূপে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের নিয়ন্তা দেবতাদের দ্বারা পূজিত। আর তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারবর্গ যদুরাজবংশ ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের বিজেতা।

ক্ষত্রিয়রা বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্মীয়স্বজনসহ তাদের পরাজিত করে তাদের সুন্দরী রাজকন্যাদের অপহরণ করতেন। এই প্রথা অনুমোদিত ছিল কেননা বিজয়ী ক্ষত্রিয়দের বীরত্বের ভিত্তিতেই কেবল তাদের সঙ্গে রাজকন্যাদের বিবাহ হত। যদুবংশের সমস্ত রাজপুত্ররা এইভাবে বীরত্বপূর্ণ শক্তির দ্বারা অন্যান্য রাজাদের কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের বিজেতা ছিলেন। বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন

যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর বাল্যকালেই কংস ও জরাসন্ধের মতো অসুরদের এবং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মতো দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন, তিনি তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি পাণ্ডবদের পিছনে রয়েছে।

শ্লোক ১৩

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে
গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রী-
স্ত্যজাশ্বশৈবং কুলকৌশলায় ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **দোষঃ**—মূর্তিমান অপরাধ; **পুরুষ-দ্বিৎ**—কৃষ্ণদ্বেষী; **আস্তে**—বর্তমান; **গৃহান্**—গৃহস্থালী; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **যম্**—যাকে; **অপত্য-মত্যা**—আপনার পুত্র বলে মনে করছেন; **পুষ্ণাসি**—পালন করছেন; **কৃষ্ণাৎ**—কৃষ্ণ থেকে; **বিমুখঃ**—বিরোধী; **গত-শ্রীঃ**—শ্রীহীন; **ত্যজ**—পরিত্যাগ করুন; **আশু**—যত শীঘ্রই সম্ভব; **অশৈবম্**—অশুভ; **কুল**—কুল; **কৌশলায়**—জন্য।

অনুবাদ

আপনি মূর্তিমান পাপস্বরূপ দুর্যোধনকে আপনার প্রিয় পুত্ররূপে পালন করছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণবিদ্বেষীকে পালন করছেন, তাই আপনি সমস্ত মঙ্গলজনক গুণাবলী হারিয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্মীছাড়াকে পরিত্যাগ করে আপনি সমস্ত বংশের মঙ্গল সাধন করুন।

তাৎপর্য

সৎপুত্রকে বলা হয় অপত্য, অর্থাৎ যে তার পিতাকে পতন থেকে রক্ষা করে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পিতার আত্মাকে রক্ষা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে। এই প্রথা এখনও ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে যজ্ঞ নিবেদন করার মাধ্যমে পিতার আত্মাকে পাপমুক্ত করেন, যদি পিতা পতিত হয়। কিন্তু পুত্র যদি বিষ্ণুবিদ্বেষী হয়, তাহলে সে কিভাবে বিষ্ণুর পাদপদ্মে নৈবেদ্য নিবেদন করবে? শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু আর দুর্যোধন ছিল তাঁর প্রতি

বিদ্বেষপরায়ণ। তাই সে তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে তার মৃত্যুর পর রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। বিষ্ণুর প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়ার ফলে সে নিজেও অধঃপতিত হবে। তাহলে কিভাবে সে তার পিতাকে রক্ষা করবে? বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর বংশের মঙ্গল দেখতে চান, তাহলে তিনি যেন যত শীঘ্রই সম্ভব তাঁর অযোগ্যপুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করেন।

চাণক্য পণ্ডিতের নীতি অনুসারে, "যে পুত্র বিদ্বান নয় এবং ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্রের কি প্রয়োজন?" পুত্র যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হয়, তাহলে সে অন্ধচক্ষুর মতো ক্লেশের কারণমাত্র। চিকিৎসক কখনও কখনও উপদেশ দেন, নিরন্তর ক্লেশ উপশমের জন্য সেই চক্ষুকে উৎপাটন করতে। দুর্যোধন ছিল ঠিক একটি অন্ধ ক্লেশদায়ক চক্ষুর মতো; বিদুর বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে সে ধৃতরাষ্ট্রের পরিবারের এক ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ হবে। তাই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে ত্যাগ করতে। তাকে পিতার উদ্ধারে সক্ষম একটি সৎপুত্র বলে মনে করে, ধৃতরাষ্ট্র সেই মূর্তিমান পাপকে অন্যায়ভাবে পালন করছিল।

শ্লোক ১৪

ইত্যূচিবাংস্তত্র সুযোধনেন
প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ ।
অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ
ক্ষত্তা সকর্ণানুজসৌবলেন ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **ঊচিবান্**—বলার সময়; **তত্র**—সেখানে; **সুযোধনেন**—দুর্যোধন দ্বারা; **প্রবৃদ্ধ**—স্ফীত; **কোপ**—ক্রোধ; **স্ফুরিত**—কম্পিত; **অধরেণ**—ওষ্ঠ; **অসৎ-কৃতঃ**—অপমান করেছিল; **সৎ**—শ্রদ্ধেয়; **স্পৃহণীয়-শীলঃ**—বাঞ্ছিত গুণাবলী; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **স**—সহ; **কর্ণ**—কর্ণ; **অনুজ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **সৌবলেন**—শকুনিসহ।

অনুবাদ

যাঁর চরিত্রের গুণাবলী সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ বহুমানন করেন সেই বিদুর যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন দুর্যোধন ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে কম্পিত অধরে তাঁকে অপমান করেছিল। দুর্যোধন তখন কর্ণ, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ ও তার মামা শকুনিসহ পরিবৃত ছিল।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, মুর্খকে সদুপদেশ দিলে মূর্খ ক্ষুব্ধ হয়, ঠিক যেমন সাপকে দুধ খাওয়ালে তার বিষই কেবল বৃদ্ধি হয়। মহাত্মা বিদুর এতই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যে, সমস্ত শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিরা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করতেন। কিন্তু দুর্যোধন এতই মূর্খ ছিল যে, সে বিদুরকে অপমান করার সাহস করেছিল। তার কারণ ছিল তার মামা শকুনি এবং তার বন্ধু কর্ণের অসৎ সঙ্গ, যারা সর্বদাই দুর্যোধনকে অন্যায় কর্মে অনুপ্রাণিত করত।

শ্লোক ১৫

ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং
দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ।
তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে
নির্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বসানঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ—কে; **এনম্**—এই; **অত্র**—এখানে; **উপজুহাব**—ডেকে এনেছে; **জিহ্মম্**—কুটিল; **দাস্যাঃ**—দাসীর; **সুতম্**—পুত্র; **যৎ**—যার; **বলিনা**—অন্নের দ্বারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **পুষ্টঃ**—বর্ধিত হয়েছে; **তস্মিন্**—তাকে; **প্রতীপঃ**—শত্রুতা; **পরকৃত্য**—শত্রুর স্বার্থে; **আস্তে**—অবস্থিত; **নির্বাস্যতাম্**—নির্বাসিত কর; **আশু**—এখনি; **পুরাৎ**—প্রাসাদ থেকে; **শ্বসানঃ**—কেবলমাত্র শ্বাস গ্রহণ করার জন্য।

অনুবাদ

এই দাসীপুত্রকে এখানে কে ডেকে এনেছে? এ এতই কুটিল যে, যাদের অন্নে পুষ্ট হয়েছে, তাদেরই বিপক্ষতা আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুর সাহায্যার্থে নিযুক্ত হয়েছে। একে এখনি প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হোক, এবং কেবল তার শ্বাসমাত্র যেন সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয় রাজারা যখন কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করতেন, তখন সেই রাজকন্যার সঙ্গে বহু যুবতী কন্যাকে গৃহে নিয়ে আসতেন। এই সমস্ত পরিচারিকাদের বলা হত দাসী। রাজার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সঙ্গের ফলে, এই দাসীদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হত। এই সন্তানদের বলা হত দাসীপুত্র। তাদের রাজসিংহাসনের উপর কোন

দাবি থাকত না, তবে তারা রাজপুত্রদেরই মতো প্রতিপালিত হয়ে বৃত্তিলাভ করত এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা পেত। বিদুর ছিলেন সেই রকমই একজন দাসীর পুত্র, এবং তাই তাঁকে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গণনা করা হত না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাই এই দাসীপুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিল, এবং বিদুর ছিলেন তার বন্ধু ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা। দুর্যোধন ভালভাবেই জানত যে, বিদুর ছিলেন একজন মহাত্মা এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার নির্দোষ পিতৃব্যের প্রতি সে কঠোর বাক্য ব্যবহার করেছিল। দুর্যোধন কেবল বিদুরের জন্মসূত্রকেই অপমান করেনি, অধিকন্তু সে তাঁকে তার শত্রু যুধিষ্ঠিরের পক্ষপাতিত্ব করছে বলে তাকে অবিশ্বাসী আখ্যা দিয়েছিল। সে চেয়েছিল যেন বিদুরকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে বার করে দেওয়া হয়। যদি সম্ভব হত তাহলে সে তাঁকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করত যেন শুধুমাত্র শ্বাসগ্রহণ ছাড়া তাঁর আর কোন ক্ষমতাই না থাকে। সে অভিযোগ করেছিল যে, বিদুর হচ্ছেন পাণ্ডবদের গুপ্তচর কেননা তিনি তাঁদের অনুকূলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাসাদজীবন ও রাজনীতির জটিলতা এমনই যে, বিদুরের মতো একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিও অত্যন্ত জঘন্য অপবাদে অভিযুক্ত হন এবং দণ্ডিত হন। বিদুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্যোধনের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং কোন কিছু ঘটার পূর্বেই তিনি স্থির করেছিলেন চিরকালের জন্য সেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করবেন।

শ্লোক ১৬

স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং
ভ্রাতুঃ পুরো মর্মসু তাড়িতোঽপি ।
স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈ-
র্গতব্যথোঽয়াদুরু মানয়ানঃ ॥ ১৬ ॥

স্বয়ম্—তিনি স্বয়ং; **ধনুঃ দ্বারি**—দরজার উপর ধনুক; **নিধায়**—রেখে; **মায়াম্**—বহিরঙ্গা প্রকৃতি; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **পুরঃ**—প্রাসাদ থেকে; **মর্মসু**—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **তাড়িতঃ**—আহত হয়ে; **অপি**—সত্ত্বেও; **সঃ**—তিনি (বিদুর); **ইত্থম্**—এইভাবে; **অতি-উল্বণ**—কঠোরভাবে; **কর্ণ**—কান; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **গত-ব্যথঃ**—ব্যথিত না হয়ে; **অয়াৎ**—নির্গত হয়েছিলেন; **উরু**—মহৎ; **মানয়ানঃ**—এইভাবে মনে করে।

অনুবাদ

এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে মর্মাহত হয়ে বিদুর দ্বারে তাঁর ধনুক রেখে তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের মায়ার খেলা বলে মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হননি।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া সৃষ্ট কোন অপ্রীতিকর অবস্থাতে বিচলিত হন না। ভগবদ্‌গীতায় (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

বহিরঙ্গা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদ্ধ জীব সংসার জীবনে মগ্ন হয়, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে মনে করে যে, সে নিজেই সব কিছু করছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং বদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে মায়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, বদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়মের অধীন। কিন্তু, মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে কেবল সে মনে করে সব কিছু করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। বহিরঙ্গা প্রকৃতির এই প্রভাবের বশবর্তী হয়ে দুর্যোধন আচরণ করছিল, যার ফলে চরমে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে বিদুরের সদুপদেশ গ্রহণ করতে পারেনি, পক্ষান্তরে সে তাদের সমগ্র পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী সেই মহাত্মাকে অপমান করেছিল। বিদুর তা বুঝতে পেরেছিলেন কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। দুর্যোধন কর্তৃক কঠোরভাবে অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও বিদুর দেখতে পাচ্ছিলেন যে, বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে দুর্যোধন তার নিজের বিনাশের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। তিনি তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, মায়ার প্রভাবই চরম, যদিও তিনি দেখেছিলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি কিভাবে তাঁকে সেই পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছিলেন। ভক্ত সর্বদাই ত্যাগের মনোভাব সমন্বিত, কেননা জড় জগতের আকর্ষণ কখনই তাঁকে তৃপ্তিদান করতে পারে না। বিদুর কখনই তাঁর ভ্রাতার রাজপ্রাসাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখন দুর্যোধনের কৃপায় সেই সুযোগ লাভ করার ফলে, তিনি তার কঠোর নিন্দাবাক্যে ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, কেননা তার ফলে তিনি একাকী তীর্থে বাস করে পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে *গতব্যথঃ* (ব্যথিত না হয়ে) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ

কেননা জড় জগতে জড়জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিটি মানুষকে সাধারণত যে সমস্যাগুলিতে জর্জরিত হতে হয়, বিদুর সেই ক্লেশসমূহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, ধনুকের দ্বারা তাঁর ভাইকে রক্ষা করার আর কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা তাঁর ভাইয়ের বিনাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এইভাবে দুর্যোধন কিছু করার আগেই তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলেন। ভগবানের শক্তি মায়া এখানে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয়ভাবেই কার্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো
গজাহ্বয়াত্তীর্থপদঃ পদানি।
অন্বাক্রমৎপুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্যাং
অধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্তিঃ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি (বিদুর); **নির্গতঃ**—নির্গত হয়ে; **কৌরব**—কুরুবংশ; **পুণ্য**—পুণ্য; **লব্ধঃ**—লাভ করে; **গজ-আহ্বয়াৎ**—হস্তিনাপুর থেকে; **তীর্থ-পদঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদানি**—তীর্থসমূহ; **অন্বাক্রমৎ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; **পুণ্য**—পুণ্য; **চিকীর্ষয়া**—বাসনা করে; **উর্ব্যাম্**—উচ্চ স্তরের; **অধিষ্ঠিতঃ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **যানি**—সেই সমস্ত; **সহস্র**—হাজার হাজার; **মূর্তিঃ**—রূপসমূহ।

অনুবাদ

বিদুর তাঁর পুণ্যফলের প্রভাবে কৌরবদের পুণ্যার্জিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্বরূপ বহু তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের শত সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় তিনি সেই সমস্ত তীর্থপর্যটন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে বিদুর ছিলেন অতি উন্নত স্তরের পুণ্যাত্মা, তা না হলে তিনি কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করতেন না। উচ্চকুলে জন্ম, ধন, বিদ্যা ও দেহের সৌন্দর্য সবই পূর্বকৃত পুণ্যের ফল। কিন্তু এই সমস্ত পুণ্য ভগবানের কৃপালাভ করে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বিদুর নিজেকে

যথেষ্ট পুণ্যবান নন বলে বিবেচনা করে ভগবানের নিকটবর্তী হওয়ার মহাপুণ্য অর্জন করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত তীর্থস্থানগুলি পর্যটন করতে মনস্থ করেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, এবং বিদুর তৎক্ষণাৎ সরাসরিভাবে তাঁর কাছে যেতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি কেননা যথেষ্টভাবে পাপমুক্ত হতে পারেননি বলে তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত না হলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। বিদুর জানতেন যে, কূটনীতিপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের সঙ্গ করার ফলে তিনি তাঁর পুণ্যফল হারিয়েছেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের সাহচর্য লাভ করার উপযুক্ত ছিলেন না। ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) নিম্নলিখিত শ্লোকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

যারা কংস ও জরাসন্ধের মতো পাপী অসুর, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করতে পারে না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ধর্মের অনুশাসন পালন করেন, তাঁরাই কেবল কর্মযোগ ও তারপর জ্ঞানযোগের পন্থায় যুক্ত হতে পারেন, এবং তারপর বিশুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ চেতনা উপলব্ধি করতে পারেন। যখন ভগবৎ চেতনার বিকাশ হয়, তখন মানুষ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করার সুযোগ নিতে পারে। *স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ*—এই জীবনেই ভগবানের সঙ্গলাভ করা যায়।

তীর্থস্থানগুলি তীর্থযাত্রীদের পাপমুক্ত করার জন্য, এবং এই সমস্ত তীর্থস্থানগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে সকলকে ভগবৎ উপলব্ধির শুদ্ধ চেতনার স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দান করার জন্য। কিন্তু, কেবলমাত্র তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করে এবং কতর্ব্যকর্ম সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সেখানে ভগবানের সেবায় যুক্ত যে সমস্ত মহাত্মারা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রহী হওয়া। প্রতিটি তীর্থস্থানে ভগবান তাঁর বিবিধ চিন্ময় বিগ্রহরূপে বিরাজমান।

এই বিগ্রহসমূহকে বলা হয় *অর্চামূর্তি,* বা ভগবানের শ্রীমূর্তি যা সাধারণ মানুষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। ভগবান আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। আমাদের জড় চক্ষু দিয়ে তাঁকে দর্শন করা যায় না, তেমনই আমাদের কর্ণ দিয়ে তাঁকে শ্রবণ করা যায় না। আমরা যে অনুপাতে ভগবানের সেবায় প্রবেশ করি অথবা যে অনুপাতে আমাদের জীবন পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়েছে, সেই অনুপাতে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু যদিও আমরা পাপমুক্ত হইনি, তবুও

ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি মন্দিরে তাঁর অর্চামূর্তিরূপে তাঁকে দর্শন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তাঁর অর্চামূর্তিরূপে তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব মূর্খের মতো মন্দিরে ভগবানের অর্চাবিগ্রহকে প্রতিমা বলে মনে করা উচিত নয়। এই প্রকার অর্চামূর্তি প্রতিমা নন, তিনি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, এবং যে অনুপাতে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়, সেই অনুপাতে তিনি অর্চামূর্তির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ সর্বদাই প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে সারা দেশ জুড়ে শত সহস্র তীর্থস্থান রয়েছে, এবং ঐতিহ্য অনুসারে সাধারণ মানুষ সারা বছর জুড়ে সমস্ত ঋতুতে এই সকল তীর্থস্থানগুলিতে যান। বিভিন্ন তীর্থে ভগবানের যে সমস্ত অর্চামূর্তিগুলি রয়েছে তার উল্লেখ এখানে করা হল ঃ ভগবান মথুরায় (শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে) রয়েছেন আদিকেশবরূপে; পুরীতে তিনি শ্রীজগন্নাথরূপে (বা পুরুষোত্তমরূপে) বিরাজমান; তিনি এলাহাবাদে (প্রয়াগে) বিন্দুমাধবরূপে বিরাজমান; মন্দর পর্বতে তিনি মধুসূদনরূপে বিরাজ করছেন। আনন্দারণ্যে তিনি বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দনরূপে বিরাজমান; বিষ্ণুকাঞ্চীতে তিনি বিষ্ণুরূপে; এবং মায়াপুরে তিনি হরিরূপে বিরাজমান। সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের এই রকম লক্ষ কোটি অর্চাবিগ্রহ রয়েছে। এই সমস্ত অর্চামূর্তির তত্ত্ব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সর্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে ।
জগতের অধর্ম নাশি' ধর্ম স্থাপিতে ॥

"ভগবান এইভাবে নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রকাশ করেছেন কেবল তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য, সাধারণ মানুষদের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্ম স্থাপন করার জন্য।"

শ্লোক ১৮

পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে-
ষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু ।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু
চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ ॥ ১৮ ॥

পুরেষু—অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি পুণ্যস্থানে; **পুণ্য**—পুণ্য; **উপবন**—উপবন; **অদ্রি**—পর্বত; **কুঞ্জেষু**—কুঞ্জে; **অপঙ্ক**—নিষ্পাপ; **তোয়েষু**—জলে; **সরিৎ**—নদী; **সরঃসু**—সরোবর; **অনন্ত-লিঙ্গৈঃ**—অনন্তরূপে; **সমলঙ্কৃতেষু**—এইভাবে অলঙ্কৃত হয়ে; **চচার**—বিচরণ করেছিলেন; **তীর্থ**—তীর্থস্থান; **আয়তনেষু**—পুণ্যস্থান; **অনন্যঃ**—একাকী অথবা একলা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে।

অনুবাদ

তিনি অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। পুণ্যময় ও নিষ্কলুষ উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, সরোবর এবং যে সমস্ত পুণ্যস্থানে ভগবান অনন্তের বিগ্রহসমূহ মন্দির অলঙ্কৃত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তীর্থপর্যটন করেছিলেন।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা ভগবানের এই সমস্ত অর্চামূর্তিকে প্রতিমা বলে মনে করতে পারে, কিন্তু বিদুরের মতো ভগবদ্ভক্তদের কাছে তাতে কিছু যায় আসে না। ভগবানের বিগ্রহসমূহকে এখানে *অনন্তলিঙ্গ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের এই প্রকার বিগ্রহসমূহ স্বয়ং ভগবানেরই মতো অচিন্ত্যশক্তি সমন্বিত। ভগবানের অর্চাবিগ্রহ ও তাঁর স্বীয় রূপের মধ্যে শক্তিগত কোন পার্থক্য নেই। এই প্রসঙ্গে ডাকবাক্স ও ডাকঘরের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শহরের বিভিন্ন স্থানে যে ছোট ছোট ডাকবাক্স রয়েছে, তাদের সঙ্গে ডাকবিভাগের ক্ষমতাগত কোন পার্থক্য নেই। ডাকঘরের কাজ হচ্ছে চিঠি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া। কেউ যদি ডাকবিভাগ অনুমোদিত ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে, তাহলে ডাকবিভাগ যে সেই চিঠিটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তেমনই, অর্চামূর্তিও ভগবানের স্বরূপের মতো অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। বিদুর তাই বিভিন্ন অর্চামূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করেননি, এবং চরমে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভব করছিলেন, অন্য আর কোন বিষয়েই তাঁর চেতনা নিবদ্ধ ছিল না।

শ্লোক ১৯

গাং পর্যটন্মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেষো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ১৯ ॥

গাম্—পৃথিবী; **পর্যটন্**—পরিভ্রমণ করে; **মেধ্য**—পবিত্র; **বিবিক্ত-বৃত্তিঃ**—জীবন-ধারণের জন্য স্বতন্ত্র বৃত্তি; **সদা**—সর্বদা; **আপ্লুতঃ**—স্নাত; **অধঃ**—মাটিতে; **শয়নঃ**—শয়ন করে; **অবধূতঃ**—(চুল ইত্যাদি) সংস্কার না করে; **অলক্ষিতঃ**—অজ্ঞাতভাবে; **স্বৈঃ**—একলা; **অবধূত-বেষঃ**—তপস্বী বেশে; **ব্রতানি**—ব্রতসমূহ; **চেরে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **হরি-তোষণানি**—যা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে।

অনুবাদ

পৃথিবী পর্যটন করার সময় তিনি কেবল ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধানের ব্রত পালন করেছিলেন। তাঁর বৃত্তি ছিল পবিত্র ও স্বতন্ত্র। যদিও তাঁর বেশ ছিল অবধূতের মতো এবং ভূমি ছিল তাঁর শয্যা, তবুও পবিত্র তীর্থে স্নান করার ফলে তিনি সর্বদা পবিত্র ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অগোচর ছিলেন।

তাৎপর্য

তীর্থপর্যটকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধান করা। তীর্থ ভ্রমণ করার সময় সমাজের মনোরঞ্জন করার দুর্ভাবনা থাকা উচিত নয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান অথবা বৃত্তি অথবা পোশাকের অপেক্ষা করা উচিত নয়। তখন মানুষের সর্বদা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের কার্যে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবে চিন্তা ও কর্মে পবিত্র হয়ে তীর্থপর্যটনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ২০

ইত্থং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং
কালেন যাবদ্‌গতবান্ প্রভাসম্ ।
তাবচ্ছশাস ক্ষিতিমেকচক্রা-
মেকাতপত্রামজিতেন পার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্রজন্**—পর্যটন করার সময়; **ভারতম্**—ভারতবর্ষ; **এব**—কেবল; **বর্ষম্**—ভূখণ্ড; **কালেন**—যথাসময়ে; **যাবৎ**—যখন; **গতবান্**—গিয়েছিলেন; **প্রভাসম্**—প্রভাসতীর্থে; **তাবৎ**—তখন; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **এক-চক্রাম্**—এক সামরিক শক্তির দ্বারা; **এক**—এক; **আতপত্রাম্**—ছত্র; **অজিতেন**—অজিত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়; **পার্থঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্যটন করতে করতে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে এক সামরিক শক্তির অধীনে পৃথিবী শাসন করছিলেন।

তাৎপর্য

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, মহাত্মা বিদুর যখন তীর্থপর্যটন করছিলেন, তখনও এই ভূখণ্ড আজকেরই মতো ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস তিন হাজার বছর আগে কি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সুসংবদ্ধ তথ্য প্রদান করতে পারে না, কিন্তু তারও পূর্বে সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁরই পতাকাতলে সারা পৃথিবী তাঁর সামরিক শক্তির অধীনে ছিল। এখন রাষ্ট্রসংঘে শত শত পতাকা উড়তে দেখা যায়, কিন্তু বিদুরের সময় অজিত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল একটি পতাকা ছিল। পৃথিবীর দেশগুলি আবার এক পতাকার তলে এক রাষ্ট্র স্থাপনে অত্যন্ত ব্যগ্র, কিন্তু তা যদি তারা সত্যি সত্যিই চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। তিনিই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্র গঠনে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

শ্লোক ২১

তত্রাথ শুশ্রাব সুহৃদ্বিনষ্টিং
বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ম্ ।
সংস্পর্ধয়া দগ্ধমথানুশোচন্
সরস্বতীং প্রত্যগিয়ায় তূষ্ণীম্ ॥ ২১ ॥

তত্র—সেখানে; **অথ**—তারপর; **শুশ্রাব**—শ্রবণ করেছিলেন; **সুহৃৎ**—স্বজনবর্গ; **বিনষ্টিম্**—হত হয়েছেন; **বনম্**—বন; **যথা**—যেমন; **বেণুজ-বহ্নি**—বাঁশের ঘর্ষণজনিত আগুন; **সংশ্রয়ম্**—পরস্পরের ঘর্ষণের ফলে; **সংস্পর্ধয়া**—ভয়ঙ্কর বিরোধের ফলে; **দগ্ধম্**—দগ্ধ; **অথ**—এইভাবে; **অনুশোচন্**—চিন্তা করে; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **প্রত্যক্**—পশ্চিমবাহিনী; **ইয়ায়**—গিয়েছিলেন; **তূষ্ণীম্**—নিঃশব্দে।

অনুবাদ

প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন আগুনে যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, তেমনি পরস্পরের বিরোধানলে তাঁর সমস্ত স্বজনবর্গ বিনষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদীর অভিমুখে গমন করলেন।

তাৎপর্য

কৌরব ও যাদব উভয়েই ছিলেন বিদুরের আত্মীয়স্বজন, এবং বিদুর শুনেছিলেন যে, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ফলে তাঁরা বিনষ্ট হয়েছেন। বনে বাঁশের ঘর্ষণের সাথে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের তুলনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সারা পৃথিবীকে একটি বনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিরোধের ফলে যে কোন সময়ে সেই বনে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। কেউই বনে গিয়ে আগুন লাগায় না, কিন্তু বাঁশের ঘর্ষণের ফলে আপনা থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে এবং সেই আগুনে সমস্ত বন দগ্ধ হয়। তেমনি মানবসমাজরূপ বৃহৎ অরণ্যে বহিরঙ্গা প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের বিরোধের ফলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। পৃথিবীর এই আগুন নেভাতে পারে কেবল মহাত্মাদের কৃপারূপ মেঘনিঃসৃত জল, ঠিক যেমন মেঘ থেকে উৎপন্ন বৃষ্টি দাবানলের আগুন নেভাতে পারে।

শ্লোক ২২

তস্যাং ত্রিতস্যোশনসো মনোশ্চ
পৃথোরথাগ্নেরসিতস্য বায়োঃ ।
তীর্থং সুদাসস্য গবাং গুহস্য
যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্য স আসিষেবে ॥ ২২ ॥

তস্যাম্—সরস্বতী নদীর তীরে; **ত্রিতস্য**—ত্রিত নামক তীর্থস্থান; **উশনসঃ**—উশনা নামক তীর্থ; **মনোঃ চ**—মনু নামক তীর্থও; **পৃথোঃ**—পৃথু তীর্থ; **অথ**—তারপর; **অগ্নেঃ**—অগ্নি নামক; **অসিতস্য**—অসিত নামক; **বায়োঃ**—বায়ু নামক; **তীর্থম্**—তীর্থস্থানসমূহ; **সুদাসস্য**—সুদাস নামক; **গবাম্**—গো নামক; **গুহস্য**—গুহ নামক; **যৎ**—সেখানে; **শ্রাদ্ধদেবস্য**—শ্রাদ্ধদেব নামক; **সঃ**—বিদুর; **আসিষেবে**—সেখানে গিয়ে যথাবিধি অনুষ্ঠান করেছিলেন।

অনুবাদ

সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ রয়েছে, যথা—(১) ত্রিত, (২) উশনা, (৩) মনু, (৪) পৃথু, (৫) অগ্নি, (৬) অসিত, (৭) বায়ু, (৮) সুদাস, (৯) গো, (১০) গুহ ও (১১) শ্রাদ্ধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে যথাবিধি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ
কৃতানি নানায়তনানি বিষ্ণোঃ।
প্রত্যঙ্গমুখ্যাঙ্কিতমন্দিরাণি
যদ্দর্শনাৎকৃষ্ণমনুস্মরন্তি ॥ ২৩ ॥

অন্যানি—অন্য সমস্ত; **চ**—ও; **ইহ**—এখানে; **দ্বিজ-দেব**—মহান্ ঋষিগণ কর্তৃক; **দেবৈঃ**—এবং দেবতাদের দ্বারা; **কৃতানি**—নির্মিত; **নানা**—বিবিধ; **আয়তনানি**—বিভিন্ন রূপ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রতি**—প্রতিটি; **অঙ্গ**—অংশ; **মুখ্য**—প্রধান; **অঙ্কিত**—চিহ্নিত; **মন্দিরাণি**—মন্দিরসমূহ; **যৎ**—যা; **দর্শনাৎ**—দূর থেকে দর্শনের ফলে; **কৃষ্ণম্**—স্বয়ং ভগবান; **অনুস্মরন্তি**—নিরন্তর স্মরণ হয়।

অনুবাদ

এছাড়া মহান ঋষি ও দেবতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিহ্নসমূহের দ্বারা অঙ্কিত ছিল, এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাৎপর্য

মানবসমাজ চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমে বিভক্ত, এবং তা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রথাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তা ইতিপূর্বেই এই মহান শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ঋষি বা যে সমস্ত মানুষ সমগ্র মানবসমাজের পারমার্থিক উন্নতিসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের বলা হয় *দ্বিজদেব*, অর্থাৎ দ্বিজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রলোক থেকে শুরু করে উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের বলা হয় *দেব*। *দ্বিজদেব* ও *দেব* এঁরা উভয়েই

গোবিন্দ, মধুসূদন, নৃসিংহ, মাধব, কেশব, নারায়ণ, পদ্মনাভ, পার্থসারথি ইত্যাদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিবিধ রূপের প্রতিষ্ঠা করে মন্দির তৈরি করেন। ভগবান নিজেকে অসংখ্যরূপে বিস্তার করেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই পরস্পর থেকে অভিন্ন। বিষ্ণুর চার হাত এবং তাঁর এক-একটি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা অথবা পদ্ম ধারণ করেন। এই চারটি প্রতীকের মধ্যে চক্র হচ্ছে প্রধান। আদিবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কেবল একটি প্রতীক এবং তা হচ্ছে চক্র, তাই কখনও কখনও তাঁকে চক্রী বলা হয়। যে শক্তির দ্বারা ভগবান সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই চক্র তার প্রতীক। বিষ্ণুমন্দিরের চূড়ায় চক্র থাকে যাতে বহু দূর থেকে মানুষ তা দর্শন করতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। অনেক উঁচু করে মন্দির তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দূর থেকে মানুষরা যাতে তা দেখতে পায় তার সুযোগ করে দেওয়া। ভারতবর্ষে যখনি কোন নতুন মন্দির তৈরি হয়, তখন এই প্রথা অনুসরণ করা হয়, এবং দেখা যাচ্ছে তা চলে আসছে ইতিহাস রচনার বহুকাল পূর্ব থেকে। নাস্তিকেরা মূর্খের মতো প্রচার করে যে, মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে অনেক পরে, এখানে তাদের সেই মত খণ্ডিত হয়েছে, কারণ বিদুর অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে সেই সমস্ত মন্দিরে ভ্রমণ করেছিলেন, এবং তিনি সেখানে যাওয়ার বহু বহু পূর্ব থেকে সেই সমস্ত বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত ছিল। মহান ঋষি ও দেবতারা কখনও কোন মানুষ অথবা দেবতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি, পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য, তাদের ভগবৎ চেতনার স্তরে উন্নীত করার জন্য, তাঁরা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ততস্ত্বতিব্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং
সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ ।
কালেন তাবদ্‌যমুনামুপেত্য
তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—সেখান থেকে; **তু**—কিন্তু; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **সুরাষ্ট্রম্**—সুরাট রাজ্য; **ঋদ্ধম্**—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; **সৌবীর**—সৌবীর রাজ্য; **মৎস্যান্**—মৎস্য রাজ্য; **কুরুজাঙ্গলান্**—দিল্লী প্রদেশ পর্যন্ত পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ; **চ**—ও; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **যমুনাম্**—যমুনার তটে; **উপেত্য**—উপস্থিত হয়ে; **তত্র**—সেখানে; **উদ্ধবম্**—উদ্ধব, একজন বিশিষ্ট যাদব; **ভাগবতম্**—শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত; **দদর্শ**—দর্শন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর সমৃদ্ধিশালী সৌরাষ্ট্র প্রদেশ, সৌবীর, মৎস্য, ও পশ্চিম ভারতের কুরুজাঙ্গল নামক রাজ্যসমূহ অতিক্রম করে যখন তিনি যমুনার তীরে উপনীত হলেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

তাৎপর্য

বর্তমান দিল্লী থেকে উত্তরপ্রদেশের মথুরা এবং পাঞ্জাবের গুর্গাঁও জেলাসহ প্রায় একশ বর্গমাইল ভূখণ্ডকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলে বিবেচনা করা হয়। এই স্থান পবিত্র কেননা শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে বহুবার ভ্রমণ করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল মথুরায় তাঁর মামা কংসের আলয়ে, এবং তিনি প্রতিপালিত হন বৃন্দাবনে তাঁর পালকপিতা নন্দ মহারাজ কর্তৃক। এখনও সেখানে বহু ভগবদ্ভক্ত রয়েছেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শৈশবের সাথী গোপীদের অন্বেষণের আনন্দে মগ্ন হয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। এমন নয় যে, এই সব ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্থানে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন, কিন্তু আগ্রহভরে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করার মতোই। তা কিভাবে সম্ভব, সেকথা ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁরা তা বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেন। দার্শনিক বিচারে ভক্ত বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর স্মরণ উভয়ই চিন্ময় স্তরের বিষয়, এবং ভক্তদের কাছে শুদ্ধ ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত হয়ে বৃন্দাবনে ভগবানের অন্বেষণ করার ধারণা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করার থেকেও অধিক আনন্দ প্রদান করে। এই প্রকার ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন, সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্যামসুন্দরের প্রেমানন্দে মগ্ন, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভক্তির প্রভাবে তাঁদের হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করেন।" বিদুর ও উদ্ধব উভয়েই ছিলেন এই প্রকার উন্নত স্তরের ভক্ত, এবং তাই তাঁরা উভয়েই যমুনার তীরে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং
বৃহস্পতেঃ প্রাক্ তনয়ং প্রতীতম্ ।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং
স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎপ্রজানাম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি, বিদুর; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণ; **অনুচরম্**—পার্ষদ; **প্রশান্তম্**—অত্যন্ত শান্ত ও ধীর; **বৃহস্পতেঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতির; **প্রাক্**—পূর্বে; **তনয়ম্**—পুত্র বা শিষ্য; **প্রতীতম্**—প্রখ্যাত; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **গাঢ়ম্**—গভীর অনুভূতি সহকারে; **প্রণয়েন**—প্রেম সহকারে; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের; **অপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রজানাম্**—পরিবার।

অনুবাদ

তারপর তিনি গভীর প্রেম এবং অনুভূতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, প্রশান্তমূর্তি ও বৃহস্পতির প্রখ্যাত পূর্বশিষ্য উদ্ধবকে আলিঙ্গন করলেন। বিদুর তারপর তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

বিদুর উদ্ধব থেকে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন উদ্ধব বিদুরকে প্রণাম করেছিলেন এবং বিদুর তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন। বিদুরের ভাই পাণ্ডু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসা, এবং উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই। তাই সামাজিক প্রথা অনুসারে, বিদুর ছিলেন উদ্ধবের পিতৃবৎ পূজনীয়। উদ্ধব ন্যায়শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি দেবতাদের মহান গুরু বৃহস্পতির পুত্র বা শিষ্যরূপে বিখ্যাত ছিলেন। বিদুর উদ্ধবের কাছে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদিও তিনি ইতিমধ্যে জানতেন যে, তাঁরা আর এই পৃথিবীতে নেই। এই প্রশ্ন তাই অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয়, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, সেই সংবাদ বিদুরের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল, তাই তিনি গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে বার বার প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর প্রশ্ন ছিল মনস্তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক নয়।

শ্লোক ২৬

কচ্চিৎপুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্য-
পাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ ।
আসাত উর্ব্যাঃ কুশলং বিধায়
কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে ॥ ২৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **পুরাণৌ**—আদি; **পুরুষৌ**—পুরুষদ্বয় (কৃষ্ণ ও বলরাম); **স্বনাভ্য**—ব্রহ্মা; **পাদ্ম-অনুবৃত্ত্যা**—পদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর অনুরোধে; **ইহ**—এখানে; **কিল**—নিশ্চয়ই; **অবতীর্ণৌ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **আসাতে**—হয়; **উর্ব্যাঃ**—পৃথিবীতে; **কুশলম্**—মঙ্গল; **বিধায়**—তা করার জন্য; **কৃত-ক্ষণৌ**—সকলের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারী; **কুশলম্**—সর্বমঙ্গল; **শূর-গেহে**—শূরসেনের গৃহে।

অনুবাদ

ভগবানের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার অনুরোধে যে সনাতন পুরুষদ্বয় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং যাঁরা সকলের মঙ্গলসাধন করে পৃথিবীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) শূরসেনের গৃহে স্বচ্ছন্দে আছেন তো?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ভগবানের দুটি ভিন্ন সত্তা নন। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি পরস্পর ভিন্ন না হয়ে বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন তাঁর স্বাংশপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন শ্রীবলরাম, আর শ্রীবলরামের অংশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে উত্থিত পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে। এই থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রহ্মাণ্ডের বিধি-নিষেধের অধীন নন; পক্ষান্তরে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং নানারকম অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁরা পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেছিলেন যাতে সকলে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই সুখী হতে পারে না এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। যেহেতু ভগবানের ভক্ত-পরিবারের সুখ নির্ভর করে ভগবানের সুখের উপর, তাই বিদুর প্রথমে ভগবানের কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

কচ্চিৎকুরূণাং পরমঃ সুহৃন্নো
ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ ।
যো বৈ স্বসৄণাং পিতৃবদ্দদাতি
বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন ॥ ২৭ ॥

কচ্চিৎ—কি; **কুরূণাম্**—কুরুদের; **পরমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **নঃ**—আমাদের; **ভামঃ**—ভগিনীপতি; **সঃ**—তিনি; **আস্তে**—হন; **সুখম্**—সুখ; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **স্বসৄণাম্**—ভগিনীদের; **পিতৃ-বৎ**—পিতার মতো, **দদাতি**—দান করেন; **বরান্**—বাঞ্ছিত সব কিছু; **বদান্যঃ**—উদার; **বর**—পত্নী; **তর্পণেন**—সন্তুষ্টিবিধানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! কুরুকুলের পরম হিতৈষী, আমাদের ভগিনীপতি বসুদেব ভাল আছেন তো? তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভগ্নীদের প্রতি তিনি পিতৃবৎ স্নেহপরায়ণ, এবং তিনি সর্বদা তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ষোল জন পত্নী ছিলেন, এবং তাঁদের অন্যতমা বলদেবের মাতা পৌরবী বা রোহিণী ছিলেন বিদুরের ভগ্নী। তাই বসুদেব ছিলেন বিদুরের ভগ্নীপতি। বসুদেবের ভগ্নী কুন্তী ছিলেন বিদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর স্ত্রী, এবং সেই সূত্রেও বসুদেব ছিলেন বিদুরের আত্মীয়। কুন্তী ছিলেন বসুদেব থেকে ছোট, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য হচ্ছে ছোট বোনদের কন্যার মতো পালন করা। কুন্তীর যখনি কোন কিছুর প্রয়োজন হত, তাঁর ছোট বোনের প্রতি গভীর প্রীতিবশত তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত উদার চিত্তে তা সরবরাহ করতেন। বসুদেব কখনও তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধানে অবহেলা করেননি, এবং তাঁর ভগ্নীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বস্তু সরবরাহ করেছিলেন। কুন্তীর প্রতি তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন কেননা তিনি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বসুদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করার সময় তাঁর কথা বিদুরের মনে পড়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার স্মৃতি জাগরিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

কচ্চিদ্বরূথাধিপতির্যদূনাং
প্রদ্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীরঃ ।
যং রুক্মিণী ভগবতোঽভিলেভে
আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে ॥ ২৮ ॥

কচ্চিৎ—কি; বরূথ—সামরিক বাহিনীর; অধিপতিঃ—সেনাপতি; যদূনাম্—যদুদের; প্রদ্যুম্নঃ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন; আস্তে—হয়; সুখম্—সুখে; অঙ্গ—হে উদ্ধব; বীরঃ—মহান যোদ্ধা; যম্—যাঁকে; রুক্মিণী—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী; ভগবতঃ—ভগবানের থেকে; অভিলেভে—পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আরাধ্য—মনোরম; বিপ্রান্—ব্রাহ্মণদের; স্মরম্—কামদেব; আদি-সর্গে—পূর্বজীবনে।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! যদুদের সেনানায়ক এবং পূর্বজন্মে যিনি ছিলেন কামদেব, সেই প্রদ্যুম্ন এখন কেমন আছেন? রুক্মিণী ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে তাঁদের কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে স্মর (কামদেব) হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২৯

কচ্চিৎসুখং সাত্বতবৃষ্ণিভোজ-
দাশার্হকাণামধিপঃ স আস্তে ।
যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো
নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ ॥ ২৯ ॥

কচ্চিৎ—কি; সুখম্—ভাল আছেন; সাত্বত—সাত্বতগণ; বৃষ্ণি—বৃষ্ণিবংশ; ভোজ—ভোজবংশ; দাশার্হকাণাম্—দাশার্হগণ; অধিপঃ—রাজা উগ্রসেন; সঃ—তিনি; আস্তে—আছেন; যম্—যাঁকে; অভ্যষিঞ্চৎ—অভিষিক্ত করেছিলেন; শত-পত্র-নেত্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ; নৃপ-আসন-আশাম্—রাজসিংহাসনের আশা; পরিহৃত্য—পরিত্যাগ করে; দূরাৎ—দূরবর্তী স্থানে।

অনুবাদ

হে বন্ধু! সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হদের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন এখন ভাল আছেন তো? তিনি রাজসিংহাসনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে দূরদেশে অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

কচ্চিদ্ধরেঃ সৌম্য সুতঃ সদৃক্ষ
আস্তেঽগ্রণী রথিনাং সাধু সাম্বঃ ।
অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাঢ্যা
দেবং গুহং যোঽম্বিকয়া ধৃতোঽগ্রে ॥ ৩০ ॥

কচ্চিৎ—কি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সৌম্য**—হে সৌম্য, **সুতঃ**—পুত্র; **সদৃক্ষঃ**—সদৃশ; **আস্তে**—ভাল আছে; **অগ্রণীঃ**—সর্বাগ্রগণ্য; **রথিনাম্**—যোদ্ধাদের; **সাধু**—সৎ আচরণপরায়ণ; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **অসূত**—জন্মদান করেছিল; **যম্**—যাকে; **জাম্ববতী**—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতী; **ব্রতাঢ্যা**—ব্রতশীলা; **দেবম্**—দেবতা; **গুহম্**—কার্তিকেয়; **যঃ**—যিনি; **অম্বিকয়া**—ভবানীকে; **ধৃতঃ**—জন্ম; **অগ্রে**—পূর্বজন্মে।

অনুবাদ

হে সৌম্য! সাম্ব ভাল আছে তো? তাঁর রূপ ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো। পূর্বজন্মে শিবপত্নী অম্বিকার গর্ভে কার্তিকেয়রূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল, এবং এখন এই জন্মে কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী অনেক ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার শিব ভগবানের অংশ। তাঁর থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন যে কার্তিকেয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আরেক পুত্র প্রদ্যুম্নের সমকক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর সমস্ত অংশরাও তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রদর্শন করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন। কিন্তু বৃন্দাবনলীলার জন্য সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় ভগবানের বিভিন্ন স্বাংশ বিস্তারের দ্বারা। বাসুদেব

হচ্ছেন নারায়ণের অংশ। ভগবান যখন বাসুদেবরূপে দেবকী ও বসুদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তা ছিল তাঁর নারায়ণরূপ। তেমনি প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, উদ্ধব আদি স্বর্গের বিভিন্ন দেবতারা ভগবানের পার্ষদরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানে আমরা জানতে পারছি যে, কামদেব প্রদ্যুম্নরূপে, কার্তিকেয় সাম্বরূপে এবং একজন বসু উদ্ধবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য বিভিন্ন ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ক্ষেমং স কচ্চিদ্‌যুযুধান আস্তে
যঃ ফাল্গুনাল্লব্ধধনূরহস্যঃ ।
লেভেঽঞ্জসাধোক্ষজসেবয়ৈব
গতিং তদীয়াং যতিভির্দুরাপাম্ ॥ ৩১ ॥

ক্ষেমম্—সর্বমঙ্গল; **সঃ**—তিনি; **কচ্চিৎ**—কি; **যুযুধানঃ**—সাত্যকি; **আস্তে**—আছে; **যঃ**—যিনি; **ফাল্গুনাৎ**—অর্জুন থেকে; **লব্ধ**—লাভ করেছেন; **ধনুঃ-রহস্যঃ**—সামরিক বিজ্ঞানে জটিল তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যিনি অবগত; **লেভে**—লাভ করেছেন; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **অধোক্ষজ**—চিৎ জগতের; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **গতিম্**—গতি; **তদীয়াম্**—চিন্ময়; **যতিভিঃ**—মহান সন্ন্যাসীদের দ্বারা; **দুরাপাম্**—দুর্লভ।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! যুযুধান কুশলে আছেন তো? তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে সন্ন্যাসীদেরও দুর্লভ চিন্ময় পদ লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

পরম গতি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অতীত হওয়ার ফলে অধোক্ষজ নামে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা। বিশ্বের সন্ন্যাসীরা সমস্ত জাগতিক সম্পর্ক, যথা—পরিবার, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, গৃহ, সম্পদ সব কিছু পরিত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। অধোক্ষজের আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরও অতীত। জ্ঞানীরা পরম সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এক প্রকার চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন,

কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর নিত্য শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান স্বরূপে যে আনন্দ আস্বাদন করেন তা সেই আনন্দের অতীত। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর জী ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করে। কিন্তু পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভা এক শাশ্বত আনন্দ আস্বাদন করেন, যাকে বলা হয় হ্লাদিনী শক্তি। বহিরঙ্গ প্রকৃতিকে অস্বীকারকারী ব্রহ্মবাদী জ্ঞানীরা ব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি সম্বন্ধে অবগ নন। সর্বশক্তিমানের বহু শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা শক্তির তিনটি রূপ হচ্ছে—সম্বিত সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। যোগী ও জ্ঞানীরা কঠোরভাবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ধ্যান ও ধারণা ইত্যাদির অনুশীলন করা সত্ত্বেও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে প্রবে করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা তাঁদের ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে এ অন্তরঙ্গা শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারেন। যুযুধান সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন ঠিক যেভাবে তিনি অর্জুনের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যার রহস্য লাভ করেছিলেন। তা ফলে জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ৩২

কচ্চিদ্ বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে
শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংসু-
ষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্যঃ ॥ ৩২ ॥

কচ্চিৎ—কি; **বুধঃ**—অত্যন্ত বিদ্বান; **স্বস্তি**—শুভ; **অনমীবঃ**—নিষ্পাপ; **আস্তে**—আছে; **শ্বফল্ক-পুত্রঃ**—শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় **প্রপন্নঃ**—শরণাগত; **যঃ**—যিনি; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পাদ-অঙ্কিত**—পদচিহ্নের দ্বার অঙ্কিত; **মার্গ**—পথ; **পাংসুষু**—ধূলিতে; **অচেষ্টত**—লুণ্ঠিত; **প্রেম-বিভিন্ন**—দিব প্রেমে আত্মহারা হয়ে; **ধৈর্যঃ**—মনের সাম্যভাব।

অনুবাদ

শ্বফল্কনন্দন অক্রূর ভাল আছেন তো? তিনি নিষ্পাপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। এক সময় তিনি পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমানন্দে ধৈর্যহারা হয়ে সেই পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন তিনি নন্দগ্রামের পথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমে আত্মহারা হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন ভক্তের পক্ষেই এই প্রকার দিব্যভাব অনুভব করা সম্ভব। ভগবানের এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবে নিষ্পাপ কেননা তিনি সর্বদাই পরম পবিত্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করছেন। নিরন্তর ভগবানের চিন্তা জড় গুণের প্রভাব থেকে উৎপন্ন সংক্রমণের নিরাময়কারী ঔষধ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থেকে তাঁর সঙ্গ লাভ করেন। তবুও, স্থান ও কালের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, সেই চিন্ময় আবেগ বিভিন্ন রূপ নেয়, এবং তা ভক্তের মনের ধৈর্য ভঙ্গ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য প্রেমের উন্মাদনার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন, যা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি ভগবানের এই অবতারের জীবনচরিত থেকে।

শ্লোক ৩৩

কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা
বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ ।
যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং
ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্ ॥ ৩৩ ॥

কচ্চিৎ—কি; **শিবম্**—সর্বমঙ্গল; **দেবক-ভোজ-পুত্র্যাঃ**—দেবক-ভোজরাজের কন্যা; **বিষ্ণু-প্রজায়াঃ**—যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জন্মদান করেছিলেন; **ইব**—সেই রকম; **দেব-মাতুঃ**—দেবতাদের মাতা (অদিতি); **যা**—যিনি; **বৈ**—যথার্থই; **স্ব-গর্ভেণ**—তাঁর নিজের গর্ভের দ্বারা; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রয়ী**—বেদসমূহ; **যথা**—যেমন; **যজ্ঞ-বিতানম্**—যজ্ঞবিস্তারের; **অর্থম্**—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

বেদ যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশ করেন, তেমনই দেবক-ভোজরাজের কন্যা দেবকী দেবমাতা অদিতির মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তিনি (দেবকী) ভাল আছেন তো?

তাৎপর্য

বেদ চিন্ময় জ্ঞান ও পারমার্থিক সম্পদে পূর্ণ; তেমনই শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী বেদের অর্থের মূর্তিমান প্রকাশের মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। বেদ ও ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বেদের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা, এবং ভগবান হচ্ছেন মূর্তিমান বেদ। দেবকীকে অর্থপূর্ণ বেদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং ভগবানকে তাঁর মূর্তিমান উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো
যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং
মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

অপি—ও; **স্বিৎ**—কি; **আস্তে**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সুখম্**—সমগ্র সুখ; **বঃ**—আপনার; **যঃ**—যিনি; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের; **কাম-দুঘঃ**—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; **অনিরুদ্ধঃ**—ভগবানের প্রকাশ অনিরুদ্ধ; **যম্**—যাঁকে; **আমনন্তি**—তাঁরা স্বীকার করেন; **স্ম**—অতীতে; **হি**—নিশ্চয়; **শব্দযোনিম্**—ঋগ্বেদের কারণ; **মনঃ-ময়ম্**—মনের প্রবর্তক; **সত্ত্ব**—চিন্ময়; **তুরীয়**—চতুর্থ ব্যূহ; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব।

অনুবাদ

অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো? তিনি সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূরণকারী এবং অতীত কাল থেকেই তাঁকে ঋগ্বেদের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনের প্রবর্তক এবং বিষ্ণুর চতুর্থ ব্যূহ।

তাৎপর্য

বলরামের মূল প্রকাশ আদি-চতুর্ভুজ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের অবতারে এঁরা সকলে বিশেষ ধরনের লীলা করার জন্য বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন মূল বাসুদেব, এবং তাঁর ভাইয়েরা হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও

অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ হচ্ছেন মহাবিষ্ণুরও উৎস, যাঁর নিঃশ্বাস থেকে ঋগ্‌বেদ আবির্ভূত হয়েছিল। সেই সমস্ত তত্ত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে অনিরুদ্ধ ভগবানের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি চতুর্ব্যূহস্থ বাসুদেব। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোলোক বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান না। সমস্ত স্বাংশ প্রকাশেরা বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাঁদের শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৩৫

অপিস্বিদন্যে চ নিজাত্মদৈব-
মনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে ।
হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণ-
গদাদয়ঃ স্বস্তি চরন্তি সৌম্য ॥ ৩৫ ॥

অপি—ও; **স্বিৎ**—কি; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **নিজ-আত্ম**—তাঁর নিজের; **দৈবম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অনন্য**—পূর্ণরূপে; **বৃত্ত্যা**—বিশ্বাস; **সমনুব্রতাঃ**—অনুগামীগণ; **যে**—তাঁরা সকলে; **হৃদীক**—হৃদীক; **সত্য-আত্মজ**—সত্যভামার পুত্র; **চারুদেষ্ণ**—চারুদেষ্ণ; **গদ**—গদ; **আদয়ঃ**—এবং অন্যেরা; **স্বস্তি**—সর্বমঙ্গল; **চরন্তি**—সময় অতিবাহিত করেন; **সৌম্য**—হে সৌম্য।

অনুবাদ

হে সৌম্য! এছাড়া যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের অন্তরাত্মারূপে জেনে চিরকাল তাঁরই অনুসরণ করেন, সেই হৃদীক, চারুদেষ্ণ, গদ ও সত্যভামার পুত্র—এঁরা সকলে ভাল আছেন তো?

শ্লোক ৩৬

অপি স্বদোর্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং
ধর্মেণ ধর্মঃ পরিপাতি সেতুম্ ।
দুর্যোধনোঽতপ্যত যৎসভায়াং
সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ॥ ৩৬ ॥

অপি—ও; **স্ব-দোর্ভ্যাম্**—স্বীয় বাহুযুগল; **বিজয়**—অর্জুন; **অচ্যুতাভ্যাম্**—শ্রীকৃষ্ণসহ; **ধর্মেণ**—ধর্মের দ্বারা; **ধর্মঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পরিপাতি**—পালন করেন; **সেতুম্**—ধর্মের মর্যাদা; **দুর্যোধনঃ**—দুর্যোধন; **অতপ্যত**—ঈর্ষান্বিত; **যৎ**—যার; **সভায়াম্**—রাজসভা; **সাম্রাজ্য**—সাম্রাজ্য; **লক্ষ্ম্যা**—ঐশ্বর্য; **বিজয়-অনুবৃত্ত্যা**—অর্জুনের সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম প্রতিপালন করে এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে রাজ্যশাসন করছেন তো? পূর্বে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হচ্ছিল কেননা তিনি (যুধিষ্ঠির) তাঁর বাহুদ্বয়সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মের প্রতীক। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় রাজ্যশাসন করছিলেন, তখন তাঁর রাজ্যের ঐশ্বর্য স্বর্গের কল্পনাতীত ঐশ্বর্যকেও অতিক্রম করেছিল। তাঁর প্রকৃত বাহুদ্বয় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, তাই তাঁর ঐশ্বর্য সকলের ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করেছিল। তাঁর এই ঐশ্বর্য দর্শনে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ক্ষতিসাধনের জন্য নানারকম পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং অবশেষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর রাজ্যশাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তিনি ধর্মের পন্থা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যবান রাজার রাজ্যের এটিই হচ্ছে সৌন্দর্য!

শ্লোক ৩৭

কিং বা কৃতাঘেষ্বঘমত্যমর্ষী
ভীমোঽহিবদ্দীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ ।
যস্যাঙ্ঘ্রিপাতং রণভূর্ন সেহে
মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

কিম্—কি; **বা**—অথবা; **কৃত**—অনুষ্ঠিত; **অঘেষু**—পাপীদের; **অঘম্**—ক্রুদ্ধ; **অতি-অমর্ষী**—অজেয়; **ভীমঃ**—ভীম; **অহি-বৎ**—গোখরো সাপের মতো; **দীর্ঘ-তমম্**—বহুকালের প্রতীক্ষিত; **ব্যমুঞ্চৎ**—পরিত্যাগ করেছেন; **যস্য**—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি-পাতম্**—পদাঘাত; **রণভূঃ**—রণভূমি; **ন**—পারত না; **সেহে**—সহ্য করতে; **মার্গম্**—পথ; **গদায়াঃ**—গদার দ্বারা; **চরতঃ**—খেলা; **বিচিত্রম্**—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ঘূর্ণন করতে করতে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করতেন এবং যাঁর গদাঘাত রণভূমি সহ্য করতে পারত না, সেই সর্পের মতো অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, অজেয় ভীম পাপীদের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন তো?

তাৎপর্য

বিদুর ভীমের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। রণভূমিতে ভীমের পদক্ষেপ এবং অদ্ভুত গদাঘূর্ণন শত্রুর পক্ষে অসহনীয় ছিল। শক্তিশালী ভীম দীর্ঘকাল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বিরুদ্ধে কিছু করেননি। তাই বিদুর প্রশ্ন করেছিলেন, আহত গোখরো সাপের মতো ভীম শত্রুদের প্রতি তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন কিনা। গোখরো সাপ যখন তার দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধস্বরূপ বিষ উদ্‌গীরণ করে, তখন সেই বিষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি আর বাঁচতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

কচ্চিদ্‌যশোধা রথযূথপানাং
গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে ।
অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো
মায়াকিরাতো গিরিশস্তুতোষ ॥ ৩৮ ॥

কচ্চিৎ—কি; **যশধা**—বিখ্যাত; **রথঃ-যূথপানাম্**—মহারথীদের মধ্যে; **গাণ্ডীব**—গাণ্ডীব; **ধন্ব**—ধনুক; **উপরত-অরিঃ;**—যিনি তাঁর শত্রুদের বিনাশ করেছেন; **আস্তে**—ভাল আছেন; **অলক্ষিতঃ**—ছদ্মবেশে; **যৎ**—যাঁর; **শর-কূট-গূঢ়ঃ**—বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে; **মায়া-কিরাতঃ**—কপট কিরাতবেশধারী; **গিরিশঃ**—শিব; **তুতোষ**—সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অনুবাদ

যে অর্জুনের বাণের জালে আচ্ছন্ন হয়েও কপট কিরাতবেশধারী শিব তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করেছিলেন, এবং মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান গাণ্ডীব ধনুর্ধারী সেই অর্জুন শত্রুদের বিনাশ করে সুখে আছেন তো?

তাৎপর্য

অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য শিব একটি বাণবিদ্ধ বরাহকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন। তিনি একজন কিরাতের ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্জুনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং অর্জুন তাঁকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তখন শিব অর্জুনের রণনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাশুপত অস্ত্র দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ করেছিলেন। এখানে বিদুর সেই মহান্ যোদ্ধার মঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ৩৯

যমাবুতস্বিত্তনয়ৌ পৃথায়াঃ
পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব ।
রেমাত উদ্দায় মৃধে স্বরিক্‌থং
পরাৎসুপর্ণাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ ॥ ৩৯ ॥

যমৌ—যমজ (নকুল ও সহদেব); **উতস্বিৎ**—কি; **তনয়ৌ**—পুত্রদ্বয়; **পৃথায়াঃ**—পৃথার; **পার্থৈঃ**—পৃথার পুত্রদের দ্বারা; **বৃতৌ**—রক্ষিত; **পক্ষ্মভিঃ**—পক্ষ দ্বারা; **অক্ষিণী**—চক্ষুর; **ইব**—মতো; **রেমাতে**—নির্বিঘ্নে খেলা করছে; **উদ্দায়**—কেড়ে নিয়ে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **স্ব-রিক্‌থম্**—স্বীয় সম্পত্তি; **পরাৎ**—শত্রু দুর্যোধনের কাছ থেকে; **সুপর্ণৌ**—শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়; **ইব**—মতো; **বজ্রিবক্ত্রাৎ**—ইন্দ্রের মুখ থেকে।

অনুবাদ

যে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের ভ্রাতাদের দ্বারা সুরক্ষিত, তাঁরা ভাল আছেন তো? চক্ষু যেমন পক্ষ্মের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি তাঁরা পৃথার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুড় যেমন বজ্রধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আহরণ করেন, তাঁরাও তেমনি যুদ্ধে দুর্যোধনের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বজ্র বহন করেন এবং তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তবুও শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় তাঁর মুখ থেকে অমৃত ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনি দুর্যোধন ছিল স্বর্গের রাজার মতো শক্তিশালী, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথার পুত্র পাণ্ডবেরা তার কাছ থেকে তাঁদের রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। গরুড় ও পার্থরা

উভয়েই ভগবানের প্রিয় ভক্ত, এবং তার ফলে তাঁদের পক্ষে এত শক্তিশালী শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সম্ভব হয়েছিল।

পাণ্ডবদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব সম্বন্ধে বিদুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এঁরা দুজন অন্য পাণ্ডবদের বিমাতা মাদ্রীর যমজ পুত্র ছিলেন। যদিও তাঁরা ছিলেন সৎভাই, কিন্তু মহারাজ পাণ্ডুর সাথে মাদ্রীর সহমরণের পর কুন্তী তাঁদেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে নকুল ও সহদেব ছিলেন অন্য তিন জন পাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনেরই মতো। এই পাঁচ ভাই সারা জগতের কাছে পঞ্চপাণ্ডব নামে পরিচিত। ঠিক যেভাবে চোখের পলক চোখকে যত্ন সহকারে আবৃত করে রাখে, সেইভাবেই জ্যেষ্ঠ তিন পাণ্ডবেরা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পালন করেছিলেন। বিদুর জানতে চেয়েছিলেন দুর্যোধনের হাত থেকে তাঁদের রাজ্য উদ্ধার করার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের তত্ত্বাবধানে সেই রকমই সুখে বসবাস করছেন কিনা।

শ্লোক ৪০

অহো পৃথাপি ধ্রিয়তেঽর্ভকার্থে
রাজর্ষিবর্যেণ বিনাপি তেন ।
যস্ত্বেকবীরোঽধিরথো বিজিগ্যে
ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ ॥ ৪০ ॥

অহো—হে প্রভু; **পৃথা**—কুন্তী; **অপি**—ও; **ধ্রিয়তে**—তাঁর জীবনধারণ করছেন; **অর্ভক-অর্থে**—পিতৃহীন পুত্রদের জন্য; **রাজর্ষি**—রাজা পাণ্ডু; **বর্যেণ**—শ্রেষ্ঠ; **বিন-অপি**—তাঁকে ছাড়া; **তেন**—তাঁকে; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **এক**—একলা; **বীরঃ**—যোদ্ধা; **অধিরথঃ**—সেনাপতি; **বিজিগ্যে**—জয় করতে পারতেন; **ধনুঃ**—ধনুক; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ককুভঃ**—দিকসমূহ; **চতস্রঃ**—চার।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! পৃথা কি এখনও বেঁচে আছেন? তিনি কেবল তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের জন্যই জীবনধারণ করছিলেন; তা না হলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং অধিরথ যিনি একাকী ধনুকমাত্র সহায় করে চতুর্দিক জয় করেছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ব্যতীত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল।

তাৎপর্য

সতী স্ত্রী পতি বিনা বেঁচে থাকতে পারে না, এবং তাই পতির মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী তাঁর স্বামীর চিতার আগুনে প্রবেশ করতেন। এই প্রথা ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে

প্রচলিত ছিল, কেননা সমস্ত পত্নীরা ছিলেন সতী এবং তাঁদের পতির অনুগতা। পরে কলিযুগের প্রভাবে পত্নীদের পতিপরায়ণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, এবং স্বেচ্ছায় মৃত পতির চিতায় প্রবেশ করার প্রথা লোপ পায়। সম্প্রতি, এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রথাটি বলপূর্বক আগুনে পুড়িয়ে মারার সামাজিক প্রথায় পরিণত হওয়ার ফলে তা আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে।

মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী স্বামীর চিতার আগুনকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সুসন্তান পঞ্চপাণ্ডবদের জন্য জীবন ধারণ করতে মাদ্রী কুন্তীকে অনুরোধ করেন। ব্যাসদেবের অনুরোধে কুন্তী তাতে সম্মত হন। তাঁর পতির বিচ্ছেদজনিত গভীর শোক সত্ত্বেও কুন্তী বেঁচে থাকতে সম্মত হয়েছিলেন তাঁর পতির অনুপস্থিতিতে জীবন উপভোগ করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে কেবল তাঁর সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। এই ঘটনাটির উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, কেননা বিদুর তাঁর ভ্রাতৃবধূ কুন্তীদেবীর সমস্ত ঘটনা জানতেন। এখানে জানা যায় যে, মহারাজ পাণ্ডু ছিলেন একজন মহান্ যোদ্ধা এবং তিনি একাকী ধনুক ও বাণের সাহায্যে সারা পৃথিবীর চতুর্দিক জয় করেছিলেন। এমন একজন আদর্শ পতির বিরহে বিধবারূপে কুন্তীর পক্ষে জীবনধারণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল তাঁর পাঁচ পুত্রের জন্য।

শ্লোক ৪১

সৌম্যানুশোচে তমধঃপতন্তং
ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুদ্রুহে যঃ ।
নির্যাপিতো যেন সুহৃৎস্বপুর্যা
অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন ॥ ৪১ ॥

সৌম্য—হে সৌম্য; **অনুশোচে**—কেবল শোক করা; **তম্**—তাকে; **অধঃ-পতন্তম্**—অধঃপতন; **ভ্রাত্রে**—তাঁর ভ্রাতার; **পরেতায়**—মৃত্যু; **বিদুদ্রুহে**—বিদ্রোহ করেছিলেন; **যঃ**—যিনি; **নির্যাপিতঃ**—নির্বাসিত; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **স্ব-পুর্যাঃ**—তাঁর নিজের গৃহ থেকে; **অহম্**—আমি; **স্ব-পুত্রান্**—তাঁর পুত্রগণসহ; **সমনু-ব্রতেন**—অনুবর্তী।

অনুবাদ

হে সৌম্য! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানদের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে ভ্রাতার দ্রোহ করেছেন, যিনি তাঁর পুত্রদের অনুবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর গৃহ

থেকে নির্বাসিত করেছেন, যদিও আমি হচ্ছি তাঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অনুশোচনা করি।

তাৎপর্য

বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেননি, কেননা তার কুশলের কোন সম্ভাবনা ছিল না, তার তো কেবল নরকে অধঃপতিত হওয়ারই সংবাদ ছিল। বিদুর ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের একজন ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং তাঁর হৃদয়ের কোণে তাঁর চিন্তা জাগরূক ছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর স্বর্গীয় ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন এবং তাঁর কুটিল পুত্রদের প্ররোচনায় তাঁকে (বিদুরকে) তাঁর গৃহ থেকে বার করে দিতে পারেন। এই সমস্ত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও বিদুর কখনও ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষণ করেননি, পক্ষান্তরে তিনিই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বিদুর যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন তা ধৃতরাষ্ট্রের জীবনের অন্তিম অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছিল। বিদুরের মতো বৈষ্ণবের আচরণ এমনই—তিনি সকলের মঙ্গলের কামনা করেন, এমনকি তাঁর শত্রুদের প্রতিও।

শ্লোক ৪২

সোঽহং হরের্মর্ত্যবিড়ম্বনেন
দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ।
নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদা-
চ্চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োঽত্র ॥ ৪২ ॥

সঃ অহম্—সেই জন্য আমি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মর্ত্য**—এই মৃত্যুলোকে; **বিড়ম্বনেন**—অপরিচিতভাবেই; **দৃশঃ**—দৃষ্টিতে; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষের; **চালয়তঃ**—মোহজনক; **বিধাতুঃ**—করার জন্য; **ন**—না; **অন্য**—অন্য; **উপলক্ষ্যঃ**—অন্যের দ্বারা দৃষ্ট; **পদবীম্**—মহিমা; **প্রসাদাৎ**—কৃপার প্রভাবে; **চরামি**—বিচরণ করি; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **গত-বিস্ময়ঃ**—নিঃসন্দেহে; **অত্র**—এই বিষয়ে।

অনুবাদ

তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। সকলের অলক্ষ্যে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাসমূহ এই মর্ত্যলোকে সাধারণ মানুষের

কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয়, এবং তাই তা অন্যের পক্ষে মোহজনক, কিন্তু আমি তাঁর কৃপার প্রভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি, এবং তার ফলে আমি সর্বতোভাবে সুখী।

তাৎপর্য

বিদুর যদিও ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি তাঁর ভাইয়ের মতো মূর্খ ছিলেন না, এবং তার ফলে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর বিষয়ী পুত্রেরা তাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করছিল। তা করতে ভগবান তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং তার ফলে তারা গভীর থেকে গভীরতর মোহে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। কিন্তু বিদুর চেয়েছিলেন ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করতে, এবং তাই তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি তীর্থপর্যটন করার সময় তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি গৃহহারা হওয়ার ফলে মোটেই দুঃখিত হননি, কেননা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ঘরে থাকার তথাকথিত স্বাধীনতা থেকে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করাই অধিকতর স্বাধীনতা। যতক্ষণ পর্যন্ত না দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন হয় যে, ভগবান তাঁকে রক্ষা করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত নয়। জীবনের এই অবস্থাকে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ*—প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর অস্তিত্বের শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। নির্ভরতার এই স্তরকে বলা হয় *সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ* বা আত্মশুদ্ধি। ভগবদ্ভক্ত, যাঁকে বলা হয় নারায়ণপর, তিনি কখনই কোন কিছুতে ভীত হন না, কেননা তিনি সর্বদাই জানেন যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাঁকে রক্ষা করছেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে বিদুর একাকী সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন, এবং কোন বন্ধু অথবা কোন শত্রু তাঁকে দেখতে পায়নি অথবা চিনতে পারেনি। এইভাবে জগতের বহু দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি প্রকৃত মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সচ্চিদানন্দময় শ্যামসুন্দররূপে এই মর্ত্যলোকে বিরাজ করছিলেন, তখন যারা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত নয়, তারা তাঁকে চিনতে পারেনি অথবা তাঁর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* (ভগবদ্গীতা ৯/১১)—অভক্তদের কাছে তিনি সর্বদাই মোহজনক, কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁদের শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা সর্বদা তাঁকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৩

নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং
মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমূভিঃ ।
বধাৎপ্রপন্নার্তিজিহীর্ষয়েশো-
হপ্যুপৈক্ষতাঘং ভগবান্ কুরূণাম্ ॥ ৪৩॥

নূনম্—নিঃসন্দেহে; **নৃপাণাম্**—রাজাদের; **ত্রি**—তিন; **মদ-উৎপথানাম্**—মিথ্যা দর্পের প্রভাবে বিপথগামী; **মহীম্**—পৃথিবী; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **চালয়তাম্**—ক্ষোভ উৎপাদনকারী; **চমূভিঃ**—সৈন্যদের গতিবিধির দ্বারা; **বধাৎ**—বধ করার ফলে; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **আর্তিজিহীর্ষয়**—দুঃখীদের দুর্ভোগ দূর করতে ইচ্ছুক; **ঈশঃ**—ভগবান; **অপি**—সত্ত্বেও; **উপৈক্ষত**—অপেক্ষা করেছিলেন; **অঘম্**—অপরাধ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কুরূণাম্**—কৌরবদের।

অনুবাদ

ধন, জন ও বিদ্যা এই তিন প্রকার গর্বের দ্বারা উৎপথগামী হয়ে যে সমস্ত নৃপতিরা তাদের প্রবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর দুঃখ উৎপাদন করেছে, তাদের বিনাশ করে শরণাগত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম অপরাধে অপরাধগ্রস্ত কুরুদের বিনাশ করেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা এবং নানা দুর্দশাক্লিষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সত্ত্বেও দ্রৌপদীকে কুরুদের অপমান এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় আচরণ, এবং তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও যে সমস্ত অপবাদ, তা সবই শ্রীকৃষ্ণ সহ্য করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, "কেন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এই প্রকার অন্যায় অপমান সহ্য করেছিলেন? তিনি তৎক্ষণাৎ কেন কৌরবদের দণ্ডদান করেননি?" রাজসভায় কৌরবেরা যখন সবার সম্মুখে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করেছিল, তখন ভগবান অন্তহীনভাবে বস্ত্র সরবরাহ করে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। তবে তিনি তৎক্ষণাৎ অপমানকারীদের দণ্ড দেননি। কিন্তু ভগবানের এই মৌনতার অর্থ এই নয় যে, তিনি কৌরবদের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। পৃথিবীতে তখন বহু রাজা ছিল যারা

ধনমদ, বিদ্যামদ, ও জনমদ—এই তিনপ্রকার মদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্মত্ত হয়ে তাদের সামরিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে বিচলিত করছিল। ভগবান কেবল অপেক্ষা করেছিলেন তাদের সকলকে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে একত্র করে এককালে তাদের সংহার করে তাঁর দুষ্কৃতকারীদের নিধন করার কার্যটি সংক্ষেপে সমাধান করার জন্য। নাস্তিক রাজারা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাদের জড় ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও জনবলের গর্বে উদ্ধত হয়ে সর্বদা তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে এবং অসহায় ব্যক্তিদের দুঃখ দেয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে এই রকম বহু নৃপতি ছিল, এবং তাদের সংহারের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার সময় দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—"অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আমি কালরূপে স্বেচ্ছায় এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছি। তোমরা পাণ্ডবেরা ব্যতীত অন্য আর যারা এখানে সমবেত হয়েছে, আমি তাদের সকলকে সংহার করব। এই সংহার কার্যটি তোমাদের অংশগ্রহণের অপেক্ষা করে না। তা ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে—সকলেই আমার দ্বারা নিহত হবে। তুমি যদি এই রণক্ষেত্রের বীর নায়করূপে বিখ্যাত হতে চাও এবং তার ফলে যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ করতে চাও, তাহলে হে সব্যসাচী, এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে গৌরব অর্জন কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্য বহু মহারথীদের আমি ইতিমধ্যেই সংহার করে রেখেছি। তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। যুদ্ধ কর এবং মহাবীররূপে খ্যাতি অর্জন কর।" (*ভগবদ্গীতা* ১১/৩২-৩৪)

ভগবান সর্বদাই তাঁর অনুষ্ঠিত লীলায় তাঁর ভক্তকে নায়করূপে প্রদর্শন করতে চান। তিনি তাঁর ভক্ত ও সখা অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়করূপে দেখতে চেয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি পৃথিবীর সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের একত্রিত করার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর এই অপেক্ষা করার এইটিই হচ্ছে একমাত্র ব্যাখ্যা, আর কিছু নয়।

শ্লোক ৪৪

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়
কর্মাণ্যকর্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্ ।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং
পরো গুণানামুত কর্মতন্ত্রম্ ॥ ৪৪ ॥

অজস্য—জন্মহীনের; **জন্ম**—আবির্ভাব; **উৎপথ-নাশনায়**—দুর্বৃত্তদের বিনাশ করার জন্য; **কর্মাণি**—কর্ম; **অকর্তুঃ**—যার কোন কিছু করণীয় নেই; **গ্রহণায়**—গ্রহণ করার জন্য; **পুংসাম্**—সমস্ত মানুষদের; **ননু অন্যথা**—তা না হলে; **কঃ**—কে; **অর্হতি**—যোগ্য হতে পারে; **দেহ-যোগম্**—দেহের সম্বন্ধ; **পরঃ**—অতীত; **গুণানাম্**—প্রকৃতির তিন গুণের; **উত**—কি বলার আছে; **কর্ম-তন্ত্রম্**—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম।

অনুবাদ

ভগবান গুণরহিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদন করেন। তা না হলে গুণাতীত পরমেশ্বর ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কি কারণ থাকতে পারে?

তাৎপর্য

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১)—ভগবানের রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তাঁর তথাকথিত জন্ম কেবল তাঁর আবির্ভাব মাত্র, ঠিক যেমন পূর্বদিগন্তে সূর্যের উদয় হতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যারা প্রকৃতির প্রভাবে এবং পূর্বকৃত কর্মের বন্ধনের ফলে জন্মগ্রহণ করে, তাঁর জন্ম ঠিক সেই রকম নয়। তাঁর কার্যকলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লীলাবিলাস এবং কোন অবস্থাতেই তা জড়া প্রকৃতির কর্মফলের অধীন নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৪) বলা হয়েছে—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥

জীবসমূহের জন্য ভগবান যে কর্মের বিধি রচনা করেছেন, তা কখনও ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, এবং সাধারণ জীবের মতো কার্যকলাপের দ্বারা নিজের উৎকর্ষসাধনের কোন বাসনাও তাঁর নেই। সাধারণ মানুষ তাদের বদ্ধ জীবনের উন্নতিসাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সমগ্র সম্পদ, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য বর্তমান। তাই তিনি কেন উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা করবেন? কোনও প্রকার ঐশ্বর্যের মাধ্যমে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং তাই তাঁর পক্ষে উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা নিতান্তই নিরর্থক। ভগবানের কার্যকলাপ এবং সাধারণ জীবের কার্যকলাপের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সর্বদা বিচারপূর্বক বিবেচনা করা উচিত। তার ফলে ভগবানের অপ্রাকৃত পদমর্যাদা সম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

যায়। কেউ যখন ভগবানের দিব্য স্তর সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হতে পারে, তখন সে ভগবানের ভক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার পূর্বকৃত সমস্ত কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে, *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—ভগবান তাঁর ভক্তের পূর্বকৃত কর্মের সমস্ত ফল হয় হ্রাস করেন, নয়তো সম্পূর্ণরূপে মোচন করে দেন।

সমস্ত জীবের উচিত ভগবানের কার্যকলাপ অঙ্গীকার করে তা আস্বাদন করা। তাঁর লীলাবিলাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করানো। ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করেন, এবং তাই ভুক্তিকামী ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষেরা ভক্তদের রক্ষাকর্তারূপে দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সকাম কর্মীরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে, তেমনি মুক্তিকামীরাও তাদের জীবনের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে ভগবৎ সেবার মাধ্যমে। ভক্তরা কখনও তাঁদের সকাম কর্মফলের বাসনা করেন না, অথবা কোনও প্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তাঁরা ভগবানের গিরিগোবর্ধনধারণ, শৈশবে পুতনাবধ আদি মহিমান্বিত অলৌকিক কার্যকলাপ আস্বাদন করেন। তিনি তাঁর লীলাবিলাস করেন কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকল প্রকার মানুষদেরই আকর্ষণ করার জন্য। যেহেতু তিনি সমস্ত কর্মের নিয়মের অতীত, তাই তাঁর পক্ষে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো মায়ার কোন রূপ পরিগ্রহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের গৌণ কারণ হচ্ছে দুষ্কৃতকারী অসুরদের সংহার করা এবং মূর্খ মানুষদের অর্থহীন নাস্তিক্যবাদ প্রচার বন্ধ করা। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর হাতে নিহত অসুরেরা মুক্তিলাভ করে। ভগবানের অর্থপূর্ণ আবির্ভাব সর্ব অবস্থাতেই সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে ভিন্ন। যখন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরও জড় দেহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে অবতরণ করেন, তিনিও নিশ্চয়ই জড় দেহের দ্বারা সীমিত নন।

শ্লোক ৪৫

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানা-
মবস্থিতানামনুশাসনে স্বে ।
অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য
বার্তাং সখে কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্য—তাঁর; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **অখিল-লোক-পানাম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শাসকবর্গ; **অবস্থিতানাম্**—অবস্থিত; **অনুশাসনে**—শাসনাধীন; **স্বে**—তাঁদের নিজেদের; **অর্থায়**—উদ্দেশ্যে; **জাতস্য**—যাঁর জন্ম হয়েছে; **যদুষু**—যদুবংশে; **অজস্য**—জন্মরহিতের; **বার্তাম্**—বিষয়; **সখে**—হে সখা; **কীর্তয়**—দয়া করে বর্ণনা কর; **তীর্থ-কীর্তেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের, যাঁর মহিমা সমস্ত তীর্থস্থানে কীর্তিত হয়।

অনুবাদ

হে সখে! তাই দয়া করে সেই ভগবানের মহিমা কীর্তন কর, যাঁর মহিমা তীর্থস্থানসমূহে কীর্তিত হয়। তিনি অজ, তবুও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শরণাগত শাসকদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনন্য ভক্ত যদুদের বংশে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিভিন্ন গ্রহলোকে অসংখ্য শাসক রয়েছেন, যেমন—সূর্যগ্রহে সূর্যদেব, চন্দ্রলোকে চন্দ্রদেব, স্বর্গলোকে ইন্দ্র, তাছাড়া বায়ু, বরুণ এবং এমনকি ব্রহ্মার বাসস্থান ব্রহ্মালোকেও। তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনুগত ভৃত্য। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে যখন শাসনকার্যে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তখন সেখানকার শাসকরা ভগবানকে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, এবং তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/২৮) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

প্রত্যেক যুগে, যখন অনুগত শাসকদের কোন রকম অসুবিধা হয়, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের জন্যও তিনি অবতরণ করেন। শরণাগত শাসকবর্গ ও শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই ঐকান্তিকভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকেন, এবং তাঁরা কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেন না। তাই ভগবান সর্বদাই তাঁদের প্রতি যত্নশীল।

তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করা, এবং তাই ভগবান *তীর্থকীর্তি* নামে পরিচিত। তীর্থস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ লাভ করা। এমনকি আজও, সময়ের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন, মথুরা ও বৃন্দাবন, যেখানে আমাদের থাকবার

সুযোগ রয়েছে, সেখানে মানুষ ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে সর্বক্ষণ কোন না কোনভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে। এই প্রকার তীর্থস্থানের সৌন্দর্য হচ্ছে যে, সেখানে আপনা থেকেই ভগবানের দিব্য মহিমা স্মরণ হয়। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, যশ, লীলা ও পরিকর সব কিছুই ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে ভগবান স্বয়ং প্রকটিত হন। যে কোন সময়ে অথবা যে কোন স্থানে, যখন শুদ্ধ ভক্তরা সমবেত হয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, ভগবান নিঃসন্দেহে তখন সেখানে বিরাজ করেন। ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা যেখানে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি সর্বদাই সেখানে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বিদুরের প্রশ্ন' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্ ।
প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎস্মারিতেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ভাগবতঃ**—মহান্ ভক্ত; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ক্ষত্রা**—বিদুরের দ্বারা; **বার্তাম্**—বার্তা; **প্রিয়-আশ্রয়াম্**—প্রিয়তম সম্বন্ধীয়; **প্রতিবক্তুম্**—উত্তর দিতে; **ন**—নয়; **চ**—ও; **উৎসেহে**—উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন; **ঔৎকণ্ঠ্যাৎ**—উৎকণ্ঠাবশত; **স্মারিত**—স্মরণ; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—বিদুর যখন মহাভাগবত উদ্ধবকে প্রিয়তম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধীয় কথা বলতে অনুরোধ করলেন, তখন ভগবৎ স্মৃতিজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার ফলে উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে অক্ষম হলেন।

শ্লোক ২

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্যাং বাললীলয়া ॥ ২ ॥

যঃ—যিনি; **পঞ্চ**—পাঁচ; **হায়নঃ**—বয়স্ক; **মাত্রা**—তাঁর মায়ের দ্বারা; **প্রাতঃ-আশায়**—প্রাতরাশের জন্য; **যাচিতঃ**—প্রার্থিত; **তৎ**—তা; **ন**—না; **ঐচ্ছৎ**—ইচ্ছা করতেন; **রচয়ন্**—খেলা করে; **যস্য**—যাঁর; **সপর্যাম্**—পরিচর্যা; **বাল-লীলয়া**—বাল্যাবস্থায়।

অনুবাদ

তিনি বাল্যকালে, পাঁচ বছর বয়সে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এমনই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁর মা তাঁকে প্রাতরাশ করার জন্য ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন না।

তাৎপর্য

জন্ম থেকেই উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক ভক্ত বা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই তিনি শৈশব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপবিশিষ্ট পুতুল নিয়ে, খেলার ছলে তাঁকে সাজাতেন, ভোগ নিবেদন করতেন এবং পূজা করতেন। এইভাবে তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকতেন। এইগুলি হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ জীবের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধ জীব হচ্ছেন এমন এক ভগবদ্ভক্ত যিনি কখনও ভগবানকে ভুলে যান না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীবের এই সুপ্ত প্রবণতাকে জাগরিত করা। এই জাগরণ যত শীঘ্র সম্ভব হয়, তত শীঘ্রই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সদ্ভক্ত পরিবারে শিশু নানাভাবে ভগবানের সেবা করার সুযোগ পায়। যে জীব ইতিমধ্যেই ভক্তিমার্গে উন্নতিসাধন করেছেন, তিনি এই প্রকার সংস্কারসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান। সেকথা ভগবদ্‌গীতায় (৬/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*—এমনকি যোগভ্রষ্ট ভক্তও শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান। এই উভয় পরিবারেই সুপ্ত ভগবৎ চেতনাকে সহজেই জাগরিত করার সুযোগ পাওয়া যায়। কেননা সেই সমস্ত পরিবারে নিয়মিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় এবং তার ফলে শিশু সেই অর্চনের পদ্ধতি অনুকরণ করার সুযোগ পায়।

পাঞ্চরাত্রিকী বিধিতে মানুষদের ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেওয়ার পন্থা হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের আরাধনা, যার ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়। মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁর শৈশবে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে খেলা করতেন। ভারতবর্ষে ভাল পরিবারে শিশুদের এখনও শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের অথবা অন্য দেবতাদের রূপসমন্বিত পুতুল নিয়ে খেলতে দেওয়া হয়, যার ফলে তারা ভগবানের সেবা করার প্রবণতা বিকশিত করতে পারে। ভগবানের কৃপায় আমাদের পিতামাতা আমাদের এই সুযোগ প্রদান করেছিলেন, এবং এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আমাদের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল।

শ্লোক ৩

স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ ।
পৃষ্টো বার্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্তুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩ ॥

সঃ—উদ্ধব; **কথম্**—কিভাবে; **সেবয়া**—এই প্রকার সেবার দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **কালেন**—যথাসময়ে; **জরসম্**—বার্ধক্য; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসা করা হলে; **বার্তাম্**—বার্তা; **প্রতিব্রূয়াৎ**—উত্তর দেবার জন্য; **ভর্তুঃ**—ভগবানের; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন, এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবা জড়জাগতিক কার্যকলাপ নয়। ভক্তের সেবাবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তা কখনই শিথিল হয় না। সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করে, কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপ্রাকৃত সেবায় কখনই তৃপ্তি হয় না, এবং তাই তা থেকে অবসর গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। জড়জাগতিকভাবে কোন মানুষ যখন তার জড় দেহ দিয়ে কোন কার্য করে, তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তখন তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলা হয়, কিন্তু প্রেমময়ী ভগবৎ সেবায় কোন রকম শ্রমের অনুভূতি হয় না। কেননা তা চিন্ময় সেবা এবং তা দৈহিক স্তরে সম্পাদিত হয় না। দৈহিক স্তরের সেবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়, কিন্তু আত্মা কখনও জড়াগ্রস্ত হয় না, এবং তাই চিন্ময় স্তরে সেবা কখনও ক্লান্তিজনক নয়।

নিঃসন্দেহে উদ্ধব বৃদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর আত্মা বৃদ্ধ হয়েছিল। তখন তাঁর সেবার মনোভাব অপ্রাকৃত স্তরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তাই বিদুর তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁর পরম প্রভুর প্রসঙ্গে প্রতিটি কথা স্মরণ হয়েছিল এবং তাঁর জড়জাগতিক স্তরে দেহচেতনার বিস্মৃতি হয়েছিল। এইটিই হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ, যা পরে মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উপদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হবে (*লক্ষণং ভক্তিযোগস্য*, ইত্যাদি)।

শ্লোক ৪

স মুহূর্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—উদ্ধব; **মুহূর্তম্**—ক্ষণিকের জন্য; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **তূষ্ণীম্**—পূর্ণরূপে মৌন; **কৃষ্ণ-অঙ্‌ঘ্রি**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **সুধয়া**—অমৃতের দ্বারা; **ভৃশম্**—প্রগাঢ়রূপে; **তীব্রেণ**—অত্যন্ত প্রবলভাবে; **ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তি; **নিমগ্নঃ**—তন্ময়; **সাধু**—সুষ্ঠুভাবে; **নির্বৃতঃ**—পূর্ণ প্রেমে।

অনুবাদ

ক্ষণকালের জন্য উদ্ধব পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করলেন এবং তাঁর দেহ অচল হয়ে রইল। তীব্র ভক্তিযোগে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণরূপ অমৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে রইলেন, এবং তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন গভীর থেকে গভীরতর আনন্দে মগ্ন হচ্ছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্ন শুনে উদ্ধব যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বিস্মৃত হওয়ার ফলে তিনি যেন অনুশোচনা করছিলেন। এইভাবে তিনি যখন পুনরায় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি এক দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন, যা শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে তিনি অনুভব করতেন। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর স্মরণ এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উদ্ধব প্রথমে ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণরূপে মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে তিনি যেন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর দিব্য আনন্দে মগ্ন হচ্ছিলেন। ভগবানের অতি উন্নত ভক্তদের মধ্যে এই আনন্দানুভূতি প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে দেহে আট প্রকার অপ্রাকৃত বিকার দেখা যায়—অশ্রু, দেহের কম্পন, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি। বিদুরের উপস্থিতিতে উদ্ধবের শরীরে এই সমস্ত বিকারগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ৫

পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গো মুঞ্চন্মীলদ্দৃশা শুচঃ ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৫ ॥

পুলক-উদ্ভিন্ন—দিব্যভাবের প্রভাবে শারীরিক পরিবর্তন; **সর্ব-অঙ্গঃ**—শরীরের প্রতিটি অঙ্গে; **মুঞ্চন্**—ঝরে পড়তে লাগল; **মীলৎ**—ঈষৎ উন্মীলিত; **দৃশা**—চোখ থেকে; **শুচঃ**—অশ্রু; **পূর্ণ-অর্থঃ**—কৃতার্থ; **লক্ষিতঃ**—দর্শন করে; **তেন**—বিদুরের দ্বারা; **স্নেহ-প্রসর**—প্রগাঢ় প্রেম; **সম্প্লুতঃ**—নিমগ্ন হলেন।

অনুবাদ

বিদুর পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ উদ্ধবের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখলেন। তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নেত্রদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। বিদুর বুঝতে পারলেন যে, উদ্ধব প্রগাঢ় ভগবৎ প্রেমলাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অভিজ্ঞ ভক্ত বিদুর সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তির লক্ষণসমূহ দর্শন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, উদ্ধব ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। দিব্যভাব অনুভবের ফলে দেহে যে বিকারসমূহ প্রকাশ পেতে দেখা যায়, তা চিন্ময় স্তরের বিষয়, তা অভ্যাস দ্বারা প্রকাশিত কৃত্রিম অভিব্যক্তি নয়। ভক্তির বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে ভক্তির বিধি-নিষেধ পালন করার বৈধী ভক্তির স্তর, দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তির রস আস্বাদন করে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করা, এবং চরম স্তরটি হচ্ছে দিব্যপ্রেম অনুভব করা, যার লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয় দেহের অপ্রাকৃত অভিব্যক্তির মাধ্যমে। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি ভক্তির ন'টি অঙ্গের অনুশীলনের মাধ্যমে এই পন্থাটি শুরু হয়। নিয়মিতভাবে ভগবানের মহিমা এবং লীলাবিলাস শ্রবণ করার ফলে হৃদয়ের কলুষ বিধৌত হতে শুরু হয়। মানুষ যতই এই কলুষ থেকে মুক্ত হয়, ততই সে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়। ক্রমশ এই অনুশীলন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের রূপ নেয়। ভগবদ্ভক্তির এই ক্রমবিকাশ ভগবৎ প্রেমকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে এবং ভগবদ্ভক্তির সেই চরম স্তরে অন্যান্য লক্ষণসমূহ, যথা—স্নেহ, মান, রাগ ও অনুরাগ আদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়ে মহাভাবের স্তরে উন্নীত হয়, যা সাধারণত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবৎ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্য ভাবের এই সমস্ত অবস্থা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান শিষ্য শ্রীল রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের অঙ্গে প্রকাশিত দিব্য লক্ষণসমূহ সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা 'দি নেক্টার অভ্ ডিভোশন্' নামক গ্রন্থে এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সারাংশ বর্ণনা করেছি। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

শ্লোক ৬

**শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥ ৬ ॥**

শনকৈঃ—ধীরে ধীরে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **লোকাৎ**—আলয় থেকে; **নৃলোকম্**—মনুষ্যলোকে; **পুনঃ আগতঃ**—ফিরে এসে; **বিমৃজ্য**—মুছে; **নেত্রে**—চক্ষু; **বিদুরম্**—বিদুরকে; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **আহ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **উৎস্ময়ন্**—সেই সমস্ত স্মৃতির দ্বারা।

অনুবাদ

মহান্ ভক্ত উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধাম থেকে মনুষ্যলোকে ফিরে এলেন, এবং চোখ মুছে তাঁর পূর্ব স্মৃতি জাগরিত করে প্রসন্ন চিত্তে তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

উদ্ধব যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ প্রেমের দিব্য ভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বাহ্য জগতের সব কিছু ভুলে গিয়েছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এই জগতের পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত বর্তমান শরীরে অবস্থান করলেও, তিনি সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধামে বিরাজ করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতপক্ষে জড়-জাগতিক স্তরে থাকেন না, কেননা তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। উদ্ধব যখন বিদুরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি ভগবদ্ধাম দ্বারকা থেকে মনুষ্যলোকের জড় স্তরে নেমে এসেছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই কেবল জড় জগতে বিরাজ করেন, কোন জাগতিক কারণে নয়। জীব তার অস্তিত্বের অবস্থান অনুসারে জড় জগতে অথবা ভগবানের দিব্য ধামে থাকতে পারে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনায় জীবের বদ্ধ অবস্থার পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—"সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জীবেরা জন্ম-জন্মান্তরে তাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করছে। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তিতে রুচিলাভ করতে পারে। এই রুচি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বীজ, এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই বীজ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন সেই

বীজটিকে হৃদয়ে রোপণ করেন। সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করার ফলে তা অঙ্কুরিত হয়। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে সেই বীজটিতে জল সিঞ্চন করতে হয় ভগবানের দিব্য নাম এবং লীলাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে। এইভাবে ভক্তিলতা বীজ পুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, এবং মালীরূপে ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে তাতে জল সিঞ্চন করতে থাকেন। সেই ভক্তিলতা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে, তারপর তা আরও বর্ধিত হয়ে গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছয়। ভক্ত মালী এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে ভগবদ্ধামের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। একটি লতা যেমন কোন বলবান বৃক্ষকে অবলম্বন করে, তেমনি ভক্তিলতা ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক পুষ্ট হয়ে ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ করে স্থিরতা লাভ করে। সেই লতাটি এইভাবে স্থির হওয়ার পর তাতে ফল ফলতে শুরু করে, এবং যে মালী সেই লতাটির পুষ্টিসাধন করেছেন, তিনি তখন সেই ভগবৎ প্রেমরূপ ফল আস্বাদন করতে সক্ষম হন, এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়।" উদ্ধব যে সেই স্তর লাভ করেছিলেন, তাঁর আচরণের মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি একই সঙ্গে ভগবানের পরম ধামে পৌঁছতে পারতেন, আবার এই জগতেও প্রকট হতে পারতেন।

শ্লোক ৭

উদ্ধব উবাচ

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ ৭ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **কৃষ্ণ-দ্যুমণি**—কৃষ্ণরূপ সূর্য; **নিম্লোচে**—অস্তমিত হওয়াতে; **গীর্ণেষু**—গিলিত হয়ে; **অজগরেণ**—অজগর সর্প কর্তৃক; **হ**—অতীতে; **কিম্**—কি; **নু**—আর; **নঃ**—আমাদের; **কুশলম্**—কুশল; **ব্রূয়াম্**—আমি বলতে পারি; **গত**—গত হয়েছে; **শ্রীষু**—ঐশ্বর্য; **গৃহেষু**—গৃহে; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রিয় বিদুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহকে গ্রাস করেছে, অতএব আমাদের কুশল সম্বন্ধে আমি আর কি বলব?

তাৎপর্য

কৃষ্ণসূর্যের অন্তর্ধান সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন। বিদুর যখন আভাস পেয়েছিলেন যে, মহান্ যদুবংশ এবং তাঁর স্বীয় পরিবার কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছে, তখন তিনি গভীর শোকে অভিভূত হন। উদ্ধব বিদুরের শোক বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর সহানুভূতি প্রদর্শন করে বলেছিলেন যে, সূর্যাস্তের পর সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। যেহেতু সারা জগৎ শোকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তাই বিদুর কিংবা উদ্ধব অথবা অন্য কারোর পক্ষেই সুখী হওয়া সম্ভব ছিল না। উদ্ধবও বিদুরের মতোই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তাই তাঁদের কুশল সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলার ছিল না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অন্ধকার অনুভব করে, তা উদয়ের সময় হোক অথবা অস্তের সময়েই হোক, সূর্যকে প্রভাবিত করে না। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঠিক সূর্যেরই মতো। তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হন ও অপ্রকট হন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ তাঁর দিব্য জ্যোতিতে সারা ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু যে ব্রহ্মাণ্ড থেকে তিনি চলে যান, তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তাঁর লীলা কিন্তু নিত্য। সূর্য যেমন পূর্ব গোলার্ধে অথবা পশ্চিম গোলার্ধে বর্তমান থাকে, ঠিক তেমনি ভগবানও কোন না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সব সময় উপস্থিত থাকেন। সূর্য সর্বদাই বর্তমান—হয় ভারতে নয়তো আমেরিকায়, কিন্তু ভারতবর্ষে যখন সূর্য থাকে, তখন আমেরিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর সূর্য যখন আমেরিকায় থাকে, তখন যে গোলার্ধে ভারতবর্ষ অবস্থিত, তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

সূর্য যেমন সকালে উদিত হয়ে ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গগনে উঠে তারপর এক গোলার্ধে অস্তমিত হয় এবং সেই সময় আরেক গোলার্ধে উদিত হয়, ঠিক তেমনি এক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব এবং অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিভিন্ন লীলার আরম্ভ একই সময়ে হয়। এখানে এক লীলার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আরেক ব্রহ্মাণ্ডে তার প্রকাশ ঘটে। এইভাবে তাঁর নিত্যলীলা নিরন্তর হচ্ছে। সূর্যের উদয় যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় একবার হয়, তেমনি ব্রহ্মার একদিনে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা একবার সম্পন্ন হয়। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার এক দিনের সময়সীমা চার শত ত্রিশ কোটি বছর। কিন্তু ভগবান যেখানেই উপস্থিত থাকেন, শাস্ত্রে বর্ণিত তাঁর সমস্ত লীলাসমূহই নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

সূর্যাস্তের পর যেমন সর্পগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, চোরেরা অনুপ্রাণিত হয়, ভূত-প্রেতেরা সক্রিয় হয়, পদ্ম ফুল মলিন বর্ণ হয় এবং চক্রবাকী ক্রন্দন করে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর নাস্তিকেরা আনন্দিত হয়, এবং ভক্তেরা দুঃখিত হয়ে পড়ে।

শ্লোক ৮

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি ।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥ ৮ ॥

দুর্ভগঃ—দুর্ভাগা; **বত**—নিশ্চয়ই; **লোকঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **অয়ম্**—এই; **যদবঃ**—যদুবংশ; **নিতরাম্**—বিশেষভাবে; **অপি**—ও; **যে**—যারা; **সংবসন্তঃ**—একত্রে বাস করে; **ন**—করেনি; **বিদুঃ**—জানা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মীনাঃ**—মাছেরা; **ইব উড়ুপম্**—চন্দ্রের মতো।

অনুবাদ

সমস্ত গ্রহলোকসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালী, এবং তার থেকে অধিক দুর্ভাগা হচ্ছে যদুবংশের সদস্যরা, কেননা তাঁরা শ্রীহরিকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি, ঠিক যেমন চন্দ্র সমুদ্রে থাকার সময় মাছেরা তাঁকে চিনতে পারেনি।

তাৎপর্য

এই জগতের যে সমস্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দিব্য গুণাবলী দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে পারেনি, সেই সমস্ত দুর্ভাগাদের জন্য উদ্ধব শোক করেছেন। কংসের কারাগারে আবির্ভাব থেকে শুরু করে তাঁর মৌষললীলা পর্যন্ত যদিও তিনি তাঁর ঐশ্বর্য, শক্তি, যশ, জ্ঞান, রূপ ও বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্যের মাধ্যমে ভগবানের শক্তির প্রদর্শন করেছেন, তা সত্ত্বেও এই জগতের মূর্খ মানুষেরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেনি। মূর্খ মানুষেরা তাঁকে একজন অসাধারণ ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করতে পারে, কেননা তাঁর সঙ্গে তাদের কোন অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ ছিল না, কিন্তু যদুবংশীয়রা অধিক দুর্ভাগা, কেননা সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি। উদ্ধব তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যও শোক করেছেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানা সত্ত্বেও তিনি ভক্তিসহকারে তাঁর সেবা করে সেই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। তিনি সকলের দুর্ভাগ্যের জন্য শোক করেছেন, এমনকি, তাঁর নিজেরও

দুর্ভাগ্যের। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিজেকে সবচাইতে দুর্ভাগা বলে মনে করেন। তার কারণ হচ্ছে, ভগবানের প্রতি তাঁদের অত্যধিক প্রেম এবং বিরহ বেদনার অপ্রাকৃত অনুভূতি।

শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ক্ষীর সমুদ্রে। উচ্চতর লোকে ক্ষীর সমুদ্র রয়েছে, এবং সেখানে পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের অন্তঃকরণের নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবস্থান করেন। যারা লবণ সমুদ্র ছাড়া আর কিছু দর্শন করেনি বলে ক্ষীর সমুদ্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই পৃথিবীর আরেকটি নাম হচ্ছে গো, যার অর্থ হচ্ছে গাভী। গাভীর মূত্র লবণাক্ত, এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে যকৃতের রোগীদের জন্য গাভীর মূত্র অত্যন্ত কার্যকরী। সেই সমস্ত রোগীদের গাভীর দুগ্ধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, কেননা যকৃতের রোগীদের কখনও দুধ দেওয়া হয় না। কিন্তু সে নিজে কখনও গাভীর দুগ্ধ আস্বাদন না করলেও তার জেনে রাখা উচিত যে, গাভীর দুধও রয়েছে। তেমনি, যে সমস্ত মানুষ কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রহটি সম্বন্ধে অবগত যেখানে লবণ জলের সমুদ্র রয়েছে, তারা চাক্ষুষ দর্শন না করলেও শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যে, দুধেরও সমুদ্র আছে। এই ক্ষীর সমুদ্র থেকে চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ক্ষীর সমুদ্রের মাছেরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাদেরই মতো একটি মাছ বলে মনে করেছিল। বড় জোর তারা মনে করেছিল যে, এটি একটি উজ্জ্বল পদার্থ, এর বেশি কিছু নয়। যে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারেনি, তারা ঠিক সেই মাছেদের মতো। তারা মনে করে যে, তিনি হচ্ছেন তাদের থেকে একটু বেশি ঐশ্বর্য, বীর্য ইত্যাদি সমন্বিত একটি মানুষ। ভগবদ্গীতায় (৯/১১) এই সমস্ত মূর্খ মানুষদের সবচাইতে দুর্ভাগা বলে বর্ণনা করা হয়েছে,—*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।*

শ্লোক ৯

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ ।
সাত্বতামৃষভং সর্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৯ ॥

ইঙ্গিত-জ্ঞাঃ—চিত্তস্থ ভাব যিনি জানেন; **পুরু-প্রৌঢ়াঃ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; **এক**—এক; **আরামাঃ**—বিশ্রাম; **চ**—ও; **সাত্বতাঃ**—ভক্ত, অথবা আপনজন; **সাত্বতাম্ ঋষভম্**—পরিবারের প্রধান; **সর্বে**—সকলে; **ভূত-আবাসম্**—সর্বব্যাপী; **অমংসত**—ভাবতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

যাদবেরা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ভক্ত, তাঁরা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেবল তাঁকে অন্তর্যামীরূপেই জানতেন।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মাকে মেধা অথবা মানসিক শক্তির দ্বারা জানা যায় না—*নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন* (কঠোপনিষদ ১/২/২৩)। যাঁরা তাঁর কৃপালাভ করেছেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। যাদবেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ, কিন্তু তাঁকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে জানা সত্ত্বেও, তাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পারেননি। তাঁদের এই অজ্ঞানতার কারণ তাঁদের অপর্যাপ্ত বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য নয়, পক্ষান্তরে তা ছিল তাঁদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু বৃন্দাবনে ব্রজবাসীরা এমনকি তাঁকে পরমাত্মা বলেও জানতেন না, কেননা তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন কেবল তাঁদের পরম প্রেমাস্পদ। তাঁরা জানতেন না যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদুবংশীয়রা বা দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বা সর্বান্তর্যামী পরমাত্মারূপে জানতেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতেন না। বেদবেত্তারূপে বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা অবগত হয়েছিলেন যে—*একো দেবঃ........সর্বভূতাধিবাসঃ .....অন্তর্যামী*.......এবং *বৃষ্ণীনাং পরদেবতা*.......। তাই যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পরিবারে আবির্ভূত পরমাত্মারূপে জানতেন, তার থেকে অধিক আর কিছু নয়।

শ্লোক ১০

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥ ১০ ॥

দেবস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে; **স্পৃষ্টাঃ**—সম্পর্কিত হয়ে; **যে**—তারা সকলে; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্যেরা; **অসৎ**—মায়িক; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **ভ্রাম্যতে**—বিভ্রান্ত করে; **ধীঃ**—বুদ্ধিমত্তা; **ন**—না; **তৎ**—তাদের; **বাক্যৈঃ**—বাক্যের দ্বারা; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **উপ্ত-আত্মনঃ**—শরণাগত আত্মা; **হরৌ**—ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না।

তাৎপর্য

সমস্ত বৈদিক প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য-সহ সমস্ত আচার্যেরা তাঁর ভগবত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা তাঁকে বিভিন্নরূপে স্বীকার করেছিলেন, এবং তাই ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের বিচার বিবেচনাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সাধারণত, যাঁদের প্রামাণিক শাস্ত্রে বিশ্বাস রয়েছে, তাঁরা তাঁকে স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকার করেছেন, এবং এই পৃথিবী থেকে তাঁর অপ্রকটের পর তাঁরা সকলে মহান্ শোকে নিমগ্ন হয়েছিলেন। প্রথম স্কন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের বিষাদ আলোচনা করেছি, যাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান তাঁদের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অসহ্য ছিল।

যাদবেরা কেবল আংশিকভাবে ভগবান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন মহিমান্বিত, কেননা ভগবানের সাথে সঙ্গ করার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল, এবং যাঁরা তাঁদের বংশের প্রধানরূপে আচরণ করেছিলেন, তাঁরাও ঘনিষ্ঠভাবে ভগবানের সেবা করেছিলেন। যারা ভ্রান্তিবশত ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, যাদবেরা ও ভগবানের অন্যান্য ভক্তেরা তাদের থেকে ভিন্ন। এই প্রকার মানুষেরা অবশ্যই মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। তারা নারকী এবং ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। মায়াশক্তি তাদেরকে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রভাবিত করে, কেননা তাদের উচ্চ জড় শিক্ষা সত্ত্বেও তারা শ্রদ্ধাহীন এবং নাস্তিক্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষরূপে প্রমাণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, এবং তারা মনে করে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং জরাসন্ধ আদি আসুরিক রাজাদের হত্যা করার চক্রান্ত করে বহু পাপ করার দরুন একজন ব্যাধ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। এই সমস্ত মানুষেরা ভগবদ্গীতার বাণী, *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি* —ভগবান কখনও কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না—তাতে বিশ্বাস করে না। নাস্তিকদের মতে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ আদি পাপকর্ম সম্পাদন করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিবার যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। এই প্রকার কৃষ্ণনিন্দা ভগবানের ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না, কেননা তাঁরা সব কিছু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন। ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের

বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় না। কিন্তু যারা অসুরদের কথায় বিচলিত হয়, তারাও নিন্দনীয়। এই শ্লোকে উদ্ধব সেই কথাই বলেছেন।

শ্লোক ১১

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্ ।
আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ১১ ॥

প্রদর্শ্য—প্রদর্শন করে; **অতপ্ত**—অনুশীলন না করে; **তপসাম্**—তপস্যা; **অবিতৃপ্ত-দৃশাম্**—দর্শনের লালসা তৃপ্তি লাভ করে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **আদায়**—গ্রহণ করে; **অন্তঃ**—অন্তর্ধান; **অধাৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **স্ব-বিম্বম্**—তাঁর স্বরূপ; **লোক-লোচনম্**—জনসাধারণের দৃষ্টিতে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে তাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অবিতৃপ্তদৃশাম্* শব্দটি সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিভিন্নভাবে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা সর্বদাই তাদের সেই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়, কেননা এইভাবে তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। এই সম্পর্কে জলের মাছের ডাঙায় অবস্থিতির দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেউ যদি একটি মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুলে এনে নানাপ্রকার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তাহলে সেই মাছটি কখনও সুখী হতে পারে না। জীবাত্মা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য প্রভাবেই সুখী হতে পারে, অন্য কোন উপায়েই নয়। ভগবানের অন্তহীন এবং অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেই চিন্ময় জগতে জীবের অন্তহীন আনন্দের ব্যবস্থা রয়েছে।

বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় প্রদর্শিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতরণ করেন। তিনি আসেন বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় শাশ্বত ভগবদ্ধামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য। কিন্তু ভগবানের লীলাসমূহ

দর্শন করা সত্ত্বেও যথেষ্ট পুণ্যের অভাবে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। বৈদিক বিধি অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের পুণ্যের পথে পরিচালিত করা। নিষ্ঠাসহকারে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সততা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, তিতিক্ষা আদি গুণাবলী অর্জিত হয়, এবং তার ফলে ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি সাধনের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কেবল এই প্রকার দিব্য দৃষ্টির ফলে সমস্ত জড়জাগতিক বাসনা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়।

ভগবান যখন প্রকট ছিলেন, তখন তাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করার ফলে যাঁরা তাঁদের সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষাসমূহ তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে তাঁর ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যারা যথাযথভাবে ভগবানকে দর্শন করতে না পারার ফলে তাদের জড়জাগতিক কামনা বাসনার প্রতি আসক্ত ছিল, তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেনি। এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান তাঁর শাশ্বত সনাতনরূপেই লোকদৃষ্টি থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন। ভগবান সশরীরে এই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বদ্ধ জীবেরা সাধারণত যে ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, সেইভাবে তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেননি। ভগবান একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো দেহত্যাগ করেছিলেন—অবিশ্বাসী অভক্তদের এই ধরনের অপপ্রচার, এই বর্ণনার দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন নাস্তিক অসুরদের অনাবশ্যক ভার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য, এবং সেই কার্য সম্পাদন করার পর তিনি লোকদৃষ্টি থেকে অপ্রকট হন।

শ্লোক ১২

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—তাঁর যে নিত্যরূপ; **মর্ত্য**—মর্ত্যলোক; **লীলা-উপয়িকম্**—লীলার উপযুক্ত; **স্ব-যোগ-মায়া-বলম্**—অন্তরঙ্গা শক্তির বল; **দর্শয়তা**—প্রদর্শন করার জন্য; **গৃহীতম্**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিস্মাপনম্**—বিস্ময়জনক; **স্বস্য**—তাঁর নিজের;

চ—এবং; **সৌভগ-ঋদ্ধেঃ**—ঐশ্বর্যের; **পরম্**—পরম; **পদম্**—পদ; **ভূষণ**—অলঙ্কার, **ভূষণ-অঙ্গম্**—অলঙ্কারের।

অনুবাদ

ভগবান এই জড় জগতে তাঁর যোগমায়াবলে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলার উপযোগী তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপে তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঐশ্বর্যমদে গর্বিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্র (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*) অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের থেকেও অধিক উৎকৃষ্ট। তিনি সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান অথবা বৈরাগ্যে কেউই তাঁর অধিক নয় অথবা তাঁর সমকক্ষ নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁকে একজন মানুষের মতো বলে মনে হয়েছিল, কেননা তিনি এই মর্ত্যলোকে লীলাবিলাসের উপযুক্ত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠ রূপ নিয়ে মানবসমাজে আবির্ভূত হননি; কেননা তাহলে তা তাঁর লীলার উপযোগী হত না। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষরূপে আবির্ভূত হলেও ছ'টি ঐশ্বর্যের কোনটিতেই কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। এই জগতে সকলেই তাদের ঐশ্বর্যের গর্বে কমবেশি গর্বিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মানবসমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই অতিক্রম করেছিলেন।

ভগবানের লীলা যখন লোকচক্ষের গোচরীভূত হয়, তখন তাকে বলা হয় *প্রকট*, আবার তিনি যখন অগোচর হন, তখন তাকে বলা হয় *অপ্রকট* । প্রকৃতপক্ষে ভগবানের লীলা কখনও বন্ধ হয় না, যেমন সূর্য কখনও আকাশ থেকে চলে যায় না। গগন মার্গে সূর্য সর্বদাই তার সঠিক কক্ষে বর্তমান, কিন্তু কখনও কখনও তা আমাদের সীমিত দৃষ্টির গোচরীভূত হয় এবং কখনও কখনও অগোচর হয়। তেমনই, ভগবানের লীলা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই অনুষ্ঠিত হয়, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অপ্রাকৃত ধাম দ্বারকা থেকে অপ্রকট হন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল সেখানকার সকলের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলেন। ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, মর্ত্যলোকে লীলাবিলাসের উপযোগী তাঁর চিন্ময় শরীর তাঁর বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ স্বরূপ থেকে কিছুটা নিম্নমানের। মর্ত্যলোকে

প্রকটিত ভগবানের এই রূপ সর্বোত্তম কেননা মর্ত্যলীলায় প্রদর্শিত তাঁর করুণা বৈকুণ্ঠলোককেও অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান কেবল নিত্যমুক্ত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, কিন্তু মর্ত্যলোকে তিনি অধঃপতিত নিত্যবদ্ধদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ। মর্ত্যলোকে যোগমায়ার প্রভাবে তিনি যে তাঁর ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শন করেন, তা বৈকুণ্ঠলোকেও বিরল। তাঁর সমস্ত লীলা জড়া শক্তির দ্বারা প্রকটিত হয় না, পক্ষান্তরে তাঁর চিৎ শক্তির দ্বারাই তা প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবনে তাঁর রাসলীলা এবং ষোল হাজার মহিষীসহ গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের নারায়ণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, অতএব মর্ত্যলোকের সাধারণ জীবদের কি আর কথা। তাঁর লীলা শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি তাঁর অবতারদের কাছেও আশ্চর্যজনক। তাঁর ঐশ্বর্য এতই শোভনীয় ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন বৈকুণ্ঠাধিপতিও তাঁর লীলাসমূহের প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ১৩ ॥

যৎ—যেই রূপ; **ধর্ম-সূনোঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; **বত**—নিশ্চয়ই; **রাজসূয়ে**—রাজসূয় যজ্ঞে; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দৃক্**—দৃষ্টি; **স্বস্ত্যয়নম্**—আনন্দদায়ক; **ত্রি-লোকঃ**—ত্রিভুবন; **কার্ৎস্ন্যেন**—সমগ্র; **চ**—এইভাবে; **অদ্য**—আজ; **ইহ**—ব্রহ্মাণ্ডে; **গতম্**—অতিক্রম করেছে; **বিধাতুঃ**—স্রষ্টার (ব্রহ্মার); **অর্বাক্**—আধুনিক মানবজাতি; **সৃতৌ**—জড় জগতে; **কৌশলম্**—দক্ষতা; **ইতি**—এইভাবে; **অমন্যত**—অনুমান করেছিল।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রূপ দর্শন করে এই অনুমান করেছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্য নির্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তা সমস্তই এই শ্রীমূর্তি প্রকাশে নিঃশেষিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করার মতো কিছুই ছিল না। জড় জগতের সবচাইতে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে নীল

কমল অথবা পূর্ণ চন্দ্রের তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক সৌন্দর্যের কাছে পদ্ম ফুলের ও চন্দ্রের সৌন্দর্য পরাজিত হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর জীব দেবতাগণের কাছেই এই রকম মনে হয়েছিল। দেবতারা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের মতো শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মার সৃষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সৌন্দর্য রচনা করার সামর্থ্য ব্রহ্মার নেই। কেউই শ্রীকৃষ্ণের স্রষ্টা নন; পক্ষান্তরে তিনি ভগবদ্গীতায় (১০/৮) বলেছেন—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।*

শ্লোক ১৪

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ ১৪ ॥

যস্য—যাঁর; অনুরাগ—আসক্তি; প্লুত—বর্ধিত; হাস—হাস্য; রাস—প্রমোদ; লীলা—লীলা; অবলোক—দৃষ্টি; প্রতিলব্ধ—প্রাপ্ত হয়ে; মানাঃ—অভিমান; ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ—ব্রজাঙ্গনাগণ; দৃগ্ভিঃ—চক্ষুর দ্বারা; অনুপ্রবৃত্ত—অনুসরণ করে; ধিয়ঃ—বুদ্ধির দ্বারা; অবতস্থুঃ—মৌনভাবে বসেছিলেন; কিল—যথার্থই; কৃত্য-শেষাঃ—গৃহস্থালীর কর্তব্য সমাপ্ত না করে।

অনুবাদ

হাস্য, প্রমোদ ও দৃষ্টি বিনিময়ের লীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাঁদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হয়েছিল, এবং তাঁদের স্ব-স্ব কার্য সমাপ্ত না হলেও, তাঁরা নিশ্চেষ্টের মতো অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনে বাল্যাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমবয়সী গোপবালিকাদের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত প্রেমের ফলে তাঁদের 'দুরন্ত সখা'-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। গোপবালিকাদের প্রতি ভগবানের প্রেম এতই প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁর দিব্য ভাবের কোন তুলনা করা সম্ভব নয়। ব্রজবালিকারাও তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁদের প্রেম ব্রহ্মা,

শিব আদি মহান দেবতাদের প্রেম থেকেও অধিক ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে ব্রজগোপিকাদের অপ্রাকৃত প্রেমের কাছে পরাজিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁদের সেই ঋণ তিনি কখনও শোধ করতে পারবেন না। যদিও গোপিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাস্য পরিহাসে উত্ত্যক্ত হয়ে ক্রোধ প্রকাশ করতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন চলে যেতেন, তখন তাঁরা তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারতেন না এবং তখন তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চিত্তও তাঁর অনুগমন করত। সেই পরিস্থিতিতে তাঁরা এমনই স্তম্ভিত হতেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহস্থালীর কর্তব্যকর্মগুলি সমাপ্ত করতে পারতেন না। যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রেও কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবনের সীমা অতিক্রম করে কোথাও যান না। সেখানকার অধিবাসীদের অপ্রাকৃত প্রেমের জন্য তিনি নিত্যকাল সেখানেই থাকেন। এইভাবে যদিও এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরীভূত নন, তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বৃন্দাবন থেকে কোথাও যান না।

শ্লোক ১৫

স্বশান্তরূপেষিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্যমানেষনুকম্পিতাত্মা ।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৫ ॥

স্ব-শান্ত-রূপেষু—ভগবানের শান্ত ভক্তদের; **ইতরৈঃ**—অন্যেরা, অভক্তেরা; **স্ব-রূপৈঃ**—তাদের প্রকৃতি অনুসারে; **অভ্যর্দ্যমানেষু**—পীড়িত হওয়ার ফলে; **অনুকম্পিত-আত্মা**—কৃপাসিন্ধু ভগবান; **পর-অবর**—চিন্ময় ও জড়; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **মহৎ-অংশ-যুক্তঃ**—মহত্তত্ত্বের অংশসহ; **হি**—নিশ্চয়ই; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অপি**—যদিও; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—যেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

চেতন ও জড় উভয় সৃষ্টিরই পরম কৃপাময় নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু যখন তাঁর শান্তশিষ্ট ভক্ত এবং জড়া প্রকৃতির অধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন তিনি মহত্তত্ত্বসহ অগ্নিসদৃশ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা স্বভাবতই শান্ত, কেননা তাঁদের কোন জড় আকাঙ্ক্ষা নেই। মুক্ত আত্মাদের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং তাই তাঁরা কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না। কেউ যখন কোন কিছু পেতে চায়, তখন তার সেই বস্তু হারানোর ফলে সে শোক করে। ভক্তদের কোন রকম জড় ধন-সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা নেই এবং আধ্যাত্মিক মুক্তিরও কামনা নেই। তাঁরা তাঁদের কর্তব্যরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং তাঁরা কোথায় আছেন এবং কি রকম কর্ম তাঁদের করতে হবে, সেই সম্বন্ধে তাঁদের কোন রকম চিন্তা থাকে না। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই জাগতিক অথবা পারমার্থিক সম্পদ লাভ করতে চান। কর্মীরা জড়জাগতিক বস্তু চান, আর জ্ঞানী ও যোগীরা চিন্ময় বস্তু লাভ করতে চান, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা জড় অথবা চিন্ময় কোন বস্তুই চান না। তাঁরা কেবল ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে জড় ও চেতন জগতে ভগবানের সেবাই করতে চান, এবং ভগবানও সর্বদাই তাঁর এই প্রকার ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাপরায়ণ।

কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীদের জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিশেষ মনোবৃত্তি থাকে, এবং তাই তাদের বলা হয় *ইতর* বা অভক্ত। এই সমস্ত *ইতরেরা*, এমনকি যোগীরা পর্যন্ত, কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তদের বিপর্যস্ত করে তোলে। দুর্বাসা মুনি একজন মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু মহান ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মহারাজকে তিনি হয়রান করেছিলেন। মহান কর্মী এবং জ্ঞানী হিরণ্যকশিপু তাঁর নিজের বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে কষ্ট দিয়েছিলেন। ইতরগণ কর্তৃক ভগবানের শান্ত ভক্তদের এইভাবে কষ্ট দেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যখন এই প্রকার সংঘর্ষ হয়, তখন ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁর মহান করুণার বশবর্তী হয়ে, মহত্তত্ত্বের নিয়ন্ত্রক তাঁর অংশসমূহসহ ব্যক্তিগতভাবে অবতীর্ণ হন।

ভগবান জড় ও চিন্ময় জগতের সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তিনি আবির্ভূত হন। ঘর্ষণের ফলে যেমন সর্বত্র বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়, সর্বব্যাপ্ত ভগবান তেমনই ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আবির্ভূত হন। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর সমস্ত অংশ এবং কলাও তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। তিনি যখন বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর অবতরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতভেদ হয়। কেউ বলেন, "তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।" কেউ বলেন, "তিনি নারায়ণের অবতার," এবং অন্য কেউ বলেন, "তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং

পরমেশ্বর ভগবান—*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—এবং নারায়ণ, পুরুষাবতার ও অন্যান্য অবতারেরা তাঁর লীলায় বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে আসেন। *মহদংশ-যুক্তঃ* বলতে বোঝাচ্ছে যে, মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষাবতারেরা তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈদিক মন্ত্রেও সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *মহান্তং বিভুম্ আত্মানম্* ।

যখন কংস এবং বসুদেব ও উগ্রসেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুতের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব ও উগ্রসেন ছিলেন ভগবানের ভক্ত, এবং কর্মী ও জ্ঞানীদের প্রতীক কংস ছিল অভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি প্রথমে দেবকীর গর্ভরূপ সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সূর্য যেমন সকালে পদ্মফুলগুলিকে উজ্জীবিত করে, ঠিক তেমনই তিনি ধীরে ধীরে মথুরা অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। দ্বারকার মধ্য গগনে উদিত হওয়ার পর, সকলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন শোকসাগরে নিমজ্জিত করে তিনি অস্তমিত হয়েছিলেন, যা উদ্ধব বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৬

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে ।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্যঃ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; **খেদয়তি**—খেদ উৎপন্ন করে; **এতৎ**—এই; **অজস্য**—জন্মরহিতের; **জন্ম**—জন্ম; **বিড়ম্বনম্**—বিভ্রান্তিকর; **যৎ**—যা; **বসুদেব-গেহে**—বসুদেবের গৃহে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **চ**—ও; **বাসঃ**—বাস; **অরি**—শত্রু; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **ইব**—যেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পুরাৎ**—মথুরাপুরী থেকে; **ব্যবাৎসীৎ**—পলায়ন করেছিলেন; **যৎ**—যিনি; **অনন্ত-বীর্যঃ**—অসীম শক্তিশালী।

অনুবাদ

আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি—জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শত্রুর ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে তাঁর পিতার প্রতিরক্ষা থেকে দূরে ব্রজে বাস করেছিলেন, এবং অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেছিলেন—এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর ঘটনা আমার মনে খেদ উৎপন্ন করে।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ যাঁর থেকে সব কিছু এবং সকলের সৃষ্টি হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ* (ভগবদ্‌গীতা ১০/৮), *জন্মাদ্যস্য যতঃ* (বেদান্তসূত্র ১/১/২)—কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহান নয়। ভগবান পরম পূর্ণ, এবং তিনি যখন পুত্ররূপে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অথবা শত্রুতার পাত্ররূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি তা এত সুন্দরভাবে অভিনয় করেন যে, উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তও বিমোহিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উদ্ধব ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিত্য, এবং কখনও তাঁর মৃত্যু হতে পারে না অথবা চিরকালের জন্য তিনি অন্তর্হিত হতে পারেন না, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা তাঁর সর্বোচ্চ মহিমার পূর্ণতা প্রদান করার নিখুঁত আয়োজন। এই সমস্তই তাঁর আনন্দ উপভোগের জন্য। পিতা যখন তাঁর শিশুপুত্রের সঙ্গে খেলা করতে করতে ধরাশায়ী হন যেন তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পরাস্ত হয়েছেন, তা কেবল তাঁর শিশুপুত্রের আনন্দবিধানের জন্য, অন্য কোন কারণে নয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর পক্ষে জন্মগ্রহণ করা অথবা জন্মগ্রহণ না করা, জয় ও পরাজয়, ভয় ও নির্ভয়তা আদি পরস্পরবিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য করা সম্ভব। শুদ্ধ ভক্ত ভালভাবে জানেন কিভাবে ভগবানের পক্ষে বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব, কিন্তু তিনি অভক্তদের জন্য শোক করেন, যারা ভগবানের পরম মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত তাঁকে একজন কল্পনা-প্রসূত ব্যক্তি বলে মনে করে, কেননা তাঁর সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু আপাতবিরোধী বর্ণনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই; যখন আমরা ভগবানকে আমাদের মতো একজন অপূর্ণ মানুষ বলে মনে না করে, তাঁকে যথার্থরূপে ভগবান বলে বুঝতে পারি, তখন আর কোন রকম বিরোধ থাকে না।

শ্লোক ১৭

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্
যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং
প্রসীদতং নোহকৃতনিষ্কৃতীনাম্ ॥ ১৭ ॥

দুনোতি—আমাকে ব্যথা দেয়; **চেতঃ**—হৃদয়; **স্মরতঃ**—স্মরণ করার সময়; **মম**—আমার; **এতৎ**—এই; **যৎ**—যতখানি; **আহ**—বলেছিলেন; **পাদৌ**—পা; **অভিবন্দ্য**—

বন্দনীয়; **পিত্রোঃ**—পিতামাতার; **তাত**—হে পিতা; **অম্ব**—হে মাতা; **কংসাৎ**—কংস থেকে; **উরু**—মহান; **শঙ্কিতানাম্**—যারা ভয়ে ভীত হয়েছিল; **প্রসীদতম্**—প্রসন্ন হন; **নঃ**—আমাদের; **অকৃত**—অসম্পাদিত; **নিষ্কৃতীনাম্**—আপনাকে সেবা করার কর্তব্য।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার চরণ সেবা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মাতঃ! হে পিতঃ! দয়া করে আপনারা আমাদের (আমার ও বলরামের) অক্ষমতা ক্ষমা করুন।" ভগবানের এই প্রকার আর সমস্ত আচরণের স্মৃতি আমার হৃদয়কে ব্যথাতুর করছে।

তাৎপর্য

মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁদের লুকোতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব যদি পরমেশ্বর ভগবান হন, তাহলে তাঁদের পক্ষে কংসের ভয়ে ভীত হওয়া কিভাবে সম্ভব? এই প্রকার উক্তি কি তাহলে পরস্পরবিরোধী? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে বসুদেব তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনও ভাবেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে তিনি কৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। যেহেতু বসুদেব ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি ভাবতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্যান্য সন্তানদের মতো নিহত হবে। নৈতিক দৃষ্টিতে, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কংসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, কেননা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর সব কটি সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমের ফলে তিনি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন, এবং বসুদেবের এই অপ্রাকৃত মনোভাবের জন্য ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি বসুদেবের গভীর স্নেহ শিথিল করতে চাননি, এবং তাই তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক নন্দ ও যশোদার গৃহে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। বসুদেবের প্রগাঢ় প্রেম পরীক্ষা করার জন্য, তাঁর পিতা যখন তাঁকে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাত থেকে কৃষ্ণ জলে পড়ে গিয়েছিলেন। বসুদেব তাঁর পুত্রের জন্য তখন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন এবং নদীর গভীর জল থেকে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য উন্মত্তের মতো চেষ্টা করেছিলেন।

এই সমস্ত হচ্ছে ভগবানের মহিমান্বিত লীলাসমূহ, এবং তাতে কোন রকম পরস্পর বিরোধ নেই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, তিনি কখনও কংসের ভয়ে ভীত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পিতাকে প্রসন্ন করার জন্য তিনি ভয়ে ভীত হওয়ার অভিনয় করেছিলেন, এবং তাঁর সর্বোচ্চ চরিত্রের সবচাইতে উজ্জ্বল দিকটি হচ্ছে, কংসের ভয়ে গৃহ থেকে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার পদসেবা করতে না পারার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। যাঁর শ্রীপাদপদ্ম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা সর্বদা সেবা করেন, তিনি বসুদেবের পদসেবা করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের দেওয়া এই শিক্ষা জগতের প্রতি সর্বতোভাবে উপযুক্ত। এমনকি পরমেশ্বর ভগবানেরও তাঁর পিতামাতার সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। পুত্র পিতামাতার কাছে এতই ঋণী যে, তাঁদের সেবা করা তার অবশ্য কর্তব্য, তা তিনি যতই মহান হোন না কেন। পরোক্ষভাবে, পরম পিতারূপে ভগবানকে স্বীকার করতে চায় না যে সমস্ত নাস্তিক, শ্রীকৃষ্ণ তাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, এবং এই আচরণ থেকে তারা শিক্ষালাভ করতে পারে কিভাবে পরম পিতা ভগবানকে শ্রদ্ধা করতে হয়। ভগবানের এই মহিমান্বিত আচরণে উদ্ধব বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন, এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে সক্ষম হননি।

শ্লোক ১৮

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রিসরোজরেণুং
বিস্মর্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্ ।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ১৮ ॥

কঃ—অন্য কে; **বা**—অথবা; **অমুষ্য**—ভগবানের; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **সরোজ-রেণুম্**—পদ্ম ফুলের রেণু; **বিস্মর্তুম্**—ভুলে যেতে; **ঈশীত**—সক্ষম হতে পারে; **পুমান্**—ব্যক্তি; **বিজিঘ্রন্**—আঘ্রাণ করে; **যঃ**—যিনি; **বিস্ফুরৎ**—বিস্তৃত হয়ে; **ভ্রূ-বিটপেন**—ভ্রূর পত্রের দ্বারা; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **কৃত-অন্তেন**—মৃত্যুরূপ আঘাতের দ্বারা; **তিরশ্চকার**—দূর করেছিলেন।

অনুবাদ

যারা পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাঁর ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্তের দ্বারা তাদের সংহার করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের রেণু এমনকি একবার মাত্রও যিনি আঘ্রাণ করেছেন, তিনি কি আর তা বিস্মৃত হতে পারেন?

তাৎপর্য

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক আজ্ঞাপালনকারী পুত্রের মতো আচরণ করেছিলেন, তবুও তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা যায় না। তাঁর কার্যকলাপ এতই অসাধারণ ছিল যে, কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূকুটি বিলাসের দ্বারা তিনি পৃথিবী ভারাক্রান্তকারী দুষ্কৃতকারীদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টা—দেখা গেছে; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার দ্বারা; **ননু**—নিশ্চয়ই; **রাজসূয়ে**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে; **চৈদ্যস্য**—চেদিরাজের (শিশুপাল); **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দ্বিষতঃ**—বিদ্বেষী; **অপি**—হওয়া সত্ত্বেও; **সিদ্ধিঃ**—সাফল্য; **যাম্**—যাঁকে· **যোগিনঃ**—যোগিরা; **সংস্পৃহয়ন্তি**—প্রবলভাবে ইচ্ছা করেন; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **যোগেন**—যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **কঃ**—কে; **তৎ**—তাঁর; **বিরহম্**—বিরহ; **সহেত**—সহ্য করতে পারে।

অনুবাদ

আপনি নিজেও দেখেছেন কিভাবে চেদিরাজ (শিশুপাল) কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও, যোগীরা সম্যক্ যোগ অনুশীলন করার প্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, সেই সিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর বিরহ কে সহ্য করতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শিত হয়েছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট সভায়। তিনি তাঁর শত্রু চেদিরাজের প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, সে ছিল সর্বদা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বী। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সম্ভব নয়, তাই চেদিরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। সেদিক দিয়ে সে ছিল কংস ও জরাসন্ধের ন্যায় অসুরদের মতো। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেছিল, এবং

ভগবান অবশেষে তাকে সংহার করেছিলেন। কিন্তু সেই সভায় উপস্থিত সকলেই দেখেছিলেন যে, চেদিরাজের দেহ থেকে এক জ্যোতি বেরিয়ে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গিয়েছিল। তার অর্থ হচ্ছে যে, চেদিরাজ ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেছিল, যা হচ্ছে বহু কৃচ্ছ্র সাধনার প্রভাবে জ্ঞানী ও যোগীদের ঈপ্সিত সিদ্ধি।

বাস্তবিকপক্ষে, যারা মনের জল্পনা-কল্পনা বা যোগবলের দ্বারা পরম সত্যকে জানবার চেষ্টা করে, তারা ভগবানের হস্তে নিহত অসুরদের গতি প্রাপ্ত হয়। তারা উভয়েই ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভ করে। ভগবান তাঁর শত্রুদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ, এবং চেদিরাজের সিদ্ধিলাভ সেই সভায় উপস্থিত সকলেই দেখতে পেয়েছিলেন। বিদুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাই উদ্ধব তাঁকে সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্ ।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতঃ পদমাপুরস্য ॥ ২০ ॥

তথা—তেমনই; **এব চ**—এবং নিশ্চিতভাবে; **অন্যে**—অন্যেরা; **নর-লোক**—মানব-সমাজ; **বীরাঃ**—যোদ্ধাগণ; **যে**—যারা; **আহবে**—রণক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে); **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **মুখ-অরবিন্দম্**—মুখকমল; **নেত্রৈঃ**—নেত্রের দ্বারা; **পিবন্তঃ**—পান করার সময় (অবলোকন করার সময়); **নয়ন-অভিরামম্**—নেত্রের আনন্দদায়ক; **পার্থ**—অর্জুন; **অস্ত্র-পূতঃ**—বাণের দ্বারা পবিত্র; **পদম্**—পদ; **আপুঃ**—লাভ করেছিলেন; **অস্য**—তাঁর।

অনুবাদ

তেমনই অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের বাণের আঘাতে পবিত্র হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর মুখকমলের শোভা তাঁদের নয়ন দ্বারা পান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে আসেন দুটি উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য—সাধুদের পরিত্রাণ করা এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা। কিন্তু যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, তাই তাঁর দুই প্রকার কার্যকলাপ যদিও আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন বলে মনে হয়, চরমে তা এক এবং অভিন্ন। শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য শিশুপালের মতো ব্যক্তিদের সংহারও মঙ্গলময়। যে সমস্ত যোদ্ধা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন করে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ভক্তদেরই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানে *নয়নাভিরাম* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যখন রণক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল। শিশুপালও ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, কিন্তু সে তাঁকে তার শত্রুরূপে দর্শন করেছিল, এবং তার ফলে তার প্রেম জাগরিত হয়নি। তাই শিশুপাল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেছিল। অন্য যাঁরা, বন্ধু অথবা শত্রু না হয়ে, তটস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে কিয়ৎ পরিমাণে ভগবৎ প্রেম লাভ করেছিলেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। ভগবানের ধাম হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন, এবং যেখানে তাঁর অংশগণ অবস্থান করেন, সেই জায়গাটিকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ, সেখানে ভগবান নারায়ণরূপে বিরাজমান। ভগবৎ প্রেম সুপ্তভাবে প্রতিটি জীবের হৃদয়েই রয়েছে, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সুপ্ত শাশ্বত ভগবৎ প্রেম জাগরিত করা। কিন্তু সেই অপ্রাকৃত প্রেম জাগরিত করার বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। যাঁদের ভগবৎ প্রেম পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে, তাঁরা চিদাকাশে গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যান, কিন্তু যাঁদের ভগবৎ প্রেম ঘটনাক্রমে বা সঙ্গ প্রভাবে জাগরিত হয়, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন। তত্ত্বতঃ গোলোক ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে কোন ভৌতিক পার্থক্য নেই। বৈকুণ্ঠে ভগবান অসীম ঐশ্বর্যের দ্বারা সেবিত হন, আর গোলোকে তিনি স্বাভাবিক প্রেমের দ্বারা সেবিত হন।

এই ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয় শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। এখানে *পার্থাস্ত্রপূতঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে অর্জুনের বাণের আঘাতে নিষ্পাপ হয়েছিলেন। ভগবান অবতরণ করেছিলেন পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, এবং অর্জুন তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। অর্জুন নিজে যুদ্ধ করতে চাননি, এবং ভগবান ভগবদ্গীতার উপদেশ প্রদান করেছিলেন অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ

ভক্তরূপে অর্জুন তাঁর নিজস্ব বিচার পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এবং তাই অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন ভূভার হরণ করার কাজে ভগবানকে সাহায্য করার জন্য। শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয় ভগবানের জন্য কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কিছু করণীয় নেই। অর্জুন কর্তৃক নিহত হওয়া স্বয়ং ভগবান কর্তৃক নিহত হওয়ার মতো। শত্রুদের প্রতি অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণের আঘাতে সেই শত্রুরা তাদের সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিদাকাশে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হয়েছিল। যে সমস্ত যোদ্ধারা ভগবানের মুখকমলের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল, এবং তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁরা শিশুপালের মতো ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার নির্বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হননি। শিশুপালের মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রতি অনুরাগ জাগরিত হয়নি, কিন্তু অন্যেরা মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রতি অনুরাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই চিদাকাশে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁদের ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল, তাঁরা চিদাকাশে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

উদ্ধব শোক করেছিলেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের মতো সৌভাগ্যবান হতে পারেননি, কেননা তাঁরা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন অথচ তাঁকে ভগবানের অন্তর্ধানের পর এই জগতে থেকে শোক করতে হচ্ছিল।

শ্লোক ২১

স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥

স্বয়ম্—তিনি স্বয়ং; **তু**—কিন্তু; **অসাম্য**—অনুপম; **অতিশয়ঃ**—মহত্তর; **ত্রি-অধীশঃ**—তিনের প্রভু; **স্বারাজ্য**—স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্ব; **লক্ষ্মী**—সৌভাগ্য; **আপ্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সমস্ত-কামঃ**—সমস্ত বাসনা; **বলিম্**—পূজার সামগ্রী; **হরদ্ভিঃ**—নিবেদিত; **চির-লোক-পালৈঃ**—সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী শাশ্বত লোকপালদের দ্বারা; **কিরীট-কোটি**—কোটি কোটি মুকুট; **এড়িত-পাদ-পীঠঃ**—যাঁর পাদপদ্ম স্তবের দ্বারা বন্দিত হয়।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনের অধীশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী স্বতন্ত্র পরম পুরুষ। অসংখ্য লোকপালেরা তাঁদের মুকুট তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করে বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা তাঁর পূজা করেন।

তাৎপর্য

উপরোক্ত শ্লোকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও অত্যন্ত কোমল এবং কৃপালু, তবুও তিনি তিনের অধীশ্বর। তিনি ত্রিলোকের, প্রকৃতির তিন গুণের এবং তিন পুরুষাবতারের (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু) পরম অধীশ্বর। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রও রয়েছেন। আর তা ছাড়া, শেষমূর্তি রয়েছেন যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে তাঁর ফণার উপর ধারণ করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ এঁদের সকলের প্রভু। মনু অবতাররূপে তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মনুদের আদি উৎস। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ৫,০৪,০০০ মনু রয়েছেন। ভগবান চিৎ শক্তি, মায়াশক্তি ও তটস্থা শক্তি—এই তিনটি প্রধান শক্তির অধীশ্বর, এবং তিনি ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার সৌভাগ্যের পরিপূর্ণ প্রভু। আনন্দ আস্বাদনের বিষয়ে তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, এবং অবশ্যই তাঁর থেকে মহানও কেউ নন। কেউ তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই, তা তিনি যেই হোন না কেন অথবা যেখানেই হোন না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হওয়া। সমস্ত দিব্য লোকপালেরা যে তাঁর শরণাগত হয়ে বিভিন্ন প্রকার উপচার নিবেদন করার মাধ্যমে তাঁর পূজা করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শ্লোক ২২

তত্তস্য কৈঙ্কর্যমলং ভৃতান্নো
বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্ ।
তিষ্ঠন্নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে
ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি ॥ ২২ ॥

তৎ—তাই; **তস্য**—তাঁর; **কৈঙ্কর্যম্**—সেবা; **অলম্**—অবশ্যই; **ভৃতান্**—ভৃত্যগণ; **নঃ**—আমাদের; **বিগ্লাপয়তি**—ব্যথা দেয়; **অঙ্গ**—হে বিদুর; **যৎ**—যতখানি;

উগ্রসেনম্—মহারাজ উগ্রসেনকে; **তিষ্ঠন্**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **নিষণ্ণম্**—তাঁর অপেক্ষা করে; **পরমেষ্ঠি-ধিষ্ণ্যে**—রাজসিংহাসনে; **ন্যবোধয়ৎ**—নিবেদন করেন; **দেব**—প্রভু বলে সম্বোধন করে; **নিধারয়**—দয়া করে জেনে রাখুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে বিদুর, রাজসিংহাসনে আসীন উগ্রসেনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে যখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), "মহারাজ, দয়া করে অবধান করুন" এই বলে নিবেদন করতেন, সেই কথা স্মরণ হওয়ার ফলে আমার মতো ভৃত্যদের অন্তঃকরণ কি ব্যথিত হয় না?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত পিতা, পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদি গুরুজনদের সম্মুখে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার, তাঁর তথাকথিত পত্নী, সখা ও সমবয়স্কদের প্রতি তাঁর মধুর ব্যবহার, মা যশোদার সম্মুখে তাঁর শিশুরূপ আচরণ, এবং যুবতী গোপীদের সঙ্গে তাঁর দুষ্টু আচরণ উদ্ধবের মতো ভক্তকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারে না। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা ভগবানের এই প্রকার মনুষ্যসদৃশ আচরণে বিভ্রান্ত হয়। ভগবান নিজেই ভগবদ্গীতায় (৯/১১) এই বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

যে সমস্ত মানুষের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ এবং পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তাঁকে অবজ্ঞা করে। ভগবদ্গীতায় ভগবান স্পষ্টরূপে তাঁর পরম পদের বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক অধ্যয়নকারীরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গীতার অসৎ ব্যাখ্যা করে এবং তাদের হতভাগ্য অনুগামীদের সেই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত করে বিপথগামী করে। এই প্রকার দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানুষেরা সেই মহান গ্রন্থের কয়েকটি বাণী কেবল গ্রহণ করে, কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে না। উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা কিন্তু কখনই এই প্রকার নাস্তিক সুবিধাবাদীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ২৩

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ২৩ ॥

অহো—আহা; **বকী**—পুতনা রাক্ষসী; **যম্**—যাঁকে; **স্তন**—তার স্তনের; **কাল-কূটম্**—কালকূট বিষ; **জিঘাংসয়া**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিল; **অপি**—যদিও; **অসাধ্বী**—দুষ্টা; **লেভে**—লাভ করেছিল; **গতিম্**—গতি; **ধাত্রী-উচিতাম্**—ধাত্রীর যোগ্য; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **অন্যম্**—অন্য; **কম্**—কে; **বা**—নিশ্চয়ই; **দয়ালুম্**—দয়ালু; **শরণম্**—আশ্রয়; **ব্রজেম**—গ্রহণ করব।

অনুবাদ

আহা! দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করিয়েও ধাত্রীর যোগ্য গতি লাভ করেছিল। তাঁর থেকে দয়ালু আর কে আছে যে, আমি তার শরণাপন্ন হব?

তাৎপর্য

এখানে শত্রুর প্রতিও ভগবানের অসীম করুণার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে। কথিত আছে যে, বিষ থেকে যেমন অমৃত আহরণ করতে হয়, তেমনই মহানুভব ব্যক্তি সন্দিগ্ধ চরিত্র ব্যক্তিরও সদ্‌গুণ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবে পুতনা রাক্ষসী তাঁকে কালকূট প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু পুতনা ছিল একজন রাক্ষসী, তাই তার পক্ষে এটা জানা অসম্ভব ছিল যে, শিশুরূপে লীলাবিলাস করলেও তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর ভক্ত যশোদার আনন্দবিধানের জন্য যদিও তিনি একটি শিশুর রূপ পরিগ্রহ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর ভগবত্তা কোন অংশে হ্রাস পায়নি। ভগবান একটি শিশুর রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন অথবা মনুষ্যেতর রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য হয় না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি পরমেশ্বর ভগবান। অথচ কোন জীব তার কঠোর তপস্যার ফলে যতই শক্তিশালী হোন না কেন, কখনই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না।

যেহেতু পুতনা স্নেহময়ী মাতার মতো শ্রীকৃষ্ণকে তার স্তনদান করেছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে মাতারূপে স্বীকার করেছিলেন। ভগবান জীবের অতি নগণ্য গুণও অঙ্গীকার করে তাকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। এইটিই হচ্ছে তাঁর মহিমা। তাই, ভগবান ছাড়া আর কে চরম আশ্রয় হতে পারে?

শ্লোক ২৪

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্ ।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ২৪ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **অসুরান্**—অসুরেরা; **ভাগবতান্**—মহান্ ভক্তগণ; **ত্রি-অধীশে**—ত্রিলোকের অধীশ্বরকে; **সংরম্ভ**—শত্রুতা; **মার্গ**—পথে; **অভিনিবিষ্ট-চিত্তান্**—চিন্তায় মগ্ন; **যে**—যারা; সংযুগে—যুদ্ধে; **অচক্ষত**—দেখতে পেরেছিলেন; **তার্ক্ষ্য-পুত্রম্**—ভগবানের বাহন গরুড়; **অংসে**—পৃষ্ঠে; **সুনাভ**—চক্র; **আয়ুধম্**—অস্ত্রধারী; **আপতন্তম্**—এগিয়ে আসতে।

অনুবাদ

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অসুরেরা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর প্রতি অভিনিবিষ্ট চিত্তে তার্ক্ষ্য (কশ্যপ) পুত্র গরুড়ের স্কন্ধে চক্র হস্তে তাঁকে তাদের সম্মুখে দর্শন করেছিল, সেই অসুরদেরও আমি অধিক ভাগ্যবান ভক্ত বলে মনে করি।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অসুরেরা ভগবানের সম্মুখে যুদ্ধ করেছিল, তারা ভগবান কর্তৃক নিহত হওয়ার ফলে মুক্তিলাভ করেছিল। ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে তারা এই মুক্তিলাভ করেনি; ভগবানের করুণার প্রভাবে তারা মুক্তিলাভ করেছিল। যাঁরাই ভগবানের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরাই মহান লাভবান হন। ভগবানের মহিমার প্রভাবে তাঁরা মুক্তি পর্যন্ত লাভ করেন। তিনি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর শত্রুদের পর্যন্ত মুক্তিদান করেন, কেননা তারা তাঁর সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে পরোক্ষভাবে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে,

অসুরেরা কখনই শুদ্ধ ভক্তের সমকক্ষ নয়, কিন্তু তাঁর বিরহ অনুভূতির ফলে উদ্ধব সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর অন্তিম সময়ে হয়তো তিনি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন না, যে সৌভাগ্য সেই অসুরদের হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভক্ত ভগবানের প্রতি তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমে সর্বদা তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকেন, এবং তার ফলে তাঁরা অসুরদের থেকেও শত-সহস্র গুণে অধিক পুরস্কৃত হন। এই প্রকার ভক্ত চিৎ জগতে উন্নীত হন, যেখানে তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় অস্তিত্ব লাভ করে ভগবানের সঙ্গে অবস্থান করেন। অসুরেরা নির্বিশেষবাদী, তাই তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তেরা চিৎ জগতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন। এই দুই প্রকার স্থিতির সঙ্গে মহাকাশে বিচরণ এবং আকাশের কোন গ্রহে অবস্থান করার তুলনা করা যেতে পারে। গ্রহে অবস্থানকারী জীবের আনন্দ সূর্যের কিরণ কণায় লীন হয়ে যাওয়া অশরীরী থেকে অনেক গুণ বেশি। তাই, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের শত্রুর থেকে অধিক অনুগ্রহ লাভ করতে পারে না; পক্ষান্তরে তারা উভয়েই একই প্রকার মুক্তিলাভ করে।

শ্লোক ২৫

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে ।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫ ॥

বসুদেবস্য—বসুদেবের পত্নী; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **জাতঃ**—আবির্ভূত; **ভোজেন্দ্র**—ভোজরাজের; **বন্ধনে**—কারাগারে; **চিকীর্ষুঃ**—করার জন্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অস্যাঃ**—পৃথিবীর; **শম্**—কল্যাণ; **অজেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে, ভোজরাজের কারাগারে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবুও ভক্তেরা সাধারণত ভগবানের তিরোভাবের কথা আলোচনা করেন না। বিদুর

পরোক্ষভাবে উদ্ধবের কাছে ভগবানের তিরোধানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেননা তিনি কৃষ্ণকথা বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে বর্ণনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। এইভাবে উদ্ধব মথুরায় ভোজরাজ কংসের কারাগারে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব থেকে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। এই জগতে ভগবানের করণীয় কিছুই নেই, তথাপি ব্রহ্মার মতো ভক্তেরা যখন তাঁকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সারা জগতের মঙ্গলবিধানের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ভগবদ্গীতায় (৪/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্লোক ২৬

তততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বিবিভ্যতা ।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোহবসৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—তারপর; **নন্দ-ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের গোচারণ ভূমিতে; **ইতঃ**—পালিত হয়ে; **পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **কংসাৎ**—কংস থেকে; **বিবিভ্যতা**—ভীত হয়ে; **একাদশ**—একাদশ; **সমাঃ**—বছর; **তত্র**—সেখানে; **গূঢ়-অর্চিঃ**—আচ্ছাদিত অগ্নি; **স-বলঃ**—বলদেবসহ; **অবসৎ**—বাস করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, কংসের ভয়ে ভীত পিতা কর্তৃক আনীত হয়ে, নন্দ মহারাজের গোচারণভূমিতে তিনি এগার বছর আচ্ছাদিত অগ্নির মতো বলদেবসহ বাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরেই কংস তাঁকে হত্যা করবে এই ভয়ে ভীত হয়ে, নন্দ মহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত হওয়ার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। অসুরদের কাজই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে হত্যা করার চেষ্টা করা অথবা সর্বতোভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, একজন সাধারণ মানুষমাত্র। কংসের মতো মানুষদের এই প্রকার সংকল্পে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিচলিত হন না, পক্ষান্তরে, শিশুরূপে লীলাবিলাস করার জন্য ভগবান তাঁর পিতা কর্তৃক নন্দ

মহারাজের গোচারণভূমিতে নীত হয়েছিলেন, তাছাড়া বসুদেব কংসের ভয়ে ভীত ছিলেন। নন্দ মহারাজের দাবি ছিল তাঁকে শিশুরূপে পাওয়া, এবং ভগবানের শিশুরূপে লীলাবিলাসও মা যশোদা আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, তাই সকলের বাসনা পূর্ণ করার জন্য, কংসের কারাগারে তাঁর আবির্ভাবের পরেই মথুরা থেকে তাঁকে বৃন্দাবনে আনা হয়েছিল। তিনি সেখানে এগার বছর অবস্থান করেছিলেন, এবং তাঁর প্রথম প্রকাশ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামসহ তিনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলাবিলাস করেছিলেন। কংসের ক্রোধ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য বসুদেবের চিন্তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেরই একটি অংশ। কেউ যখন ভগবানকে তাঁর আশ্রিত পুত্র বলে মনে করে পিতার মতো সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তখন ভগবান যাঁরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞানে তাঁর আরাধনা করছেন, তাঁদের সেই আরাধনা থেকেও অধিক আনন্দ আস্বাদন করেন। তিনি সকলের পিতা, এবং তিনি সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন মনে করেন যে, ভগবানকে তাঁর রক্ষা করতে হবে, তখন ভগবান অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। এইভাবে বসুদেব যখন কংসের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন ভগবান আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে, তিনি কংস অথবা অন্য কারোর ভয়ে ভীত নন।

শ্লোক ২৭

পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ২৭ ॥

পরীতঃ—পরিবেষ্টিত; **বৎসপৈঃ**—গোপবালকগণ; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **চারয়ন্**—চারণ করতে করতে; **ব্যহরৎ**—বিহার করেছিলেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **যমুনা**—যমুনা নদী; **উপবনে**—তীরবর্তী উদ্যানে; **কূজৎ**—কলরবের দ্বারা মুখরিত; **দ্বিজ**—পক্ষী; **সঙ্কুলিত**—ঘনভাবে অবস্থিত; **অঙ্ঘ্রিপে**—বৃক্ষসমূহে।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর শৈশবে গোপবালক এবং গো-বৎসে পরিবৃত হয়ে পক্ষীকুলের কাকলি কূজনে মুখরিত ঘন বৃক্ষসঙ্কুল যমুনাতটের উপবনে বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ছিলেন রাজা কংসের ভৌম্যাধিকারী, কিন্তু যেহেতু জাতিতে তিনি ছিলেন বৈশ্য, তাই তিনি হাজার হাজার গরু পালন করতেন। বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে গাভীদের রক্ষণ এবং পালন করা, ঠিক যেমন ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে মানুষদের রক্ষা করা। যেহেতু ভগবান শিশুরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তাঁর অন্যান্য সমবয়সী গোপসখাদের সঙ্গে বাছুরদের তত্ত্বাবধান করার কার্যে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের পূর্বজন্মে মহান ঋষি ও যোগী ছিলেন, এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গলাভ করেছিলেন এবং তাঁর সমবয়সীরূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই সমস্ত গোপবালকেরা কখনও বিচার করেননি কৃষ্ণ কে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় সখারূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করেছিলেন। তাঁরা ভগবানের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, রাতের বেলায় তাঁরা সব সময়ে চিন্তা করতেন কখন সকাল হবে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার তাঁরা একত্রে গোচারণ করার জন্য বনে যাবেন।

যমুনা নদীর তীরবর্তী বনগুলি ছিল আম, জাম, কাঁঠাল, আপেল, পেয়ারা, কমলা, আঙ্গুর, তাল আদি ফল এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি ফুলের উদ্যানে পূর্ণ। আর যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে সেই সমস্ত বৃক্ষের শাখায় চক্রবাক, সারস, ময়ূর ইত্যাদি পক্ষী শোভা পেত। এই সমস্ত বৃক্ষ ও পশু-পক্ষী ছিল ধর্মাত্মা প্রাণী। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদ গোপবালকদের আনন্দবিধানের জন্য বৃন্দাবন ধামে তাদের জন্ম হয়েছিল।

শিশুরূপে তাঁর সাথীদের সঙ্গে খেলা করার সময় ভগবান অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, গর্দভাসুর আদি বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন। যদিও তিনি একটি শিশুরূপে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মতো। অগ্নির একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যেমন বিপুল পরিমাণ দাহ্য পদার্থকে প্রজ্জ্বলিত করে, ঠিক তেমনই ভগবান এই সমস্ত মহা অসুরদের তাঁর শৈশব থেকেই নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান কালে সংহার করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের শৈশবের ক্রীড়াভূমি বৃন্দাবন আজও রয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টিশক্তির গোচরীভূত না হলেও, সেই সমস্ত স্থানে গেলে যে কোন মানুষই সেই অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ভগবানের ধামও ভগবান থেকে অভিন্ন এবং তাই তা ভগবানের ভক্তদের কাছে ভগবানেরই মতো আরাধ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

অনুগামীরা তাঁর সেই নির্দেশ বিশেষভাবে অনুসরণ করেন। আর যেহেতু ভগবানের ধাম ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই উদ্ধব, বিদুরপ্রমুখ ভগবদ্ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য, তা তিনি দৃশ্য হোন অথবা অদৃশ্য হোন, সেই সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। ভগবানের সহস্র সহস্র ভক্ত এখনও বৃন্দাবনের সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে বিচরণ করেন, এবং তাঁরা সকলেই তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন।

শ্লোক ২৮

কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্ ।
রুদন্নিব হসন্মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ ॥ ২৮ ॥

কৌমারীম্—শিশুসুলভ; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শনকালে; **চেষ্টাম্**—কার্যকলাপ; **প্রেক্ষণীয়াম্**—দর্শনীয়; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের দ্বারা; **রুদন্**—ক্রন্দন করে; **ইব**—ঠিক যেমন; **হসন্**—হেসে; **মুগ্ধ**—বিস্ময়ান্বিত; **বাল-সিংহ**—সিংহ-শাবক; **অবলোকনঃ**—সেই রকম দেখাত।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তা কেবল ব্রজবাসীদের কাছেই প্রকট হয়েছিল। কখনও তিনি ঠিক একটি শিশুর মতো রোদন করেছিলেন এবং কখনও হাস্য করেছিলেন, এবং তখন তাঁকে একটি মুগ্ধ সিংহ-শিশুর মতো দেখাত।

তাৎপর্য

কেউ যদি ভগবানের বাল্যলীলা আস্বাদন করতে চান, তাহলে তাঁকে নন্দ, উপনন্দ বা অন্য কোন পিতৃতুল্য ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। শিশুরা কখনও কখনও কোন কিছু পাওয়ার জন্য এমনভাবে ক্রন্দন করে, যার ফলে সমস্ত প্রতিবেশীদের শান্তি ভঙ্গ হয়, আর তারপর তার সেই ঈপ্সিত বস্তুটি পাওয়ার পরে, সে হাসতে থাকে। এই প্রকার ক্রন্দন ও হাস্য পিতামাতা ও পরিবারের বয়স্ক গুরুজনদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তাই ভগবানও একই সময়ে ক্রন্দন করতেন ও হাস্য করতেন এবং তাঁর ভক্ত পিতামাতাকে দিব্য আনন্দে মগ্ন রাখতেন। নন্দ মহারাজের মতো ব্রজবাসীরাই কেবল এই সমস্ত ঘটনা উপভোগ করতে পারেন,

ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মার উপাসক নির্বিশেষবাদীরা কখনও তা পারে না। কখনও কখনও বনে অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়ান্বিত হতেন, কিন্তু তখন তিনি একটি সিংহ-শিশুর মতো তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের সংহার করতেন। তাঁর শিশু-সাথীরাও শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কার্যকলাপ দর্শন করে মুগ্ধ হতেন, এবং ঘরে ফিরে এসে তাঁদের পিতামাতার কাছে সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন, আর সকলেই তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের গুণ প্রশংসা করতেন। শিশু-কৃষ্ণ কেবল তাঁর পিতামাতা নন্দ ও যশোদারই পুত্র ছিলেন না; তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের সমস্ত বয়স্ক অধিবাসীদেরই পুত্র এবং তাঁর সমবয়সী সমস্ত ছেলে-মেয়েদের সখা। সকলেই কৃষ্ণকে ভালবাসত। তিনি ছিলেন সকলের, এমনকি গাভী ও গোবৎসাদি পশুদেরও জীবনসর্বস্ব।

শ্লোক ২৯

স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্ ।
চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥ ২৯ ॥

সঃ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **এব**—নিশ্চয়ই; **গো-ধনম্**—গাভীরূপী সম্পদ; **লক্ষ্ম্যাঃ**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **নিকেতম্**—উৎস; **সিত-গো-বৃষম্**—সুন্দর গাভী এবং বৃষ; **চারয়ন্**—চারণ করে; **অনুগান্**—অনুগামীদের; **গোপান্**—গোপবালকদের; **রণৎ**—বাজিয়ে; **বেণুঃ**—বাঁশি; **অরীরমৎ**—উল্লসিত করেছিলেন।

অনুবাদ

পরম সুন্দর গাভী ও বৃষদের চারণ করতে করতে সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের আলয় ভগবান তাঁর বংশী বাজাতেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর গোপবালকদের উল্লসিত করতেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যখন ছয়-সাত বছর বয়স হয়েছিল, তখন তাঁকে গোচারণ ভূমিতে গাভী ও বৃষদের তত্ত্বাবধান করার ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন ভৌমা অধিকারির পুত্র যাঁর শত সহস্র গাভী ছিল। বৈদিক সমাজে সঞ্চিত শস্য এবং গাভীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিচার করা হত কে কত ধনী। কেবল গাভী ও শস্য এই দুয়ের দ্বারা মানবসমাজ সমস্ত আহারের সমস্যা সমাধান করতে

পারে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য মানবসমাজের প্রয়োজন কেবল যথেষ্ট শস্য এবং যথেষ্ট গাভী। এই দুটি ছাড়া আর সবই হচ্ছে কৃত্রিম আবশ্যকতা যা মানুষ তার মানবজীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়ের বৃথা অপচয় এবং অনাবশ্যক বিষয়ে তার সময় নষ্ট করার জন্য সৃষ্টি করেছে। মানবসমাজের আদর্শ শিক্ষকরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর আচরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন কিভাবে বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে গাভী ও বৃষ পালন করা এবং এই সব মূল্যবান পশুদের রক্ষা করা। স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে, গাভী হচ্ছে মানুষের মাতা এবং বৃষ হচ্ছে পিতা। গাভী মাতা, কেননা ঠিক যেমন শিশু তার মায়ের স্তন পান করে, সমগ্র মানবসমাজও গাভীর দুগ্ধে পালিত হয়। তেমনই, বৃষ হচ্ছে মানবসমাজের পিতা, কেননা পিতা যেমন সন্তানদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, ঠিক তেমনই বৃষ জমি চাষ করে খাদ্য-শস্য উৎপাদন করে। মানবসমাজ মাতা ও পিতাকে হত্যা করে জীবনের চেতনার সমাপ্তি সম্পাদন করছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাভী ও বৃষরা লাল, কাল, সবুজ, হলুদ, ধূসর ইত্যাদি নানা বর্ণের ছিল। তাদের বর্ণ এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাস্যে চতুর্দিক উজ্জীবিত হয়েছিল।

সর্বোপরি, ভগবান তাঁর প্রসিদ্ধ বংশী বাজাতেন। সেই বংশীর ধ্বনি তাঁর সখাদের এমনই অপ্রাকৃত আনন্দ প্রদান করত যে, তাঁরা ব্রহ্মানন্দের আলোচনা পর্যন্ত ভুলে যেতেন, যার প্রশংসা নির্বিশেষবাদীরা পর্যন্ত বিশেষভাবে করে থাকে। এই সমস্ত গোপবালকেরা, যাঁদের সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামী পরে বর্ণনা করবেন, তাঁরা তাঁদের পুঞ্জীভূত পুণ্যের প্রভাবে ভগবানের সঙ্গে আনন্দ আস্বাদন করছিলেন এবং তাঁর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩০) ভগবানের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনির বর্ণনা করা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মাজী বললেন, "আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অপ্রাকৃত বংশী বাদন করে। তাঁর চোখ দুটি ঠিক পদ্মফুলের মতো, তাঁর মাথায় ময়ূরের পাখা শোভা পাচ্ছে, এবং তাঁর দেহের বর্ণ নবীন কৃষ্ণমেঘের মতো, যদিও তাঁর অঙ্গের শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের থেকেও অধিক সুন্দর।" এইগুলি হচ্ছে ভগবানের বিশেষ রূপ।

শ্লোক ৩০

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ ।
লীলয়া ব্যনুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ৩০ ॥

প্রযুক্তান্—যুক্ত; **ভোজ-রাজেন**—রাজা কংস কর্তৃক; **মায়িনঃ**—মহা মায়াবী; **কাম-রূপিণঃ**—যে তার ইচ্ছা অনুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করতে পারে; **লীলয়া**—লীলাচ্ছলে; **ব্যনুদৎ**—সংহার করেছিলেন; **তান্**—তাদের; **তান্**—তারা যখন সেখানে এসেছিল; **বালঃ**—শিশু; **ক্রীড়নকান্**—পুতুল; **ইব**—সমান।

অনুবাদ

ভোজরাজ কংস কর্তৃক কামরূপধারী মহা মায়াবী অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভগবান লীলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পুতুল ভেঙে ফেলে।

তাৎপর্য

নাস্তিক কংস শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর জন্মের ঠিক পরেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সে তাঁকে মারতে পারেনি। তারপর সে খবর পেয়েছিল যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহে রয়েছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণে সক্ষম মায়াবীদের নিযুক্ত করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। তারা সকলে অঘ, বক, পুতনা, শকট, তৃণাবর্ত, ধেনুক এবং গর্দভ আদি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সুযোগ পেলেই ভগবানকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা সকলে একে একে ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছিল, ঠিক যেন ভগবান পুতুল নিয়ে খেলা করছেন। শিশুরা সিংহ, হাতি, শুকর আদি নানা রকম পুতুল নিয়ে খেলা করে, যা অনেক সময় খেলতে খেলতে ভেঙে যায়। সর্বশক্তিমান ভগবানের সামনে যে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যেন শিশুর খেলার সিংহের পুতুলের মতো। কোনভাবেই কেউ ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না, এবং তাই কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়, এবং কোন প্রচেষ্টার দ্বারা কেউই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি পারমার্থিক উপলব্ধির তিনটি স্বীকৃত পন্থা। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ণতা লাভের দ্বারা জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তি এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা ভগবানের সমকক্ষ হওয়ার সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। তিনি যখন একটি শিশুরূপে তাঁর মা যশোদার ক্রোড়ে

খেলা করছিলেন, অথবা তাঁর অপ্রাকৃত সখাদের সঙ্গে একটি গোপবালকরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, সর্ব অবস্থাতেই তাঁর ষড়ৈশ্বর্যের স্বল্পমাত্র হ্রাস না করেই তিনি তা করছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বদাই অজেয়।

শ্লোক ৩১

বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্ ।
উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥ ৩১ ॥

বিপন্নান্—মহা বিপদে বিভ্রান্ত; **বিষ-পানেন**—বিষ পান করে; **নিগৃহ্য**—দমন করে; **ভুজগ-অধিপম্**—সর্পদের মধ্যে প্রধান; **উত্থাপ্য**—বেরিয়ে আসার পর; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন; **গাবঃ**—গাভীদের; **তৎ**—তা; **তোয়ম্**—জল; **প্রকৃতি**—প্রাকৃতিক; **স্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

কালীয় সর্পের বিষে যখন যমুনার এক অংশ বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মহা দুর্দশায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান তখন সেই সর্পরাজকে দণ্ডদান করে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তারপর নদী থেকে উঠে এসে, যমুনার জল যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি গাভীদের সেই জল পান করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষন্ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥ ৩২ ॥

অযাজয়ৎ—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **গো-সবেন**—গো-পূজার দ্বারা; **গোপ-রাজম্**—গোপদের রাজা; **দ্বিজ-উত্তমৈঃ**—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **বিত্তস্য**—সম্পত্তির; **চ**—ও; **উরু-ভারস্য**—মহান্ ঐশ্বর্য; **চিকীর্ষন্**—করার ইচ্ছায়; **সৎ-ব্যয়ম্**—যথার্থ উপযোগিতা; **বিভুঃ**—মহান্।

অনুবাদ

মহারাজ নন্দের সমৃদ্ধিশালী বিত্তসমূহ গো-পূজায় ব্যবহার করার বাসনায়, এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে

উপদেশ দিয়েছিলেন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্যে গো, অর্থাৎ গোচারণ ভূমি ও গাভীদের পূজা অনুষ্ঠান করার জন্য।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান সকলেরই শিক্ষক, তাই তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন ভৌম্য অধিকারী এবং বহু গাভীর মালিক। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি প্রতি বছর মহা সমারোহে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করতেন। বৈদিক শাস্ত্রে জনসাধারণকে এইভাবে দেবতাদের পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে পারে। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের ভৃত্য যাঁরা বিভিন্ন কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করার কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। তাই বৈদিক শাস্ত্রে দেবতাদের প্রসন্নতাবিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত তাঁকে দেবতাদের প্রসন্ন করার কোন প্রয়োজন হয় না। জনসাধারণ কর্তৃক দেব-দেবীদের পূজা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করার আয়োজনমাত্র, প্রকৃতপক্ষে তার আবশ্যকতা নেই। সাধারণত দেবতাদের প্রসন্ন করার এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জড়জাগতিক লাভের জন্য। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁর পক্ষে গৌণ দেবতাদের উপাসনা করার কোন প্রয়োজন থাকে না। কখনও কখনও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের দ্বারা পূজিত ও বন্দিত হওয়ার ফলে, দেবতারা তাঁদের শক্তির গর্বে গর্বান্বিত হয়ে পড়ে এবং ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব ভুলে যায়। তা ঘটেছিল শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন, এবং তার ফলে ভগবান দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাই মহারাজ নন্দকে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে সেই সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রী দিয়ে গাভী, গোচারণ ভূমি এবং গোবর্ধন পর্বতের পূজা করার অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ মানবসমাজকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ও কর্মের ফল দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, যা তিনি ভগবদ্গীতাতেও নির্দেশ দিয়েছেন। তার ফলে ঈপ্সিত সাফল্য লাভ হবে। বৈশ্যদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কষ্টার্জিত ধন অপব্যয় না করে, তারা যেন গাভীদের রক্ষা করে এবং গোচারণ-ভূমি অথবা কৃষিক্ষেত্র তত্ত্বাবধান করে। তার ফলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। মানুষের কর্তব্যকর্মের সাফল্য নির্ণয় হয়, কি পরিমাণে তা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছে তার উপর; তা নিজের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে অথবা জাতির স্বার্থে, যে উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হোক না কেন।

শ্লোক ৩৩

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্নতা ॥ ৩৩ ॥

বর্ষতি—বারি বর্ষণ করে; **ইন্দ্রে**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **ব্রজঃ**—গাভীদের ভূমি (বৃন্দাবন); **কোপাৎ ভগ্নমানে**—অপমানিত হওয়ার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে; **অতি**—অত্যন্ত; **বিহ্বলঃ**—বিচলিত; **গোত্র**—গোবর্ধন পর্বত; **লীলা-আতপত্রেণ**—ছত্রধারণ লীলার দ্বারা; **ত্রাতঃ**—রক্ষা করেছিলেন; **ভদ্র**—হে সৌম্য; **অনুগৃহ্নতা**—কৃপাময় ভগবানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে সৌম্য বিদুর! দেবরাজ ইন্দ্র অপমানিত হওয়ার ফলে, বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন, এবং তার ফলে ব্রজভূমির অধিবাসীরা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের আকারে ধারণ করার লীলাবিলাসের দ্বারা তাঁদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্ ।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩৪ ॥

শরৎ—শরৎকাল; **শশি**—চন্দ্রের; **করৈঃ**—কিরণের দ্বারা; **মৃষ্টম্**—উজ্জ্বল; **মানয়ন্**—মনে করে; **রজনী-মুখম্**—রাত্রির মুখ; **গায়ন্**—গান করে; **কল-পদম্**—মনোহর সঙ্গীত; **রেমে**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **মণ্ডল-মণ্ডনঃ**—রমণীমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থ সৌন্দর্য।

অনুবাদ

শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের জোছনায় উজ্জ্বল রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর সঙ্গীতের দ্বারা গোপীদের আকৃষ্ট করে রমণী-সমাজের ভূষণরূপে সুশোভিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গো-ভূমি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করার পূর্বে ভগবান তাঁর রাসলীলা-বিলাস করার মাধ্যমে তাঁর সখী ব্রজগোপীদের আনন্দ দান করেছিলেন। এইখানে উদ্ধব ভগবানের বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা সমাপ্ত করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

তৃতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস

শ্লোক ১

উদ্ধব উবাচ

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ ব্যসুমোজসোর্ব্যাম্ ॥ ১ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; ততঃ—তারপর; সঃ—ভগবান; আগত্য—এসে; পুরম্—মথুরাপুরীতে; স্ব-পিত্রোঃ—তাঁর পিতামাতা; চিকীর্ষয়া—শুভ কামনা করে; শম্—কল্যাণ; বলদেব-সংযুতঃ—বলদেবসহ; নিপাত্য—নিচে টেনে এনে; তুঙ্গাৎ—সিংহাসন থেকে; রিপু-যূথ-নাথম্—জনসাধারণের শত্রুদের নেতা; হতম্—হত্যা করে; ব্যকর্ষৎ—আকর্ষণ করেছিলেন; ব্যসুম্—মৃত; ওজসা—বলের দ্বারা; উর্ব্যাম্—ভূমিতে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ মথুরাপুরীতে গিয়ে তাঁদের পিতামাতার আনন্দবিধানের জন্য জনসাধারণের নেতা কংসকে তার সিংহাসন থেকে টেনে এনে মহাবলে তাকে ভূমিতে ফেলে হত্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে কংসরাজের মৃত্যুর বর্ণনা সংক্ষেপে করা হয়েছে। কেননা এই সমস্ত লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা হয়েছে দশম স্কন্ধে। ষোল বছর বয়সেই ভগবান তাঁর পিতামাতার সুযোগ্য পুত্ররূপে প্রমাণিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব দুই ভাই বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গিয়ে তাঁদের পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর

অনুবাদ

কালযবন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং শাল্ব সসৈন্যে মথুরাপুরী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য

কংসের মৃত্যুর পর কালযবন, জরাসন্ধ এবং শাল্ব যখন সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করেছিল, তখন লীলাচ্ছলে ভগবান মথুরাপুরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর একটি নাম রণছোর। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর নিজজন মুচুকুন্দ এবং ভীমের মতো ভক্তদের দ্বারা তাদের বধ করতে চেয়েছিলেন। কালযবন ও মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন যথাক্রমে মুচুকুন্দ ও ভীম, যাঁরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিলেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান তাঁর ভক্তদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অক্ষম কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাদের বধ করতে সক্ষম। তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন, কিন্তু এই প্রকার মহান কার্যের গৌরবের অংশ ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদেরও এই কার্যে নিযুক্ত করেন, যাতে তাঁরাও গৌরব অর্জন করতে পারেন। ভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ জয়ের গৌরব প্রদান করার জন্য (*নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*), তিনি তাঁর রথের সারথি হয়েছিলেন, যাতে অর্জুন যোদ্ধার অভিনয় করার সুযোগ পান এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হতে পারেন। তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে যা করতে চান, তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবান এইভাবে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ১১

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎকাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥

শম্বরম্—শম্বর; **দ্বিবিদম্**—দ্বিবিদ; **বাণম্**—বাণ; **মুরম্**—মুর; **বল্বলম্**—বলল; **এব চ**—ইত্যাদি; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **দন্তবক্র-আদীন্**—দন্তবক্রের মতো অন্যেরা; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **কান্ চ**—এবং অন্য অনেকে; **ঘাতয়ৎ**—সংহার করেছিলেন।

অনুবাদ

কালযবন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং শাল্ব সসৈন্যে মথুরাপুরী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য

কংসের মৃত্যুর পর কালযবন, জরাসন্ধ এবং শাল্ব যখন সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করেছিল, তখন লীলাচ্ছলে ভগবান মথুরাপুরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর একটি নাম রণছোর। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর নিজজন মুচুকুন্দ এবং ভীমের মতো ভক্তদের দ্বারা তাদের বধ করতে চেয়েছিলেন। কালযবন ও মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন যথাক্রমে মুচুকুন্দ ও ভীম, যাঁরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিলেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান তাঁর ভক্তদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অক্ষম কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাদের বধ করতে সক্ষম। তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন, কিন্তু এই প্রকার মহান কার্যের গৌরবের অংশ ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদেরও এই কার্যে নিযুক্ত করেন, যাতে তাঁরাও গৌরব অর্জন করতে পারেন। ভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ জয়ের গৌরব প্রদান করার জন্য (*নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*), তিনি তাঁর রথের সারথি হয়েছিলেন, যাতে অর্জুন যোদ্ধার অভিনয় করার সুযোগ পান এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হতে পারেন। তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে যা করতে চান, তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবান এইভাবে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ১১

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎকাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥

শম্বরম্—শম্বর; **দ্বিবিদম্**—দ্বিবিদ; **বাণম্**—বাণ; **মুরম্**—মুর; **বল্বলম্**—বলল; **এব চ**—ইত্যাদি; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **দন্তবক্র-আদীন্**—দন্তবক্রের মতো অন্যেরা; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **কান্ চ**—এবং অন্য অনেকে; **ঘাতয়ৎ**—সংহার করেছিলেন।

অনুবাদ

শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল ও দন্তবক্র আদি বহু অসুরদের কয়েকজনকে তিনি নিজে বধ করেন এবং অন্যদের শ্রীবলদেব ইত্যাদির দ্বারা বধ করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্নৃপান্ ।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **তে**—আপনার; **ভ্রাতৃ-পুত্রাণাম্**—ভ্রাতুষ্পুত্রদের; **পক্ষয়োঃ**—উভয় পক্ষের; **পতিতান্**—বধ করেছিলেন; **নৃপান্**—রাজাদের; **চচাল**—কম্পিত হয়েছিল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **কুরুক্ষেত্রম্**—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে; **যেষাম্**—যাদের; **আপততাম্**—আগত; **বলৈঃ**—বলের দ্বারা।

অনুবাদ

হে বিদুর! তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদের পক্ষপাতী হয়ে আগত সেই সমস্ত রাজাদেরও ভগবান বিনাশ করেছিলেন। সেই সমস্ত রাজারা এত শক্তিশালী ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্ ।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং
ভগ্নোরুমূর্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **কর্ণ**—কর্ণ; **দুঃশাসন**—দুঃশাসন; **সৌবলানাম্**—সৌবল; **কুমন্ত্র-পাকেন**—অসৎ মন্ত্রণার দ্বারা; **হত-শ্রিয়**—সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত; **আয়ুষম্**—আয়ু; **সুযোধনম্**—দুর্যোধন; **স-অনুচরম্**—অনুচরসহ; **শয়ানম্**—পতিত; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **উরুম্**—উরু; **উর্ব্যাম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ন**—করেনি; **ননন্দ**—আনন্দ; **পশ্যন্**—তা দর্শন করে।

অনুবাদ

কর্ণ, দুঃশাসন ও সৌবলের কুমন্ত্রণায় দুর্যোধন হতশ্রী এবং হতায়ু হয়েছিল। তার অনুচরবর্গসহ সে যখন ভগ্ন উরু হয়ে ভূমিতে লুটাচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে তাকে দর্শন করে আনন্দিত হননি।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং ভীমকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে যুদ্ধ করার সময় দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করতে হবে, তবুও ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের পতনে ভগবান আনন্দিত হননি। ভগবান যদিও দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করতে বাধ্য হন, তবুও এই প্রকার দণ্ডদান করে তিনি সুখ অনুভব করেন না, কেননা সমস্ত জীবেরা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। দুষ্কৃতকারীদের কাছে তিনি বজ্র থেকেও কঠোর এবং তার অনুগতদের কাছে তিনি কুসুমের থেকেও কোমল। দুষ্কৃতকারীরা অসৎসঙ্গ ও কুমন্ত্রণার প্রভাবে পথভ্রষ্ট হয়, যা ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও নির্দেশের বিরোধী, এবং তাই তারা দণ্ডনীয় হয়। সুখী হওয়ার নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করা এবং কখনও তাঁর দ্বারা স্থাপিত বিধির লঙ্ঘন না করা, যা মায়ামুগ্ধ জীবদের জন্য বেদ ও পুরাণে নিরূপিত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো
যদ্দ্রোণভীষ্মার্জুনভীমমূলৈঃ ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈ-
রাস্তে বলং দুর্বিষহং যদূনাম্ ॥ ১৪ ॥

কিয়ান্—এটি কি; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **অয়ম্**—এই; **ক্ষপিত**—হ্রাস করা হয়েছে; **উরু**—অত্যন্ত অধিক; **ভারঃ**—ভার; **যৎ**—যা; **দ্রোণ**—দ্রোণ; **ভীষ্ম**—ভীষ্ম; **অর্জুন**—অর্জুন; **ভীম**—ভীম; **মূলৈঃ**—সহায়তায়; **অষ্টাদশ**—আঠার; **অক্ষৌহিণিকঃ**—অক্ষৌহিণী সেনা (ভাগবত ১/১৬/৩৪ দ্রষ্টব্য); **মৎ-অংশৈঃ**—আমার অংশগণসহ; **আস্তে**—এখনও রয়েছে; **বলম্**—মহাশক্তি; **দুর্বিষহম্**—অসহ্য; **যদূনাম্**—যদুবংশের।

অনুবাদ

(কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভগবান বলেছিলেন—) দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন এবং ভীমের সহায়তায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত পৃথিবীর বিশাল ভার হরণ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার থেকে উৎপন্ন যদুবংশের মহাভার এখনও বর্তমান, যা পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হতে পারে।

তাৎপর্য

লোকেরা অনেক সময় বলে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয় এবং তখন যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা বিনাশ-কার্য সংগঠিত হয়, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী কখনও ভারাক্রান্ত হয় না। পৃথিবীর উপর বিশাল পর্বতসমূহে ও সমুদ্রে মানুষদের থেকে অধিক সংখ্যক জীব রয়েছে, এবং তার ফলে পর্বত ও সমুদ্র কখনও ভারাক্রান্ত হয় না। যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে সমস্ত জীবের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে যে, মানুষদের সংখ্যা সমস্ত প্রাণীদের সংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগও নয়। যদি মানুষের জন্মের হার বাড়তে থাকে, তাহলে সেই অনুপাতে অন্যান্য জীবদের জন্মের হারও বাড়তে থাকবে। পশু, জলচর, পক্ষী ইত্যাদি নিম্ন স্তরের প্রাণীদের জন্মের হার মানুষদের থেকে অনেক অধিক। ভগবানের ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীতে সমস্ত জীবের আহারের পর্যাপ্ত আয়োজন রয়েছে, এবং যদি জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে তিনি অধিক আহারের আয়োজন করতে পারেন।

তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীর ভারাক্রান্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয় ধর্ম-গ্লানির ফলে, অর্থাৎ ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ না করার ফলে। ভগবান পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুষ্কৃতকারীদের দমন করার জন্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাবার জন্য নয়, যা জড়বাদী অর্থনীতিবিদেরা ভ্রান্তিবশত বলে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণকারী দুষ্টদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। জড় সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছা পূর্তির জন্য হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা, যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য নয়, সেই সমস্ত জীবদের সেই চিন্ময় জগতে প্রবেশ করবার যোগ্যতা লাভের জন্য তাদের অবস্থার পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া। জড় সৃষ্টির সমস্ত আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করা, এবং ভগবানের প্রকৃতি সমস্ত জীবদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট আয়োজন করে রেখেছে।

তাই, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সেই সমস্ত মানুষেরা যদি দুষ্কৃতকারী না হয়ে ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহলে তা পৃথিবীর কাছে ভার না হয়ে আনন্দের উৎস হয়। ভার দুই প্রকার—পশুর ভার এবং প্রেমের ভার। পশুর ভার অসহ্য হয়, কিন্তু প্রেমের ভার আনন্দদায়ক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রেমের ভার অত্যন্ত ব্যবহারিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যুবতী পত্নীর কাছে পতির ভার, মায়ের কোলে শিশুপুত্রের ভার, এবং ব্যবসায়ীর কাছে ধনের ভার, যদিও প্রকৃতপক্ষে ওজনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারস্বরূপ, তবুও সেগুলি হচ্ছে আনন্দের উৎস, এবং এই প্রকার ভারী বস্তুর অনুপস্থিতিতে বিচ্ছেদের ভার অনুভূত হতে পারে, যা প্রেমের ভার থেকে অনেক বেশি ভারী। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর উপর যদুবংশের ভারের উল্লেখ করেছিলেন, সেই ভার পশু ভার ছিল না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উৎপন্ন তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছিল এবং অবশ্যই তার ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন ভগবানের অংশ, তাই তাঁরা সকলেই ছিলেন পৃথিবীর পক্ষে মহান আনন্দের উৎস। ভগবান যখন পৃথিবীর ভারের সম্পর্কে তাঁদের উল্লেখ করেন, তখন তিনি অচিরেই তাঁদের তিরোধানের বিষয় মনে করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সমস্ত সদস্যেরা ছিলেন বিভিন্ন দেবতাদের অবতার, এবং ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও অন্তর্ধান হওয়ার কথা। ভগবান যখন যদুবংশের সম্পর্কে পৃথিবীর অসহ্য ভারের উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের বিচ্ছেদ ভারের ইঙ্গিত করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীও এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ১৫

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো
মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্ ।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো
ময্যুদ্যতেঽন্তর্দধতে স্বয়ং স্ম ॥ ১৫ ॥

মিথঃ—পরস্পর; **যদা**—যখন; **এষাম্**—তাদের; **ভবিতা**—হবে; **বিবাদঃ**—কলহ; **মধু-আমদ**—মদ্যপানজনিত নেশা; **আতাম্র-বিলোচনানাম্**—আরক্ত লোচনে; **ন**—না; **এষাম্**—তাঁদের; **বধ-উপায়ঃ**—তিরোধানের উপায়; **ইয়ান্**—এইভাবে; **অতঃ**—তাছাড়া; **অন্যঃ**—বিকল্প; **ময়ি**—আমার; **উদ্যতে**—অন্তর্হিত হতে উদ্যত হলে; **অন্তঃ-দধতে**—অন্তর্হিত হবে; **স্বয়ম্**—তারা নিজেরা; **স্ম**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

যখন সেই যাদবেরা মধুপানে উন্মত্ত হয়ে আরক্ত লোচনে পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবে, তখন সেই বিবাদই তাদের বিনাশের কারণ হবে; অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। আমার অন্তর্ধানের পর তা ঘটবে।

তাৎপর্য

ভগবান এবং তাঁর পার্ষদেরা তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হন। তাঁরা প্রকৃতির নিয়মের অধীন নন। ভগবানের পরিবারের সদস্যদের মারবার শক্তি কারোরই ছিল না, এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাঁদের প্রাকৃত মৃত্যুরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই, তাঁদের তিরোভাবের একমাত্র উপায় ছিল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের অভিনয় করা, যেন তাঁরা মদিরা পান করে নেশাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সেই তথাকথিত যুদ্ধও হয়েছিল ভগবানেরই ইচ্ছায়, তা না হলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার কোন কারণই ছিল না। ঠিক যেমন অর্জুনকে পারিবারিক আসক্তিতে মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং তার ফলে ভগবদ্‌গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তেমনই ভগবানের ইচ্ছায় যাদবেরা মদিরা পানে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাছাড়া আর কিছু নয়। ভগবানের ভক্ত এবং পার্ষদেরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা। এইভাবে তাঁরা সকলেই ভগবানের হাতে অপ্রাকৃত ক্রীড়নক, এবং ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের ব্যবহার করতে পারেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরাও ভগবানের এই প্রকার লীলা উপভোগ করেন, তাঁরা সর্বদাই তাঁর আনন্দবিধান করতে চান। ভগবানের ভক্তেরা কখনও তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন না; পক্ষান্তরে, তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পূর্তিসাধন করেন এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে এই সহযোগিতার ফলে ভগবানের লীলার পূর্ণ পটভূমিকা নির্মিত হয়।

শ্লোক ১৬

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্মজম্ ।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**—মনে মনে চিন্তা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-রাজ্যে**—তাঁর নিজের রাজ্যে; **স্থাপ্য**—স্থাপন করে; **ধর্মজম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **নন্দয়াম্ আস**—আনন্দিত করেছিলেন; **সুহৃদঃ**—বন্ধুদের; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **বর্ত্ম**—পথ; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে, এবং সাধুদের বর্ত্ম প্রদর্শন করে সুহৃৎদের আনন্দবিধান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

উত্তরায়াং ধৃতঃ পূরোর্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা ।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ১৭ ॥

উত্তরায়াম্—উত্তরাকে; **ধৃতঃ**—ধারণ করে; **পূরোঃ**—পূরুর; **বংশঃ**—বংশ; **সাধু-অভিমন্যুনা**—বীর অভিমন্যুর দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **দ্রৌণি-অস্ত্র**—দ্রোণাচার্যের পুত্রের অস্ত্রের দ্বারা; **সংপ্লুষ্টঃ**—দগ্ধ হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **ধৃতঃ**—রক্ষিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুরুবংশধরের যে ভ্রূণটি মহাবীর অভিমন্যু কর্তৃক তাঁর পত্নী উত্তরার গর্ভে সংস্থাপিত হয়েছিল, তা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভগবান তা পুনরায় রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহান যোদ্ধা অভিমন্যু কর্তৃক উত্তরা গর্ভবতী হওয়ার পর পরীক্ষিতের যে ভ্রূণ-শরীরটি বিকশিত হচ্ছিল, তা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে তাঁকে দ্বিতীয় শরীর প্রদান করেন এবং এইভাবে পুরুবংশ রক্ষা পেয়েছিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, শরীর এবং চিৎ স্ফুলিঙ্গ বা জীব পরস্পর থেকে ভিন্ন। পুরুষের বীর্য সঞ্চারের ফলে জীব যখন কোন স্ত্রীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন পুরুষ ও স্ত্রীর ক্ষরণের মিশ্রণ হয় এবং মটরদানার আকারে এক শরীর নির্মিত হয়, এবং ক্রমশ তা এক পূর্ণাঙ্গ শরীররূপে বিকশিত হয়। কিন্তু, যদি বিকাশশীল ভ্রূণ কোনভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তখন জীবকে দ্বিতীয় শরীরে অথবা অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যে বিশেষ জীব মহারাজ পুরু বা পাণ্ডবদের বংশধর হওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, তিনি সাধারণ জীব ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইচ্ছায় তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ভাগ্যলাভ করেছিলেন। তাই, অশ্বত্থামা যখন উত্তরার গর্ভস্থ

মহারাজ পরীক্ষিতের ভ্রূণ নষ্ট করেছিল, তখন ভগবান মহাবিপদগ্রস্ত ভাবী পরীক্ষিৎ মহারাজকে শুধুমাত্র দর্শন দেওয়ার জন্যই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে উত্তরার গর্ভে তাঁর অংশের দ্বারা প্রবেশ করেন। উত্তরার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুটিকে অভয়দান করেন এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা তাঁকে এক নতুন শরীর দান করে সর্বতোভাবে তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁর সর্বব্যাপক শক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরা এবং পাণ্ডব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাইরে ও ভিতরে বিরাজমান ছিলেন।

শ্লোক ১৮

অযাজয়দ্ধর্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ১৮ ॥

অযাজয়ৎ—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **ধর্ম-সুতম্**—ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিন; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অপি**—ও; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **অনুজৈঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায়; **রক্ষন্**—রক্ষা করে; **রেমে**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **কৃষ্ণম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অনুব্রতঃ**—নিত্য শরণাগত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায় পৃথিবী পালন করে, আনন্দে কালযাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পৃথিবীর সম্রাট পরম্পরার আদর্শ প্রতিনিধি, কেননা তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। বেদে (ঈশোপনিষদ্) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর। এই জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া। জড় জগতের সমস্ত ব্যবস্থা সেই কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য আয়োজিত হয়েছে। যারা সেই পরিকল্পনা লঙ্ঘন করে,

তাদের প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করতে হয়, কেননা প্রকৃতি ভগবানের আদেশ অনুসারে কার্য করে। পৃথিবীর রাজা হিসেবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ। রাজা সর্বদাই ভগবানের প্রতিনিধি। আদর্শ রাজাকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়, এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন আদর্শ সম্রাট। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে প্রকৃতির পূর্ণ সহযোগিতায় রাজা ও প্রজা উভয়েই সুখী ছিলেন, এবং নাগরিকদের সুরক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ সকলের পক্ষেই সুলভ ছিল।

শ্লোক ১৯

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ ।
কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র জগতের প[illegible]; **লোক**—লৌকিক প্রথা; **বেদ**—বৈদিক সিদ্ধান্ত; **পথ-অনুগঃ**—মার্গ অনুসরণকারী; **কামান্**—জীবনের আবশ্যকতাসমূহ; **সিষেবে**—উপভোগ করেছিলেন; **দ্বার্বত্যাম্**—দ্বারকা নগরীতে; **অসক্তঃ**—আসক্ত না হয়ে; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য দর্শনের জ্ঞান; **আস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে।

অনুবাদ

বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবানও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনযাপন করে আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের নির্দেশ অনুসারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে অবস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দ্বারকার রাজা এবং তাই তিনি দ্বারকাধীশ নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য অধীনস্থ রাজাদের মতো তিনিও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির পরম সম্রাট, তবুও তিনি যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি কখনও বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি, কেননা সেগুলি হচ্ছে মানবজীবনের পথ প্রদর্শক। বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে মানবজীবন সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানের উপর

প্রতিষ্ঠিত। সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত জীবনই হচ্ছে জীবনের আবশ্যকতাসমূহ উপভোগের বাস্তবিক মার্গ। এই প্রকার জ্ঞান, অনাসক্তি এবং আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত, তথাকথিত মানবসভ্যতা আহার, পান এবং বিবাহের মাধ্যমে পশুর মতো আনন্দ উপভোগের জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করছিলেন, তবুও তাঁর ব্যবহারিক উদাহরণের দ্বারা তিনি অনাসক্তি এবং জ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জীবনযাপন না করার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। সাংখ্য দর্শনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অর্জন করা। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া, এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দেহের প্রয়োজনগুলি মিটানো সত্ত্বেও, এই প্রকার পাশবিক জীবনধারণ থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। দেহের দাবিগুলি মেটানোই পশুজীবন, আর চিন্ময় আত্মার উদ্দেশ্যসাধনই হচ্ছে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য।

শ্লোক ২০

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া ।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ২০ ॥

স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ; **স্মিত-অবলোকেন**—মধুর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **পীযূষ-কল্পয়া**—অমৃততুল্য; **চরিত্রেণ**—চরিত্রের দ্বারা; **অনবদ্যেন**—ত্রুটিহীন; **শ্রী**—সৌভাগ্য; **নিকেতেন**—নিবাস; **চ**—ও; **আত্মনা**—তাঁর অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, অমৃততুল্য মধুর বাক্য, নির্দোষ চরিত্রসহ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থলস্বরূপ তাঁর অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে সেখানে বিরাজমান ছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বে স্থিত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এই শ্লোকে আবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল। এই দুটি তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যের

প্রতি অনাসক্ত, কিন্তু চিন্ময় প্রকৃতি বা অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে তিনি নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। যারা মূর্খ তারা বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা প্রকৃতির পার্থক্য বুঝতে পারে না। ভগবদ্‌গীতায় অন্তরঙ্গা শক্তিকে পরা প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীবিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তিকে পরা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান কখনও পরা শক্তির সঙ্গের প্রতি অনাসক্ত নন। এই পরা শক্তি এবং তার প্রকাশ ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) *আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ* রূপে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান নিত্য আনন্দময় এবং এই প্রকার অপ্রাকৃত আনন্দ থেকে উৎপন্ন রস সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে পরিত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে, চিৎ জগতের অপ্রাকৃত আনন্দকেও পরিত্যাগ করতে হবে। তাই ভগবানের স্নিগ্ধতা, তাঁর স্মিত হাসি, চরিত্র এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই অপ্রাকৃত। অন্তরঙ্গা শক্তির এই প্রকাশ বাস্তব, তার প্রতিবিম্ব যে জড়া প্রকৃতি তা ক্ষণস্থায়ী এবং প্রকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে সকলেরই তার প্রতি অনাসক্ত থাকা উচিত।

শ্লোক ২১

ইমং লোকমমুং চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্ ।
রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ ২১ ॥

ইমম্—এই; **লোকম্**—পৃথিবী; **অমুম্**—এবং অন্যান্য লোক; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়ই; **রময়ন্**—আনন্দদায়ক; **সুতরাম্**—বিশেষরূপে; **যদূন্**—যদুগণ; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **ক্ষণদয়া**—রাত্রে; **দত্ত**—প্রদত্ত; **ক্ষণ**—অবকাশ; **স্ত্রী**—রমণীদের সঙ্গে; **ক্ষণ**—দাম্পত্য প্রেম; **সৌহৃদঃ**—বন্ধুত্ব।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকে (উচ্চতর দিব্যলোকে) বিশেষ করে যাদবদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ উপভোগ করেছিলেন। রাত্রে অবসর সময়ে তিনি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ দাম্পত্য প্রেম উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সব রকম জড় আসক্তির অতীত, তবুও তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন।

ভগবানের এই অনুরাগ স্বর্গের সেই সমস্ত দেবতাদের প্রতিও ছিল যাঁরা হচ্ছেন প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের শক্তিশালী নির্দেশক। তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুদের প্রতি, এবং তাঁর ষোল হাজার মহিষী যাঁরা রাত্রিতে অবসর সময়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবানের এই সমস্ত আসক্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, যার ছায়া হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। স্কন্দ পুরাণের প্রভাস-খণ্ডে শিব এবং গৌরীর আলোচনা প্রসঙ্গে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশের তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হংস (চিন্ময়) পরমাত্মা এবং সমস্ত জীবের পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ষোল হাজার গোপিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই ষোল হাজার গোপী হচ্ছেন ষোল প্রকার অন্তরঙ্গা প্রকৃতির প্রকাশ। দশম স্কন্ধে সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক চন্দ্রের মতো এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিরূপিণী গোপিকারা সেই চন্দ্রের চতুর্দিকে অবস্থিত তারকাবলীর মতো।

শ্লোক ২২

তস্যৈবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্ ।
গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ২২ ॥

তস্য—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **রমমাণস্য**—আনন্দে ক্রীড়াশীল; **সংবৎসর**—বহু বছর; **গণান্**—বহু; **বহূন্**—অনেক; **গৃহমেধেষু**—গৃহস্থ জীবনে; **যোগেষু**—কামভোগপূর্ণ জীবনে; **বিরাগঃ**—অনাসক্তি; **সমজায়ত**—জাগ্রত হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান বহু বছর গৃহস্থ জীবনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তারপর প্রপঞ্চে প্রকটিত গৃহস্থসুলভ ক্ষণভঙ্গুর কামভোগের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বাসনা তাঁর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান কখনও কোন প্রকার জড়জাগতিক যৌনজীবনের প্রতি আসক্ত নন, তবুও সারা জগতের গুরুরূপে তিনি কিভাবে গৃহস্থরূপে জীবনযাপন করতে হয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহু বছর ধরে গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীল

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, *সমজায়ত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণরূপে প্রদর্শিত'। এই পৃথিবীতে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবান তাঁর অনাসক্তি প্রদর্শন করেছেন। তা পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল যখন তিনি দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, সারা জীবন ধরে গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত থাকা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য যথাসময়ে স্বাভাবিকভাবে জড়জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া। গৃহস্থ জীবনের প্রতি ভগবানের অনাসক্তির অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদ ব্রজগোপিকাদের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর প্রাপঞ্চিক লীলা সমাপন করার বাসনা করেছিলেন। ভগবান রুক্মিণী প্রমুখ তাঁর নিত্য পার্ষদ লক্ষ্মীদেবীদের প্রেমময়ী সেবার প্রতি কখনও বিরক্ত হতে পারেন না, যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে — *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্* ।

শ্লোক ২৩

দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধীনঃ স্বয়ং পুমান্ ।
কো বিশ্রম্ভেত যোগেন যোগেশ্বরমনুব্রতঃ ॥ ২৩ ॥

দৈব—দৈব; **অধীনেষু**—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; **কামেষু**—ইন্দ্রিয় উপভোগে; **দৈব-অধীনঃ**—দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পুমান্**—জীব; **কঃ**—কে; **বিশ্রম্ভেত**—শ্রদ্ধা রাখতে পারে; **যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **যোগেশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুব্রতঃ**—সেবা করে।

অনুবাদ

প্রত্যেক জীব দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং তার ফলে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগও সেই দৈবের অধীন। তাই ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে যাঁরা ভগবানের ভক্ত হতে পেরেছেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে শ্রদ্ধা বা প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্ম কেউই বুঝতে পারে না। সেই একই তত্ত্ব এখানেও অনুমোদন করা হয়েছে—ভগবান এবং দৈবাধীন জীবের কার্যকলাপের পার্থক্য কেবল তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন। জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পশু, মানুষ এবং দেবতাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগ প্রকৃতি বা দৈবীমায়া নামক অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে কেউই স্বতন্ত্র নয়, যদিও এই জড় জগতের সকলেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে চায়। যারা নিজেরাই দৈবীমায়া কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তারা কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বশক্তিমান; অর্থাৎ, তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। সীমিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহার করতে পারেন এবং কেবলমাত্র দর্শনের দ্বারা কামভোগ করতে পারেন। নিয়ন্ত্রিত জীবেরা তাদের বদ্ধ জীবনে এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু কেবল ভক্তিযোগের আচরণের ফলে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, ভগবান এবং তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই অপ্রাকৃত। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*— ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে কারো পক্ষেই ভগবানের কার্যকলাপের এক নগণ্য অংশও বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৪

পুর্যাং কদাচিৎক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ ॥ ২৪ ॥

পুর্যাম্—দ্বারকা নগরীতে; **কদাচিৎ**—কোনও একসময়; **ক্রীড়দ্ভিঃ**—খেলা করতে করতে; **যদু**—যদুবংশীয়েরা; **ভোজ**—ভোজবংশীয়েরা; **কুমারকৈঃ**—রাজকুমারেরা; **কোপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়েছিল; **মুনয়ঃ**—মহান্ মুনিগণ; **শেপুঃ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **ভগবৎ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মত**—ইচ্ছা; **কোবিদাঃ**—অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

এক সময় যদু ও ভোজবংশীয় রাজকুমারেরা খেলা করতে করতে মুনিদের ক্রোধ উৎপাদন করেছিলেন, এবং তার ফলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, সেই মুনিগণ তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের যে সমস্ত পার্ষদেরা যদু এবং ভোজবংশীয় রাজকুমারদের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, তাঁরা সাধারণ জীব ছিলেন না। তাঁদের পক্ষে কোন মহাত্মা বা ঋষিকে অপমান করা সম্ভব নয়, এবং ঋষিদের পক্ষেও ভগবানের নিজ বংশধর যদু ও ভোজবংশের রাজকুমারদের বিনোদ ক্রীড়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেওয়া সম্ভব নয়। ঋষিগণ কর্তৃক ক্রোধ প্রদর্শন এবং রাজকুমারদের প্রতি অভিশাপ দান ভগবানেরই আর একটি অপ্রাকৃত লীলা। রাজকুমারদের এইভাবে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যাতে সকলে বুঝতে পারেন ভগবানের বংশধরেরা পর্যন্ত, যাঁদের জড়া প্রকৃতির কোন কার্যকলাপই বিনাশ করতে পারে না, তাঁরাও ভগবানের মহান ভক্তদের কোপভাজন হতে পারেন। তাই সব সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত যে, ভগবানের ভক্তের চরণে যাতে কোন রকম অপরাধ না হয়ে যায়।

শ্লোক ২৫

ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ ।
যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তারপর; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকজন; মাসৈঃ—মাস অতিক্রান্ত হলে; বৃষ্ণি—বৃষ্ণিবংশীয়গণ; **ভোজ**—ভোজবংশীয়গণ; **অন্ধক-আদয়ঃ**—অন্ধক আদি বংশীয়গণ; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **প্রভাসম্**—প্রভাস তীর্থে; **সংহৃষ্টাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; রথৈঃ—তাঁদের রথে চড়ে; **দেব**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; **বিমোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

তার কয়েক মাস পর, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিমোহিত হয়ে, দেবতাদের অবতার বৃষ্ণি, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়েরা মহা আনন্দে তাঁদের রথে চড়ে প্রভাস তীর্থে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন ভগবানের নিত্য ভক্ত, তাঁরা দ্বারকাতেই ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তত্র স্নাত্বা পিতৃন্‌দেবানৃষীংশ্চৈব তদম্ভসা ।
তর্পয়িত্বাথ বিপ্রেভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **পিতৃন্**—পূর্বপুরুষদের; **দেবান্**—দেবতাদের; **ঋষীন্**—মহান ঋষিদের; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়ই; **তৎ**—সেই; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা, **তর্পয়িত্বা**—তর্পণ করে; **অথ**—তারপর; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **গাবঃ**—গাভীসমূহ; **বহু-গুণাঃ**—অত্যন্ত উপযোগী; **দদুঃ**—দান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেখানে গিয়ে তাঁরা সকলে স্নান করেছিলেন, এবং সেই তীর্থের জল দিয়ে পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁরা রাজকীয়ভাবে ব্রাহ্মণদের বহু গাভীদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে—মুখ্যতঃ নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরাতলে অবতীর্ণ হলেও, তাঁরা কখনও জড় পরিবেশে অধঃপতিত হন না। সাধনসিদ্ধ ভক্তদের বদ্ধ জীবদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করা হয়। সাধনসিদ্ধ ভক্তেরাও আবার মিশ্র এবং শুদ্ধ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মিশ্র ভক্তেরা কখনও কখনও সকাম কর্মে উৎসাহশীল হন অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত হন। শুদ্ধ ভক্তেরা সমস্ত মিশ্রণ থেকে মুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের অবস্থা ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও ভগবানের সেবা ত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে উৎসাহী হন না। এই যুগে একজন মহান ভগবদ্ভক্ত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।"

যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফলে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণের কোন আবশ্যকতা নেই। কিন্তু যারা ততটা উন্নত নয়, তাদের তীর্থযাত্রা এবং নিয়মিতভাবে আচার অনুষ্ঠান পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদুবংশীয় যে সমস্ত রাজকুমারেরা প্রভাস তীর্থে গিয়েছিলেন, তাঁরা তীর্থস্থানে নির্ধারিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁদের পুণ্যকর্মের ফল পিতৃপুরুষ ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানুষই ভগবান, দেবতা, ঋষি, অন্যান্য জীব, রাজা পিতৃপুরুষ ইত্যাদির কাছে অনেক প্রকার উপকারের জন্য ঋণী। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির এই ঋণ শোধ করার দায়িত্ব রয়েছে। যে সমস্ত যাদবেরা প্রভাস তীর্থে

গিয়েছিলেন, ভূমি, স্বর্ণ এবং পুষ্ট গাভী রাজকীয়ভাবে দান করার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, সেই কথা নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংস্যজিনকম্বলান্ ।
যানং রথানিভান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি ॥ ২৭ ॥

হিরণ্যম্—স্বর্ণ; **রজতম্**—রৌপ্য মুদ্রা; **শয্যাম্**—শয্যা; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **অজিন**—আসনের জন্য পশুচর্ম; **কম্বলান্**—কম্বল; **যানম্**—যান; **রথান্**—রথ; **ইভান্**—হাতি; **কন্যাঃ**—কন্যা; **ধরাম্**—ভূমি; **বৃত্তি-করীম্**—জীবিকানির্বাহের উপযোগী; **অপি**—ও।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের কেবল সুপুষ্ট গাভীই দান করা হয়নি, তাঁদের স্বর্ণমুদ্রা, রজত, শয্যা, বস্ত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, রথ, হাতি, ঘোড়া, কন্যা এবং জীবিকানির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমিও দান করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দান করা হয়েছিল, যাঁরা পারমার্থিক এবং ভৌতিক উভয় দৃষ্টিতেই সমাজের কল্যাণের জন্য পূর্ণরূপে যুক্ত। বেতনভোগী সেবকদের মতো ব্রাহ্মণেরা এই সেবা করতেন না, কিন্তু সমাজ তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূরণ করত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের বিবাহ করার ব্যাপারে অসুবিধা ছিল, তাঁদের জন্য কন্যাদান করার ব্যবস্থা ছিল। সেই জন্য ব্রাহ্মণদের কোন রকম অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল না। ক্ষত্রিয় রাজা ও ধনী বৈশ্যেরা তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতা পূরণ করতেন, এবং তার বিনিময়ে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকতেন। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। যখন ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকা সত্ত্বেও সমাজ কর্তৃক পুষ্ট হয়ে দায়িত্ববিহীন হয়ে পড়ে, তখন তারা অধঃপতিত হয়ে ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অযোগ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। তার ফলে সমাজের অন্য বর্ণের মানুষেরাও ক্রমশ প্রগতিশীল সমাজজীবন থেকে অধঃপতিত হয়। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে, ভগবান গুণ-কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, জন্ম অনুসারে করেননি যা বর্তমান অধঃপতিত সমাজ ভ্রান্তভাবে দাবি করে।

শ্লোক ২৮

অন্নং চোরুরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্ ।
গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুর্ভুবি মূর্ধভিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্নম্—খাদ্য; চ—ও; উরু-রসম্—অত্যন্ত সুস্বাদু; তেভ্যঃ—ব্রাহ্মণদের; দত্ত্বা—দেওয়ার পর; ভগবৎ-অর্পণম্—যা প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছিল; গো—গাভী; বিপ্র—ব্রাহ্মণগণ; অর্থ—উদ্দেশ্যে; অসবঃ—জীবনের উদ্দেশ্য; শূরাঃ—সমস্ত বীর ক্ষত্রিয়গণ; প্রণেমুঃ—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; ভুবি—ভূমি স্পর্শ করে; মূর্ধভিঃ—তাদের মস্তক দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর তাঁরা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভগবানকে নিবেদিত অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে, মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে, তাঁদের প্রণাম করেছিলেন। সেই সমস্ত যাদবেরা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রভাস তীর্থে যদুবংশীয়েরা যেভাবে আচরণ করেছিলেন তা ছিল অতি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং মানবজীবনের পূর্ণতার আদর্শ। মানবজীবনের পূর্ণতালাভ হয় তিনটি আদর্শ অনুসরণ করার ফলে—গোরক্ষা, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পালন এবং সর্বোপরি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে মানবজীবনের পূর্ণতা সাধিত হয় না। মানবজীবনের পূর্ণতা হচ্ছে চিৎ জগতে উন্নীত হওয়া, যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, এবং ব্যাধিও নেই। এইটি হচ্ছে মানবজীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ব্যতীত, তথাকথিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যত রকম জাগতিক উন্নতিই সাধন করা হোক না কেন, তা কেবল মানবজীবনের ব্যর্থতাই আনয়ন করবে।

যে খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি, তা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবেরা কখনও গ্রহণ করেন না। ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভক্তেরা ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের আহার সরবরাহ করেন। মানুষকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে, খাদ্যশস্য, শাকসবজি, দুধ, জল ইত্যাদি জীবনের সমস্ত মুখ্য প্রয়োজনগুলি ভগবান সরবরাহ

করছেন এবং এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কোন বৈজ্ঞানিক অথবা জড়বাদী তাদের গবেষণাগারে অথবা কলকারখানায় তৈরি করতে পারে না। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং যাঁরা পরম সত্যকে তাঁর পরম সবিশেষরূপে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের বলা হয় বৈষ্ণব। এই দুই শ্রেণীর মানুষেরাই যজ্ঞের অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করেন। যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা। ভগবদ্‌গীতায় (৩/১৩) বলা হয়েছে যে, যিনি যজ্ঞের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আহার করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, আর যারা নিজের দেহ ধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে আহার করে, তারা সব রকম পাপ আহার করে, যার ফলে তারা দুঃখভোগ করে। প্রভাস তীর্থে যাদবেরা ব্রাহ্মণদের জন্য যে আহার্য তৈরি করেছিলেন, তা সব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছিল। মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে যাদবেরা তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের সেবায় পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে, যাদব অথবা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী দিব্যজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত যে কোন পরিবারের সদস্যদের মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখানে *উরু-রসম্* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। শস্য, শাকসবজি এবং দুধের দ্বারা শত শত সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা যায়। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক, এবং তাই সেগুলি পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা যায়। ভগবদ্‌গীতায় (৯/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ণভক্তি সহকারে নিবেদিত ফল, ফুল, পাতা ও জল ভগবান গ্রহণ করেন। ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে নিবেদন করার একমাত্র মানদণ্ড। ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভক্ত কর্তৃক নিবেদিত এই প্রকার খাদ্যদ্রব্য তিনি অবশ্যই গ্রহণ করেন। অতএব, সর্বতোভাবে বিচার করে দেখা যায় যে, যাদবেরা ছিলেন পূর্ণরূপে শিক্ষিত সভ্য ব্যক্তি, এবং তাঁরা যে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তা কেবল ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে। এই সমগ্র ঘটনাটি সকলকে সাবধান করে দেয় যে, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের সঙ্গে কখনও অনুচিত বা লঘু আচরণ করা উচিত নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সর্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন।" তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান বিভিন্ন প্রকার *স্বয়ং-প্রকাশ* রূপে এবং পুনরায় *প্রাভব* ও *বৈভব* রূপের বিস্তার করতে পারেন। এই সমস্ত রূপ পরস্পর থেকে অভিন্ন। বিভিন্ন মহলে রাজকুমারীদের সঙ্গে বিবাহ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেই রূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই রূপ প্রতিটি রাজকুমারীর অনুরূপতার বিচারে পরস্পর থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল। তাঁদের বলা হয় ভগবানের বৈভববিলাস রূপ, এবং তাঁদের প্রকাশ হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা।

শ্লোক ৯

তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্বতঃ।
একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া ॥ ৯ ॥

তাসু—তাঁদের; **অপত্যানি**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **আত্ম-তুল্যানি**—নিজের মতো; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **এক-একস্যাম্**—তাঁদের প্রত্যেকের; **দশ**—দশ; **দশ**—দশ; **প্রকৃতেঃ**—নিজেকে বিস্তার করার জন্য; **বিবুভূষয়া**—সেই রকম ইচ্ছা করে।

অনুবাদ

তাঁর অপ্রাকৃত রূপে নিজেকে বিস্তার করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভে ঠিক তাঁর নিজের মতো গুণসম্পন্ন দশ-দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

কালমাগধশাল্বাদীননীকৈ রুন্ধতঃ পুরম্ ।
অজীঘনৎস্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥ ১০ ॥

কাল—কালযবন; **মাগধ**—মগধের রাজা (জরাসন্ধ); **শাল্ব**—রাজা শাল; **আদীন্**—ইত্যাদি; **অনীকৈঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **রুন্ধতঃ**—বেষ্টিত হয়ে; **পুরম্**—মথুরা নগরী; **অজীঘনৎ**—বধ করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দিব্যম্**—দিব্য; **স্ব-পুংসাম্**—তাঁর আপনজনদের; **তেজঃ**—শক্তি; **আদিশৎ**—প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে পত্নীরূপে অর্পণ করেছিলেন, কেননা ভগবানই আর্তদের একমাত্র বন্ধু। ভগবান তাঁদের গ্রহণ না করলে তাঁদের বিবাহের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেননা নরকাসুর কর্তৃক তাঁদের পিত্রালয় থেকে অপহৃত হওয়ার ফলে কেউই তাঁদের বিবাহ করতে রাজি হত না। বৈদিক সমাজে কন্যা পিতার সংরক্ষণ থেকে পতির সংরক্ষণে স্থানান্তরিত হয়। যেহেতু সেই রাজকন্যারা পিতার সংরক্ষণ থেকে অপহৃত হয়েছিলেন, তাই স্বয়ং ভগবান ছাড়া তাঁদের অন্য কোন পতিলাভ করা কঠিন হত।

শ্লোক ৮

আসাং মুহূর্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৮ ॥

আসাম্—তাঁরা সকলে; **মুহূর্তে**—একই সময়ে; **একস্মিন্**—একসাথে; **নানা-আগারেষু**—বিভিন্ন আবাস থেকে; **যোষিতাম্**—রমণীদের; **সবিধম্**—বিধিপূর্বক; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **পাণীন্**—হাত; **অনুরূপঃ**—অনুরূপ; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নানা গৃহে অবস্থিত সেই সমস্ত রাজকন্যাদের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে, একইসময়ে শাস্ত্র বিধিমতে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অংশের বর্ণনা করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি তাঁর অনন্ত রূপধারী অংশ থেকে অভিন্ন, যাঁরা সকলে অচ্যুত, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত রূপসম্পন্ন। যদিও তিনি আদি পুরুষ এবং সবচাইতে প্রাচীন, তবুও

কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তার ফলে নরকাসুরের রাজ্য তিনি তার পুত্রকে ফিরিয়ে দেন, এবং তারপর তিনি সেই অসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অন্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, নরকাসুর ছিল ধরিত্রীর গর্ভজাত ভগবানেরই পুত্র। কিন্তু বাণাসুরের অসৎসঙ্গ প্রভাবে সে অসুরে পরিণত হয়েছিল। নাস্তিকদের বলা হয় অসুর, এবং সাধুচরিত্রের মাতাপিতার পুত্রও অসৎসঙ্গের প্রভাবে যে অসুরে পরিণত হতে পারে তা সত্য। সৎ হওয়ার ব্যাপারে জন্মই সর্বদা কারণ নয়; সৎসঙ্গের সংস্কৃতিতে শিক্ষিত না হলে কেউ সৎ হতে পারে না।

শ্লোক ৭

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্তবন্ধুম্ ।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—নরকাসুরের অন্তঃপুরে; **আহৃতাঃ**—অপহৃতা; **তাঃ**—তারা সকলে; **নর-দেব-কন্যাঃ**—বহু রাজকন্যাগণ; **কুজেন**—অসুরদের দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **আর্ত-বন্ধুম্**—আর্তদের সুহৃৎ; **উত্থায়**—সহসা উঠে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **প্রহর্ষ**—আনন্দভরে; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **অনুরাগ**—আসক্তি; **প্রহিত-অবলোকৈঃ**—উৎসুক দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

নরকাসুর কর্তৃক অপহৃতা রাজকন্যারা আর্তবন্ধু শ্রীহরিকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ, লজ্জা ও অনুরাগযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নরকাসুর বহু মহান রাজাদের কন্যাদের অপহরণ করে তার প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু তাকে বধ করে ভগবান যখন তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সমস্ত রাজকন্যারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা নিজেদের ভগবান

শুনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করেছিল। এই ঘটনায় ইন্দ্রের মূর্খতা প্রমাণিত হয়েছিল, কেননা সে ভুলে গিয়েছিল যে, সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি।

ভগবান যদিও স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করেছিলেন, তাতে কোন অন্যায় হয়নি, কিন্তু ইন্দ্র স্ত্রৈণ হওয়ায়, শচী আদি সুন্দরী স্ত্রীগণ কর্তৃক বশীভূত হওয়ার ফলে স্বভাবতই সে মূর্খে পরিণত হয়েছিল। স্ত্রৈণরা সাধারণত মূর্খই হয়ে থাকে। ইন্দ্র মনে করেছিল যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন একজন স্ত্রৈণ পতি, যিনি তাঁর পত্নী সত্যভামার ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বর্গের সম্পদ হরণ করেছিলেন, এবং তাই ইন্দ্র মনে করেছিল সে শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডদান করতে পারবে। সে ভুলে গিয়েছিল যে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মালিক এবং তাই তিনি কখনও স্ত্রৈণ হতে পারেন না। ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল তিনি সত্যভামার মতো শত সহস্র পত্নীর পাণিগ্রহণ করতে পারেন। তাই সত্যভামা সুন্দরী পত্নী ছিলেন বলে তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর ভক্তের অনন্য ভক্তির প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা ।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৬ ॥

সুতম্—পুত্র; **মৃধে**—যুদ্ধে; **খম্**—আকাশ; **বপুষা**—তার দেহের দ্বারা; **গ্রসন্তম্**—গ্রাস করার সময়; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সুনাভ**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **উন্মথিতম্**—বধ করেছিলেন; **ধরিত্র্যা**—পৃথিবীর; **আমন্ত্রিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **তৎ-তনয়ায়**—নরকাসুরের পুত্রের জন্য; **শেষম্**—যা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল; **দত্ত্বা**—ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; **তৎ**—তার; **অন্তঃ-পুরম্**—গৃহের অভ্যন্তরে; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

ধরিত্রীর পুত্র নরকাসুর সমগ্র গগনমণ্ডল তার শরীরের দ্বারা গ্রাস করতে চেয়েছিল, এবং সেই জন্য যুদ্ধে ভগবান তাকে হত্যা করেন। তার মাতা তখন ভগবানের

তার ফলে তাঁদের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ভগবান তাঁদের সকলকে হত্যা করেছিলেন অথবা আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে অক্ষত ছিলেন।

শ্লোক ৫

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরার্চ্ছদ্ দ্যুতরুং যদর্থে ।
বজ্র্যাদ্রবত্তং সগণো রুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥ ৫ ॥

প্রিয়ম্—প্রিয় পত্নীর; **প্রভুঃ**—প্রভু; **গ্রাম্যঃ**—সাধারণ জীব; **ইব**—মতো; **প্রিয়ায়াঃ**—প্রসন্ন করার জন্য; **বিধিৎসুঃ**—ইচ্ছা করে; **আর্চ্ছৎ**—নিয়ে এসেছিলেন; **দ্যুতরুম্**—পারিজাত বৃক্ষ; **যৎ**—যে; **অর্থে**—জন্য; **বজ্রী**—দেবরাজ ইন্দ্র; **আদ্রবৎ তম্**—তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল; **স-গণঃ**—সদলবলে; **রুষা**—ক্রোধে; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **ক্রীড়ামৃগঃ**—স্ত্রৈণ; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **অয়ম্**—এই; **বধূনাম্**—পত্নীদের।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষ যেভাবে পত্নীর প্রীতিসাধন করে, তেমনই তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র তার পত্নীর প্ররোচনায় (স্ত্রৈণ হওয়ার ফলে), ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার সমগ্র সামরিক শক্তিসহ তাঁর পিছু পিছু ধাবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবমাতা অদিতিকে একটি কর্ণকুণ্ডল উপহার দেওয়ার জন্য স্বর্গে গিয়েছিলেন। তাঁর পত্নী সত্যভামাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গে পারিজাত নামক একটি বিশেষ ফুলের গাছ রয়েছে, যা কেবল স্বর্গলোকেই পাওয়া যায়, এবং সত্যভামা সেই গাছটি পেতে ইচ্ছা করেন। তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য একজন সাধারণ পতির মতো ভগবান সেই বৃক্ষটি নিয়ে আসেন, এবং তার ফলে বজ্রপাণি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ইন্দ্রের পত্নীরা তাকে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং ইন্দ্র স্ত্রৈণ ও মূর্খ হওয়ার ফলে, তাদের কথা

তাৎপর্য

মহারাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী ছিলেন লক্ষ্মীদেবীরই মতো আকর্ষণীয়া, কেননা তিনি গায়ের বর্ণে এবং মূল্যে ছিলেন সোনারই মতো মূল্যবান। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, তেমনই রুক্মিণীও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। কিন্তু যদিও মহারাজ ভীষ্মক কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন, তবুও রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিশুপালকে তাঁর বররূপে নির্বাচিত করেছিল। রুক্মিণী পত্র লিখে শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন, তিনি যেন এসে শিশুপালের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। তাই, যখন বরযাত্রীদের নিয়ে বর শিশুপাল রুক্মিণীকে বিবাহ করার জন্য সেখানে আসে, তখন শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে সমবেত সমস্ত রাজপুত্রদের মস্তকে পদক্ষেপ করে, ঠিক যেভাবে গরুড় অসুরদের হস্ত থেকে অমৃত হরণ করেছিল, সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে দশম স্কন্ধে বর্ণিত হবে।

শ্লোক ৪

ককুদ্মিনোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীমুবাহ ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞা-
ঞ্জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥ ৪ ॥

ককুদ্মিনঃ—বৃষসমূহের; **অবিদ্ধ-নসঃ**—যাদের নাক ছিদ্র হয়নি; **দমিত্বা**—দমন করে; **স্বয়ংবরে**—স্বয়ংবর সভায়; **নাগ্নজিতীম্**—রাজকুমারী নাগ্নজিতীকে; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **তৎ-ভগ্নমানান্**—এইভাবে যাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন; **অপি**—যদিও; **গৃধ্যতঃ**—চেয়েছিলেন; **অজ্ঞান্**—মূর্খ; **জঘ্নে**—নিহত এবং আহত; **অক্ষতঃ**—আহত না হয়ে; **শস্ত্র-ভৃতঃ**—সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; **স্ব-শস্ত্রৈঃ**—তাঁর স্বীয় অস্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

অবিদ্ধনাসা সাতটি বৃষকে দমন করে তিনি রাজকুমারী নাগ্নজিতীকে স্বয়ংবরে বিবাহ করেছিলেন। যদিও ভগবান কন্যারত্নটিকে জয় করেছিলেন, তবুও সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং

এনে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। ভগবান সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈদিক জ্ঞান শিক্ষালাভ করার জন্য সদ্‌গুরুর কাছে যাওয়ার আবশ্যকতা এবং সেবা ও দক্ষিণার দ্বারা গুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিজে এই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির সেবা করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই মুনি ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত থাকার ফলে, তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু চেয়েছিলেন যা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গুরুদেব চেয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত পুত্রকে যেন তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হয়, এবং ভগবান তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কেউ যখন ভগবানের কোন রকম সেবা করেন, ভগবান তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। যে সমস্ত ভক্ত সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে নিযুক্ত, তাঁরা ভক্তির প্রগতির পথে কখনই নিরাশ হন না।

শ্লোক ৩

সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে
　　শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্ ।
গান্ধর্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
　　জহ্রে পদং মূর্ধ্নি দধৎসুপর্ণঃ ॥ ৩ ॥

সমাহুতাঃ—নিমন্ত্রিত; **ভীষ্মক**—রাজা ভীষ্মকের; **কন্যয়া**—কন্যার দ্বারা; **যে**—যে সমস্ত; **শ্রিয়ঃ**—সৌভাগ্য; **স-বর্ণেন**—একই প্রকার ক্রম অনুসারে; **বুভূষয়া**—আশা করে; **এষাম্**—তাদের; **গান্ধর্ব**—গান্ধর্ব বিবাহ করায়; **বৃত্ত্যা**—এই প্রথায়; **মিষতাম্**—নিয়ে যাওয়ার সময়; **স্ব-ভাগম্**—স্বীয় ভাগ; **জহ্রে**—নিয়ে গিয়েছিল; **পদম্**—চরণ; **মূর্ধ্নি**—মস্তকের উপর; **দধৎ**—স্থাপন করে; **সুপর্ণঃ**—গরুড়।

অনুবাদ

রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু রাজা এবং রাজপুত্র তাঁকে বিবাহ করার জন্য স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত রাজদের মস্তকে পদক্ষেপ করে, গরুড় যেভাবে অমৃত কলস নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন।

নির্যাতনকারী মাতুলকে সংহার করেছিলেন। কংস ছিল এক মহা অসুর। বসুদেব ও দেবকী কখনও ভাবতে পারেননি যে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই বিশাল ও অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুকে বধ করতে সক্ষম হবে। দুই ভাই যখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট কংসকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁদের পিতামাতা অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন যে, এখন হয়তো কংস তাঁদের পুত্রদের হত্যা করবে, যাঁকে তাঁরা এতকাল ধরে নন্দ মহারাজের গৃহে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভগবানের পিতামাতা তাঁদের প্রতি বাৎসল্য স্নেহবশত গভীর বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন, এবং তাঁরা প্রায় মূর্ছিত হচ্ছিলেন। কংসকে যে তিনি সত্যি সত্যি বধ করেছেন, তা তাঁদের দেখাবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম কংসের মৃতদেহ মাটিতে টেনে এনেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁদের আনন্দবিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্ ।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ২ ॥

সান্দীপনেঃ—সান্দীপনি মুনি; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **প্রোক্তম্**—আদিষ্ট হয়ে; **ব্রহ্ম**—জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসহ সমগ্র বেদ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করার পর; **স-বিস্তরম্**—বিস্তারিতভাবে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **বরম্**—বর; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্র; **মৃতম্**—মৃত; **পঞ্চ-জন**—মৃত আত্মাদের ক্ষেত্র; **উদরাৎ**—উদর থেকে।

অনুবাদ

তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির কাছ থেকে কেবল একবার মাত্র শ্রবণ করে তিনি বিভিন্ন শাখা সমেত সমগ্র বেদ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তাঁর গুরুদেবের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর পুত্রকে যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানই কেবল একবার মাত্র তাঁর গুরুদেবের মুখ থেকে শ্রবণ করার ফলে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত শাখায় দক্ষ হতে পারেন। এমন কেউ নেই, যে যমলোকে চলে যাওয়ার পর মৃত শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যমলোকে গিয়ে তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে পুনরায় ফিরিয়ে

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন

শ্লোক ১

উদ্ধব উবাচ

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্তা পীত্বা চ বারুণীম্ ।
তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্মর্ম পস্পৃশুঃ ॥ ১ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **অথ**—তারপর; **তে**—তাঁরা (যাদবেরা); **তৎ**—ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক; **অনুজ্ঞাতাঃ**—অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; **ভুক্তা**—আহার গ্রহণ করে; **পীত্বা**—পান করে; **চ**—এবং; **বারুণীম্**—মদিরা; **তয়া**—তার দ্বারা; **বিভ্রংশিত-জ্ঞানাঃ**—বিবেকহীন হয়ে; **দুরুক্তৈঃ**—কর্কশ বাক্যের দ্বারা; **মর্ম**—হৃদয়ের অন্তস্থল; **পস্পৃশুঃ**—স্পর্শ করেছিল।

অনুবাদ

উদ্ধব বললেন—তারপর, তাঁরা সকলে (বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ) সেই ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে ভোজন সমাপন করে মদিরা পান করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা সকলে হতজ্ঞান হয়ে উন্মত্তের মতো পরস্পরের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের মর্ম স্পর্শ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন উৎসবে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করানোর পর, অতিথিদের অনুমতি গ্রহণ করে আয়োজনকারীরা তাঁদের উচ্ছিষ্ট আহার করেন। তাই, বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে আহার করেছিলেন। কোনও কোনও অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয়দের সুরাপান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই, তাঁরা অন্ন থেকে উৎপন্ন এক প্রকার হালকা মদিরা পান করেছিলেন। তা পান করার ফলে তাঁরা এতই উন্মত্ত এবং বিবেকহীন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের

পরস্পরের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে এমন কটূক্তি করেছিলেন, যার ফলে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। নেশা করা এতই ক্ষতিকর যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অত্যন্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের সদস্যেরা পর্যন্ত উন্মত্ত হয়ে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক ভুলে যেতে পারেন। বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়দের কাছ থেকে আশা করা যায় না যে, তাঁরা এইভাবে আত্মবিস্মৃত হবেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তা ঘটেছিল এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি কঠোর হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্ ।
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দনম্ ॥ ২ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **মৈরেয়**—মাদকদ্রব্যের; **দোষেণ**—দোষের দ্বারা; **বিষমীকৃত**—ভারসাম্য হারিয়েছিল; **চেতসাম্**—তাঁদের মনের; **নিম্লোচতি**—অস্তগামী হয়েছিল; **রবৌ**—সূর্য; **আসীৎ**—হয়েছিল; **বেণূনাম্**—বাঁশের; **ইব**—মতো; **মর্দনম্**—বিনাশ।

অনুবাদ

বাঁশের ঘর্ষণের ফলে যেমন বিনাশ সংঘটিত হয়, তেমনই সূর্য অস্তগত হলে সুরাপানে তাঁদের সকলের চিত্ত বিকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের বিনাশ সাধন হয়েছিল।

তাৎপর্য

বনে যখন অগ্নির আবশ্যকতা হয়, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, বাঁশের পরস্পরের সংঘর্ষে সেই আগুন উৎপন্ন হয়। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমস্ত যদুবংশীয়েরা আত্মবিনাশের প্রক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিলেন। মানুষের প্রচেষ্টায় যেমন গভীর বনে আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই সংসারে এমন কোন শক্তি নেই যা ভগবান কর্তৃক সংরক্ষিত যদুবংশীয়দের ধ্বংসসাধন করতে পারত। ভগবান চেয়েছিলেন যে, এইভাবে তাঁদের ধ্বংস হোক। তাই, তাঁরা ভগবানের আজ্ঞা পালন করেছিলেন, যা *তদনুজ্ঞাত* শব্দে সূচিত হয়েছে।

শ্লোক ৩

ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূলমুপাবিশৎ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-আত্ম-মায়ায়াঃ**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **গতিম্**—গতি; **তাম্**—তা; **অবলোক্য**—দেখে; **সঃ**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **উপস্পৃশ্য**—জল দ্বারা আচমন করে; **বৃক্ষ-মূলম্**—একটি বৃক্ষের মূলে; **উপাবিশৎ**—উপবেশন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে (তাঁর বংশের) গতি দর্শন করে সরস্বতী নদীর তীরে গিয়েছিলেন, এবং আচমন করে একটি বৃক্ষের মূলে উপবেশন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদু এবং ভোজবংশীয়দের উপরোক্ত সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, কেননা তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হওয়ার পর, তিনি তাঁদের স্বস্থানে প্রেরণ করতে মনস্থ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর পুত্র ও পৌত্র, এবং তিনি বাৎসল্য স্নেহে তাঁদের পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেছিলেন। ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁদের কিভাবে বিনাশ সম্ভব, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সব কিছুই সম্পাদিত হয়েছিল স্বয়ং ভগবানের দ্বারা (*স্বাত্মমায়য়াঃ*)। ভগবানের পরিবারের সদস্যেরা হয় তাঁর অংশাবতার বা স্বর্গের দেবতা ছিলেন, এবং তাই তাঁর অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁদের বিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের স্বস্থানে প্রেরণ করার পূর্বে তাঁদের প্রভাস তীর্থে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেখানে তাঁরা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তাঁদের হৃদয়ের পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার এবং পান করেছিলেন। তারপর তাঁদের স্বীয় ধামে প্রেরণ করার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে সকলে দেখতে পায় যে, এত শক্তিশালী যদুবংশ আর এই পৃথিবীতে বর্তমান নেই। পূর্ববর্তী শ্লোকে *অনুজ্ঞাত* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই ঘটনাবলীর আয়োজন ভগবান নিজেই করেছিলেন। ভগবানের এই লীলাসমূহ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতির প্রকাশ নয়। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির এই প্রদর্শন নিত্য, এবং তাই কখনও মনে করা উচিত নয় যে, আসবপানে উন্মত্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে যদু ও ভোজেরা নিহত হয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর টীকায় এই সমস্ত ঘটনাকে ইন্দ্রজালবৎ বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

অহং চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্তিহরেণ হ ।
বদরীং ত্বং প্রয়াহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা ॥ ৪ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **উক্তঃ**—বলা হয়েছিল; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **প্রপন্ন**—শরণাগতের; **আর্তি-হরেণ**—যিনি দুঃখ-দুর্দশা হরণ করেন; **হ**—বস্তুত; **বদরীম্**—বদরিকা আশ্রমে; **ত্বম্**—তুমি; **প্রয়াহি**—যাও; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-কুলম্**—তাঁর বংশ; **সংজিহীর্ষুণা**—ধ্বংস করতে ইচ্ছুক।

অনুবাদ

ভগবান শরণাগতের দুঃখ-দুর্দশা হরণ করেন। তাই, তাঁর স্বীয় বংশ ধ্বংসসাধন করার ইচ্ছা করে, তিনি পূর্বেই আমাকে বদরিকা আশ্রমে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দ্বারকাতে অবস্থানকালে ভগবান উদ্ধবকে তাঁর তিরোধান এবং যদুবংশ ধ্বংসজনিত কষ্ট এড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বদরিকা আশ্রমে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কেননা সেখানে তিনি নর-নারায়ণের ভক্তদের সঙ্গলাভ করতে পারবেন, এবং তাঁদের সঙ্গে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে শ্রবণ, কীর্তন, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি বৃদ্ধি করতে পারবেন।

শ্লোক ৫

তথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমং ভর্তুঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ ॥ ৫ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **তৎ-অভিপ্রেতম্**—তাঁর বাসনা; **জানন্**—জেনে; **অহম্**—আমি; **অরিম্-দম**—হে শত্রুদমনকারী (বিদুর); **পৃষ্ঠতঃ**—পিছনে; **অন্বগমম্**—অনুসরণ করে; **ভর্তুঃ**—প্রভুর; **পাদ-বিশ্লেষণ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিযুক্ত হতে; **অক্ষমঃ**—সক্ষম না হয়ে।

অনুবাদ

হে শত্রুদমনকারী বিদুর! তাঁর যদুবংশ ধ্বংসের অভিপ্রায় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন-বিচ্ছেদের দুঃখ সহনে অসমর্থ হয়ে, আমি তাঁর অনুগমন করেছিলাম।

শ্লোক ৬

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্ ।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥ ৬ ॥

অদ্রাক্ষম্—আমি দেখেছিলাম; **একম্**—একাকী; **আসীনম্**—উপবিষ্ট হয়ে; **বিচিন্বন্**—গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে; **দয়িতম্**—সংরক্ষক; **পতিম্**—প্রভু; **শ্রী-নিকেতম্**—লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তটে; **কৃত-কেতম্**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **অকেতনম্**—অনাশ্রয়।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁকে অনুসরণ করে, আমার সংরক্ষক এবং প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতী নদীর তীরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, একাকী উপবিষ্ট অবস্থায় আমি দর্শন করেছিলাম। যদিও তিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ, তবুও তিনি নিরাশ্রয়ভাবে সেখানে বিরাজ করছিলেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বীরা প্রায়ই বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্ধব ভগবানকে একজন আশ্রয়হীন ব্যক্তির মতো বিরাজ করতে দর্শন করেছিলেন। যেহেতু তিনি সব কিছুরই অধীশ্বর, তাই তাঁর আশ্রয় সর্বত্রই রয়েছে, এবং সমস্ত স্থানই তাঁর আশ্রয়াধীন। তিনিই সমস্ত জড় জগৎ এবং চিৎ জগতের ভরণপোষণ করেন, তাই তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। অতএব তিনি যখন অনিকেতন সন্ন্যাসীদের মতো সরস্বতী নদীর তীরে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শ্লোক ৭

শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্ ।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৭ ॥

শ্যাম-অবদাতম্—সুন্দর শ্যামবর্ণ; **বিরজম্**—শুদ্ধ সত্ত্বময়; **প্রশান্ত**—প্রশান্ত; **অরুণ**—রক্তিম; **লোচনম্**—নেত্র; **দোর্ভিঃ**—বাহুর দ্বারা; **চতুর্ভিঃ**—চার; **বিদিতম্**—চেনা গিয়েছিল; **পীত**—পীত; **কৌশ**—রেশমের; **অম্বরেণ**—বস্ত্রের দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সচ্চিদানন্দময়। তাঁর নেত্রদ্বয় প্রশান্ত এবং প্রভাত সূর্যের মতো অরুণবর্ণ। তাঁর চতুর্ভুজ ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ, এবং পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রের দ্বারা আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলাম যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৮

বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্ ।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ৮ ॥

বাম—বামে; **ঊরৌ**—উরু; **অধিশ্রিত্য**—স্থাপন করে; **দক্ষিণ-অঙ্ঘ্রি-সরোরুহম্**—দক্ষিণ পাদপদ্ম; **অপাশ্রিত**—আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করছিলেন; **অর্ভক**—নবীন; **অশ্বত্থম্**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; **অকৃশম্**—আনন্দপূর্ণ; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **পিপ্পলম্**—গৃহসুখ।

অনুবাদ

তিনি একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে, বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি সর্বপ্রকার গৃহসুখ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তাঁকে আনন্দপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে একটি নবীন অশ্বত্থ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে ভগবানের উপবেশন করার ভঙ্গিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই বৃক্ষটিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হয় কেননা তার সহজে মৃত্যু হয় না; তা দীর্ঘকাল ধরে জীবিত থাকে। তাঁর চরণযুগল এবং তাদের শক্তিসমূহ হচ্ছে জড় উপাদানসমূহ, সেগুলিকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। অশ্বত্থ বৃক্ষ যে সমস্ত ভৌতিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তাই, তা ভগবানের পৃষ্ঠদেশে ছিল। এই ব্রহ্মাণ্ডটি যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচাইতে ক্ষুদ্র, তাই, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে নবীন বা বালকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *ত্যক্তপিপ্পলম্* শব্দটির দ্বারা এই সূচিত হয় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ছোট ব্রহ্মাণ্ডটিতে তাঁর লীলা সমাপ্ত করছিলেন। কিন্তু ভগবান যেহেতু পরম এবং নিত্য আনন্দময়, তাই তাঁর কোন বস্তু ত্যাগ অথবা গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ভগবান এখন এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করে অন্য আর একটি ব্রহ্মাণ্ডে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য কোন বিশেষ গ্রহলোকে উদিত হয়ে অন্য আর একটি গ্রহলোকে অস্তমিত হয়, কিন্তু তাতে তার স্থিতির কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্লোক ৯

তস্মিন্মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

তস্মিন্—তখন; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের এক মহান্ ভক্ত; **দ্বৈপায়ন**—সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **সখা**—বন্ধু; **লোকান্**—ত্রিভুবন; **অনুচরন্**—ভ্রমণ করে; **সিদ্ধে**—সেই আশ্রমে; **আসসাদ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **যদৃচ্ছয়া**—তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছায়।

অনুবাদ

তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সুহৃৎ ও সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষি ত্রিভুবন পর্যটন করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনির শিষ্য। সেই সূত্রে ব্যাসদেব এবং মৈত্রেয় ছিলেন পরস্পরের সখা ও সুহৃৎ। সৌভাগ্যক্রমে, মৈত্রেয় তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। মৈত্রেয় ছিলেন একজন মহান ঋষি এবং একজন বিদ্বান দার্শনিক, কিন্তু তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না, তাই সেই সময় ভগবানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর অজ্ঞাত সুকৃতির বলে। শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার স্বাভাবিক। কিন্তু, যাঁরা সেই স্তরে উন্নীত না হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তা অজ্ঞাত সুকৃতি বা নিজের অজান্তে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফল।

শ্লোক ১০

তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ
প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য ।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাস-
সমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ ॥ ১০ ॥

তস্য—তাঁর (মৈত্রেয় ঋষির); **অনুরক্তস্য**—যদিও আসক্ত; **মুনেঃ**—মুনির; **মুকুন্দঃ**—মুক্তি প্রদানকারী ভগবানের; **প্রমোদ-ভাব**—আনন্দপূর্ণ মনোভাবে; **আনত**—অবনত; **কন্ধরস্য**—কাঁধের; **আশৃণ্বতঃ**—এইভাবে শ্রবণ করার সময়; **মাম্**—আমাকে; **অনুরাগ-হাস**—কৃপাপূর্ণ হাস্য সহকারে; **সমীক্ষয়া**—আমাকে দর্শন করে; **বিশ্রময়ন্**—আমার শ্রম অপনোদন করে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের কথা শ্রবণ করছিলেন। তখন শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হয়েছিল। ভগবৎ কথা শ্রবণপরায়ণ সেই মুনির সম্মুখে ভগবান মুকুন্দ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রান্তি অপনোদন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

যদিও উদ্ধব এবং মৈত্রেয় উভয়েই ছিলেন মহাত্মা, তবুও ভগবানের মনোযোগ উদ্ধবের প্রতিই অধিক ছিল, কেননা তিনি ছিলেন একজন নির্মল শুদ্ধ ভক্ত। জ্ঞানী ভক্ত বা যাঁর ভক্তি অদ্বৈতবাদের দ্বারা মিশ্রিত, তিনি শুদ্ধ ভক্ত নন। মৈত্রেয় ঋষি যদিও ছিলেন একজন ভক্ত, তবুও তাঁর ভক্তি ছিল মিশ্রা। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টিতে তাঁর ভক্তের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন, দার্শনিক জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের ভিত্তিতে নয়। ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় অদ্বয়-জ্ঞান অথবা সকাম কর্মের কোন স্থান নেই। বৃন্দাবনের গোপিকারা মহা বিদ্বান-পণ্ডিত ছিলেন না অথবা সিদ্ধ যোগীও ছিলেন না। তাঁদের কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ছিল, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন তাঁদের জীবন সর্বস্ব, এবং গোপিকারাও ছিলেন ভগবানের জীবন সর্বস্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সঙ্গে গোপিকাদের সম্পর্ককে পরম শ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করেছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, উদ্ধবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক মৈত্রেয় মুনির থেকেও ঘনিষ্ঠ ছিল।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে
দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং
মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ ॥ ১১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বেদ**—জান; **অহম্**—আমি; **অন্তঃ**—অন্তরে; **মনসি**—মনে; **ঈপ্সিতম্**—তোমার বাসনা অনুসারে; **তে**—তোমার; **দদামি**—আমি দান করি; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **দুরবাপম্**—লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **সত্রে**—যজ্ঞে; **পুরা**—প্রাচীন কালে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—যাঁরা সৃষ্টি বিস্তার করেছিলেন; **বসূনাম্**—বসুদের; **মৎ-সিদ্ধি-কামেন**—আমার সঙ্গলাভ করার বাসনায়; **বসো**—হে বন্ধু; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ইষ্টঃ**—জীবনের পরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে বসু! পুরাকালে যখন অষ্ট বসু এবং অন্যান্য দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য বিস্তারের জন্য যজ্ঞ করেছিলেন, তখন তুমি আমার সঙ্গ লাভের বাসনা করেছিলে। তোমার অন্তরে অবস্থান করে তোমার মনের সেই বাসনা আমি জানতে পেরেছিলাম। অন্যদের জন্য যদিও তা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি তোমাকে তা দান করেছি।

তাৎপর্য

উদ্ধব হচ্ছেন ভগবানের একজন নিত্য পার্ষদ, এবং উদ্ধবের এক অংশ হচ্ছে পুরাকালের অষ্টবসুদের একজন। স্বর্গের দেবতা এবং অষ্টবসুরা, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কার্যের দায়িত্বভার বহন করেন, পুরাকালে তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই সময় উদ্ধবের এক অংশ-বিস্তার একজন বসু ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের বাসনা করেছিলেন। ভগবান তা জানতেন, যেহেতু তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা বা পরা চেতনারূপে বিরাজমান। সকলেরই হৃদয়ে পরা চেতনার প্রতিনিধি রয়েছেন, যিনি জীবের আংশিক চেতনায় স্মৃতিদান করেন। আংশিক চেতনারূপে জীব তার পূর্বজীবনের

ঘটনাবলীর কথা ভুলে যায়, কিন্তু পরা চেতনা বা অন্তর্যামী পরমাত্মা তাকে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে স্মরণ করিয়ে দেন কিভাবে আচরণ করতে হবে। ভগবদ্‌গীতায় এই তত্ত্ব বিভিন্নভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* (ভগবদ্‌গীতা ৪/১১), সর্বস্য *চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ* (ভগবদ্‌গীতা ১৫/১৫)।

স্বতন্ত্রভাবে বাসনা করার স্বাধীনতা সকলেরই রয়েছে, কিন্তু সেই বাসনা পূর্ণ করেন পরমেশ্বর ভগবান। সকলেই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে পারে বা বাসনা করতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার উপর। এই নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়, "মানুষ প্রস্তাব করে, আর ভগবান তা অনুমোদন করেন।" পুরাকালে যখন দেবতা এবং বসুরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন অষ্টবসুর অন্যতম উদ্ধব ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের বাসনা করেন, যা মনোধর্মী জ্ঞানী অথবা সকাম কর্মীদের পক্ষে লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। এই প্রকার মানুষদের প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পার্ষদত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ভগবানের কৃপায়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল জানতে পারেন যে, ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গলাভ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবান উদ্ধবকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করবেন। এখানে কথিত হয় যে, ভগবান যখন উদ্ধবকে সেই কথা বলেছিলেন, তখন মহর্ষি মৈত্রেয় ভগবানের পার্ষদত্ব লাভের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১২

স এষ সাধো চরমো ভবানা-
মাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং
দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

সঃ—তা; **এষঃ**—এই সকলে; **সাধো**—হে সাধু; **চরমঃ**—চরম; **ভবানাম্**—বসু আদিরূপে তোমার সমস্ত জন্মের; **আসাদিতঃ**—এখন লাভ করেছ; **তে**—তোমাকে; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **যৎ**—যা; **যৎ**—যেহেতু; **মাম্**—আমাকে; **নৃ-লোকান্**—বদ্ধ জীবদের জগৎ; **রহঃ**—নির্জনে; **উৎসৃজন্তম্**—ত্যাগ করার সময়; **দিষ্ট্যা**—দর্শন করে; **দদৃশ্বান্**—তুমি যা দেখেছ; **বিশদ-অনুবৃত্ত্যা**—অবিচলিত ভক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে সাধো! তোমার সমস্ত জন্মের মধ্যে বর্তমান জন্মই চরম জন্ম, কেননা তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করেছ। এখন তুমি এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে আমার দিব্য ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করতে পার। তোমার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সৌভাগ্যক্রমে এই নির্জন স্থানে তুমি আমার দর্শন লাভ করলে।

তাৎপর্য

পূর্ণাঙ্গ জীবের পক্ষে মুক্ত অবস্থায় ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান যতটুকু জানা সম্ভব, কোন জীব যখন পূর্ণরূপে সেই জ্ঞানে নিষ্ণাত হন, তখন তিনি চিৎ জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করেন, যেখানে বৈকুণ্ঠলোকসমূহ অবস্থিত। ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের থেকে অপ্রকট হওয়ার ঠিক পূর্বে যখন একটি নির্জন স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়েও তাঁকে দর্শন করার এবং এইভাবে তাঁর কাছ থেকে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের সৌভাগ্য উদ্ধবের হয়েছিল। ভগবান সর্বত্রই সর্বদা বিরাজমান, এবং তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব শুধু বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের অনুভবের বিষয় মাত্র। তিনি ঠিক সূর্যের মতো। আকাশে সূর্যের আবির্ভাব বা তিরোভাব হয় না; মানুষের অনুভূতিতেই কেবল সকালে সূর্যের উদয় হয় এবং সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। ভগবান যুগপৎ বৈকুণ্ঠে এবং বৈকুণ্ঠের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান।

শ্লোক ১৩

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে ।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎসূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

পুরা—পুরাকালে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তম্**—কথিত হয়েছিল; **অজায়**—ব্রহ্মাকে; **নাভ্যে**—নাভি থেকে; **পদ্মে**—পদ্ম ফুলের উপর; **নিষণ্ণায়**—যিনি অধিষ্ঠিত; **মম**—আমার; **আদি-সর্গে**—সৃষ্টির আদিতে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **পরম্**—পরম; **মৎ-মহিমা**—আমার অপ্রাকৃত মহিমা; **অবভাসম্**—প্রকাশক; **যৎ**—যা; **সূরয়ঃ**—মনীষিগণ; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **বদন্তি**—বলেন।

অনুবাদ

হে উদ্ধব! পুরাকালে পদ্ম কল্পে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করেছিলাম, মনীষিগণ তাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন।

তাৎপর্য

এই মহান্ গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে ব্রহ্মার কাছে ভগবৎ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। সেই জ্ঞানই পুনরায় এখানে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্তরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত তিনি ব্রহ্মাকে প্রদান করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করা। দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত সেই চারটি শ্লোকের নির্বিশেষ বিশ্লেষণ এখানে নিরস্ত হয়েছে। এই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামীও বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সংক্ষিপ্ত রূপটি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক, এবং তা কখনই নির্বিশেষবাদ প্রতিপন্ন করেনি।

শ্লোক ১৪

ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ
প্রতিক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্ ।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং
মুঞ্চঞ্ছুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদৃত**—অনুগৃহীত হয়ে; **উক্তঃ**—সম্বোধন করেছিলেন; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **পুংসঃ**—ভগবান; **প্রতিক্ষণ**—প্রতিক্ষণ; **অনুগ্রহ-ভাজনঃ**—কৃপাপাত্র; **অহম্**—আমি; **স্নেহ**—স্নেহ; **উত্থরোমা**—দেহে রোমাঞ্চ; **স্খলিত**—শিথিল; **অক্ষরঃ**—চক্ষুর; **তম্**—তা; **মুঞ্চন্**—মুছে; **শুচঃ**—অশ্রু; **প্রাঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি হয়ে; **আবভাষে**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

উদ্ধব বললেন—হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগৃহীত হয়ে এবং তাঁর সাদর উক্তি শ্রবণ করে গভীর আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন আমি আমার অশ্রু মুছে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে এই রকম বলেছিলাম।

শ্লোক ১৫

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষপীহ ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ নু ঈশ—হে প্রভু; **তে**—আপনার; **পাদ-সরোজ-ভাজাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তগণের; **সু-দুর্লভঃ**—দুষ্প্রাপ্য; **অর্থেষু**—বিষয়ে; **চতুর্ষু**—চতুর্বর্গের; **অপি**—সত্ত্বেও; **ইহ**—এই জগতে; **তথা অপি**—তবুও; **ন**—করে না; **অহম্**—আমি; **প্রবৃণোমি**—চাওয়া; **ভূমন্**—হে মহান; **ভবৎ**—আপনার; **পদ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **নিষেবণ-উৎসুকঃ**—সেবা করতে উৎসুক।

অনুবাদ

হে প্রভু! যে ভক্ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁর কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটিই দুর্লভ নয়। কিন্তু হে মহান! আমি কেবল আপনার চরণারবিন্দের প্রেমময়ী সেবাতেই যুক্ত হতে চাই।

তাৎপর্য

যাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের পার্ষদ, তাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো। এই প্রকার মুক্তিকে বলা হয় সারূপ্য মুক্তি, যা হচ্ছে পাঁচ প্রকার মুক্তির একটি। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তেরা কখনও সাযুজ্য বা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি স্বীকার করেন না। ভক্তেরা যে কেবল মুক্তিই লাভ করেন, শুধু তাই নয়, তাঁরা ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা স্বর্গলোকে দেবতাদের মতো ইন্দ্রিয় সুখভোগ—এই প্রকার সিদ্ধির সব কটি অনায়াসেই লাভ করতে পারেন। কিন্তু উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অস্বীকার করেন। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত হতে চান এবং তাঁর ব্যক্তিগত লাভের কোন রকম চিন্তা তিনি করেন না।

শ্লোক ১৬

কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎপলায়নম্ ।
কালাত্মনো যৎপ্রমদায়ুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্‌রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ ১৬ ॥

কর্মাণি—কার্যকলাপ; **অনীহস্য**—যাঁর কোন বাসনা নেই; **ভবঃ**—জন্ম; **অভবস্য**—জন্মরহিতের; **তে**—আপনার; **দুর্গ-আশ্রয়ঃ**—দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ; **অথ**—তারপর; **অরি-ভয়াৎ**—শত্রুভয়ে; **পলায়নম্**—পলায়ন; **কাল-আত্মনঃ**—যিনি কালের নিয়ন্তা; **যৎ**—যা; **প্রমদা-আয়ুত**—স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে; **আশ্রমঃ**—গৃহস্থ আশ্রম; **স্ব-আত্মন্**—আপনার নিজের মধ্যে; **রতেঃ**—আনন্দ উপভোগকারী; **খিদ্যতি**—ব্যাকুল হয়; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **বিদাম্**—বিজ্ঞজনদের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং আত্মরতি হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন—এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ব্যাপারে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা করতে আগ্রহী নন। ভগবান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করা কখনও সম্ভব নয়। ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন তাই তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত, কেননা ভগবানের ভক্তেরা তাঁর অপ্রাকৃত লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। তা তাঁদের সব রকম অপ্রাকৃত আনন্দ দান করে। কিন্তু ভগবানের কোন কোন লীলা এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের কাছেও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে তাঁর লীলার কয়েকটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। ভগবানকে এখানে *কর্মাণ্যনীহস্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর কর্ম করার কোন স্পৃহা নেই। সেই কথাটি সত্য কেননা জড় জগতের

সৃষ্টি এবং পালনের ব্যাপারেও ভগবানকে কিছু করতে হয় না। অথচ তাঁকে আবার তাঁর অনন্য ভক্তদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত ধারণ করার কথা শোনা যায়, তাই তা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নররূপী পরম ব্রহ্ম, পরম সত্য, কিন্তু ভগবানের এতগুলি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদ্ধবের সন্দেহ ছিল।

পরমেশ্বর ভগবান এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাহলে ভগবান এত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন কি করে, যেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তার জড় জগতে অথবা চিৎ জগতে কোন কিছু করণীয় নেই? ভগবান যদি জন্মরহিত হন, তাহলে তিনি বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি করে? মহা ভয়স্বরূপ কালও তাঁর ভয়ে ভীত, তবুও ভগবান জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তার ভয়ে ভীত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যিনি তাঁর নিজের মধ্যেই পূর্ণ, তিনি বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন কেন? বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, একজন গৃহস্থের মতো তিনি কেন পুত্রকন্যা, পিতামাতা আদি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন? এই আপাতবিরোধী ঘটনাবলী মহাজ্ঞানী বিদ্বৎ জনদেরও বিমোহিত করে, এবং এইভাবে বিমোহিত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, নিষ্ক্রিয়তাই সত্য, নাকি তাঁর কার্যকলাপগুলি শুধু অভিনয় মাত্র।

সমাধান এই যে, এই জড় স্তরে ভগবানের করণীয় কিছু নেই। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত। জড়বাদী মনোধর্মীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব নয়। জড়বাদী মনোধর্মীদের কাছে তা নিশ্চয়ই মোহজনক, কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তদের কাছে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পরমতত্ত্বের ব্রহ্ম উপলব্ধির ধারণা অবশ্যই সমস্ত জড় কার্যকলাপের নিষেধসূচক, কিন্তু পরব্রহ্মের ধারণা অপ্রাকৃত কার্যকলাপে পূর্ণ। যিনি ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পরমার্থবাদী। এই প্রকার পরমার্থবাদীদের কাছে কোন কিছুই বিভ্রান্তিজনক নয়। ভগবানও ভগবদ্গীতায় (১০/২) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "এমনকি মহান ঋষি ও দেবতারাও আমার কার্যকলাপ এবং দিব্য শক্তিসমূহের বিষয়ে কদাচিৎ অবগত হতে পারেন।" ভগবানের কার্যকলাপের যথার্থ বিশ্লেষণ ভীষ্মদেব কর্তৃক (শ্রীমদ্ভাগবতে ১/৯/১৬) নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥

শ্লোক ১৭

মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্ব-
মকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্ত-
স্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রেষু—মন্ত্রণায়; **মাম্**—আমাকে; **বৈ**—অথবা; **উপহূয়**—ডেকে; **যৎ**—যতখানি; **ত্বম্**—আপনি; **অকুণ্ঠিত**—সংশয়রহিত; **অখণ্ড**—ব্যবধানরহিত; **সদা**—সর্বদা; **আত্ম**—স্বয়ং; **বোধঃ**—বুদ্ধিমান; **পৃচ্ছেঃ**—জিজ্ঞাসা করেছেন; **প্রভো**—হে প্রভু; **মুগ্ধঃ**—বিমুগ্ধ; **ইব**—যেন; **অপ্রমত্তঃ**—অবিচলিত; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের; **মনঃ**—মন; **মোহয়তি**—মোহাচ্ছন্ন করে; **ইব**—যেন; **দেব**—হে দেব।

অনুবাদ

হে প্রভু! কালের দ্বারা অখণ্ডিত, অন্তহীন জ্ঞান সমন্বিত, এবং সংশয়রহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে ডেকে এনে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, আপনি মোহপ্রাপ্ত না হয়েও যে, মোহাচ্ছন্নের মতো এই সব আচরণ করতেন, তা আমাকে বিমোহিত করছে।

তাৎপর্য

উদ্ধব কখনও বিমোহিত হননি, কিন্তু তিনি এখানে বলছেন যে, এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী বিষয় তাঁকে বিমোহিত করছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল নিকটে উপবিষ্ট মৈত্রেয়ের কল্যাণ সাধন করা। জরাসন্ধ আদি অসুরেরা যখন নগরী আক্রমণ করেছিল এবং দ্বারকার রাজারূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন, তখন তিনি মন্ত্রণা গ্রহণের জন্য উদ্ধবকে ডাকতেন। ভগবানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই, কেননা তিনি কালের প্রভাবের অতীত, এবং তাই কোন কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। তাঁর বুদ্ধিমত্তা অন্তহীন। তাই, তিনি যখন মন্ত্রণার জন্য উদ্ধবকে ডাকতেন, তা অবশ্যই আশ্চর্যজনক। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, যদিও তাঁর কার্যকলাপে কোন রকম বিরোধ নেই। তাই, তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে যথাযথভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্ ।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত-
র্বদাঞ্জসা যদ্ বৃজিনং তরেম ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **পরম্**—পরম; **স্ব-আত্ম**—নিজের; **রহঃ**—রহস্য; **প্রকাশম্**—প্রকাশ করে; **প্রোবাচ**—বলেছিলেন; **কস্মৈ**—ক (ব্রহ্মাজী)-কে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সমগ্রম্**—সমগ্র; **অপি**—যদিও; **ক্ষমম্**—সক্ষম; **নঃ**—আমাকে; **গ্রহণায়**—গ্রহণীয়; **ভর্তঃ**—হে প্রভু; **বদ**—বলুন; **অঞ্জসা**—বিস্তারিতভাবে; **যৎ**—যা; **বৃজিনম্**—দুঃখ-দুর্দশা; **তরেম**—উত্তীর্ণ হতে পারি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি আপনার নিজের রহস্য প্রকাশ করে, যে পরম গুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, তা যদি আমাদের গ্রহণের যোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে কৃপা করে তা ব্যাখ্যা করুন। তা শ্রবণ করলে আমরা অনায়াসে সংসার দুঃখ অতিক্রম করতে পারব।

তাৎপর্য

উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড় ক্লেশ হয় না, কেননা তিনি নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। ভগবানের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই কেবল ভক্তেরা দুঃখ অনুভব করেন। নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ ভক্তকে জীবিত রাখে, এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন কৃপাপূর্বক তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান প্রকাশ করেন, যা তিনি পূর্বে ব্রহ্মাকে দান করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

ইত্যাবেদিতহার্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি আবেদিত—এইভাবে আমাকর্তৃক প্রার্থিত হয়ে; **হার্দায়**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে; **মহ্যম্**—আমাকে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ**—পরম; **আদিদেশ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **অরবিন্দ-অক্ষঃ**—যাঁর চোখ দুটি পদ্ম ফুলের মতো; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **পরমাম্**—অপ্রাকৃত; **স্থিতিম্**—স্থিতি।

অনুবাদ

আমি যখন পরমেশ্বর ভগবানকে আমার হৃদয়ের বাসনার কথা বলেছিলাম, তখন কমলনয়ন ভগবান আমাকে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পরমাং স্থিতিম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যখন চতুঃশ্লোকী ভাগবত (২/৯/৩৩-৩৬) ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখনও তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে পর্যন্ত তিনি বলেননি। এই অপ্রাকৃত স্থিতি দ্বারকা এবং বৃন্দাবনে প্রদর্শিত অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের ব্যবহারের সমাবেশ। ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতির কথা কেবল উদ্ধবকেই বলেছিলেন, এবং তাই উদ্ধব এখানে বিশেষ করে *মহ্যম্* ('আমাকে') শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যদিও মৈত্রেয় ঋষিও সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। যাদের ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মমিশ্রা, তারা সচরাচর এই অপ্রাকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যে সমস্ত ভক্ত কর্মমিশ্রা ভক্তি এবং যোগের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের কাছে ভগবান এই গোপনীয় এবং অন্তরঙ্গ প্রেম সচরাচর প্রকাশ করেন না। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা।

শ্লোক ২০

স এবমারাধিতপাদতীর্থা-
দধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেব-
মিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা ॥ ২০ ॥

সঃ—সুতরাং আমি স্বয়ং; **এবম্**—এইভাবে; **আরাধিত**—পূজিত; **পাদ-তীর্থাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **অধীত**—অধ্যয়ন করেছিলেন; **তত্ত্ব-আত্ম**—আত্মজ্ঞান; **বিবোধ**—হৃদয়ঙ্গম করে; **মার্গঃ**—পথ; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **পরিবৃত্য**—প্রদক্ষিণ করে; **দেবম্**—ভগবান; **ইহ**—এই স্থানে; **আগতঃ**—উপস্থিত; **অহম্**—আমি; **বিরহ**—বিচ্ছেদ; **আতুর-আত্মা**—যার আত্মা ব্যথাতুর ।

অনুবাদ

আমি আমার গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরম তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অধ্যয়ন করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম ও তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিরহকাতর চিত্তে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধবের জীবন হচ্ছে ভগবান কর্তৃক প্রথমে ব্রহ্মাকে প্রদত্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপস্বরূপ। মায়াবাদীরা তাদের অদ্বৈতবাদের নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি অত্যন্ত মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের ভিন্ন প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করে। সেই ধরনের অপ্রামাণিক জল্পনা-কল্পনাকারীদের যথার্থ উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ঈশ্বরবাদী বিজ্ঞান, যা ভগবদ্গীতার স্নাতকোত্তর বিদ্যার্থীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অনধিকারী শুষ্ক মনোধর্মীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী, কেননা তারা ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কদর্থ করে জনসাধারণকে বিপথগামী করে, এবং অন্ধতামিশ্র নামক নরকের পথ প্রস্তুত করে। ভগবদ্গীতায় (১৬/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই প্রকার ঈর্ষাপরায়ণ মনোধর্মীরা অজ্ঞান এবং তারা নিশ্চিতরূপে জন্ম-জন্মান্তরে অপরাধী হয়ে থাকবে। তারা অনর্থক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের শরণ গ্রহণ করে, কিন্তু শঙ্করাচার্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মায়াবাদ দর্শন প্রচার করেছিলেন। আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ভগবৎ বিদ্বেষী বৌদ্ধ দর্শনকে পরাস্ত করার জন্য এই প্রকার দর্শনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, এই সিদ্ধান্ত চিরকালের জন্য গ্রহণ করা হোক। সেটি ছিল একটা জরুরী অবস্থা। শঙ্করাচার্য তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। যেহেতু তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত, তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লেখার সাহস করেননি, কেননা তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সরাসরিভাবে অপরাধ হত। কিন্তু পরবর্তী কালের মনোধর্মীরা মায়াবাদ দর্শনের নামে কোন প্রামাণিক উদ্দেশ্য ব্যতীতই অনর্থক চতুঃশ্লোকী ভাগবতের টীকা রচনা করে।

অদ্বৈতবাদী শুষ্ক মনোধর্মীদের শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে কোন কিছু করণীয় নেই, কেননা এই বিশেষ বৈদিক শাস্ত্রটির মহান প্রণেতা কর্তৃক তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে। যারা ধর্ম, অর্থ, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং চরমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী,

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য নয়, তাই তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে শ্রীল ব্যাসদেব তাদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/২)। শ্রীমদ্ভাগবতের মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীও অবশ্যই মোক্ষবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদের শ্রীমদ্ভাগবত চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। এই গ্রন্থটি তাদের জন্য নয়। তবুও এই প্রকার অননুমোদিত ব্যক্তিরা বিকৃতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত বোঝবার চেষ্টা করে, এবং তার ফলে তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করে, যা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বয়ং করতে সাহস করেননি। এইভাবে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন চিরস্থায়ী করার আয়োজন করে। এখানে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, উদ্ধব সরাসরিভাবে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে ভগবান আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আরও অন্তরঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা এখানে *পরমাং স্থিতিম্* কথাটির মাধ্যমে উল্লিখিত হয়েছে। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা এই ভগবৎ প্রেম লাভ করে উদ্ধব ভগবানের বিরহজনিত গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন। উদ্ধবের মতো ভগবৎ প্রেম জাগরিত না হলে—নিরন্তর ভগবৎ প্রেমজনিত বিরহ অনুভব না করলে, যা চৈতন্য মহাপ্রভুও প্রদর্শন করেছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বরূপ এই চারটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবৈধভাবে যারা এর অর্থ বিকৃত করে, তারা ভগবানের চরণে অপরাধ করার সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছে, তাই তা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২১

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদবিয়োগার্তিযুতঃ প্রভো ।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

সঃ অহম্—এইভাবে আমি; **তৎ**—তাঁর; **দর্শন**—দর্শন; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **বিয়োগ**—বিহীন; **আর্তি-যুতঃ**—ক্লেশাভিভূত; **প্রভো**—হে প্রভু; **গমিষ্যে**—গমন করব; **দয়িতম্**—এইভাবে উপবিষ্ট হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **বদর্যাশ্রম**—হিমালয়ে বদরিকা আশ্রমে; **মণ্ডলম্**—সঙ্গ।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর! তাঁর দর্শন-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমি এখন উন্মত্তের মতো হয়েছি, এবং সেই বেদনা অপনোদনের জন্য আমি এখন সঙ্গ লাভের জন্য হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে যাচ্ছি, যে সম্বন্ধে তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

উদ্ধবের মতো ভগবদ্ভক্ত ভগবানের বিরহ এবং মিলন এই দুই অনুভূতির মাধ্যমে নিরন্তর ভগবানের সাহচর্য করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা থেকে পলকের জন্যও বিরত হন না। ভগবানের সেবা সম্পাদন করাই শুদ্ধ ভক্তের মুখ্য বৃত্তি। উদ্ধবের পক্ষে ভগবানের বিরহ অসহ্য ছিল, তাই ভগবানের আদেশ অনুসারে তিনি বদরিকা আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, কেননা ভগবানের আদেশ এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। যতক্ষণ মানুষ ভগবানের আদেশ পালনে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাঁর থেকে কেউ বাস্তবিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না।

শ্লোক ২২

যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ ।
মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥ ২২ ॥

যত্র—যেখানে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবঃ**—অবতারের দ্বারা; **নরঃ**—নর; **চ**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **ঋষিঃ**—মহর্ষি; **মৃদু**—প্রত্যেকের প্রতি কোমল; **তীব্রম্**—কঠোর; **তপঃ**—তপস্যা; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘকালীন; **তেপাতে**—অনুষ্ঠান করে; **লোক-ভাবনৌ**—সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য।

অনুবাদ

সেই বদরিকা আশ্রমে ভগবান নর এবং নারায়ণ নামক ঋষিরূপে অবতরণ করে সমস্ত সৎ জীবাত্মাদের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করছেন।

তাৎপর্য

নর-নারায়ণ ঋষিদের ধাম হিমালয়ের বদরিকা আশ্রম, হিন্দুদের এক মহা তীর্থস্থান। আজও হাজার হাজার পুণ্যবান হিন্দুরা ভগবানের অবতার নর-নারায়ণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য সেখানে যান। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও উদ্ধবের মতো পুণ্যাত্মা এই পবিত্র স্থানে যাত্রা করতেন, এবং তখনও এই স্থানটি অতি প্রাচীন বলে পরিচিত ছিল। এই বিশেষ তীর্থটি সাধারণ মানুষদের জন্য অত্যন্ত দুর্গম, কেননা প্রায় সারা বছর ধরেই হিমালয়ের এই স্থানটি বরফে আচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মকালের কয়েকটি মাসই কেবল মানুষেরা

নানা রকম ব্যক্তিগত কষ্ট স্বীকার করে এই স্থানটিতে যেতে পারে। বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্যোতি সমন্বিত চিদাকাশের গ্রহপুঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করে চারটি ভগবদ্ধাম রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে—বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর, জগন্নাথপুরী এবং দ্বারকা। উদ্ধবের মতো ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রদ্ধাবান হিন্দুরা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য এই সমস্ত তীর্থস্থানে আজও গমন করেন।

শ্লোক ২৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্ ।
জ্ঞানেনাশময়ৎক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদ্ধবাৎ**—উদ্ধব থেকে; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের; **দুঃসহম্**—অসহ্য; **বধম্**—বিনাশ; **জ্ঞানেন**—দিব্যজ্ঞানের দ্বারা; **অশময়ৎ**—নিজেকে শান্ত করেছিলেন; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **শোকম্**—শোক; **উৎপতিতম্**—উত্থিত; **বুধঃ**—বিদ্বান্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—উদ্ধবের কাছ থেকে বিদ্বান বিদুর তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বার্তা শ্রবণ করে, দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তাঁর অসহ্য শোক প্রশমিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর জানতে পেরেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের বিনাশ হয়েছিল, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছিলেন। এই সমস্ত সংবাদ তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য শোকসাগরে নিমজ্জিত করেছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি দিব্যজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, তাই তিনি জ্ঞানের আলোকের দ্বারা নিজেকে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, দীর্ঘকাল দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার ফলে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বিনাশে শোক করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, তবে উচ্চতর দিব্যজ্ঞানের দ্বারা এই শোককে প্রশমিত করার উপায় জানা কর্তব্য। উদ্ধব এবং বিদুরের মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ক

আলোচনা সূর্যাস্তের সময় শুরু হয়েছিল, এবং এখন উদ্ধবের সঙ্গ প্রভাবে বিদুর পারমার্থিক জ্ঞানের পথে আরও অধিক উন্নতি সাধন করলেন।

শ্লোক ২৪

স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভঃ ।
বিশ্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

সঃ—বিদুর; **তম্**—উদ্ধবকে; **মহা-ভাগবতম্**—ভগবানের মহান্ ভক্ত; **ব্রজন্তম্**—ভ্রমণ করার সময়; **কৌরব-ঋষভঃ**—কৌরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **বিশ্রম্ভাৎ**—বিশ্বাসের ফলে; **অভ্যধত্ত**—সমর্পণ করেছিলেন; **ইদম্**—এই; **মুখ্যম্**—প্রধানকে; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পরিগ্রহে**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব যখন বদরিকা আশ্রমে চলে যাচ্ছিলেন, তখন কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁর প্রতি স্নেহ এবং বিশ্বাসবশত এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর ছিলেন উদ্ধবের থেকে বয়সে অনেক বড়। পারিবারিক সম্পর্কে উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক ভ্রাতা, আর বিদুর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের সমবয়সী। কিন্তু বয়সে নবীন হলেও উদ্ধব ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন, এবং তাই এখানে তাঁকে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদুর সেই কথা ভালভাবে জানতেন এবং তাই তিনি উদ্ধবকে এত সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করেছেন। ভক্তদের মধ্যে বিনীত এবং নম্র আচরণের এইটিই হচ্ছে বিধি।

শ্লোক ২৫

বিদুর উবাচ

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে ।
বক্তুং ভবান্নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণো-
র্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি ॥ ২৫ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **পরম্**—অপ্রাকৃত; **স্ব-আত্ম**—আত্ম সম্বন্ধীয়; **রহঃ**—রহস্য; **প্রকাশম্**—প্রকাশকারী; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছেন; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত যোগের যিনি ঈশ্বর; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **তে**—আপনাকে; **বক্তুম্**—বর্ণনা করেছেন; **ভবান্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **অর্হতি**—যোগ্য; **যৎ**—জন্য; **হি**—কারণ; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভৃত্যাঃ**—সেবকগণ; **স্ব-ভৃত্য-অর্থ-কৃতঃ**—তাঁদের সেবকদের হিতসাধনের জন্য; **চরন্তি**—ভ্রমণ করেন।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে উদ্ধব! যেহেতু ভগবানের সেবকেরা অন্যদের সেবা করার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন, তাই ভগবান স্বয়ং যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করেছেন, সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান কৃপাপূর্বক বর্ণনা করা আপনার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবানের সেবকরাই হচ্ছেন সমাজের প্রকৃত সেবক। জনসাধারণকে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আলোক প্রদান করা ছাড়া মানবসমাজে তাঁদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক, সেই অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হয়ে কার্য করা, এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এইটি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান যা মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে সাহায্য করতে পারে। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, যা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে তথাকথিত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে, তা সবই ক্ষণস্থায়ী। জীব তার জড় দেহ নয়, পক্ষান্তরে সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তার আত্মজ্ঞানের পুনর্জাগরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই জ্ঞান বিনা মানবজীবন ব্যর্থ হয়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবকদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য গ্রহলোকে বিচরণ করেন। যে জ্ঞান উদ্ধব সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা মানবসমাজে, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত বিদুরের মতো ব্যক্তিদের কাছে বিতরণ করার যোগ্য বিষয়।

প্রকৃত দিব্যজ্ঞান ভগবান থেকে উদ্ধব, উদ্ধব থেকে বিদুর এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে অবতরণ করে। এই পরম দিব্যজ্ঞান কুতার্কিক আদি তথাকথিত জ্ঞানীদের অপূর্ণ জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কখনও লাভ করা যায় না। *পরমাং স্থিতিম্* নামক সেই গোপনীয় জ্ঞান বিদুর উদ্ধবের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য উৎসুক ছিলেন, যাতে ভগবানকে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহের মাধ্যমে জানা যায়। বিদুর

যদিও উদ্ধব থেকে বয়সে প্রবীণ ছিলেন, তবুও তিনি অপ্রাকৃত সম্পর্কে উদ্ধবের ভৃত্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই অপ্রাকৃত গুরু-শিষ্য পরম্পরা-সূত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, এই দিব্যজ্ঞান যাঁর কাছেই পাওয়া যায়, তা তিনি ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী যাই হোন না কেন—যদি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকেই তা গ্রহণ করা উচিত। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান তত্ত্বত অবগত, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুরু।

শ্লোক ২৬

উদ্ধব উবাচ

ননু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌষারবোঽন্তিকে ।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ২৬ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **ননু**—কিন্তু; **তে**—আপনার; **তত্ত্ব-সংরাধ্যঃ**—যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে পূজনীয়; **ঋষিঃ**—বিদ্বান পণ্ডিত; **কৌষারবঃ**—কুষারুর পুত্র মৈত্রেয়কে; **অন্তিকে**—নিকটে অবস্থান করছেন; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **আদিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়েছেন; **মর্ত্যলোকম্**—মর্ত্যলোক; **জিহাসতা**—ত্যাগ করার সময়।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—আপনি মহর্ষি মৈত্রের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন, যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন এবং যিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার ফলে পূজনীয়। এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ণাত হলেও, *মর্যাদা-ব্যতিক্রম* বা ধৃষ্টতাপূর্বক শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে অতিক্রম করার অপরাধ সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মর্যাদা ব্যতিক্রমের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত, কেননা তার ফলে আয়ু, ঐশ্বর্য, যশ, পুণ্য এবং সারা জগতের আশীর্বাদ ক্ষয় হয়ে যেতে পারে। দিব্যজ্ঞানে নিষ্ণাত হতে হলে পারমার্থিক বিজ্ঞানের পন্থা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। পারমার্থিক বিজ্ঞানে নিষ্ণাত হওয়ার ফলে উদ্ধব বিদুরকে উপদেশ দিয়েছিলেন দিব্যজ্ঞান লাভ করার জন্য মৈত্রেয় ঋষির কাছে যেতে। বিদুর উদ্ধবকে তাঁর

গুরুরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উদ্ধব সেই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কেননা বিদুর ছিলেন উদ্ধবের পিতার বয়সী এবং তাই উদ্ধব তাঁকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে চাননি, বিশেষ করে মৈত্রেয় যখন নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। নিয়ম হচ্ছে যে, শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির উপস্থিতিতে সুযোগ্য এবং পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও, উপদেশ দিতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। তাই, উদ্ধব বিদুরের মতো একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে অন্য আর একজন বয়স্ক ব্যক্তি মৈত্রেয়ের কাছে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ছিলেন পূর্ণ জ্ঞানী, কেননা এই জগৎ ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু উদ্ধব এবং মৈত্রেয় উভয়েই সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তাই বিদুর বা অন্য যে কোন ব্যক্তির গুরু হওয়ার যোগ্যতা দুজনেরই ছিল, কিন্তু মৈত্রেয় বয়সে প্রবীণ হওয়ার ফলে গুরু হওয়ার প্রথম অধিকারি ছিলেন, বিশেষ করে বিদুরের জন্য যিনি ছিলেন উদ্ধব থেকে বয়সে অনেক বড়। লাভ এবং যশ সংগ্রহের জন্য সস্তা গুরু হওয়ার বাসনা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে, ভগবানের সেবার জন্যই কেবল গুরু হওয়া উচিত। ভগবান কখনও *মর্যাদা-ব্যতিক্রম* সহ্য করতে পারেন না। নিজের ব্যক্তিগত লাভ এবং যশের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুর প্রাপ্য সম্মান কখনও অতিক্রম করা উচিত নয়। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে কপট গুরু হওয়ার ধৃষ্টতা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্তে-
র্গুণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং
সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সহ**—সঙ্গে; **বিদুরেণ**—বিদুর; **বিশ্ব-মূর্তেঃ**—বিশ্বমূর্তি ভগবানের; **গুণ-কথয়া**—দিব্য গুণের আলোচনায়; **সুধয়া**—অমৃতোপম; **প্লাবিত-উরু-তাপঃ**—গভীর দুঃখে অভিভূত; **ক্ষণম্**—নিমেষ; **ইব**—সেই রকম; **পুলিনে**—তটে; **যমস্বসুঃ তাম্**—যমুনা নদী; **সমুষিতঃ**—যাপন করেছিলেন; **ঔপগবিঃ**—ঔপগবের পুত্র (উদ্ধব); **নিশাম্**—রাত্রি; **ততঃ**—তারপর; **অগাৎ**—চলে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! যমুনার তীরে বিদুরের সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে উদ্ধব গভীর শোকে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই রাত্রিটি যেন মুহূর্তের মতো অতিবাহিত হয়েছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে *বিশ্বমূর্তি* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধব ও বিদুর উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ফলে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা যতই ভগবানের দিব্য নাম, যশ এবং গুণের আলোচনা করেছিলেন, ততই ভগবানের রূপ তাঁরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছিলেন। ভগবানের এই দিব্যরূপ এইভাবে দর্শন করা মিথ্যা নয় অথবা কাল্পনিক নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে পরম সত্য। ভগবানকে যখন বিশ্বমূর্তিতে দর্শন হয়, তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব অথবা নিত্য অপ্রাকৃত রূপ হারিয়ে ফেলেন না, পক্ষান্তরে তাঁর স্বরূপে তিনি সর্বত্র প্রতীয়মান হন।

শ্লোক ২৮

রাজোবাচ

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজে-
ষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরি-
রপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥ ২৮ ॥

রাজা উবাচ—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন; **নিধনম্**—বিনাশ; **উপগতেষু**—প্রাপ্ত হওয়ায়; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি বংশের; **ভোজেষু**—ভোজ বংশের; **অধিরথ**—মহান যোদ্ধাদের; **যূথ-প**—সেনাপতি; **যূথ-পেষু**—তাঁদের মধ্যে; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **সঃ**—তিনি; **তু**—কেবল; **কথম্**—কিভাবে; **অবশিষ্টঃ**—অবশিষ্ট; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **যৎ**—যেই; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **তত্যজে**—ত্যাগ করেছিলেন; **আকৃতিম্**—সমগ্র লীলা; **ত্রি-অধীশঃ**—ত্রিভুবনের অধীশ্বর।

অনুবাদ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—সমস্ত বীর যোদ্ধাদের দলপতিদের দলপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হলে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরিও যখন তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন, তাহলে কেবল উদ্ধব কিভাবে অবশিষ্ট রইলেন?

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *নিধনম্* শব্দটির অর্থ ভগবানের দিব্য ধাম। *নি* শব্দটির অর্থ সর্বোচ্চ, এবং *ধনম্* শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য। যেহেতু ভগবানের ধাম অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের চরম প্রকাশ, তাই তাঁর ধামকে বলা যায় *নিধনম্*। ব্যাকরণিক স্পষ্টীকরণের দিক থেকেও *নিধনম্* শব্দের বাস্তবিক অর্থ হচ্ছে, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়েরা সকলে ছিলেন ভগবানের পার্ষদ, এবং তাঁদের লীলা পরিসমাপ্তির পর তাঁরা সকলে ভগবানের দিব্য ধামে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *আকৃতিম্* শব্দটির অর্থ স্পষ্টীকরণ করে বলেছেন লীলা। *আ* শব্দের অর্থ পূর্ণ, এবং *কৃতিম্* শব্দটির অর্থ দিব্য লীলাসমূহ। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় বিগ্রহ থেকে অভিন্ন, তাই তাঁর দেহের পরিবর্তনের বা দেহত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতের রীতিনীতি অনুসারে ভগবান এমনভাবে আচরণ করেন যে, মনে হয় যেন তিনি জন্মগ্রহণ করছেন অথবা দেহত্যাগ করছেন, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা প্রকৃত তত্ত্ব ভালভাবেই অবগত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের ঐকান্তিক পাঠকদের জীব গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ মহান আচার্যদের টীকা এবং ভাষ্য অনুসরণ করা প্রয়োজন। যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের কাছে এই সমস্ত আচার্যদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা ব্যাকরণের বাক্যজাল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু গুরুপরম্পরা ধারায় নিষ্ঠাবান অধ্যয়নকারীর কাছে মহান আচার্যদের বিশ্লেষণ সর্বতোভাবে সমীচীন।

উপগতেষু শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। বৃষ্ণি এবং ভোজবংশের সমস্ত সদস্যেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে পৌঁছাতে পারেন না, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ পার্ষদেরা জড় জগতের অন্য কোন গ্রহের প্রতি আকৃষ্ট নন। কখনও কখনও, ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে চলেছেন যে ভক্ত, তিনি ঔৎসুক্যবশত পৃথিবী থেকে উচ্চতর লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হতে পারেন, এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে তা দর্শন করার ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু বৃষ্ণি এবং ভোজেরা সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে প্রেরিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের কোন ভৌতিক গ্রহলোকের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, অমরকোষ অভিধান অনুসারে *আকৃতি*-র অর্থ 'ইঙ্গিত'। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তিরোধানের পর উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছিলেন, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেই আদেশ পালন করেছিলেন। এই পৃথিবী থেকে ভগবানের অপ্রকট হওয়ার পর এখানে উদ্ধবের একলা থাকার সেইটিই ছিল কারণ।

শ্লোক ২৯
শ্রীশুক উবাচ
ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্দেহমচিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ব্রহ্ম-শাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপে; **অপদেশেন**—প্রদর্শন করার ছলে; **কালেন**—নিত্যকালের প্রভাবে; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **বাঞ্ছিতঃ**—যিনি এইভাবে ইচ্ছা করেন; **সংহৃত্য**—সমাপ্ত করে, **স্ব-কুলম্**—স্বীয় পরিবার; **স্ফীতম্**—পরিবর্ধিত, **ত্যক্ষ্যন্**—তিরোভাবের পর; **দেহম্**—বিশ্বরূপ; **অচিন্তয়ৎ**—নিজে নিজে চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ
শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্! ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছিল কেবল একটি ছলনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম ইচ্ছাই তাঁর লীলা সংবরণের প্রকৃত কারণ ছিল। সংখ্যায় অত্যন্ত পরিবর্ধিত তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভগবদ্ধামে প্রেরণ করার পর, তিনি স্বয়ং পৃথিবী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে, এইভাবে চিন্তা করেছিলেন।

তাৎপর্য
এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বিষয়ে *ত্যক্ষ্যন্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দের শাশ্বত বিগ্রহ, তাই তাঁর দেহ এবং আত্মা অভিন্ন। তাহলে তাঁর পক্ষে দেহত্যাগ করে এই পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হওয়া কি করে সম্ভব? অভক্ত এবং মায়াবাদীদের মধ্যে ভগবানের রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্বন্ধে মহা মতবিরোধ রয়েছে, এবং শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর কৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে সেই সমস্ত মূর্খ মানুষদের সন্দেহ নিরসন করেছেন।

ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের বহু রূপ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে, এবং যখন তিনি তাঁর কৃষ্ণস্বরূপে জীবেদের গোচরীভূত হন, তখন এই সমস্ত রূপ তাঁর মধ্যে মিলিত হন। এই

সমস্ত অচ্যুত রূপ ব্যতীত, তাঁর বিশ্বরূপ রয়েছে, যা তিনি কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অর্জুনের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। এই শ্লোকে *স্ফীতম্* শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি তাঁর বিরাটরূপ ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর আদি শাশ্বত রূপ নয়, কেননা তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দময় রূপ পরিবর্তন করার কোন সম্ভাবনা নেই। ভগবানের ভক্তেরা এই সরল সত্যটি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্‌বিমুখ অভক্তেরা, হয় এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, নয়তো ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের নিত্যত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তর্ক-বিতর্ক করে। তার কারণ হচ্ছে বিপ্রলিপ্সা নামক বদ্ধ জীবের দোষ।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাতেও এখনও পর্যন্ত দেখা যায় যে, ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ ভক্তগণ কর্তৃক বিভিন্ন মন্দিরে পূজিত হন, এবং ভগবানের সমস্ত ভক্তেরাই বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেন যে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির এই অচিন্ত্য কার্য ভগবদ্‌গীতায় (৭/২৫) বর্ণিত হয়েছে—*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*। সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার ভগবান রাখেন। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*। ভগবানের নাম এবং রূপ জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিন্তু যখন তিনি বদ্ধ জীবদের গোচরীভূত হন, তখন তিনি বিরাট রূপ ধারণ করেন। এটি তাঁর রূপের একটি অতিরিক্ত জড় প্রদর্শন, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ ন্যায়ের দ্বারা তা অনুমোদন করা হয়। ব্যাকরণে যখন বিশেষণকে বিশেষ্য থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন বিশেষণের দ্বারা বিশেষীকৃত বিষয়ের পরিবর্তন হয় না। তেমনই ভগবান যখন তাঁর বিরাট রূপ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর শাশ্বত স্বরূপের পরিবর্তন হয় না, যদিও তাঁর এবং তাঁর অসংখ্য রূপের মধ্যে কোন জড় পার্থক্য নেই। পঞ্চম স্কন্ধে দেখা যাবে ভগবান কিভাবে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লোকে পূজিত হন, এবং কিভাবে এই পৃথিবীতেও বিভিন্ন মন্দিরে তিনি পূজিত হন।

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁদের টীকায় বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রামাণিক উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবানের তিরোধান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বিচার করেছেন। এই গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি না করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আর সেগুলি উল্লেখ করছি না। এই সমস্ত বিষয় ভগবদ্‌গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করার অধিকার রাখেন। তিনি সর্বদা প্রেমহীন ও ভক্তিহীন অভক্তদের দৃষ্টির অগোচরে থাকেন, এবং এইভাবে তিনি তাদের তাঁর থেকে

আরও দূরে সরিয়ে দেন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনাকারী ব্রহ্মার নিমন্ত্রণে ভগবান অবতরণ করেছিলেন, তখন সমস্ত বিষ্ণুরূপসমূহ তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পর, তাঁরা সকলে আবার যথারীতি তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যান।

শ্লোক ৩০

অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্ ।
অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ ॥ ৩০ ॥

অস্মাৎ—এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে; **লোকাৎ**—পৃথিবী; **উপরতে**—অন্তর্ধান হওয়ার পর; **ময়ি**—আমার; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৎ-আশ্রয়ম্**—আমার সম্বন্ধে; **অর্হতি**—যোগ্য হয়; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **এব**—নিশ্চয়ই; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ; **সম্প্রতি**—বর্তমান সময়ে; **আত্মবতাম্**—ভক্তদের; **বরঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

আমি এই জড় জগতের দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হলে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবই কেবল আমার সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্‌ভাবে অবগত হওয়ার যোগ্য হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দিব্যজ্ঞান তিনটি বিভাগে বিভক্ত, যথা—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা জ্ঞান এবং ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান। এই তিনের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপের দিব্যজ্ঞান বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তাকে বলা হয় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমেই কেবল উপলব্ধ হয়, অন্য কোন উপায়ে নয়। ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তেরাই কেবল ভগবানের দিব্য স্থিতি তত্ত্বত জানতে পারেন।" সেই সময় উদ্ধবকে ভগবানের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে এই জগতের দৃষ্টির অন্তরালে ভগবান চলে গেলে, মানুষ যেন উদ্ধবের জ্ঞানের সুযোগ নিতে পারেন। ভগবান যে উদ্ধবকে বদরিকা আশ্রমে গিয়ে তাঁর নর-নারায়ণরূপে

বিরাজমান বিগ্রহের সঙ্গ করার আদেশ দিয়েছিলেন, এইটি হচ্ছে তার একটি কারণ। পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ থেকে সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন, তাই ভগবানের ভক্ত ভগবানের কৃপার প্রভাবে নিশ্চিতভাবে প্রগতি লাভ করার জন্য ভগবানের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩১

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥ ৩১ ॥

ন—না; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **অণু**—অল্প; **অপি**—ও; **মৎ**—আমার থেকে; **ন্যূনঃ**—কম; **যৎ**—যেহেতু; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে; **ন**—না; **অর্দিতঃ**—প্রভাবিত; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অতঃ**—তাই; **মৎ-বয়ুনম্**—আমার (পরমেশ্বর ভগবান) সম্বন্ধীয় জ্ঞান; **লোকম্**—জগৎ; **গ্রাহয়ন্**—বিতরণ করার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **তিষ্ঠতু**—অবস্থান করুন।

অনুবাদ

উদ্ধব আমার থেকে কোন অংশেই কম নয়, কেননা তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তাই তিনি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই জগতে অবস্থান করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। জড় জগতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া। কিন্তু ব্রাহ্মণ যেহেতু সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে ব্রাহ্মণ হওয়াই যথেষ্ট নয়। ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে, জড়া প্রকৃতির কোন গুণের দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে, শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে হয়। অপ্রাকৃত গুণের এই শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরকে 'বসুদেব' বলা হয়, এবং এই স্তরে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবান যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তও প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এইটিই হচ্ছে প্রাথমিক যোগ্যতা। যিনি এই

অপ্রাকৃত যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, যদিও তিনি আপাত দৃষ্টিতে জড় অবস্থাতেই রয়েছেন। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত, তিনি এই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/২/১৮৭) বলা হয়েছে—

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি তাঁর কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা কেবল ভগবানেরই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা করেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থাতে রয়েছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্ত আত্মা।" উদ্ধব এই রকম অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই ভগবান এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত কখনও জড়জাগতিক বল, বুদ্ধি এমনকি বৈরাগ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হন না। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত জড়া প্রকৃতির সব রকম আঘাত সহ্য করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় গোস্বামী। এই প্রকার গোস্বামীই কেবল ভগবৎ প্রেমের দিব্য রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন।

শ্লোক ৩২

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা ।
বদর্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩২ ॥

এবম্—এইভাবে; **ত্রি-লোক**—ত্রিভুবন; **গুরুণা**—গুরুদেব কর্তৃক; **সন্দিষ্টঃ**—পূর্ণরূপে শিক্ষিত হয়ে; **শব্দ-যোনিনা**—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস যিনি তাঁর দ্বারা; **বদর্যাশ্রমম্**—বদরিকা আশ্রম নামক তীর্থস্থানে; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **হরিম্**—ভগবানকে; **ঈজে**—সন্তুষ্ট করেছিলেন; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস এবং ত্রিলোকের গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উদ্ধব বদরিকা আশ্রমতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্তুত ত্রিলোকের গুরু, এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের মূল উৎস। কিন্তু বেদের মাধ্যমেও পরম সত্যের সবিশেষরূপ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। পরমেশ্বর ভগবানকে পরম সত্যরূপে জানবার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ভগবদ্‌গীতা হচ্ছে এই অপ্রাকৃত জ্ঞানের সারমর্ম। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে বিরাজমান ছিলেন, তখন তিনি অর্জুন এবং উদ্ধবের প্রতি এই কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান ভগবদ্‌গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন শুধু অর্জুনকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এবং ভগবদ্‌গীতার সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান পূর্ণ করার জন্য তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান চেয়েছিলেন, যে জ্ঞান তিনি ভগবদ্‌গীতায় বলেননি, সেই জ্ঞান যেন উদ্ধব বিতরণ করেন। যাঁরা বেদের বাণীর প্রতি আসক্ত, তাঁরা এই শ্লোক থেকে জানতে পারবেন যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস। যাঁরা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে অক্ষম, তাঁরা ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য উদ্ধবের মতো ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে তাঁকে অনায়াসে জানা যায়। বদরিকা আশ্রমের মহর্ষিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে ভগবান উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁদের উপদেশ দিতে। এইভাবে অনুমোদিত না হলে, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না অথবা প্রচার করা যায় না।

ভগবান যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন; এমনকি তিনি গগনমার্গে বিচরণ করে স্বর্গ থেকে পারিজাত আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁর গুরুর (সান্দীপনি মুনির) পুত্রকে মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। উদ্ধব নিশ্চয়ই অন্যান্য গ্রহলোকে জীবনের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং সমস্ত ঋষিরাও সেই সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ছিলেন, ঠিক যেমন আমরা অন্তরীক্ষের অন্যান্য গ্রহলোক সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। উদ্ধব কেবল বদরিকা আশ্রমের মহর্ষিদের কাছেই নয়, নর-নারায়ণ বিগ্রহের কাছেও বার্তা বহন করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বার্তা অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত জ্ঞান থেকে অধিক গুহ্য ছিল।

ভগবান নিঃসন্দেহে সমস্ত জ্ঞানের উৎস, আর নর-নারায়ণ তথা অন্যান্য ঋষিদের জন্য উদ্ধবের মাধ্যমে যে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই বৈদিক জ্ঞানের অঙ্গ ছিল, কিন্তু তা ছিল অধিক গুহ্য এবং উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তের দ্বারাই কেবল তা প্রেরণ করা অথবা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। যেহেতু এই প্রকার গোপনীয় জ্ঞান কেবল ভগবান এবং উদ্ধবেরই জ্ঞাত ছিল, তাই বলা হয়েছে যে, উদ্ধব এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উদ্ধবের মতো প্রতিটি জীবও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবাহক হতে পারেন, যদি তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে তাঁর অন্তরঙ্গ হতে পারেন। এই প্রকার অন্তরঙ্গ জ্ঞান বিতরণ করার ভার কেবল উদ্ধব এবং অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তদের উপরেই ন্যস্ত করা হয়, এবং সেই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে হয় তাঁদের মাধ্যমেই, অন্য কোন উপায়ে নয়। ভগবানের এই প্রকার অন্তরঙ্গ ভক্তের সাহায্য ব্যতীত ভগবদ্‌গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই গোপনীয় জ্ঞান লৌকিক জগতে শত বর্ষ অবস্থানের পর, তাঁর মহাপ্রস্থান এবং তাঁর কুলের বিনাশের রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। সকলে নিশ্চয়ই যদুবংশ ধ্বংসের রহস্য জানবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং সেই রহস্য ভগবান নিশ্চয়ই উদ্ধবের কাছে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং বদরিকা আশ্রমে নর-নারায়ণ ও অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তা জানাবার জন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩৩ ॥

বিদুরঃ—বিদুর; **অপি**—ও; **উদ্ধবাৎ**—উদ্ধবের কাছ থেকে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **ক্রীড়য়া**—এই জড় জগতে লীলাবিলাসের জন্য; **উপাত্ত**—অসাধারণভাবে ধারণ করেছিলেন; **দেহস্য**—দেহের; **কর্মাণি**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **শ্লাঘিতানি**—অত্যন্ত মহিমান্বিত; **চ**—ও।

অনুবাদ

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই জড় জগতে আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে বিদুরও উদ্ধবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন, যে বিষয়ের অনুসন্ধান মহর্ষিরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে করে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোধানের বিষয় মহর্ষিদের কাছেও রহস্যজনক। এই শ্লোকে *পরমাত্মনঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ জীবকে বলা হয় আত্মা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীব নন কেননা তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। তবুও একজন মানুষের মতো তাঁর আবির্ভাব এবং এই নশ্বর জগৎ থেকে তাঁর অন্তর্ধান সেই গবেষকদের গবেষণার বিষয়, যাঁরা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে এই সমস্ত বিষয়ের গবেষণা করেন। এই প্রকার বিষয়ের গবেষণা অবশ্যই ক্রমবর্ধমান উৎসাহের বিষয়, কেননা সেই বিষয়ে গবেষণা করতে হলে, গবেষকদের ভগবানের অপ্রাকৃত ধামের অনুসন্ধান করতে হয়, যেখানে ভগবান এই জড় জগৎ থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করার পর প্রবেশ করেন। কিন্তু মহান ঋষিদেরও জানা নেই যে, এই জড় আকাশের অতীত চিদাকাশ রয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদ পরিবৃত হয়ে নিত্য বিরাজ করেন, আবার একই সময়ে তিনি এই জড় জগতে এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলা প্রদর্শন করেন। এই সত্য ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ* — "ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর নিত্য ধাম গোলোকে বাস করেন, আবার একই সময়ে তিনি পরমাত্মারূপে সর্বত্র বিরাজ করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা জড় জগৎ এবং চিৎ জগৎ উভয় স্থানেই বিরাজ করেন।" তাই তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব একসাথে চলছে, এবং কেউই নিশ্চিতরূপে বলতে পারে না, তাঁর কোন্‌টি আরম্ভ এবং কোন্‌টি শেষ। তাঁর নিত্যলীলার আদি নেই অথবা অন্ত নেই, এবং তথাকথিত গবেষণার কার্যে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে, শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকেই কেবল সেই সম্বন্ধে জানতে হয়।

শ্লোক ৩৪

দেহন্যাসং চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্যবর্ধনম্ ।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥

দেহ-ন্যাসম্—শরীরে প্রবেশ; **চ**—ও; **তস্য**—তাঁর; **এবম্**—ও; **ধীরাণাম্**—মহর্ষিদের; **ধৈর্য**—অধ্যবসায়; **বর্ধনম্**—বর্ধনকারী; **অন্যেষাম্**—অন্যদের জন্য; **দুষ্কর-তরম্**—স্থির নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন; **পশূনাম্**—পশুদের; **বিক্লব**—বিক্ষুব্ধ; **আত্মনাম্**—মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং এই জড় জগতে তাঁর অলৌকিক লীলা-বিলাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ, তাঁর ভক্ত ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন, এবং অধীর-চিত্ত, পশু-স্বভাব ও ভগবৎ বহির্মুখ পাষণ্ডদের জন্য তা কেবল মানসিক যন্ত্রণার কারণ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ এবং লীলাসমূহ অভক্তদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ভগবান কখনও জ্ঞানী এবং যোগীদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। আর যারা হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে পশু শ্রেণীভুক্ত, তাদের কাছে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব কেবল মানসিক বিরক্তির কারণ। ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা জড় সুখভোগের প্রতি অনুরক্ত, যারা ভারবাহী পশুদের মতো কঠোর পরিশ্রম করে, তারা তাদের আসুরিক ভাব অথবা ভগবানের প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণ করার ফলে, কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

নশ্বর জগতে ভগবানের লীলাবিলাসের জন্য চিন্ময় দেহের প্রকাশ, এবং সেই সমস্ত রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব অত্যন্ত কঠিন বিষয়, আর যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের বিষয়ে আলোচনা না করতে, কেননা তার ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ হয়ে যেতে পারে। আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে তারা যতই ভগবানের অপ্রাকৃত আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে, ততই তারা নরকের অন্ধতম প্রদেশে প্রবেশ করে, যা ভগবদ্গীতায় (১৬/২০) বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যারাই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার বিরোধী, তারাই কমবেশি এক-একটি পশুমাত্র।

শ্লোক ৩৫

আত্মানং চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্ ।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মানম্—তিনি নিজে; **চ**—ও; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ঈক্ষিতম্**—স্মরণ করেছিলেন; **ধ্যায়ন্**—

এইভাবে চিন্তা করে; **গতে**—গিয়ে; **ভাগবতে**—ভগবদ্ভক্তের; **রুরোদ**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিলেন; **প্রেম-বিহ্বলঃ**—প্রেমে অভিভূত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, সেই কথা মনে করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে, বিদুর উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বিদুর যখন জানতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করতেন, তবুও ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত তাঁকে স্মরণ করেছিলেন। বিদুর মনে করেছিলেন যে, সেটি ছিল তাঁর প্রতি ভগবানের এক মহতী কৃপা। তাই তিনি উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করেছিলেন। এই ক্রন্দন হচ্ছে ভক্তিযোগের প্রগতিশীল মার্গের চরম অবস্থা। যিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভগবানের জন্য ক্রন্দন করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তির মার্গে সাফল্য লাভ করেছেন।

শ্লোক ৩৬

কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ ।
প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

কালিন্দ্যাঃ—যমুনার তটে; **কতিভিঃ**—কতিপয়; **সিদ্ধে**—অতিবাহিত করে; **অহোভিঃ**—দিবস; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরত-বংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর; **প্রাপদ্যত**—পৌঁছেছিলেন; **স্বঃ-সরিতম্**—স্বর্গের নদী গঙ্গার জল; **যত্র**—যেখানে; **মিত্রা-সুতঃ**—মিত্রার পুত্র; **মুনিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তটে বাস করার পর, গঙ্গার তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাজ করছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং
মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্ ।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ
পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; দ্বারি—উৎসস্থলে; দ্যু-নদ্যাঃ—স্বর্গের নদী গঙ্গার; ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠ; কুরূণাম্—কুরুদের; মৈত্রেয়ম্—মৈত্রেয়কে; আসীনম্—উপবিষ্ট অবস্থায়; অগাধ-বোধম্—অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন; ক্ষত্তা—বিদুর; উপসৃত্য—নিকটবর্তী হয়ে; অচ্যুত—অচ্যুত ভগবান; ভাব—চরিত্র; সিদ্ধঃ—পূর্ণ; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; সৌশীল্য—সুশীলতা; গুণ-অভিতৃপ্তঃ—দিব্য গুণাবলীর প্রভাবে তৃপ্ত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর যিনি ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিলেন, এইভাবে সুরধুনী গঙ্গার উৎসস্থলে (হরিদ্বার) পৌঁছে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি মৈত্রেয়কে উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করলেন। সৌম্যতায় পরিপূর্ণ এবং দিব্য গুণাবলীর প্রভাবে পরিতুষ্ট বিদুর তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

অচ্যুত ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রভাবে বিদুর ইতিমধ্যেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভগবান যে কোন জীব থেকে অনেক অনেক গুণে মহত্তর। তিনি চিরকাল অচ্যুত, কিন্তু

জীব মায়ার প্রভাবে অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন। বিদুর *অচ্যুতভাব* প্রাপ্ত হওয়ার প্রভাবে অথবা যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন হওয়ার ফলে, ইতিমধ্যেই সাধারণ বদ্ধ জীবের পতনোন্মুখ প্রবৃত্তি অতিক্রম করেছিলেন। জীবনের এই স্তরকে বলা হয় *অচ্যুতভাবসিদ্ধ* বা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সিদ্ধিলাভ। তাই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন যে কোন ব্যক্তিই একজন মুক্ত আত্মা এবং সমস্ত প্রশংসনীয় গুণে ভূষিত। হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এক নির্জন স্থানে বিদগ্ধ মৈত্রেয় ঋষি উপবিষ্ট ছিলেন, আর সমস্ত দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বিদুর তখন তাঁর কাছে প্রশ্ন করার জন্য তাঁর সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা ।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সুখায়**—সুখ লাভের জন্য; **কর্মাণি**—সকাম কর্মসমূহ; **করোতি**—সকলেই তা করেন; **লোকঃ**—এই জগতে; **ন**—কখনই না; **তৈঃ**—সেই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা; **সুখম্**—কোন প্রকার সুখ; **বা**—অথবা; **অন্যৎ**—ভিন্নভাবে; **উপারমম্**—তৃপ্তি; **বা**—অথবা; **বিন্দেত**—লাভ করে; **ভূয়ঃ**—পক্ষান্তরে; **ততঃ**—সেই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দুঃখম্**—ক্লেশ; **যৎ**—যা; **অত্র**—এই পরিস্থিতিতে; **যুক্তম্**—সঠিক পন্থা; **ভগবান্**—হে মহান; **বদেৎ**—দয়া করে প্রকাশ করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

বিদুর বললেন, হে মহর্ষি! এই জগতে সকলেই জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার ফলে তাদের জড় সুখও লাভ হয় না অথবা দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না, পক্ষান্তরে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই লাভ হয়। তাই আপনি দয়া করে আমাদের বলুন, প্রকৃত সুখ লাভের জন্য কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

বিদুর মৈত্রেয়কে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করেছিলেন, যেগুলি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্ধব বিদুরকে বলেছিলেন, মৈত্রেয় ঋষির কাছে গিয়ে ভগবানের নাম, যশ, গুণ, রূপ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে, এবং তাই মৈত্রেয়ের কাছে গিয়ে বিদুরের সেই প্রশ্নগুলি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক নম্রতার বশে তিনি প্রথমেই ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে, সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাকে প্রথমে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। মায়ার প্রভাবে মানুষ মনে করে যে, সকাম কর্মের মাধ্যমে সে সুখী হতে পারবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তার ফলে মানুষ কর্মের বন্ধনে অধিক থেকে অধিকতরভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং জীবনের সেই সমস্যার কোন সমাধান সে খুঁজে পায় না। এই সম্পর্কে একটি সুন্দর গান রয়েছে—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।" প্রকৃতির নিয়ম এমনই। সকলেই জড়জাগতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এতই নিষ্ঠুর যে, তার সেই সমস্ত পরিকল্পনায় সে আগুন লাগিয়ে দেয়। সকাম কর্মীরা তাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখী হতে পারে না, এবং তাদের নিরন্তর সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না।

শ্লোক ৩

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য ।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য ॥ ৩ ॥

জনস্য—জনসাধারণের; **কৃষ্ণাৎ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **বিমুখস্য**—ভগবৎ বিমুখ ব্যক্তির; **দৈবাৎ**—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের দ্বারা; **অধর্ম-শীলস্য**—অধর্মপরায়ণ ব্যক্তির; **সু-দুঃখিতস্য**—যারা সর্বদা অত্যন্ত দুঃখী; **অনুগ্রহায়**—কৃপা করার জন্য; **ইহ**—এই জগতে; **চরন্তি**—বিচরণ করেন; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **ভূতানি**—ব্যক্তিদের; **ভব্যানি**—মহান উপকারী ব্যক্তিগণ; **জনার্দনস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

হে প্রভু! বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখ, অধর্মপরায়ণ, অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে এই মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার অনুকূল আচরণ করা প্রতিটি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফলে জীব ভগবৎ বিমুখ হয়ে জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কারোরই অন্য আর কিছু করণীয় নেই। তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য যে কোন কার্যকলাপই ন্যূনাধিকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণমাত্র। সমস্ত সকাম কর্ম, কল্পনাপ্রসূত দার্শনিক জ্ঞান এবং যোগ অনুশীলন ন্যূনাধিকরূপে ভগবানের অধীনতার বিরোধী, এবং যে সমস্ত জীব এই প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তারাই ন্যূনাধিকরূপে ভগবানের অধীন জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দণ্ডিত হয়। মহান শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদাই অধঃপতিত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, এবং তাই তাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন। ভগবানের এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য ভগবানের বাণী বহন করেন, এবং তাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জনসাধারণের কর্তব্য তাঁদের সাহচর্য লাভের সুযোগ গ্রহণ করা।

শ্লোক ৪

তৎসাধুবর্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্ ।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪ ॥

তৎ—অতএব; **সাধু-বর্য**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ; **আদিশ**—দয়া করে নির্দেশ দিন; **বর্ত্ম**—পথ; **শম্**—মঙ্গলময়; **নঃ**—আমাদের জন্য; **সংরাধিতঃ**—পূর্ণরূপে আরাধিত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যেন**—যার দ্বারা; **পুংসাম্**—জীবের; **হৃদি**

স্থিতঃ—হৃদয়ে বিরাজমান; **যচ্ছতি**—প্রদান করেন; **ভক্তি-পূতে**—শুদ্ধ ভক্তকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **স**—সেই; **তত্ত্ব**—সত্য; **অধিগমম্**—যার দ্বারা শেখা যায়; **পুরাণম্**—প্রাচীন, প্রামাণিক।

অনুবাদ

অতএব, হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে উপদেশ দান করুন, যার ফলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে আরাধিত হয়ে, কৃপাপূর্বক অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেদ এবং পুরাণের প্রামাণিক আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান, যা তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই দান করেন, তা যেন আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে পরমতত্ত্ব, অদ্বয় জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও, ব্যক্তিবিশেষের জানবার ক্ষমতা অনুসারে, তিনরূপে উপলব্ধ হন। জ্ঞান এবং কর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সবচাইতে যোগ্য অধ্যাত্মবাদী। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল হৃদয় কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ আদি সর্বপ্রকার জড় আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। হৃদয় এইভাবে বিশুদ্ধ হলেই কেবল হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান উপদেশ প্রদান করেন, যার ফলে ভগবদ্ভক্ত তাঁর চরম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাম্*। ভক্তের প্রেমময়ী সেবায় সন্তুষ্ট হওয়ার ফলে ভগবান ভক্তকে দিব্যজ্ঞান দান করেন, ঠিক যেভাবে তিনি অর্জুন এবং উদ্ধবকে দান করেছিলেন।

জ্ঞানী, যোগী এবং কর্মীরা এই রকম সরাসরিভাবে ভগবানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে না। তারা অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করতে পারে না, এমনকি তারা ভগবানের এই প্রকার সেবায় বিশ্বাস পর্যন্ত করে না। বিধি-নিষেধের অনুশীলনের মাধ্যমে যে বৈধী ভক্তির পন্থা তা প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, এবং মহান আচার্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই অনুশীলনের ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত রাগভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে, এবং তখন ভগবান চৈত্যগুরুরূপে অন্তর থেকে সাড়া দেন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে না, কেননা তারা ভ্রান্তভাবে সিদ্ধান্ত করে যে, পরম চেতনা এবং স্বতন্ত্র জীবের চেতনা এক ও অভিন্ন।

এই প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে অভক্তেরা হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার অযোগ্য হয়, এবং তাই তারা ভগবানের সাক্ষাৎ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই প্রকার অদ্বৈতবাদী যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে জানতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন আরাধ্য এবং ভক্ত একই সময়ে ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন, তখনই কেবল সে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হতে পারে। সেই স্তর থেকেই শুদ্ধ ভক্তি শুরু হয়। ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদীরা পরম সত্যকে জানার যে পন্থা অবলম্বন করে, তা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু, ভক্ত সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে পরম সত্যকে জানতে পারেন, যিনি তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁদের সেই জ্ঞানদান করেন। নবীন ভক্তদের পক্ষ অবলম্বন করে বিদুর সর্বপ্রথমে মৈত্রেয় ঋষির কাছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যার প্রভাবে হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হন।

শ্লোক ৫

করোতি কর্মাণি কৃতাবতারো
যান্যাত্মতন্ত্রো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।
যথা সসর্জাগ্র ইদং নিরীহঃ
সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধত্তে ॥ ৫ ॥

করোতি—করেন; কর্মাণি—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; কৃত—স্বীকার করে; অবতারঃ—অবতারসমূহ; যানি—সেই সমস্ত; আত্ম-তন্ত্রঃ—স্বতন্ত্র; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ত্রি-অধীশঃ—ত্রিলোকের অধীশ্বর; যথা—যতখানি; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অগ্রে—প্রথমে; ইদম্—এই জগৎ; নিরীহঃ—বাসনারহিত হওয়া সত্ত্বেও; সংস্থাপ্য—স্থাপনা করে; বৃত্তিম্—জীবিকা; জগতঃ—জগতের; বিধত্তে—যেভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিস্পৃহ, ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে অবতরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং তা পালনের জন্য সকলের জীবিকা নির্বাহ করেন, আপনি দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যাঁর থেকে সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত তিন পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হন। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিপ্রসূত সমগ্র জড় সৃষ্টি তিনজন পুরুষাবতার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হন, এবং এইভাবে জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। জড়া প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা ছাগলের গলস্তন থেকে দুধ পাওয়ার চেষ্টা করার মতো। ভগবান স্বতন্ত্র এবং নিস্পৃহ। আমরা যেমন আমাদের জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাদের গৃহ নির্মাণ করি, ভগবান কিন্তু সেইভাবে তাঁর নিজের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন না। প্রকৃতপক্ষে অনাদি কাল ধরে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা-বিমুখ বদ্ধ জীবদের মায়িক সুখভোগের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই জগতের ব্রহ্মাণ্ডসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জড় জগতের পালনের জন্য কোন কিছুর অভাব নেই। এই পৃথিবীতে যখন আপাত দৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন মূর্খ জড়বাদীরা বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জগতে যখনই কোন জীব আসে, তার জীবনধারণের সমস্ত আয়োজনও ভগবান তৎক্ষণাৎ করে দেন। অন্যান্য সমস্ত জীবেরা, যাদের সংখ্যা মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি, তারা কখনও তাদের জীবিকানির্বাহের জন্য বিচলিত হয় না; তাদের কখনও অনাহারে মরতে দেখা যায় না। মানবসমাজই কেবল খাদ্যের অভাবে বিচলিত হয়, এবং প্রশাসনিক কু-ব্যবস্থার আসল ঘটনাকে ঢাকবার উদ্দেশ্যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাত দেখানো হয়। এই জগতে যদি কোন কিছুর অভাব থেকে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে ভগবৎ চেতনার অভাব, তা না হলে ভগবানের কৃপায় এই জগতে কোন কিছুরই অভাব নেই।

শ্লোক ৬

যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য
শেতে গুহায়াং স নিবৃত্তবৃত্তিঃ ।
যোগেশ্বরাধীশ্বর এক এত-
দনুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাসীৎ ॥ ৬ ॥

যথা—যতখানি; পুনঃ—পুনরায়; স্বে—তাঁর; খে—আকাশ থেকে (বিরাটরূপ); ইদম্—এই; নিবেশ্য—প্রবেশ করে; শেতে—শয়ন করেন; গুহায়াম্—ব্রহ্মাণ্ডের

অভ্যন্তরে; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **নিবৃত্ত**—বিনা চেষ্টায়; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **যোগ-ঈশ্বর**—সমস্ত যোগের ঈশ্বর; **অধীশ্বরঃ**—সব কিছুর অধিপতি; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **এতৎ**—এই; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—অনুপ্রবেশ করে; **বহুধা**—অসংখ্য; **যথা**—যতখানি; **আসীৎ**—বিরাজ করেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁর হৃদয়াকাশে শয়ন করেন, এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টিকে সেই স্থানে স্থাপন করে তিনি বিভিন্ন যোনিতে প্রকাশিত বহু জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না, কেননা তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং সব কিছুর অধিপতি। এইভাবে তিনি সমস্ত জীব থেকে পৃথক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অংশে বর্ণিত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ক প্রশ্নসমূহ বিভিন্ন কল্প সম্বন্ধীয়, এবং তাই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সেই সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন আচার্যেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তার উপর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নেই, তবুও কল্পভেদে কখনও কখনও স্বল্প পার্থক্য হয়ে থাকে। বিরাট আকাশ ভগবানের ভূতাত্মক শরীর, যাকে বলা হয় বিরাটরূপ, এবং সমগ্র জড় সৃষ্টি সেই আকাশে বা ভগবানের হৃদয়ে বিশ্রাম করছে। তাই, জড় দৃষ্টিতে প্রকাশিত প্রথম ভৌতিক অভিব্যক্তি আকাশ থেকে শুরু করে ভূমি পর্যন্ত সব কিছুকে বলা হয় ব্রহ্ম। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম— "ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই, এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়।" জীবেরা হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কিন্তু জড়া প্রকৃতি তাঁর নিকৃষ্টা শক্তি, এবং এই দুই শক্তির সমন্বয়ের ফলে জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, যা ভগবানের হৃদয়ে অবস্থিত।

শ্লোক ৭

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্মাণ্যবতারভেদৈঃ ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৭ ॥

ক্রীড়ন্—লীলা বিস্তার করে; **বিধত্তে**—তিনি অনুষ্ঠান করেন; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **গো**—গাভী; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **ক্ষেমায়**—মঙ্গল সাধনের জন্য; **কর্মাণি**—অপ্রাকৃত কার্যকলাপ; **অবতার**—অবতার; **ভেদৈঃ**—ভিন্ন প্রকারে; **মনঃ**—মন; **ন**—কখনই না; **তৃপ্যতি**—সন্তুষ্ট হয়; **অপি**—সত্ত্বেও; **শৃণ্বতাম্**—নিরন্তর শ্রবণ করে; **নঃ**—আমাদের; **সু-শ্লোক**—মঙ্গলময়; **মৌলেঃ**—ভগবানের; **চরিত**—চরিত্র; **অমৃতানি**—অমৃত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী এবং দেবতাদের কল্যাণ সাধনের জন্য, যে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন, তাঁর অমৃতময় চরিতাবলী আপনি আমাদের কাছে দয়া করে বর্ণনা করুন। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমাদের মন কখনও পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবান এই জগতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ আদি বিভিন্নরূপে অবতরণ করে গাভী, এবং দেবতাদের কল্যাণের জন্য তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন। দ্বিজ অথবা সভ্য মানুষদের সঙ্গে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। সভ্য মানুষ হচ্ছেন তিনি, যিনি দুবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে জীব এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে। পিতা ও মাতার মিলনের ফলে মানুষের জন্ম হয়, কিন্তু সভ্য মানুষ গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসার মাধ্যমে আর একবার জন্মগ্রহণ করে, যিনি তার প্রকৃত পিতা হন। জড় দেহের পিতামাতা কেবল এক জন্মেরই জন্য, এবং পরবর্তী জন্মে তিনি ভিন্ন পিতামাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরু হচ্ছেন শাশ্বত পিতা, কেননা শিষ্যকে চিন্ময় ধামে নিয়ে যাওয়া, বা জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনে পরিচালিত করা হচ্ছে সদ্‌গুরুর দায়িত্ব। তাই সভ্য মানুষকে অবশ্যই দ্বিজ হতে হবে, তা না হলে সে নিম্নতর পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানব শরীরের পূর্ণ বিকাশের জন্য গাভীই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পশু। যে কোন খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা শরীর ধারণ করা যায়, কিন্তু মানব মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতর তন্তুগুলি বিকাশ করার জন্য গাভীর দুধ বিশেষভাবে আবশ্যক, যার ফলে মানুষের দিব্যজ্ঞান উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ হয়। সভ্য মানুষের কাছে এটি আশা করা যায় যে, সে ফল, শাক, অন্ন, শর্করা এবং দুগ্ধ-প্রধান খাদ্য আহার করে জীবন-

যাপন করবে। বৃষ শস্য ইত্যাদি উৎপাদনে কৃষিকার্যে সহায়তা করে এবং তার ফলে একদিক দিয়ে বৃষ মানবসমাজের পিতা, আর গাভী হচ্ছে মাতা, কেননা গাভী মানবসমাজকে দুধ দান করে। তাই সভ্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গাভী এবং বৃষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা।

দেবতা অথবা উচ্চতর লোকের জীবেরা মানুষদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তাঁদের জীবনের পরিস্থিতি অনেক উন্নত, তাই তাঁরা মানুষদের থেকে অনেক অনেক গুণ বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলে ভগবানের ভক্ত। ভগবান মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ আদি বহুরূপে অবতরণ করেন সভ্য মানুষ, গাভী ও দেবতাদের রক্ষা করার জন্য, কেননা এঁরা সকলে প্রগতিশীল আত্ম উপলব্ধির নিয়ন্ত্রিত জীবন বিকাশের জন্য সরাসরিভাবে দায়িত্বসম্পন্ন। সমগ্র জড় সৃষ্টি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, বদ্ধ জীব যেন আত্ম উপলব্ধির সুযোগ লাভ করতে পারে। যিনি এই ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁকে বলা হয় সুর বা সভ্য মানুষ। জীবনের এই উচ্চ স্তর বজায় রাখতে গাভী সহায়ক।

দ্বিজ, গাভী এবং দেবতাদের পরিত্রাণের জন্য ভগবানের সমস্ত লীলা সর্বতোভাবে চিন্ময়। ভাল গল্প ও বর্ণনা শোনার প্রবণতা মানুষদের রয়েছে, তাই উন্নতিশীল প্রাণীদের রুচির পরিতৃপ্তির জন্য বাজারে বহু রকমের গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায়। কিন্তু সেইগুলি একবার পড়ার পরেই বাসি হয়ে যায়, এবং সেইগুলি আবার পড়ার কোন রকম উৎসাহ মানুষের থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজগুলি একঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই পড়া হয়ে যায় এবং তারপর সেইগুলিকে আবর্জনার মতো অগ্রাহ্য ফেলার পাত্রে ফেলে দেওয়া হয়। অন্য সমস্ত লৌকিক সাহিত্যেরও সেই একই দশা হয়। কিন্তু ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রের সৌন্দর্য হচ্ছে যে, তা কখনও পুরানো হয় না। বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা সেইগুলি পাঠ করেছেন, এবং তা সত্ত্বেও সেইগুলি পুরানো হয়ে যায়নি। বিদ্বান পণ্ডিত এবং ভক্তদের কাছে সেইগুলি চির নতুন। আর বিদুরের মতো ভক্তেরা তো ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করেও তৃপ্ত হন না। মৈত্রেয় ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে বিদুর নিশ্চয়ই অনেক অনেকবার ভগবানের লীলাসমূহ শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি তা পুনরায় শুনতে চেয়েছিলেন, কেননা তা শ্রবণ করে তিনি কখনও তৃপ্ত হতে পারেননি। ভগবানের মহিমান্বিত লীলাসমূহের দিব্য প্রকৃতি এমনই।

শ্লোক ৮

যৈস্তত্ত্বভেদৈরধিলোকনাথো
লোকানলোকান্ সহ লোকপালান্ ।
অচীক্লৃপদ্‌যত্র হি সর্বসত্ত্ব-
নিকায়ভেদোঽধিকৃতঃ প্রতীতঃ ॥ ৮ ॥

যৈঃ—যার দ্বারা; **তত্ত্ব**—তত্ত্ব; **ভেদৈঃ**—পার্থক্যের দ্বারা; **অধি-লোক-নাথঃ**—রাজাদেরও রাজা; **লোকান্**—লোকসমূহ; **অলোকান্**—অধোলোক; **সহ**—সঙ্গে; **লোক-পালান্**—লোকপালগণ; **অচীক্লৃপৎ**—পরিকল্পনা করেছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **হি**—নিশ্চয়ই; **সর্ব**—সমস্ত; **সত্ত্ব**—সত্তা; **নিকায়**—জীবসমূহ; **ভেদঃ**—পার্থক্য; **অধিকৃতঃ**—অধিকারি; **প্রতীতঃ**—প্রতীয়মান হয়।

অনুবাদ

সমস্ত রাজাদের পরম রাজা বিভিন্ন গ্রহলোক এবং বাসস্থান নির্মাণ করেছেন, যেখানে জীব তাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম অনুসারে অবস্থান করছে। ভগবানই সেই সমস্ত স্থানের রাজা এবং শাসকদের সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রাজাদেরও পরম রাজা, এবং বিভিন্ন প্রকার জীবদের জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রহলোক সৃষ্টি করেছেন। এই গ্রহেও বিভিন্ন প্রকার মানুষদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্থান রয়েছে। মরুভূমি, হিমক্ষেত্র, উপত্যকা ও পর্বত আদি বিভিন্ন প্রকার স্থান রয়েছে, এবং সেই সমস্ত স্থানে বিভিন্ন প্রকার মানুষ তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণে জন্মগ্রহণ করে। আরবের মরুভূমিতে মানুষ রয়েছে, আবার হিমালয় পর্বতের উপত্যকাতেও মানুষ রয়েছে, যদিও এই দুটি স্থানের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে ভিন্ন, ঠিক যেমন হিম-ক্ষেত্রের অধিবাসীরা তাদের থেকে ভিন্ন। তেমনই, বিভিন্ন গ্রহলোক রয়েছে। পৃথিবীর নীচে পাতাল-লোক পর্যন্ত লোকসমূহে বিভিন্ন জীব রয়েছে। কোন গ্রহই খালি নয়, যে কথা আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করে। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, জীব হচ্ছে সর্বগত, অর্থাৎ জীব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। তাই অন্যান্য গ্রহেও যে আমাদের মতো অধিবাসী রয়েছে সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষেত্রে তারা আমাদের থেকেও অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং অনেক

বেশি ঐশ্বর্য সমন্বিত। উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীবদের জীবনযাত্রা এই পৃথিবীর থেকে অনেক বেশি ঐশ্বর্যশালী। অনেক গ্রহ রয়েছে যেখানে সূর্যের আলোক পর্যন্ত পৌঁছায় না, এবং সেখানেও জীব রয়েছে, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ সেখানে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। জীবনের স্থিতির এই সমস্ত পরিকল্পনা পরমেশ্বর ভগবান করেছেন, এবং বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করতে যাতে তিনি অধিকতর জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৯

যেন প্রজানামুত আত্মকর্ম-
রূপাভিধানাং চ ভিদাং ব্যধত্ত ।
নারায়ণো বিশ্বসৃগাত্মযোনি-
রেতচ্চ নো বর্ণয় বিপ্রবর্য ॥ ৯ ॥

যেন—যার দ্বারা; **প্রজানাম্**—যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের; **উত**—যেমন; **আত্ম-কর্ম**—স্বভাব; **রূপ**—রূপ এবং আকৃতি; **অভিধানাম্**—প্রচেষ্টা; **চ**—ও; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **ব্যধত্ত**—বিকীর্ণ; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্বসৃক্**—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; **আত্ম-যোনিঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **এতৎ**—এই সমস্ত; **চ**—ও; **নঃ**—আমাদের; **বর্ণয়**—বর্ণনা করুন; **বিপ্র-বর্য**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃপা করে আমাদের বলুন কিভাবে বিশ্বস্রষ্টা, স্বয়ংসম্পূর্ণ নারায়ণ বিভিন্ন জীবের স্বভাব, কর্ম, রূপ, আকৃতি এবং নাম সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীনে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত পরিকল্পনার অধীন। তার কার্য প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রকাশিত, তার রূপ ও দেহের গঠন তার কর্ম অনুসারে হয়, এবং তার নাম তার দেহের আকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, উচ্চ বর্ণের মানুষেরা শুক্ল, এবং নিম্ন বর্ণের মানুষেরা কৃষ্ণ। শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই বিভাজন জীবনের শুক্ল এবং কৃষ্ণ কর্তব্যের উপর আধারিত। পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষ শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারে জন্মলাভ করে, এবং তার ফলে তার ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও দেহের সৌন্দর্য লাভ হয়। পাপকর্মের পরিণামস্বরূপ মানুষের

দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ হয়, এবং তার ফলে অভাব অনটন চলতে থাকে, সে মূর্খ অথবা অশিক্ষিত হয় এবং কুৎসিত আকৃতি লাভ করে। বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট জীবদের মধ্যে এই সমস্ত পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করতে।

শ্লোক ১০

পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি
শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষ্ণম্ ।
অতৃপ্নুম ক্ষুল্লসুখাবহানাং
তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ ॥ ১০ ॥

পর—উচ্চতর; **অবরেষাম্**—এদের মধ্যে নিম্নতর; **ভগবন্**—হে প্রভু; **ব্রতানি**—বৃত্তি; **শ্রুতানি**—শোনা হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **ব্যাস**—ব্যাসদেব; **মুখাৎ**—মুখ থেকে; **অভীক্ষ্ণম্**—বার বার; **অতৃপ্নুম**—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি; **ক্ষুল্ল**—অল্প; **সুখ-আবহানাম্**—যা সুখ প্রদান করে; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **ঋতে**—বিনা; **কৃষ্ণ-কথা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনা; **অমৃত-ওঘাৎ**—অমৃত থেকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে মানবসমাজের উচ্চতর এবং নিম্নতর জাতির ধর্ম সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ করেছি, এবং এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় শ্রবণ করে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণকথামৃত পানে তৃপ্ত হইনি।

তাৎপর্য

যেহেতু মানুষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত শুনতে অত্যন্ত উৎসাহী, তাই ব্যাসদেব পুরাণ ও মহাভারতের মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ জনসাধারণের পাঠ্য, এবং সেইগুলি সংকলিত হয়েছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ ভগবৎ বিস্মৃত জীবদের ভগবৎ চেতনা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে। এই সমস্ত সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা নয়, পক্ষান্তরে, মানুষের ভগবৎ চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা। যেমন, মহাভারত হচ্ছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ইতিহাস, এবং সাধারণ মানুষ তা পাঠ করে; কেননা তা মানবসমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়ে পূর্ণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাভারতের সবচাইতে

গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ভগবদ্গীতা, যা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে আপনা থেকেই পড়তে হয়।

বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে বলেছিলেন যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁর আর কোন উৎসাহ নেই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথামৃত শ্রবণ করার জন্যই কেবল উৎসুক ছিলেন। যেহেতু পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রত্যক্ষ বর্ণনা যথেষ্টভাবে নেই, তাই তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও জানতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকথা অপ্রাকৃত, এবং তা যতই শ্রবণ করা হোক না কেন, মানুষ কখনই তৃপ্ত হতে পারে না। ভগবদ্গীতা কৃষ্ণকথা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী হওয়ার ফলেই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষদের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনী অত্যন্ত উৎসাহজনক হতে পারে, কিন্তু বিদুরের মতো অতি উন্নত ভগবদ্ভক্তের কাছে কেবল কৃষ্ণকথা অথবা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথাই কেবল রুচিকর হতে পারে। বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে সব কিছু শুনতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, সমস্ত বিষয়ই যেন কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়। অগ্নি যেমন ইন্ধন দহন করে কখনও তৃপ্ত হয় না, তেমনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারে না। ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন সেইগুলি চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এইটিই হচ্ছে জড় বিষয়কে চিন্ময়ত্ব প্রদান করার পন্থা। যদি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ কৃষ্ণকথায় সংযুক্ত হয়, তাহলে সমগ্র জগৎ বৈকুণ্ঠে পরিণত হতে পারে।

এই জগতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণকথা বর্তমান—সেইগুলি হচ্ছে ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবদ্গীতা কৃষ্ণকথা কেননা তা শ্রীকৃষ্ণের বাণী, আর শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথা কেননা তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছেন, সারা পৃথিবী জুড়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে কৃষ্ণকথা প্রচার করতে, কেননা কৃষ্ণকথার অপ্রাকৃত প্রভাব সকলকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারে।

শ্লোক ১১

কস্তৃপ্নুয়াত্তীর্থপদোঽভিধানাৎ
সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি ॥ ১১ ॥

কঃ—সে কোন্ মানুষ; **তৃপ্নুয়াৎ**—তৃপ্ত হতে পারেন; **তীর্থ-পদঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম তীর্থস্থল; **অভিধানাৎ**—তার আলোচনার ফলে; **সত্রেষু**—মানবসমাজে; **যঃ**—যিনি; **সূরিভিঃ**—মহান ভক্তদের দ্বারা; **ঈড্যমানাৎ**—যিনি এইভাবে পূজিত হন; **যঃ**—যিনি; **কর্ণ-নাড়ীম্**—কর্ণরন্ধ্রে; **পুরুষস্য**—মানুষের; **যাতঃ**—প্রবেশ করে; **ভব-প্রদাম্**—যা জন্ম-মৃত্যু প্রদান করে; **গেহ-রতিম্**—পারিবারিক আসক্তি; **ছিনত্তি**—ছেদন করে।

অনুবাদ

যাঁর চরণকমল সমস্ত তীর্থস্থানের সমষ্টি, এবং যিনি মহান ঋষিগণ ও ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা পর্যাপ্তরূপে শ্রবণ না করে, কে তৃপ্ত হতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কেবল কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে, যে কেউ ভববন্ধন ও পারিবারিক আসক্তি ছেদন করতে পারে।

তাৎপর্য

'কৃষ্ণকথা' এতই বীর্যবতী যে, তা মানুষের কর্ণরন্ধ্র দিয়ে কেবল প্রবেশ করার মাধ্যমেই মানুষকে তার পারিবারিক আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। পারিবারিক আসক্তি মায়ার মোহময় প্রভাব, এবং তা সমস্ত জড় কার্যকলাপের একমাত্র প্রেরণা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে ভব-সমুদ্রের অজ্ঞানতার তরঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হতে হয়। মানুষ সবচাইতে বেশি প্রভাবিত হয় তমোগুণের দ্বারা, আবার কেউ কেউ প্রকৃতির রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং এই দুটি গুণের প্রভাবে জীব জড়জাগতিক জীবনে প্রণোদিত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হতে দেয় না। রজ এবং তমোগুণ জীবকে দেহাত্মবুদ্ধির মায়িক বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। সেই সমস্ত মূর্খদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা, যারা রজোগুণের প্রভাবে জনহিতকর কার্যকলাপে যুক্ত হয়। ভগবদ্গীতা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কৃষ্ণকথা যা মানুষকে এই প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করে যে, দেহ নশ্বর এবং সমস্ত শরীর জুড়ে যে চেতনা রয়েছে তা অবিনশ্বর। চেতন জীব যা হচ্ছে অবিনশ্বর আত্মা তা নিত্য, এবং কোন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় না, এমনকি দেহের বিনাশেও নয়। যারা ভ্রান্তিবশত এই নশ্বর দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে এবং যারা এই দেহটির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, লোকহিতৈষণা, পরার্থবাদ, স্বাদেশিকতা অথবা আন্তর্জাতিকতাবাদ নামে দেহ চেতনার ভ্রান্ত অজুহাতে কার্য করে, তারা অবশ্যই এক-একটি মূর্খ এবং বাস্তব ও অবাস্তবের পার্থক্য সম্বন্ধে

তাদের কোন ধারণাই নেই। তাদের কেউ কেউ তম এবং রজোগুণের ঊর্ধ্বে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, কিন্তু জড় সত্ত্বগুণও সর্বদাই তম ও রজোগুণের দ্বারা কলুষিত। জড় সত্ত্বগুণ মানুষকে এই জ্ঞান দান করতে পারে যে, শরীর ও আত্মা ভিন্ন, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি দেহের থেকে আত্মার সঙ্গে অধিকতর সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু কলুষিত হওয়ার ফলে তারা আত্মার সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা দেহাত্মবুদ্ধির স্তর অতিক্রম করলেও আত্মা সম্বন্ধে তাদের নির্বিশেষ ধারণার ফলে তারা জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অতিক্রম করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কৃষ্ণকথার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতের বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে পারে না। সারা জগতের সমস্ত মানুষদের জন্য কৃষ্ণকথাই একমাত্র ঔষধ, কেননা তার ফলে মানুষ শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণকথা প্রচার করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার, এবং বিচক্ষণ নরনারীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত এই মহান্ আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন।

শ্লোক ১২

মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।
যস্মিন্নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-
র্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১২ ॥

মুনিঃ—ঋষি; **বিবক্ষুঃ**—বর্ণনা করেছেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **গুণানাম্**—দিব্য গুণাবলী; **সখা**—বন্ধু; **অপি**—ও; **তে**—আপনার; **ভারতম্**—মহাভারত; **আহ**—বর্ণনা করেছেন; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস; **যস্মিন্**—যাতে; **নৃণাম্**—মানুষের; **গ্রাম্য**—বৈষয়িক; **সুখ-অনুবাদৈঃ**—জড় বিষয় থেকে প্রাপ্ত সুখ; **মতিঃ**—মনোযোগ; **গৃহীতা নু**—শুধু আকর্ষণ করার জন্য; **হরেঃ**—ভগবানের; **কথায়াম্**—বাণীর (ভগবদ্গীতা)।

অনুবাদ

আপনার সখা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পূর্বেই তাঁর মহান রচনা মহাভারতে ভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল

জনসাধারণের অর্থ ও কাম বিষয়ক গ্রাম্য কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যমে, তাদের মনোযোগকে কৃষ্ণকথার (ভগবদ্গীতা) প্রতি আকৃষ্ট করানো।

তাৎপর্য

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের প্রণেতা, যার মধ্যে বেদান্ত-সূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারত অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৪/২৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবন-দর্শন থেকে বৈষয়িক বিষয়ে অধিক আগ্রহী অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য শ্রীল ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছেন। বেদান্ত-সূত্র প্রণীত হয়েছে সেই সমস্ত মানুষদের জন্য, যাঁরা জড় বিষয়ের তথাকথিত সুখে তিক্ততা আস্বাদন করেছেন। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, অর্থাৎ যাঁরা ইন্দ্রিয় উপভোগের বাজারে জড় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার ব্যবসা সমাপ্ত করেছেন, তাঁরাই কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন। খবরের কাগজে এবং এই প্রকার সাহিত্যে জড় বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যস্ত যারা, তাদের স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধু, অথবা স্ত্রীলোক, শ্রমিক সম্প্রদায়, এবং উচ্চ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) অযোগ্য সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বেদান্ত-সূত্রের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যদিও বিকৃতভাবে সেই সূত্রসমূহ অধ্যয়ন করার ভান তারা করতে পারে। বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং কেউ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্য ব্যতীত বেদান্ত-সূত্র বুঝতে চেষ্টা করে, তাহলে সে অবশ্যই মস্তবড় ভুল করছে। এই প্রকার বিভ্রান্ত মানুষেরা, যারা তাদের দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে জনকল্যাণ এবং পরহিতকারী নানা প্রকার জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়, তারা বরং মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, যা শ্রীল ব্যাসদেব তাদের কল্যাণের জন্যই বিশেষভাবে রচনা করেছেন। মহান কবি মহাভারত এমনভাবে রচনা করেছেন যে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যারা জড় বিষয়ের প্রতি অধিক আগ্রহী, তারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মহাভারত পাঠ করে জড় সুখ আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বা বেদান্ত-সূত্রের প্রাথমিক পাঠ ভগবদ্গীতা পাঠ করে লাভবান হতে পারেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ভগবদ্গীতার মাধ্যমে পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের সুযোগ দেওয়া ছাড়া শ্রীল ব্যাসদেবের জড় বিষয়ের ইতিহাস রচনা করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বিদুর যে মহাভারতের উল্লেখ করেছেন, তার ফলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি যখন গৃহত্যাগ করে তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর প্রকৃত পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে তিনি মহাভারত শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥ ১৩ ॥

সা—কৃষ্ণ বিষয়ক সেই সমস্ত কথা বা কৃষ্ণকথা; **শ্রদ্দধানস্য**—যারা শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত; **বিবর্ধমানা**—ক্রমশ বর্ধনশীল; **বিরক্তিম্**—বৈরাগ্য; **অন্যত্র**—এই বিষয়গুলির অতিরিক্ত অন্য বস্তুতে; **করোতি**—করে; **পুংসঃ**—যিনি এইভাবে কার্যরত; **হরেঃ**—ভগবানের; **পদ-অনুস্মৃতি**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিরন্তর স্মরণ; **নির্বৃতস্য**—যিনি এই প্রকার দিব্য আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন; **সমস্ত-দুঃখ**—সর্ব প্রকার ক্লেশ; **অপ্যয়ম্**—পরাভূত করে; **আশু**—অচিরেই; **ধত্তে**—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন, তাঁর সব রকম দুঃখ-কষ্ট অচিরেই পরাভূত হয়।

তাৎপর্য

আমাদের অবশ্যই নিশ্চিতরূপে জানতে হবে যে, পরম স্তরে কৃষ্ণকথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি যা কৃষ্ণকথা বলে বিবেচনা করা হয়, তা তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। নিষ্ঠাবান ভক্ত যখন ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, তখন তা ব্যক্তিগতভাবে ভগবানকে দর্শন করারই মতো। কিন্তু লৌকিক তর্ক-বিবাদকারীদের বেলায় তেমন নয়। যদি ভগবানের নির্দেশিত পন্থায় ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করা হয়, তখন ভগবানের সমস্ত শক্তি প্রকাশিত হয়। মূর্খের মতো ভগবদ্গীতার মনগড়া অর্থ তৈরি করা যায় না এবং তার ফলে কোন রকম পারমার্থিক লাভ হয় না। যারা অন্য কোন অভিপ্রায় নিয়ে ভগবদ্গীতার কৃত্রিম অর্থ বা ব্যাখ্যা নিংড়ে বার করতে চায়, তারা শ্রদ্দধান-পুংসঃ (যে ব্যক্তি নির্মল হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে উৎসুক) নন। এই প্রকার মানুষেরা ভগবদ্গীতা পাঠ করে

কোন লাভ করতে পারে না, তা তারা সাধারণ মানুষের বিচারে যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন। *শ্রদ্দধান*, অথবা শ্রদ্ধাবান ভক্ত ভগবদ্গীতা পাঠের ফলে সর্বতোভাবে লাভবান হতে পারেন, কেননা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার ফলে তিনি সেই দিব্য আনন্দ উপলব্ধি করেন, যা সমস্ত জড় আসক্তি বিনাশ করে এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ভৌতিক ক্লেশও নিরস্ত করে। ভক্তেরাই কেবল তাঁদের পারমার্থিক অনুভূতির ফলে, বিদুর কর্তৃক উচ্চারিত এই শ্লোকের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর স্মরণ করে, জীবনের আনন্দ লাভ করতে পারেন। এই প্রকার ভক্তদের জড় অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, এবং অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্রে বিচরণশীল ভক্তের কাছে, বহু বিজ্ঞাপিত ব্রহ্মানন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ।

শ্লোক ১৪

তাঞ্ছোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন ।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্ ॥ ১৪ ॥

তান্—সেই সমস্ত; **শোচ্য**—শোচনীয়; **শোচ্যান্**—শোচনীয়ের; **অবিদঃ**—অজ্ঞ; **অনুশোচে**—আমি শোক করি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কথায়াম্**—কথায়; **বিমুখান্**—বিমুখ; **অঘেন**—পাপকর্মের ফলে; **ক্ষিণোতি**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; **দেবঃ**—ভগবান; **অনিমিষঃ**—নিত্যকাল; **তু**—কিন্তু; **যেষাম্**—যাদের; **আয়ুঃ**—জীবনের স্থিতিকাল; **বৃথা**—ব্যর্থ; **বাদ**—দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা; **গতি**—চরম লক্ষ্য; **স্মৃতীনাম্**—বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলনকারীদের।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! যে সমস্ত মানুষ তাদের পাপকর্মের ফলে হরিকথায় বিমুখ, এবং তার ফলে মহাভারতের তাৎপর্য (ভগবদ্গীতা) সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা শোচনীয়দেরও শোচনীয়। তাদের জন্য আমিও শোক করি, কেননা আমি দেখছি কিভাবে তারা দার্শনিক বাক্‌বিতণ্ডায় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে, এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলন করে শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় করছে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান এবং মানুষদের মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। যারা তম এবং রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা হয় ভগবৎ বিমুখ, নয়তো তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির সরবরাহকারীরূপে ভগবানকে স্বীকার করে। সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা তাদের ঊর্ধ্বে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নির্বিশেষ। তারা কৃষ্ণকথা শ্রবণাত্মক ভক্তিযোগের পন্থা স্বীকার করে, তবে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়রূপে। তাদেরও উপরে রয়েছেন শুদ্ধ ভক্তেরা। তাঁরা জড় সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তাঁরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, যশ ইত্যাদি পরম স্তরে পরস্পর থেকে অভিন্ন। তাঁদের কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার থেকে অভিন্ন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত এই শ্রেণীর মানুষদের কাছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন, তাই তাদের পরমেশ্বর ভগবানে বিশ্বাস নেই এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণেও রুচি নেই। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাদের জন্য শোক করেন। শোচনীয় নির্বিশেষবাদীরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের জন্য শোক করে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাদের উভয়ের জন্যই শোক করেন, কেননা তারা উভয়েই ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় এবং মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্লভ মনুষ্যজীবনের সবচাইতে মূল্যবান সময় নষ্ট করছে।

শ্লোক ১৫

তদস্য কৌষারব শর্মদাতু-
র্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্ ।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্তবন্ধো
শিবায় নঃ কীর্তয় তীর্থকীর্তেঃ ॥ ১৫ ॥

তৎ—তাই; **অস্য**—তাঁর; **কৌষারব**—হে মৈত্রেয়; **শর্ম-দাতুঃ**—সৌভাগ্য প্রদানকারী; **হরেঃ**—ভগবানের; **কথাম্**—বিষয়; **এব**—কেবল; **কথাসু**—সমস্ত বিষয়ের মধ্যে; **সারম্**—নির্যাস; **উদ্ধৃত্য**—উদ্ধৃতি দিয়ে; **পুষ্পেভ্যঃ**—ফুল থেকে; **ইব**—তেমন; **আর্ত-বন্ধো**—দুর্গতদের বন্ধু; **শিবায়**—মঙ্গলের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **কীর্তয়**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **তীর্থ**—তীর্থ; **কীর্তেঃ**—কীর্তিমানের।

অনুবাদ

হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়! ভ্রমর যেভাবে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন প্রকার মানুষদের জন্য বিভিন্ন আলোচনার বিষয় রয়েছে, কিন্তু সমস্ত বিষয়ের সার হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক। দুর্ভাগ্যবশত, জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবেরা সাধারণত কৃষ্ণকথার প্রতি বিমুখ, কেননা তাদের অনেকেই ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আর অন্যেরা ভগবানের নির্বিশেষ রূপকেই কেবল বিশ্বাস করে। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের ভগবান সম্বন্ধীয় বলার কিছু নেই। অবিশ্বাসী নাস্তিক এবং নির্বিশেষবাদী উভয়েই সমস্ত কথার সার যে কৃষ্ণকথা তা অস্বীকার করে, এবং তাই তারা হয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নানাভাবে আপেক্ষিক জগতের বিষয়ে যুক্ত থাকে। বিদুরের মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছে জড়বাদী কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের আলোচনার সমস্ত বিষয়গুলি সর্বতোভাবে অর্থহীন। তাই বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন কেবল সমস্ত কথার সার কৃষ্ণকথাই কীর্তন করেন, অন্য আর কিছু নয়।

শ্লোক ১৬

স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ ।
চকার কর্মাণ্যতিপূরুষাণি
যানীশ্বরঃ কীর্তয় তানি মহ্যম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ড; **জন্ম**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযম-অর্থে**—পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে; **কৃত**—স্বীকার করেছেন; **অবতারঃ**—অবতার; **প্রগৃহীত**—সম্পন্ন; **শক্তিঃ**—শক্তি; **চকার**—অনুষ্ঠান করেছেন; **কর্মাণি**—দিব্য কার্যকলাপ; **অতি-পুরুষাণি**—অতিমানবীয়; **যানি**—সেই সমস্ত; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **কীর্তয়**—দয়া করে কীর্তন করুন; **তানি**—সেই সমস্ত; **মহ্যম্**—আমার কাছে।

অনুবাদ

এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে যিনি অবতরণ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা, পরম পুরুষ ভগবানের অতিমানবীয় দিব্য লীলাবিলাসসমূহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

বিদুর নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছু সময় পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত ভাবাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাই তাঁর পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করে জড় জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। পুরুষাবতারদের কার্যকলাপ সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যের আংশিক বিস্তার মাত্র। বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে এই সংকেত দিয়েছিলেন, কেননা মৈত্রেয় স্থির করতে পারছিলেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন্ কার্যকলাপের বর্ণনা তিনি করবেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ
স এবং ভগবান্ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা কৌষারবো মুনিঃ ।
পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহুমানয়ন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবান্**—মহর্ষি; **পৃষ্টঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **ক্ষত্রা**—বিদুর কর্তৃক; **কৌষারবঃ**—মৈত্রেয়; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **পুংসাম্**—সমস্ত মানুষদের জন্য; **নিঃশ্রেয়স**—পরম কল্যাণের জন্য; **অর্থেন**—সেই জন্য; **তম্**—তাকে; **আহ**—বর্ণনা করেছিলেন; **বহু**—অত্যধিক; **মানয়ন্**—প্রশংসা করে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বহু প্রশংসা করে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

এখানে মহর্ষি মৈত্রেয়কে ভগবান্ বলা হয়েছে, কেননা তিনি জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় সমস্ত সাধারণ মানুষদের অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে জগতের সর্বাধিক কল্যাণকর সেবা বিষয়ে তাঁর নির্বাচনকে প্রামাণিক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সমস্ত মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণকর সেবা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, এবং বিদুর কর্তৃক প্রার্থিত হওয়ার পর, মৈত্রেয় ঋষি অত্যন্ত উপযুক্তভাবেই তা বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

মৈত্রেয় উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্নতা ।
কীর্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; সাধু—সর্বমঙ্গল; **পৃষ্টম্**—আমি জিজ্ঞাসিত হয়েছি; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **সাধো**—হে সজ্জন; **লোকান্**—সমস্ত মানুষ; **সাধু অনুগৃহ্নতা**—সাধুতায় কৃপা প্রদর্শন করে; **কীর্তিম্**—মহিমা; **বিতন্বতা**—ঘোষণা করে; লোকে—জগতে; আত্মনঃ—নিজের; অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত; আত্মনঃ—মন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! আপনার জয় হোক। আপনি আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিখিল মঙ্গলের চরম প্রকাশ, এবং এইভাবে আপনি সমগ্র জগৎ ও আমার প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কেননা আপনার মন সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকে।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় মুনি অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদুরের মন সর্বদাই অধোক্ষজ ভগবানের চিন্তায় পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল। অধোক্ষজ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত। ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত, কিন্তু তিনি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেহেতু বিদুর সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই মৈত্রেয় বিদুরের দিব্য মাহাত্ম্য নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি বিদুরের মহত্ত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রশংসা করেছিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানপূর্বক তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণবীর্যজে ।
গৃহীতোঽনন্যভাবেন যত্ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **এতৎ**—এই প্রকার প্রশ্ন; **চিত্রম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **ত্বয়ি**—আপনার দ্বারা; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **বাদরায়ণ**—ব্যাসদেবের; **বীর্য-জে**—বীর্য থেকে উৎপন্ন; **গৃহীতঃ**—স্বীকৃত; **অনন্য-ভাবেন**—ঐকান্তিকভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

হে বিদুর! আপনি যে একান্তভাবে ভগবানকে লাভ করেছেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কেননা আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে বিদুরের জন্ম প্রসঙ্গে মহান পিতামাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করার মাহাত্ম্য নির্ণীত হয়েছে। মানবজীবনের সংস্কার শুরু হয় যখন পিতা মাতৃগর্ভে তাঁর বীর্য প্রদান করেন। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ পিতার বীর্যে স্থাপিত হয়, এবং বিদুর যেহেতু কোন সাধারণ জীব ছিলেন না, তাই তাঁকে ব্যাসদেবের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মানবজন্ম এক মহান বিজ্ঞান, তাই বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে, গর্ভাধান-সংস্কার নামক গর্ভ উৎপাদনের সংস্কারটি সুসন্তান উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানবসমাজের সমস্যার সমাধান হয় না; প্রকৃত সমাধান হচ্ছে বিদুর, ব্যাস এবং মৈত্রেয়ের মতো সুসন্তান উৎপাদন করা। জন্ম সম্বন্ধে সব রকম পূর্বাহ্নিক সতর্কতা অবলম্বন করে যদি সুসন্তান উৎপাদন করা যায়, তাহলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। তথাকথিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ কেবল পাপই নয়, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থও।

শ্লোক ২০

মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ২০ ॥

মাণ্ডব্য—মহর্ষি মাণ্ডব্য; **শাপাৎ**—তাঁর শাপের ফলে; **ভগবান্**—মহাশক্তিশালী; **প্রজা**—যাঁর জন্ম হয়েছে; **সংযমনঃ**—মৃত্যুর নিয়ন্তা; **যমঃ**—যমরাজ; **ভ্রাতুঃ**—ভ্রাতার; **ক্ষেত্রে**—পত্নীতে; **ভুজিষ্যায়াম্**—রক্ষিতা; **জাতঃ**—জাত; **সত্যবতী**—সত্যবতী (বিচিত্রবীর্য এবং ব্যাসদেব উভয়ের মাতা); **সুতাৎ**—পুত্র থেকে (ব্যাসদেব)।

অনুবাদ

আমি জানি যে, আপনি পূর্বজন্মে প্রজা সংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্যের ভার্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবের বীর্যে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

মাণ্ডব্য মুনি ছিলেন একজন মহান ঋষি (ভাগবত ১/১৩/১), এবং পূর্বজন্মে বিদুর ছিলেন যমরাজ, যিনি মৃত্যুর পর জীবেদের ভার গ্রহণ করেন। জন্ম, স্থিতি এবং মৃত্যু হচ্ছে এই জড় জগতের সমস্ত জীবেদের তিনটি বদ্ধ অবস্থা। মৃত্যুর পর জীবের নিয়ন্ত্রকরূপে নিযুক্ত যমরাজ মাণ্ডব্য মুনিকে তাঁর শৈশবকালীন দুরাচারের জন্য শূল দ্বারা বিদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই অনুচিত কঠোর দণ্ড দেওয়ার ফলে, মাণ্ডব্য মুনি যমরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁকে শূদ্র হওয়ার (অস্পৃশ্যপ্রায় শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য) অভিশাপ দেন। এইভাবে যমরাজ বিচিত্রবীর্যের উপপত্নীর গর্ভে বিচিত্রবীর্যের ভ্রাতা ব্যাসদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেব হচ্ছেন ভীষ্মদেবের পিতা মহারাজ শান্তনুর পত্নী সত্যবতীর পুত্র। বিদুরের এই রহস্যজনক ইতিহাস মৈত্রেয় মুনি জানতেন, কেননা তিনি ছিলেন ব্যাসদেবের সখা। যদিও বিদুরের জন্ম হয়েছিল একজন রক্ষিতার গর্ভে, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহাপুরুষ এবং পৈতৃক গুণে গুণান্বিত হয়ে তিনি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সর্বোচ্চ গুণ অর্জন করেছিলেন। এই প্রকার মহান পরিবারে জন্মগ্রহণ ভক্তিপূর্ণ জীবন লাভের সহায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর পূর্বজন্মের মাহাত্ম্যের জন্যই বিদুর এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ।
যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্ ॥ ২১ ॥

ভবান্—আপনি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নিত্যম্**—নিত্য; **সম্মতঃ**—স্বীকৃত; **স-অনুগস্য**—অন্যতম পার্ষদ; **হ**—হয়েছেন; **যস্য**—যাঁর; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **উপদেশায়**—উপদেশ দেওয়ার জন্য; **মা**—আমাকে; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রজন্**—তাঁর ধামে ফিরে যাওয়ার সময়।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ, এবং ভগবান তাঁর স্বধামে ফিরে যাওয়ার সময়, আপনার জন্য আমার কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর জীবনের মহান নিয়ন্ত্রক যমরাজ জীবের পরবর্তী জীবনের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের সবচাইতে বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন। চিৎ জগতে নিত্য পার্ষদদের মতো এই প্রকার বিশ্বস্ত পদমর্যাদা ভগবান তাঁর মহান ভক্তদের দিয়ে থাকেন। বিদুর যেহেতু তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাই ভগবান বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাওয়ার সময়, বিদুরের জন্য মৈত্রেয় ঋষির কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন। সাধারণত চিৎ জগতের নিত্য ভগবৎ পার্ষদেরা এই জড় জগতে আসেন না, তবে, কখনও কখনও ভগবানের নির্দেশে ভগবানের সঙ্গ করার জন্য অথবা ভগবানের বাণী মানবসমাজে প্রচার করার জন্য তাঁরা এই জগতে আসেন। তাঁরা কখনও কোন রকম প্রশাসনিক পদলাভ করার জন্য এখানে আসেন না। এই প্রকার প্রতিনিধিদের বলা হয় শক্ত্যাবেশ-অবতার, অর্থাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য যাঁরা এই জগতে অবতরণ করেন।

শ্লোক ২২

অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ ।
বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্বশঃ ॥ ২২ ॥

অথ—অতএব; **তে**—আপনাকে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **লীলাঃ**—লীলাবিলাস; **যোগ-মায়া**—ভগবানের শক্তি; **উরু**—অত্যন্ত অধিক; **বৃংহিতাঃ**—বিস্তৃত; **বিশ্ব**—জড় জগতের; **স্থিতি**—সংরক্ষণ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **অন্ত**—বিনাশ; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **বর্ণয়ামি**—আমি বর্ণনা করব; **অনুপূর্বশঃ**—সুসংবদ্ধভাবে।

অনুবাদ

তাই আমি আপনার কাছে ভগবান কিভাবে এই জগতের সৃষ্টি, পালন, এবং সংহারের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিস্তার করে লীলাবিলাস করেন তা একে একে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২৩

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **আস**—ছিলেন; **ইদম্**—এই সৃষ্টি; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **আত্মা**—তাঁর স্বরূপে; **আত্মনাম্**—জীবসমূহের; **বিভুঃ**—প্রভু; **আত্মা**—আত্মা; **ইচ্ছা**—বাসনা; **অনুগতৌ**—লীন হয়ে; **আত্মা**—আত্মা; **নানা-মতি**—বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টিতে; **উপলক্ষণঃ**—লক্ষণ।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান অদ্বয়রূপে সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং পুনরায় সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই পরম আত্মা বিভিন্ন নামে উপলক্ষিত হন।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। মায়াবাদীরা যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ করতে পারে না, তবুও কখনও কখনও তারা ভাগবতের মূল চারটি শ্লোকের কদর্থ করে কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে, কিন্তু আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এখানে মৈত্রেয় মুনি যে বাস্তবিক বিশ্লেষণটি করেছেন সেটি স্বীকার করা, কেননা তিনি উদ্ধবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সাক্ষাৎ তা শ্রবণ করেছিলেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম পঙ্ক্তিটি হচ্ছে অহমেবাসমেবাগ্রে। মায়াবাদী সম্প্রদায় এই অহম্ শব্দটির এমন একটি কদর্থ

করে যার অর্থ সেই অর্থকারী ব্যতীত অন্য আর কেউ বুঝতে পারে না। এখানে অহম্ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান ব্যষ্টি জীবাত্মা নয়। সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবান ছিলেন; তখন তাঁর পুরুষাবতারেরা ছিলেন না এবং অবশ্যই জীবেরা ছিল না, এবং জগৎকে প্রভাবিত করে যে জড়া শক্তি তাও ছিল না। পুরুষাবতারেরা এবং ভগবানের বিভিন্ন শক্তি তখন ভগবানেই লীন ছিল।

এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত জীবের প্রভু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন সূর্যমণ্ডলের মতো, এবং জীবেরা হচ্ছে সেই সূর্যের এক-একটি রশ্মির মতো। সৃষ্টির পূর্বে ভগবানের অস্তিত্ব শ্রুতিতেও প্রতিপন্ন হয়েছে—*বাসুদেবো বা ইদং অগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ, একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা নেশানাঃ*। যেহেতু সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, তাই সর্বদাই তিনি অদ্বয়রূপে বিরাজমান। তিনি এইভাবে বিরাজ করতে পারেন, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু, এমনকি তাঁর প্রকাশ বিষ্ণুতত্ত্বেরাও তাঁর অংশমাত্র। সৃষ্টির পূর্বে কারণার্ণবশায়ী বা গর্ভোদকশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ছিলেন না, অথবা ব্রহ্মা, শঙ্করও ছিলেন না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ। চিৎ জগৎ যদিও ভগবানের সঙ্গে বিরাজমান ছিল, কিন্তু এই জড় জগৎ তাঁর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল এই জড় জগতের প্রকাশ হয় এবং লয় হয়। বৈকুণ্ঠলোকের বৈচিত্র্য ভগবানের সঙ্গে এক, ঠিক যেমন সৈনিকদের বৈচিত্র্য রাজার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। ভগবদ্গীতায় (৯/৭) বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে কালচক্রে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, এবং ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থায় সমস্ত জীব ও জড়া প্রকৃতি ভগবানের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

শ্লোক ২৪

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥ ২৪ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **বা**—অথবা; **এষঃ**—এই সমস্ত; **তদা**—তখন; **দ্রষ্টা**—দর্শনকারী; **ন**—করেনি; **অপশ্যৎ**—দর্শন; **দৃশ্যম্**—জড় সৃষ্টি; **এক-রাট্**—একচ্ছত্র অধিপতি; **মেনে**—এইভাবে চিন্তা করেছিলেন; **অসন্তম্**—অবিদ্যমান; **ইব**—মতো; **আত্মানম্**—অংশ প্রকাশসমূহ; **সুপ্ত**—অপ্রকাশিত; **শক্তিঃ**—জড়া শক্তি; **অসুপ্ত**—প্রকাশিত; **দৃক্**—অন্তরঙ্গা শক্তি।

অনুবাদ

সব কিছুর একচ্ছত্র অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র দ্রষ্টা। সেই সময় জড় জগৎ ছিল না, এবং তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশ ব্যতীত নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি তখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল।

তাৎপর্য

ভগবান হচ্ছেন পরম দ্রষ্টা কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎকে প্রকাশ করার জন্য জড়া প্রকৃতি সক্রিয় হয়। তখন দ্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যার প্রতি ভগবান দৃষ্টিপাত করেন তা উপস্থিত ছিল না। পত্নীর অনুপস্থিতিতে পতি যেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেন, ভগবানও অনেকটা তেমন অপূর্ণতা অনুভব করেছিলেন। এটি অবশ্য একটি কাব্যিক উপমা। ভগবান জড় জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বিস্মৃতির গর্ভে সুপ্ত বদ্ধ জীবাত্মাদের আর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য। বদ্ধ জীবদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য জড় জগৎ একটি সুযোগ দেয়, এবং সেইটি হচ্ছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভগবান এতই কৃপাময় যে, এই প্রকার জগতের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেন, এবং তার ফলে সৃষ্টিকার্য সাধিত হয়। যদিও অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশিত ছিল, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি যেন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং ভগবান তাঁকে জাগরিত করে সক্রিয় করতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেমন পতি আনন্দ উপভোগ করার জন্য তার পত্নীকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগরিত করে। এইটি সুষুপ্ত শক্তির জন্য ভগবানের করুণা, যিনি অন্যান্য জাগ্রত পত্নীদের মতো তাঁকেও আনন্দ প্রদান করার জন্য জাগরিত করেন। সমগ্র প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য হচ্ছে সুপ্ত বদ্ধ জীবদের চিন্ময় চেতনায় জাগরিত করা, যার ফলে তারা বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবদের মতো পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। ভগবান যেহেতু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি চান যে, তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রতিটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যেন তাঁর পরমানন্দপূর্ণ রসে অংশগ্রহণ করতে পারে, কেননা তাঁর সচ্চিদানন্দময় রাসলীলায় অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা।

শ্লোক ২৫

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা ।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ ॥ ২৫ ॥

সা—সেই বহিরঙ্গা শক্তি; **বা**—অথবা; **এতস্য**—ভগবানের; **সংদ্রষ্টুঃ**—পূর্ণ দ্রষ্টার; **শক্তিঃ**—শক্তি; **সৎ-অসৎ-আত্মিকা**—কারণ এবং কার্য উভয়রূপে; **মায়া নাম**—মায়া নামক; **মহা ভাগ**—হে সৌভাগ্যবান; **যয়া**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **নির্মমে**—নির্মাণ করেছেন; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

ভগবান হচ্ছেন দ্রষ্টা এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে দৃশ্য, যা জড় সৃষ্টির কারণ এবং কার্য উভয়রূপে ক্রিয়াশীল হয়। হে মহাসৌভাগ্যবান বিদুর! এই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নামে পরিচিত, এবং তার মাধ্যমেই কেবল সমগ্র জড় সৃষ্টি সম্ভব হয়।

তাৎপর্য

মায়া নামক অপরা প্রকৃতি বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান এবং নিমিত্ত—উভয় কারণ। কিন্তু তার পটভূমিতে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত কার্যকলাপের চেতনা। ঠিক যেমন একটি শরীরে সমস্ত শক্তির উৎস হচ্ছে চেতনা, তেমনই ভগবানের পরম চেতনা অপরা প্রকৃতির সমস্ত শক্তির উৎস। ভগবদ্গীতায় (৯/১০) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

"জড়া প্রকৃতির সমস্ত শক্তির চরম অধ্যক্ষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের কর্তৃত্ব রয়েছে। এই পরম কারণের জন্যই কেবল জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ বলে মনে হয়, এবং সমস্ত বস্তু নিয়মিতভাবে বিবর্তিত হচ্ছে।"

শ্লোক ২৬

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্ ॥ ২৬ ॥

কাল—নিত্যকাল; **বৃত্ত্যা**—প্রভাবের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **মায়ায়াম্**—বহিরঙ্গা শক্তিতে; **গুণ-ময্যাম্**—প্রকৃতির গুণসমূহে; **অধোক্ষজঃ**—অপ্রাকৃত; **পুরুষেণ**—পুরুষাবতারের দ্বারা; **আত্ম-ভূতেন**—যিনি ভগবানের অংশ; **বীর্যম্**—জীবসমূহের বীজ; **আধত্ত**—প্রদান করেছিলেন; **বীর্যবান্**—ভগবান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পুরুষাবতার রূপে নিজেকে বিস্তার করে ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন, এবং তার ফলে নিত্যকালের প্রভাবে জীবসমূহ আবির্ভূত হয়।

তাৎপর্য

মাতার গর্ভে পিতার বীর্য আধানের ফলে সন্তানের জন্ম হয়, এবং পিতার বীর্যে ভাসমান জীব মাতার রূপের অনুরূপ আকৃতি ধারণ করে। তেমনই অপরা প্রকৃতিরূপী মাতা পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক গর্ভবতী না হলে, তাঁর ভৌতিক উপকরণের দ্বারা তিনি কখনও জীব সৃষ্টি করতে পারেন না। জীবের উৎপত্তির এইটি হচ্ছে রহস্য। এই গর্ভাধানের প্রক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর দ্বারা। জড়া প্রকৃতির প্রতি কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারাই এই কার্যটি সম্পন্ন হয়ে যায়।

আমাদের মৈথুনের ধারণার ভিত্তিতে ভগবানের এই গর্ভাধান প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। সর্বশক্তিমান ভগবান কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা গর্ভ সঞ্চার করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তাঁর অপ্রাকৃত দেহের প্রতিটি অঙ্গ অন্য সমস্ত অঙ্গের প্রতিটি কার্য সম্পাদন করতে পারে। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩২) বলা হয়েছে—*অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি।* ভগবদ্গীতাতেও (১৪/৩) এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে—*মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।* যখন জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, তখন ভগবান সরাসরিভাবে জীবদের সরবরাহ করেন। জীব কখনও জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় না। তাই জড় বিজ্ঞানের কোন রকম উন্নতি কখনও জীব সৃষ্টি করতে পারে না। সেইটি হচ্ছে জড় সৃষ্টির রহস্য। চেতন জীব এই জড় জগতে পরদেশী, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানের সঙ্গে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারে না। ভ্রান্ত জীব তার এই স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, এই জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টায় অনর্থক তার সময়ের অপচয় করে। সমগ্র বৈদিক পন্থা জীবকে এই পরম আবশ্যক স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভগবান বদ্ধ জীবকে তার তথাকথিত সুখ আস্বাদনের জন্য জড় শরীর দান করেন, কিন্তু সে যদি তার যথার্থ চেতনা লাভ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ না করে, তাহলে ভগবান তাকে পুনরায় অব্যক্ত অবস্থায় রেখে দেন, যেরকম

সে সৃষ্টির আদিতে ছিল। ভগবানকে এখানে বীর্যবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সবচাইতে শক্তিশালী, কেননা তিনি অসংখ্য বদ্ধ জীবদের প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চার করেন, যারা অনাদিকাল ধরে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

শ্লোক ২৭

ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎকালচোদিতাৎ ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ—তারপর; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **মহৎ**—পরম; **তত্ত্বম্**—সম্পূর্ণ; **অব্যক্তাৎ**—অব্যক্ত থেকে; **কাল-চোদিতাৎ**—কালের প্রভাবে; **বিজ্ঞান-আত্মা**—বিশুদ্ধ সত্ত্ব; **আত্ম-দেহ-স্থম্**—স্ব-শরীরে অবস্থিত; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ; **ব্যঞ্জন্**—প্রকাশ করে; **তমঃ-নুদঃ**—তমোনাশক পরম প্রকাশ।

অনুবাদ

তারপর কালের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছিল, এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান তাঁর স্বীয় শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বীজ বপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কালের প্রভাবে, জড়া প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চারিত হলে প্রথমে তা মহত্তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সব কিছুই যথাসময়ে ফলপ্রসূ হয়, এবং তাই এখানে *কালচোদিতাৎ* বা 'কালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে চেতনার সমষ্টি কেননা তার একটি অংশ জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়। মহত্তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের পরম চেতনার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তা জড় বলে মনে হয়। মহত্তত্ত্ব বা শুদ্ধ চেতনার ছায়া সমস্ত সৃষ্টির অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষেত্র। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের কিঞ্চিৎ আভাসযুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব। তাই এই সময় থেকে সক্রিয়তার উদ্ভব হয়।

শ্লোক ২৮

সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ ।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥ ২৮ ॥

সঃ—মহত্তত্ত্ব; **অপি**—ও; **অংশ**—পুরুষাবতার; **গুণ**—মুখ্যত তমোগুণ; **কাল**—কালের অবধি; **আত্মা**—পূর্ণ চেতনা; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **দৃষ্টি-গোচরঃ**—দৃষ্টির সীমা; **আত্মানম্**—বিভিন্ন রূপ; **ব্যকরোৎ**—রূপান্তরিত করেছিলেন; **আত্মা**—উৎস; **বিশ্বস্য**—ভাবী জীবদের; **অস্য**—এর; **সিসৃক্ষয়া**—অহঙ্কার উৎপন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর ভাবী জীবদের উৎসরূপে মহত্তত্ত্ব বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহত্তত্ত্ব তমোগুণ প্রধান, এবং তার থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টিতত্ত্বের চেতনা সমন্বিত এবং ফলপ্রসূ হওয়ার কাল সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের একটি অংশ।

তাৎপর্য

মহত্তত্ত্ব শুদ্ধ আত্মা এবং জড় অস্তিত্বের মধ্যবর্তী মাধ্যম। এইটি চিন্ময় আত্মা এবং জড় পদার্থের মিলনস্থল, যেখান থেকে জীবের অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। সমস্ত জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। অহঙ্কারের বশে, বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির ভোক্তা বলে অভিমান করে। এই অহঙ্কারই জীবকে জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখার শক্তি। ভগবান বার বার বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবদের এই অহঙ্কার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন, এবং তাই সময় সময় জড় জগতের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারের কার্যকলাপ সংশোধন করার জন্য তিনি বদ্ধ জীবদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন অংশের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতায় তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।

শ্লোক ২৯

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত ।
কার্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ২৯ ॥

মহৎ—মহৎ; **তত্ত্বাৎ**—কারণিক সত্য থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকার প্রাপ্ত হয়ে; **অহম্**—অহঙ্কার; **তত্ত্বম্**—জড় সত্য; **ব্যজায়ত**—প্রকাশিত হয়; **কার্য**—কার্য; **কারণ**—কারণ; **কর্তৃ**—কর্তা; **আত্মা**—আত্মা বা উৎস; **ভূত**—প্রাকৃত উপকরণসমূহ;

ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; মনঃ-ময়ঃ—মানসিক স্তরে বিচরণশীল; বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণ; তৈজসঃ—রজোগুণ; চ—এবং; তামসঃ—তমোগুণ; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; অহম্—অহঙ্কার; ত্রিধা—তিন প্রকার।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব বা মহান কারণিক সত্য অহঙ্কারে রূপান্তরিত হয়, যা কারণ, কার্য এবং কর্তা এই তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ মানসিক স্তরে সম্পাদিত হয়, এবং এগুলির ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত, স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ ও মানসিক জল্পনা-কল্পনা। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণে অহঙ্কার প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

শুদ্ধ জীবাত্মা তাঁর আদি আধ্যাত্মিক স্থিতিতে ভগবানের নিত্য কিঙ্কররূপে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন থাকে। যে সমস্ত জীবাত্মা এই প্রকার শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত তাঁরা মুক্ত, এবং তাই তাঁরা চিদাকাশের বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকের পূর্ণ জ্ঞানময় ও আনন্দময় স্থিতিতে নিত্য বিরাজ করেন। জড় সৃষ্টির প্রকাশ তাঁদের জন্য নয়। নিত্যমুক্ত জীবাত্মাদের এই জড় সৃষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। জড় সৃষ্টি সেই সমস্ত বিদ্রোহী আত্মাদের জন্য, যারা পরমেশ্বর ভগবানের বশ্যতা স্বীকার করে না। ভ্রান্তভাবে এই আধিপত্য করার প্রবৃত্তিকে বলা হয় অহঙ্কার। তার প্রকাশ হয় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণে, এবং তার অস্তিত্ব কেবল মনোধর্মে। যারা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা মনে করে যে, প্রতিটি ব্যক্তি ব্রহ্মা বা ঈশ্বর, এবং তাই ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের তারা ঠাট্টা করে। রজোগুণের প্রভাবে যারা গর্বান্বিত, তারা বিভিন্নভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। তাদের কেউ কেউ জনহিতকর কার্যকলাপে যুক্ত হয়, যেন তারা তাদের মনোধর্ম-প্রসূত পরিকল্পনার মাধ্যমে অন্যের হিতসাধনের জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। এই প্রকার মানুষেরা লৌকিক পরোপকারের পন্থা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের এই সমস্ত পরিকল্পনার ভিত্তি হচ্ছে অহঙ্কার। অবশেষে, এই অহঙ্কার ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের অহঙ্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; এবং তারা ভ্রান্তভাবে তাদের স্থূল জড় দেহকে তাদের আত্মা বলে মনে করে। তার ফলে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেহকেন্দ্রিক। এই সমস্ত মানুষদের অহঙ্কারাত্মক ধারণা অনুসারে আচরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান কৃপা করে তাদের ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করার সুযোগ দেন, যাতে তারা ভগবৎ

তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে। তাই, সমগ্র জড় সৃষ্টি সেই সব অহঙ্কারাচ্ছন্ন জীবাত্মাদের জন্য নির্মিত হয়েছে, যারা জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্তির অধীন হয়ে মনোরথে বিচরণ করে।

শ্লোক ৩০

অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্বণাম্মনো বৈকারিকাদভূৎ ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ ॥ ৩০ ॥

অহম্-তত্ত্বাৎ—অহঙ্কার তত্ত্ব থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হওয়ার ফলে; **মনঃ**—মন; **বৈকারিকাৎ**—সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **বৈকারিকাঃ**—সাত্ত্বিক অহঙ্কারের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা; **চ**—ও; **যে**—এই সমস্ত; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **অর্থ**—বস্তু; **অভিব্যঞ্জনম্**—ভৌতিক জ্ঞান; **যতঃ**—উৎস।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে অহঙ্কার মনে রূপান্তরিত হয়। যে সমস্ত দেবতারা প্রকাশমান জগতের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাও সেই একই তত্ত্ব থেকে, অর্থাৎ অহঙ্কার এবং সত্ত্বগুণের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে অহঙ্কারের প্রতিক্রিয়াই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত উপাদানের উৎস।

শ্লোক ৩১

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্মময়ানি চ ॥ ৩১ ॥

তৈজসানি—রজোগুণ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **এব**—নিশ্চয়ই; **জ্ঞান**—জ্ঞান, দার্শনিক অনুমান; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **ময়ানি**—প্রাধান্যপূর্ণ; **চ**—ও।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চিতভাবে রাজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। আর তাই, জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান এবং সকাম কর্ম প্রধানত রজোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

অহঙ্কারের প্রধান কার্য হচ্ছে নিরীশ্বরতা। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে ভগবানের নিত্য দাসরূপ তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে সুখী হতে চায়, তখন সে প্রধানত দুইভাবে আচরণ করে। প্রথমে সে ব্যক্তিগত লাভ অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সকাম কর্ম করার প্রচেষ্টা করে, এবং দীর্ঘকাল ধরে সকাম কর্ম করার পর যখন সে নিরাশ হয়, তখন সে মনোধর্মী দার্শনিক হয়ে নিজেকে ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার এই ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে মায়ার অন্তিম প্রলোভন, যা জীবকে অহঙ্কারের প্রভাবে সম্মোহিত করে বিস্মৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে।

অহঙ্কারের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সব রকম দার্শনিক অনুমানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা। সকলেরই নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, অপূর্ণ অহংভাবাপন্ন ব্যক্তির দার্শনিক অনুমানের দ্বারা কখনও পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায় না। পরমতত্ত্ব বা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত দ্বাদশ মহাজনদের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে প্রীতিপূর্বক ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। এই প্রকার প্রচেষ্টার প্রভাবেই কেবল ভগবানের মায়াশক্তিকে জয় করা যায়, যদিও ভগবানের এই মায়া দুরত্যয়া, যে কথা ভগবদ্‌গীতায় (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩২

তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

তামসঃ—তমোগুণ থেকে; ভূত-সূক্ষ্ম-আদিঃ—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; যতঃ—যার থেকে; খম্—আকাশ; লিঙ্গম্—প্রতীকাত্মক; আত্মনঃ—পরমাত্মার।

অনুবাদ

আকাশ শব্দের পরিণাম, এবং শব্দ তামসিক অহঙ্কারের রূপান্তর। অর্থাৎ, আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে *এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ*। আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি। যারা রজ এবং তম অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের জন্য আকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৩

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ ।
নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্বন্নির্মমেঽনিলম্ ॥ ৩৩ ॥

কাল—সময়; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **অংশ-যোগেন**—আংশিকভাবে মিশ্রিত; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বীক্ষিতম্**—দৃষ্টিপাত করেছিলেন; **নভঃ**—আকাশ; **নভসঃ**—আকাশ থেকে; **অনুসৃতম্**—এইভাবে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে; **স্পর্শম্**—স্পর্শ; **বিকুর্বৎ**—রূপান্তরিত হয়ে; **নির্মমে**—সৃষ্টি হয়েছে; **অনিলম্**—বায়ু।

অনুবাদ

তারপর পরমেশ্বর ভগবান আকাশের প্রতি ঈক্ষণ করেন, যা শাশ্বত কাল এবং বহিরঙ্গা শক্তির আংশিক মিশ্রণ, এবং তার ফলে স্পর্শ অনুভূতির বিকাশ হয়, যার থেকে আকাশে বায়ুর উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় সৃষ্টি সূক্ষ্ম থেকে স্থূল রূপ গ্রহণ করে। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়েছে। আকাশ থেকে স্পর্শ অনুভূতির উদ্ভব হয়, যা হচ্ছে শাশ্বত কাল, বহিরঙ্গা প্রকৃতি এবং ভগবানের ঈক্ষণের মিশ্রণ। স্পর্শ অনুভূতি আকাশে বায়ুতে পরিণত হয়। তেমনই অন্য সমস্ত স্থূল পদার্থও সূক্ষ্ম থেকে স্থূলতে পরিণত হয়েছে—শব্দ আকাশে পরিণত হয়েছে, স্পর্শ বায়ুতে পরিণত হয়েছে, রূপ অগ্নিতে পরিণত হয়েছে, রস জলে পরিণত হয়েছে, এবং ঘ্রাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অনিলোঽপি বিকুর্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ ।
সসর্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্ ॥ ৩৪ ॥

অনিলঃ—বায়ু; **অপি**—ও; **বিকুর্বাণঃ**—রূপান্তরিত হয়ে; **নভসা**—আকাশ; **উরু-বল-অন্বিতঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছে; **রূপ**—রূপ; **তৎ-মাত্রম্**—ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **জ্যোতিঃ**—বিদ্যুৎ; **লোকস্য**—জগতের; **লোচনম্**—দর্শন করার আলোক।

অনুবাদ

তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী বায়ু আকাশের সঙ্গে বিকার প্রাপ্ত হয়ে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করেছে, এবং রূপতন্মাত্র থেকে ভুবন প্রকাশক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্বৎপরবীক্ষিতম্ ।
আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনিলেন—বায়ুর দ্বারা; **অন্বিতম্**—সংযুক্ত; **জ্যোতিঃ**—বিদ্যুৎ; **বিকুর্বৎ**—রূপান্তরিত হয়ে; **পরবীক্ষিতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে; **আধত্ত**—সৃষ্টি হয়েছে; **অম্ভঃ রস-ময়ম্**—স্বাদযুক্ত জল; **কাল**—শাশ্বত কালের; **মায়া-অংশ**—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; **যোগতঃ**—মিশ্রণ দ্বারা।

অনুবাদ

সেই জ্যোতি যখন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন কাল ও মায়ার অংশযোগে রসতন্মাত্র এবং জলের উৎপত্তি হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্বদ্ব্রহ্মবীক্ষিতম্ ।
মহীং গন্ধগুণামাধাৎকালমায়াংশযোগতঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্যোতিষা—বিদ্যুৎ; **অম্ভঃ**—জল; **অনুসংসৃষ্টম্**—এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে; **বিকুর্বৎ**—রূপান্তরের ফলে; **ব্রহ্ম**—পরম; **বীক্ষিতম্**—এই প্রকার দৃষ্টিপাতের ফলে; **মহীম্**—পৃথিবী; **গন্ধ**—গন্ধ; **গুণাম্**—গুণ; **আধাৎ**—সৃষ্টি হয়েছিল; **কাল**—শাশ্বত কাল; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **অংশ**—আংশিকভাবে; **যোগতঃ**—মিশ্রণের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর জ্যোতি থেকে উদ্ভূত জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং তাতে কাল ও মায়ার সহযোগে গন্ধ গুণাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।

তাৎপর্য

উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে ভৌতিক উপাদানের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সংযোজন এবং পরিবর্তনের সমস্ত স্তরেই ভগবানের দৃষ্টিপাত আবশ্যক। প্রত্যেক রূপান্তরে ভগবানের দৃষ্টিপাত হচ্ছে অন্তিম পূর্ণতা প্রদানকারী স্পর্শ, যিনি একজন চিত্রকরের মতো বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে এক বিশেষ রঙ সৃষ্টি করেন। যখন একটি উপাদানের সঙ্গে অন্য উপাদানের মিশ্রণ হয়, তখন তাতে গুণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেমন আকাশ হচ্ছে বায়ুর কারণ, এবং আকাশে কেবল একটি গুণ, যথা শব্দ রয়েছে, কিন্তু অনন্ত কাল এবং বহিরঙ্গা প্রকৃতিসহ ভগবানের দৃষ্টিপাতের সঙ্গে আকাশের মিলনের ফলে বায়ু উৎপন্ন হয়, যার গুণ হচ্ছে দুটি—শব্দ এবং স্পর্শ। তেমনই বায়ুর সৃষ্টির পর, কাল ও বহিরঙ্গা প্রকৃতির স্পর্শ সমন্বিত আকাশ এবং বায়ুর পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। আর বিদ্যুৎ, বায়ু ও আকাশের পরস্পরের ক্রিয়ার পর তার সঙ্গে কাল ও বহিরঙ্গা শক্তির মিলন এবং ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জল উৎপন্ন হয়। আকাশের অন্তিম অবস্থায় তাতে কেবল একটি গুণ, তা হচ্ছে শব্দ; বায়ুতে দুটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ; আগুনে তিনটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে চারটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ভৌতিক বিকাশের অন্তিম পরিণাম হচ্ছে মাটি, যাতে শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পাঁচটি গুণ রয়েছে। যদিও সেগুলি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ, এই মিশ্রণ আপনা থেকেই সংগঠিত হয় না, ঠিক যেমন শিল্পীর স্পর্শ ব্যতীত আপনা থেকেই রঙের মিশ্রণ হয় না। জড়া প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ স্পর্শের প্রভাবে সক্রিয় হয়। সমস্ত ভৌতিক পরিবর্তনে চেতনাই হচ্ছে শেষ কথা। এই ঘটনাটি ভগবদ্গীতায় (৯/১০) এইরূপভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ভৌতিক উপাদানগুলি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে কার্য করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় ভগবানের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। যারা ভৌতিক উপাদানের পরিবর্তনটুকু শুধু দেখতে পায়, কিন্তু সেগুলির পেছনে ভগবানের অদৃশ্য হাতকে দেখতে পায় না, তারা নিঃসন্দেহে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, যদিও বড় বড় বৈজ্ঞানিক বলে তাদের ঘোষণা করা হয়।

শ্লোক ৩৭

ভূতানাং নভ আদীনাং যদ্যদ্ভব্যাবরাবরম্ ।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

ভূতানাম্—সমস্ত ভৌতিক উপাদানের; **নভঃ**—আকাশ; **আদীনাম্**—শুরু থেকে; **যৎ**—যেমন; **যৎ**—এবং যেমন; **ভব্য**—হে সজ্জন পুরুষ; **অবর**—নিম্নতর; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **তেষাম্**—তাদের সকলের; **পর**—পরম; **অনুসংসর্গাৎ**—অন্তিম স্পর্শ; **যথা**—যতগুলি; **সংখ্যম্**—সংখ্যা; **গুণান্**—গুণসমূহ; **বিদুঃ**—আপনি জানতে পারেন।

অনুবাদ

হে সজ্জন পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক উপাদানসমূহ, আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত সব কটি ভৌতিক উপাদানে প্রকাশিত হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ অন্তিম স্পর্শের ফলে।

শ্লোক ৩৮

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ ।
নানাত্বাৎস্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥ ৩৮ ॥

এতে—এই সমস্ত জড় উপাদানের; **দেবাঃ**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **কলাঃ**—অংশ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কাল**—সময়; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **অংশ**—অংশ; **লিঙ্গিনঃ**—এইভাবে দেহপ্রাপ্ত; **নানাত্বাৎ**—বিভিন্ন রূপের কারণে; **স্ব-ক্রিয়া**—স্বীয় কর্তব্য; **অনীশাঃ**—অনুষ্ঠান করতে সক্ষম না হয়ে; **প্রোচুঃ**—বলেছিলেন; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—চিত্তাকর্ষক; **বিভুম্**—ভগবানকে।

অনুবাদ

উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট কলা। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন, এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার জন্য উচ্চতর লোকে নিবাসকারী দেবতাদের ধারণা কাল্পনিক নয়, যা মূর্খ লোকেরা সাধারণত মনে করে থাকে। দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর প্রকাশরূপ বিভিন্ন অংশ, এবং তাঁরা কাল, বহিরঙ্গা প্রকৃতি এবং ভগবানের আংশিক চেতনার মূর্তরূপ। মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাদেরও বিভিন্ন প্রকার জড় দেহ রয়েছে, কিন্তু তারা জড়া প্রকৃতির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রক নয়। পক্ষান্তরে, তারা এই সমস্ত দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণ অনাবশ্যক নয়; আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগগুলির মতোই সেগুলির আবশ্যক। নিয়ন্ত্রিত জীবদের কখনও দেবতাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কার্যে নিযুক্ত ভগবানের মহান ভক্ত। কেউ যমরাজের প্রতি রুষ্ট হতে পারে, কেননা তিনি পাপাত্মাদের দণ্ডদান করার মতো প্রশংসাবিহীন কার্য করেন, কিন্তু যমরাজ হচ্ছেন মহাজন নামে পরিচিত ভগবানের একজন মহান ভক্ত, এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতারাও তাই। ভগবানের ভক্ত কখনও ভগবানের সহায়করূপে নিযুক্ত ঐ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না, কিন্তু ভগবান কর্তৃক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য ভক্ত তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সেই সঙ্গে ভগবদ্ভক্ত মূর্খের মতো তাঁদের ভগবান বলেও ভুল করেন না। মূর্খেরাই কেবল দেবতাদের বিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত বিষ্ণুর দাস।

যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাদের বলা হয় পাষণ্ডী বা নাস্তিক। দেবতারা সেই সমস্ত মানুষদের দ্বারা পূজিত হন, যারা ন্যূনাধিক জ্ঞান, যোগ এবং কর্মের পন্থার অনুগামী, যেমন—নির্বিশেষবাদী, ধ্যানী এবং সকাম কর্মী। ভক্তেরা কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। এই আরাধনা সকাম কর্মী, যোগী, এবং মুমুক্ষু স্তর পর্যন্ত জড়বাদীদের মতো কোন জড় লাভের জন্য নয়। ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য। যারা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ভগবৎ প্রেম লাভের জন্য চেষ্টা করে না, ভগবান তাদের দ্বারা পূজিত হন না। যে সমস্ত মানুষ ভগবানের সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ, তারা তাদের নিজেদেরই কার্যকলাপের জন্য ন্যূনাধিক পরিমাণে অপরাধী।

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, ঠিক প্রবহমান গঙ্গার ধারার মতো। গঙ্গার জল সকলকেই পবিত্র করে, তবুও গঙ্গার তটবর্তী বৃক্ষের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন।

গঙ্গার তটবর্তী আম্র বৃক্ষ গঙ্গার জল পান করে, আবার একটি নিম বৃক্ষও সেই জল পান করে। কিন্তু সেই বৃক্ষ দুটির ফল ভিন্ন ভিন্ন। একটি ফল স্বর্গীয় মধুরতায় পূর্ণ, অপরটি নারকীয়ভাবে তিক্ত। নিমের নারকীয় তিক্ততার কারণ তার পূর্বকৃত কর্ম, তেমনই আমের মিষ্টতার কারণও তার পূর্বকৃত কর্ম। ভগবদ্গীতায় (১৬/১৯) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"ভগবৎ বিদ্বেষী, ক্রূর দুরাচার এবং নরাধমদের আমি নিরন্তর ভবসমুদ্রে আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করি।" যমরাজের মতো দেবতাদের নিয়ন্ত্রকের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই সমস্ত অবাঞ্ছনীয় বদ্ধ জীবদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, যারা ভগবানের রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে। যেহেতু সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক, তাই, কখনও তাদের নিন্দা করা উচিত নয় অথবা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৯

দেবা উচুঃ
নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্ ।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥ ৩৯ ॥

দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **নমাম**—আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **পদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **তাপ**—কষ্ট; **উপশম**—নিবারণ করার জন্য; **আতপত্রম্**—ছত্র; **যৎ-মূল-কেতাঃ**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; **যতয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অঞ্জসা**—পূর্ণরূপে; **উরু**—মহান; **সংসার-দুঃখম্**—জড়জাগতিক অস্তিত্বজনিত ক্লেশ; **বহিঃ**—বাইরে; **উৎক্ষিপন্তি**—বলপূর্বক নিক্ষেপ করে।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে ভগবান! আপনার চরণারবিন্দ শরণাগত জীবেদের কাছে একটি ছত্রের মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই

আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বহু ঋষি ও মহাত্মা রয়েছেন যাঁরা পুনর্জন্ম ও অন্যান্য জাগতিক ক্লেশ জয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অনায়াসে এই সমস্ত ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেন। যাঁরা অন্য উপায়ে পারমার্থিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হন, তাঁরা তা পারেন না। তাঁদের পক্ষে তা অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁরা কৃত্রিমভাবে মনে করতে পারেন যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে তাঁরা মুক্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব নয়। এই প্রকার ভ্রান্ত মুক্তির স্তর থেকে মানুষ সংসারের আবর্তে পুনরায় অবশ্যই অধঃপতিত হয়, তা তাঁরা যতই কঠোর ব্রত এবং তপস্যা সাধন করুন না কেন। এইটি দেবতাদের অভিমত, যাঁরা কেবল বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শীই নন, অধিকন্তু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও। দেবতাদের অভিমতও অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা তাঁরা বিশ্বের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। তাঁরা বিশ্বস্ত সেবকরূপে ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্লোক ৪০

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবা-
স্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম ।
আত্মন্লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥

ধাতঃ—হে পিতা; **যৎ**—যেহেতু; **অস্মিন্**—এতে; **ভবে**—জড় জগতে; **ঈশ**—হে ভগবান; **জীবাঃ**—জীবাত্মা; **তাপ**—দুঃখ; **ত্রয়েণ**—তিনের দ্বারা; **অভিহতাঃ**—সর্বদা বিহ্বল হয়; **ন**—কখনই না; **শর্ম**—সুখে; **আত্মন্**—আত্মা; **লভন্তে**—লাভ করেন; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-ছায়াম্**—শ্রীপাদপদ্মের ছায়া; **স-বিদ্যাম্**—পূর্ণজ্ঞান; **অতঃ**—লাভ করেন; **আশ্রয়েম**—আশ্রয়।

অনুবাদ

হে পিতা, হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান! এই জড় জগতে জীবেরা কখনও সুখী হতে পারে না, কেননা তারা ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা অভিভূত। তাই তারা

আপনার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির পন্থা ভাবুকতাপূর্ণ অথবা লৌকিক নয়। এইটি এক বাস্তব পন্থা যার দ্বারা জীবাত্মা আধি-আত্মিক, আধি-দৈবিক এবং আধি-ভৌতিক ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য আনন্দ লাভ করতে পারে। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ সমস্ত জীব—তা সে মানুষ হোক, পশু হোক, দেবতা হোক অথবা পক্ষী হোক—সকলেই আধ্যাত্মিক (শারীরিক বা মানসিক), আধিভৌতিক (অন্য প্রাণীদের দ্বারা প্রদত্ত) এবং আধিদৈবিক (অতি প্রাকৃত বিশৃঙ্খলাজনিত) ক্লেশসমূহ সহ্য করতে বাধ্য। সুখভোগের জন্য তার প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবনের ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার কঠোর সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে কেবল একটি উপায়েই মুক্ত হতে পারে, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা।

যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত যে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, সেই কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম যেহেতু দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ, তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা হলে সেই প্রয়োজনটি পূর্ণ হয়ে যায়। সেই বিষয়ে আমরা পূর্বেই প্রথম স্কন্ধে (১/২/৭) আলোচনা করেছি—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগ সম্পাদিত হলে, জ্ঞানের কোন অভাব হয় না। ভগবান স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে তিনি ভগবদ্গীতায় (১০/১০) বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা কখনও কাউকে জড় জগতের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হয়ে জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৪১

মার্গন্তি যত্তে মুখপদ্মনীড়ৈ-
শ্ছন্দঃসুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে ।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ
পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৪১ ॥

মার্গন্তি—অন্বেষণ করে; যৎ—যেমন; তে—আপনার; মুখ-পদ্ম—মুখকমল; নীড়ৈঃ—যাঁরা এই চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করেছেন; ছন্দঃ—বৈদিক মন্ত্র; সুপর্ণৈঃ—পাখার দ্বারা; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; বিবিক্তে—নির্মল চিত্তে; যস্য—যার; অঘ-মর্ষ-উদ—সমস্ত পাপের ফল থেকে যা মুক্তি প্রদান করে; সরিৎ—নদী; বরায়াঃ—সর্বোত্তম; পদম্ পদম্—প্রতি পদে; তীর্থ-পদঃ—যাঁর চরণারবিন্দ তীর্থস্থানের মতো; প্রপন্নাঃ—শরণাগত।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। নির্মল চিত্ত মহর্ষিরা বেদরূপী পাখার দ্বারা বাহিত হয়ে নিরন্তর আপনার মুখকমলরূপ নীড়ের আশ্রয় অন্বেষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিপদে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

পদ্মের পাপড়িতে নীড় রচনাকারী রাজহংসের সঙ্গে পরমহংসদের তুলনা করা হয়। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের অঙ্গসমূহের তুলনা পদ্ম ফুলের সঙ্গে করা হয়, কেননা জড় জগতে পদ্ম ফুল হচ্ছে সৌন্দর্যের চরম অভিব্যক্তি। এই জগতে সবচাইতে সুন্দর বস্তু হচ্ছে বেদ বা ভগবদ্‌গীতা, কেননা তাতে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। পরমহংসেরা ভগবানের মুখকমলে তাঁদের নীড় রচনা করেন, এবং সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের অন্বেষণ করেন, যা বৈদিক জ্ঞানরূপ পক্ষের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাখি যেমন নীড় ছেড়ে উড়ে যাবার পর পুনরায় পূর্ণ বিশ্রাম লাভের জন্য নীড়ের অন্বেষণ করে, তেমনই বৈদিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের আশ্রয়ের অন্বেষণ করেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস। সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা, যে সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব*

বেদ্যঃ। হংসসদৃশ বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, এবং বিভিন্ন দর্শনের নিষ্ফল জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কখনও মনোস্তরে বিরাজ করেন না।

ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি সুরধুনী গঙ্গাকে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তার করেছেন, যাতে সেই পবিত্র সলিলে স্নান করে সকলেই প্রতি পদে সংঘটিত পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে। পৃথিবীতে বহু নদী রয়েছে, যেগুলিতে স্নান করার ফলে ভগবৎ চেতনার উদয় হয়, এবং তাদের মধ্যে গঙ্গা হচ্ছে প্রধানা। ভারতবর্ষে পাঁচটি পবিত্র নদী রয়েছে, কিন্তু গঙ্গা হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচাইতে পবিত্র। মানুষদের জন্য গঙ্গা নদী ও ভগবদ্গীতা হচ্ছে দিব্য সুখের উৎস, এবং বুদ্ধিমান মানুষেরা তাদের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। এমনকি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ভগবদ্গীতার স্বল্প জ্ঞান এবং অল্পমাত্রায় গঙ্গা জল পান করার ফলে, মানুষ যমরাজের দণ্ড থেকে রক্ষা পেতে পারে।

শ্লোক ৪২

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায় ।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥ ৪২ ॥

যৎ—যা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **শ্রুতবত্যা**—কেবল শ্রবণ করার ফলে; **চ**—ও; **ভক্ত্যা**—ভক্তিতে; **সম্মৃজ্যমানে**—নির্মল হয়ে; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **অবধায়**—ধ্যান; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **বলেন**—বলের দ্বারা; **ধীরাঃ**—শান্ত; **ব্রজেম**—অবশ্যই যাওয়া কর্তব্য; **তৎ**—তা; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ; **সরোজ-পীঠম্**—পদ্মবন।

অনুবাদ

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে, এবং হৃদয়ে তার ধ্যান করার ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, এবং বৈরাগ্যবলে শান্ত হয়। তাই, আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার মহিমা এমনই যে, অন্য কোনও পন্থার সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের মন এতই বিক্ষুব্ধ যে, তাদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বিধিবদ্ধ সাধনার মাধ্যমে পরম সত্যের অন্বেষণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই প্রকার জড়বাদীরাও যদি অল্প শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, গুণ, যশ, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ করে, তাহলে তারাও জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের সমস্ত প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে পারে। বদ্ধ জীব দেহাত্ম-বুদ্ধিতে আসক্ত, এবং তাই সে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন বিষয়াসক্তির প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করে, এবং এই প্রকার বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞানের কোন অর্থ হয় না। জড় সুখ উপভোগের ক্ষেত্রে সবচাইতে দৃঢ় আসক্তি হচ্ছে যৌনজীবন। যে ব্যক্তি যৌনজীবনের প্রতি আসক্ত, বুঝতে হবে যে, সে অজ্ঞান। জ্ঞানের পশ্চাতে বৈরাগ্যের উদয় হওয়া আবশ্যক। সেইটি হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির পন্থা। যদি কেউ ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তাহলে আত্ম উপলব্ধির দুটি অনিবার্য গুণ—জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, অতি শীঘ্রই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে *ধীর* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি বিচলিত হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও বিচলিত হন না, তাঁকে বলা হয় *ধীর*। শ্রীযামুনাচার্য বলেছেন, "যখন থেকে আমার হৃদয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতে অভিভূত হয়েছে, তখন থেকে আমি আর যৌনজীবনের কথা চিন্তাও করতে পারি না, এবং যদি সেই চিন্তার উদয় হয়ও, তাহলে সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি ঘৃণা অনুভব করি।" শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার সরল পন্থার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্ত অতি উন্নত ধীর হয়ে ওঠেন।

ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়াটি হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ করা। এই প্রকার সদ্‌গুরুকে গ্রহণ করতে হয় নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উৎকর্ষ সাধন ভক্তেরা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করেন। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে এই শ্রবণের পন্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করেছেন, এবং এই পন্থা অনুশীলনের ফলে মানুষ অন্য সমস্ত মার্গকে পরাভূত করে সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪৩

বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে ।
ব্রজেম সর্বে শরণং যদীশ
স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্বপুংসাম্ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বস্য—জগতের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **সংযম-অর্থে**—প্রলয়ের জন্যও; **কৃত**—স্বীকার করেন অথবা ধারণ করেন; **অবতারস্য**—অবতারদের; **পদ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **তে**—আপনার; **ব্রজেম**—আমরা শরণ গ্রহণ করি; **সর্বে**—আমরা সকলে; **শরণম্**—আশ্রয়; **যৎ**—যা; **ঈশ**—হে ভগবান; **স্মৃতম্**—স্মরণ; **প্রযচ্ছতি**—প্রদান করে; **অভয়ম্**—ভয়শূন্যত্ব; **স্ব-পুংসাম্**—ভক্তদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য আপনি অবতার গ্রহণ করেন, এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, কেননা তা সর্বদা আপনার ভক্তদের স্মৃতি ও অভয় প্রদান করে।

তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য তিন অবতার রয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব)। তাঁরা পরিদৃশ্যমান জগতের কারণস্বরূপ তিনটি গুণের নিয়ন্তা বা প্রভু। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা, ব্রহ্মা রজোগুণের নিয়ন্তা, এবং মহেশ্বর তমোগুণের নিয়ন্তা। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ভক্ত রয়েছেন। যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন তাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, যাঁরা রজোগুণে রয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মার আরাধনা করেন, এবং যাঁরা তমোগুণে রয়েছেন তাঁরা শিবের আরাধনা করেন। এই তিনটি বিগ্রহই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, কেননা তিনি হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর। দেবতারা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের নির্দেশ করেছেন, বিভিন্ন অবতারদের নয়। তবে জড় জগতে ভগবানের বিষ্ণুরূপী অবতার দেবতাদের দ্বারা সরাসরিভাবে পূজিত হন। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার কার্যে যখন অসুবিধা দেখা দেয়, তখন দেবতারা ক্ষীর-সমুদ্রে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিবেদন করেন। ভগবানের

অবতার হলেও ব্রহ্মা ও শিব শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, এবং এইভাবে তাঁদেরও দেবতাদের মধ্যে গণনা করা হয়, তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করা হয় না। যাঁরা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁদের বলা হয় সুর বা দেবতা, আর যারা তাঁর আরাধনা করে না, তাদের বলা হয় অসুর। বিষ্ণু সর্বদাই দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব কখনও কখনও অসুরদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের স্বার্থ অনুসারে তাঁরা তাদের সঙ্গে এক হন, কিন্তু তাঁরা তা করেন অসুরদের উপর তাঁদের প্রভুত্ব স্থাপন করার জন্য।

শ্লোক ৪৪

যৎসানুবন্ধেঽসতি দেহগেহে
মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্ ।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্যাং
ভজেম তত্তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যেহেতু; **স-অনুবন্ধে**—আবদ্ধ হওয়ার ফলে; **অসতি**—এইভাবে হওয়ার ফলে; **দেহ**—স্থূল জড় শরীর, **গেহে**—গৃহে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **উঢ়**—মহান, গভীর; **দুরাগ্রহাণাম্**—অবাঞ্ছিত উৎসুকতা; **পুংসাম্**—মানুষদের; **সু-দূরম্**—বহু দূরে; **বসতঃ**—বাস করে; **অপি**—যদিও; **পুর্যাম্**—শরীরে; **ভজেম**—আমরা আরাধনা করব; **তৎ**—তাই; **তে**—আপনার; **ভগবান্**—হে প্রভু; **পদ-অব্জম্**—চরণকমল।

অনুবাদ

হে প্রভু! আত্মীয়স্বজনসহ তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাদের 'আমি' ও 'আমার' এই অবাঞ্ছিত বাসনা প্রবল, সেই সমস্ত মানুষদের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করলেও যে পাদপদ্ম তাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি।

তাৎপর্য

সমগ্র বৈদিক জীবন-দর্শন হচ্ছে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কেননা জড় বন্ধনই মানুষের অভিশপ্ত দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জড় জগতের উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ

তাকে এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার প্রেরণা হচ্ছে 'আমি' ও 'আমার' ধারণা। "আমি যা কিছু দেখি, সেই সব কিছুরই মালিক আমি, আমার অধিকারে এত কিছু রয়েছে, এবং আমি আরও অনেক কিছু অধিকার করব। ধন ও বিদ্যায় আমার থেকে বড় কে আছে? আমি প্রভু, এবং আমি ভগবান। আমি ছাড়া আর কে আছে?" এই সমস্ত ধারণা অহং মম দর্শনের প্রতিবিম্ব, অর্থাৎ 'আমিই সব কিছু' এই ধারণা। যে সমস্ত মানুষ এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হয়ে আচরণ করে, তারা কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু চিরকালের জন্য সংসার যন্ত্রণা ভোগে অভিশপ্ত মানুষও এই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, যদি সে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সহজ পন্থাটি স্বীকার করে নেয়। এই কলিযুগে কৃষ্ণকথা শ্রবণের প্রক্রিয়াটি অবাঞ্ছিত পারিবারিক স্নেহ থেকে মুক্তি লাভের সবচাইতে কার্যকরী পন্থা, এবং তার ফলে অনায়াসে স্থায়ী মুক্তি লাভ করা যায়। কলিযুগ পাপে পূর্ণ, এবং মানুষ এই যুগের স্বাভাবিক পাপাচরণের প্রতি অধিক থেকে অধিকতরভাবে আসক্ত হচ্ছে, কিন্তু কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তনের প্রভাবে মানুষ নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। তাই, সব রকম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সর্বতোভাবে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার শিক্ষাই মানুষকে দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৪৫

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

তান্—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **হি**—জন্য; **অসৎ**—জড়বাদী; **বৃত্তিভিঃ**—যারা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত, তাদের দ্বারা; **অক্ষিভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **যে**—যারা; **পরাহৃত**—দূরে অপহৃত; **অন্তঃ-মনসঃ**—আন্তরিক মনের; **পরেশ**—হে পরমেশ্বর; **অথো**—অতএব; **ন**—কখনই না; **পশ্যন্তি**—দেখতে পারে; **উরুগায়**—হে মহান; **নূনম্**—কিন্তু; **যে**—যারা; **তে**—আপনার; **পদন্যাস**—কার্যকলাপ; **বিলাস**—অপ্রাকৃত উপভোগ; **লক্ষ্ম্যাঃ**—যারা দেখতে পারে।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! যে সমস্ত পাপীদের অন্তর্দৃষ্টি বহিরঙ্গা জড়বাদী কার্যকলাপের ফলে অত্যন্ত দূষিত হয়েছে, তারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, কিন্তু, আপনার লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই শুদ্ধ ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৬১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই, অন্তত নিজের অন্তরে ভগবানকে দর্শন করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু, যাদের অন্তর্দৃষ্টি বহিরঙ্গা ক্রিয়াকলাপের ফলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে তা দর্শন করা সম্ভব নয়। শুদ্ধ আত্মা, যা চেতনার দ্বারা উপলক্ষিত হয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও তা সহজে অনুভব করা সম্ভব, কেননা চেতনা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। যে যোগ-পদ্ধতি ভগবদ্‌গীতায় নির্দেশিত হয়েছে, তা হচ্ছে মানসিক কার্যকলাপকে অন্তরে একাগ্রীভূত করা এবং তার ফলে অন্তরের অন্তঃস্থলে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করা। কিন্তু অনেক তথাকথিত যোগী রয়েছে যাদের ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তারা কেবল চেতনার সম্বন্ধেই সচেতন, এবং তারা মনে করে যে, সেটি হচ্ছে চরম উপলব্ধি। এই প্রকার চেতনার উপলব্ধির শিক্ষা ভগবদ্‌গীতায় কেবল কয়েক মিনিটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করার ফলে সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীদের তা উপলব্ধি করতে বহু বহু বছর লাগে। সবচাইতে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে ব্যষ্টি আত্মা থেকে ভগবানের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা, অথবা ভগবান ও ব্যষ্টি আত্মাকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা। নির্বিশেষবাদীরা প্রতিবিম্ববাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে, এবং তার ফলে তারা ভ্রান্তভাবে ব্যষ্টি চেতনাকে পরম চেতনা বলে মনে করে।

যে কোন নিষ্ঠাপরায়ণ সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্ববাদ অনায়াসে স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। জলে যখন আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তখন আকাশ ও তারকারাজি দুটিই জলের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এইটি সহজেই বোঝা যায় যে, জলে আকাশ ও তারকারাজির প্রতিবিম্ব এবং প্রকৃত আকাশ ও তারকা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। তারাগুলি আকাশের অংশ এবং তাই সেইগুলিও সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আকাশ পূর্ণ, এবং তারাগুলি অংশ। তাই, তারা কখনও এক এবং অভিন্ন হতে পারে না। যে সমস্ত পরমার্থবাদী পরম চেতনাকে ব্যষ্টি চেতনা

থেকে পৃথক বলে স্বীকার করে না, তারা ভগবানের অস্তিত্বে অস্বীকারকারী জড়বাদীদের মতোই অপরাধী।

এই প্রকার অপরাধীরা তাদের অন্তরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, এবং তারা এমনকি ভগবানের ভক্তদেরও দর্শন করতে পারে না। ভগবানের ভক্তরা এতই কৃপাময় যে, মানুষকে ভগবৎ চেতনায় অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁরা সর্বত্র বিচরণ করেন। কিন্তু অপরাধীরা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হয়, অথচ অপরাধশূন্য সাধারণ মানুষেরা ভক্তের উপস্থিতির দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হন। এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ এবং একটি ব্যাধের খুব সুন্দর একটি কাহিনী রয়েছে। অরণ্যের শিকারী সেই ব্যাধটি যদিও ছিল মহাপাপী, তবুও সে জেনেশুনে কোন অপরাধ করেনি। নারদ মুনির সংস্পর্শে আসামাত্রই সে প্রভাবিত হয়, এবং তার ঘর-দোর পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু অপরাধী নলকুবের ও মণিগ্রীব দেবতাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও, পরবর্তী জীবনে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে দণ্ডভোগ করে, যদিও ভক্তের কৃপায় পরে তাদের ভগবান কর্তৃক উদ্ধার লাভ হয়। অপরাধীদের ভক্তের কৃপা লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, এবং তারপর তারা তাদের অন্তরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু তাদের অপরাধ এবং জড়বাদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে, তারা ভগবানের ভক্তদের পর্যন্ত দর্শন করতে পারে না। বহির্মুখী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে তারা তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে হত্যা করে। কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা মূর্খদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রচেষ্টাজনিত অপরাধ গ্রহণ করেন না। ভগবানের ভক্তেরা নির্দ্বিধায় এই সমস্ত অপরাধীদের ভগবদ্ভক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন। এইটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তদের স্বভাব।

শ্লোক ৪৬

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে ।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

পানেন—পান করার দ্বারা; তে—আপনার; দেব—হে প্রভু; কথা—প্রসঙ্গ; সুধায়াঃ—অমৃতের; প্রবৃদ্ধ—মহাজ্ঞানী; ভক্ত্যা—ভক্তিযুক্ত সেবার দ্বারা; বিশদ-

আশয়াঃ—অত্যন্ত গভীর মনোবৃত্তি সহকারে; যে—যাঁরা; **বৈরাগ্য-সারম্**—বৈরাগ্যের সারাতিসার; **প্রতিলভ্য**—লাভ করে; **বোধম্**—বুদ্ধি; **যথা**—যতখানি; **অঞ্জসা**—অচিরে; **অন্বীয়ুঃ**—লাভ করেন; **অকুণ্ঠ-ধিষ্ণ্যম্**—চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক।

অনুবাদ

হে প্রভু! যাঁরা তাঁদের ঐকান্তিক মনোভাবের জন্য কেবল আপনার কথামৃত পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্যের সারস্বরূপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা অচিরেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী মনোধর্মী এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, নির্বিশেষবাদী পরমতত্ত্বকে জানবার প্রতিটি স্তরেই কেবল ক্লেশই ভোগ করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাঁর সাধনার শুরু থেকেই নিত্য আনন্দময় লোকে প্রবেশ করেন। ভক্তকে কেবল ভক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হয়, যা সাধারণ জীবনের যে কোন বস্তুর মতো সরল, এবং তিনি আচরণও করেন অত্যন্ত সরলভাবেই, কিন্তু তাঁর বিপরীত নির্বিশেষবাদী মনোধর্মীদের কৃত্রিম নির্বিশেষ অবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা দিয়ে বাক্যবিন্যাস রচনা করতে হয়। পূর্ণ জ্ঞান লাভের এই কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্বিশেষবাদীরা পরিণামে ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়, যা ভগবানের শত্রুরা কেবল ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার ফলেই লাভ করে। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চিদাকাশের বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা কেবল আকাশ পর্যন্ত পৌঁছয়, কিন্তু অনুভবগম্য দিব্য আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সেই লোকে গমন করেন, যেখানে বাস্তব চিন্ময় জীবন বিদ্যমান। নিষ্ঠাপরায়ণ মনোভাব সহকারে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত প্রাপ্তি তুচ্ছ ধূলিকণার মতো ত্যাগ করে কেবল ভক্তিযোগের চিন্ময় পরম পরিণতিটুকুই স্বীকার করেন।

শ্লোক ৪৭

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্ ।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৪৭ ॥

তথা—যতদূর; **অপরে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **আত্ম-সমাধি**—চিন্ময় আত্ম উপলব্ধি; **যোগ**—পন্থা; **বলেন**—বলের দ্বারা; **জিত্বা**—জয় করে; **প্রকৃতিম্**—অর্জিত স্বভাব বা প্রকৃতির গুণ; **বলিষ্ঠাম্**—অত্যন্ত বলবান; **ত্বাম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **ধীরাঃ**—শান্ত; **পুরুষম্**—পুরুষ; **বিশন্তি**—প্রবেশ করেন; **তেষাম্**—তাদের জন্য; **শ্রমঃ**—অত্যধিক শ্রম; **স্যাৎ**—গ্রহণ করতে হয়; **ন**—কখনই না; **তু**—কিন্তু; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

অন্যেরা, যাঁরা চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির প্রভাবে শান্ত হয়েছেন, এবং জ্ঞানের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা প্রকৃতির গুণ জয় করেছেন, তাঁরাও আপনাতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁদের কেবল অত্যন্ত ক্লেশই লাভ হয়, অথচ ভক্তেরা কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন এবং তাঁদের এই প্রকার কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় না।

তাৎপর্য

প্রেমপূর্ণ শ্রম ও তার প্রতিফলের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও যোগীদের সঙ্গলাভে আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে ভক্তদের সর্বদাই অগ্রাধিকার রয়েছে। এই সম্পর্কে *অপরে* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'অপরে' বলতে জ্ঞানী ও যোগীদের বোঝায়, যারা কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আশা করে। যদিও ভক্তদের লক্ষ্যের তুলনায় তাদের লক্ষ্য ততটা মহত্ত্বপূর্ণ নয়, তবুও তাদের ভক্তদের থেকে অনেক বেশি শ্রম করতে হয়। কেউ হয়তো বলতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের জন্য ভক্তদেরও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু সেই শ্রম হচ্ছে প্রেমের প্রকাশ, এবং তাই, তার পরিণতিতে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয় বলে, সেই শ্রমকে শ্রম বলেই মনে হয় না। নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থেকে ভগবদ্ভক্ত সেবায় যুক্ত না থাকার থেকে অধিক আনন্দ আস্বাদন করেন। স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে উভয়কেই অধিক পরিশ্রম করতে হয় এবং দায়িত্বভার বহন করতে হয়, তবুও তারা যখন একলা থাকে, তখন তাদের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের অভাবে তারা অধিক কষ্ট অনুভব করে।

নির্বিশেষবাদীদের মিলন আর ভক্তদের মিলন এক নয়। নির্বিশেষবাদীরা সাযুজ্য-মুক্তি বা একত্বে লীন হয়ে তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত পরম স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের বিনিময় করার জন্য তাদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখে। অনুভূতির এই আদান-প্রদান দিব্য বৈকুণ্ঠলোকে

হয়, এবং তাই নির্বিশেষবাদীদের ঈপ্সিত মুক্তি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে আপনা থেকেই লাভ করা হয়ে যায়। ভক্তেরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে নিরন্তর দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—ভক্তদের লক্ষ্য হচ্ছে বৈকুণ্ঠ বা *অকুণ্ঠধিষ্ণ্য*, যেখানে কুণ্ঠা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়ে যায়। কখনও ভ্রান্তিবশত ভক্তদের লক্ষ্য এবং নির্বিশেষবাদীদের লক্ষ্যকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। তাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এবং ভক্তেরা যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, তা চিন্মাত্র বা একক চিন্ময় উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৪৮

তত্তে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম ।
সর্বে বিযুক্তাঃ স্векবিহারতন্ত্রং
ন শক্নুমস্তৎপ্রতিহর্তবে তে ॥ ৪৮ ॥

তৎ—তাই; তে—আপনার; বয়ম্—আমরা সকলে; লোক—জগৎ; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার জন্য; **আদ্য**—হে আদি পুরুষ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনুসৃষ্টাঃ**—একে একে সৃষ্ট হয়ে; **ত্রিভিঃ**—প্রকৃতির তিন গুণ; **আত্মভিঃ**—নিজের দ্বারা; **স্ম**—অতীতে; **সর্বে**—সকলে; **বিযুক্তাঃ**—বিচ্ছিন্ন হয়েছে; **স্ব-বিহার-তন্ত্রম্**—নিজের আনন্দের জন্য কার্যকলাপের জাল; **ন**—না; **শক্নুমঃ**—করতে পারে; **তৎ**—তা; **প্রতিহর্তবে**—প্রদান করার জন্য; **তে**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে আদি পুরুষ! তাই, আমরা কেবল আপনারই। যদিও আমরা আপনার সৃষ্টি, আমরা প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে একে একে জন্মগ্রহণ করেছি, এবং এই কারণে আমাদের কার্যকলাপ পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই, সৃষ্টির পর আপনাকে দিব্য আনন্দ প্রদান করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারিনি।

তাৎপর্য

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় সৃষ্টি কার্য করে। বিভিন্ন প্রাণীরাও সেই প্রভাবের অধীন, এবং তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের

সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারে না। এই বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপের জন্য এই জড় জগতে ঐকতান সম্ভব হয় না। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কার্যরত হওয়া। তার ফলে ঈপ্সিত ঐকতান সম্ভব হবে।

শ্লোক ৪৯

যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে
যথা বয়ং চান্নমদাম যত্র ।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা
বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ ॥ ৪৯ ॥

যাবৎ—যেমন; বলিম্—নৈবেদ্য; তে—আপনার; অজ—হে জন্মরহিত; হরাম—অর্পণ করব; কালে—যথাসময়ে; যথা—যতখানি; বয়ম্—আমরা; চ—ও; অন্নম্—খাদ্য-শস্য; অদাম—গ্রহণ করব; যত্র—যেখানে; যথা—যতখানি; উভয়েষাম্—আপনার ও আমাদের উভয়ের জন্য; তে—সমস্ত; ইমে—এই সমস্ত; হি—নিশ্চয়ই; লোকাঃ—জীবসমূহ; বলিম্—নৈবেদ্য; হরন্তঃ—নিবেদন করার সময়; অন্নম্—শস্য; অদন্তি—আহার করে; অনূহাঃ—নির্বিঘ্নে।

অনুবাদ

হে অজ! কৃপা করে আপনি আমাদের সেই মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন, যা অনুসরণ করার ফলে আমরা আপনার উপভোগের জন্য সমস্ত অন্ন এবং সামগ্রী অর্পণ করতে পারি, যার ফলে আমরা এবং এই জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীরা নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে, এবং আপনার জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি।

তাৎপর্য

বিকশিত চেতনা মানবজীবন থেকে শুরু হয় এবং উচ্চতর লোকে বসবাসকারী দেবতাদের মধ্যে তা অধিকতর বিকশিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে পৃথিবী অবস্থিত, এবং মানবজীবন দেবতা ও দানবদের জীবনের মাধ্যমস্বরূপ। পৃথিবীর ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত লোকসমূহ উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দেবতাদের জন্য। তাঁদের দেবতা বলা হয়, কেননা তাঁদের জীবনের মান যদিও সংস্কৃতিতে, উপভোগে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে, বিদ্যায় এবং আয়ুতে অনেক অনেক উন্নত, তবুও তাঁরা সর্বদা পূর্ণরূপে

ভগবৎ চেতনাময়। এই প্রকার দেবতারা সব সময় পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য প্রস্তুত, কেননা তাঁরা পূর্ণরূপে অবগত যে, প্রতিটি জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস। তাঁরা এইটিও জানেন যে, ভগবানই কেবল সমস্ত জীবের জীবনের আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করতে পারেন। বৈদিক মন্ত্র, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্, তা এনম্ অব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নম্ অদামে* ইত্যাদি, এই সত্যকে প্রতিপন্ন করে। ভগবদ্‌গীতাতেও ভগবানকে ভূতভৃৎ বা সমস্ত জীবের পালনকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

খাদ্যাভাবের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এই আধুনিক মতবাদটি দেবতা অথবা ভগবদ্ভক্তেরা স্বীকার করেন না। ভগবদ্ভক্ত অথবা দেবতারা খুব ভালভাবে জানেন যে, ভগবান যে কোন সংখ্যক জীবের ভরণপোষণ করতে পারেন, যদি তারা জানে কিভাবে খেতে হয়। যদি তারা সাধারণ পশুদের মতো খেতে চায়, যাদের কোন রকম ভগবৎ চেতনা নেই, তাহলে তাদের অবশ্যই জঙ্গলের পশুদের মতো অনাহার, দারিদ্র্য এবং অভাবের মধ্যে থাকতে হবে। ভগবান জঙ্গলের পশুদেরও উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করে পালন পোষণ করেন, কিন্তু তাদের কোন রকম ভগবৎ চেতনা নেই। তেমনই, ভগবানের কৃপায় মানুষ অন্ন, শাক, ফল এবং দুধ প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া। ভগবানের কাছ থেকে সেই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার ফলে, তাদের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এবং তাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে সেই সমস্ত খাদ্য যজ্ঞরূপে ভগবানের কাছে নিবেদন করা, এবং তারপর ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা।

ভগবদ্‌গীতায় (৩/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যাঁরা দেহ এবং আত্মাকে যথার্থভাবে ধারণ করার জন্য যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁরাই প্রকৃত অন্ন গ্রহণ করেন; আর যারা এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে না, তারা অন্নরূপে কেবল রাশি রাশি পাপই আহার করে। এই প্রকার পাপপূর্ণ আহার কখনই মানুষকে সুখী অথবা অভাব-মুক্ত করতে পারে না। মূর্খ অর্থনীতিবিদেরা মনে করে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দুর্ভিক্ষ হয়, সেকথা সত্য নয়। মানবসমাজ যখন ভগবানের কাছে তাঁর সমস্ত উপহারের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে, তখন সমাজে অবশ্যই কোন রকম অভাব বা অনটন থাকে না। কিন্তু, মানুষ যখন ভগবানের এই প্রকার উপহারের বাস্তবিক মূল্য অবগত হয় না, তখন অবশ্যই তারা অভাবগ্রস্ত হয়। ভগবৎ চেতনাবিহীন মানুষ তার প্রাক্তন পুণ্যকর্মের ফলে কিছু দিনের জন্য ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু যদি সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্মৃত হয়, তাহলে অবশ্যই

প্রকৃতির শক্তিশালী নিয়মের প্রভাবে তাকে অনাহারের অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। যদি মানুষ ভগবৎ চেতনা বা ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন না করে, তাহলে সে শক্তিশালী জড়া প্রকৃতির সতর্ক দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

শ্লোক ৫০

ত্বং নঃ সুরাণামসি সান্বয়ানাং
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্মযোনৌ
রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ ॥ ৫০ ॥

ত্বম্—হে ভগবান; **নঃ**—আমাদের; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **অসি**—আপনি হন; **স-অন্বয়ানাম্**—বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের দ্বারা; **কূট-স্থঃ**—যিনি অপরিবর্তনীয়; **আদ্যঃ**—যাঁর থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই; **পুরুষঃ**—অধিষ্ঠাতা; **পুরাণঃ**—প্রথম পুরুষ যাঁর কোন স্রষ্টা নেই; **ত্বম্**—আপনি; **দেব**—হে দেব; **শক্ত্যাম্**—শক্তিকে; **গুণ-কর্ম- যোনৌ**—প্রাকৃত গুণ এবং কর্মের কারণকে; **রেতঃ**—প্রজনন বীর্য; **তু**—যথার্থই; **অজায়াম্**—লাভ করার জন্য; **কবিম্**—সমগ্র জীব নিচয়; **আদধে**—সূত্রপাত করেছিলেন; **অজঃ**—যিনি জন্মরহিত।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত দেবতাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের আদি অধিষ্ঠাতা। আপনি পুরাণ পুরুষ এবং অপরিবর্তনীয়। হে ভগবান! আপনার কোন উৎস নেই এবং আপনার থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই। প্রাকৃত জন্মরহিত আপনি আদ্যশক্তি মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য আধান করেছেন।

তাৎপর্য

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যোনিতে অন্য সমস্ত জীব উৎপাদনকারী ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত জীবের পরম পিতা। কিন্তু সেই পরম পিতার অন্য কোন পিতা নেই। সমস্ত শ্রেণীর প্রতিটি প্রাণী থেকে শুরু করে বিশ্বের আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন পিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কোন পিতা নেই। তিনি যখন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে প্রাকৃত জগতে অবতীর্ণ হন, তখন এই জগতের নিয়ম অনুসরণ করার জন্য তিনি তাঁর কোন

মহান ভক্তকে পিতারূপে স্বীকার করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তাই কে তাঁর পিতা হবেন, তা মনোনয়ন করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করলে কোন রকম পিতামাতা ব্যতীতই প্রকাশিত হতে পারেন। যেমন, তাঁর নৃসিংহদেবরূপে অবতরণের সময় তিনি স্তম্ভ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন, আবার ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, শ্রীরাম অবতারে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পাথর থেকে অহল্যা বেরিয়ে এসেছিলেন। আবার পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি জীবের সাথী, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয়। জড় জগতে জীবের দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভগবান জড় জগতে এলেও তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। সেইটি তাঁর বিশেষ অধিকার।

ভগবদ্গীতায় (১৪/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান জড়া প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন, এবং তার ফলে প্রথম দেবতা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের সমস্ত জীব প্রকট হয়। ব্রহ্মা এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্তরের সমস্ত জীবাত্মা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সকলের আদি পিতা। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে প্রতিটি জীবের সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের মতো; সেই সম্পর্ক কখনই সমান নয়। কখনও কখনও ভালবাসার ক্ষেত্রে পুত্র পিতার থেকে অধিক হতে পারে, কিন্তু পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। প্রতিটি জীব, তা তিনি যত মহৎ-ই হোন না কেন, এমনকি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র পর্যন্ত দেবতারাও পরম পিতা ভগবানের নিত্যদাস। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে অপরা প্রকৃতির সমস্ত গুণের উৎপাদনের উৎস, এবং জড় জগতে জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতিরূপী মাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন শরীরে জন্মগ্রহণ করে। জীবের শরীর জড়া প্রকৃতির উপহার, কিন্তু, আত্মা মূলত পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ।

শ্লোক ৫১

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে
বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে ।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা
দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ—অতএব; বয়ম্—আমরা সকলে; মৎ-প্রমুখাঃ—মহত্তত্ত্ব থেকে আবির্ভূত; যৎ-অর্থে—যেই উদ্দেশ্যে; বভূবিম—সৃষ্টি করেছেন; আত্মন্—হে পরমাত্মা; করবাম—

করব; **কিম্**—কি; **তে**—আপনার সেবা; **ত্বম্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের; **স্ব-চক্ষুঃ**—নিজস্ব পরিকল্পনা; **পরিদেহি**—বিশেষরূপে আমাদের প্রদান করেন; **শক্ত্যা**—কার্য করার শক্তি; **দেব**—হে ভগবান; **ক্রিয়া-অর্থে**—কার্য করার জন্য; **যৎ**—যার থেকে; **অনুগ্রহাণাম্**—যাঁরা বিশেষ কৃপা পাত্র তাঁদের।

অনুবাদ

হে পরমাত্মা! সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্ব থেকে যে কার্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন কিভাবে আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব। দয়া করে আপনি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে আপনার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করতে পারি।

তাৎপর্য

ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যারা এই জগতে কার্যরত হবে, সেই সমস্ত জীবেদের জড়া প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চার করেন। এই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে এক দিব্য পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনাটি হচ্ছে, যে সমস্ত বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে চায়, তাদের সেই সুযোগ প্রদান করা। কিন্তু এই সৃষ্টির পিছনে আর একটি পরিকল্পনা রয়েছে—সেটি হচ্ছে জীবাত্মাদের এই উপলব্ধি প্রদান করা যে, ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের উপভোগের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। এইটি হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, এবং অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন। এই সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব (পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং বিভিন্ন শক্তি)—এই সবই এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকার বিস্তার। জীবতত্ত্ব বিষ্ণুতত্ত্ব থেকে ভিন্ন, এবং যদিও তাঁদের মধ্যে শক্তিগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা। কিছু জীব কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। এই প্রবৃত্তি কখন এবং কিভাবে শুদ্ধ জীবদের প্রভাবিত করে, সেই সম্বন্ধে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, জীবতত্ত্বে অতি অল্পমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাই তাকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ।

বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার নিত্যবদ্ধ জীবদের সংশোধন করার সুযোগ দেয়, এবং যাঁরা এই দিব্যজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁরা ধীরে ধীরে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা করার হারানো চেতনা পুনরায় প্রাপ্ত হন। দেবতারাও হচ্ছেন বদ্ধ জীব,

যাঁরা ভগবানের সেবা করার বিশুদ্ধ চেতনা বিকশিত করেছেন, অথচ সেই সঙ্গে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনাও পোষণ করছেন। এই প্রকার মিশ্র চেতনাবদ্ধ জীবকে এই জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালনার কার্যভার প্রদান করা হয়। দেবতাগণকে বদ্ধ জীবদের উপর নেতৃত্ব করার ভার অর্পণ করা হয়েছে। ঠিক যেমন কখনও কখনও পুরানো কয়েদিদের জেলখানার পরিচালনার দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, তেমনই দেবতারা হচ্ছেন সংশোধিত বদ্ধ জীব, যাঁরা এই জড় সৃষ্টিতে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কার্য করছেন। জড় জগতে এই সমস্ত দেবতারা ভগবানের ভক্ত, এবং যখন তাঁরা জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সমস্ত জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, তখন তাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন, এবং তখন ভগবানের সেবা করা ছাড়া তাঁদের আর কোন বাসনা থাকে না। তাই কোন জীব যদি জড় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান, তাহলে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের কাছ থেকে শক্তি ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, যা এই শ্লোকে দেবতাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ভগবান কর্তৃক আলোক প্রাপ্ত না হয়ে এবং ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট না হয়ে, কেউ কখনও কোন কিছুই করতে পারে না। ভগবদ্‌গীতায় (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*। এই সমস্ত স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি, এবং বিস্মৃতিও যা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা ভগবান কর্তৃক পরিচালিত হয়। বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করেন, আর ভগবানও তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত ঐকান্তিক ভক্তদের সাহায্য করেন।

পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবসৃষ্টির কার্যভার ভগবান দেবতাদের উপর অর্পণ করেছেন। এখানে তাঁরা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করছেন, যাতে তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য ভগবান তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি প্রদান করেন। তেমনই, যে কোন বদ্ধ জীব সুদক্ষ সদ্‌গুরুর পরিচালনায় ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশরূপ প্রতিনিধি, এবং যিনি সদ্‌গুরুর নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁর শরণাগত হন এবং সেই অনুসারে কার্য করেন, তাঁকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ অনুশীলকারী, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় (২/৪১) বলা হয়েছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বরূপের সৃষ্টি

শ্লোক ১

ঋষিরুবাচ

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মৈত্রেয় ঋষি বললেন; ইতি—এইভাবে; তাসাম্—তাদের; স্ব-শক্তীনাম্—নিজের শক্তি; সতীনাম্—এইভাবে অবস্থিত হয়ে; অসমেত্য—মিশ্রণবিহীন; সঃ—তিনি (ভগবান); প্রসুপ্ত—নিষ্ক্রিয়; লোক-তন্ত্রাণাম্—বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে; নিশাম্য—শ্রবণ করে; গতিম্—উন্নতি; ঈশ্বরঃ—ভগবান।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন —এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সৃষ্টিতে কোন কিছুরই অভাব নেই, সমস্ত শক্তি সেখানে প্রসুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেইগুলি ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা মিলিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুরই প্রগতি সম্ভব নয়। সৃষ্টি রচনার প্রগতিশীল কার্যকলাপ ভগবানের নির্দেশনার ফলেই কেবল প্রসুপ্ত অবস্থা থেকে পুনঃপ্রবর্তিত হতে পারে।

শ্লোক ২

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ২ ॥

কাল-সংজ্ঞাম্—কালী নামক; **তদা**—তখন; **দেবীম্**—দেবী; **বিভ্রৎ**—ধ্বংসাত্মক; **শক্তিম্**—শক্তি; **উরুক্রমঃ**—পরম শক্তিমান; **ত্রয়ঃ-বিংশতি**—তেইশ; **তত্ত্বানাম্**—উপাদানের; **গণম্**—সেই সমস্ত; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **আবিশৎ**—প্রবিষ্ট হয়েছিল।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ভগবান তখন দেবী কালীসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই কালী তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যিনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেন।

তাৎপর্য

জড় উপাদান তেইশটি—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, বাণী এবং মন। সেইগুলি কালের প্রভাবে একত্রে মিলিত হয় এবং পুনরায় কালের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই কাল হচ্ছে ভগবানের শক্তি এবং তা ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ক্রিয়া করে। এই শক্তিকে বলা হয় *কালী,* তিনি কালো বর্ণের ধ্বংসকারিণী দেবীরূপে প্রকাশিতা, এবং যিনি সাধারণত জড় জগতে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিতা হন। বৈদিক মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ* । যে শক্তি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সংমিশ্রণের ফলে জড়া প্রকৃতিরূপে ক্রিয়াশীল হয়, তা সৃষ্টির চরম উৎস নয়। ভগবান জড় তত্ত্বসমূহে প্রবিষ্ট হয়ে কালী নামক তাঁর শক্তিকে নিয়োগ করেন। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই একই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৫) বলা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি ভগবানের আদি স্বরূপ। তিনি মহাবিষ্ণু নামক তাঁর অংশের দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন, এবং তারপর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, এবং তারপর ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি জড় উপাদানে, এমনকি, প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি পরমাণু উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রকার জাগতিক সৃষ্টি অসংখ্য।"

ভগবদ্‌গীতাতেও (১০/৪২) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন! বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল আমার অসংখ্য শক্তি সম্বন্ধে জানার কোন প্রয়োজন নেই। আমি পরমাত্মারূপী আমার অংশ প্রকাশের দ্বারা জড় সৃষ্টির প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রতিটি উপাদানে প্রবিষ্ট হই, এবং এইভাবে সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয়।" জড়া প্রকৃতির সমস্ত বিস্ময়কর কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সম্পন্ন হয়, এবং তাই তিনি হচ্ছেন অন্তিম কারণ, বা সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৩

সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্ ।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—তারপর এইভাবে প্রবেশ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **চেষ্টা-রূপেণ**—কালীরূপী প্রচেষ্টার দ্বারা; **তম্**—তাদের; **গণম্**—দেবতাসহ সমস্ত জীবদের; **ভিন্নম্**—পৃথকভাবে; **সংযোজয়াম্ আস**—কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন; **সুপ্তম্**—সুপ্ত; **কর্ম**—কার্য; **প্রবোধয়ন্**—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

প্রলয়ের পর প্রতিটি জীব অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের অপরা শক্তিসহ ভগবানে প্রবেশ করে। এই সমস্ত জীবাত্মা হচ্ছে নিত্য বদ্ধ জীব, কিন্তু প্রত্যেক জড় সৃষ্টিতে তাদের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত জীব হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের সকলকেই সুযোগ দেওয়া হয় যাতে বৈদিক জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করে তারা খুঁজে পায়—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি, কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, এবং এই প্রকার মুক্তিতে চরম লাভ কি। যথাযথভাবে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মানুষ তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, এবং

এইভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত ভক্তি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে চিদাকাশে উন্নীত হতে পারে। জড় জগতে জীব তার প্রাক্তন অপূর্ণ বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হয়। নির্দিষ্ট শরীরের বিনাশের পর জীবাত্মা সব কিছু ভুলে যায়, কিন্তু প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে ও পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরম করুণাময় ভগবান তাকে জাগিয়ে তার প্রাক্তন বাসনাগুলির কথা মনে করিয়ে দেন, এবং তার ফলে জীব তার পরবর্তী জীবনে সেইভাবে কর্ম করতে শুরু করে। এই অদৃশ্য পরিচালনাকে বলা হয় অদৃষ্ট, এবং বুদ্ধিমান মানুষেরা বুঝতে পারেন যে, এইটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধনে তার আবদ্ধ থাকার কারণ।

কিছু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকেরা আংশিক অথবা পূর্ণ প্রলয়ের পর জীবের চেতনাবিহীন সুপ্ত অবস্থাকে জীবনের অন্তিম অবস্থা বলে ভুল করে। আংশিক জড় দেহের বিনাশের পর জীব কেবল কয়েক মাস চেতনাবিহীন থাকে, এবং জড় সৃষ্টির সমগ্র প্রলয়ের পর জীব কোটি কোটি বছর ধরে অচেতন থাকে। কিন্তু সৃষ্টি যখন পুনরায় আরম্ভ হয়, তখন ভগবান কর্তৃক জাগরিত হয়ে জীব তার কার্যকলাপ আবার শুরু করে। জীব নিত্য, এবং কর্মের দ্বারা প্রকাশিত তার চেতনার জাগ্রত অবস্থাই তার জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। যখন সে জাগ্রত থাকে, তখন সে কর্ম না করে থাকতে পারে না, এবং এইভাবে সে তার বিভিন্ন বাসনা অনুসারে কর্ম করে। যখন সে তার বাসনাকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত করার শিক্ষা লাভ করে, তখন তার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং তখন তিনি চিদাকাশে উন্নীত হয়ে নিত্য জাগ্রত জীবন আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৪

প্রবুদ্ধকর্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎস্বাভির্মাত্রাভিরধিপূরুষম্ ॥ ৪ ॥

প্রবুদ্ধ—জাগ্রত; **কর্মা**—কার্যকলাপ; **দৈবেন**—ভগবানের ইচ্ছায়; **ত্রয়ঃ-বিংশতিকঃ**—ত্রয়োবিংশতি মুখ্য তত্ত্বের দ্বারা; **গণঃ**—মিশ্রণ; **প্রেরিতঃ**—প্রণোদিত হয়ে; **অজনয়ৎ**—প্রকাশ করেছিলেন; **স্বাভিঃ**—তাঁর নিজের; **মাত্রাভিঃ**—অংশের দ্বারা; **অধিপূরুষম্**—বিশ্বরূপ।

অনুবাদ

যখন ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল, তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের *বিরাটরূপ* বা *বিশ্বরূপ*, নির্বিশেষবাদীরা যার বহুমানন করেন, তা ভগবানের নিত্যরূপ নয়। জড় সৃষ্টির উপাদানগুলি প্রকাশ করার পর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে তার প্রকাশ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই *বিরাটরূপ* বা *বিশ্বরূপ* প্রদর্শন করেছিলেন যাতে নির্বিশেষবাদীরা বিশ্বাস করে যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন; এমন নয় যে, বিরাটরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদর্শন করেছিলেন। তাই বিরাটরূপ চিদাকাশে ভগবানের নিত্য রূপ নয়; এটি ভগবানের একটি জড় প্রকাশ। অর্চা-বিগ্রহ বা মন্দিরে ভগবানের শ্রীমূর্তিও নবীন ভক্তদের জন্য ভগবানের একই ধরনের একটি প্রকাশ। কিন্তু তাঁদের প্রাকৃত সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও ভগবানের বিরাটরূপ অথবা অর্চা-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বরূপ থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৫

পরেণ বিশতা স্বস্মিন্মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্‌গণঃ ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিন্‌লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ৫ ॥

পরেণ—ভগবানের দ্বারা; **বিশতা**—এইভাবে প্রবেশ করে; **স্বস্মিন্**—নিজের দ্বারা; **মাত্রয়া**—অংশের দ্বারা; **বিশ্ব-সৃক্**—বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানসমূহ; **গণঃ**—সমস্ত; **চুক্ষোভ**—রূপান্তরিত হয়েছিল; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **আসাদ্য**—লাভ করে; **যস্মিন্**—যাতে; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর অংশের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানে প্রবেশ করলেন, তখন সেইগুলি বিরাটরূপে পরিণত হল, যাতে সমস্ত লোকসমূহ এবং চরাচর জগৎ অবস্থান করে।

তাৎপর্য

বিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি জড় এবং ভগবান তাঁর অংশের দ্বারা প্রবিষ্ট না হলে, সেগুলির আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তার অর্থ হচ্ছে, চিন্ময় স্পর্শ ব্যতীত জড় পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে পারে না। জড় তত্ত্ব চিন্ময় তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং চিন্ময় তত্ত্বের স্পর্শের ফলে তার বৃদ্ধি হয়। সমগ্র

জড় সৃষ্টি আপনা থেকে বিরাটরূপ ধারণ করেনি, যা মূর্খ লোকেরা অনেক সময় ভ্রান্তিবশত অনুমান করে। যতক্ষণ জড় তত্ত্বে চিৎ তত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই কেবল জড় পদার্থ আবশ্যকতা অনুসারে বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু চিৎ তত্ত্ব ব্যতীত জড় পদার্থের বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়। যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের জড় দেহে চিন্ময় আত্মা থাকে, দেহ প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু একটি মৃত দেহ যাতে চিন্ময় আত্মা নেই, তার কখনও বৃদ্ধি হয় না। ভগবদ্‌গীতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়) চিন্ময় চেতনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, জড় দেহের নয়। আমাদের ক্ষুদ্র দেহের মতো একই প্রক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্ব-বিগ্রহেরও বৃদ্ধি হয়। তবে মূর্খের মতো কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, অণুসদৃশ স্বতন্ত্র জীবাত্মা সমগ্র বিশ্বের বিরাট প্রকাশ বিশ্বরূপের কারণ। সমগ্র বিশ্বের এই রূপকে *বিরাটরূপ* বলা হয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশের দ্বারা তাতে বিরাজমান।

শ্লোক ৬

হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ।
অণ্ডকোশ উবাসাপ্সু সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৬ ॥

হিরণ্ময়ঃ—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি বিরাটরূপ ধারণ করেন; **সঃ**—তিনি; **পুরুষঃ**—ভগবানের অবতার; **সহস্র**—এক হাজার; **পরিবৎসরান্**—দিব্য বৎসর; **অণ্ড-কোশে**—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে; **উবাস**—বাস করেছিলেন; **অপ্সু**—জলে; **সর্ব-সত্ত্ব**—তাঁর সঙ্গে শায়িত সমস্ত জীব; **উপবৃংহিতঃ**—এইভাবে বিস্তৃত।

অনুবাদ

হিরণ্ময় নামক বিরাট পুরুষ এক হাজার দিব্য বৎসর ব্রহ্মাণ্ডের জলে বাস করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবেরাও তাঁর সঙ্গে শায়িত ছিল।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করার পর, ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ জলে পূর্ণ হয়েছিল। গ্রহমণ্ডল, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি যা আমাদের গোচরীভূত হয়, তা কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুর প্রবেশ, এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক হাজার দিব্য বৎসর। মহত্তত্ত্বের গর্ভে সঞ্চারিত সমস্ত জীবেরা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিভক্ত হয়, এবং ব্রহ্মার জন্ম হওয়া

পর্যন্ত তারা সকলে ভগবানের সঙ্গে শায়িত থাকে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাই হচ্ছেন প্রথম জীব, এবং তা থেকে অন্য সমস্ত দেবতা ও জীবেদের জন্ম হয়। মনু হচ্ছে মানুষদের আদি পিতা, এবং তাই সংস্কৃত ভাষায় মানুষদের বলা হয় *মনুষ্য*। বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক গুণসম্পন্ন মনুষ্যজাতি বিভিন্ন গ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে।

শ্লোক ৭

স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দেবকর্মাত্মশক্তিমান্ ।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিরাটরূপের; **গর্ভঃ**—সমগ্র শক্তি; **দেব**—জীব-শক্তি; **কর্ম**—জীবনের ক্রিয়া; **আত্ম**—স্ব; **শক্তিমান্**—শক্তিসমূহে পূর্ণ; **বিবভাজ**—বিভক্ত; **আত্মনা**—নিজে নিজে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **একধা**—একে; **দশধা**—দশে; **ত্রিধা**—এবং তিনে।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্বের সমগ্র শক্তি, বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেকে জীবের জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং আত্ম-শক্তিতে বিভক্ত করে, পুনরায় সেগুলিকে যথাযথভাবে এক, দশ এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন।

তাৎপর্য

চেতনা জীবের অথবা আত্মার লক্ষণ। জ্ঞান-শক্তি বা চেতনারূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রকট হয়। সমগ্র চেতনা হচ্ছে বিরাটরূপের চেতনা, এবং সেই একই চেতনা প্রতিটি ব্যক্তিতেও প্রদর্শিত হয়। চেতনার ক্রিয়া প্রাণবায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়, যা দশভাবে প্রকাশিত। জীবনের এই বায়ুগুলি হচ্ছে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান; এবং ভিন্ন প্রকারে তারা নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে পরিগণিত হয়। আত্মার চেতনা জড় পরিবেশের প্রভাবে কলুষিত হয়, এবং তার ফলে দেহাত্ম চেতনার অহঙ্কারে বিভিন্ন প্রকারের কার্যকলাপ প্রদর্শিত হয়। এই সমস্ত বিভিন্নমুখী কার্যকলাপকে ভগবদ্গীতায় (২/৪১) *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্* রূপে বর্ণিত হয়েছে। বদ্ধ জীব বিশুদ্ধ চেতনার অভাবে অনেক প্রকারের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়। শুদ্ধ চেতনায় ক্রিয়া কেবল একটি। যখন ব্যষ্টি জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, তখন জীবের চেতনা পরমেশ্বর ভগবানের চেতনার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, চেতনা কেবল একটি, কিন্তু *সাত্বত* বা ভগবদ্ভক্তেরা জানেন, যদিও চেতনা নিঃসন্দেহে একটি, কিন্তু সেই একক চেতনার কারণ হচ্ছে ভাবের মিল। ব্যষ্টি চেতনাকে ভগবৎ চেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ব্যষ্টি চেতনাকে (অর্জুনকে) পরম চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার চেতনার পবিত্রতা সাধন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। চেতনার ক্রিয়াকে নিরোধ করার চেষ্টা মূর্খতামাত্র, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে চেতনাকে পবিত্র করা যায়। পবিত্রতার মাত্রা অনুসারে এই চেতনা তিন প্রকার আত্মিক বোধের স্তরে বিভক্ত—*আধ্যাত্মিক*, অথবা দেহ এবং মনকে স্বরূপ বলে মনে করা, *আধিভৌতিক*, অথবা জড় পদার্থের মধ্যে নিজের স্বরূপ অন্বেষণ করা, এবং *আধিদৈবিক*, অথবা ভগবানের সেবকরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই তিনটির মধ্যে *আধিদৈবিক* চেতনা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে চেতনার বিশুদ্ধিকরণের প্রারম্ভিক স্তর।

শ্লোক ৮

এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥ ৮ ॥

এষঃ—এই; **হি**—নিশ্চয়ই; **অশেষ**—অন্তহীন; **সত্ত্বানাম্**—জীবসমূহের; **আত্মা**—আত্মা; **অংশঃ**—অংশ; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **আদ্যঃ**—প্রথম; **অবতারঃ**—অবতার; **যত্র**—যেখানে; **অসৌ**—এই সমস্ত; **ভূত-গ্রামঃ**—সমগ্র সৃষ্টি; **বিভাব্যতে**—সংবর্ধিত হয়।

অনুবাদ

বিরাট পুরুষ পরমাত্মার প্রথম অবতার এবং অংশ। তিনি অসংখ্য জীবাত্মার আত্মা, এবং তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি বিরাজ করে, যা এইভাবে সংবর্ধিত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইভাবে নিজেকে বিস্তার করেন—স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশরূপে। তাঁর স্বাংশ প্রকাশেরা বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীবতত্ত্ব। যেহেতু জীবেরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই কখনও কখনও তাদের ভগবানের তটস্থা শক্তি

বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু যোগীরা মনে করে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। এইটি একটি বিরুদ্ধ মতবাদ; কেননা সৃষ্টিতে সব কিছুই ভগবানের বিরাটরূপের আশ্রয়ে বিরাজ করে।

শ্লোক ৯

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা ।
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥

স-আধ্যাত্মঃ—দেহ এবং মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়; **স-আধিদৈবঃ**—ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **চ**—এবং; **স-আধিভূতঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **ইতি**—এইভাবে; **ত্রিধা**—তিন; **বিরাট্**—বিরাট; **প্রাণঃ**—প্রাণশক্তি; **দশ-বিধঃ**—দশ প্রকার; **একধা**—কেবল এক; **হৃদয়েন**—জীবনীশক্তি; **চ**—ও।

অনুবাদ

তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হয়, অর্থাৎ তিনিই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়। তিনিই দশ প্রকার প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত সমস্ত গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, এবং তিনিই এক হৃদয়, যেখানে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটি তত্ত্বই ভগবানের অপরা প্রকৃতিসম্ভূত, কিন্তু যে সমস্ত জীব এই অপরা প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, মূলত তারা ভগবানের অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতিসম্ভূত। আটটি নিকৃষ্টা শক্তি স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে কার্য করে, কিন্তু উৎকৃষ্টা শক্তি কেন্দ্রীয় উৎপাদিকা শক্তিরূপে কার্য করে। মানব শরীরেও তা অনুভব করা যায়। মাটি ইত্যাদি স্থূল উপাদানগুলি স্থূল জড় শরীর সৃষ্টি করে, আর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলি দিয়ে সূক্ষ্ম জড় দেহ তৈরি হয়; এই দুয়ের তুলনা অনেকটা কোট এবং অন্তর্বাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

দেহের গতিবিধি প্রথমে হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়, এবং দেহের সমস্ত কার্যকলাপ সম্ভব হয় দেহাভ্যন্তরস্থ দশ প্রকার বায়ুর দ্বারা চালিত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা। দশ প্রকার বায়ুর বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—নাসিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় যে মুখ্য বায়ু, তাকে বলা হয় *প্রাণ*, মলাশয় দিয়ে যে বায়ু মল নিষ্ক্রমণ করে, তাকে বলা

হয় *অপান*, যে বায়ু উদরে খাদ্যদ্রব্য সংযোজন করে এবং কখনও কখনও শব্দ করে ঢেকুর তোলায়, তাকে বলা হয় *সমান*, যে বায়ু কণ্ঠনালী দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং যার অবরোধের ফলে শ্বাস রোধ হয়, তাকে বলা হয় *উদান*, এবং যে সমগ্র বায়ু সারা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত, তাকে বলা হয় *ব্যান*। এই পাঁচটি বায়ুর থেকে সূক্ষ্ম অন্য বায়ু রয়েছে, যা চক্ষু, মুখ ইত্যাদিকে বিস্তার করতে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *নাগ* বায়ু। যে বায়ু ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাকে বলা হয় *কৃকর*। যে বায়ু সংকোচনে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *কূর্ম*। যে বায়ু হাই তোলার মাধ্যমে ক্লান্তি দূরীকরণে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *দেবদত্ত*, এবং যে বায়ু পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *ধনঞ্জয়*।

এই সমস্ত বায়ু হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয়, যা হচ্ছে এক। এই কেন্দ্রীয় শক্তিটি হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, যা দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে আত্মাসহ অবস্থান করে, এবং ভগবানের পরিচালনায় কার্য করে। তার বিশ্লেষণ করে ভগবদ্‌গীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

সমগ্র কেন্দ্রীয় শক্তি ভগবানের দ্বারা হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়, যিনি সেখানে অবস্থান করে বদ্ধ জীবদের স্মরণে ও বিস্মরণে সহায়তা করেন। ভগবানের সঙ্গে তার দাসত্বের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলেই জীব বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবানকে যারা ভুলে থাকতে চায়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাঁকে ভুলে থাকতে ভগবানও তাদের সহায়তা করেন, আর যারা তাঁকে স্মরণ করতে চায়, তাঁর ভক্তের সঙ্গ প্রদানের মাধ্যমে ভগবান তাদের আরও বেশি করে স্মরণ করতে সাহায্য করেন। এইভাবে বদ্ধ জীব অবশেষে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

দিব্য সহায়তার এই প্রক্রিয়া ভগবদ্‌গীতায় (১০/১০) নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

মনের অতীত বুদ্ধির মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির জন্য বুদ্ধিযোগের (ভক্তিযোগের) পন্থাই কেবল এই সংসারের জড়জাগতিক বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করতে পারে। জীবের বদ্ধ অবস্থা বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ মানুষের মতো। মনোধর্মী জ্ঞানীরা জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞানের সাধনার পর বুদ্ধিযোগের স্তরে উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু মনের অতীত বুদ্ধির স্তর থেকে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পারমার্থিক প্রয়াস শুরু করেন, তিনি আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে অতি দ্রুত উন্নতি সাধন করতে পারেন। যেহেতু বুদ্ধিযোগের পন্থায় কোন রকম হ্রাস বা বিপথগামী হওয়ার ভয় থাকে না, তাই আত্ম উপলব্ধির এইটি হচ্ছে সুনিশ্চিত মার্গ, যা ভগবদ্গীতায় (২/৪০) প্রতিপন্ন হয়েছে। মনোধর্মী জ্ঞানীরা বুঝতে পারে না যে, (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে) দুটি পক্ষী আত্মা ও পরমাত্মা দেহরূপ একই বৃক্ষে অবস্থান করছে। স্বতন্ত্র আত্মা সেই বৃক্ষটির ফল আহার করে, আর পরমাত্মা সেই বৃক্ষের ফল আহার না করে কেবল আহাররত পক্ষীটির কার্যকলাপ দর্শন করেন। আসক্তিরহিত সাক্ষীস্বরূপ পক্ষীটি আহাররত পক্ষীটিকে ফলপ্রসূ কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি আত্মা ও পরমাত্মা অথবা ভগবান ও জীবের এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে নিশ্চয়ই এখনও ব্রহ্মাণ্ডরূপী যন্ত্রের জটিলতায় আবদ্ধ, এবং তার ফলে তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সময়ের প্রতীক্ষা করতেই হবে।

শ্লোক ১০

স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজঃ ।
বিরাজমতপৎস্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে ॥ ১০ ॥

স্মরন্—স্মরণ করে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন দেবতাদের; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিজ্ঞাপিতম্**—প্রার্থিত হয়ে; **অধোক্ষজঃ**—দিব্য; **বিরাজম্**—বিরাটরূপ; **অতপৎ**—এইভাবে বিবেচনা করেছিলেন; **স্বেন**—তাঁর নিজের দ্বারা; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা; **এষাম্**—তাদের জন্য; **বিবৃত্তয়ে**—হৃদয়ঙ্গম করার জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। (দেবতাগণ কর্তৃক) এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন, এবং তাঁদের অবগতির জন্য বিরাটরূপের প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের বিরাটরূপের দ্বারা মোহিত হয়। তারা মনে করে যে, এই বিরাট প্রকাশের পিছনে যে একজন নিয়ন্তা রয়েছে, সেটি কেবল কল্পনামাত্র। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কার্যের আশ্চর্যজনক রূপ নিরীক্ষণ করে কারণের মূল্য এবং মহত্ত্ব অনুমান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের দেহ মাতৃগর্ভে আপনা থেকেই বিকশিত হয় না, কিন্তু যেহেতু সেই দেহের অভ্যন্তরে জীব বা আত্মা রয়েছে, তাই তার বিকাশ হয়। আত্মা ব্যতীত জড় দেহ রূপ প্রাপ্ত হতে পারে না অথবা বিকশিত হতে পারে না। যখনই কোন জড় পদার্থ বিকশিত হতে দেখা যায়, তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে, তাতে একটি আত্মা রয়েছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ বিকশিত হয়, ঠিক যেমন শিশুর শরীর বিকশিত হয়। তাই আমরা ধারণা করতে পারি যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছে, আর সেটিই যুক্তিযুক্ত। জড়বাদীরা যেমন হৃদয়ে আত্মা এবং পরমাত্মাকে খুঁজে পায় না, তেমনই, যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে তারা পরমাত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপে দর্শন করতে পারে না। তাই বৈদিক পরিভাষায় ভগবানকে *অবাঙ্মনসগোচর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি বাক্য ও মনের ধারণার অতীত।

জ্ঞানের অভাবের ফলে মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনাকারীরা ভগবানকে বাক্য ও মনের সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু ভগবান এইভাবে বোধগম্য হতে অস্বীকার করেন। মনোধর্মী কল্পনা-বিলাসীদের ভগবানের অনন্তত্ব মাপার উপযুক্ত বাণী অথবা বুদ্ধি নেই। ভগবানকে বলা হয় *অধোক্ষজ*, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সীমিত উপলব্ধির অতীত। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত নাম অথবা রূপ অনুভব করা যায় না। জড় পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিতেরা তাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। গর্বোদ্ধত পি-এইচ. ডি-দের এই প্রকার প্রচেষ্টা কূপমণ্ডুক-দর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কুয়োর একটি ব্যাঙকে বিরাট প্রশান্ত মহাসাগরের তথ্য জানানো হয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার ও গভীরতা মাপবার জন্য এবং বোঝবার জন্য সে তার শরীরটি ফোলাতে আরম্ভ করে। তারপর অবশেষে শরীরটি ফেটে সেই ব্যাঙটির মৃত্যু হয়। পি-এইচ. ডি. উপাধিটির অর্থ Plough Department বা হাল চালানোর বিভাগ বলে বর্ণনা করা যায়, অর্থাৎ এই উপাধিটি ধানক্ষেতে হাল চালাতে উপযুক্ত ব্যক্তির উপাধি। ধানের ক্ষেতে হাল চালানোর মাধ্যমে যদি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের মূল কারণ হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টা করা হয়,

তাহলে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালত্ব মাপতে প্রয়াসী কূপমণ্ডুকের সঙ্গে সেই কার্যের তুলনা করা যেতে পারে।

যারা বিনীত এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাদেরই কাছে কেবল ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। জড়া প্রকৃতির উপাদান এবং ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বসমূহের নিয়ন্তা দেবতারা ভগবানের কাছে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, যা তিনি অর্জুনের অনুরোধেও করেছিলেন।

শ্লোক ১১

অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতিধায়তনানি হ ।
নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥

অথ—অতএব; **তস্য**—তাঁর; **অভিতপ্তস্য**—তাঁর ধ্যান অনুসারে; **কতিধা**—কত; **আয়তনানি**—বিগ্রহ; **হ**—ছিল; **নিরভিদ্যন্ত**—ভিন্ন অংশের দ্বারা; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **তানি**—সেই সমস্ত; **মে গদতঃ**—আমার দ্বারা বর্ণিত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রকাশ করার পর কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে পৃথকীকৃত করেছিলেন, তা এখন আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

দেবতারা হচ্ছেন অন্য সমস্ত জীবাত্মাদের মতো পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ। দেবতা ও সাধারণ জীবদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, কোন জীব যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে পুণ্যকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এবং যখন তাঁদের জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনা নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাঁদের ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের পরিচালনার দায়িত্বভার সমন্বিত দেবতার পদে উন্নীত করা হয়।

শ্লোক ১২

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎপদম্ ।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

তস্য—তাঁর; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **আস্যম্**—মুখ; **নির্ভিন্নম্**—এইভাবে পৃথকীকৃত; **লোক-পালঃ**—জড়জাগতিক কার্যকলাপের নির্দেশক; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পদম্**—নিজ-নিজ পদে; **বাচা**—শব্দের দ্বারা; **স্ব-অংশেন**—তাঁর স্বীয় অংশের দ্বারা; **বক্তব্যম্**—বাণী; **যয়া**—যার দ্বারা; **অসৌ**—তারা; **প্রতিপদ্যতে**—ব্যক্ত করে।

অনুবাদ

তাঁর মুখ থেকে অগ্নি বা তাপ পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের স্বীয় স্থানসহ তাতে প্রবেশ করলেন। সেই বাক্‌শক্তির দ্বারাই জীব বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

বিরাট পুরুষের মুখ হচ্ছে বাক্‌শক্তির উৎস। অগ্নির পরিচালক অগ্নিদেব হচ্ছেন তার নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বা *আধিদৈব*। যে বাণী বলা হয়, তা হচ্ছে *আধ্যাত্ম* বা দেহের কার্য, এবং বাণীর বিষয়বস্তু জড় উপাদানসমূহ হচ্ছে *আধিভূত* তত্ত্ব।

শ্লোক ১৩

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোহবিশদ্ধরেঃ ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

নির্ভিন্নম্—পৃথক; **তালু**—তালু; **বরুণঃ**—জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; **লোক-পালঃ**—গ্রহসমূহের পরিচালক; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **জিহ্বয়া অংশেন**—জিহ্বার অংশে; **চ**—ও; **রসম্**—স্বাদ; **যয়া**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **প্রতিপদ্যতে**—ব্যক্ত করে।

অনুবাদ

যখন বিরাট পুরুষের তালু পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন লোকপাল বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে জীবের জিহ্বার দ্বারা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ হয়।

শ্লোক ১৪

নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্ ।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

নির্ভিন্নে—এইভাবে পৃথক হয়ে; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **নাসে**—দুই নাসারন্ধ্রের; **বিষ্ণোঃ**—ভগবানের; **আবিশতাম্**—প্রবেশ করে; **পদম্**—পদ; **ঘ্রাণেন অংশেন**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গন্ধস্য**—গন্ধ; **প্রতিপত্তিঃ**—উপলব্ধি; **যতঃ**—যার ফলে; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

ভগবানের দুই নাসারন্ধ্র যখন পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁদের উপযুক্ত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব প্রত্যেক বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে।

শ্লোক ১৫

নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

নির্ভিন্নে—এইভাবে পৃথক হয়ে; **অক্ষিণী**—নেত্র; **ত্বষ্টা**—সূর্য; **লোক-পালঃ**—আলোর পরিচালক; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বিভোঃ**—মহানের; **চক্ষুষা অংশেন**—চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **রূপাণাম্**—রূপের; **প্রতিপত্তিঃ**—উপলব্ধি; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

তারপর, বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোকের পরিচালক সূর্যদেব দৃষ্টিরূপ নিজ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, এবং তার ফলে জীব রূপ দর্শন করতে পারে।

শ্লোক ১৬

নির্ভিন্নান্যস্য চর্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

নির্ভিন্নানি—পৃথক হয়ে; **অস্য**—বিরাটরূপের; **চর্মাণি**—ত্বক; **লোক-পালঃ**—পরিচালক; **অনিলঃ**—বায়ু; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **প্রাণেন-অংশেন**—প্রাণবায়ুর অংশের দ্বারা; **সংস্পর্শম্**—স্পর্শ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **প্রতিপদ্যতে**—উপলব্ধি করতে পারে।

অনুবাদ

বিরাটরূপ থেকে যখন পৃথকভাবে ত্বকের প্রকাশ হয়, তখন বায়ুর পরিচালক লোকপাল অনিল স্পর্শেন্দ্রিয়সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দিশঃ ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥

কর্ণৌ—কর্ণ; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নৌ**—এইভাবে পৃথক হয়ে; **ধিষ্ণ্যম্**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; **স্বম্**—স্বীয়; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **দিশঃ**—দিকসমূহের; **শ্রোত্রেণ অংশেন**—শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসমূহ; **শব্দস্য**—শব্দের; **সিদ্ধিম্**—পূর্ণতা; **যেন**—যার দ্বারা; **প্রপদ্যতে**—উপলব্ধি হয়।

অনুবাদ

যখন বিরাটরূপের কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হয়, তখন দিকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ স্বীয় শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, তার ফলে সমস্ত জীব শব্দ শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

জীবের দেহে শ্রবণেন্দ্রিয় হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। দূরস্থ এবং অজ্ঞাত বস্তুর সংবাদ গ্রহণ করার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে শব্দ। সমস্ত শব্দ অথবা জ্ঞানের পূর্ণতা কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে মানুষের জীবন সার্থক করে। সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের পন্থা কেবল শ্রবণের মাধ্যমে গৃহীত হয়ে থাকে, এবং তার ফলে শব্দ হচ্ছে জ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

শ্লোক ১৮

ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

ত্বচম্—ত্বক; অস্য—বিরাটরূপের; বিনির্ভিন্নাম্—ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে; বিবিশুঃ—প্রবেশ করেছিল; ধিষ্ণ্যম্—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; ওষধীঃ—অনুভূতি; অংশেন—অংশসহ; রোমভিঃ—দেহের রোমের মাধ্যমে; কণ্ডুম্—চুলকানি; যৈঃ—যার দ্বারা; অসৌ—জীব; প্রতিপদ্যতে—অনুভব করে।

অনুবাদ

যখন ত্বক পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাঁর অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজনিত সুখ এবং কণ্ডূয়ন বা চুলকানির অনুভব হয়।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয় অনুভূতির দুটি প্রধান বিষয় হচ্ছে স্পর্শ ও কণ্ডূয়ন, এবং তারা উভয়েই চর্ম ও দেহের রোমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হচ্ছেন দেহাভ্যন্তরে প্রবাহিত অনিল, এবং রোমের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ওষধ্য। ত্বক ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে স্পর্শ, এবং দেহস্থ রোমের অনুভূতির বিষয় হচ্ছে কণ্ডূয়ন।

শ্লোক ১৯

মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

মেঢ্রম্—উপস্থ; তস্য—বিরাটরূপের; বিনির্ভিন্নম্—পৃথক হয়ে; স্ব-ধিষ্ণ্যম্—স্বীয় স্থান; কঃ—আদি জীব ব্রহ্মা; উপাবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; রেতসা অংশেন—বীর্যরূপ অংশসহ; যেন—যার দ্বারা; অসৌ—জীব; আনন্দম্—মৈথুন সুখ; প্রতিপদ্যতে—অনুভব করে।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের উপস্থ ইন্দ্রিয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা শুক্ররূপ অংশসহ সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন। তার ফলে জীব মৈথুন আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

শ্লোক ২০

**গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥**

গুদম্—পায়ু; **পুংসঃ**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নম্**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **মিত্রঃ**—সূর্যদেব; **লোক-ঈশঃ**—মিত্র নামক লোকপাল; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পায়ুনা অংশেন**—পায়ু অংশসহ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **বিসর্গম্**—মলত্যাগ; **প্রতিপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

বিরাট পুরুষের পায়ু পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, পায়ু ইন্দ্রিয়সহ লোকপাল সূর্য তাঁর অধিদেবতারূপে তাতে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব মল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২১

**হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বর্পতিরাবিশৎ ।
বার্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥**

হস্তৌ—হস্তদ্বয়; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নৌ**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্বঃ-পতিঃ**—স্বর্গলোকের শাসক; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বার্তয়া অংশেন**—ক্রয়-বিক্রয় করার শক্তিসহ; **পুরুষঃ**—জীব; **যয়া**—যার দ্বারা; **বৃত্তিম্**—জীবনধারণের বৃত্তি; **প্রপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর যখন বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গলোকের শাসক ইন্দ্র তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীব তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২২

**পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২॥**

পাদৌ—পদদ্বয়; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নৌ**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **লোক-ঈশঃ বিষ্ণুঃ**—দেবতা বিষ্ণু (পরমেশ্বর ভগবান নন); **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **গত্যা**—গমন শক্তির দ্বারা; **স্ব-অংশেন**—তাঁর স্বীয় অংশসহ; **পুরুষঃ**—জীব; **যয়া**—যার দ্বারা; **প্রাপ্যম্**—গন্তব্যস্থল; **প্রপদ্যতে**—পৌঁছায়।

অনুবাদ

তারপর বিরাটরূপের পদদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে বিষ্ণু নামক দেবতা (পরমেশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২৩

বুদ্ধিং চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধিম্—বুদ্ধি; **চ**—ও; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নাম্**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **বাক্-ঈশঃ**—ব্রহ্মা, বেদের ঈশ্বর; **ধিষ্ণ্যম্**—নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি; **আবিশৎ**—প্রবেশ করে; **বোধেন অংশেন**—বুদ্ধিরূপ নিজ অংশসহ; **বোদ্ধব্যম্**—জ্ঞাতব্য; **প্রতিপত্তিঃ**—বুঝেছিল; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

বিরাটরূপের বুদ্ধি যখন পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাঁর বোধরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব জ্ঞাতব্য বিষয় উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ২৪

হৃদয়ং চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

হৃদয়ম্—হৃদয়; **চ**—ও; **অস্য**—বিরাটরূপের; **নির্ভিন্নম্**—পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়ে; **চন্দ্রমা**—চন্দ্রদেব; **ধিষ্ণ্যম্**—নিয়ন্ত্রণ শক্তিসহ; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন;

মনসাঅংশেন—মানসিক ক্রিয়ারূপ অংশসহ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **বিক্রিয়াম্**—সংকল্প; **প্রতিপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর, বিরাট পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, এবং চন্দ্রদেব মনরূপ স্বীয় অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। জীব সেই মনের দ্বারা সংকল্প আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

শ্লোক ২৫

আত্মানং চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎপদম্ ।
কর্মণাংশেন যেনাসৌ কর্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

আত্মানম্—অহঙ্কার; **চ**—ও; **অস্য**—বিরাটরূপের; **নির্ভিন্নম্**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **অভিমানঃ**—ভ্রান্ত পরিচিতি; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পদম্**—পদে; **কর্মণা**—কার্যকলাপ; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **কর্তব্যম্**—কর্তব্যকর্ম; **প্রতিপদ্যতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

তারপর, বিরাট পুরুষের অহঙ্কার পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, অহঙ্কারের নিয়ন্তা রুদ্র অহং বৃত্তিরূপ অংশসহ তাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অহং বৃত্তির দ্বারা জীব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে।

তাৎপর্য

অহঙ্কারের নিয়ন্তা হচ্ছেন শিবের অবতার রুদ্রদেব। রুদ্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, যিনি জড়া প্রকৃতিতে তমোগুণ নিয়ন্ত্রণ করেন। অহঙ্কারের কার্যকলাপ দেহ ও মনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ ব্যক্তি শিব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হন। কেউ যখন অজ্ঞানের সূক্ষ্মতর স্তরে পৌঁছায়, তখন সে ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। বদ্ধ জীবের অহঙ্কার সমগ্র জড় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী মায়াশক্তির চরম ফাঁদ।

শ্লোক ২৬

সত্ত্বং চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্‌ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

সত্ত্বম্—চেতনা; **চ**—ও; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নম্**—ভিন্নরূপে প্রকাশিত; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **ধিষ্ণ্যম্**—নিয়ন্ত্রণসহ; **উপাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **চিত্তেন অংশেন**—তার চেতনার অংশসহ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **বিজ্ঞানম্**—বিশেষ জ্ঞান; **প্রতিপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর, তাঁর চেতনা যখন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব তার আংশিক চেতনাসহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২৭

শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যত ।
গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শীর্ষ্ণঃ—মস্তক; **অস্য**—বিরাটরূপের; **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **ধরা**—পৃথিবী; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁর পায়ে; **খম্**—আকাশ; **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **উদপদ্যত**—প্রকাশিত হয়; **গুণানাম্**—প্রকৃতির তিন গুণের; **বৃত্তয়ঃ**—প্রতিক্রিয়া; **যেষু**—যাতে; **প্রতীয়ন্তে**—প্রকট হয়; **সুর-আদয়ঃ**—দেব, অসুর, নর প্রভৃতি।

অনুবাদ

তারপর, বিরাটরূপের মস্তক থেকে স্বর্গলোক প্রকাশিত হয়, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিদেশ থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থানে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে দেবতা প্রভৃতি প্রকট হয়।

শ্লোক ২৮

আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে ।
ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তাননু ॥ ২৮ ॥

আত্যন্তিকেন—অত্যধিক; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণ দ্বারা; **দিবম্**—উচ্চতর লোকে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **প্রপেদিরে**—অবস্থিত হয়েছে; **ধরাম্**—পৃথিবীতে; **রজঃ**—রজোগুণ; **স্বভাবেন**—প্রকৃতির দ্বারা; **পণয়ঃ**—মানব; **যে**—সেই সমস্ত; **চ**—ও; **তান্**—তাদের; **অনু**—অধীন।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হয়, আর রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানব তাদের অধীনস্থ জীবসহ পৃথিবীতে বাস করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৪/১৪-১৫) বলা হয়েছে যে, যাঁরা সত্ত্বগুণে অতি উন্নত হয়ে বিকশিত হয়েছেন তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, আর যারা রজোগুণের দ্বারা অভিভূত, তারা পৃথিবী আদি মধ্যবর্তীলোকে বাস করে। কিন্তু যারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা নিম্নতর লোক অথবা পশুজীবন প্রাপ্ত হয়। দেবতারা সত্ত্বগুণে অতি উন্নতভাবে বিকশিত, এবং তাই তাঁরা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন। মনুষ্যেতর স্তরে রয়েছে পশুগণ, যদিও তাদের মধ্যে গাভী, অশ্ব, কুকুর ইত্যাদি পশু মানবসমাজের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং মানুষের সংরক্ষণে বাস করতে অভ্যস্ত।

এই শ্লোকে *আত্যন্তিকেন* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সত্ত্বগুণের বিকাশের ফলে জীব স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু রজ এবং তমোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে, মানুষ পশুহত্যায় লিপ্ত হয়, যে সমস্ত পশুরা প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার কথা। যারা অনর্থক পশুহত্যায় লিপ্ত হয়, তারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছন্ন হয়, এবং তাদের সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জীবনের নিম্ন স্তরে অধঃপতিত হওয়াই তাদের নিয়তি। বিভিন্ন লোকের উচ্চ এবং নিম্নতর স্থিতি নির্ধারিত হয় সেই সমস্ত স্থানে নিবাসকারী জীবদের শ্রেণী অনুসারে।

শ্লোক ২৯

তার্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ ।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥ ২৯ ॥

তার্তীয়েন—জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির দ্বারা; **স্বভাবেন**—এই প্রকার প্রকৃতির দ্বারা; **ভগবৎ-নাভিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের নাভি প্রদেশ; **আশ্রিতাঃ**—যারা এইভাবে আশ্রিত হয়েছে; **উভয়োঃ**—উভয়ের মধ্যে; **অন্তরম্**—মাঝখানে; **ব্যোম**—আকাশ; **যে**—তারা সকলে; **রুদ্র-পার্ষদাম্**—রুদ্রের সহচর; **গণাঃ**—জনসমূহ।

অনুবাদ

যে সমস্ত জীব রুদ্রের পার্ষদ, তারা জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থিত।

তাৎপর্য

অন্তরীক্ষের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় ভুবর্লোক, এবং এই তত্ত্ব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীল জীব গোস্বামী উভয়েই প্রতিপন্ন করেছেন। ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা রজোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরা দেবলোকে উন্নীত হন; যারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা মানবসমাজে স্থাপিত হয়; আর যারা তমোগুণে অবস্থিত, তারা পশু-সমাজে অথবা প্রেতলোকে অধিষ্ঠিত হয়। এই সিদ্ধান্তের কোন মতবিরোধ নেই। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে অসংখ্য জীব ছড়িয়ে রয়েছে, এবং তারা তাদের গুণ অনুসারে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থিত.

শ্লোক ৩০

মুখতোঽবর্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৩০ ॥

মুখতঃ—মুখ থেকে; **অবর্তত**—উৎপন্ন হয়েছে; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **পুরুষস্য**—বিরাট পুরুষের; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **যঃ**—যিনি; **তু**—তার ফলে; **উন্মুখত্বাৎ**—প্রবণতাসম্পন্ন; **বর্ণানাম্**—সমাজের বিভিন্ন বর্ণের; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **অভূৎ**—হয়েছিল; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ নামক; **গুরুঃ**—স্বীকৃতি প্রাপ্ত শিক্ষক বা গুরু।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাঁরা এই বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য বর্ণের প্রকৃত শিক্ষক ও পারমার্থিক পথপ্রদর্শক।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মানবসমাজের চারটি বর্ণের বিকাশ ভগবানের বিরাটরূপ থেকে হয়েছে। শরীরের বিভাগগুলি হচ্ছে মুখ, বাহু, উদর এবং চরণ। যাঁরা মুখে অবস্থিত, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ; যারা বাহুতে অবস্থিত, তাদের বলা হয় ক্ষত্রিয়; যারা উদরে অবস্থিত, তাদের বলা হয় বৈশ্য; আর যারা চরণে অবস্থিত, তাদের বলা হয় শূদ্র। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপে অবস্থিত। তাই, শরীরের বিশেষ অংশে অবস্থিত হওয়ার ফলে, কোন বর্ণকেই নীচ বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও হাত অথবা পায়ের প্রতি আমাদের আচরণে আমরা পার্থক্য প্রদর্শন করি না। দেহের প্রতিটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ, তবে দেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মুখের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি। শরীরের অন্যান্য অংশগুলি কেটে ফেললেও মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু যদি তার মুখ কেটে ফেলা হয়, তাহলে সে আর বাঁচতে পারে না। তাই, ভগবানের শরীরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে বলা হয় ব্রাহ্মণদের নিবাসস্থল, যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ। যারা বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ না হয়ে জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও তাদের ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ব্রাহ্মণ পিতার পুত্র হওয়াই ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যতা নয়। ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ হওয়া। বেদ ভগবানের মুখে অবস্থিত, এবং তাই যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁরা অবশ্যই ভগবানের মুখে অবস্থিত, এবং তাঁরাই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। বৈদিক জ্ঞানের প্রতি এই অনুরাগ কোন বিশেষ বর্ণ বা সম্প্রদায়ে সীমিত নয়। পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন পরিবারের মানুষ বৈদিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত হতে পারেন, এবং সেইটি হচ্ছে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যতা।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন স্বাভাবিক শিক্ষক বা পারমার্থিক গুরু। বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত না হলে কখনও গুরু হওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানকে জানাই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের পূর্ণতা, এবং সেইটিই হচ্ছে বেদান্ত। যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী অথচ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা ব্রাহ্মণ হলেও গুরু হতে পারে না। সেই কথা পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

নির্বিশেষবাদী যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অথবা বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি গুরু হতে পারেন না। আধুনিক যুগে বৈদিক জ্ঞানের মহান আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

কোন ব্যক্তি, তা তিনি ব্রাহ্মণ হন, শূদ্র হন অথবা সন্ন্যাসী হন, তাতে কিছু যায় আসে না; তিনি যদি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)। অতএব যোগ্য ব্রাহ্মণ হওয়াই গুরু হওয়ার যোগ্যতা নয়, গুরু হওয়ার প্রকৃত যোগ্যতা হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হওয়া।

যিনি বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী, তিনি ব্রাহ্মণ। আর যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞানের সমস্ত সূক্ষ্ম রহস্য সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনিই কেবল গুরু হতে পারেন।

শ্লোক ৩১

বাহুভ্যোঽবর্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥ ৩১ ॥

বাহুভ্যঃ—বাহুযুগল থেকে; **অবর্তত**—উৎপন্ন হয়েছে; **ক্ষত্রম্**—রক্ষা করার শক্তি; **ক্ষত্রিয়ঃ**—রক্ষা করার শক্তি সম্বন্ধীয়; **তৎ**—তা; **অনুব্রতঃ**—অনুগামী; **যঃ**—যিনি; **জাতঃ**—এই প্রকার হয়; **ত্রায়তে**—ত্রাণ করে; **বর্ণান্**—অন্য বর্ণদের; **পৌরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি; **কণ্টক**—চোর, লম্পট আদি উৎপাত সৃষ্টিকারীদের; **ক্ষতাৎ**—দুষ্কর্ম থেকে।

অনুবাদ

তারপর সেই বিরাট পুরুষের বাহুযুগল থেকে পালন করার বৃত্তি, এবং সেই বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

তাৎপর্য

দিব্য বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখতা থেকে যেমন ব্রাহ্মণকে চেনা যায়, তেমনই চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করার ক্ষমতা থেকে ক্ষত্রিয়কে চেনা যায়। এখানে *অনুব্রতঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের থেকে যিনি সমাজকে রক্ষা করেন, তাঁকে বলা হয় ক্ষত্রিয়;

কেবল ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করলেই ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না। বর্ণ ব্যবস্থা সর্ব অবস্থাতেই গুণভিত্তিক, জন্মভিত্তিক নয়। জন্ম কেবল একটি বাহ্যিক নিমিত্ত; তা কখনই বর্ণ-বিভাগের মূল ভিত্তি নয়। ভগবদ্গীতায় (১৮/৪১-৪৪) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের গুণাবলী সুনিশ্চিতভাবে নিরূপিত হয়েছে, এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, সেই গুণগুলি কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্বদা পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনও কখনও জীবদেরও পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়, তবুও, বস্তুতপক্ষে তারা হচ্ছে পুরুষ-শক্তি বা পুরুষের উৎকৃষ্টা শক্তি (পরা শক্তি বা পরা প্রকৃতি)। পুরুষের (ভগবানের) বহিরঙ্গা শক্তি কর্তৃক মোহিত হয়ে জীব ভ্রান্তিবশত নিজেদের পুরুষ বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাদের নেই। রক্ষা করার শক্তি ভগবানের রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন দেবতাদের মধ্যে প্রথমের সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে, দ্বিতীয়ের রক্ষা করার শক্তি রয়েছে, এবং তৃতীয়ের সংহার করার শক্তি রয়েছে। এই শ্লোকে *পুরুষ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা যেন পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে স্থলে ও জলে উৎপন্ন সমস্ত প্রজাদের পালন করেন। তাই পালন বলতে মানুষ এবং পশুদের উভয়েরই পালন বোঝায়। আধুনিক সমাজে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা হয় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় নেই, তা বৈশ্য এবং শূদ্রের রাষ্ট্র, এবং পূর্বের মতো ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের রাষ্ট্র নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা, কেননা তাঁরা সমস্ত মানুষ এবং পশুদের সংরক্ষণ করেছিলেন। মূর্তিমান কলি যখন গোহত্যা করার চেষ্টা করে, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখনই সেই দুষ্কৃতকারীকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, এবং তিনি কলিকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। এইটিই হচ্ছে পুরুষ বা বিষ্ণুর প্রতিনিধির লক্ষণ। বৈদিক সভ্যতায় আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের মতো সম্মান প্রদর্শন করা হত, কেননা তিনি প্রজা পালন করে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করতেন। আধুনিক যুগে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্র-প্রধানেরা চোরদের হাত থেকে পর্যন্ত জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারে না, তাই মানুষকে ইন্সুরেন্স কোম্পানির শরণাপন্ন হতে হয়। আধুনিক মানবসমাজের সমস্যাগুলির কারণ হচ্ছে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের অভাব, এবং তথাকথিত সর্বসাধারণের মতাধিকারের দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্রদের অতিরিক্ত প্রভাব।

শ্লোক ৩২

বিশোঽবর্তন্ত তস্যোর্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্তাং নৃণাং যঃ সমবর্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

বিশঃ—উৎপাদন এবং বিতরণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ; **অবর্তন্ত**—উৎপন্ন হয়েছে; **তস্য**—তাঁর (বিরাটরূপের); **উর্বোঃ**—উরুদ্বয় থেকে; **লোক-বৃত্তিকরীঃ**—জীবিকা; **বিভোঃ**—ভগবানের; **বৈশ্যঃ**—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; **তৎ**—তাদের; **উদ্ভবঃ**—জন্ম; **বার্তাম্**—জীবনধারণের উপায়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যঃ**—যিনি; **সম-বর্তয়ৎ**—সম্পাদন করেছে।

অনুবাদ

সমস্ত মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ শস্য উৎপাদন এবং প্রজাদের মধ্যে তার বিতরণ করার বৃত্তি ভগবানের বিরাটরূপের উরুদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কার্য সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁদের বলা হয় বৈশ্য।

তাৎপর্য

মানবসমাজের জীবিকা নির্বাহের উপায়কে এখানে স্পষ্টভাবে *বিশ*, বা কৃষি ও বাণিজ্যকে বোঝানো হয়েছে। কৃষিকার্যের মাধ্যমে খাদ্য-শস্য উৎপাদন এবং সেইগুলির সরবরাহ, অর্থের লেনদেন ইত্যাদি তার অন্তর্গত। যান্ত্রিক উদ্যোগ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের কৃত্রিম উপায়, এবং বিশেষভাবে বড় বড় কলকারখানাগুলি হচ্ছে সমাজের সমস্ত সমস্যার উৎস। ভগবদ্‌গীতাতেও কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য *বিশ* কার্যে নিযুক্ত বৈশ্যদের বৃত্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, মানুষ নির্ভয়ে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য গাভী এবং কৃষিযোগ্য ভূমির উপর নির্ভর করতে পারে।

অর্থের লেনদেন এবং তার সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনের বিনিময় হচ্ছে এই প্রকার জীবিকার একটি শাখা। বৈশ্য সম্প্রদায় কতকগুলি শাখায় বিভক্ত—যথা, *ক্ষেত্রী* বা ভূমিপতি, *কৃষণ* বা ভূমি-কর্ষণকারী, *তিলবণিক* বা শস্য উৎপাদক, *গন্ধ-বণিক* বা মশলার ব্যাপারি, *সুবর্ণ-বণিক* বা স্বর্ণের ব্যাপারি এবং সাহুকার ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন শিক্ষক এবং পারমার্থিক গুরু, ক্ষত্রিয়েরা চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করেন, আর বৈশ্যদের দায়িত্ব হচ্ছে

উৎপাদন এবং বিতরণ করা। শূদ্র বা বুদ্ধিহীন শ্রেণীর মানুষেরা, যারা স্বতন্ত্রভাবে উপরোক্ত বৃত্তির কোনটি করতে সক্ষম নয়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তিনটি উচ্চতর বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা।

পুরাকালে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণদের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করতেন, কেননা ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সেই সমস্ত বস্তু সংগ্রহের সময় ছিল না। বৈশ্য এবং শূদ্রদের থেকে ক্ষত্রিয়েরা কর আদায় করতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সব রকম আয়কর অথবা ভূমিকর থেকে মুক্ত ছিলেন। মানবসমাজের এই ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল যে, তখন কোন রকম রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন ছিল না। তাই, বিভিন্ন প্রকার বর্ণ-বিভাগ মানবসমাজের শান্তিপূর্ণ স্থিতির জন্য অনিবার্য।

শ্লোক ৩৩

পদ্ভ্যাং ভগবতো যজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্মসিদ্ধয়ে ।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

পদ্ভ্যাম্—পদদ্বয় থেকে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যজ্ঞে**—প্রকট হয়েছে; **শুশ্রূষা**—সেবা; **ধর্ম**—বৃত্তি; **সিদ্ধয়ে**—উদ্দেশ্যে; **তস্যাম্**—তাতে; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছে; **পুরা**—পূর্বে; **শূদ্রঃ**—সেবক; **যৎ-বৃত্ত্যা**—যেই বৃত্তির দ্বারা; **তুষ্যতে**—সন্তুষ্ট হয়; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

তারপর, পরমেশ্বর ভগবানের পদদ্বয় থেকে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে শূদ্রেরা অবস্থিত, যারা সেবা বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে।

তাৎপর্য

সেবা হচ্ছে সমস্ত জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, এবং এই সেবা বৃত্তির দ্বারা তারা ধর্ম অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে কেউই সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায় কেবল আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অনুমান করে চলে, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের পর আত্মার কার্যকলাপ সম্বন্ধে

তাদের কোন ধারণা নেই। তাই বলা হয় যে, যারা কেবল বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য কেবল মানসিক জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয় না, তারা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের পদদ্বয় থেকে পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়েছে ধর্ম অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভের জন্য। কিন্তু এই অপ্রাকৃত সেবা জড় জগতের সেবার ধারণা থেকে ভিন্ন। জড় জগতে কেউই সেবক হতে চায় না; সকলে প্রভু হতে চায়, কেননা প্রভুত্ব করার ভ্রান্ত বাসনা হচ্ছে বদ্ধ জীবের মূল রোগ। জড় জগতে বদ্ধ জীব অপরের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সেটি হচ্ছে বদ্ধ জীবের প্রকৃত অবস্থা। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির চরম ফাঁদ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ধারণা, এবং এই ধারণার ফলে মোহাচ্ছন্ন জীব ভ্রান্তভাবে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, এবং 'নারায়ণের সমতুল্য' বলে মনে করে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ হয়ে সেবা বৃত্তির বিকাশ না করার থেকে শূদ্র হওয়া অনেক ভাল, কেননা সেই মনোভাব ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করে। প্রতিটি জীবকেই, গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ হলেও, অবশ্যই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা করতে হয়। ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত উভয় শাস্ত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সেবা বৃত্তিই হচ্ছে জীবনের চরম পূর্ণতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র তাদের বৃত্তির পূর্ণতা সাধন করতে পারেন কেবল ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে। পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করার ফলে ব্রাহ্মণদের এই তত্ত্ব জানা উচিত। আর সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের (যাঁরা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ এবং আচরণের দ্বারা বৈষ্ণব) নির্দেশ অনুসরণ করা। তার ফলে সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সমাজকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা যায়। অরাজক সমাজ কখনও সমাজের সদস্যদের অথবা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে না। কেউ যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র না হওয়া সত্ত্বেও, সামাজিক উপাধির কোনও রকম সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা না করে কেবল ভগবানের সেবা করেন, তিনিও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি এই সেবার ভাব বিকাশ করার মাধ্যমেই কেবল তাঁর মানবজীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

এতে বর্ণাঃ স্বধর্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্ ।
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

এতে—এই সমস্ত; **বর্ণাঃ**—সমাজের বর্ণসমূহ; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বীয় বৃত্তিজাত কর্তব্যের দ্বারা; যজন্তি—আরাধনা করে; **স্ব-গুরুম্**—স্বীয় গুরু; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **আত্ম**—আত্মা; **বিশুদ্ধি-অর্থম্**—বিশুদ্ধিকরণের জন্য; **যৎ**—যার থেকে; **জাতাঃ**—উদ্ভূত হয়; **সহ**—সহ; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তি।

অনুবাদ

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার স্ব-স্ব বৃত্তিসহ সামাজিক বিভাগ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, স্বীয় বৃত্তি আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমস্ত জীবেরা হচ্ছে সেই পরম শরীরের নিত্য সেবক। আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ, যেমন—মুখ, হাত, উরু, পদ ইত্যাদির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র শরীরের সেবা করা। সেই সমস্ত অঙ্গগুলির সেইটি-ই হচ্ছে স্বভাব। মনুষ্যেতর জীবনে জীবের এই স্বভাব সম্বন্ধে ধারণা থাকে না, কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষদের তা জানা উচিত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু, এবং এইভাবে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, যা চরমে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় পর্যবসিত হয়, তাই হচ্ছে আত্মার বিশুদ্ধিকরণের মৌলিক পন্থা।

বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা মনে করে যে, সে সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণার চরম স্তরে জীব নিজেকে ভগবান বলে মনে করে। মূর্খ জীবাত্মারা ভেবে দেখে না যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারেন না। ভগবান যদি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তাহলে তাঁর ভগবত্তা কোথায়? তা যদি হয়, তাহলে মায়া তো ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই, জীব যেহেতু মায়ার দ্বারা আবদ্ধ, সে কখনও ভগবান হতে পারে না। এই শ্লোকে বদ্ধ জীবের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংস্পর্শে আসার ফলে কলুষিত হয়েছে। তাই সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় তাদের পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি কেবল গুণগতভাবে ব্রাহ্মণই নন, অধিকন্তু, অবশ্যই বৈষ্ণব হবেন। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায়, প্রামাণিক পন্থায় ভগবানের আরাধনা করাই এখানে আত্ম পবিত্রীকরণের একমাত্র পন্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইটি হচ্ছে

পবিত্র হওয়ার স্বাভাবিক উপায়, এবং অন্য কোন পন্থাকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয়নি। পবিত্র হওয়ার অন্যান্য পন্থাগুলি এই স্তরে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু চরমে, প্রকৃত সিদ্ধি লাভের জন্য এই স্তরে উপনীত হতেই হবে। সেই সত্য প্রতিপন্ন করে ভগবদ্‌গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

শ্লোক ৩৫

এতৎক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্মাত্মরূপিণঃ ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্‌ ॥ ৩৫ ॥

এতৎ—এই; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **দৈব-কর্ম-আত্ম-রূপিণঃ**—দিব্য রূপের দিব্য কর্ম, কাল এবং প্রকৃতি; **কঃ**—আর কে; **শ্রদ্দধ্যাৎ**—আকাঙ্ক্ষা করতে পারে; **উপাকর্তুম্**—সামগ্রিকভাবে নিরূপণ করে; **যোগমায়া**—অন্তরঙ্গা শক্তি; **বল-উদয়ম্**—বলের দ্বারা প্রকাশিত।

অনুবাদ

হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিরাটরূপের দিব্য কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য কে নিরূপণ করতে পারে বা মাপতে পারে?

তাৎপর্য

কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা ভগবানের যোগমায়ার দ্বারা প্রদর্শিত বিরাটরূপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিরাটরূপের আয়তন মাপা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ভগবদ্‌গীতায় (১১/১৬) সর্বজনস্বীকৃত ভগবদ্ভক্ত অর্জুন বলেছেন—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

"হে প্রভু! হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! আমি সর্বত্র আপনার অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ, ও নেত্র দর্শন করছি, এবং সেই সবই অন্তহীন। আমি সেই রূপের অন্ত, মধ্য এবং আদি খুঁজে পাই না।"

ভগবদ্‌গীতার উপদেশ বিশেষভাবে অর্জুনকে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁরই অনুরোধে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য তাঁকে বিশেষ দিব্য দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছিল, তবুও ভগবানের অসংখ্য বাহু, মুখ ইত্যাদি দর্শন করা সত্ত্বেও, তিনি পূর্ণরূপে তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হননি। অর্জুন যদি ভগবানের শক্তির আয়তন নিরূপণ করতে সক্ষম না হন, তাহলে অন্য কে তা করতে সক্ষম হবে? কূপমণ্ডুক দার্শনিকের মতো সেই সম্বন্ধে কেবল ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করা যায়। কূপমণ্ডুক দার্শনিক তিন বর্গফুট কুয়োর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর মাপার চেষ্টা করেছিল, এবং তার ফলে সে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বড় হওয়ার জন্য নিজেকে ফোলাতে শুরু করে, কিন্তু অবশেষে তার শরীর ফেটে তার মৃত্যু হয়। এই কাহিনীটি সেই সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপার দুরাশা পোষণ করে। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে প্রশান্ত চিত্ত ও বিনীত ভগবদ্ভক্ত হয়ে সদ্‌গুরুর কাছে ভগবৎ তত্ত্ব শ্রবণ করা, এবং পূর্ববর্তী শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৬

তথাপি কীর্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্ ।
কীর্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্ ॥ ৩৬ ॥

তথা—তাই; **অপি**—যদিও; **কীর্তয়ামি**—আমি বর্ণনা করি; **অঙ্গ**—হে বিদুর! **যথা**—যতখানি; **মতি**—বুদ্ধি; **যথা**—যতখানি; **শ্রুতম্**—শ্রুত; **কীর্তিম্**—মহিমা; **হরেঃ**—ভগবানের; **স্বাম্**—স্বীয়; **সৎ-কর্তুম্**—পবিত্র করে; **গিরম্**—বাণী; **অন্যাভিধা**—অন্যথা; **অসতীম্**—অশুদ্ধ।

অনুবাদ

আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমি যতটা শ্রবণ করতে পেরেছি এবং আমি নিজে যা বুঝতে পেরেছি, তার দ্বারা আমি বিশুদ্ধ বাণীর মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার বাক্‌শক্তি অসত্য থেকে যাবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের বিশুদ্ধিকরণের জন্য তার চেতনার বিশুদ্ধিকরণ আবশ্যক। চেতনার উপস্থিতির দ্বারা চিন্ময় আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, এবং যখনই চেতনা শরীর থেকে চলে যায়, তখন জড় দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাই চেতনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কর্মসমূহের মাধ্যমে। মনোধর্মী জ্ঞানীরা যে বলে চেতনা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে, তা তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। বিশুদ্ধ চেতনার কার্যকলাপ স্তব্ধ করে মানুষের অশুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ চেতনার কার্যকলাপ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই চেতন জীবনীশক্তি অন্য কোনভাবে কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হবে, কেননা কাজে প্রবৃত্ত না হয়ে চেতনা থাকতে পারে না। চেতনা এক পলকের জন্যও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। দেহ যখন নিষ্ক্রিয় হয়, তখন চেতনা স্বপ্নরূপে কার্য করে। অচেতনতা কৃত্রিম; অস্বাভাবিক উপায়ে কিছু কালের জন্য তা স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু যখন ওষুধের প্রভাব শেষ হয়ে যায় অথবা কেউ যখন জেগে ওঠে, তখন চেতনা পুনরায় প্রকাশিত হয়ে আন্তরিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মৈত্রেয় ঋষি বলছেন যে, চেতনাকে অসৎ বৃত্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ভগবানের অন্তহীন মহিমা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ভগবানের এই মহিমা কীর্তন গবেষণা-প্রসূত নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে বিনীতভাবে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করার ফল। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যা কিছু শোনা হয়েছে, তা সব পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয়, তবে সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা যতখানি সম্ভব বর্ণনা করা যেতে পারে। ভগবানের মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা না গেলেও তাতে কিছু যায় আসে না। দেহ, মন এবং বাক্যের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভগবানের দিব্য মহিমা কীর্তন করার প্রচেষ্টা করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে, তাদের কার্যকলাপ অশুদ্ধ এবং অপবিত্র থেকে যাবে। মন এবং বাণীকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমেই কেবল বদ্ধ জীবের সত্তাকে পবিত্র করা সম্ভব। বৈষ্ণব ধারায় সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। এই ত্রিদণ্ড—দেহ, মন এবং বাক্য ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার প্রতিজ্ঞার প্রতীক। কিন্তু একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর মহিমা এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা যে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত চিন্ময় স্বার্থের বিচারে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, যদিও তিনি নিত্যকাল ভগবানের অপ্রাকৃত সেবকই থাকেন। ভক্তের এই যুগপৎ অভিন্ন এবং ভিন্ন স্থিতি তাঁকে চিরতরে পবিত্র করে, এবং তার ফলে তাঁর জীবন পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্লোক ৩৭

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসম্প্রয়োগম্ ॥ ৩৭ ॥

এক-অন্ত—অতুলনীয়; **লাভম্**—লাভ; **বচসঃ**—আলোচনার দ্বারা; **নু পুংসাম্**—ভগবান সম্বন্ধে; **সু-শ্লোক**—পবিত্র; **মৌলেঃ**—কার্যকলাপ; **গুণ-বাদম্**—গুণগান; **আহুঃ**—বলা হয়; **শ্রুতেঃ**—শ্রবণেন্দ্রিয়ের; **চ**—ও; **বিদ্বদ্ভিঃ**—বিদ্বানদের দ্বারা; **উপাকৃতায়াম্**—এইভাবে নিরূপিত হয়ে; **কথা-সুধায়াম্**—এই প্রকার দিব্য কথামৃতে; **উপসম্প্রয়োগম্**—নিকটবর্তী হওয়ার ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে।

অনুবাদ

পুণ্যশ্লোক ভগবানের কার্যকলাপ এবং গুণাবলী কীর্তন করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মহান ঋষিগণ এমনই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কেবল তার সমীপবর্তী হওয়ার ফলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের লীলা শ্রবণ করতে অত্যন্ত ভয় পায়, কেননা তারা মনে করে যে, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করাই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তাদের ধারণা এই যে, যে কোন কার্যকলাপ, এমনকি পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপও জড়। কিন্তু, এই শ্লোকে যে আনন্দের উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভিন্ন প্রকার, কেননা তা দিব্য গুণাবলী সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের লীলা সম্পর্কিত। এই শ্লোকে *গুণবাদম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবানের গুণাবলী, কার্যকলাপ এবং লীলা ভগবদ্ভক্তদের আলোচনার বিষয়। মৈত্রেয় ঋষির মতো একজন মহর্ষি অবশ্যই জড় বিষয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন যে, ভগবানের কার্যকলাপের বিষয়ে আলোচনা করাই পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ সিদ্ধি। শ্রীল জীব গোস্বামী তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বিষয় কৈবল্য আনন্দের পারমার্থিক উপলব্ধির অনেক অনেক

ঊর্ধ্বে। ভগবানের এই সমস্ত অপ্রাকৃত কার্যকলাপ মহর্ষিগণ এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তা শ্রবণ করা মাত্রই পূর্ণরূপে পারমার্থিক উপলব্ধি হয়, এবং সেই সঙ্গে শ্রবণ ও বাণীর সম্যক্ উপযোগও হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এমনই একটি মহান শাস্ত্র, এবং সেই বিষয়ের শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলেই সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ হয়।

শ্লোক ৩৮

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া ॥ ৩৮ ॥

আত্মনঃ—পরমাত্মার; **অবসিতঃ**—জ্ঞাত; **বৎস**—হে আমার প্রিয় পুত্র; **মহিমা**—মহিমা; **কবিনা**—কবি ব্রহ্মা কর্তৃক; **আদিনা**—আদি; **সংবৎসর**—দিব্য বৎসর; **সহস্র-অন্তে**—সহস্র বৎসরের পর; **ধিয়া**—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; **যোগ-বিপক্কয়া**—ধ্যানের পরিপক্কতার দ্বারা।

অনুবাদ

হে বৎস! আদি কবি ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বৎসর ধ্যান করার পর, কেবল এইটুকুই জানতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মার মহিমা অচিন্ত্য।

তাৎপর্য

কিছু কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিক রয়েছে, যারা দর্শন এবং মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরম আত্মাকে জানতে চায়; আর ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভক্তেরা যখন বলেন যে, ভগবানের মহিমা অসীম অথবা অচিন্ত্য, তখন সেই কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার মাপতে উদ্যোগী কুয়োর ব্যাঙের মতো এই সমস্ত দার্শনিকেরা আদি কবি ব্রহ্মার মতো ভক্তের উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে অর্থহীন জল্পনা-কল্পনা করার প্রয়াস করে। ব্রহ্মা এক হাজার দিব্য বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা অবিজ্ঞেয়। সুতরাং কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা তাদের মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কি লাভ করার আশা করতে পারে?

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মনোধর্মী মুনি যদি মন অথবা বায়ুর বেগে লক্ষ কোটি বছর ধরেও ধাবিত হন, তবুও তিনি তাঁকে জানতে পারবেন না। কিন্তু

ভগবদ্ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানার এই প্রকার অর্থহীন প্রচেষ্টায় তাঁদের সময়ের অপচয় করেন না, পক্ষান্তরে, তাঁরা বিনীতভাবে ভগবানের ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন। এইভাবে তাঁরা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। ভক্তের বা মহাত্মাদের ভক্তিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের অনুমোদন করে ভগবান বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

(ভগবদ্‌গীতা ৯/১৩-১৪)

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা লক্ষ্মীদেবী, সীতাদেবী, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী অথবা শ্রীমতী রাধারাণী নামক ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা পরা প্রকৃতির শরণ গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তাঁরা প্রকৃত মহাত্মায় পরিণত হন। মহাত্মারা মানসিক জল্পনা-কল্পনায় প্রবৃত্ত হতে চান না, কিন্তু তাঁরা অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। ভগবদ্ভক্তির প্রকাশ হয় ভগবানের লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করার প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মহাত্মারা যে এই দিব্য পন্থা অনুশীলন করেন, তার ফলে ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, কেননা ভগবানকে যদি কোন প্রকারে জানা সম্ভব হয়, তাহলে ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নয়। মনের জল্পনা-কল্পনা করার মাধ্যমে কেউ তার দুর্লভ মানবজীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে পারে, কিন্তু তার ফলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভে তা কোন প্রকারে সহায়ক হবে না। মহাত্মারা কিন্তু মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবানকে জানার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী নন, কেননা তাঁর ভক্ত অথবা অসুরদের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত আচরণ এবং মহিমামণ্ডিত ব্যবহারের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমেই তাঁরা আনন্দ আস্বাদন করেন। ভক্তেরা উভয় ক্ষেত্রেই আনন্দ আস্বাদন করেন, এবং তাঁরা এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনেও সুখী হন।

শ্লোক ৩৯

অতো ভগবতো মায়া মায়িনামপি মোহিনী ।
যৎস্বয়ং চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৯ ॥

অতঃ—অতএব; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মায়া**—শক্তি; **মায়িনাম্**—যাদুকরদের; **অপি**—ও; **মোহিনী**—মোহজনক; **যৎ**—যা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **আত্ম-বর্ত্ম**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **আত্মা**—আত্মা; **ন**—করে না; **বেদ**—জানে; **কিম্**—কি; **উত**—বলার আছে; **অপরে**—অন্যদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকারী মায়াবাদীদের পর্যন্ত সম্মোহিত করে। ভগবানের এই শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানেরও অজ্ঞাত, অতএব অপর ব্যক্তির আর কি কথা।

তাৎপর্য

কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিক এবং জড় বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে বাদ-বিবাদকারী ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও তারা মানুষ এবং প্রকৃতির আশ্চর্যজনক ইন্দ্রজাল দর্শন করে বিমোহিত হয়। জড় জগতের এই প্রকার বাজিকর এবং যাদুকরেরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের ভেলকিবাজি দর্শন করে বিমোহিত হয়, কিন্তু তারা তাদের সেই মোহ এই বলে মীমাংসা করার চেষ্টা করে যে, এই সব হচ্ছে পৌরাণিক গালগল্প। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয় অথবা মিথ্যা পৌরাণিক গল্প নয়। বাক্-বিতণ্ডাকারী জড়বাদীদের কাছে সবচাইতে আশ্চর্যজনক ধাঁধা হচ্ছে যে, তারা যখন পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপবার চেষ্টা করে, তখন ভগবানের বিশ্বস্ত ভক্তেরা কেবল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবানের ভক্ত খেতে, শুতে, কাজ করতে, ইত্যাদি সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের আশ্চর্যজনক নিপুণতা দর্শন করেন। একটি ক্ষুদ্র বট ফলে হাজার হাজার ক্ষুদ্র বীজ রয়েছে, এবং প্রতিটি বীজে এক-একটি বটবৃক্ষ নিহিত রয়েছে, সেইগুলিতে আবার কারণ এবং কার্যরূপে কোটি কোটি ফল রয়েছে। এইভাবে বৃক্ষ এবং বীজ ভগবদ্ভক্তদের ভগবানের কার্যকলাপের ধ্যানে মগ্ন করে; পক্ষান্তরে, লৌকিক বিবাদ-প্রিয় মানুষেরা শুষ্ক জল্পনা-কল্পনা আর মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের সময় নষ্ট করে, যা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ উভয় জীবনেই নিরর্থক

হয়। জল্পনা-কল্পনার গর্বে তাদের গর্বিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনও বটবৃক্ষের সরল প্রসুপ্ত ক্রিয়াশীলতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। এই প্রকার মনোধর্মীরা হচ্ছে দুর্ভাগা জীব, যারা অনন্তকাল ধরে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ৪০

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ ।
অহং চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৪০ ॥

যতঃ—যাঁর থেকে; **অপ্রাপ্য**—মাপতে অসমর্থ হয়ে; **ন্যবর্তন্ত**—চেষ্টা থেকে বিরত হয়; **বাচঃ**—বাণী; **চ**—ও; **মনসা**—মনের দ্বারা; **সহ**—সহ; **অহম্ চ**—অহঙ্কারও; **অন্যে**—অন্য; **ইমে**—এই সমস্ত; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—প্রণতি বিবেদন করেন।

অনুবাদ

বাণী, মন এবং অহঙ্কার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণসহ ভগবানকে জানতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর প্রতি শুধু আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হবে।

তাৎপর্য

কূপমণ্ডুকসদৃশ অনুমানকারীরা আপত্তি করতে পারে যে, যদি ভগবান বাণী, মন এবং অহঙ্কারের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদেরও, অর্থাৎ বেদ, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বৃহস্পতি প্রমুখ দেবতাদেরও অজ্ঞেয় হন, তাহলে সেই অজ্ঞেয় বস্তুটিকে জানবার জন্য ভক্তেরা এত আগ্রহী হন কেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবানের লীলাসমূহের বর্ণনায় ভক্তদের যে দিব্য আনন্দের অনুভূতি হয়, তা অভক্তদের এবং মনোধর্মীদের কাছে নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়। দিব্য আনন্দের আস্বাদন না হলে, স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা-কল্পনা এবং অনুমানের স্তর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হবে, কেননা তারা দেখতে পাবে যে, সেইগুলি বাস্তব নয় এবং আনন্দদায়ক নয়। ভগবদ্ভক্তেরা অন্তত জানেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বৈদিক স্তোত্রে যা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ* । ভগবদ্গীতাতেও (১৫/১৫) সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* । বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য অহম্ বা 'আমি' সম্বন্ধে ভ্রান্ত জল্পনা-কল্পনা

করা নয়, পক্ষান্তরে, বৈদিক জ্ঞান অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। পরমতত্ত্বকে জানার একমাত্র পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, এই কথা ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি* তত্ত্বতঃ। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল জানা যায় যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং ব্রহ্মা ও পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশমাত্র। সেই সত্য এই শ্লোকে মহর্ষি মৈত্রেয় কর্তৃক প্রতিপন্ন হয়েছে। ভক্তি সহকারে প্রণতি (*নমঃ*) নিবেদন করার · ধ্যমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে (*ভগবতে*) ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হয়েছেন। কেউ যদি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারও ঊর্ধ্বে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তাহলে তাঁকে মৈত্রেয়, বিদুর, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো মহান ঋষি এবং ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বিশ্বরূপের সৃষ্টি' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ ।
প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **মৈত্রেয়ম্**—মহর্ষি মৈত্রেয়কে; **দ্বৈপায়ন-সুতঃ**—দ্বৈপায়নের পুত্র; **বুধঃ**—বিদ্বান; **প্রীণয়ন্**—প্রীতিপূর্ণ; **ইব**—মতো; **ভারত্যা**—প্রার্থনারূপে; **বিদুরঃ**—বিদুর; **প্রত্যভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বিজ্ঞ পুত্র বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়ের এই উপদেশ শ্রবণ করে মধুর বাক্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ ।
লীলয়া চাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কথম্**—কিভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চিৎ-মাত্রস্য**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; **অবিকারিণঃ**—অপরিবর্তনীয়ের; **লীলয়া**—তাঁর লীলার দ্বারা; **চ**—অথবা; **অপি**—এই রকম হওয়া সত্ত্বেও; **যুজ্যেরন্**—ঘটিত হয়; **নির্গুণস্য**—যিনি প্রকৃতির গুণরহিত; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণ; **ক্রিয়াঃ**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে মহান ব্রাহ্মন্! যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ চিন্ময় এবং অপরিবর্তনীয়, তাহলে তিনি কিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণ এবং কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত? এইগুলি যদি তাঁর লীলা হয়, তাহলে অবিকারীর কার্যকলাপ কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃতির গুণরহিত গুণাবলী কিভাবে প্রদর্শন করেন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে, পরমাত্মা তথা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জড় জগতের সৃষ্টিকার্যে ভগবানের কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে, কিন্তু এই জগৎ জীবের পক্ষে মোহজনক। তাই ভগবান হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীব হচ্ছে মায়ার অধীন। অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন অথবা তাঁর সমস্ত শক্তিসহ আবির্ভূত হন, তখন তিনিও একজন সাধারণ মানুষের মতো মায়ার অধীন হয়ে পড়েন। ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে, বিদুর মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করছেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকেরা সাধারণত সিদ্ধান্ত করে যে, ভগবান এবং জীব সমপর্যায়ভুক্ত। মহর্ষি মৈত্রেয় সেই সমস্ত অপসিদ্ধান্তগুলিকে কিভাবে নিরস্ত করেছেন তা বিদুর শ্রবণ করেছিলেন। এই শ্লোকে ভগবানকে *চিন্মাত্র,* বা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের বহু আশ্চর্যজনক অনিত্য ও নিত্য বস্তু সৃষ্টি এবং প্রকাশ করার অনন্ত শক্তি রয়েছে। যেহেতু এই জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই তা অনিত্য বলে মনে হয়; একসময় তার প্রকাশ হয়, কিছুকালের জন্য তা স্থায়ী হয়, এবং পুনরায় তা লয়প্রাপ্ত হয়ে তাঁর শক্তিতে সংরক্ষিত হয়। সেই কথা বর্ণনা করে ভগবদ্গীতায় (৮/১৯) বলা হয়েছে—*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে* । কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সৃষ্ট চিৎ জগৎ জড় জগতের মতো অনিত্য নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে নিত্য এবং অপ্রাকৃত জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, সৌন্দর্য ও মহিমায় পূর্ণ। ভগবানের শক্তির এই প্রকার প্রকাশ নিত্য এবং তাই তাকে বলা হয় *নির্গুণ,* বা জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে এমনকি সত্ত্বগুণ থেকেও মুক্ত। চিৎ জগৎ জড় সত্ত্বগুণেরও অতীত এবং তাই তা অপরিবর্তনীয়। যেহেতু এই প্রকার নিত্য ও অপরিবর্তনীয় গুণাবলীর অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান কখনও কোন প্রকার জড় প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তখন

তাঁর কার্যকলাপ এবং রূপ কিভাবে সাধারণ জীবের মতো মায়ার অধীন হতে পারে?

যাদুকরেরা তাদের যাদুবিদ্যার প্রভাবে নানা প্রকার ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে। যাদু বিদ্যার প্রভাবে যাদুকর একটি গাভীতে পরিণত হতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে একটি গাভী নয়; কিন্তু এও সত্য যে, যাদুকর কর্তৃক প্রদর্শিত গাভীটি তার থেকে ভিন্ন নয়। তেমনই, ভগবান থেকে প্রকাশিত হওয়ার ফলে মায়াশক্তি ভগবান থেকে ভিন্ন নয়, আবার তা পরমেশ্বর ভগবানও নয়। ভগবানের অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং শক্তি সর্বদাই অপরিবর্তনীয় থাকে; এমনকি জড় জগতে প্রদর্শিত হলেও তাদের কোনও পরিবর্তন হয় না। ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, এবং তাই জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তাঁর কলুষিত হওয়ার, পরিবর্তিত হওয়ার কিংবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা *সগুণ*, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার *নির্গুণ*, যেহেতু জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব নেই। কারাগারের প্রতিবন্ধকতা রাজার আইন ভঙ্গকারী কয়েদিদের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য, কিন্তু রাজা কখনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না, যদিও তাঁর সৎ ইচ্ছার প্রভাবে তিনি কারাগার পরিদর্শনে যেতে পারেন। বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবানের ছটি ঐশ্বর্য ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবানের দিব্য জ্ঞান, বল, বৈভব, শক্তি, সৌন্দর্য এবং বৈরাগ্য সবই পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান যখন এই জড় জগতে স্বয়ং এই সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেন, তখন জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে তাদের কোন রকম সম্পর্ক থাকে না। *চিন্মাত্রত্ব* শব্দটি প্রমাণ করে যে, ভগবানের কার্যকলাপ সর্বদাই অপ্রাকৃত, এমনকি তা এই প্রাকৃত জগতে প্রদর্শিত হলেও সর্বদাই অপ্রাকৃতই থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন, তা না হলে শুকদেব গোস্বামীর মতো মুক্ত ভক্তরা তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হতেন না। বিদুর প্রশ্ন করেছেন ভগবানের কার্যকলাপ কিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত হতে পারে, যে কথা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। জড় গুণের প্রমাদের কারণ হচ্ছে জড় দেহ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য। বদ্ধ জীবের কর্ম জড়া প্রকৃতির গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং তাই তা বিকৃত। কিন্তু ভগবানের বিগ্রহ এবং স্বয়ং ভগবান এক ও অভিন্ন, এবং যখন ভগবানের কার্যকলাপ প্রদর্শিত হয়, তখন তা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। চরম সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবানের কার্যকলাপকে জড় বলে মনে করে, তারা অবশ্যই ভ্রান্ত।

শ্লোক ৩

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৩ ॥

ক্রীড়ায়াম্—খেলার বিষয়ে; **উদ্যমঃ**—উৎসাহ; **অর্ভস্য**—বালকদের; **কামঃ**—বাসনা; **চিক্রীড়িষা**—খেলা করার ইচ্ছা; **অন্যতঃ**—অন্য বালকদের সঙ্গে; **স্বতঃ-তৃপ্তস্য**—যিনি আত্মতৃপ্ত; **চ**—ও; **কথম্**—কি জন্য; **নিবৃত্তস্য**—যিনি অনাসক্ত; **সদা**—সর্বদা; **অন্যতঃ**—অন্যথা।

অনুবাদ

বালকেরা অন্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অথবা বিচিত্র আমোদ প্রমোদে উৎসাহী, কেননা তারা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের বেলায় সেই রকম কোন বাসনার সম্ভাবনা নেই, কেননা তিনি আত্মতৃপ্ত এবং সর্বদাই সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তাই তিনি ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আগুন যেমন তাপ এবং আলোকরূপে নিজেকে বিকীর্ণ করে, ভগবানও তাঁর শক্তির দ্বারা তাঁর বহুবিধ স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ প্রকাশরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। ভগবান ছাড়া যেহেতু আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তাই ভগবান যখন যে কোন বিষয়ের সঙ্গ করেন, তখন তিনি নিজেই নিজের সঙ্গ করেন। ভগবদ্‌গীতায় (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে ভগবান নিজেই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়েছেন। সব কিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু তিনি সেই সবের মধ্যে নেই।" এই হচ্ছে ভগবানের সংযোগ এবং বিয়োগের ঐশ্বর্য। তিনি সব কিছুতেই সংযুক্ত, তবুও সব কিছু থেকেই বিযুক্ত।

শ্লোক ৪

অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া ।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥ ৪ ॥

অস্রাক্ষীৎ—সৃজন করিয়েছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্বম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **গুণ-ময্যা**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণযুক্ত; **আত্ম**—আত্মা; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **তয়া**—তাঁর দ্বারা; **সংস্থাপয়তি**—পালন করেন; **এতৎ**—এই সমস্ত; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **প্রত্যপিধাস্যতি**—প্রলয় সাধন করেন।

অনুবাদ

তাঁর স্বরক্ষিত ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির দ্বারা ভগবান এই বিশ্ব সৃজন করিয়েছেন। তাঁর দ্বারা তিনি এই সৃষ্টি পালন করেন এবং পক্ষান্তরে, তা ধ্বংসও করেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস কার্য সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত জীব অনুকরণ দ্বারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনার ফলে মায়া কর্তৃক বিচলিত হয়েছে, তাদের জন্য ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ হচ্ছে সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের আরও অধিক বিমোহিত করার জন্য। মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধ জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে নিজেকে জড় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, এবং তার ফলে সে জন্ম-জন্মান্তরে ভৌতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই জড় জগৎ ভগবানের নিজের জন্য নয়; পক্ষান্তরে, যারা তাদের ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে প্রভুত্ব করতে চায়, সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের জন্য। তার ফলে বদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন হয়।

শ্লোক ৫

দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতঃ স্বতোঽন্যতঃ ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥ ৫ ॥

দেশতঃ—পরিস্থিতি সংক্রান্ত; **কালতঃ**—কালের প্রভাবে; **যঃ**—যিনি; **অসৌ**—জীব; **অবস্থাতঃ**—স্থিতির দ্বারা; **স্বতঃ**—স্বপ্নের দ্বারা; **অন্যতঃ**—অন্যের দ্বারা; **অবিলুপ্ত**—বিলুপ্ত; **অববোধ**—চেতনা; **আত্মা**—শুদ্ধ আত্মা; **সঃ**—তিনি; **যুজ্যেত**—যুক্ত; **অজয়া**—অবিদ্যাসহ; **কথম্**—কিভাবে।

অনুবাদ

শুদ্ধ আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যসম্পন্ন, এবং তা কখনই দেশ, কাল, অবস্থা, স্বপ্ন অথবা অন্য কারণের দ্বারা অচেতন হয় না। তাহলে কিভাবে সে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়?

তাৎপর্য

জীবের চেতনা সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন হয় না, যে কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন মানুষ যখন একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে, তখন সে সচেতন থাকে যে, সে তার স্থান পরিবর্তন করেছে। সে বিদ্যুতের মতো অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সর্বদাই বর্তমান থাকে। সে তার অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করতে পারে, এবং তার অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের বিষয়েও অনুমান করতে পারে। কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে স্থিত হলেও, সে কখনই তার ব্যক্তিগত পরিচয় ভুলে যায় না। তাহলে ঊর্ধতন কোন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত না হলে, কিভাবে সে বিশুদ্ধ আত্মারূপে তার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হয়ে নিজেকে জড় বলে মনে করে? এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব অবিদ্যা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে কথা বিষ্ণু পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (৭/৫) জীবকে পরা প্রকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং বিষ্ণু পুরাণে তাকে পরা শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে ভগবানের শক্তি। সে কখনই শক্তিমান নয়। শক্তিমান বহু শক্তি প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু শক্তি কখনই শক্তিমানের সমকক্ষ হতে পারে না। এক শক্তি অন্য শক্তির দ্বারা পরাভূত হতে পারে, কিন্তু শক্তিমান কখনও শক্তির দ্বারা পরাভূত হন না, কেননা সমস্ত শক্তি তাঁর অধীন। ভগবানের জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তির বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, *অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞা*, এবং এইভাবে সে জড় জগতে এক উদ্ভট পরিস্থিতিতে স্থিত হয়েছে। অবিদ্যা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে জীব কখনই তার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হতে পারে না। যেহেতু জীবের অবিদ্যা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তাই সে কখনও পরম শক্তিমানের সমকক্ষ হতে পারে না।

শ্লোক ৬

ভগবানেক এবৈষ সর্বক্ষেত্রেম্ববস্থিতঃ ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্মভিঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **একঃ**—একলা; **এব এষঃ**—এই সমস্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **ক্ষেত্রেষু**—জীবে; **অবস্থিতঃ**—বিরাজমান; **অমুষ্য**—জীবের; **দুর্ভগত্বম্**—দুর্ভাগ্য; **বা**—অথবা; **ক্লেশঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **বা**—অথবা; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **কুতঃ**—কি জন্য।

অনুবাদ

ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তাহলে জীবের কার্যকলাপ কেন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় এবং দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়?

তাৎপর্য

মৈত্রেয়ের কাছে বিদুরের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে, "ভগবান যদিও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তা সত্ত্বেও জীবকে কেন নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়?" দেহকে একটি ফলবন্ত বৃক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান সেই বৃক্ষটিতে দুটি পাখির মতো বর্তমান। জীবাত্মা সেই বৃক্ষের ফল আহার করে, কিন্তু পরমাত্মারূপী ভগবান সাক্ষীরূপে অন্য পক্ষীটির কার্যকলাপ দর্শন করেন। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে কষ্টভোগ করতে পারে, কিন্তু এইটি কিভাবে সম্ভব যে, রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন নাগরিক অন্য নাগরিকের কাছ থেকে কষ্টভোগ করে? অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে, জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, এবং তার ফলে তাঁর শুদ্ধ অবস্থায় তাঁর জ্ঞান কখনও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, বিশেষ করে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে। তাহলে জীব কিভাবে অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন? ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা ও রক্ষক, এবং তিনি ভূতভৃৎ বা জীবের পালনকর্তারূপে পরিচিত। তাহলে জীবকে কেন এত দুঃখ-কষ্ট এবং দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়? তা হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, সর্বত্রই বাস্তবিকভাবে তা হচ্ছে। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিদুর এই প্রশ্নটি করেছেন।

শ্লোক ৭

এতস্মিন্মে মনো বিদ্বন্ খিদ্যতেঽজ্ঞানসঙ্কটে ।
তন্নঃ পরাণুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

এতস্মিন্—এতে; **মে**—আমার; **মনঃ**—মন; **বিদ্বন্**—হে পণ্ডিত প্রবর; **খিদ্যতে**—কষ্ট দেয়; **অজ্ঞান**—অবিদ্যা; **সঙ্কটে**—দুঃখ-দুর্দশায়; **তৎ**—তাই; **নঃ**—আমার; **পরাণুদ**—পরিষ্কার করে; **বিভো**—হে মহান; **কশ্মলম্**—মোহ; **মানসম্**—মন সম্পর্কীয়; **মহৎ**—মহান।

অনুবাদ

হে মহান মনীষীগণ! এই অবিদ্যাজনিত সঙ্কটের প্রভাবে আমার মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, এবং তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন কৃপা করে আমার এই মোহ দূর করেন।

তাৎপর্য

এই প্রকার মানসিক বিভ্রান্তি যা এখানে বিদুরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে তা কোন কোন জীবে উৎপন্ন হয়, সকলের হয় না, কেননা সকলেই যদি বিভ্রান্ত হত তাহলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা তার সমাধানের কোন সম্ভাবনা থাকত না।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং চোদিতঃ ক্ষত্রা তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ।
প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (মৈত্রেয় মুনি); **ইত্থম্**—এইভাবে; **চোদিতঃ**—বিক্ষুব্ধ হয়ে; **ক্ষত্রা**—বিদুর কর্তৃক; **তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুনা**—যিনি সত্য সম্বন্ধে জানতে উৎসুক; **মুনিঃ**—মহর্ষি; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ভগবৎ-চিত্তঃ**—ভগবৎ চেতনা; **স্ময়ন্**—বিবেচনা করে; **ইব**—যেন; **গত-স্ময়ঃ**—নিঃসঙ্কোচে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি যেন প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ ভাবনাময়।

তাৎপর্য

যেহেতু মহর্ষি মৈত্রেয় ভগবৎ চেতনায় পূর্ণ ছিলেন, তাই বিদুরের এই প্রকার পরস্পরবিরোধী প্রশ্নে তাঁর বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাই, একজন ভক্তরূপে তিনি বাহ্যত বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, যেন তিনি সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর কিভাবে দিতে হবে তা জানতেন না, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ণরূপে সংযত

হয়েছিলেন এবং যথাযথভাবে বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি* । যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনি ভগবানের বিষয়ে কিছু না কিছু জানেন, এবং ভগবানের প্রতি অর্পিত ভক্তির প্রভাবে তিনি ভগবানের কৃপায় সব কিছু জানার যোগ্য হন। যদিও ভগবদ্ভক্ত আপাত দৃষ্টিতে নিজেকে অজ্ঞ বলে প্রকাশ করতে চান, তবুও তিনি সমস্ত জটিল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন।

শ্লোক ৯

মৈত্রেয় উবাচ
সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে ।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সা ইয়ম্**—এই প্রকার উক্তি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়া**—মায়া; **যৎ**—যা; **নয়েন**—ন্যায় শাস্ত্রের দ্বারা; **বিরুধ্যতে**—পরস্পর বিরোধী হয়; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিমুক্তস্য**—নিত্য মুক্তের; **কার্পণ্যম্**—অপর্যাপ্ততা; **উত**—কি বলার আছে; **বন্ধনম্**—বন্ধন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—কোন কোন বদ্ধ জীব এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে যে, পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন হন, আবার সেই সঙ্গে তারা এও মানে যে, ভগবান বদ্ধ নন। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত যুক্তির বিরোধী।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মনে হয় যে, পূর্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান কখনও জীবাত্মার জ্ঞান আচ্ছাদনকারী মায়াশক্তির কারণ হতে পারেন না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও যে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাসদেব যখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি জীবের শুদ্ধ জ্ঞান আচ্ছাদনকারী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকেও ভগবানের সঙ্গে দর্শন করেছিলেন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি কেন এইভাবে কার্য করে, সেই সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর মতো মহান ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও অপরা মায়াশক্তি ভগবানের পরা শক্তি থেকে ভিন্ন, তবুও তা ভগবানের বহু শক্তির একটি শক্তি এবং তাই

সত্ত্বগুণ আদি প্রকৃতির গুণগুলি অবশ্যই ভগবানেরই গুণ। শক্তি এবং শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান অভিন্ন, এবং যদিও এই শক্তি ভগবানের সঙ্গে এক ও অভিন্ন, তবুও তিনি কখনও এই শক্তির বশীভূত হন না। জীব যদিও ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তবুও তারা জড়া শক্তির দ্বারা পরাভূত হয়। ভগবদ্‌গীতায় (৯/৫) যে ভগবানের অচিন্ত্য *যোগমৈশ্বরম্* বর্ণনা করা হয়েছে, কূপমণ্ডুক দার্শনিকেরা তা বুঝতে ভুল করে। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ দরিদ্র নারায়ণ হয়ে যান, সেই কথা প্রতিপন্ন করার জন্য তারা প্রতিপাদন করে যে, মায়াশক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে বশীভূত করে। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কিন্তু তার ব্যাখ্যা করে অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, সূর্য যদিও পূর্ণ জ্যোতির্ময়, তাহলেও মেঘ, অন্ধকার এবং তুষারপাত সূর্যের বিভিন্ন অংশ। সূর্য ব্যতীত মেঘ অথবা অন্ধকারের দ্বারা আকাশের আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, অথবা পৃথিবীতে তুষারপাত সম্ভব নয়। যদিও সূর্যরশ্মির দ্বারা জীবন পুষ্ট হয়, সূর্য কর্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার এবং হিমের দ্বারা জীবন বিচলিতও হয়। কিন্তু এটিও সত্য যে সূর্য কখনও অন্ধকার, মেঘ অথবা তুষারপাতের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। সূর্য এই সমস্ত বিঘ্ন থেকে অনেক অনেক দূরে। মূর্খ মানুষেরাই কেবল বলে যে, সূর্য মেঘের দ্বারা অথবা অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে। তেমনই, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না, যদিও সেই প্রকৃতি তাঁরই অসংখ্য শক্তির একটি শক্তি (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)।

পরব্রহ্ম মায়ার দ্বারা অভিভূত হন, সেই কথা প্রতিপন্ন করার কোন কারণ নেই। মেঘ, অন্ধকার এবং তুষারপাত কেবল সূর্যরশ্মির এক অতি নগণ্য অংশকে আচ্ছাদিত করতে পারে। তেমনই, জড়া প্রকৃতির গুণ কিরণসদৃশ জীবদের প্রভাবিত করতে পারে। এইটি জীবের দুর্ভাগ্য যে, তার শুদ্ধ চেতনা এবং নিত্য আনন্দকে জড়া প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে, যদিও তা অবশ্যই বিনা কারণে নয়। শুদ্ধ চেতনা এবং নিত্য আনন্দের এই আবরণের কারণ হচ্ছে *অবিদ্যাকর্ম-সংজ্ঞা,* সেই শক্তি যা ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারকারী অণুসদৃশ জীবের উপর ক্রিয়া করে। বিষ্ণু পুরাণ, ভগবদ্‌গীতা এবং অন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মতে জীব ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত, এবং তার ফলে তারা সর্বদাই ভগবানের শক্তি এবং কোন অবস্থাতেই তারা শক্তিমান নয়। জীবেরা হচ্ছে সূর্যকিরণের মতো। যদিও পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সূর্য এবং তার কিরণের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই, তবুও সূর্যের কিরণ কখনও কখনও মেঘ অথবা তুষারপাতরূপ সূর্যের শক্তির দ্বারা

আচ্ছাদিত হতে পারে। তেমনই, জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের উৎকৃষ্টা প্রকৃতির সঙ্গে এক, তবুও তাদের নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীব অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো। অগ্নির স্ফুলিঙ্গও অগ্নি। কিন্তু স্ফুলিঙ্গের দাহিকা শক্তি অগ্নির থেকে ভিন্ন। স্ফুলিঙ্গ যখন অগ্নি থেকে দূরে যায়, তখন তা অগ্নিবিহীন পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও তার মধ্যে অগ্নির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার শক্তি নিহিত থাকে, তবুও স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ড হতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নির অংশরূপে চিরকাল তার ভিতর থাকতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্ফুলিঙ্গ মূল অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই তার দুর্ভাগ্য এবং দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়। স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মূল অগ্নিসদৃশ পরমেশ্বর ভগবান কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারেন না, কিন্তু স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীব মায়ার মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের অপরা প্রকৃতির দ্বারা পরাভূত হতে পারেন, এই মতবাদটি নিতান্তই হাস্যকর। ভগবান মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীবেরা তাদের বদ্ধ অবস্থায় মায়ার অধীন। এইটিই হচ্ছে ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা বলে যে, পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, আসলে তারা নিজেরাই সেই মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, যদিও তারা মনে করে যে, তারা হচ্ছে মুক্ত আত্মা। ভ্রান্ত এবং শ্রমসাধ্য বাক্য বিন্যাসের দ্বারা তাদের সেই মতবাদ তারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, যা হচ্ছে ভগবানের সেই মায়াশক্তিরই উপহার। কিন্তু কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা তাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের ফলে তা বুঝতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের নবম পরিচ্ছেদের চতুস্ত্রিংশতি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে—*দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎ-সমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি* । পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করে দেবতারা বলছেন, যদিও তাঁর কার্যকলাপ দুর্বোধ্য, তবুও তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত, তাঁরা কিয়দংশে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। দেবতারা স্বীকার করেছেন যে, ভগবান যদিও জড় প্রভাব এবং সৃষ্টি থেকে ভিন্ন, তবুও দেবতাদের মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং ধ্বংস করেন।

শ্লোক ১০

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্যয়ঃ ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ১০ ॥

যৎ—এইভাবে; **অর্থেন**—উদ্দেশ্য বা অর্থ; **বিনা**—ব্যতীত; **অমুষ্য**—এই প্রকার ব্যক্তির; **পুংসঃ**—জীবের; **আত্ম-বিপর্যয়ঃ**—স্বরূপ-বিভ্রম; **প্রতীয়তে**—প্রতীত হয়; **উপদ্রষ্টুঃ**—স্বপ্নদ্রষ্টা; **স্ব-শিরঃ**—স্বীয় মস্তক; **ছেদন-আদিকঃ**—ছেদন।

অনুবাদ

স্বপ্নে যেমন মানুষ কখনও কখনও দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তেমনই জীব তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, যদিও তা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র।

তাৎপর্য

এক শিক্ষক একবার তাঁর এক ছাত্রকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, তিনি তার মাথা কেটে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন যাতে সে দেখতে পায় কিভাবে তার মাথাটি কেটে ফেলা হয়েছে। শিশুটি তখন ভীত হয়ে তার দুষ্টামি বন্ধ করে। তেমনই, শুদ্ধ আত্মার দুঃখ-দুর্দশা এবং স্বরূপ-বিভ্রম ভগবানের মায়াশক্তির ক্রিয়া, যিনি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণকারী দুষ্কৃতকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, জীবের বন্ধন নেই অথবা দুঃখ-দুর্দশা নেই, এমনকি সে কখনও তার বিশুদ্ধ জ্ঞানও হারায় না। তার শুদ্ধ চেতনায় সে, যখন তার স্থিতি সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে নিত্যকাল ভগবানের কৃপার অধীন, এবং ভগবানের সঙ্গে তার এক হয়ে যাওয়ার প্রয়াস হচ্ছে মোহময়ী ভ্রান্তি। জন্ম-জন্মান্তরে জীব ভ্রান্তভাবে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে এবং জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর হয়, কিন্তু তার ফলে কোন বাস্তব লাভ হয় না। অবশেষে, নিরাশ হয়ে সে তার সমস্ত জড় কার্যকলাপ ত্যাগ করে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং বাক্যবিন্যাসের দ্বারা নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু তার ফলেও কোন লাভ হয় না।

এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় মায়ার নির্দেশনায়। স্বপ্নে শিরশ্ছেদ হওয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতার তুলনা করা যেতে পারে। স্বপ্নদ্রষ্টা দর্শন করে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। কোন ব্যক্তির মাথা যদি কেটে ফেলা হয়, তাহলে তার দর্শনের ক্ষমতা থাকে না। তাই কেউ যদি দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে মোহবশত সেই রকম মনে করছে। তেমনই জীব সর্বদাই ভগবানের অধীন, এবং সেই জ্ঞান তার রয়েছে, কিন্তু কৃত্রিমভাবে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে ভগবান, এবং ভগবান হওয়া সত্ত্বেও মায়ার প্রভাবে সেই জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলেছে। এই ধারণাটির কোন ভিত্তি নেই,

ঠিক যেমন নিজের কাটা মাথা দর্শন করার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, এবং যেহেতু জীবের এই কৃত্রিম বিদ্রোহী অবস্থা তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা প্রদান করে, তাই তাকে বুঝতে হবে যে, তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করা, এবং ভগবান হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজেকে ভগবান মনে করার তথাকথিত মুক্তি হচ্ছে অবিদ্যার প্রতিক্রিয়াজাত চরম ফাঁদ, যে ফাঁদে জীব আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবানের নিত্য দিব্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে জীব নানাভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়। এমনকি বদ্ধ অবস্থাতেও জীব ভগবানের নিত্য দাস। মায়ার মোহে আচ্ছন্নতাবশত তার যে দাসত্ব তাও তার নিত্য দাসত্বেরই প্রকাশ। যেহেতু সে ভগবানের দাসত্ব করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই তাকে মায়ার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। সে এখনও দাসত্ব করছে, কিন্তু বিকৃতভাবে। সে যখন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়, তখন সে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। এটি আর এক রকম মোহ। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হয়ে চিরকালের জন্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

শ্লোক ১১

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥ ১১ ॥

যথা—যেমন; **জলে**—জলে; **চন্দ্রমসঃ**—চন্দ্রের; **কম্প-আদিঃ**—কম্পিত ইত্যাদি; **তৎ-কৃতঃ**—জলের দ্বারা কৃত; **গুণঃ**—গুণ; **দৃশ্যতে**—এই প্রকার দেখা যায়; **অসন্ অপি**—অস্তিত্ববিহীন; **দ্রষ্টুঃ**—দ্রষ্টার; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অনাত্মনঃ**—আত্মার থেকে ভিন্ন; **গুণঃ**—গুণ।

অনুবাদ

জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্বে কম্পন আদি জলের ধর্ম দৃষ্ট হয়, তেমনই জড়ের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাবে আত্মাকে জড় তত্ত্ব বলে প্রতীত হয়।

তাৎপর্য

এখানে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং জীবকে জলে চাঁদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আকাশের চাঁদ এক স্থানে স্থিত এবং তা কখনও জলে চাঁদের প্রতিবিম্বের মতো কাঁপে না। প্রকৃতপক্ষে, আকাশের প্রকৃত চাঁদের মতো প্রতিবিম্বিত চাঁদেরও কাঁপা উচিত নয়, কিন্তু জলের সঙ্গ প্রভাবে মনে হয় যেন প্রতিবিম্বটি কাঁপছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র স্থির হয়ে আছে। জল গতিশীল কিন্তু চন্দ্র স্থির। তেমনই, মনে হয় যেন জীব ভ্রম, শোক, ক্লেশ আদি ভৌতিক গুণের দ্বারা দূষিত, যদিও বিশুদ্ধ আত্মায় এই সমস্ত গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। *প্রতীয়তে* শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, 'আপাত দৃষ্টিতে' এবং 'প্রকৃতপক্ষে নয়' (যেমন, স্বপ্নে শিরশ্ছেদের অভিজ্ঞতার মতো)। জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব হচ্ছে চন্দ্রের বিভিন্ন রশ্মিসমূহ, তা প্রকৃত চন্দ্র নয়। ভবসমুদ্ররূপ জলে আবদ্ধ ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবে কম্পনের গুণ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন আকাশের প্রকৃত চাঁদের মতো, যার সঙ্গে জলের কোন সম্পর্ক নেই । জড়ে প্রতিবিম্বিত সূর্য এবং চন্দ্রের আলোক জড়কে উজ্জ্বল এবং প্রশংসনীয় করে। জীবনের লক্ষণসমূহকে বৃক্ষ এবং পর্বত আদি জড় বস্তুসমূহকে প্রকাশকারী সূর্য এবং চন্দ্রের আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সূর্য অথবা চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে প্রকৃত সূর্য অথবা চন্দ্র বলে মনে করে, এবং সেই ধারণা থেকেই শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বিকশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সূর্য ও চন্দ্রের আলোক সূর্য এবং চন্দ্র থেকে ভিন্ন, যদিও তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোককে নির্বিশেষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রগ্রহ সবিশেষ, এবং চন্দ্রলোকের জীবেরাও সবিশেষ। চন্দ্রকিরণে বিভিন্ন প্রকার ভৌতিক সত্তা ন্যূনাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীত হয়। তাজমহলের উপর বিচ্ছুরিত চাঁদের জ্যোৎস্না জনশূন্য প্রান্তরে পতিত জ্যোৎস্না থেকে অধিক সুন্দর বলে প্রতীত হয়। চাঁদের জ্যোৎস্না যদিও সর্বত্রই এক, কিন্তু ভিন্ন প্রকারে অনুভূত হওয়ার ফলে তা ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। তেমনি, ভগবানের জ্যোতিকণা সর্বত্র প্রসারিত, কিন্তু গ্রহণের তারতম্য অনুসারে তা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। তাই কখনই জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে বাস্তব বলে মনে করে অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তিতে সমস্ত পরিস্থিতিকে ভুল বোঝা উচিত নয়। চন্দ্রের কম্পিত হওয়ার গুণও পরিবর্তনশীল। জল যখন স্থির থাকে, তখন তা আর কম্পিত হয় না। অধিক সংযত বদ্ধ জীব কম বিচলিত হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে কম্পনের গুণ ন্যূনাধিক সর্বত্রই বর্তমান।

শ্লোক ১২

স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া ।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥

সঃ—তা; **বৈ**—ও; **নিবৃত্তি**—অনাসক্তি; **ধর্মেণ**—ধর্মের দ্বারা; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুকম্পয়া**—কৃপায়; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **তিরোধত্তে**—ক্ষীণ হয়; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **ইহ**—এই অস্তিত্বে।

অনুবাদ

কিন্তু, বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনের ফলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের কৃপার প্রভাবে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের কম্পন অথবা চঞ্চলতার গুণ, যা দেহাত্মবুদ্ধি, অথবা মনোধর্মী দার্শনিক জ্ঞানের প্রাকৃত প্রভাবের বশীভূত হয়ে নিজেকে ভগবান বলে মনে করার ফলে হয়ে থাকে, তা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব। প্রথম স্কন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যে, যেহেতু বাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগের প্রয়োগে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, তার ফলে তা অচিরেই জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় করে, এবং এইভাবে এই জীবনেই চিন্ময় সত্তার পুনর্জাগরণ হয়, তখন কম্পন বা চঞ্চলতা সৃষ্টিকারী জড় বায়ু থেকে জীব মুক্ত হয়। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞানই কেবল জীবকে মুক্তির পথে উন্নীত করতে পারে। কেবল সব কিছু জানার উদ্দেশ্যে ভক্তিবিহীন জ্ঞানের যে চর্চা, তা কেবল অর্থহীন শ্রমমাত্র বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তার ফলে কখনই অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। ভগবান বাসুদেব কেবল ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই তুষ্ট হন, এবং তাঁর সেই কৃপা উপলব্ধ হয় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কামনা বাসনার অতীত। এমনকি তিনি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের বাসনা থেকেও মুক্ত। কেউ যদি ভগবানের কৃপা লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে। এই প্রকার সঙ্গই কেবল ক্রমশ মানুষকে চঞ্চলতা থেকে মুক্ত করতে পারে।

শ্লোক ১৩

যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥

যদা—যখন; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **উপরামঃ**—পরিতৃপ্ত; **অথ**—এইভাবে; **দ্রষ্টৃ-আত্মনি**—দ্রষ্টা পরমাত্মাকে; **পরে**—চিন্ময় স্তরে; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বিলীয়ন্তে**—বিলীন হয়; **তদা**—সেই সময়ে; **ক্লেশাঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **সংসুপ্তস্য**—গভীর নিদ্রায় মগ্ন; **ইব**—মতো; **কৃৎস্নশঃ**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি যখন দ্রষ্টা-পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়, তখন সুষুপ্ত ব্যক্তির মতো তাঁর সমস্ত ক্লেশ সর্বতোভাবে বিদূরিত হয়।

তাৎপর্য

জীবের চঞ্চলতা যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ। যেহেতু সমগ্র জড় জগৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য, তাই ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যম, এবং সেইগুলি নিশ্চল আত্মার চঞ্চলতা সৃষ্টি করে। তাই, এই প্রকার জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে মুক্ত করা উচিত। নির্বিশেষবাদীদের মতে জীবাত্মা যখন পরমাত্মা বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তখন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ হয়। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু তাঁদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করেন না, পক্ষান্তরে, তাঁদের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত করেন। উভয়ক্ষেত্রেই, জ্ঞানের সাধনার দ্বারা জড় জগতে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করতে হয়, এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেইগুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময়, কিন্তু জড়ের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তাদের কার্যকলাপ দূষিত হয়ে যায়। ভবরোগ নিরাময়ের জন্য ইন্দ্রিয়গুলির চিকিৎসা করতে হবে, তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করলে চলবে না, যা নির্বিশেষবাদীরা বলে থাকে। ভগবদ্‌গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গুলি জড় কার্যকলাপ থেকে তখনই নিবৃত্ত হতে পারে যখন সেইগুলি শ্রেষ্ঠতর কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয়। চেতনা স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় এবং তার সেই ক্রিয়াশীলতা বন্ধ করা যায় না। দুরন্ত বালককে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করা

প্রকৃত সমাধান নয়। বালককে কোন শ্রেষ্ঠ কার্যে নিযুক্ত করা উচিত যার ফলে সে নিজে নিজেই দুষ্টামি করা বন্ধ করে দেবে। তেমনই, ইন্দ্রিয়গুলির অসৎ কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠতর বৃত্তিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল বন্ধ করা যায়। চক্ষু যখন ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শন করে, জিহ্বা যখন ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে, কর্ণ যখন ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, হস্ত যখন ভগবানের মন্দির মার্জন করে, চরণ যখন তাঁর মন্দিরে গমনে নিযুক্ত হয়—অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যময় সেবায় যুক্ত হয়—তখনই কেবল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি পরিতৃপ্ত হয়ে জড় প্রবৃত্তি থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং জড় সৃষ্টির অতীত চিন্ময় জগতে ভগবানরূপে তিনি আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। আমাদের কার্যকলাপসমূহ দিব্যভাবে এতই সম্পৃক্ত হওয়া উচিত যে, ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হয়ে আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করবেন এবং তাঁর অপ্রাকৃত সেবায় আমাদের যুক্ত করবেন; তখনই কেবল ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারে এবং জড়জাগতিক আকর্ষণের সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৪

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ১৪ ॥

অশেষ—অসীম; **সংক্লেশ**—দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি; **শমম্**—নিরোধ; **বিধত্তে**—অনুষ্ঠান করতে পারে; **গুণ-অনুবাদ**—দিব্য নাম, গুণ, রূপ, লীলা, পার্ষদ, উপকরণ আদির; **শ্রবণম্**—শ্রবণ এবং কীর্তন; **মুরারেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান মুরারি শ্রীকৃষ্ণের; **কিম্ বা**—আর কি বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তৎ**—তাঁর; **চরণ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্ম; **পরাগ-সেবা**—সুগন্ধ চরণরেণুর সেবা; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **আত্ম-লব্ধা**—যাঁরা এই প্রকার আত্ম উপলব্ধি লাভ করেছেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারাই কেবল মানুষ অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যাঁরা ভগবানের সুগন্ধযুক্ত চরণরেণুর সেবার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার দুটি পন্থা অনুমোদিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে জ্ঞানের পন্থা বা দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে জানার পন্থা। অন্যটি হচ্ছে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়া। এই দুটি জনপ্রিয় পন্থার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির পন্থাটিকে এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদন করা হয়েছে, কেননা ভক্তিযোগের মার্গে সকাম পুণ্যকর্মের পরিণাম অথবা জ্ঞানের ফল প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের দুটি স্তর রয়েছে, প্রথমটি হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ অনুসারে বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ভগবৎ সেবার অনুশীলন করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার সেবা করার প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি লাভ করা। প্রথম স্তরটিকে বলা হয় *সাধন-ভক্তি* বা নবীন ভক্তের ভক্তিমূলক সেবা, যা শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়, দ্বিতীয় স্তরটিকে বলা হয় *রাগভক্তি*, যে স্তরে প্রবীণ ভক্ত ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের বিবিধ সেবা সম্পাদন করেন। মহর্ষি মৈত্রেয় এখন বিদুরের সমস্ত প্রশ্নের চরম উত্তর দান করছেন—ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমস্ত দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার সমাপ্তি সাধনের চরম উপায়। জ্ঞানের পন্থা অথবা হঠযোগের পন্থা সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ অবলম্বন করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত না হলে সেইগুলি ঈপ্সিত ফল প্রদানে অসমর্থ হবে। সাধন-ভক্তির অনুশীলনের ফলে ক্রমশ রাগভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, আর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় পরিপূর্ণ রাগভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে বশীভূত করা যায়।

শ্লোক ১৫

বিদুর উবাচ

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো।
উভয়ত্রাপি ভগবন্মনো মে সম্প্রধাবতি ॥ ১৫ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সংছিন্নঃ**—ছিন্ন করা; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **মহ্যম্**—আমার; **তব**—আপনার; **সূক্ত-অসিনা**—প্রত্যয় উৎপন্নকারী বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা; **বিভো**—হে প্রভু; **উভয়ত্র অপি**—ভগবান এবং জীব উভয়েরই; **ভগবন্**—হে শক্তিমান; **মনঃ**—মন; **মে**—আমার; **সম্প্রধাবতি**—পূর্ণরূপে প্রবেশ করছে।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে মহাশক্তিশালী ঋষি! হে প্রভু! আপনার প্রত্যয় উৎপাদনকারী বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে আমার সমস্ত সংশয় এখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে। আমার মন এখন পূর্ণরূপে এই দুই বিষয়ে প্রবেশ করছে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, অথবা ভগবান ও জীব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এতই সূক্ষ্ম যে, বিদুরের মতো ব্যক্তিকেও মহর্ষি মৈত্রেয়ের মতো পুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। মনোধর্মী জ্ঞানীরা ভগবান ও জীবের নিত্য সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সিদ্ধান্তগত তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নিত্য প্রভু এবং জীব হচ্ছে তাঁর নিত্যদাস। এই সম্পর্কের প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া চেতনার পুনর্জাগরণ, এবং এই পুনর্জাগরণের উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা। মহর্ষি মৈত্রেয়ের মতো প্রামাণিক ব্যক্তির কাছ থেকে স্পষ্টভাবে এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার ফলে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে, এবং বিচলিত মনকে প্রগতির পথে স্থির করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৬

সাধ্বেতদ্ ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ ।
আভাত্যপার্থং নির্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ ॥ ১৬ ॥

সাধু—যতটা ভাল হওয়া সম্ভব; **এতৎ**—এই সমস্ত ব্যাখ্যা; **ব্যাহৃতম্**—এইভাবে উক্ত; **বিদ্বন্**—হে পণ্ডিতপ্রবর; **ন**—না; **আত্ম**—আত্মা; **মায়া**—শক্তি; **অয়নম্**—গতি; **হরেঃ**—ভগবানের; **আভাতি**—প্রতীয়মান হয়; **অপার্থম্**—অর্থহীন; **নির্মূলম্**—ভিত্তিহীন; **বিশ্ব-মূলম্**—ভগবান যার মূল; **ন**—না; **যৎ**—যা; **বহিঃ**—বাহ্য।

অনুবাদ

হে বিদ্বান মহর্ষি! আপনার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সাধু এবং যথোচিত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির গতি ব্যতীত বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশার অন্য আর কোন ভিত্তি নেই।

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হয়ে যাওয়ার জন্য জীবের অবৈধ বাসনা হচ্ছে সমগ্র জড় সৃষ্টির মূল কারণ, কেননা তা ছাড়া ভগবানের এই জগৎ সৃষ্টি করার আর অন্য কোন আবশ্যকতা নেই, এমনকি তাঁর লীলাবিলাসের জন্যও নয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে বদ্ধ জীব জড় জগতে বহু দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে মিথ্যা যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান হচ্ছেন বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ার অধীশ্বর, কিন্তু জীব জড়জাগতিক বদ্ধ অবস্থায় সেই মায়ারই অধীন তত্ত্ব। ভগবানের মতো প্রভুত্ব করার পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীবের যে ভ্রান্ত প্রচেষ্টা, তাই হচ্ছে তার জড় বন্ধনের কারণ, এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ জীবের প্রয়াস হচ্ছে মায়ার অন্তিম ফাঁদ।

শ্লোক ১৭

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যিনি; **চ**—ও; **মূঢ়-তমঃ**—পরম মূর্খ; **লোকে**—সংসারে; **যঃ চ**—এবং যিনি; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **পরম্**—দিব্য; **গতঃ**—চলে গেছে; **তৌ**—তাদের; **উভৌ**—উভয়; **সুখম্**—সুখ; **এধেতে**—উপভোগ করে; **ক্লিশ্যতি**—দুঃখ পায়; **অন্তরিতঃ**—মধ্যে অবস্থিত; **জনঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

এই জগতে যারা সবচাইতে মূর্খ এবং যাঁরা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা উভয়েই সুখ প্রাপ্ত হন; আর যারা এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে, তারা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

তাৎপর্য

যারা মহামূর্খ তারা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা বুঝতে পারে না; তারা সুখে তাদের জীবন অতিবাহিত করে এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্ন করে না। এই প্রকার মানুষেরা প্রায় পশুদের সমপর্যায়ভুক্ত। যদিও উন্নত স্তরের জীবেদের চোখে পশুদের দুঃখ-দুর্দশা সর্বদা প্রতিভাত হয়, তবে পশুরা তাদের

জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে অচেতন। শূকরের আনন্দ উপভোগের মান অত্যন্ত নিম্ন স্তরের। সে অত্যন্ত নোংরা স্থানে বাস করে, সুযোগ পেলেই মৈথুন কার্যে লিপ্ত হয়, এবং বেঁচে থাকার জন্য তাকে কত রকম কষ্ট স্বীকার করতে হয়, কিন্তু সেই শূকরের কাছে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তেমনই, যে সমস্ত মানুষ তাদের জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যৌনজীবন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সুখে থাকে, তারা হচ্ছে সবচাইতে মূর্খ। তবুও, যেহেতু তাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কোন রকম চেতনা নেই, তাই তারা তথাকথিত সুখ উপভোগ করে। তাই অন্য শ্রেণীর মানুষেরা, যারা মুক্ত এবং বুদ্ধিরও অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, সেই সমস্ত প্রকৃত সুখী ব্যক্তিদের বলা হয় পরমহংস। কিন্তু যাঁরা শূকর এবং কুকুরের ত্স্‌রে নন কিংবা পরমহংস স্তরেও অবস্থিত নন, তাঁরা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করেন, এবং তাঁদের পক্ষে পরম সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বেদান্ত-সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—'এখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য।' পরমহংস ও আত্মজিজ্ঞাসাহীন ইন্দ্রিয় উপভোগ পরায়ণ মূর্খদের মধ্যবর্তী অবস্থায় যাঁরা রয়েছেন, এই জিজ্ঞাসা তাঁদেরই জন্য আবশ্যক।

শ্লোক ১৮

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ ।
তাং চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥

অর্থ-অভাবম্—অসার; **বিনিশ্চিত্য**—স্থিরীকৃত; **প্রতীতস্য**—আপাত মূল্যের; **অপি**—ও; **ন**—কখনই না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তাম্**—তা; **চ**—ও; **অপি**—এইভাবে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **চরণ**—পা; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **পরাণুদে**—পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব।

অনুবাদ

কিন্তু, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, এই জড় জগৎ আপাত দৃষ্টিতে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসার। এখন আমার দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, আপনার শ্রীচরণের সেবার দ্বারা আমি এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের ক্লেশ বাস্তব নয়, এবং তার কোন প্রকৃত মূল্য নেই, তা অনেকটা স্বপ্নে শিরশ্ছেদের মতো। যদিও তত্ত্বগতভাবে এই উক্তিটি অত্যন্ত সত্য, তবুও সাধারণ মানুষ অথবা পারমার্থিক মার্গের নবীন সাধুদের কাছে তা ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, মৈত্রেয় ঋষির মতো মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের সেবা এবং নিরন্তর সঙ্গ করার ফলে, আত্মার জড়জাগতিক যন্ত্রণাভোগের ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

শ্লোক ১৯

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥ ১৯ ॥

যৎ—যাঁকে; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কূট-স্থস্য**—অপরিবর্তনীয়ের; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু নামক অসুরের শত্রু; **রতি-রাসঃ**—বিভিন্ন সম্পর্কে আসক্তি; **ভবেৎ**—বিকশিত হয়; **তীব্রঃ**—অত্যন্ত আনন্দদায়ক; **পাদয়োঃ**—চরণের; **ব্যসন**—ক্লেশ; **অর্দনঃ**—বিনাশ করে।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবের চরণযুগলের সেবার দ্বারা মধু দৈত্যের অপরিবর্তনীয় শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দ লাভ হয় এবং তার ফলে জড়জাগতিক ক্লেশ মোচন হয়।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষির মতো সদ্‌গুরুর সঙ্গ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবার প্রতি অপ্রাকৃত আসক্তি লাভের পরম সহায়ক হতে পারে। ভগবান হচ্ছেন মধু দৈত্যের শত্রু, অথবা পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি শুদ্ধ ভক্তের দুঃখ-কষ্টের শত্রু। এই শ্লোকে *রতিরাসঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের সেবা সম্পাদিত হয় বিভিন্ন চিন্ময় রসে (সম্পর্কে)—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। ভগবানের দিব্য সেবায় রত মুক্ত জীব উল্লিখিত রসগুলির কোন একটির প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং কেউ যখন ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর জড়জাগতিক সেবার প্রতি আসক্তি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে—*রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* ।

শ্লোক ২০

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ২০ ॥

দুরাপা—দুষ্প্রাপ্য; **হি**—নিশ্চয়ই; **অল্প-তপসঃ**—অল্প সুকৃতিসম্পন্ন; **সেবা**—সেবা; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবানের চিন্ময় ধাম; **বর্ত্মসু**—মার্গে; **যত্র**—যেখানে; **উপগীয়তে**—মহিমান্বিত হয়েছে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **দেব**—দেবতাদের; **দেবঃ**—ভগবান; **জন-অর্দনঃ**—জীবদের নিয়ন্ত্রক, জনার্দন।

অনুবাদ

অল্প সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বৈকুণ্ঠ-পথগামী শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার সুযোগ লাভ করা দুষ্কর। শুদ্ধ ভক্তেরা সমস্ত দেবতাদের দেবতা এবং সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

সমস্ত মহাজনেরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মহাত্মাদের সেবাই হচ্ছে মুক্তির পথ। ভগবদ্‌গীতার মতে, একজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যিনি বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক এবং শুষ্ক ও নিরর্থক দর্শনের চর্চা না করে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং শ্রবণ করেন, তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা। সাধুসঙ্গের এই প্রথা অনাদিকাল থেকে নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু কলহ এবং প্রতারণার যুগ এই কলিযুগে তা বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে। কারও যদি অনুকূল তপস্যার পুঁজি না থাকে, তবুও তিনি যদি ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণে যুক্ত মহাত্মার শরণাগত হন, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

শ্লোক ২১

সৃষ্ট্বাগ্রে মহদাদীনি সবিকারাণ্যনুক্রমাৎ ।
তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভুঃ ॥ ২১ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করার পর; **অগ্রে**—শুরুতে; **মহৎ-আদীনি**—মহত্তত্ত্ব আদি; **স-বিকারাণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ-সহ; **অনুক্রমাৎ**—যথাক্রমে; **তেভ্যঃ**—তা থেকে;

বিরাজম্—বিরাট বিশ্বরূপ; **উদ্ধৃত্য**—প্রকাশ করে; **তম্**—তাকে; **অনু**—পরে; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছেন; **বিভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

সমগ্র জড় শক্তি মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করার পর, এবং ইন্দ্রিয়সমূহ-সহ বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ করার পর, পরমেশ্বর ভগবান তাতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় ঋষির উত্তরে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে বিদুর ভগবানের সৃষ্টি-রচনা কার্যের অবশিষ্ট অংশ হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলির সূত্র ধরে পরবর্তী প্রশ্নগুলি করেছিলেন।

শ্লোক ২২

যমাহুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্র্যুরুবাহুকম্ ।
যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাশং ত আসতে ॥ ২২ ॥

যম্—যিনি; **আহুঃ**—কথিত হয়; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—জগৎ সৃষ্টির জন্য অবতার; **সহস্র**—হাজার; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **উরু**—জঙ্ঘা; **বাহুকম্**—বাহু; **যত্র**—যেখানে; **বিশ্বঃ**—ব্রহ্মাণ্ড; **ইমে**—এই সমস্ত; **লোকাঃ**—গ্রহসমূহ; **স-বিকাশম্**—বিকাশসহ; **তে**—তারা সকলে; **আসতে**—আছেন।

অনুবাদ

কারণসমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারকে বলা হয় জড় সৃষ্টির আদি পুরুষ, এবং তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে লোকসমূহ এবং তাদের অধিবাসীগণ বিরাজ করেন, তাঁর বহু সহস্র হস্ত ও পদ রয়েছে।

তাৎপর্য

প্রথম পুরুষ হচ্ছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর মধ্যে বিরাট-পুরুষের ভাবনা করা হয়। বিরাট-পুরুষ হচ্ছেন ভগবানের সেই বিশাল বিশ্বরূপ যাঁর মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত সমস্ত গ্রহসমূহ এবং অধিবাসীগণ ভাসমান।

শ্লোক ২৩

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্ত্রিবৃৎ ।
ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্বদস্ব নঃ ॥ ২৩ ॥

যস্মিন্—যাতে; **দশ-বিধঃ**—দশ প্রকার; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **স**—সহিত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—অনুরাগ; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার জীবনীশক্তি; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ঈরিতঃ**—বিশ্লেষিত; **যতঃ**—যার থেকে; **বর্ণাঃ**—চারটি বিশেষ বর্ণ; **তৎ-বিভূতীঃ**—ঐশ্বর্য; **বদস্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদের প্রতি।

অনুবাদ

হে মহান ব্রাহ্মণ! আপনি সেই বিরাট-পুরুষের ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দশ প্রকার প্রাণবায়ু, তিন প্রকার জীবনীশক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। এখন আপনি দয়া করে বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিভিন্ন বিভূতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন।

শ্লোক ২৪

যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ সহ গোত্রজৈঃ ।
প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥

যত্র—যেখানে; **পুত্রৈঃ**—পুত্রগণসহ; **চ**—এবং; **পৌত্রৈঃ**—পৌত্রগণসহ; **চ**—ও; **নপ্তৃভিঃ**—দৌহিত্রগণ; **সহ**—সহ; **গোত্র-জৈঃ**—এক পরিবারের; **প্রজাঃ**—সন্তান-সন্ততি; **বিচিত্র**—বিভিন্ন প্রকার; **আকৃতয়ঃ**—এইভাবে করে; **আসন্**—বিদ্যমান; **যাভিঃ**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই সমস্ত গ্রহ; **ততম্**—ব্যাপ্ত।

অনুবাদ

হে প্রভু! আমি মনে করি যে, এই সকল বিভূতিতেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং কুটুম্বগণসহ বিভিন্ন ভাবাপন্ন প্রজাসমূহের অবস্থান, এবং তাদের দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রয়েছে।

শ্লোক ২৫

প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্লৃপে কান্ প্রজাপতীন্ ।
সর্গাংশ্চৈবানুসর্গাংশ্চ মনূন্মন্বন্তরাধিপান্ ॥ ২৫ ॥

প্রজা-পতীনাম্—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের; **সঃ**—তিনি; **পতিঃ**—নেতা; **চক্৯পে**—নির্ণয় করেছেন; **কান্**—যে কেউ; **প্রজাপতীন্**—জীবসমূহের পিতাগণ; **সর্গান্**—বংশ; **চ**—ও; **এবা**—নিশ্চয়ই; **অনুসর্গান্**—পরবর্তী বংশধরগণ; **চ**—এবং; **মনূন্**—মনুগণ; **মন্বন্তর-অধিপান্**—এবং তাঁদের পরিবর্তন।

অনুবাদ

হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ। আপনি দয়া করে বলুন দেবতাদের নায়ক প্রজাপতি ব্রহ্মা কিভাবে মন্বন্তরের নেতা বিভিন্ন মনুদের নিযুক্ত করেন। দয়া করে মনুদের কথা, এবং তাঁদের বংশধরদের কথাও বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মানবজাতি হচ্ছে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র ও পৌত্র মনুগণের বংশধর। মনুর বংশধরগণ বিভিন্ন গ্রহে বসবাস করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন।

শ্লোক ২৬

উপর্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে।
তেষাং সংস্থাং প্রমাণং চ ভূর্লোকস্য চ বর্ণয় ॥ ২৬ ॥

উপরি—ঊর্ধ্বে; **অধঃ**—নিম্নে; **চ**—ও; **যে**—যে; **লোকাঃ**—গ্রহসমূহ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **মিত্র-আত্মজ**—হে মিত্রাতনয় (মৈত্রেয় ঋষি); **আসতে**—বিরাজ করে; **তেষাম্**—তাদের; **সংস্থাম্**—অবস্থিতি; **প্রমাণম্ চ**—তাদের পরিমাপও; **ভূঃ-লোকস্য**—পৃথিবীর; **চ**—ও; **বর্ণয়**—কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

হে মৈত্রেয়! পৃথিবী এবং তার ঊর্ধ্বে ও নিম্নে যে লোকসমূহ বর্তমান, তাদের আকার, অবস্থান এবং পরিমাণ দয়া করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি। এই বৈদিক মন্ত্র বিশেষভাবে ঘোষণা করে যে, ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ সম্বন্ধে, জাগতিক এবং চিন্ময় উভয় বিষয়েই সর্বতোভাবে অবগত। ভগবানের ভক্ত কেবল ভাবুক নন, যা কখনও কখনও

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে থাকে। তাঁদের ভাবধারা ব্যবহারিক। তাঁরা সব কিছু সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন সৃষ্টির উপর ভগবানের আধিপত্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত।

শ্লোক ২৭

**তির্যঙ্‌মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্ ।
বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ২৭ ॥**

তির্যক্—মনুষ্যেতর; **মানুষ**—মনুষ্য; **দেবানাম্**—অতিমানব অথবা দেবতাদের; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ; **পতত্রিণাম্**—পাখিদের; **বদ**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমার কাছে; **সর্গ**—সন্তান-সন্ততি; **সংব্যূহম্**—বিশেষ বর্গীকরণ; **গার্ভ**—জরায়ুজ; **স্বেদ**—স্বেদজ; **দ্বিজ**—অণ্ডজ; **উদ্ভিদাম্**—উদ্ভিদ ইত্যাদির।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি মনুষ্যেতর, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ, পক্ষী, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিদ ইত্যাদির সৃষ্টি এবং অনুবিভাগসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২৮

**গুণাবতারৈর্বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্ ।
সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্ ॥ ২৮ ॥**

গুণ—প্রকৃতির গুণ; **অবতারৈঃ**—অবতারসমূহের; **বিশ্বস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **সর্গ**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **অপ্যয়**—বিনাশ; **আশ্রয়ম্**—অন্তিম আশ্রয়; **সৃজতঃ**—যিনি সৃষ্টি করেন; **শ্রীনিবাসস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ব্যাচক্ষ্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **উদার**—মহৎ; **বিক্রমম্**—বিশেষ কার্যকলাপ।

অনুবাদ

দয়া করে প্রকৃতির তিন গুণের অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এবং তাঁর উদার কার্যকলাপেরও বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতির তিন গুণের অবতার এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রধান নিয়ন্তা, তবুও তাঁরা পরম ঈশ্বর নন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, পরম লক্ষ্য। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর অন্তিম আশ্রয়।

শ্লোক ২৯

বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ ।
ঋষীণাং জন্মকর্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

বর্ণ-আশ্রম—বর্ণ এবং আশ্রমের চারটি বিভাগ; **বিভাগান্**—যথাযথ বিভাগ; **চ**—ও; **রূপ**—বিশেষ লক্ষণসমূহ; **শীল-স্বভাবতঃ**—স্বভাব অনুসারে; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **জন্ম**—জন্ম; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **বেদস্য**—বেদের; **চ**—এবং; **বিকর্ষণম্**—বিশেষ বিভাগসমূহ।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! লক্ষণ, আচরণ এবং শম, দম আদি স্বভাব অনুসারে মানবসমাজের বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ, মহান ঋষিদের জন্ম ও কর্ম এবং বেদের বিভাগ সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

মানবসমাজের চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, তথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই বিভাগগুলি মানুষের মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে লব্ধ গুণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পারমার্থিক উন্নতির ভিত্তিতে করা হয়েছে। এই সমস্ত বিভাগ মানুষের বিশেষ স্বভাবের ভিত্তিতে বিভক্ত, জন্মের ভিত্তিতে নয়। এই শ্লোকে জন্মের উল্লেখ করা হয়নি কেননা এই বিষয়ে জন্মের কোন গুরুত্ব নেই। ভারতের ইতিহাসে জানা যায় যে, বিদুর ছিলেন শূদ্রাণীর পুত্র, তবুও গুণগতভাবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের থেকেও মহৎ, কেননা তিনি ছিলেন মহর্ষি মৈত্রেয় মুনির শিষ্য। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করলে বৈদিক মন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মহাভারতও বেদের একটি অঙ্গ, কিন্তু তা স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধু বা উচ্চ বর্ণের অপদার্থ সন্তানদের জন্য। সমাজের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বর্ণের মানুষেরা মহাভারত পাঠ করার মাধ্যমে বৈদিক নির্দেশ প্রাপ্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৩০

যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো ।
নৈষ্কর্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥

যজ্ঞস্য—যজ্ঞের; **চ**—ও; **বিতানানি**—বিস্তারসমূহ; **যোগস্য**—অষ্টাঙ্গ যোগের; **চ**—ও; **পথঃ**—পন্থা; **প্রভো**—হে প্রভু; **নৈষ্কর্ম্যস্য**—জ্ঞানের; **চ**—এবং; **সাংখ্যস্য**—সাংখ্য যোগের; **তন্ত্রম্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা; **বা**—তথা; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **স্মৃতম্**—বিধি।

অনুবাদ

আপনি দয়া করে বিধি-বিধানসহ যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা, নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান, সাংখ্য দর্শন, এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এখানে *তন্ত্রম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা হয় যে, *তন্ত্র* মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের পাশবিক আচার, কিন্তু এখানে *তন্ত্র* বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রীল নারদ মুনি কর্তৃক সংকলিত ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান। ভগবদ্ভক্তির পন্থার এই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যার যথার্থ সাহায্য অবলম্বন করে মানুষ ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে পারে। সাংখ্য দর্শন জ্ঞান অর্জনের মৌলিক পন্থা, যা মহর্ষি মৈত্রেয় কর্তৃক বিশ্লেষিত হবে। দেবহূতিপুত্র কপিলদেব কর্তৃক প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন হচ্ছে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃত উৎস। যে জ্ঞান সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা মাত্র এবং তা থেকে কখনই যথার্থ লাভ হতে পারে না।

শ্লোক ৩১

পাষণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্ ।
জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীর্গুণকর্মজাঃ ॥ ৩১ ॥

পাষণ্ড-পথ—নাস্তিকতা; **বৈষম্যম্**—বিরুদ্ধ ধারণার দ্বারা দূষিত; **প্রতিলোম**—প্রতিলোম জাতি; **নিবেশনম্**—স্থিতি; **জীবস্য**—জীবের; **গতয়ঃ**—গতিবিধি; **যাঃ**—যেমন; **চ**—ও; **যাবতীঃ**—যত; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **কর্ম-জাঃ**—বিভিন্ন প্রকার কর্ম থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

দয়া করে পাষণ্ড মার্গের অপূর্ণতা এবং বৈষম্য, প্রতিলোম এবং গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে জীবের গতিবিধি আপনি বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণের জীবেদের সংযোগকে প্রতিলোম বলা হয়। শ্রদ্ধাহীন নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, এবং তাই তাদের দর্শনের মার্গ পরস্পরবিরোধী। নাস্তিক দর্শন কখনই পরস্পরকে সমর্থন করে না। প্রাণীদের বিভিন্ন প্রজাতি প্রকৃতির গুণের বিবিধ সংমিশ্রণের প্রমাণ।

শ্লোক ৩২

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ ।
বার্তায়া দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্ ॥ ৩২ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; **মোক্ষাণাম্**—মুক্তি; **নিমিত্তানি**—কারণ; **অবিরোধতঃ**—পরস্পরবিরোধী না হয়ে; **বার্তায়াঃ**—জীবিকা নির্বাহের প্রণালী; **দণ্ড-নীতেঃ**—অর্থশাস্ত্রের; **চ**—ও; **শ্রুতস্য**—বৈদিক শাস্ত্রের; **চ**—ও; **বিধিম্**—বিধি; **পৃথক্**—ভিন্ন।

অনুবাদ

ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের পরস্পর অবিরুদ্ধ নিমিত্তসমূহ, জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায়, এবং বৈদিক শাস্ত্রে যেভাবে অর্থশাস্ত্র বর্ণিত হয়েছে, তা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৩৩

শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৃণাং সর্গমেব চ ।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবয়বসংস্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রাদ্ধস্য—শ্রাদ্ধের; **চ**—ও; **বিধিম্**—বিধি; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **পিতৃণাম্**—পিতৃদের; **সর্গম্**—সৃষ্টি; **এব**—যেমন; **চ**—ও; **গ্রহ**—গ্রহমণ্ডল; **নক্ষত্র**—নক্ষত্ররাজি; **তারাণাম্**—তারকাবলী; **কাল**—সময়; **অবয়ব**—কালচক্র; **সংস্থিতিম্**—অবস্থিতি

অনুবাদ

হে ব্রহ্মন্! আপনি দয়া করে শ্রাদ্ধবিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবলীর কালচক্র এবং তাদের অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকায় দিন এবং রাত্রি তথা মাস এবং বছরের কালের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। চন্দ্র, শুক্র আদি উচ্চতর গ্রহে কালের পরিমাণ পৃথিবীর থেকে ভিন্ন। বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই পৃথিবীর ছ'মাস উচ্চতর গ্রহের একদিনের সমান। ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক হাজার চতুর্যুগে বা ৪৩২,০০,০০,০০০ বছরে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং সেই মান অনুসারে ব্রহ্মালোকের মাস এবং বছর গণনা করা হয়।

শ্লোক ৩৪

দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্তয়োঃ ফলম্ ।
প্রবাসস্থস্য যো ধর্মো যশ্চ পুংস উতাপদি ॥ ৩৪ ॥

দানস্য—দানের; তপসঃ—তপস্যার; বাপি—সরোবর; যৎ—যা; চ—এবং; ইষ্টা—প্রচেষ্টা; পূর্তয়োঃ—জলাশয়ের; ফলম্—সকাম কর্মের ফল; প্রবাস-স্থস্য—প্রবাসীর; যঃ—যা; ধর্মঃ—কর্তব্য; যঃ চ—এবং যা; পুংসঃ—মানুষের; উত—বর্ণিত হয়েছে; আপদি—বিপদে।

অনুবাদ

কৃপাপূর্বক দান, তপস্যা এবং জলাশয় খনন প্রভৃতি কর্মের যে ফল, এবং প্রবাসী ও বিপদগ্রস্ত মানুষের যা কর্তব্য, তা আপনি বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলাশয় খনন মহান দান কার্য, এবং পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে গৃহস্থজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা সংযমী মানুষের দ্বারা সম্পন্ন এক মহান তপস্যার কার্য।

শ্লোক ৩৫

যেন বা ভগবাংস্তুষ্যেদ্ধর্মযোনির্জনার্দনঃ ।
সম্প্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেঽনঘ ॥ ৩৫ ॥

যেন—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট হন; **ধর্ম-যোনিঃ**—সমস্ত ধর্মের পিতা; **জনার্দনঃ**—সমস্ত জীবের নিয়ন্তা; **সম্প্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **বা**—অথবা; **যেষাম্**—যাদের; **এতৎ**—এই সমস্ত; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমার কাছে; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ! যেহেতু সমস্ত জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত ধর্মের এবং ধর্মাচরণে প্রত্যাশী সমস্ত ব্যক্তির পিতা, দয়া করে আপনি বলুন সেই ভগবানকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করা যায়।

তাৎপর্য

সমস্ত ধর্মাচরণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ধর্মীয় সিদ্ধান্তের জন্মদাতা। যেমন ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যবান মানুষ ভক্তিযোগে ভগবানের প্রতি উন্মুখ হন, এবং তাদের ভক্তি জড়জাগতিক কামনার দ্বারা মিশ্রিত। কিন্তু তাদের সকলের ঊর্ধ্বে রয়েছেন শুদ্ধ ভক্ত, যাঁর ভক্তি কোন প্রকার সকাম কর্ম বা মনোধর্মী জ্ঞানের ভৌতিক স্পর্শের দ্বারা দূষিত নয়। যারা সারা জীবন কেবল দুষ্কর্মে লিপ্ত, তাদের সঙ্গে অসুরদের তুলনা করা হয়েছে (ভগবদ্গীতা ৭/১৫)। পুঁথিগত বিদ্যায় তারা যতই বিদ্বান হোক না কেন, তারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন। এই প্রকার দুষ্কৃতকারীরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের উপযুক্ত হতে পারে না।

শ্লোক ৩৬

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং চ দ্বিজোত্তম ।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুব্রতানাম্—অনুগামী; **শিষ্যাণাম্**—শিষ্যদের; **পুত্রাণাম্**—পুত্রদের; **চ**—ও; **দ্বিজ-উত্তম**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **অনাপৃষ্টম্**—যে প্রশ্ন করা হয়নি; **অপি**—সত্ত্বেও; **ব্রূয়ুঃ**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **গুরবঃ**—গুরুগণ; **দীন-বৎসলাঃ**—দীনজনদের প্রতি যারা কৃপাপরায়ণ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! গুরুগণ অত্যন্ত দীনবৎসল। তাঁদের অনুগামীদের প্রতি, শিষ্যদের প্রতি এবং পুত্রদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু, এবং গুরুদেব তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয়েও তাদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন।

তাৎপর্য

সদ্‌গুরুর কাছ থেকে জানার বহু বিষয় রয়েছে। সদ্‌গুরুর কাছে অনুগামী, শিষ্য ও পুত্র সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত, এবং তিনি সর্বদাই তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হলেও তিনি সর্বদাই তাদের দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সদ্‌গুরুর এইটিই স্বভাব। বিদুর মৈত্রেয় মুনির কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি যেন সেই বিষয় সম্বন্ধেও উপদেশ দেন যে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

শ্লোক ৩৭

তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্বানাম্—প্রকৃতির উপাদানের; **ভগবন্**—হে মহর্ষি; **তেষাম্**—তাদের; **কতিধা**—কত; **প্রতিসংক্রমঃ**—প্রলয়; **তত্র**—সেখানে; **ইমম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **কে**—তারা কারা; **উপাসীরন্**—রক্ষিত হয়ে; **কে**—তারা কারা; **উ**—কে; **স্বিৎ**—হতে পারে; **অনুশেরতে**—ভগবানের সুপ্তাবস্থায় তাঁর সেবা করে।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন জড় প্রকৃতির তত্ত্বের কত প্রকার প্রলয় হয়, এবং প্রলয়কালে ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, তখন তাঁর সেবা করার জন্য কারা বেঁচে থাকেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৭-৪৮) বলা হয়েছে যে, যোগনিদ্রায় শায়িত মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত সমগ্র জড় জগৎ প্রকট এবং অপ্রকট হয়।

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য কারণ-সমুদ্রে অনন্তকাল যোগনিদ্রায় শয়ন করেন। তিনি সেই জলে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা শয়ন করেন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে ভজনা করি।

"তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করেন তখন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিদের প্রলয় হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কলাকে মহাবিষ্ণু বলা হয়, এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের এক অংশের অংশ। আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"

জড় জগতের প্রলয়ের পর, ভগবান এবং কারণ সমুদ্রের অতীত তাঁর ধাম ও সেখানকার অধিবাসী ভগবৎ পার্ষদদের প্রলয় হয় না। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে যারা ভগবানকে ভুলে গেছে, তাদের থেকে ভগবৎ পার্ষদদের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেশি। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের *অহমেবাসমেবাগ্রে* শ্লোকটির *অহম্* শব্দটিকে নির্বিশেষবাদীরা যেভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে, তা এখানে খণ্ডন করা হয়েছে। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা প্রলয়ের পরেও থাকেন। এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্নই হচ্ছে ভগবানের সমস্ত পরিকরদের অস্তিত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই কাশীখণ্ডে তা প্রতিপন্ন করেছেন।

ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি ।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্বগোঽব্যয়ঃ ॥

"সমগ্র জড় সৃষ্টির প্রলয়ের পরেও ভগবদ্ভক্তদের ব্যক্তি-সত্তার বিনাশ হয় না। ভগবান নিত্য, এবং জড় ও চিন্ময়—উভয় জগতে তাঁর সঙ্গকারী ভক্তরাও নিত্য।"

শ্লোক ৩৮

পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ ।
জ্ঞানং চ নৈগমং যত্তদ্‌গুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্‌ ॥ ৩৮ ॥

পুরুষস্য—জীবের; **চ**—ও; **সংস্থানম্‌**—সত্তা; **স্বরূপম্‌**—প্রকৃত পরিচয়; **বা**—অথবা; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **চ**—ও; **জ্ঞানম্‌**—জ্ঞান; **চ**—ও; **নৈগমম্‌**—উপনিষদের বিষয়ে; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **গুরু**—গুরু; **শিষ্য**—শিষ্য; **প্রয়োজনম্‌**—আবশ্যকতা।

অনুবাদ

জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব কি, তাঁদের স্বরূপ কি? বৈদিক জ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এবং গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজন কি?

তাৎপর্য

জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস, এবং ভগবান সকলের কাছ থেকে সব রকম সেবা গ্রহণ করতে পারেন। ভগবদ্‌গীতায় (৫/২৯) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভগবান সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম ভোক্তা, তিনি সর্বলোক মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। সেইটি তাঁর প্রকৃত পরিচয়। তাই, জীব যখন ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে সেই অনুসারে কার্য করে, তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানের এই স্তরে উন্নীত হতে হলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন হয়। সদ্‌গুরু চান যে, তাঁর শিষ্যেরা যেন ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থা জ্ঞাত হয়, এবং শিষ্যেরাও জানেন যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছ থেকে ভগবান এবং জীবের নিত্য সম্পর্কের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। দিব্য জ্ঞান লাভ করতে হলে, বৈদিক জ্ঞানের উপলব্ধির বলে জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। এই শ্লোকের সমস্ত প্রশ্নগুলির মূল কথা হচ্ছে তাই।

শ্লোক ৩৯

নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘসূরিভিঃ ।
স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব বা ॥ ৩৯ ॥

নিমিত্তানি—জ্ঞানের উৎস; **চ**—ও; **তস্য**—সেই প্রকার জ্ঞানের; **ইহ**—এই জগতে; **প্রোক্তানি**—উল্লেখ করা হয়েছে; **অনঘ**—নিষ্পাপ; **সূরিভিঃ**—ভক্তদের দ্বারা; **স্বতঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **কুতঃ**—কিভাবে; **পুংসাম্**—জীবের; **ভক্তিঃ**—ভক্তিযোগ; **বৈরাগ্যম্**—অনাসক্তি; **এব**—নিশ্চয়ই; **বা**—ও।

অনুবাদ

ভগবানের নিষ্কলঙ্ক ভক্তেরা এই প্রকার জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। সেই সমস্ত ভক্তদের সহায়তা ব্যতীত ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা কিভাবে সম্ভব?

তাৎপর্য

এই রকম অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছে যারা সদ্‌গুরুর সহায়তা ব্যতীত আত্ম উপলব্ধির ওকালতি করে। গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা অস্বীকার করে এবং নিজেরাই গুরু সেজে ঘোষণা করে যে, গুরু গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে না। এমনকি ব্যাসদেবের মতো মহান তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরও গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা ছিল, এবং তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে, তিনি এই দিব্য সাহিত্যসম্ভার শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেছিলেন। এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও যিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও গুরু গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য সান্দীপনি মুনিকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত আচার্য এবং মহাত্মাদের গুরু ছিলেন। ভগবদ্‌গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন, যদিও সেই প্রকার লৌকিকতার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রেই, গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। শর্ত কেবল একটিই, এবং তা হচ্ছে গুরুকে সৎ হতে হবে বা প্রামাণিক হতে হবে, অর্থাৎ গুরুদেবকে যথাযথ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

সূরি মানে হচ্ছে মহাপণ্ডিত, কিন্তু তাঁরা সর্বদাই *অনঘ* বা নিষ্পাপ নাও হতে পারেন। *অনঘসূরি* হচ্ছেন তিনি যিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নয়, অথবা যারা ভগবানের সমকক্ষ হতে চায়, তারা অনঘসূরি নয়। শুদ্ধ ভক্তেরা প্রামাণিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং তাঁর সহকারীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, ভাবী ভক্তদের পরিচালনা করার জন্য বহু শাস্ত্র রচনা করেছেন, আর যারা ভগবানের

শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত গ্রন্থাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা।

শ্লোক ৪০

এতান্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্ হরেঃ কর্মবিবিৎসয়া ।
ব্রূহি মেঽজ্ঞস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥ ৪০ ॥

এতান্—এই সমস্ত; মে—আমার; **পৃচ্ছতঃ**—প্রশ্নকারী; **প্রশ্নান্**—প্রশ্নাবলী; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কর্ম**—লীলাসমূহ; **বিবিৎসয়া**—জানতে ইচ্ছুক; **ব্রূহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; মে—আমার কাছে; **অজ্ঞস্য**—অজ্ঞ; **মিত্রত্বাৎ**—বন্ধুত্ববশত; অজয়া—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **নষ্ট-চক্ষুষঃ**—যাদের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাবিলাস সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হয়ে আমি এই সমস্ত প্রশ্ন করেছি। আপনি সকলের সুহৃৎ, তাই দয়া করে নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার বাসনায় বিদুর অনেক প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ভগবদ্‌গীতায় (২/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এক, ভগবদ্ভক্তের বুদ্ধি অনিশ্চয়তার অনন্ত শাখায় বিচলিত হয় না। বিদুরের উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যাতে মানুষ অবিচলিতভাবে একাগ্রচিত্ত হতে পারে। তিনি মৈত্রেয় মুনির সৌহার্দ্য দাবি করেছিলেন, মৈত্রেয় ঋষির পুত্রতুল্য ছিলেন বলে নয়, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে যে, জড় জগতের প্রভাবে চিন্ময় দৃষ্টি হারিয়েছে যে সমস্ত মানুষ, মৈত্রেয় ঋষি ছিলেন তাদের সকলের সুহৃৎ।

শ্লোক ৪১

সর্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্বীরন্ কলামপি ॥ ৪১ ॥

সর্বে—সর্বপ্রকার; **বেদাঃ**—বেদ-বিভাগ; **চ**—ও; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞসমূহ; **চ**—ও; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **দানানি**—দানসমূহ; **চ**—এবং; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **জীব**—জীব; **অভয়**—জড় ক্লেশ থেকে মুক্ত; **প্রদানস্য**—যিনি এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দান করেন; **ন**—না; **কুর্বীরন্**—সমান বলে মনে করা যায়; **কলাম্**—এমনকি আংশিকভাবেও; **অপি**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ! আপনার দেওয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জড় ক্লেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে। এই প্রকার দান সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

দানের সর্বোচ্চ পূর্ণতা হচ্ছে জনসাধারণকে জড়জাগতিক ক্লেশ থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি প্রদান করা। তা কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সম্ভব। এই প্রকার জ্ঞানের কোন তুলনা হয় না। বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, এবং উদারতা সহকারে সমস্ত দান যদি একত্রিত করা হয়, তাহলেও তা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে জড়জাগতিক ক্লেশ থেকে অব্যাহতির এক অংশের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। মৈত্রেয় ঋষির দান কেবল বিদুরকেই সাহায্য করবে না, পক্ষান্তরে, তার বিশ্বজনীন মহত্ত্বের ফলে তা সর্বকালের সর্বপ্রকার মানুষদের মুক্তি বিধান করবে। এই সূত্রে মৈত্রেয় মুনি অমর।

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **আপৃষ্ট**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **পুরাণ-কল্পঃ**—যিনি বেদের আনুষঙ্গিক পুরাণসমূহ কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা জানেন; **কুরু-প্রধানেন**—কুরু-শ্রেষ্ঠের দ্বারা; **মুনি-প্রধানঃ**—ঋষিদের মধ্যে প্রধান; **প্রবৃদ্ধ**—পর্যাপ্তরূপে সমৃদ্ধ; **হর্ষঃ**—সন্তোষ; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **কথায়াম্**—বিষয়ে; **সঞ্চোদিতঃ**—এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে; **তম্**—বিদুরকে; **প্রহসন্**—হাস্য সহকারে; **ইব**—এইভাবে; **আহ**—উত্তর দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে উৎসাহী মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় বিদুর কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মৈত্রেয় মুনির মতো মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করতে অত্যন্ত উৎসাহী। বিদুর কর্তৃক এইভাবে আমন্ত্রিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি হেসেছিলেন, কেননা তিনি তখন অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

অষ্টম অধ্যায়

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো
যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ ।
বভূবিথেহাজিতকীর্তিমালাং
পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় মুনি বললেন; **সৎ-সেবনীয়ঃ**—শুদ্ধ ভক্তের সেবার যোগ্য; **বত**—ও, নিশ্চয়ই; **পূরু-বংশঃ**—মহারাজ পূরুর বংশধর; **যৎ**—যেহেতু; **লোক-পালঃ**—রাজাগণ; **ভগবৎ-প্রধানঃ**—মুখ্যরূপে ভগবানের অনুরক্ত; **বভূবিথ**—আপনিও জন্মগ্রহণ করেছেন; **ইহ**—এই; **অজিত**—অপরাজেয় পরমেশ্বর ভগবান; **কীর্তি-মালাম্**—দিব্য কার্যকলাপসমূহ; **পদে পদে**—প্রতিপদে; **নূতনয়সি**—নব নবায়মান হয়; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—মহারাজ পূরুর রাজবংশ শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার যোগ্য, কেননা এই বংশের সন্তান-সন্ততিরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। আপনিও এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনার প্রয়াসের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রতিক্ষণ নব নবায়মানভাবে আস্বাদনযোগ্য হচ্ছে।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, এবং তাঁর বংশের মহিমা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। পূরুবংশ ভগবদ্ভক্তে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাই তা

অত্যন্ত যশস্বী ছিল। যেহেতু তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রতি আসক্ত না হয়ে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাই তাঁরা ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার অধিকারি ছিলেন। যেহেতু বিদুর ছিলেন সেই বংশের একজন সন্তান, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের নিত্য নতুন মহিমা প্রচারে যুক্ত ছিলেন। বিদুরের মতো যশস্বী ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করে মৈত্রেয় আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বিদুরের সৎসঙ্গ পরম বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন, কেননা এই প্রকার সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির সুপ্ত প্রবৃত্তি অচিরেই জাগরিত হয়।

শ্লোক ২

সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং
মহদ্গতানাং বিরমায় তস্য ।
প্রবর্তয়ে ভাগবতং পুরাণং
যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ ॥ ২ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ক্ষুল্ল**—অতি ক্ষুদ্র; **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখম্**—কষ্ট; **মহৎ**—মহান; **গতানাম্**—প্রবেশ করে; **বিরমায়**—উপশমের জন্য; **তস্য**—তার; **প্রবর্তয়ে**—প্রথমে; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **পুরাণম্**—পুরাণ; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছিলেন; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋষিভ্যঃ**—ঋষিদের।

অনুবাদ

আমি এখন ভাগবত পুরাণ কীর্তন করব, যা অতি অল্প সুখের আশায় মহা দুঃখে পতিত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান মহান ঋষিদের শুনিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় শ্রীমদ্ভাগবত শোনাবার প্রস্তাব করেছিলেন, কেননা তা মানবসমাজের সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে সঙ্কলিত হয়েছিল, এবং গুরুপরম্পরা ধারায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মায়ার মোহময়ী প্রভাবে, অতি অল্প বিষয় সুখের জন্য জীব নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা সকাম কর্মের পরিণতি না জেনেই কর্মে লিপ্ত হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জীবসমূহ নানা প্রকার অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়। তারা মনে করে যে, জড় বিষয়ে তারা চিরকাল প্রবৃত্ত থাকতে পারবে। জীবনের এই স্থূল ভ্রান্ত ধারণা এতই শক্তিশালী যে, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জন্ম-জন্মান্তরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। কেউ যদি গ্রন্থ ভাগবত এবং ভাগবত তত্ত্ববেত্তা ভক্ত-ভাগবতের সান্নিধ্যে আসেন, তাহলে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাই এই জগতের দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে শ্রীমৈত্রেয় মুনি আদ্যোপান্ত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করার প্রস্তাব করেছিলেন।

শ্লোক ৩

আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং
সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্ ।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য
কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥

আসীনম্—উপবিষ্ট; **উর্ব্যাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নে; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **আদ্যম্**—আদি; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অকুণ্ঠ-সত্ত্বম্**—অপ্রতিহত জ্ঞান; **বিবিৎসবঃ**—জানতে ইচ্ছুক হয়ে; **তত্ত্বম্ অতঃ**—এই প্রকার তত্ত্ব; **পরস্য**—পরম পুরুষ ভগবান সম্বন্ধীয়; **কুমার**—চতুঃসন; **মুখ্যাঃ**—প্রমুখ; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিদের; **অন্বপৃচ্ছন্**—এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

কিছুকাল পূর্বে, ঐকান্তিকভাবে জানতে ইচ্ছুক হয়ে, চতুঃসনশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার অন্যান্য মহর্ষিগণসহ ঠিক আপনারই মতো ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে আসীন সঙ্কর্ষণের কাছে বাসুদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ং যে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কখন ও কাকে তিনি ভাগবত শুনিয়েছিলেন। বিদুর যেভাবে

প্রশ্ন করেছিলেন তেমনই প্রশ্ন সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিরাও করেছিলেন, এবং পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অংশ ভগবান সঙ্কর্ষণ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহু মানয়ন্তং
যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি ।
প্রত্যগ্‌ধৃতাক্ষাম্বুজকোশমীষ-
দুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥

স্বম্—স্বয়ং; **এব**—এইভাবে; **ধিষ্ণ্যম্**—অবস্থিত হয়ে; **বহু**—প্রচুর; **মানয়ন্তম্**—সম্মানিত; **যৎ**—যা; **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেব; **অভিধম্**—নামক; **আমনন্তি**—স্বীকৃতি দেয়; **প্রত্যক্-ধৃত-অক্ষ**—অন্তর্মুখী নয়ন; **অম্বুজ-কোশম্**—কমলসদৃশ নয়ন; **ঈষৎ**—অল্প; **উন্মীলয়ন্তম্**—উন্মীলিত করে; **বিবুধ**—মহাজ্ঞানী ঋষিদের; **উদয়ায়**—উন্নতি সাধনের জন্য।

অনুবাদ

সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণ তাঁর পরমারাধ্য ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাসুদেবরূপে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন। কিন্তু সেই মহান ঋষিদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নয়ন-কমল ঈষৎ উন্মীলিত করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৫

স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈ-
রুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্ ।
পদ্মং যদর্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ
সপ্রেমনানাবলিভির্বরার্থাঃ ॥ ৫ ॥

স্বর্ধুনী-উদ—গঙ্গাজলের দ্বারা; **আর্দ্রৈঃ**—সিক্ত হয়ে; **স্ব-জটা**—তাঁদের জটাসমূহ; **কলাপৈঃ**—মস্তকোপরিস্থিত; **উপস্পৃশন্তঃ**—এইভাবে স্পর্শ করে; **চরণ-উপধানম্**—তাঁর চরণের আশ্রয়; **পদ্মম্**—পদ্ম; **যৎ**—যা; **অর্চন্তি**—পূজা করে; **অহি-রাজ**—নাগরাজ; **কন্যাঃ**—দুহিতাগণ; **স-প্রেম**—পরম ভক্তি সহকারে; **নানা**—বিবিধ; **বলিভিঃ**—উপকরণ; **বর-অর্থাঃ**—পতি লাভ করার কামনায়।

অনুবাদ

ঋষিগণ গঙ্গার জলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে এসেছিলেন, এবং তাই তাঁদের জটা সিক্ত ছিল। তাঁরা ভগবানের চরণকমল স্পর্শ করেছিলেন, যা নাগরাজের কন্যারা পতি লাভের কামনায় প্রেমভরে নানাবিধ উপহার সহকারে পূজা করেন।

তাৎপর্য

গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে নিঃসৃত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে প্রবাহিতা। গঙ্গার জলধারার মাধ্যমে ঋষিরা সত্যলোক থেকে নিম্নতর লোকে আসেন। এই প্রকার গতাগতি যোগশক্তির প্রভাবে সম্ভব হয়। যে নদী হাজার হাজার মাইল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই নদীতে কেবলমাত্র ডুব দেওয়ার মাধ্যমে সিদ্ধযোগী তৎক্ষণাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারেন। গঙ্গা হচ্ছে একমাত্র দিব্য নদী যা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রবাহিতা, এবং মহান ঋষিরা সেই পবিত্র নদীর মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের জটা আর্দ্র ছিল, যা ইঙ্গিত করছে যে, বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সম্ভূতা গঙ্গার জলে তা সরাসরিভাবে সিক্ত হয়েছিল। কেউ যখন গঙ্গার জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই সরাসরিভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেন, এবং সব রকম পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেউ যখন গঙ্গার জলে স্নান করে অথবা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় পাপকর্ম না করার প্রতি সচেতন হয়, তখন সে অবশ্যই মুক্ত। কিন্তু তিনি যদি পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হন, তাহলে তাঁর গঙ্গাস্নান হস্তীস্নানের মতো, যে নদীতে খুব সুন্দরভাবে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে জল থেকে উঠে এসে আবার তার সারা দেহ ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত করে সব নষ্ট করে।

শ্লোক ৬

মুহুর্গৃণন্তো বচসানুরাগ-
স্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্জ্ঞাঃ ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেক-
প্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥

মুহুঃ—বার বার; **গৃণন্তঃ**—গুণগান করে; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **অনুরাগ**—গভীর প্রীতি সহকারে; **স্খলৎ-পদেন**—সমন্বয়পূর্ণ তালসহ; **অস্য**—ভগবানের;

কৃতানি—কার্যকলাপ; **তৎ-জ্ঞাঃ**—যাঁরা তাঁর লীলাসমূহ জানেন; **কিরীট**—মুকুট; **সাহস্র**—হাজার হাজার; **মণি-প্রবেক**—মূল্যবান রত্নের জ্যোতি; **প্রদ্যোতিত**—বিচ্ছুরিত; **উদ্দাম**—উন্নত; **ফণা**—ফণাসমূহ; **সহস্রম্**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

সনৎকুমার প্রমুখ কুমারগণ, যাঁরা সকলেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাঁরা গভীর অনুরাগ এবং প্রেমপূর্ণ শব্দাবলীর দ্বারা সুন্দর ছন্দে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণের সহস্র উন্নত ফণায় স্থিত কিরীটের উজ্জ্বল মণির কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানকে কখনও কখনও *উত্তমশ্লোক* বলে সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'যিনি ভক্তগণ কর্তৃক সুন্দর শব্দের দ্বারা পূজিত হন।' এই প্রকার বিশেষভাবে মনোনীত শব্দাবলী উচ্ছ্বসিতভাবে ভক্তের হৃদয় থেকে উদ্‌গত হয়, কেননা ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন থাকেন। ভগবানের মহান ভক্তের শৈশব অবস্থাতেই সুন্দর বন্দনার মাধ্যমে ভগবানের লীলাবলীর মহিমা কীর্তন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি অনুরাগের বিকাশ না হলে, কেউই যথাযথভাবে ভগবানের বন্দনা করতে পারে না।

শ্লোক ৭

প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন
নিবৃত্তিধর্মাভিরতায় তেন ।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ
সাংখ্যায়নায়াঙ্গ ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥

প্রোক্তম্—কথিত হয়েছে; **কিল**—নিশ্চয়ই; **এতৎ**—এই; **ভগবত্তমেন**—সঙ্কর্ষণ কর্তৃক; **নিবৃত্তি**—বৈরাগ্য; **ধর্ম-অভিরতায়**—যিনি এই ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করেছেন; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **সনৎ-কুমারায়**—সনৎকুমারকে; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **আহ**—বলেছেন; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **সাংখ্যায়নায়**—মহর্ষি সাংখ্যায়নকে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় বিদুর; **ধৃত-ব্রতায়**—যিনি এই ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁকে।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্কর্ষণ এই প্রকার নিবৃত্তি পরায়ণ মহর্ষি সনৎকুমারকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর সনৎকুমারও সাংখ্যায়ন ঋষি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, যেভাবে তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছে শুনেছিলেন, সেইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এইটিই হচ্ছে *পরম্পরা* ধারার পন্থা। যদিও বিখ্যাত মহান ঋষি-বালক সনৎকুমার সিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, তবুও তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেছিলেন। তেমনই, তিনি যখন সাংখ্যায়ন ঋষি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, তখন তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছে যে বাণী শ্রবণ করেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করেন। অর্থাৎ, উপযুক্ত অধিকারির কাছে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ না করলে ভগবানের বাণীর প্রচারক হওয়া যায় না। তাই নবধা ভক্তির মধ্যে দুটি অঙ্গ—শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ। ভালভাবে শ্রবণ না করলে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেওয়া যায় না।

শ্লোক ৮

সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো
বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ ।
জগাদ সোঽস্মদ্‌গুরবেঽন্বিতায়
পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥

সাংখ্যায়নঃ—মহর্ষি সাংখ্যায়ন; **পারমহংস্য-মুখ্যঃ**—সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **বিবক্ষমাণঃ**—কীর্তন করার সময়; **ভগবৎ-বিভূতীঃ**—ভগবানের মহিমা; **জগাদ**—বিশ্লেষণ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **অস্মৎ**—আমার; **গুরবে**—গুরুদেবকে; **অন্বিতায়**—অনুসরণ করেছিলেন; **পরাশরায়**—মহর্ষি পরাশরকে; **অথ বৃহস্পতেঃ চ**—বৃহস্পতিকেও।

অনুবাদ

মহর্ষি সাংখ্যায়ন ছিলেন সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে প্রধান, এবং তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন আমার গুরুদেব পরাশর, এবং বৃহস্পতি উভয়েই তাঁর কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো
মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্ ।
সোঽহং তবৈতৎকথয়ামি বৎস
শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥ ৯ ॥

প্রোবাচ—বলেছিলেন; মহ্যম্—আমাকে; সঃ—তিনি; দয়ালুঃ—সদয় হৃদয়; উক্তঃ—পূর্বোক্ত; মুনিঃ—ঋষি; পুলস্ত্যেন—পুলস্ত্য ঋষি কর্তৃক; পুরাণম্ আদ্যম্—পুরাণশ্রেষ্ঠ; সঃ অহম্—আমিও; তব—আপনাকে; এতৎ—এই; কথয়ামি—বলব; বৎস—হে প্রিয় পুত্র; শ্রদ্ধালবে—শ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তিকে; নিত্যম্—সর্বদা; অনুব্রতায়—অনুগামীকে।

অনুবাদ

মহর্ষি পুলস্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে পূর্বোক্ত মহর্ষি পরাশর এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) আমাকে বলেছিলেন। হে বৎস, যেহেতু তুমি আমার শ্রদ্ধাপরায়ণ অনুগামী, তাই যেভাবে আমি শ্রবণ করেছি, তোমার কাছেও আমি তা বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

মহর্ষি পুলস্ত্য হচ্ছেন রাক্ষসদের পিতা। একসময় পরাশর মুনি সমস্ত রাক্ষসদের আগুনে পুড়িয়ে মারবার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ শুরু করেন, কেননা একজন রাক্ষস তাঁর পিতাকে হত্যা করে খেয়েছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তখন সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে পরাশর মুনিকে এই ভয়ঙ্কর কর্ম থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেন। ঋষি সমাজে বশিষ্ঠের স্থান এবং সম্মানের জন্য পরাশর মুনি তাঁর অনুরোধ অস্বীকার করতে পারেননি। পরাশর মুনি যজ্ঞ বন্ধ করলে, রাক্ষসদের পিতা পুলস্ত্য তাঁর ব্রাহ্মণোচিত মনোভাবের জন্য তাঁকে আশীর্বাদ করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বৈদিক পুরাণের একজন মহান বক্তা হবেন। পুলস্ত্য পরাশরের কার্যের প্রশংসা করেছিলেন কেননা পরাশর তাঁর ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা-গুণে রাক্ষসদের ক্ষমা করেছিলেন। পরাশর তাঁর যজ্ঞে সমস্ত রাক্ষসদের বিনাশ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করেছিলেন, "রাক্ষসদের এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা মানুষ, পশু আদি জীবদের ভক্ষণ করে, কিন্তু তা বলে কি আমি আমার ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা-গুণ

প্রত্যাহার করব?" পুরাণের মহান বক্তারূপে পরাশর প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করেছিলেন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মৈত্রেয় মুনি সেই ভাগবত বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছিলেন, যা তিনি পরাশরের কাছ থেকে শুনেছিলেন, এবং বিদুর তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা আর নিষ্ঠা সহকারে গুরুজনদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে তা শ্রবণ করার অধিকারি ছিলেন। এইভাবে পরম্পরা ধারায় অনাদিকাল ধরে, এমনকি ব্যাসদেবেরও পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত হয়েছে। তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা বলে যে, পুরাণসমূহ মাত্র কয়েকশ বছরের পুরানো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী এবং মনোধর্মী দার্শনিকদের সমস্ত ঐতিহাসিক গণনার বহু পূর্ব থেকে অর্থাৎ অনাদি কাল ধরে এই পুরাণসমূহ বিদ্যমান।

শ্লোক ১০

উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীদ্
যন্নিদ্রয়ামীলিতদৃঙ্ ন্যমীলয়ৎ ।
অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ
কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ নিরীহঃ ॥ ১০ ॥

উদ—জল; **আপ্লুতম্**—নিমজ্জিত; **বিশ্বম্**—ত্রিভুবন; **ইদম্**—এই; **তদা**—তখন; **আসীৎ**—ছিল; **যৎ**—যাতে; **নিদ্রয়া**—নিদ্রিত; **অমীলিত**—বন্ধ; **দৃক্**—নেত্র; **ন্যমীলয়ৎ**—পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল না; **অহি-ইন্দ্র**—মহাসর্প অনন্ত; **তল্পে**—শয্যায়; **অধিশয়ানঃ**—শায়িত; **একঃ**—একলা; **কৃত-ক্ষণঃ**—প্রবৃত্ত হয়ে; **স্ব-আত্ম-রতৌ**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে উপভোগ করে; **নিরীহঃ**—বহিরঙ্গা শক্তির কোন অংশ ব্যতীত।

অনুবাদ

ত্রিভুবন যখন জলমগ্ন ছিল, তখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু একাকী মহানাগ অনন্তের শয্যায় শায়িত ছিলেন। যদিও প্রতীত হচ্ছিল যে, তিনি বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার অতীত তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিদ্রিত ছিলেন, তবুও তাঁর নেত্র পূর্ণরূপে নিমীলিত ছিল না।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিত্যকাল অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন, কিন্তু তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া জড় জগতের প্রলয়ের সময় নিলম্বিত থাকে।

শ্লোক ১১

সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ
কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে
যথানলো দারুণি রুদ্ধবীর্যঃ ॥ ১১ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; অন্তঃ—অভ্যন্তরে; শরীরে—চিন্ময় দেহে; অর্পিত—সংরক্ষিত; ভূত—জড় উপাদানসমূহ; সূক্ষ্মঃ—সূক্ষ্ম; কাল-আত্মিকাম্—কালরূপে; শক্তিম্—শক্তি; উদীরয়াণঃ—বলোদ্দীপ্ত; উবাস—বাস করেছিলেন; তস্মিন্—সেখানে; সলিলে—জলে; পদে—স্থানে; স্বে—তাঁর নিজের; যথা—যেমন; অনলঃ—অগ্নি; দারুণি—ইন্ধন কাষ্ঠে; রুদ্ধ-বীর্যঃ—নিহিত শক্তি।

অনুবাদ

ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে, তেমনই ভগবান সমস্ত জীবেদের তাদের সূক্ষ্ম শরীরে নিমজ্জিত করে, প্রলয় বারিতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দ্বারা সংবর্ধিত কাল নামক শক্তিতে শয়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন যখন প্রলয়ের জলে লীন হয়ে যায়, তখন কাল নামক শক্তির সাহায্যে ত্রিলোকের সমস্ত জীব তাদের সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। এই প্রলয়ে, স্থূল শরীর অপ্রকট হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকে, ঠিক জড় সৃষ্টির জলের মতো। জড় জগতের পূর্ণ প্রলয়ের মতো জড় সৃষ্টি তখনও পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় না।

শ্লোক ১২

চতুর্যুগানাং চ সহস্রমপ্সু
স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা ।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্মতন্ত্রো
লোকানপীতান্দদৃশে স্বদেহে ॥ ১২ ॥

চতুঃ—চার; যুগানাম্—যুগের; চ—ও; সহস্রম্—এক হাজার; অপ্সু—জলে; স্বপন্—স্বপ্ন; স্বয়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; উদীরিতয়া—পুনর্বিকাশের জন্য;

স্ব-শক্ত্যা—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **কাল-আখ্যয়া**—কাল নামক; **আসাদিত**—এইভাবে নিযুক্ত হয়ে; **কর্ম-তন্ত্রঃ**—স্বকাম কর্মের বিষয়ে; **লোকান্**—সমস্ত জীবেদের; **অপীতান্**—নীল; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **স্ব-দেহে**—তাঁর নিজের শরীরে।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে সহস্র চতুর্যুগ শয়ন করেছিলেন, এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রতীত হয়েছিল যেন তিনি জলের মধ্যে শয়ন করে আছেন। যখন কাল শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে জীবসমূহ তাদের স্বকাম কর্মের বিকাশ করার জন্য বেরিয়ে আসতে শুরু করে, তখন ভগবান তাঁর চিন্ময় দেহকে নীলাভরূপে দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে কাল শক্তিকে অবিদ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাল শক্তির লক্ষণ হচ্ছে যে, তার প্রভাবে জীব জড় জগতে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। ভগবদ্গীতায় সকাম কর্মীদের মূঢ় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার মূঢ় জীবেরা অন্তহীন বন্ধনে সাময়িক লাভের জন্য কর্ম করতে অত্যন্ত উৎসাহী। কেউ যদি তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য অনেক ধন-সম্পদ রেখে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে সে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ যে তাকে জড় জগতের বন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ করে রাখবে সেই কথা না জেনে, এই অনিত্য লাভের জন্য সে নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। এই প্রকার কলুষিত মনোবৃত্তির ফলে এবং পাপকর্মের ফলে জীবসমষ্টিকে নীলাভ বলে মনে হয়েছিল। সকাম কর্ম করার এই অনুপ্রেরণা কাল নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সম্ভব হয়।

শ্লোক ১৩

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে-
রন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্ ।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ
সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর; **অর্থ**—বিষয়; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **অভিনিবিষ্ট-দৃষ্টেঃ**—যাঁর মনোযোগ অভিনিবিষ্ট ছিল; **অন্তঃ-গতঃ**—আভ্যন্তরীণ; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **রজসা**—জড়া প্রকৃতির

রজোগুণের দ্বারা; তনীয়ান্—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; গুণেন—গুণসমূহের দ্বারা; কাল-অনুগতেন—যথা সময়ে; বিদ্ধঃ—বিক্ষুব্ধ; সূষ্যন্—উৎপন্ন করে; তদা—তখন; অভিদ্যত—ভেদ করে; নাভি-দেশাৎ—নাভিদেশ থেকে।

অনুবাদ

সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিষয়ে ভগবানের মনোযোগ অভিনিবিষ্ট ছিল, যা রজোগুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়, এবং তার ফলে সৃষ্টির সূক্ষ্মরূপ তাঁর নাভিদেশ ভেদ করে উদ্ভূত হয়।

শ্লোক ১৪

স পদ্মকোশঃ সহসোদতিষ্ঠৎ
কালেন কর্মপ্রতিবোধনেন ।
স্বরোচিষা তৎসলিলং বিশালং
বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—সেই; পদ্ম-কোশঃ—পদ্মকলি; সহসা—হঠাৎ; উদতিষ্ঠৎ—আবির্ভূত হয়েছিল; কালেন—কালের দ্বারা; কর্ম—সকাম কর্ম; প্রতিবোধনেন—জাগ্রত করে; স্ব-রোচিষা—তার জ্যোতির দ্বারা; তৎ—সেই; সলিলম্—প্রলয় বারি; বিশালম্—বিশাল; বিদ্যোতয়ন্—প্রকাশিত করে; অর্কঃ—সূর্য; ইব—মতো; আত্ম-যোনিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে উদ্ভূত।

অনুবাদ

জীবের সকাম কর্মের এই সমগ্র স্বরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাভি ভেদ করে একটি পদ্মের কলির মতো আকার ধারণ করল, এবং ভগবানের ইচ্ছায় তা একটি সূর্যের মতো সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে, বিশাল প্রলয় বারি শুকিয়ে দিল।

শ্লোক ১৫

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎসর্বগুণাবভাসম্ ।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ—সেই; লোক—বিশ্ব; পদ্মম্—পদ্মফুল; সঃ—তিনি; উ—নিশ্চয়ই; এব—বাস্তবিক; বিষ্ণুঃ—ভগবান; প্রাবীবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; সর্ব—সমস্ত; গুণ-অবভাসম্—প্রকৃতির সমস্ত গুণের আকর; তস্মিন্—যাতে; স্বয়ম্—নিজে; বেদ-ময়ঃ—মূর্তিমান বেদ; বিধাতা—ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা; স্বয়ম্-ভুবম্—স্বয়ং আবির্ভূত; যম্—যাঁকে; স্ম—অতীতে; বদন্তি—বলা হয়; সঃ—তিনি; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেই সর্বলোকময় পদ্মফুলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন, এবং এইভাবে যখন তা প্রকৃতির সমস্ত গুণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, যাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হয়, তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সেই পদ্মফুলটি হচ্ছে জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট-রূপ। তা প্রলয়ের সময় পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর নাভিদেশে লীন হয়ে যায় এবং সৃষ্টি রচনার সময় প্রকাশিত হয়। তা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রভাবে হয়, যিনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীবেদের সমগ্র সকাম কর্মের সমষ্টি হচ্ছে এই রূপ, এবং তাদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী প্রথম জীব ব্রহ্মা এই পদ্মফুল থেকে আবির্ভূত হন। এই প্রথম জীব অন্যান্য জীবেদের মতো নন, এবং তাঁর কোন জড় পিতা নেই, তাই তাঁকে বলা হয় স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ নিজে থেকেই যাঁর জন্ম হয়েছিল। প্রলয়ের সময় তিনি নারায়ণের সঙ্গে নিদ্রা যান, এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি হয়, তখন এইভাবেই তাঁর আবার জন্ম হয়। এই বর্ণনায় তিনটি ধারণা নিহিত রয়েছে—স্থূল বিরাট-রূপ, সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ এবং জড় সৃজনাত্মক শক্তি ব্রহ্মা।

শ্লোক ১৬

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া-
মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-
শ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি ॥ ১৬ ॥

তস্যাম্—তাতে; চ—এবং; অম্ভঃ—জল; রুহ-কর্ণিকায়াম্—পদ্মের কর্ণিকা; অবস্থিতঃ—প্রতিষ্ঠিত হয়ে; লোকম্—বিশ্ব; অপশ্যমানঃ—দেখতে না পেয়ে;

পরিক্রমন্—প্রদক্ষিণ করে; ব্যোম্নি—অন্তরীক্ষে; বিবৃত্ত-নেত্রঃ—চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে; চত্বারি—চার; লেভে—লাভ করেছিলেন; অনুদিশম্—দিক সম্বন্ধে; মুখানি—মস্তক।

অনুবাদ

ব্রহ্মা পদ্মফুল থেকে আবির্ভূত হন, এবং পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই জগৎকে দর্শন করতে পারলেন না। তাই, তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, এবং তার ফলে তিনি চারটি মুখ লাভ করলেন।

শ্লোক ১৭

তস্মাদ্যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণ-
জলোর্মিচক্রাৎসলিলাদ্বিরূঢ়ম্ ।
উপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং
নাত্মানমদ্ধাবিদদাদিদেবঃ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ—সেখান থেকে; যুগ-অন্ত—কল্পান্তে; শ্বসন—প্রলয় বায়ু; অবঘূর্ণ—গতির ফলে; জল—জল; ঊর্মি-চক্রাৎ—তরঙ্গের আবর্ত থেকে; সলিলাৎ—জল থেকে; বিরূঢ়ম্—তাদের উপর অবস্থিত; উপাশ্রিতঃ—আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে; কঞ্জম্—পদ্মফুল; উ—বিস্ময়ে; লোক-তত্ত্বম্—সৃষ্টিতত্ত্ব; ন—না; আত্মানম্—তিনি স্বয়ং; অদ্ধা—পূর্ণরূপে; অবিদৎ—বুঝতে পারেন; আদি-দেবঃ—প্রথম দেবতা।

অনুবাদ

সেই পদ্মে সমাসীন ব্রহ্মা সৃষ্টি সম্বন্ধে, সেই পদ্ম সম্বন্ধে অথবা নিজের সম্বন্ধে যথাযথভাবে বুঝতে পারলেন না। কল্পান্তে প্রলয়কালীন বায়ু জলকে উদ্বেলিত করেছিল এবং উত্তাল তরঙ্গে সেই পদ্মটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি, পদ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে হতবুদ্ধি হয়েছিলেন। মানুষের সৌর বৎসরের গণনায় গণনা করে যে যুগের পরিমিতি নির্ধারণ করা অসম্ভব, সেই এক যুগ ধরে চেষ্টা করেও তিনি সেই সম্বন্ধে বুঝতে পারেননি। তাই বুঝতে হবে যে, মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কখনই জড় প্রকাশ এবং তার সৃষ্টির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা

যায় না। মানুষের ক্ষমতা এতই সীমিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের সাহায্য ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ইচ্ছার রহস্য তার পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৮

ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠ
এতৎকুতো বাব্জমনন্যদপ্সু ।
অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনৈত-
দধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্ ॥ ১৮ ॥

কঃ—যিনি; **এষঃ**—এই; **যঃ অসৌ অহম্**—সেই আমি; **অব্জ-পৃষ্ঠে**—পদ্মের উপর; **এতৎ**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **বা**—অথবা; **অব্জম্**—পদ্মফুল; **অনন্যৎ**—অন্যথা; **অপ্সু**—জলে; **অস্তি**—আছে; **হি**—নিশ্চয়ই; **অধস্তাৎ**—নীচ থেকে; **ইহ**—এতে; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **এতৎ**—এই; **অধিষ্ঠিতম্**—অবস্থিত; **যত্র**—যেখানে; **সতা**—আপনা থেকে; **নু**—অথবা নয়; **ভাব্যম্**—অবশ্যই হবে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁর অজ্ঞানতাবশত ভাবতে লাগলেন, এই কমলের উপর বিরাজমান আমি কে? কোথা থেকে এইটি বিকশিত হয়েছে? এর নীচে জলের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে যার থেকে এই কমলটি উদ্ভূত হয়েছে।

তাৎপর্য

সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথমে ব্রহ্মা যা অনুমান করেছিলেন তা আজও মনোধর্মীদের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। সবচাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর নিজের ও সমগ্র জগতের অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন, এবং এইভাবে তিনি পরম কারণ সম্বন্ধে জানবার প্রয়াস করেন। তাঁর প্রচেষ্টা যদি তপশ্চর্যা ও অধ্যবসায় সহযোগে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবেন।

শ্লোক ১৯

স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনাল-
নাড়ীভিরন্তর্জলমাবিবেশ ।
নার্বাগ্‌গতস্তৎখরনালনাল-
নাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **ইত্থম্**—এইভাবে; **উদ্বীক্ষ্য**—চিন্তা করে; **তৎ**—তা; **অব্জ**—পদ্ম; **নাল**—কাণ্ড; **নাড়ীভিঃ**—নালের মধ্যবর্তী ছিদ্রের দ্বারা; **অন্তঃ-জলম্**—জলের মধ্যে; **আবিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **ন**—না; **অর্বাক্-গতঃ**—ভিতরে যাওয়া সত্ত্বেও; **তৎ-খর-নাল**—সেই পদ্মের নাল; **নাল**—নল; **নাভিম্**—নাভির; **বিচিন্বন্**—সেই সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করে; **তৎ**—তা; **অবিন্দত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **অজঃ**—স্বয়ম্ভু।

অনুবাদ

এইভাবে বিচার করে ব্রহ্মা পদ্মনালের ছিদ্র দিয়ে জলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই নালে প্রবেশ করে বিষ্ণুর নাভির নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তার মূল খুঁজে পেলেন না।

তাৎপর্য

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেউ ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারেন, কিন্তু তা হলেও, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রকার অবগতি কেবল ভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব, যে কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* ।

শ্লোক ২০

তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং
বিচিন্বতোঽভূৎসুমহাংস্ত্রিণেমিঃ ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ
পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ ॥ ২০ ॥

তমসি অপারে—অজ্ঞভাবে অন্বেষণের ফলে; **বিদুর**—হে বিদুর; **আত্ম-সর্গম্**—তাঁর সৃষ্টির কারণ; **বিচিন্বতঃ**—চিন্তা করার সময়; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সু-মহান্**—অত্যন্ত মহান; **ত্রি-নেমিঃ**—তিন মাত্রা সমন্বিত কাল; **যঃ**—যা; **দেহ-ভাজাম্**—দেহধারীর; **ভয়ম্**—ভয়; **ঈরয়াণঃ**—উৎপন্ন করে; **পরিক্ষিণোতি**—একশত বৎসর হ্রাস করে; **আয়ুঃ**—জীবনের স্থিতি কাল; **অজস্য**—স্বয়ম্ভুর; **হেতিঃ**—শাশ্বত কালের চক্র।

অনুবাদ

হে বিদুর। ব্রহ্মা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে তাঁর অন্তিম কাল উপনীত হল, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর হস্তধৃত শাশ্বত চক্র, এবং যা মৃত্যুর ভয়ের মতো জীবের অন্তরে ভয় উৎপন্ন করে।

শ্লোক ২১

ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ
স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো
ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তারপর; **নিবৃত্তঃ**—সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে; **অপ্রতিলব্ধ-কামঃ**—ঈপ্সিত লক্ষ্য প্রাপ্ত না হয়ে; **স্ব-ধিষ্ণ্যম্**—স্বীয় স্থান; **আসাদ্য**—পৌঁছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **সঃ**—তিনি; **দেবঃ**—দেবতা; **শনৈঃ**—অচিরে; **জিত-শ্বাস**—শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে; **নিবৃত্ত**—অবসর গ্রহণ করে; **চিত্তঃ**—বুদ্ধি; **ন্যষীদৎ**—উপবেশন করেছিলেন; **আরূঢ়**—দৃঢ়ভাবে; **সমাধি-যোগঃ**—ভগবানের ধ্যানে।

অনুবাদ

তারপর অভীষ্ট লক্ষ্য লাভে অকৃতকার্য হয়ে, তিনি সেই অন্বেষণ থেকে বিরত হয়ে, সেই পদ্মের উপর ফিরে গেলেন। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেন।

তাৎপর্য

পরম কারণের প্রকৃতি সবিশেষ, নির্বিশেষ অথবা প্রাদেশিক সেই সম্বন্ধে সাধকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলেও, সমাধির প্রক্রিয়ায় সমগ্র কারণের পরম কারণের উপর মনকে একাগ্রীভূত করতে হয়। পরমেশ্বরের উপর মনকে একাগ্রীভূত করা অবশ্যই ভক্তিযোগের একটি রূপ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরম কারণে চিত্তকে একাগ্রীভূত করা আত্মসমর্পণেরই একটি লক্ষণ, এবং এই শরণাগতিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির নিশ্চিত লক্ষণ। যে সমস্ত জীব তাদের অস্তিত্বের চরম কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার অভিলাষী, তাদের প্রত্যেককেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্লোক ২২

কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি-
প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্বম্ ॥ ২২ ॥

কালেন—যথা সময়ে; **সঃ**—তিনি; **অজঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; **পুরুষ-আয়ুষা**—তাঁর আয়ুষ্কাল দ্বারা; **অভিপ্রবৃত্ত**—নিযুক্ত হয়ে; **যোগেন**—ধ্যানের দ্বারা; **বিরূঢ়**—বিকশিত; **বোধঃ**—বুদ্ধি; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **তৎ অন্তঃ-হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **অবভাতম্**—প্রকাশিত হয়েছিল; **অপশ্যত**—দেখেছিলাম; **অপশ্যত**—দেখেছিলেন; **যৎ**—যা; **ন**—না; **পূর্বম্**—পূর্বে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার একশত বৎসর পরে তাঁর ধ্যান যখন পূর্ণ হল, তখন তিনি অভীষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পরম পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর মহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাঁকে তিনি পূর্বে দর্শন করতে পারেননি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তির দ্বারাই কেবল উপলব্ধি করা যায়, মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা কখনই তাঁকে জানা সম্ভব নয়। ব্রহ্মার আয়ুর গণনা করা হয় দিব্য যুগের মাধ্যমে, যা মানুষদের সৌর বৎসরের গণনা থেকে ভিন্ন। ভগবদ্‌গীতায় (৮/১৭) দিব্য বৎসরের গণনা করে বলা হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*। ব্রহ্মার একদিন এক সহস্র চতুর্যুগের (৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের) সমান। সেই গণনায় সর্ব কারণের পরম কারণকে হৃদয়ঙ্গম করার আগে পর্যন্ত ব্রহ্মা শত বৎসর ধরে ধ্যান করেছিলেন, এবং তারপর তিনি ব্রহ্মসংহিতা রচনা করেছিলেন, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত হয়েছে, এবং যাতে তিনি গেয়েছেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*। ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে গেলে এবং যথাযথভাবে তাঁকে জানতে হলে ভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করতে হয়।

শ্লোক ২৩

মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-
　　পর্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্ ।
ফণাতপত্রাযুতমূর্ধরত্ন-
　　দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥ ২৩ ॥

মৃণাল—পদ্মফুল; গৌর—সম্পূর্ণ শ্বেত বর্ণ; আয়ত—বিশাল; শেষ-ভোগ—শেষনাগের শরীর; পর্যঙ্কে—শয্যার উপর; একম্—একাকী; পুরুষম্—পরম পুরুষ; শয়ানম্—শায়িত ছিলেন; ফণ-আতপত্র—সাপের ফণার ছত্র; আযুত—সুশোভিত; মূর্ধ—মস্তক; রত্ন—রত্নাবলী; দ্যুভিঃ—কিরণের দ্বারা; হত-ধ্বান্ত—দূরীকৃত অন্ধকার; যুগ-অন্ত—প্রলয়; তোয়ে—জলে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা সেই জলে এক বিশাল পদ্মসদৃশ শয্যা দেখতে পেয়েছিলেন, যা ছিল শেষনাগের শরীর এবং তাতে পরমেশ্বর ভগবান একাকী শায়িত ছিলেন। চতুর্দিক শেষনাগের মাথার মণির কিরণে উদ্ভাসিত ছিল, এবং সেই জ্যোতি সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল।

শ্লোক ২৪

প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ
　　সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্ধ্নঃ ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্য
　　বনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ ॥ ২৪ ॥

প্রেক্ষাম্—দৃশ্যাবলী; ক্ষিপন্তম্—উপেক্ষা করে; হরিত—সবুজ; উপল—প্রবাল; অদ্রেঃ—পর্বতের; সন্ধ্যা-অভ্র-নীবেঃ—সন্ধ্যার আকাশের সাজ; উরু—মহান; রুক্ম—স্বর্ণ; মূর্ধ্নঃ—চূড়ায়; রত্ন—রত্নাবলী; উদধার—ঝরনা; ঔষধি—ওষধিসমূহ; সৌমনস্য—দৃশ্যাবলীর; বন-স্রজঃ—বনমালা; বেণু—বস্ত্র; ভুজ—হস্ত; অঙ্ঘ্রিপ—বৃক্ষরাজি; অঙ্ঘ্রেঃ—চরণ।

অনুবাদ

ভগবানের চিন্ময় শরীরের কান্তি প্রবাল পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। সেই প্রবালের পর্বত সান্ধ্য আকাশের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের পীত বসন সেই সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। পর্বতের চূড়াটি স্বর্ণময় ছিল, কিন্তু ভগবানের মণিরত্ন খচিত মুকুট সেই পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গকে উপহাস করছিল। সেই পর্বতের ঝরনা, ওষধি আদি ও পুষ্পময় দৃশ্যাবলী যেন সেই পর্বতের গলার মালা বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু মণিরত্ন, মুক্তো, তুলসীপত্র ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ভগবানের সুবিশাল শরীর, হস্ত ও পদ সেই পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল।

তাৎপর্য

প্রকৃতির চিত্রাত্মক দৃশ্যাবলী যা মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, সেইগুলিকে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের সৌন্দর্যের বিকৃত প্রতিফলন বলে মনে করা যেতে পারে। তাই, কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন জড়া প্রকৃতির কোন রকম সৌন্দর্যের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ থাকে না, যদিও তিনি সেই সৌন্দর্যকে তুচ্ছ বলে মনে করেন না। ভগবদ্‌গীতায় (২/৫৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যখন পরম ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁর আর অন্য কোন নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

শ্লোক ২৫

আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমান-
দেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ ৷
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং
কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেষদেহম্ ॥ ২৫ ॥

আয়ামতঃ—দৈর্ঘ্যে; **বিস্তরতঃ**—প্রস্থে; **স্ব-মান**—তাঁর নিজের মাপ অনুসারে; **দেহেন**—অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা; **লোক-ত্রয়**—ত্রিভুবন; **সংগ্রহেণ**—সমস্ত সংগ্রহের দ্বারা; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **দিব্য**—অপ্রাকৃত; **আভরণ-অংশুকানাম্**—অলঙ্কারের কিরণ; **কৃত-শ্রিয়া অপাশ্রিত**—সেই সমস্ত বসন ও ভূষণের সৌন্দর্য; **বেষ**—সজ্জিত; **দেহম্**—অপ্রাকৃত দেহ।

অনুবাদ

তাঁর চিন্ময় দেহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অপরিমিত ছিল, এবং তা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন বিস্তৃত ছিল। তাঁর দিব্য বিগ্রহ অনুপম বসন এবং বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার ফলে স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কেবল তাঁর নিজের মাপ অনুসারেই মাপা যেতে পারে, কেননা তিনি সমগ্র জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। জড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর স্বীয় সৌন্দর্যেরই ফলশ্রুতি, তবুও তিনি তাঁর দিব্য বৈচিত্র্য প্রমাণ করার জন্য সর্বদা অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র-অলঙ্কার ধারণ করেন, যা পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ-
রভ্যর্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-
ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥

পুংসাম্—মানুষের; **স্ব-কামায়**—কামনা অনুসারে; **বিবিক্ত-মার্গৈঃ**—ভগবদ্ভক্তির পন্থার দ্বারা; **অভ্যর্চতাম্**—পূজিত; **কাম-দুঘ-অঙ্ঘ্রি-পদ্মম্**—পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দ, যা সমস্ত অভীষ্ট ফল প্রদান করে; **প্রদর্শয়ন্তম্**—দর্শন করাচ্ছিলেন; **কৃপয়া**—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **নখ**—নখ; **ইন্দু**—চন্দ্রের মতো; **ময়ূখ**—কিরণ; **ভিন্ন**—বিভক্ত; **অঙ্গুলি**—অঙ্গুলি; **চারু-পত্রম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর চরণারবিন্দ উত্তোলিত করে দেখাচ্ছিলেন। সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য সমস্ত পুরস্কারের উৎস তাঁর চরণকমল। এই সমস্ত পুরস্কার তাঁদেরই জন্য যাঁরা শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। তাঁর হস্ত ও চরণের চন্দ্রসদৃশ নখ থেকে বিচ্ছুরিত অপ্রাকৃত জ্যোতির প্রভা ফুলের পাপড়ির মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

ভগবান সকলের ইচ্ছা অনুসারে তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবান থেকে অভিন্ন ভগবানের দিব্য সেবা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই শুদ্ধ ভক্তদের একমাত্র কাম্য ভগবানই, আর ভগবদ্ভক্তিই কেবল ভগবানের কৃপা লাভ করার একমাত্র নিষ্কলুষ পন্থা। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১/১/১১) বলেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি *জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিতে মনোধর্মী জ্ঞান ও সকাম কর্মের লেশমাত্র নেই। এই শুদ্ধ ভক্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের মতো সর্বোচ্চ ফল প্রদানে সক্ষম। গোপালতাপনী উপনিষদ অনুসারে ভগবান তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শত সহস্র পাপড়ির মধ্যে কেবল একটিই দর্শন করিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে—*ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাৎ আবির্বভূব*। কোটি কোটি বছর ধরে মায়ার আবরণ ভেদ করার পর ব্রহ্মা গোপ বেশধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ব্রহ্মসংহিতার প্রসিদ্ধ স্তোত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন—*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*।

শ্লোক ২৭

মুখেন লোকার্তিহরস্মিতেন
পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা
প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্রা ॥ ২৭ ॥

মুখেন—মুখভঙ্গির দ্বারা; **লোক-আর্তি-হর**—ভক্তদের ক্লেশ হরণকারী; **স্মিতেন**—স্মিতহাস্য দ্বারা; **পরিস্ফুরৎ**—তীব্র জ্যোতি; **কুণ্ডল**—কর্ণ-কুণ্ডল; **মণ্ডিতেন**—শোভিত; **শোণায়িতেন**—স্বীকার করে; **অধর**—তাঁর ঠোঁটের; **বিম্ব**—প্রতিবিম্ব; **ভাসা**—কিরণ; **প্রত্যর্হয়ন্তম্**—পরস্পর বিনিময়; **সু-নসেন**—তাঁর মনোহর নাসিকার দ্বারা; **সুভ্রা**—এবং সুন্দর ভ্রূযুগল।

অনুবাদ

তিনি তাঁর সুন্দর হাসির দ্বারা ভক্তদের সেবা গ্রহণ করে তাঁদের ক্লেশ দূর করেন। কুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব অত্যন্ত মনোহর কেননা তা তাঁর অধরের কিরণ এবং তাঁর নাসিকা ও ভ্রূযুগলের সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি ভক্তের কাছে ভগবানকে ঋণী করে। পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু পরমার্থবাদী রয়েছেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয়। ভগবদ্ভক্ত তাঁর সেবার বিনিময়ে ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছুই চান না, এমনকি ভগবান যদি পরম কাম্য মুক্তিও প্রদান করেন, তাও ভগবদ্ভক্ত প্রত্যাখ্যান করেন। তার ফলে ভগবান ভক্তদের কাছে ঋণী থাকেন, এবং তিনি কেবল তাঁর চির মনোহর হাসির দ্বারা তাঁদের সেই ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করতে পারেন। ভক্তেরা ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করেই চিরকাল তৃপ্ত থাকেন, এবং হরষিত হন। ভক্তদের এইভাবে আনন্দিত হতে দেখে ভগবানও তৃপ্ত হন। এইভাবে ভগবান ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে সেবা এবং সেই সেবার স্বীকৃতির বিনিময়ের অপ্রাকৃত প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে।

শ্লোক ২৮

কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা
স্বলংকৃতং মেখলয়া নিতম্বে ।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস
শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন ॥ ২৮ ॥

কদম্ব-কিঞ্জল্ক—কদম্বফুলের রেণু; **পিশঙ্গ**—সেই রঙের বস্ত্র; **বাসসা**—বস্ত্রের দ্বারা; **সু-অলংকৃতম্**—সুন্দরভাবে বিভূষিত; **মেখলয়া**—কটিবন্ধের দ্বারা; **নিতম্বে**—কটিদেশে; **হারেণ**—মালার দ্বারা; **চ**—ও; **অনন্ত**—অত্যন্ত; **ধনেন**—মূল্যবান; **বৎস**—হে প্রিয় বিদুর; **শ্রীবৎস**—অপ্রাকৃত শ্রীবৎস চিহ্ন; **বক্ষঃ-স্থল**—বক্ষের উপর; **বল্লভেন**—অত্যন্ত মনোহর।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর! ভগবানের নিতম্বদেশ কদম্বফুলের কেশর বর্ণের রেণুর মতো পীত বর্ণের বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং তাকে বেষ্টন করেছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত একটি মেখলা। তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্ন এবং এক অমূল্য কণ্ঠহারের দ্বারা বিভূষিত ছিল।

শ্লোক ২৯

পরার্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেক-
পর্যস্তদোর্দণ্ডসহস্রশাখম্ ।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-
মহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্শম্ ॥ ২৯ ॥

পরার্ধ্য—অত্যন্ত মূল্যবান; **কেয়ূর**—অলঙ্কার; **মণি-প্রবেক**—অত্যন্ত মূল্যবান রত্নসমূহ; **পর্যস্ত**—বিকিরণ করে; **দোর্দণ্ড**—বাহু; **সহস্র-শাখম্**—শত সহস্র শাখা সমন্বিত; **অব্যক্ত-মূলম্**—আত্মসংস্থিত; **ভুবন**—ব্রহ্মাণ্ড; **অঙ্ঘ্রিপ**—বৃক্ষ; **ইন্দ্রম্**—ভগবান; **অহি-ইন্দ্র**—অনন্তদেব; **ভোগৈঃ**—ফণাসমূহের দ্বারা; **অধিবীত**—পরিবেষ্টিত; **বল্শম্**—স্কন্ধ।

অনুবাদ

চন্দন বৃক্ষ যেমন সুগন্ধ পুষ্প ও শাখাসমূহের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ মূল্যবান মণিরত্ন ও মুক্তাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তিনি হচ্ছেন শত সহস্র শাখা সমন্বিত অব্যক্ত মূল বৃক্ষের মতো। তিনি জগতের অন্য সকলের প্রভু। চন্দন বৃক্ষ যেমন বহু সর্পের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনই ভগবানের শ্রীঅঙ্গও অনন্তদেবের ফণার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

তাৎপর্য

এখানে *অব্যক্তমূলম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত বৃক্ষের মূল কেউ দেখতে পায় না। ভগবান স্বয়ংই হচ্ছেন মূল, কেননা তিনি নিজে ছাড়া তাঁর স্থিতির অন্য আর কোন কারণ নেই। বেদে বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন *স্বাশ্রয়াশ্রয়* ; অর্থাৎ তিনি নিজেই তাঁর আশ্রয়, এবং তাছাড়া তাঁর আর অন্য কোন আশ্রয় নেই। তাই *অব্যক্ত* শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্য আর কাউকে নয়।

শ্লোক ৩০

চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্র-
মহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্ ।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গ-
মাবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥

চর—জঙ্গম প্রাণী; **অচর**—স্থাবর বৃক্ষ; **ওকঃ**—স্থিতি বা স্থান; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহীধ্রম্**—পর্বত; **অহি-ইন্দ্র**—সেই অনন্তদেব; **বন্ধুম্**—সখা; **সলিল**—জল; **উপগূঢ়ম্**—নিমজ্জিত; **কিরীট**—মুকুটসমূহ; **সাহস্র**—শত সহস্র; **হিরণ্য**—সোনা; **শৃঙ্গম্**—শিখর; **আবির্ভবৎ**—প্রকট হয়েছে; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **রত্ন-গর্ভম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

বিশাল পর্বতের মতো ভগবান সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের নিবাসরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি সর্পদের বন্ধু কেননা শ্রীঅনন্তদেব তাঁর সখা। পর্বতের যেমন শত সহস্র শিখর আছে, তেমনই ভগবান শত সহস্র মুকুট শোভিত অনন্তনাগের ফণার দ্বারা বিভূষিত ছিলেন, এবং পর্বত যেমন কখনও কখনও মণিরত্নে পূর্ণ থাকে, তেমনই ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহও মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল। পর্বত যেমন কখনও কখনও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়, তেমনই ভগবানও কখনও কখনও প্রলয় বারিতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩১

নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া
স্বকীর্তিময্যা বনমালয়া হরিম্ ।
সূর্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ
পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈর্দুরাসদম্ ॥ ৩১ ॥

নিবীতম্—এইভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে; **আম্নায়**—বৈদিক জ্ঞান; **মধু-ব্রত-শ্রিয়া**—সৌন্দর্যময় মধুর ধ্বনি; **স্ব-কীর্তি-ময্যা**—তাঁর নিজের মহিমার দ্বারা; **বন-মালয়া**—বনফুলের মালা; **হরিম্**—ভগবানকে; **সূর্য**—সূর্য; **ইন্দু**—চন্দ্র; **বায়ু**—পবন; **অগ্নি**—অগ্নি; **অগমম্**—দুর্গম; **ত্রি-ধামভিঃ**—ত্রিলোকের দ্বারা; **পরিক্রমৎ**—পরিক্রমা করে; **প্রাধনিকৈঃ**—যুদ্ধ করার জন্য; **দুরাসদম্**—দুষ্প্রাপ্য।

অনুবাদ

এইভাবে পর্বতসদৃশ ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা স্থির করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি। তিনি দেখলেন যে, তাঁর বক্ষঃস্থলে বৈদিক জ্ঞানের

গীতিমালা গুঞ্জনকারী বনমালা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। সুদর্শন চক্র তাঁকে এমনভাবে রক্ষা করছে যে, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিও তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

শ্লোক ৩২

তর্হ্যেব তন্নাভিসরঃসরোজ-
মাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ ।
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা
নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ ॥ ৩২ ॥

তর্হি—তাই; এব—নিশ্চয়ই; তৎ—তাঁর; নাভি—নাভি; সরঃ—সরোবর; সরোজম্—পদ্মফুল; আত্মানম্—ব্রহ্মা; অম্ভঃ—প্রলয় বারি; শ্বসনম্—শুষ্ককারী পবন; বিয়ৎ—আকাশ; চ—ও; দদর্শ—দেখেছিলেন; দেবঃ—দেবতা; জগতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের; বিধাতা—ভাগ্যের সৃষ্টিকারী; ন—না; অতঃ পরম্—অতীত; লোক-বিসর্গ—জগতের সৃষ্টি; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টি।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা যখন এইভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভি সরোবর, পদ্মফুল, প্রলয় বারি, প্রলয় বায়ু ও আকাশ দর্শন করলেন। সব কিছু তখন তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

স কর্মবীজং রজসোপরক্তঃ
প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা ।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্য-
মব্যক্তবর্ত্মন্যভিবেশিতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); কর্ম-বীজম্—জাগতিক কার্যকলাপের বীজ; রজসা উপরক্তঃ—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; প্রজাঃ—জীবসমূহ; সিসৃক্ষন্—সৃষ্টি করার

ইচ্ছা করে; **ইয়ৎ**—সৃষ্টির এই পাঁচটি কারণ; **এব**—এইভাবে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **অস্তৌৎ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **বিসর্গ**—ভগবান কৃত সৃষ্টির পরে সৃষ্টি; **অভিমুখঃ**—প্রতি; **তম্**—তা; **ঈড্যম্**—আরাধ্য; **অব্যক্ত**—অপ্রাকৃত; **বর্ত্মনি**—পথে; **অভিবেশিত**—নিবিষ্ট; **আত্মা**—মন।

অনুবাদ

এইভাবে রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট সৃষ্টির পাঁচটি কারণ দর্শন করে তিনি সৃজনোম্মুখ মনোবৃত্তির অভীষ্ট মার্গে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, এই জগতে কোন কিছু সৃষ্টি করার জন্য আবশ্যক শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হয়। যে কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের এইটিই হচ্ছে পন্থা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

নবম অধ্যায়

সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্ ।
নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্যদুরুর্বিভাসি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; জ্ঞাতঃ—অবগত; অসি—আপনি; মে—আমার দ্বারা; অদ্য—আজ; সুচিরাৎ—দীর্ঘকাল পরে; ননু—কিন্তু; দেহ-ভাজাম্—জড় দেহ ধারণকারী; ন—না; জ্ঞায়তে—জ্ঞাত; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; গতিঃ—মার্গ; ইতি—এই রকম; অবদ্যম্—মহা অপরাধ; ন অন্যৎ—অন্য আর কেউ নয়; ত্বৎ—আপনি; অস্তি—হয়; ভগবন্—হে প্রভু; অপি—যদিও; তৎ—যা কিছু হতে পারে; ন—কখনই না; শুদ্ধম্—পরম; মায়া—জড়া শক্তি; গুণ-ব্যতিকরাৎ—গুণের মিশ্রণের ফলে; যৎ—যাকে; উরুঃ—চিন্ময়; বিভাসি—আপনি হন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রভু! বহু বহু বছরের তপস্যার পর আজ আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। হায়, দেহধারী জীবেরা কি দুর্ভাগা যে, তারা আপনাকে জানার অযোগ্য! হে প্রভু, আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, কেননা আপনার অতীত আর কোন পরমতত্ত্ব নেই। যদি আপনার থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু থাকে, তবে তা পরমতত্ত্ব নয়। আপনি জড় তত্ত্বের সৃষ্টি শক্তি প্রদর্শন করে পরম পুরুষরূপে বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের অজ্ঞানতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে যে, তারা জড় জগতের প্রকটীকরণের পরম কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। পরম কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনটিই সত্য নয়। একমাত্র পরম কারণ হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং মধ্যবর্তী বাধাসৃষ্টিকারী শক্তিটি হচ্ছে ভগবানের মায়াশক্তি। ভগবান জড় জগতে চিত্ত বিক্ষেপকারী বহু আশ্চর্যজনক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাঁর অদ্ভুত মায়াশক্তিকে নিযুক্ত করেছেন, এবং বদ্ধ জীব সেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পরম কারণকে জানতে পারে না। তাই বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদেরও আশ্চর্যজনক ব্যক্তি বলে স্বীকার করা যায় না। তাদের আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়, কেননা তারা ভগবানের মায়াশক্তির হাতের ক্রীড়নক। মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং মায়াশক্তির মূর্খ রচনাকে সর্বোচ্চ বলে মনে করে।

পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে কেবল ভগবানের কৃপার মাধ্যমেই জানা যায়, ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরায় শুদ্ধ ভক্তদেরই কেবল তিনি কৃপা প্রদান করেন। তপস্যার প্রভাবেই কেবল ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং উপলব্ধির মাধ্যমেই কেবল তিনি তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পেরেছিলেন। ভগবানের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শন করে ব্রহ্মা পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা করা যায় না। তপস্যার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য উপলব্ধি করা যায়, এবং কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন তার আর অন্য কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্‌গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে—*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* ।

যে সমস্ত মূর্খ মানুষ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে না, ব্রহ্মা এখানে তাদের নিন্দা করেছেন। প্রত্যেক মানুষের এই জ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা করা আবশ্যক, এবং কেউ যদি তা না করে, তাহলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। জড় জগতে যা কিছু সুন্দর এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সেইগুলি কাকের মতো প্রাণীরা উপভোগ করে। কাক সর্বদা আবর্জনা খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু হংস কখনও কাকদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। পক্ষান্তরে, তারা সুন্দর উদ্যান বেষ্টিত পদ্মশোভিত নির্মল সরোবরে বিহার করে। জন্ম অনুসারে কাক ও হংস উভয়েই নিঃসন্দেহে পক্ষী, কিন্তু তারা এক প্রকার নয়।

শ্লোক ২

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায় ।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥

রূপম্—আকৃতি; **যৎ**—যা; **এতৎ**—সেই; **অববোধ-রস**—আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির; **উদয়েন**—প্রকাশের ফলে; **শশ্বৎ**—চিরকাল; **নিবৃত্ত**—মুক্ত; **তমসঃ**—জড় কলুষ; **সৎ-অনুগ্রহায়**—ভক্তদের জন্য; **আদৌ**—আদি সৃজনী শক্তি; **গৃহীতম্**—গ্রহণ করে; **অবতার**—অবতারদের; **শত-এক-বীজম্**—শত শত অবতারদের একমাত্র বীজ; **যৎ**—যা; **নাভিপদ্ম**—নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্ম; **ভবনাৎ**—গৃহ থেকে; **অহম্**—আমি; **আবিরাসম্**—উৎপন্ন হয়েছি।

অনুবাদ

যে রূপ আমি দর্শন করছি তা জড় কলুষ থেকে চিরকাল মুক্ত, এবং ভক্তদের কৃপা করার জন্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশরূপে তা আবির্ভূত হয়েছে। এই অবতার অন্য বহু অবতারদের উৎস, এবং আপনার নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত কমলে আমার জন্ম হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব) হচ্ছেন প্রকৃতির তিনটি গুণের (রজ, সত্ত্ব ও তম) কার্যকরী অধ্যক্ষ, এবং তাঁরা সকলে উদ্ভূত হয়েছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে, যাঁর বর্ণনা এখানে ব্রহ্মা করেছেন। জগতের প্রকটকালে বিভিন্ন যুগে বহু বিষ্ণু অবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হন। তাঁরা অবতরণ করেন কেবল শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত আনন্দ প্রদানের জন্য। ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং কালে যে সমস্ত বিষ্ণুর অবতারেরা অবতরণ করেন, তাদের কখনও বদ্ধ জীবদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। বিষ্ণুতত্ত্বদের ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, এমনকি তাঁদের সমকক্ষ বলেও মনে করা উচিত নয়। যারা তা করে, তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। এখানে যে *তমসঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। পরা প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে তম থেকে পৃথক। তাই, পরা প্রকৃতিকে *অববোধরস* বা *অবরোধরস* বলা হয়। *অবরোধ* মানে 'যা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত

করে'। চিৎ জগতে কোন মতেই জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক সম্ভব নয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব, এবং তাই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর জন্ম হয়েছে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকে।

শ্লোক ৩

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

ন—করে না; **অতঃ পরম্**—এর পর; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **যৎ**—যা; **ভবতঃ**—আপনার; **স্বরূপম্**—নিত্যরূপ; **আনন্দ-মাত্রম্**—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি; **অবিকল্পম্**—পরিবর্তনরহিত; **অবিদ্ধ-বর্চঃ**—শক্তির ক্ষীণতারহিত; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **বিশ্ব-সৃজম্**—বিশ্বের স্রষ্টা; **একম্**—অদ্বিতীয়; **অবিশ্বম্**—এবং তবুও জড় নয়; **আত্মন্**—হে পরম কারণ; **ভূত**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আত্মক**—এই প্রকার পরিচিতির; **মদঃ**—অহঙ্কার; **তে**—আপনাকে; **উপাশ্রিতঃ**—সমর্পিত; **অস্মি**—আমি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন রূপ আমি দেখি না। চিদাকাশে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির কোন সাময়িক পরিবর্তন হয় না, এবং আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির কোন অবক্ষয় হয় না। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, কেননা আমি আমার জড় দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের গর্বে মত্ত, অথচ আপনি সমগ্র জগতের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও জড়াতীত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* —পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আংশিকভাবে জানা যায়। ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু সচ্চিদানন্দময় রূপ রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের এই সমস্ত অংশাবতারদের বর্ণনা করে তিনি ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলেছেন—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত এবং অচ্যুত। বহুরূপে প্রকাশিত হলেও তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। যদিও তিনি আদি পুরুষ, তবুও তিনি নিত্য নবযৌবনসম্পন্ন, এবং তিনি কখনও বার্ধক্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না। বেদের কেতাবি জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁকে জানা যায় না। তাঁকে জানতে হলে তাঁর ভক্তের শরণাগত হতে হয়।"

ভগবানকে যথাযথভাবে জানার একটিই মাত্র পন্থা, এবং তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পন্থা, বা তাঁর ভক্তের শরণাগত হওয়া যাঁর হৃদয়ে তিনি সর্বদা বিরাজ করেন। ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ মাত্র, এবং জড় সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর যে তিন পুরুষাবতার, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশ। ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত চিদাকাশে বিভিন্ন কল্পের প্রভাবে কোন রকম পরিবর্তন হয় না, এবং বৈকুণ্ঠলোকে কোন প্রকার সৃজনাত্মক কার্যকলাপ হয় না। সেখানে কালের কোন প্রভাব নেই। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের রশ্মিচ্ছটা অপরিসীম ব্রহ্মজ্যোতি জড় প্রকৃতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। জড় জগতেও আদি স্রষ্টা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, যিনি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে পরবর্তী স্রষ্টা হন।

শ্লোক ৪

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪ ॥

তৎ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বা**—অথবা; **ইদম্**—এই বর্তমান রূপ; **ভুবন-মঙ্গল**—হে সমগ্র জগতের সর্বমঙ্গলময়; **মঙ্গলায়**—সামগ্রিক সমৃদ্ধি সাধনের জন্য; **ধ্যানে**—ধ্যানে; **স্ম**—তা যেমন ছিল; **নঃ**—আমাদের; **দর্শিতম্**—প্রকট; **তে**—আপনার; **উপাসকানাম্**—ভক্তদের; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি;

ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অনুবিধেম**—আমি অনুষ্ঠান করি; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **যঃ**—যা; **অনাদৃতঃ**—উপেক্ষিত; **নরক-ভাগ্ভিঃ**—নরকগামীদের; **অসৎ-প্রসঙ্গৈঃ**—জড় বিষয়ের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনার এই বর্তমান স্বরূপ, অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে কোন রূপ, সমগ্র জগতের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। যেহেতু আপনি আপনার এই নিত্য শাশ্বতরূপ প্রকাশ করেছেন, যে রূপে আপনার ভক্তেরা আপনার ধ্যান করে, আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যারা নরকগামী, তারা আপনার সবিশেষ রূপের উপেক্ষা করে, কেননা তারা জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ রূপের মধ্যে, তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের দ্বারা তিনি যে সমস্ত সবিশেষ রূপ প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা সকলেই সমগ্র জগতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন। ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানের সবিশেষ রূপ পরমাত্মারূপেও পূজিত হন, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির কোন পূজা হয় না। যারা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তারা তার ধ্যানই করুক অথবা অন্য আর যাই কিছুই করুক, তারা সকলেই নরকের পথিক, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষবাদীরা কেবল মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে তাদের সময়েরই অপচয় করে, কেননা তারা বাস্তব বস্তু থেকে কুতর্কেই অধিক আগ্রহী। তাই, ব্রহ্মা এখানে নির্বিশেষবাদীদের সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত অংশ-প্রকাশ সমশক্তিসম্পন্ন, সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

একটি দীপ থেকে যেমন অন্য দীপশিখা জ্বালান হয়, তেমনই ভগবান নিজেকে বিস্তার করেন। যদিও আদি দীপশিখা বা শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ গোবিন্দ বলে স্বীকৃত হয়েছেন। রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অন্য সমস্ত প্রকাশও আদি পুরুষ গোবিন্দেরই

মতো সমান শক্তিমান। এই সমস্ত অংশপ্রকাশ চিন্ময়। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব চিরকাল জড়া প্রকৃতির কলুষিত সংস্পর্শ থেকে মুক্ত। ভগবানের চিন্ময় ধামে অনর্থক বাক্যবিন্যাস ও কার্যকলাপ নেই। ভগবানের সব কটি রূপই চিন্ময়, এবং সেই প্রকাশসমূহ অভিন্ন। ভগবদ্ভক্ত জড় বাসনা বজায় রাখলেও, ভক্তকে প্রদর্শিত ভগবানের বিশেষ রূপ কখনই জড় নয়, এমনকি তা জড়া প্রকৃতির প্রভাবেও প্রকাশিত হয় না, যে-কথা নির্বিশেষবাদীরা মূর্খের মতো মনে করে থাকে। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী ভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে মনে করে, তারা অবশ্যই নরকের পথের পথিক।

শ্লোক ৫

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোশগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃশ্রুতিবাতনীতম্ ।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎস্বপুংসাম্ ॥ ৫ ॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ত্বদীয়—আপনার; চরণ-অম্বুজ—চরণকমল; কোশ—অভ্যন্তর; গন্ধম্—সৌরভ; জিঘ্রন্তি—সুগন্ধ; কর্ণ-বিবরৈঃ—কর্ণরন্ধ্র পথে; শ্রুতি-বাত-নীতম্—বৈদিক শব্দ-তরঙ্গ দ্বারা বাহিত; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; গৃহীত-চরণঃ—চরণকমল অঙ্গীকার করে; পরয়া—চিন্ময়; চ—ও; তেষাম্—তাদের জন্য; ন—কখনই না; অপৈষি—পৃথক; নাথ—হে প্রভু; হৃদয়—হৃদয়; অম্বু-রুহাৎ—পদ্ম থেকে; স্ব-পুংসাম্—আপনার নিজের ভক্তদের।

অনুবাদ

হে প্রভু! বৈদিক শব্দ-তরঙ্গরূপ বায়ুর দ্বারা বাহিত আপনার চরণকমলের সৌরভ যাঁরা তাঁদের কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা আঘ্রাণ করেছেন, তাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবা অঙ্গীকার করেন। তাঁদের হৃদয়পদ্ম থেকে আপনি কখনও বিচ্ছিন্ন হন না।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে ভগবানের চরণারবিন্দের ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই, এবং ভগবানও জানেন যে, তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ছাড়া আর কিছু চান না। এখানে তু শব্দটি বিশেষভাবে সেই সত্য প্রতিপন্ন করছে। ভগবানও সেই শুদ্ধ ভক্তদের

হৃদয়-পদ্ম থেকে পৃথক হতে চান না। সেইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক। যেহেতু ভগবান এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না, তার ফলে বোঝা যায় যে, নির্বিশেষবাদীদের থেকে তাঁরা তাঁর অধিকতর প্রিয়। বৈদিক অনুশাসনের প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক বিকশিত হয়। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তেরা ভাবুক নন, পক্ষান্তরে তাঁরা যথার্থ বাস্তববাদী, কেননা বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত তত্ত্বকথা শ্রবণের মাধ্যমে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন যে সমস্ত বৈদিক মহাজন, তাঁদের কার্যকলাপ সেই সব মহাজন কর্তৃক অনুমোদিত।

এখানে *পরয়া* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরা ভক্তি বা ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি। ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক উৎস থেকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক গীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের এই সর্বোচ্চ স্তর লাভ করা যায়।

শ্লোক ৬

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; **ভয়ম্**—ভয়; **দ্রবিণ**—ধন; **দেহ**—শরীর; **সুহৃৎ**—আত্মীয়স্বজন; **নিমিত্তম্**—সেই জন্য; **শোকঃ**—শোক; **স্পৃহা**—বাসনা; **পরিভবঃ**—পরিকর; **বিপুলঃ**—অত্যধিক; **চ**—ও; **লোভঃ**—লালসা; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ**—নশ্বর; **অবগ্রহঃ**—উদ্যম; **আর্তি-মূলম্**—উৎকণ্ঠাপূর্ণ; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ন**—করে না; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রিম্ অভয়ম্**—অভয় শ্রীপাদপদ্ম; **প্রবৃণীত**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **লোকঃ**—এই জগতের মানুষ।

অনুবাদ

হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম জাগতিক চিন্তায় হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তারা সর্বদাই ভয়ভীত থাকে। তারা সর্বক্ষণ তাদের ধন, দেহ এবং

আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বক্ষণ শোক এবং অবৈধ বাসনায় পূর্ণ থাকে। তারা 'আমি' এবং 'আমার' এই নশ্বর ধারণার ভিত্তিতে লোভের বশবর্তী হয়ে সমস্ত উদ্যোগ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার নিরাপদ শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই প্রকার দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, পারিবারিক বিষয়ের চিন্তায় যারা বিহ্বল, তারা কিভাবে নিরন্তর ভগবানের নাম, যশ, গুণ ইত্যাদির চিন্তা করতে পারে। জড় জগতে সকলেই পরিবারের ভরণ-পোষণ, সম্পত্তি সুরক্ষা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদির চিন্তায় মগ্ন। তাই তারা সর্বক্ষণ ভয় এবং শোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের মান-মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত এই শ্লোকটি অত্যন্ত উপযুক্ত।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিজেকে তাঁর ঘরের মালিক বলে মনে করেন না। পরমেশ্বর ভগবানের চরম নিয়ন্ত্রণের অধীনে তিনি সব কিছু সমর্পণ করেন, তার ফলে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং আত্মীয়স্বজনদের রক্ষার চিন্তা এবং ভয় থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। তাঁর এই শরণাগতির ফলে তাঁর ধন-সম্পদের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। আর ধন-সম্পদের প্রতি যদি কোন রকম আকর্ষণ থেকেও থাকে, তাহলে তা তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য নয়, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাধারণ মানুষের মতো ধন-সম্পদ আহরণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভক্ত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেন ভগবানের সেবার জন্য আর সাধারণ মানুষ তা সংগ্রহ করে তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য। ভক্তের ধন-সম্পদ আহরণ বৈষয়িক মানুষদের মতো উদ্বেগের কারণ হয় না। শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু সব কিছুই ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করেন, তাই ধন-সঞ্চয়রূপী সর্পের বিষদাঁত ভেঙে যায়। যে সাপের বিষদাঁত ভেঙে ফেলা হয়েছে, সে যদি মানুষকে কামড়ায়, তাহলে কোন রকম ক্ষতি হয় না। অনুরূপভাবে, ভগবানের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত ধনের কোন বিষদাঁত নেই, এবং তাই তার ফল বিপজ্জনক নয়। শুদ্ধ ভক্ত এই পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষের মতো থাকলেও তিনি কখনও জড়জাগতিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন না।

শ্লোক ৭

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে ।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥

দৈবেন—দুর্ভাগ্যবশত; **তে**—তারা; **হত-ধিয়ঃ**—স্মৃতিভ্রংশ; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রসঙ্গাৎ**—বিষয় থেকে; **সর্ব**—সমস্ত; **অশুভ**—অমঙ্গল; **উপশমনাৎ**—নিগ্রহ করে; **বিমুখ**—বিরোধী; **ইন্দ্রিয়াঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **যে**—যারা; **কুর্বন্তি**—করে; **কাম**—ইন্দ্রিয় উপভোগ; **সুখ**—সুখ; **লেশ**—ক্ষুদ্র; **লবায়**—অল্পক্ষণের জন্য; **দীনাঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **লোভ-অভিভূত**—লালসার দ্বারা অভিভূত; **মনসঃ**—যার মন; **অকুশলানি**—অমঙ্গলজনক কার্যকলাপ; **শশ্বৎ**—সর্বদা।

অনুবাদ

হে প্রভু! যারা আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য লীলাসমূহ কীর্তন ও শ্রবণে বঞ্চিত, তারা অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং বিবেকহীন। তারা অতি অল্পক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করে, অশুভ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কেন ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণের মতো মঙ্গলজনক কার্যকলাপের প্রতি বিমুখ হয়, যা জড় অস্তিত্বের উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে তাদের মুক্ত করতে পারে। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, তারা দুর্ভাগা, কেননা তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের অপরাধজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার ফলে আধিদৈবিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা এই প্রকার দুর্ভাগাদের প্রতি দয়াপরবশ হন, এবং তাদের ভগবৎ ভক্তির প্রতি উন্মুখ করার জন্য প্রচার কার্যে ব্রতী হন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কৃপার প্রভাবেই কেবল এই প্রকার দুর্ভাগা মানুষেরা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৮

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবরষৈরিতরেতরাচ্চ ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **ত্রি-ধাতুভিঃ**—কফ, পিত্ত ও বায়ু নামক তিন ধাতু; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **মুহুঃ**—সর্বদা; **অর্দ্যমানাঃ**—বিচলিত; **শীত**—ঠাণ্ডা; **উষ্ণ**—গ্রীষ্ম; **বাত**—বায়ু; **বরষৈঃ**—বৃষ্টির দ্বারা; **ইতর-ইতরাৎ**—এবং অন্য নানা প্রকার উপদ্রব; **চ**—ও; **কাম-অগ্নিনা**—তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা; **অচ্যুত-রুষা**—অনর্গল ক্রোধ; **চ**—ও; **সুদুর্ভরেণ**—অত্যন্ত অসহ্য; **সম্পশ্যতঃ**—এইভাবে অবলোকন করে; **মনঃ**—মন; **উরুক্রম**—হে মহান অভিনেতা; **সীদতে**—হতাশ হয়; **মে**—আমার।

অনুবাদ

হে মহান অভিনেতা। হে প্রভু। এই সমস্ত হতভাগ্য জীবেরা নিরন্তর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পিত্ত, কফ উৎপাদক শীত, প্রবল গ্রীষ্ম, বৃষ্টি আদি নানাবিধ উপদ্রবের দ্বারা সর্বদা বিচলিত হয়, এবং তীব্র যৌন আবেদন ও অনর্গল ক্রোধের দ্বারা নিরন্তর অভিভূত হয়। আমি তাদের প্রতি করুণা অনুভব করি, এবং তাদের এই দুর্দশা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি।

তাৎপর্য

ত্রিতাপ দুঃখজর্জরিত এবং নানা প্রকার জড়জাগতিক অসুবিধাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের অবস্থা দর্শন করে ব্রহ্মার মতো শুদ্ধ ভক্ত এবং তাঁর শিষ্য পরম্পরায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সর্বদাই অত্যন্ত ব্যথিত হন। এই প্রকার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষকে মুক্ত করার উপায় না জেনে, যারা নিজেরাই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই প্রকার মানুষেরা কখনও কখনও জনসাধারণের নেতা সাজার অভিনয় করে, এবং তার ফলে তাদের হতভাগ্য অনুগামীরা আরও অধিক দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হয়। তাদের অবস্থা অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য অন্ধদের গর্তে পড়ার মতো। তাই ভগবদ্ভক্তেরা তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের প্রকৃত মার্গ প্রদর্শন করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জীবন নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষদের উদ্ধার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরাও ব্রহ্মার মতোই ভগবানের অন্তরঙ্গ।

শ্লোক ৯

যাবৎপৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **পৃথক্ত্বম্**—পার্থক্য সৃষ্টিকারী; **ইদম্**—এই; **আত্মনঃ**—দেহের; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **মায়া-বলম্**—বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **জনঃ**—একজন ব্যক্তি; **ঈশ**—হে ভগবান; **পশ্যেৎ**—দর্শন করেন; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্বের প্রভাব; **অসৌ**—সেই মানুষ; **প্রতিসংক্রমেত**—পরাভূত করতে পারে; **ব্যর্থা অপি**—নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও; **দুঃখ-নিবহম্**—বহুবিধ কষ্ট; **বহতী**—বহন করে; **ক্রিয়া-অর্থা**—সকাম কর্মের জন্য।

অনুবাদ

হে প্রভু! আত্মার পক্ষে জড়জাগতিক দুঃখ-কষ্টের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ থেকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবের সমস্ত ক্লেশের কারণ হচ্ছে যে, সে মনে করে সে স্বাধীন। বদ্ধ ও মুক্ত উভয় অবস্থাতেই জীব সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাবে বদ্ধ জীব মনে করে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। জীবের স্বরূপগত স্থিতি হচ্ছে তার সমস্ত বাসনার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সামঞ্জস্য স্থাপন করা, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ভগবদ্গীতায় (২/৫৫) বলা হয়েছে—*প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্* — তাকে সব রকম মনগড়া পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। তাহলে তা তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

শ্লোক ১০

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১০ ॥

অহ্নি—দিবাভাগে; **আপৃত**—ব্যস্ত; **আর্ত**—দুঃখদায়ক প্রবৃত্তি; **করণাঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **নিশি**—রাত্রে; **নিঃশয়ানাঃ**—নিদ্রাহীন; **নানা**—বিবিধ; **মনোরথ**—মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **ক্ষণ**—নিরন্তর; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **নিদ্রাঃ**—ঘুম; **দৈব**—অলৌকিক; **আহত-অর্থ**—ব্যর্থ; **রচনাঃ**—পরিকল্পনা; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অপি**—ও; **দেব**—হে প্রভু; **যুষ্মৎ**—আপনার; **প্রসঙ্গ**—বিষয়; **বিমুখাঃ**—বিরোধী; **ইহ**—এই জড় জগতে; **সংসরন্তি**—আবর্তিত হয়।

অনুবাদ

এই প্রকার অভক্তেরা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করে। রাত্রে তারা অনিদ্রা রোগ ভোগ করে, কেননা তাদের বুদ্ধি নিরন্তর নানা প্রকার মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা দ্বারা তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করতে থাকে। আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এমনকি মহান ঋষিরাও যদি চিন্ময় বিষয়ের প্রতি বিমুখ হয়, তাহলে তারাও এই সংসারে আবর্তিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি যাদের রুচি নেই, তারা জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে। তারা প্রায় সকলেই দিনের বেলায় কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে। তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বড় বড় কলকারখানায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক ভারী কাজে প্রবৃত্ত থাকে। সেই সমস্ত কলকারখানার মালিকেরা তাদের উৎপাদনজাত দ্রব্য বিক্রির চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে, আর শ্রমিকেরা বিশাল যান্ত্রিক আয়োজনের মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদনের কার্যে প্রবৃত্ত থাকে। নরকের অপর নাম 'কারখানা'। রাত্রিবেলায়, নারকীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত এই সমস্ত মানুষেরা তাদের পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্তিদান করার জন্য মদ এবং কামিনীর শরণ গ্রহণ করে। কিন্তু তারা নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না, কেননা তাদের মনোধর্ম-প্রসূত নানা প্রকার পরিকল্পনা নিরন্তর তাদের ঘুম ভেঙে দেয়। অনিদ্রা রোগের ফলে, রাতে ঘুমাতে না পারার ফলে, কখনও কখনও তারা সকালবেলায় একটু তন্দ্রা অনুভব করে মাত্র। আধিদৈবিক শক্তির ব্যবস্থার ফলস্বরূপ এই জগতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে জন্ম-জন্মান্তরে নিরাশ হয়। অবিলম্বে পৃথিবীর ধ্বংস সাধনের জন্য কোন বড় বৈজ্ঞানিক আণবিক শক্তি আবিষ্কার করার ফলে পৃথিবীর সর্বোত্তম পুরস্কার প্রাপ্ত

হতে পারে, কিন্তু তাকেও জড়া প্রকৃতির দৈববিধান অনুসারে তার কর্মের ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবর্তিত হতে হয়। এই সমস্ত মানুষ যারা ভক্তিযোগের বিরোধী, তাদের অবশ্যই এই জড় জগতে আবর্তিত হতে হবে।

এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষিরাও যদি ভগবদ্ভক্তি বিমুখ হন, তাহলে তাদেরও জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। কেবল এই যুগেই নয়, পূর্বেও ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বহু মুনি-ঋষি তাদের মনগড়া ধর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিবিহীন কোন ধর্ম কখনও হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবদের নেতা, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এমনকি ভগবানের নির্বিশেষ রূপ এবং সর্বব্যাপ্ত অন্তর্যামী রূপও ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা ব্যতীত জীবের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কোন প্রকার ধর্ম অথবা দর্শন হতে পারে না।

যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী মুক্তি লাভের জন্য নানা প্রকার তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কষ্ট স্বীকার করে, তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত না হওয়ার ফলে তারা পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হয়, এবং আর একটি জড় জীবন ভোগ করতে বাধ্য হয়। সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

"যারা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত ভ্রমবশত নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, তারা ব্রহ্মজ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, কিন্তু তাদের চেতনা অশুদ্ধ হওয়ার ফলে তারা বৈকুণ্ঠলোকে কোন আশ্রয় পায় না, এবং তথাকথিত মুক্ত পুরুষেরা পুনরায় জড় জগতে অধঃপতিত হয়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)

তাই, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব ব্যতীত কেউই ধর্মের পন্থা সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা দেখেছি যে, ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। ভগবদ্গীতাতেও আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ধর্মের পন্থা রয়েছে, ভগবান সে সবের নিন্দা করেছেন। যে পদ্ধতি ভগবদ্ভক্তির প্রতি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই প্রকৃত ধর্ম বা দর্শন,

এছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অভক্তদের দণ্ডদাতা যমরাজের এই উক্তিটি আমরা পাই—

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবানই ধর্মতত্ত্বের প্রণেতা। তিনি ছাড়া আর কেউ নন। এমনকি মুনি-ঋষি এবং দেবতারাও এই তত্ত্ব রচনা করতে পারেন না। যেহেতু মহর্ষি এবং দেবতারাও ধর্মের তত্ত্ব তৈরি করতে পারে না, তাহলে তথাকথিত সিদ্ধ, অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর, চারণ আদি নিম্ন স্তরের গ্রহলোকে বসবাসকারী প্রাণীদের আর কি কথা? ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার যোগ্য ভগবানের বার জন প্রতিনিধি রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিলদেব, মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনকরাজ, ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং যমরাজ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/১৯-২১)

ধর্মের তত্ত্ব কোন সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, সাধারণত পৃথিবীতে ধর্ম নামে যে আচরণ হয়, তা মানুষকে নৈতিক ভূমিকা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অহিংসা ইত্যাদির আচরণ ভ্রান্ত মানুষদের জন্য আবশ্যক, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নৈতিক ও অহিংসক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ধর্মের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অহিংসা ও নৈতিকতার স্তরে স্থিত ব্যক্তির পক্ষেও প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি করা কঠিন। ধর্মের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গোপন, কেননা যখনই কোন ব্যক্তি ধর্মের বাস্তবিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে মুক্ত হয়ে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করে। তাই যারা ভগবদ্ভক্তির স্তরে স্থিত নয়, তাদের অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্মীয় নেতা সাজার অভিনয় করা উচিত নয়। ঈশোপনিষদে এই অনাচারকে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে নিম্নলিখিত মন্ত্রে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ (ঈশোপনিষদ ১২)

প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যথাযথভাবে না জেনে যে সব ব্যক্তি ধর্মের নামে অন্যদের পথ ভ্রষ্ট করে, তাদের থেকে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা যারা ধর্ম বিষয়ে কোন কিছুই করে না, তারাই অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল। এই সমস্ত তথাকথিত ধর্মনেতারা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহাজনদের দ্বারা অবশ্যই নিন্দিত হয়েছেন।

শ্লোক ১১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্ ।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১ ॥

ত্বম্—আপনাকে; ভক্তি-যোগ—ভক্তিযোগে; পরিভাবিত—সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে; হৃৎ—হৃদয়ের; সরোজে—পদ্মে; আস্সে—আপনি নিবাস করেন; শ্রুত-ঈক্ষিত—কর্ণের দ্বারা দর্শন; পথঃ—পথ; ননু—এখন; নাথ—হে প্রভু; পুংসাম্—ভক্তদের; যৎ-যৎ—যা কিছু; ধিয়া—ধ্যানের দ্বারা; তে—আপনার; উরুগায়—বিপুল যশসম্পন্ন; বিভাবয়ন্তি—তারা বিশেষভাবে চিন্তা করে; তৎ-তৎ—ঠিক সেই; বপুঃ—দিব্য রূপ; প্রণয়সে—আপনি প্রকট করেন; সৎ-অনুগ্রহায়—আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার ভক্তেরা যথাযথভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে আপনাকে দর্শন করতে পারেন, এবং তাঁদের হৃদয় তখন নির্মল হয়, এবং সেখানে আপনি আপনার আসন গ্রহণ করেন। আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি এতই কৃপাময় যে, যেই রূপে তাঁরা নিরন্তর আপনাকে চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে আপনি আপনার সেই প্রকার দিব্য এবং শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্ত ভগবানের যেই রূপের আরাধনা করেন, সেই রূপে ভগবান তাঁর কাছে প্রকাশিত হন। এই উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান ভক্তের ইচ্ছার এতই অধীন হন যে, ভক্ত যেই রূপে তাঁকে দর্শন করার জন্য

দাবি করেন, সেই রূপে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। ভক্তের এই দাবি ভগবান পূর্ণ করেন, কেননা তিনি ভক্তের প্রেমভক্তির বশীভূত। এই তত্ত্ব ভগবদ্গীতায় (৪/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* । কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভগবান ভক্তের আজ্ঞাবাহক নন। এই শ্লোকটিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত* । এর দ্বারা সুপক্ক ভক্তি বা ভগবৎ প্রেমের দ্বারা লভ্য দক্ষতা লাভকে সূচিত করছে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা থেকে এই প্রেমের স্তর লাভ হয়। শ্রদ্ধার প্রভাবে আদর্শ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, এবং এই সঙ্গ প্রভাবে ভজন-ক্রিয়া শুরু হয়, যার অর্থ হচ্ছে যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে ভক্তির প্রাথমিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা। এখানে *শ্রুতেক্ষিত* শব্দটির মাধ্যমে সেই কথা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে। *শ্রুতেক্ষিত* পন্থা হচ্ছে জড় ভাবাবেগ থেকে মুক্ত বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ ভক্তের কাছে শ্রবণ করা। এই শ্রবণের মাধ্যমে নবীন ভক্ত সমস্ত জড় আবর্জনা থেকে মুক্ত হন, এবং তার ফলে তিনি বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের অসংখ্য দিব্য রূপের কোন একটির প্রতি আসক্ত হন।

ভগবানের কোন এক রূপের প্রতি ভক্তের এই আসক্তি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। প্রতিটি জীবই কোন একটি বিশেষ অপ্রাকৃত সেবার দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত, কেননা প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাই, প্রতিটি জীবেরই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে বিশেষ সেবার এক নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। ভগবানের প্রতি বৈধী ভক্তির অনুশীলনের ফলে এই বিশেষ আসক্তির বিকাশ হয়। এইভাবে ভক্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের প্রতি আসক্ত হন যেন পূর্ব থেকেই তাঁর সেই নিত্য আসক্তি ছিল। ভগবানের বিশেষ রূপের প্রতি এই আকর্ষণকে বলা হয় *স্বরূপ-সিদ্ধি* । ভগবান শুদ্ধ ভক্তের বাসনা অনুসারে তাঁর হৃদয়কমলে বিরাজ করেন, এবং তার ফলে ভগবান কখনও তাঁর ভক্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হন না, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান কিন্তু তা বলে কখনও নিষ্ঠাহীন অসাধু পূজকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, যারা তাকে তাদের স্বার্থসাধনের জন্য ব্যবহার করতে পারে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ* । প্রকৃতপক্ষে, অভক্ত অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরায়ণ মিছে ভক্তদের কাছে তিনি যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন। যে সমস্ত মিছে ভক্ত জগতের কার্যকলাপের অধ্যক্ষ দেব-দেবীদের পূজা করে, সেই সমস্ত কপট ভক্তদের কাছে তিনি কখনও নিজেকে প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ

ভগবান কখনও মিছা ভক্তদের আজ্ঞাপালনকারী হতে পারেন না, কিন্তু সব রকম জড় কলুষের প্রভাব থেকে মুক্ত ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান সর্বদাই প্রস্তুত।

শ্লোক ১২

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদিবদ্ধকামৈঃ ।
যৎসর্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; **অতি**—অত্যন্ত; **প্রসীদতি**—প্রসন্ন হন; **তথা**—ততখানি; **উপচিত**—আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের দ্বারা; **উপচারৈঃ**—বহুবিধ আরাধনার সামগ্রীসহ; **আরাধিতঃ**—পূজিত হয়ে; **সুরগণৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **হৃদি বদ্ধ-কামৈঃ**—সব রকম জড় বাসনায় পূর্ণ হৃদয়; **যৎ**—যা; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **দয়য়া**—অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **অসৎ**—অভক্ত; **অলভ্যয়া**—লাভ না করে; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **নানা**—বিবিধ; **জনেষু**—জীবেদের মধ্যে; **অবহিতঃ**—অনুভূত; **সুহৃৎ**—হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; **অন্তঃ**—আভ্যন্তরীণ; **আত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

হে প্রভু! মহা আড়ম্বরে, বিবিধ উপচার সহকারে আপনার পূজা করলেও যারা নানা প্রকার জড় কামনা-বাসনায় পূর্ণ, সেই সমস্ত দেবতাদের পূজায় আপনি ততটা প্রসন্ন হন না। আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, এবং আপনি সকলের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অভক্তদের কাছে আপনি অলভ্য।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকের দেবতারা, যাঁরা জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসক, তাঁরাও ভগবানের ভক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের জড়জাগতিক ঐশ্বর্য এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা রয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের বাসনারও অতীত সব রকম জড় সুখ প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট নন, কেননা তাঁরা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত নন। ভগবান চান না যে, তাঁর অসংখ্য

সন্তানদের মধ্যে (জীবেদের মধ্যে) একজনও ত্রিতাপ দুঃখ সমন্বিত এই জড় জগতে নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখভোগ করুক। স্বর্গের দেবতারা এবং এই পৃথিবীরও অনেক ভক্ত জড় সুখভোগ করার জন্য এই জড় জগতে থাকতে চান। নিম্নতর জীবনে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ সত্ত্বেও তাঁরা তা করেন, এবং তার ফলে ভগবান তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও কোন রকম জড় সুখের বাসনা করেন না, আবার তাঁরা এর বিরোধীও নন। তাঁরা তাঁদের সমস্ত কামনা-বাসনা ভগবানের বাসনার সঙ্গে সংযোজন করেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন কিছু করেন না। অর্জুন তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। পারিবারিক স্নেহের বশবর্তী হয়ে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু ভগবদ্গীতা শ্রবণ করার পর, তিনি ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হন। ভগবান তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, কেননা তাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন কিছু না করে কেবল ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু করেন। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন, সর্বদা সকলকে সৎ উপদেশ প্রদান করেন। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

অভক্তেরা দেবতাদের মতো নয়, আবার শুদ্ধ ভক্তদের মতোও নয়। তারা ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ। তারা ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং নিরন্তর তাদের কার্যকলাপের প্রতিফল ভোগ করে।

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* । "ভগবান যদিও প্রতিটি জীবের প্রতি সমভাবে কৃপাপরায়ণ, কিন্তু জীব নিজেদের আচরণ অনুসারে স্বল্প অথবা অধিক পরিমাণে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম।" দেবতাদের বলা হয় সকাম ভক্ত কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা হচ্ছেন নিষ্কাম ভক্ত, কেননা তাঁদের ব্যক্তিগত কোন রকম স্বার্থ নেই। সকাম ভক্তেরা স্বার্থপর, কেননা তাঁরা অন্যদের কথা চিন্তা করেন না, এবং তাই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের বাণী প্রচার করে অভক্তদের ভক্তে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাই তাঁরা ভগবানকে দেবতাদের থেকেও অধিক সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন। ভগবান অভক্তদের প্রতি উদাসীন, যদিও তিনি পরমাত্মারূপে এবং সুহৃৎরূপে তাদের সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন। যাই হোক না কেন, তিনি কিন্তু তাদের তাঁর বাণীর প্রচার কার্যে নিযুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর কৃপা গ্রহণের সুযোগ দেন। কখনও কখনও

ভগবান তাঁর বাণী প্রচারের জন্য স্বয়ং অবতরণ করেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তিনি করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর আদর্শ প্রতিনিধিদের প্রেরণ করেন, এবং এইভাবে তিনি অভক্তদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেন। ভগবান শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি এতই সন্তুষ্ট যে, তিনি তাঁদের প্রচার কার্যে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কৃতিত্ব দান করেন, যদিও তিনি স্বয়ং তা করতে পারতেন। এইটি সকাম ভক্তদের তুলনায় নিষ্কাম ভক্তদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষণ। এই প্রকার চিন্ময় কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান যুগপৎ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে মুক্ত হন, এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—যদি ভগবান অভক্তদের হৃদয়েও বিরাজ করেন, তাহলে কেন তারাও ভক্ত হয় না? তার উত্তরে বলা যায় যে, দুরাগ্রহী অভক্তেরা ঊষর ভূমির মতো অথবা ক্ষারযুক্ত ক্ষেত্রের মতো, যেখানে কোন রকম কৃষিকার্য সফল হয় না। ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিটি জীবেরই অণুসদৃশ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের অসৎ ব্যবহারের ফলে অভক্তেরা ভগবান এবং ভগবানের বাণী প্রচারে লিপ্ত শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি একের পর এক অপরাধ করে। তার ফলে তারা ক্ষারযুক্ত জমির মতো ঊষর হয়ে যায়, যেখানে ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৩

পুংসামতো বিবিধকর্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্যয়া চ ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্‌ম্রিয়তে ন যত্র ॥ ১৩ ॥

পুংসাম্—মানুষদের; **অতঃ**—অতএব; **বিবিধ-কর্মভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মের দ্বারা; **অধ্বর-আদ্যৈঃ**—বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দানেন**—দানের দ্বারা; **চ**—এবং; **উগ্র**—অত্যন্ত কঠিন; **তপসা**—তপশ্চর্যা; **পরিচর্যয়া**—চিন্ময় সেবার দ্বারা; **চ**—ও; **আরাধনম্**—পূজা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তব**—তোমার; **সৎ-ক্রিয়া-অর্থঃ**—কেবল আপনার প্রসন্নতাবিধানের জন্য; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **অর্পিতঃ**—এইভাবে নিবেদিত; **কর্হিচিৎ**—যে কোন সময়; **ম্রিয়তে**—পরাজিত হয়; **ন**—কখনই না; **যত্র**—সেখানে।

অনুবাদ

বৈদিক বিধির অনুষ্ঠান, দান, তপশ্চর্যা, চিন্ময় পরিচর্যা, ব্রত সহকারে আপনার আরাধনা এবং আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আপনাকে কর্মফল নিবেদন করা, ইত্যাদি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম, তা সবই মঙ্গলজনক। এই প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান কখনও ব্যর্থ হয় না।

তাৎপর্য

পরা ভক্তি যা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন ইত্যাদি ন'টি অঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, সব সময় তা গর্বোদ্ধত মানুষদের কাছে রুচিকর বোধ হয় না। তারা লোক-দেখানো বৈদিক আচার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। কিন্তু বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সমস্ত সকাম কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন যে, মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে পূজা, যজ্ঞ, দান আদি যা কিছু করে, সেই সব কিছুর ফল যেন তাঁকেই নিবেদন করা হয়। পুণ্য কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করা ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ এবং তার মূল্য চিরস্থায়ী, কিন্তু সেই ফল নিজে ভোগ করা অনিত্য। ভগবানের জন্য যা কিছু করা হয়, তা আমাদের নিত্য সম্পদরূপে সঞ্চিত থাকে, সেই সঞ্চিত অজ্ঞাত সুকৃতি আমাদের ধীরে ধীরে অনন্য ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করে। এই সমস্ত অজ্ঞাত সুকৃতি একদিন ভগবানের কৃপায় পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হবে। তাই যারা শুদ্ধ ভক্ত নয়, তাদের এখানে ভগবানের উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

শশ্বৎস্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥

শশ্বৎ—নিত্য; **স্বরূপ**—চিন্ময় রূপ; **মহসা**—কীর্তিসমূহের দ্বারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **নিপীত**—বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; **ভেদ**—পার্থক্য; **মোহায়**—ভ্রান্ত ধারণাকে; **বোধ**—আত্মজ্ঞান; **ধিষণায়**—বুদ্ধিমত্তা; **নমঃ**—প্রণাম; **পরস্মৈ**—চিন্ময় তত্ত্বকে;

বিশ্ব-উদ্ভব—জগতের সৃষ্টি; **স্থিতি**—সংরক্ষণ; **লয়েষু**—বিনাশ; **নিমিত্ত**—হেতু; **লীলা**—সেই প্রকার লীলার দ্বারা; **রাসায়**—আনন্দ উপভোগের জন্য; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ইদম্**—এই; **চকৃম**—আমি অনুষ্ঠান করি; **ঈশ্বরায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি পরম চিন্ময় ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর নির্বিশেষ রূপ আত্ম উপলব্ধির মনীষার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর লীলার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা জীব থেকে নিত্য পৃথক, যদিও আত্মজ্ঞানের বুদ্ধির দ্বারা তাঁর নির্বিশেষ রূপও উপলব্ধি করা যায়। ভগবানের ভক্তেরা তাই তাঁর নির্বিশেষ রূপকেও প্রণতি নিবেদন করেন। এখানে *রাস* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোপবালিকাদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করেন, এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুও সমগ্র জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনকারিণী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে রাসের আনন্দে মগ্ন হন। পরোক্ষভাবে ব্রহ্মা ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে নিত্য রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন, যার বর্ণনা করে গোপাল-তাপনী উপনিষদে বলা হয়েছে—*পরার্ধন্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব*। যে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা ভগবান জড় জগৎ প্রকাশ করেন, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গা শক্তির পার্থক্য যখন হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তখন সেই পর্যাপ্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে জীবের পার্থক্য নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ১৫

যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি ।
তেঽনৈকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযাস্ত্যপাবৃতামৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫ ॥

যস্য—যাঁর; অবতার—অবতারসমূহ; গুণ—চিন্ময় গুণাবলী; কর্ম—কার্যকলাপ; বিড়ম্বনানি—সমস্ত রহস্যময়; নামানি—চিন্ময় নামসমূহ; যে—তারা; অসু-বিগমে—প্রাণ ত্যাগ করার সময়; বিবশাঃ—আপনা থেকেই; গৃণন্তি—প্রার্থনা করেন; তে—তারা; অনৈক—বহু; জন্ম—জন্ম; শমলম্—পুঞ্জীভূত পাপ; সহসা—তৎক্ষণাৎ; এব—নিশ্চিতভাবে; হিত্বা—ত্যাগ করে; সংযান্তি—লাভ করেন; অপাবৃত—উন্মুক্ত; অমৃতম্—অমরত্ব; তম্—তাঁকে; অজম্—অজ; প্রপদ্যে—আমি শরণ গ্রহণ করি।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর অবতার, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ লৌকিক ব্যবহারের রহস্যময় অনুকরণ। কেউ যদি দেহত্যাগ করার সময় অজ্ঞাতসারেও তাঁর দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অবতারদের কার্যকলাপ অনেকটা এই জড় জগতের কার্যকলাপের অনুকরণের মতো। তিনি ঠিক একজন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মতো। অভিনেতা মঞ্চে রাজার কার্যকলাপের অনুকরণ করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে রাজা নয়। তেমনই ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি এমন সমস্ত ভূমিকার অনুকরণ করেন, যেগুলির সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। ভগবদ্‌গীতায় (৪/১৪) বলা হয়েছে যে, তিনি যে সমস্ত কার্যকলাপে তথাকথিতভাবে যুক্ত হন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সঙ্গে তাঁর কোন রকম সম্পর্ক নেই—*ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা*। ভগবান সর্বশক্তিমান; কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছার দ্বারা তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন—যদিও একটি পর্বত উত্তোলনের ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামানোর কোন কারণ নেই। তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল কোটি কোটি গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করতে পারেন; তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে তা করতে হয় না। তিনি এই উত্তোলনের মাধ্যমে সাধারণ জীবের কার্যকলাপের অনুকরণ করেছেন, অথচ সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তার ফলে তাঁকে শ্রীগোবর্ধনধারী বলা হয়। অতএব, তাঁর অবতারের কার্যকলাপ এবং ভক্তের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব কেবল অনুকরণ মাত্র, ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চে একজন সুদক্ষ অভিনেতার মতো। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তিনি যেভাবেই লীলাবিলাস

করুন না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপের স্মরণও তাঁরই মতো সর্বশক্তিমান। অজামিল তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্র নারায়ণকে ডাকার ছলে ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

যো বা অহং চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ং চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্ ।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ॥ ১৬ ॥

যঃ—যিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; অহম্ চ—আমিও; গিরিশঃ চ—শিবও; বিভুঃ—সর্বশক্তিমান; স্বয়ম্—স্বয়ং (বিষ্ণুরূপে); চ—এবং; স্থিতি—পালন; উদ্ভব—সৃষ্টি; প্রলয়—বিনাশ; হেতবঃ—কারণে; আত্ম-মূলম্—নিজের মধ্যেই দৃঢ়রূপে স্থাপিত; ভিত্ত্বা—ভেদ করে; ত্রি-পাৎ—তিনটি স্কন্ধ; ববৃধে—বৃদ্ধি পেয়েছে; একঃ—অদ্বিতীয়; উরু—বহু; প্ররোহঃ—শাখাসমূহ; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; ভুবন-দ্রুমায়—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের আদি মূল। সেই বৃক্ষটি প্রথমে জড়া প্রকৃতির তিনটি স্কন্ধ ভেদ করে বর্ধিত হয়েছে। সেই তিনটি স্কন্ধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমি, সংহারকর্তা শিব এবং সর্বশক্তিমান পালনকর্তা আপনি, এবং আমরা তিন জনে বহু শাখায় বর্ধিত হয়েছি। তাই জগৎরূপী বৃক্ষস্বরূপ আপনাকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় জগৎ মূলত ঊর্ধ্ব, অধঃ ও মধ্য এই তিনটি লোকে বিভক্ত হয়েছে, এবং তারপর তা চতুর্দশ ভুবনে বিস্তৃত হয়েছে, এবং সেই প্রকাশের মূল হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অপরা প্রকৃতি, যাকে জাগতিক প্রকাশের মূল কারণ বলে মনে হয়, তা কেবল ভগবানের প্রতিনিধি বা শক্তি। সেইকথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* । "ভগবানের অধ্যক্ষতার ফলেই

কেবল জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ বলে মনে হয়।" পালন কার্য, সৃষ্টি কার্য এবং সংহার কার্য সম্পাদনের জন্য ভগবান নিজেকে যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবরূপে বিস্তার করেন। প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা এই তিনজন প্রধান প্রতিনিধির মধ্যে বিষ্ণু হচ্ছেন সর্বশক্তিমান; যদিও পালন কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি এই জড় জগতে অবস্থিত, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। অন্য দুজন ব্রহ্মা এবং শিব, যদিও তাঁরা প্রায় বিষ্ণুরই মতো শক্তিমান, তবুও তাঁরা ভগবানের অপরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। মূর্খ সর্বেশ্বরবাদীদের যে ধারণা—প্রকৃতির অনেক বিভাগ রয়েছে এবং সেইগুলি বহু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন, এই ধারণাটি ভ্রান্ত। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, এবং তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। রাষ্ট্রে যেমন বহু সরকারি বিভাগ রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কার্যে বহু অধ্যক্ষ রয়েছেন।

নির্বিশেষবাদীরা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বিশ্বাস করতে পারে না যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা এই জগতের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। কিন্তু এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সব কিছুই সবিশেষ এবং কোন কিছুই নির্বিশেষ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকায় সেই কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, এবং এই শ্লোকেও তা দৃঢ়তরভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে জগৎরূপী বৃক্ষের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো যার মূল রয়েছে উপরের দিকে। জলাশয়ে গাছের প্রতিবিম্ব থেকে আমরা বৃক্ষের এই বর্ণনাটি উপলব্ধি করতে পারি। প্রতিবিম্বকে দেখে মনে হয় যেন গাছটির মূল উপরের দিকে এবং উল্টোভাবে গাছটি ঝুলছে। এখানে যে জগৎরূপী বৃক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি কেবল বাস্তব পরব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রতিবিম্ব। অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকে প্রকৃত বৃক্ষটির অস্তিত্ব রয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতিতে যে বৃক্ষটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা প্রকৃত বৃক্ষের ছায়া মাত্র। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, ব্রহ্ম বৈচিত্র্যহীন সেই ধারণাটি ভ্রান্ত, কেননা ভগবদ্গীতায় যে বৃক্ষের ছায়ার বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রকৃত বৃক্ষের প্রতিফলন ব্যতীত সম্ভব নয়। চিন্ময় প্রকৃতিতে প্রকৃত বৃক্ষটি পূর্ণ চিন্ময় বৈচিত্র্যসহ নিত্য বিরাজমান, এবং সেই বৃক্ষটিরও মূল হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। প্রকৃত বৃক্ষ এবং তার মিথ্যা প্রতিবিম্ব, এই দুটি বৃক্ষেরই মূল হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কিন্তু মিথ্যা বৃক্ষটি কেবল প্রকৃত বৃক্ষটির বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র। ভগবান যেহেতু হচ্ছেন প্রকৃত বৃক্ষ, তাই ব্রহ্মা নিজের হয়ে এবং শিবের হয়ে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ১৭

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে ।
যস্তাবদস্য বলবানিহ্ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ১৭ ॥

লোকঃ—জনসাধারণ; **বিকর্ম**—নিরর্থক কর্ম; **নিরতঃ**—নিযুক্ত; **কুশলে**—মঙ্গলজনক কার্যকলাপে; **প্রমত্তঃ**—অবহেলা; **কর্মণি**—কার্যকলাপে; **অয়ম্**—এই; **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **উদিতে**—ঘোষিত হয়েছে; **ভবৎ**—আপনার; **অর্চনে**—পূজায়; **স্বে**—তাদের নিজেদের; **যঃ**—যিনি; **তাবৎ**—যতক্ষণ; **অস্য**—জনসাধারণের; **বলবান**—অত্যন্ত শক্তিমান; **ইহ**—এই; **জীবিত-আশাম্**—জীবন সংগ্রাম; **সদ্যঃ**—সরাসরিভাবে; **ছিনত্তি**—কেটে টুকরা টুকরা করা হয়; **অনিমিষায়**—নিত্য কালের দ্বারা; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **অস্তু**—হোক; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

সরাসরিভাবে আপনার দ্বারা জনসাধারণের পথ প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত প্রকৃত মঙ্গলময় কার্যকলাপ সূচিত হয়েছে সেগুলির অনুসরণ না করে, তারা অর্থহীন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত মূর্খ কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বলবৎ থাকে, ততক্ষণ তাদের জীবন সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা ছিন্নভিন্ন হবে। আমি তাই শাশ্বত কালরূপে ক্রিয়াশীল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সাধারণত জনসাধারণ অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। তারা এই যথার্থ মঙ্গলজনক কার্য ভগবদ্ভক্তির প্রতি নিয়মিতভাবে উদাসীন। ভগবদ্ভক্তির এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহারিকভাবে বলা হয় *অর্চনা* বিধি। এই অর্চনা বিধি ভগবান স্বয়ং নারদ মুনিকে দান করেছিলেন, এবং তা নারদ-পঞ্চরাত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ ভালভাবে জানেন যে, জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া, যিনি হচ্ছেন জগৎরূপী বৃক্ষের মূল, তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে এই নারদ-পঞ্চরাত্রের বিধি অনুশীলন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতাতেও স্পষ্টভাবে এই সমস্ত বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। মূর্খ মানুষেরা জানে না

যে, তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য শ্রীবিষ্ণুকে জানা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/৩০-৩২) বলা হয়েছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

"যারা ভ্রান্ত জড় সুখে পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে কৃতসংকল্প, তারা গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করার মাধ্যমে, আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা অথবা সংসদীয় আলোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে পারে না। তারা তাদের অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, এবং এইভাবে চর্বিত সুখ-দুঃখ বার বার চর্বণ করার ব্যাপারে উন্মত্তের মতো লিপ্ত হয়।

"তাদের মূর্খতাপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে তারা বুঝতে পারে না যে, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র জগতের প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া। তাই তারা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় সভ্যতার ভ্রান্ত দিশায় তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে। তারা তাদেরই মতো মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন একজন অন্ধ কর্তৃক আর একজন অন্ধ যদি পরিচালিত হয়, তাহলে উভয়েই গর্তে পতিত হয়।

"এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা যতক্ষণ পর্যন্ত না জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মহাত্মাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সৎ বুদ্ধি লাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন কার্যকলাপ থেকে প্রকৃতরূপে মুক্তি প্রদানকারী পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় না।"

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে অর্চনার কার্যকলাপে বা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে। কিন্তু, প্রায় কেউই এই প্রকার অর্চনা কার্যে আকৃষ্ট নয়। প্রত্যেকেই বরং পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধাচরণকারী কার্যকলাপের প্রতি কম বেশি আকৃষ্ট। জ্ঞান এবং যোগের প্রক্রিয়াও পরোক্ষভাবে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ক্রিয়া। ভগবানের অর্চনা ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময় কার্যকলাপ নেই। জ্ঞান এবং যোগকে কখনও কখনও অর্চনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যখন তার চরম উদ্দেশ্য হয় শ্রীবিষ্ণু, নতুবা নয়। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবদ্ভক্তেরাই মুক্তি লাভের উপযুক্ত মানুষ। অন্য সকলে কেবল অনর্থক বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে।

শ্লোক ১৮

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ—যার থেকে; **বিভেমি**—ভয়; **অহম্**—আমি; **অপি**—ও; **দ্বি-পর-অর্ধ**—৪৩২,০০,০০,০০০×২×৩০×১২×১০০সৌর বৎসর; **ধিষ্ণ্যম্**—স্থান; **অধ্যাসিতঃ**—অবস্থিত; **সকল-লোক**—অন্য সমস্ত গ্রহলোক; **নমস্কৃতম্**—সম্মানিত; **যৎ**—যা; **তেপে**—অনুষ্ঠান করেছে; **তপঃ**—তপস্যা; **বহু-সবঃ**—বহু বহু বৎসর; **অবরুরুৎসমানঃ**—আপনাকে পাওয়ার বাসনায়; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধিমখায়**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তাকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! অবিশ্রান্ত কাল এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এমন স্থানে অধিষ্ঠিত যা দুই পরার্ধকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যদিও আমি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোকের অধিপতি, এবং যদিও আমি আত্ম উপলব্ধির জন্য বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করেছি, তবুও আমি আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর আয়ু সবচাইতে বেশি। তাঁর তপস্যা, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির ফলে তিনি সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হয়। তাই অন্য সকলের পক্ষে, যারা ব্রহ্মার থেকে অনেক অনেক নিকৃষ্ট, তাদেরও ব্রহ্মাকে অনুসরণ করে কর্তব্য স্বরূপে ভগবানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

শ্লোক ১৯

তির্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ১৯ ॥

তির্যক্—মনুষ্যেতর পশু; **মনুষ্য**—মানুষ; **বিবুধ-আদিষু**—দেবতাদের মধ্যে; **জীব-যোনিষু**—অনেক প্রকার জীবেদের মধ্যে; **আত্ম**—নিজের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা; **আত্ম-কৃত**—স্বরচিত; **সেতু**—কৃতজ্ঞতা; **পরীপ্সয়া**—সংরক্ষণ করার ইচ্ছায়; **যঃ**—যিনি; **রেমে**—চিন্ময় লীলাবিলাস করে; **নিরস্ত**—প্রভাবিত না হয়ে; **বিষয়ঃ**—জড় কলুষ; **অপি**—নিশ্চয়ই; **অবরুদ্ধ**—প্রকাশিত; **দেহঃ**—চিন্ময় শরীর; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পুরুষোত্তমায়**—পরম পুরুষ ভগবানকে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার নিজের ইচ্ছায়, অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য আপনি তির্যক, মনুষ্য, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে আবির্ভূত হন। আপনি কখনও জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যই আপনি আবির্ভূত হন, তাই হে পরমেশ্বর ভগবান, এইভাবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন যোনিতে ভগবানের অবতরণ সর্বতোভাবে চিন্ময়। তিনি কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদিরূপে মনুষ্যকুলে অবতরণ করেন, তবুও তিনি মানুষ নন। যারা তাঁকে

একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তারা অবশ্যই খুব একটা বুদ্ধিমান নয়, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১১) বলা হয়েছে—*অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* । বরাহ বা মীনরূপে তাঁর অবতরণেও সেই একই তত্ত্ব প্রযোজ্য। সেইগুলি ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, এবং আনন্দ আস্বাদন ও লীলাবিলাসের জন্য বিশেষ আবশ্যকতা অনুসারে তাঁদের প্রকাশ হয়। ভগবানের এই সমস্ত চিন্ময় রূপের প্রকাশ প্রধানত তাঁর ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। যখন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করার এবং তাঁর নিজের সিদ্ধান্তকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর এই সমস্ত অবতারের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ২০

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ।
অন্তর্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং
ভীমোর্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে কেউ; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত; **অনুপহতঃ**—প্রবাহিত না হয়ে; **অপি**—সত্ত্বেও; **দশ-অর্ধ**—পাঁচ; **বৃত্ত্যা**—প্রতিক্রিয়া; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **উবাহ**—স্বীকার করেছেন; **জঠরী**—উদরে; **কৃত**—তা করে; **লোক-যাত্রঃ**—বিভিন্ন প্রাণীদের সংরক্ষণ; **অন্তঃ-জলে**—প্রলয় বারিতে; **অহি-কশিপু**—শেষ শয্যায়; **স্পর্শ-অনুকূলাম্**—স্পর্শসুখ; **ভীম-ঊর্মি**—বিশাল তরঙ্গ; **মালিনি**—মালা; **জনস্য**—বুদ্ধিমান ব্যক্তির; **সুখম্**—সুখ; **বিবৃণ্বন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

হে প্রভু! প্রবল তরঙ্গমালায় উদ্বেলিত প্রলয় বারিতে আপনি নিদ্রা-সুখ উপভোগ করেন। শেষ শয্যায় শয়ন করে আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের আপনার নিদ্রার আনন্দ প্রদর্শন করেন। সেই সময়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ তাদের নিজেদের ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না, তাদের অবস্থা ঠিক কূপমণ্ডুকের মতো, যারা প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন কল্পনা করতে পারে না। এই সমস্ত মানুষ যখন শোনে যে, পরমেশ্বর ভগবান মহার্ণবে

তাঁর শয্যায় শয়ন করেন, তখন তারা মনে করে তা কাল্পনিক। তারা যখন শোনে যে, কেউ জলের ভিতরে শুয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারে, তখন তারা আশ্চর্য হয়। কিন্তু একটু বুদ্ধি এই মূর্খতাপূর্ণ বিস্ময়কে নিরস্ত করতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য জীব রয়েছে, যারা তাদের জড় দেহের মাধ্যমে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের সুখ উপভোগ করে। এই প্রকার নগণ্য জীবেরা যদি জলের ভিতর তাদের জীবন উপভোগ করতে পারে, তাহলে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান কেন কুণ্ডলীকৃত সর্পের শীতল শরীরে শয়ন করে মহাসাগরের বিশাল তরঙ্গমালার আন্দোলন উপভোগ করতে পারবেন না? পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য। কাল ও স্থানের সীমার দ্বারা সীমিত না হয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু করতে সক্ষম। কোন রকম জড়জাগতিক বিচার নির্বিশেষে তিনি তাঁর চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ২১

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য
লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগ-
নিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥

যৎ—যাঁর; **নাভি**—নাভি; **পদ্ম**—কমল; **ভবনাৎ**—গৃহ থেকে; **অহম্**—আমি; **আসম্**—উদ্ভূত হয়েছি; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **লোক-ত্রয়**—ত্রিভুবন; **উপকরণঃ**—সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করে; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহেণ**—কৃপার দ্বারা; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **উদর-স্থ**—উদর অভ্যন্তরে অবস্থিত; **ভবায়**—ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে; **যোগ-নিদ্রা-অবসান**—চিন্ময় নিদ্রার অবসানে; **বিকসৎ**—বিকশিত হয়ে; **নলিন-ঈক্ষণায়**—যাঁর উন্মীলিত চক্ষু পদ্মের মতো, তাঁকে।

অনুবাদ

হে আমার পূজনীয়! আপনার কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আমি আপনার নাভিপদ্মরূপ গৃহ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলি আপনার চিন্ময় উদরে অবস্থিত ছিল। এখন, নিদ্রা অবসানে প্রভাতের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো আপনার নেত্র উন্মীলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা আমাদের সকাল (চারটা) থেকে রাত (দশটা) পর্যন্ত অর্চন বিধি অনুষ্ঠানের শিক্ষা দিচ্ছেন। খুব সকালে শয্যা ত্যাগ করে ভক্তদের ভগবানের প্রার্থনা করতে হয়, এবং মঙ্গল আরতি নিবেদন করার বিধি পালন করতে হয়। মূর্খ অভক্তেরা অর্চনের গুরুত্ব বুঝতে না পেরে, বৈদিক বিধির সমালোচনা করে। ভগবানও যে তাঁর স্বীয় ইচ্ছায় নিদ্রা যান, তা দর্শন করার চোখ তাদের নেই। ভগবানের নির্বিশেষ রূপের ধারণা ভক্তিমার্গের পক্ষে এতই ক্ষতিকর যে, সর্বদা জড় চিন্তায় অভ্যস্ত অবাধ্য জড়বাদীদের সঙ্গ করা অত্যন্ত দুর্বিষহ।

নির্বিশেষবাদীরা সর্বদা বিপরীতভাবে চিন্তা করে। তারা মনে করে যে, জড়ের যেহেতু আকার রয়েছে, তাই চিন্ময় তত্ত্ব নিশ্চয়ই নিরাকার; জড় যেহেতু নিদ্রা যায়, তাই চিন্ময় তত্ত্ব নিদ্রা যেতে পারে না; এবং অর্চন বিধিতে যেহেতু স্বীকার করা হয় শ্রীবিগ্রহ নিদ্রা যান, তাই অর্চনা হচ্ছে মায়া। এই সমস্ত চিন্তাই মূলত জড়। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক—উভয় প্রকার চিন্তাই জড় চিন্তা। বেদের উন্নততর উৎস থেকে জ্ঞান গ্রহণই হচ্ছে প্রকৃত মানদণ্ড। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, অর্চনা বিধির অনুমোদন করা হয়েছে। সৃষ্টিকার্য শুরু করার পূর্বে ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, ভগবান প্রলয় বারিতে অনন্ত শয্যায় শয়ন করে আছেন। তাই, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতেও নিদ্রা রয়েছে। ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরায় শুদ্ধ ভক্তেরা সেই কথা অস্বীকার করেন না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান জলের উত্তাল তরঙ্গে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তার ফলে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছু করতে সক্ষম, এবং তাঁর ইচ্ছা কোন অবস্থাতেই প্রতিহত হয় না। মায়াবাদীরা জড় অভিজ্ঞতার অতীত কিছুই চিন্তা করতে পারে না, এবং তার ফলে তারা জলে ভগবানের নিদ্রা যাওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করে। তাদের ভ্রান্তি হচ্ছে যে, তারা নিজেদের সঙ্গে ভগবানের তুলনা করে—এবং সেই তুলনাটিও জড় চিন্তা। "নেতি, নেতি"—এর ভিত্তিতে মায়াবাদীদের সমস্ত দর্শনই মূলত জড়। এই প্রকার ধারণা কখনই মানুষকে যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার সুযোগ দেয় না।

শ্লোক ২২

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন ।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; অয়ম্—ভগবান; সমস্ত-জগতাম্—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের; সুহৃৎ একঃ—একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু; আত্মা—পরমাত্মা; সত্ত্বেন—সত্ত্বগুণের দ্বারা; যৎ—যিনি; মৃড়য়তে—আনন্দ প্রদান করেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ভগেন—ষড়ৈশ্বর্যের দ্বারা; তেন—তাঁর দ্বারা; এব—নিশ্চয়ই; মে—আমাকে; দৃশম্—অন্তর্দর্শনের শক্তি; অনুস্পৃশতাৎ—তিনি দান করুন; যথা—যেমন; অহম্—আমি; স্রক্ষ্যামি—সৃষ্টি করতে সক্ষম হব; পূর্ব-বৎ—পূর্বের মতো; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড; প্রণত—শরণাগত; প্রিয়ঃ—প্রিয়; অসৌ—তিনি (ভগবান)।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনিই এই জগতের সমস্ত জীবের একমাত্র বন্ধু ও পরমাত্মা, এবং সকলের চরম সুখের জন্য তাঁর ষড় ঐশ্বর্যের দ্বারা তিনি সকলকে পালন করেন। তিনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমি পূর্বের মতো সৃষ্টি করার জন্য তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারি, কেননা আমিও তাঁর প্রিয় শরণাগত আত্মাদের একজন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেরই পালনকর্তা। তিনি সকলের জীবন ও সখা, কেননা জীব এবং ভগবানের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শাশ্বত স্নেহ ও প্রেম রয়েছে। তিনি সমস্ত জীবের একমাত্র সখা ও হিতৈষী, এবং তিনি অদ্বিতীয়। ভগবান তাঁর ষড় ঐশ্বর্যের দ্বারা সর্বত্র সমস্ত জীবেদের পালন করেন, সেই জন্য তাঁকে ভগবান বা পরমেশ্বর বলা হয়। ব্রহ্মা তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি পূর্বের মতো ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল মরীচি এবং নারদের মতো লৌকিক ও দিব্য উভয় প্রকার ব্যক্তিদেরই তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্রহ্মাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, কেননা শরণাগত আত্মাদের কাছে ভগবান অত্যন্ত প্রিয়। শরণাগত আত্মারা ভগবানকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না, এবং তাই ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

শ্লোক ২৩

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদ্যৎকরিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্মশমলং চ যথা বিজহ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

এষঃ—এই; **প্রপন্ন**—শরণাগত; **বর-দঃ**—কল্যাণকারী; **রময়া**—লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে যিনি সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন; **আত্ম-শক্ত্যা**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **করিষ্যতি**—তিনি করেন; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **গুণ-অবতারঃ**—সত্ত্বগুণের অবতার; **তস্মিন্**—তাঁকে; **স্ব-বিক্রমম্**—সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা; **ইদম্**—এই জগৎ; **সৃজতঃ**—সৃষ্টি করে; **অপি**—সত্ত্বেও; **চেতঃ**—হৃদয়; **যুঞ্জীত**—প্রবৃত্ত হন; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **শমলম্**—জড় স্নেহ; **চ**—ও; **যথা**—যতখানি; **বিজহ্যাম্**—আমি ত্যাগ করতে পারি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শরণাগত আত্মাদের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি রমাদেবী, বা লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি প্রার্থনা করি, জড় জগতের সৃষ্টিকার্যের মাধ্যমে আমি যেন কেবল তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যে, আমার এই কার্যকলাপের দ্বারা আমি যেন জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে না পড়ি; কেননা তার ফলে নিজেকে স্রষ্টা বলে মনে করার অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই তিনটি কার্য সম্পাদনের জন্য তিনজন গুণাবতার রয়েছেন, এবং তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। কিন্তু ভগবানের বিষ্ণু অবতার তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত এবং তিনি সমগ্র ক্রিয়াশীলতার সর্বোচ্চ শক্তি। সৃষ্টিকার্যে সহায়ক ব্রহ্মা নিজেকে স্রষ্টা বলে মনে করে অহঙ্কারে মত্ত হওয়ার পরিবর্তে, ভগবানের হাতের যন্ত্ররূপে তাঁর স্বরূপে অবস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। ভগবানের প্রিয়পাত্র হয়ে তাঁর কৃপা লাভ করার এইটিই হচ্ছে পন্থা। মূর্খ মানুষেরা তাদের সৃষ্ট সব কিছুর কৃতিত্ব গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা ভালভাবে জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটি তৃণও নড়তে পারে না; তাই আশ্চর্যজনক সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। চিন্ময় চেতনার দ্বারাই কেবল জীব জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥ ২৪ ॥

নাভি-হ্রদাৎ—নাভি সরোবর থেকে; **ইহ**—এই কল্পে; **সতঃ**—শায়িত; **অম্ভসি**—জলে; **যস্য**—যাঁর; **পুংসঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিজ্ঞান**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **শক্তিঃ**—শক্তি; **অহম্**—আমি; **আসম্**—জন্মগ্রহণ করেছি; **অনন্ত**—অন্তহীন; **শক্তেঃ**—শক্তিমানের; **রূপম্**—রূপ; **বিচিত্রম্**—বৈচিত্র্যপূর্ণ; **ইদম্**—এই; **অস্য**—তাঁর; **বিবৃণ্বতঃ**—প্রকাশ করে; **মে**—আমাকে; **মা**—না; **রীরিষীষ্ট**—অদৃশ্য; **নিগমস্য**—বেদের; **গিরাম্**—শব্দের; **বিসর্গঃ**—স্পন্দন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত। তিনি যখন প্রলয় বারিতে শয়ন করেছিলেন, তখন তাঁর নাভি-সরোবর থেকে যে পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক শক্তিরূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমি এখন জগৎরূপে প্রকাশিত তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তিসমূহের প্রকাশে নিযুক্ত আছি। তাই আমি প্রার্থনা করি যে, আমার জড়জাগতিক কার্য সম্পাদন করার সময় আমি যেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মার্গ থেকে বিচ্যুত না হই।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিরই বহু জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, এবং কেউ যদি জড় আসক্তির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট বলবান না হন, তাহলে তিনি চিন্ময় মার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারেন। জড় সৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করতে হয় তাদের জড় অবস্থা অনুসারে উপযুক্ত দেহ প্রদান করার মাধ্যমে। ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন ভগবান যেন তাঁকে রক্ষা করেন, কেননা সৃষ্টিকার্যে তাঁকে অনেক অনেক ভয়ঙ্কর প্রাণীর সংস্পর্শে আসতে হয়। সাধারণ ব্রাহ্মণ অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের সঙ্গ প্রভাবে ব্রহ্মতেজ বা ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমতা থেকে অধঃপতিত হতে পারে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা এই প্রকার অধঃপতনের ভয়ে ভীত

ছিলেন, এবং তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে রক্ষা করেন। যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের প্রতি এটি একটি সতর্কবাণী। ভগবান কর্তৃক যথেষ্টভাবে সংরক্ষিত না হলে মানুষ চিন্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতিত হতে পারে; তাই সর্বদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, তিনি যেন তাকে রক্ষা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদের ফলে যেন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর ভক্তদের ভগবানের বাণী প্রচার করার দায়িত্বভার অর্পণ করেন, এবং তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁদের জড় আসক্তির আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষা করবেন। পারমার্থিক জীবনকে বেদে ক্ষুরধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ এবং রক্তপাত হতে পারে, কিন্তু যিনি সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা, যিনি সর্বদা ভগবানের সংরক্ষণ প্রার্থনা করে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেন, তার কলুষিত জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার ভয় থাকে না।

শ্লোক ২৫

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্ ।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎপুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **অসৌ**—সেই; **অদভ্র**—অসীম; **করুণঃ**—কৃপাময়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিবৃদ্ধ**—অপরিমিত; **প্রেম**—অনুরাগ; **স্মিতেন**—হাস্য দ্বারা; **নয়ন-অম্বুরুহম্**—নয়ন-কমল; **বিজৃম্ভন্**—উন্মীলিত করে; **উত্থায়**—সমৃদ্ধি সাধনের জন্য; **বিশ্ব-বিজয়ায়**—সৃষ্টির মহিমা ঘোষণা করার জন্য; **চ**—ও; **নঃ**—আমাদের; **বিষাদম্**—নৈরাশ্য; **মাধ্ব্যা**—মিষ্ট; **গিরা**—বাণী; **অপনয়তাৎ**—দয়া করে তিনি দূর করুন; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—সবচাইতে প্রাচীন।

অনুবাদ

সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান অপার করুণাময়। আমি কামনা করি যে, তিনি যেন তাঁর নয়ন-কমল উন্মীলিত করে স্মিত হাস্য সহকারে আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সুমধুর বাক্যে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের উত্থান সাধন করতে পারেন এবং আমাদের বিষাদ দূর করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান এই জড় জগতের অধঃপতিত জীবদের প্রতি অসীম কৃপাপরায়ণ। সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে জীবকে উন্নতিসাধন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং সেটিই হচ্ছে সকলের জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবান হয় স্বীয় অংশ, নয় বিভিন্ন অংশ, এই দুইভাবে অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। জীবাত্মারা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ, আর তাঁর স্বীয় অংশেরা হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। তাঁর স্বাংশ প্রকাশেরা হচ্ছেন প্রভু, আর বিভিন্ন অংশেরা পরম চিদানন্দময় বিগ্রহের সঙ্গে দিব্য আনন্দ বিনিময়ের জন্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত ভৃত্য। মুক্ত জীবেরা মনগড়া ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে, প্রভু ও ভৃত্যের এই আনন্দের আদান প্রদানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সেব্য ও সেবকের মধ্যে এই অপ্রাকৃত বিনিময়ের আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে গোপীদের সঙ্গে ভগবানের রাসলীলা। গোপিকারা ভগবানের সেবকরূপে অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার, এবং তাই ভগবানের রাসলীলাকে কখনই স্ত্রী ও পুরুষের লৌকিক সম্পর্ক বলে মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে ভগবান এবং জীবের মধ্যে অনুভূতির বিনিময়ের পরম পূর্ণতা। ভগবান অধঃপতিত জীবেদের সুযোগ দেন জীবনের এই পরম পূর্ণতা লাভের জন্য। ভগবান ব্রহ্মাকে জগতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, এবং তাই ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন, ভগবান যেন তাঁকে আশীর্বাদ করেন যাতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

মৈত্রেয় উবাচ

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ ॥ ২৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **স্ব-সম্ভবম্**—তাঁর আবির্ভাবের উৎস; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **এবম্**—এইভাবে; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **সমাধিভিঃ**—মনকে একাগ্রীভূতকরণের দ্বারাও; **যাবৎ**—যথাসম্ভব; **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **স্তুত্বা**—প্রার্থনা করে; **বিররাম**—মৌন হলেন; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **খিন্ন-বৎ**—যেন পরিশ্রান্ত হয়েছেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁর আবির্ভাবের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর কৃপা লাভের জন্য মন এবং বাণীর ক্ষমতা অনুসারে

প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে প্রার্থনা করে তিনি নীরব হয়েছিলেন, যেন তাঁর তপস্যা, জানবার প্রচেষ্টা এবং ধ্যান করার ফলে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন কেননা ভগবান তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টির পর তাঁর আবির্ভাবের উৎস জানতে পারেননি, কিন্তু তপস্যা ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনি তাঁর উৎপত্তির উৎসকে দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে হৃদয়ে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। বাইরের সদ্‌গুরু এবং অন্তরের চৈত্য গুরু উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রকার প্রামাণিক প্রতিনিধির সঙ্গে সংযোগ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্‌গুরু হওয়ার দাবি করা যায় না। ব্রহ্মার পক্ষে বাইরের সদ্‌গুরুর সাহায্য গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না, কেননা সেই সময়ে ব্রহ্মাই ছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র প্রাণী। তাই ব্রহ্মার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ ।
বিষণ্ণচেতসং তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা ॥ ২৭ ॥
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

অথ—তারপর; **অভিপ্রেতম্**—অভিপ্রায়; **অন্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **মধুসূদনঃ**—মধু দৈত্যকে সংহারকারী; **বিষণ্ণ**—বিষাদগ্রস্ত; **চেতসম্**—হৃদয়ের; **তেন**—তার দ্বারা; **কল্প**—যুগ; **ব্যতিকর-অম্ভসা**—প্রলয়-বারি; **লোক-সংস্থান**—গ্রহমণ্ডলের স্থিতি; **বিজ্ঞানে**—বিজ্ঞান সম্বন্ধে; **আত্মনঃ**—নিজের; **পরিখিদ্যতঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; **তম্**—তাকে; **আহ**—বলেছিলেন; **অগাধয়া**—গভীর চিন্তাশীল; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **কশ্মলম্**—কলুষ; **শময়ন্**—দূর করে; **ইব**—সেই রকম।

অনুবাদ

ভগবান দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মা বিভিন্ন গ্রহলোকের সৃষ্টি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রলয়-বারি দর্শনে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন।

তিনি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গম্ভীর, চিন্তাশীল বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রলয় সলিল এতই ভয়াবহ যে, ব্রহ্মাও তা দেখে বিচলিত হন। মনুষ্য, তির্যক, দেব আদি বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন লোকসমূহ গগনমণ্ডলে কিভাবে স্থাপন করবেন, সেই কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকগুলি প্রকৃতির গুণের প্রভাবাধীন জীবেদের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে অবস্থিত। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ রয়েছে, এবং সেইগুলির মিশ্রণের ফলে নয়টি মিশ্রগুণের সৃষ্টি হয়। সেই নয়ের মিশ্রণের ফলে একাশিটি হয়, তারপর সেই একাশিটির মিশ্রণ হয়, এবং এইভাবে চরমে সেইগুলি বর্ধিত হতে হতে যে কত প্রকার মোহের সৃষ্টি হয়, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বদ্ধ জীবেদের উপযুক্ত শরীর অনুসারে ব্রহ্মাকে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাদের স্থাপন করতে হয়। এই কার্য কেবল ব্রহ্মারই জন্য, এবং এই কাজটি যে কত কঠিন তা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা এই বিরাট কার্যটি এতই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, বিধাতার বা নিয়ন্তার এই কার্যকুশলতা দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ।
তন্ময়াপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্ ॥ ২৯ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মা**—করো না; **বেদ-গর্ভ**—যাঁর মধ্যে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের গাম্ভীর্য রয়েছে ; **গাঃ তন্দ্রীম্**—বিষাদগ্রস্ত হওয়া; **সর্গে**—সৃষ্টির জন্য; **উদ্যমম্**—উদ্যোগ; **আবহ**—দায়িত্বভার গ্রহণ কর; **তৎ**—তা (যা তুমি চাও); **ময়া**—আমার দ্বারা; **আপাদিতম্**—সম্পাদিত; **হি**—নিশ্চয়ই; **অগ্রে**—পূর্বে; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমার থেকে; **প্রার্থয়তে**—ভিক্ষা করে; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তখন বললেন—হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা! সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের বিষয়ে তুমি বিষাদগ্রস্ত অথবা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি আমার কাছে যা প্রার্থনা করছ , তা পূর্বেই তোমাকে প্রদান করা হয়েছে।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবান অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধির দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হন, তখন সেই কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি আশীর্বাদপুষ্ট হন। তবে ব্যক্তিগতভাবে সব সময় সেই দায়িত্ব সম্পাদনে তার অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত, এবং সর্বদাই সেই কর্তব্যের সার্থক সম্পাদনের জন্য ভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করা উচিত। কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তার কখনও গর্বোদ্ধত হওয়া উচিত নয়। এই প্রকার দায়িত্বভার যিনি লাভ করেন, তিনি অবশ্যই ভাগ্যবান, এবং তিনি যদি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার অধীনে থাকেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে সেই কার্য সম্পাদনে সাফল্যমণ্ডিত হবেন। অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, এবং তাঁকে সেই দায়িত্ব দেওয়ার পূর্বেই ভগবান তাঁর বিজয় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু অর্জুন সব সময় ভগবানের ভৃত্যরূপে তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ভগবানকে সেই দায়িত্বভার অনুষ্ঠানের পরম পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেছিলেন। যে ব্যক্তি দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের গর্বে গর্বিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে কোন রকম কৃতিত্ব দেয় না, সে অবশ্যই অহঙ্কারে মত্ত এবং কোন কিছুই সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে না। ব্রহ্মা, এবং যাঁরা তাঁর শিষ্য পরম্পরায় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে সফল হন।

শ্লোক ৩০

ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাং চৈব মদাশ্রয়াম্ ।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্ ॥ ৩০ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায়; ত্বম্—তুমি; তপঃ—তপস্যা; অতিষ্ঠ—অধিষ্ঠিত হও; বিদ্যাম্—জ্ঞানে; চ—ও; এব—নিশ্চয়ই; মৎ—আমার; আশ্রয়াম্—আশ্রয়ে; তাভ্যাম্—সেই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা; অন্তঃ—অন্তরে; হৃদি—হৃদয়ে; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; লোকান্—সমগ্র জগৎ; দ্রক্ষ্যসি—তুমি দেখবে; অপাবৃতান্—প্রকাশিত।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তুমি তপস্যায় ও ধ্যানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন কর। সেই কর্মের দ্বারা তুমি তোমার হৃদয়াভ্যন্তর থেকে সব কিছু জানতে পারবে।

তাৎপর্য

দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভগবান যে কী পরিমাণ কৃপা বর্ষণ করেন, তা কল্পনারও অতীত। কিন্তু তাঁর কৃপা লাভ হয় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমাদের কৃচ্ছ্রসাধন এবং অধ্যবসায়ের ফলে। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টির দায়িত্বভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যখন ধ্যানস্থ হবেন, তখন অনায়াসে তিনি জানতে পারবেন গ্রহমণ্ডলীকে কোথায় এবং কিভাবে স্থাপন করতে হবে। সেই নির্দেশ অন্তর থেকেই আসবে, এবং সেই কার্য সম্পাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিযোগের এই উপদেশ ভগবান সরাসরিভাবে অন্তর থেকে প্রদান করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—তারপর; আত্মনি—তোমার নিজের মধ্যে; লোকে—ব্রহ্মাণ্ডে; চ—ও; ভক্তি-যুক্তঃ—ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে; সমাহিতঃ—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; দ্রষ্টা অসি—তুমি দেখবে; মাম্—আমাকে; ততম্—সর্ব ব্যাপ্ত; ব্রহ্মন্—হে ব্রহ্মা; ময়ি—আমাতে; লোকান্—সমগ্র বিশ্ব; ত্বম্—তুমি; আত্মনঃ—জীবসমূহ।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! তুমি যখন ভক্তিযোগে সমাহিত হবে, তখন তোমার সৃষ্টিকার্যে, তোমার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমাকে দেখতে পাবে, এবং তুমি দেখবে যে, তুমি, সমগ্র জগৎ ও সমস্ত জীব—সকলেই আমার মধ্যে অবস্থিত।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্রহ্মার দিবাভাগে ব্রহ্মা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করবেন। তিনি দেখবেন কিভাবে ভগবান বৃন্দাবনে বাল্যলীলা-বিলাস করার সময় নিজেকে গোপবালক এবং গোবৎসরূপে বিস্তার করবেন; তিনি জানতে পারবেন কিভাবে মা যশোদা তাঁর বাল্যলীলা-বিলাসের সময় তাঁর মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও গ্রহ-নক্ষত্র দর্শন করবেন; এবং তিনি দেখবেন যে, কোটি কোটি

ব্রহ্মা রয়েছেন যাঁরা তাঁদের দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সময় তাঁর কাছে আসবেন। কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত নিত্য-শাশ্বত চিন্ময় রূপ যদিও সর্বত্র প্রকাশিত হয়, তবুও ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় সর্বদাই পূর্ণরূপে মগ্ন শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না। ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট যোগ্যতার ইঙ্গিতও এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩২

যদা তু সর্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্ ।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাত্তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥ ৩২ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবাত্মায়; **দারুষু**—কাঠে; **অগ্নিম্**—আগুন; **ইব**—মতো; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **প্রতিচক্ষীত**—তুমি দেখবে; **মাম্**—আমাকে; **লোকঃ**—এবং বিশ্ব; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **তর্হি**—তৎক্ষণাৎ ; **এব**—নিশ্চয়ই ; **কশ্মলম্**—ভ্রম।

অনুবাদ

তুমি সমস্ত জীবাত্মায় এবং সমগ্র বিশ্বে আমাকে দর্শন করবে, ঠিক যেমন আগুন কাঠের মধ্যে অবস্থান করে। সেই প্রকার দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলেই কেবল তুমি সর্বপ্রকার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার সময় ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে না যান। তাঁর সেই প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে ভগবান বলছেন যে, ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত তাঁর অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা উচিত নয়। এখানে কাঠে আগুনের দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে। যদিও কাঠ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, কিন্তু কাঠে যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন তা সর্বদাই এক। তেমনই, জড় সৃষ্টিতে বিভিন্ন আকৃতির এবং প্রকৃতির শরীর থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরস্থ আত্মাগুলি অভিন্ন। অগ্নির গুণ তাপ সর্বত্রই এক, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎ স্ফুলিঙ্গও সমস্ত জীবেই এক। এইভাবে ভগবানের শক্তি তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই দিব্য জ্ঞানই কেবল মায়ার কলুষ থেকে জীবকে রক্ষা করতে পারে। যেহেতু ভগবানের

শক্তি সর্বত্রই ব্যাপ্ত, তাই শুদ্ধ আত্মা বা ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করতে পারেন, এবং তাই বাহ্যিক আবরণের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ নেই। সেই শুদ্ধ চিন্ময় ভাবনা তাঁকে সব রকম জড় সংসর্গের দূষিত প্রভাব থেকে মুক্ত করে। শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই ভগবানের সংস্পর্শের কথা বিস্মৃত হন না।

শ্লোক ৩৩

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

যদা—যখন; **রহিতম্**—মুক্ত; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **ভূত**—জড় উপাদান; **ইন্দ্রিয়**—জড় ইন্দ্রিয়সমূহ; **গুণ-আশয়ৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন; **স্বরূপেণ**—শুদ্ধ সত্তায়; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপেতম্**—সমীপবর্তী হয়ে; **পশ্যন্**—দর্শনের দ্বারা; **স্বারাজ্যম্**—চিৎ-জগৎ ; **ঋচ্ছতি**—উপভোগ করেন।

অনুবাদ

তুমি যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের ধারণা থেকে মুক্ত হবে, এবং তোমার ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন তুমি আমার সাহচর্যে তোমার শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তুমি শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত হবে।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছে , যে ব্যক্তি কেবল ভগবানের প্রতি তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা অর্পণ করতে চান, তিনি জড় জগতের যে কোন অবস্থাতেই মুক্ত থাকেন। সেই সেবাবৃত্তিই জীবের স্বরূপ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ঘোষণা করেছেন যে, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। মায়াবাদী সম্প্রদায় জীবের সেবাবৃত্তির কথা শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠে, কেননা তারা জানে না যে, চিৎ-জগতে ভগবানের প্রতি এই সেবার ভিত্তি হচ্ছে চিন্ময় প্রেম। জড় জগতে জোর করে কাজ করানোর সঙ্গে দিব্য প্রেমময়ী সেবার তুলনা করা যায় না। জড় জগতে যদিও সকলে মনে করে যে, তারা কারোরই দাস নয়, তবুও জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে, জড় জগতে কেউই প্রভু নয়, এবং তাই গোদাসদের দাসত্বের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত

খারাপ। দাসত্বের কথা শুনলে তারা ভয়ে আঁতকে ওঠে, কেননা তাদের দিব্য অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। চিন্ময় প্রেমময়ী সেবার ক্ষেত্রে সেবকও ভগবানেরই মতো স্বাধীন। ভগবান স্বরাট্ বা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, এবং চিন্ময় পরিবেশে ভগবানের সেবকেরাও স্বরাট্ , কেননা সেখানে জোর করে কোন কিছু করানো হয় না। সেখানে চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের ফলে। এই প্রকার সেবার এক ঝলক প্রতিবিম্ব দেখা যায় সন্তানের প্রতি মায়ের সেবায়, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সেবায়, অথবা পতির প্রতি পত্নীর সেবায়। বন্ধু, পিতামাতা অথবা পত্নীর যে সেবার এই প্রতিফলন, তা জোর করে করানো হয় না, পক্ষান্তরে প্রেমের বশে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত হয়। তবে এই জড় জগতে এই প্রেমময়ী সেবা কেবল বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। প্রকৃত সেবা, কিংবা স্বরূপের সেবা ভগবানের সান্নিধ্যে চিৎ-জগতেই কেবল দেখা যায়। সেই দিব্য প্রেমময়ী সেবার অভ্যাস এখানে ভক্তির মাধ্যমে করা যায়।

এই শ্লোকটি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তত্ত্বজ্ঞানী যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব সমন্বিত ইন্দ্রিয়সমূহ সহ স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি পরম স্তরে অধিষ্ঠিত হন এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। জ্ঞানী এবং ভক্ত জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর পর্যন্ত একমত। তবে জ্ঞানীরা মুক্ত হয়েই তৃপ্ত হয়, কিন্তু ভক্তেরা মুক্তির পরেও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভক্তেরা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সেবাভাবের মাধ্যমে তাঁদের চিন্ময় স্বাতন্ত্র্য বিকশিত করেন, যা মাধুর্য-রস বা প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে প্রেমের বিনিময়ের স্তর পর্যন্ত উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে।

শ্লোক ৩৪

নানাকর্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

নানা-কর্ম—বিভিন্ন প্রকার সেবা; **বিতানেন**—বিস্তারের দ্বারা; **প্রজাঃ**—জনগণ; **বহ্বীঃ**—অসংখ্য; **সিসৃক্ষতঃ**—বাড়াবার ইচ্ছা করে; **ন**—কখনই না; **আত্মা**—স্বীয়; **অবসীদতি**—অবসাদগ্রস্ত হবে; **অস্মিন্**—এই বিষয়ে; **তে**—তোমার; **বর্ষীয়ান্**—নিরন্তর বর্ধিত হচ্ছে; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহঃ**—অহৈতুকী কৃপা।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি অসংখ্যরূপে প্রজা বৃদ্ধি করার বাসনা করেছ এবং তোমার বিভিন্ন সেবা বিস্তার করার ইচ্ছা করেছ, তাই এই বিষয়ে তোমার কখনও কোন কষ্ট হবে না, কেননা তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী কৃপা চিরকালের জন্য নিরন্তর বাড়তে থাকবে।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বিশেষ কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে বাস্তবিকভাবে অবগত হওয়ার ফলে সর্বদা বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভগবানের ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করার বাসনা করেন। জড়বাদীদের কাছে এই প্রকার প্রেমময়ী সেবার বিস্তার প্রাকৃত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে ভক্তের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার বাস্তবিক প্রসার। এই সমস্ত কার্যকলাপের পরিকল্পনা প্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সম্পাদিত হওয়ার ফলে তার শক্তি ভিন্ন।

শ্লোক ৩৫

ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ ।
যন্মনো ময়ি নির্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে ॥ ৩৫ ॥

ঋষিম্—মহর্ষিকে; আদ্যম্—আদি; ন—কখনই না; বধ্নাতি—অতিক্রম করে; পাপীয়ান্—পাপী; ত্বাম্—তুমি; রজঃ-গুণঃ—রজোগুণ; যৎ—যেহেতু; মনঃ—মন; ময়ি—আমার মধ্যে; নির্বদ্ধম্—একত্রিত; প্রজাঃ—প্রজা; সংসৃজতঃ—সৃষ্টি করতে; অপি—সত্ত্বেও; তে—তোমার।

অনুবাদ

তুমি আদি ঋষি, এবং যেহেতু প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার মন সর্বদাই আমাতে নিবিষ্ট, তাই পাপ প্রসবকারী রজোগুণ কখনই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তাৎপর্য

দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ষটত্রিংশতি শ্লোকে ব্রহ্মাকে একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগৃহীত হওয়ার ফলে ব্রহ্মার সমস্ত পরিকল্পনা

ছিল অব্যর্থ। যদিও কখনও কখনও দেখা যায় যে, ব্রহ্মা মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন, যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে, তখন বুঝতে হবে, তিনি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি দর্শন করে মোহিত হয়েছেন। তার উদ্দেশ্যও চিন্ময় সেবার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগতি। অর্জুনকেও আমরা এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হতে দেখতে পাই। শুদ্ধ ভক্তদের এইভাবে মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি লাভ।

শ্লোক ৩৬

জ্ঞাতোঽহং ভবতা ত্বদ্য দুর্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্ ।
যম্মাং ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞাতঃ—জানা; **অহম্**—আমি; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **অদ্য**—আজ; **দুঃ**—কঠিন; **বিজ্ঞেয়ঃ**—জ্ঞাতব্য; **অপি**—সত্ত্বেও; **দেহিনাম্**—বদ্ধ জীবদের জন্য; **যৎ**—যেহেতু; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **মন্যসে**—বুঝতে পার; **অযুক্তম্**—তৈরি না হয়ে; **ভূত**—জড় উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—জড়েন্দ্রিয়; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **আত্মভিঃ**—বদ্ধ জীবদের অহঙ্কার।

অনুবাদ

যদিও বদ্ধ জীবদের পক্ষে আমাকে জানা দুষ্কর, আজ তুমি আমাকে জানতে পেরেছ ,কেননা তুমি জান যে আমার রূপ কোন জড় পদার্থ, বিশেষ করে পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে নির্মিত হয়নি।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বকে জানতে হলে জড় সৃষ্টিকে অস্বীকার করার আবশ্যকতা হয় না, পক্ষান্তরে চিন্ময় তত্ত্বকে যথাযথভাবে জানতে হয়। যেহেতু জড় অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় আকারের মাধ্যমে, তাই চিন্ময় অস্তিত্ব অবশ্যই নিরাকার হবে, এই যে ধারণা তা চিন্ময় তত্ত্বের নিষেধাত্মক প্রাকৃত ধারণা মাত্র। চিন্ময় তত্ত্ব সম্বন্ধে বাস্তবিক ধারণা হচ্ছে এই যে, চিন্ময় রূপ প্রাকৃত রূপ নয়। ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর এই চিন্ময় ধারণা অনুমোদন করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের রূপকে প্রাকৃত বলে মনে করাকে নিন্দা করা হয়েছে, কেননা আপাতদৃষ্টিতে ভগবানকে নররূপে বিদ্যমান হতে দেখে এই ধারণার উৎপত্তি হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু চিন্ময় রূপের মধ্যে যে কোন

একটি রূপে আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর কোন রূপই জড় উপাদানের দ্বারা রচিত নয়, এবং তাঁর দেহ ও আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের চিন্ময় রূপকে জানার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ৩৭

তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ ॥ ৩৭ ॥

তুভ্যম্—তোমাকে; **মৎ**—আমাকে; **বিচিকিৎসায়াম্**—তোমার জানবার চেষ্টায়; **আত্মা**—নিজে; **মে**—আমার; **দর্শিতঃ**—প্রদর্শিত; **অবহিঃ**—অন্তর থেকে; **নালেন**—নালের মধ্য থেকে; **সলিলে**—জলে; **মূলম্**—মূল; **পুষ্করস্য**—আদি উৎস কমলের; **বিচিন্বতঃ**—চিন্তা করে।

অনুবাদ

তুমি যখন বিচার করছিলে, যে কমলটি থেকে তোমার জন্ম হয়েছে তার নালটির কোন উৎস আছে কিনা, তখন তুমি সেই পদ্মনালেও প্রবেশ করেছিলে, তবে তুমি কিছুই খুঁজে পাওনি। কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার অন্তরে আমার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল তাঁকে জানা যায়, মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনও তাঁকে জানা যায় না। জড় ইন্দ্রিয়গুলির ভগবানের দিব্য জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাবার ক্ষমতা নেই। বিনম্র ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তিনি যখন তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই কেবল তাঁকে অনুভব করা যায়। ভগবৎ প্রেমের দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়। জড় চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার ফলে যখন চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন অন্তরে তাঁকে দর্শন করা যায়। জড় কলুষের আবরণে যখন চিন্ময় চক্ষু আচ্ছাদিত থাকে, তখন ভগবানকে দেখা যায় না। কিন্তু যখন ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সেই কলুষ বিদূরিত হয়, তখন নিঃসন্দেহে ভগবানকে দর্শন করা যায়।

কমল-নালের মূল দর্শন করার জন্য ব্রহ্মার ব্যক্তিগত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু ভগবান যখন তাঁর তপশ্চর্যা এবং ভক্তির প্রভাবে প্রসন্ন হয়েছিলেন, তখন কোন রকম বাহ্যিক প্রচেষ্টা ব্যতীতই তিনি ব্রহ্মার অন্তরে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্ ।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

যৎ—যা; **চকর্থ**—অনুষ্ঠিত; **অঙ্গ**—হে ব্রহ্মা; **মৎ-স্তোত্রম্**—আমার প্রার্থনা; **মৎ-কথা**—আমার লীলা সম্বন্ধীয় কথা; **অভ্যুদয়-অঙ্কিতম্**—আমার চিন্ময় মহিমা অঙ্কিত করে; **যৎ**—যা; **বা**—অথবা; **তপসি**—তপস্যায়; **তে**—তোমার; **নিষ্ঠা**—বিশ্বাস; **সঃ**—তা; **এষঃ**—এই সমস্ত; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহঃ**—অহৈতুকী কৃপা।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মা! আমার চিন্ময় লীলার মহিমা বর্ণনা করে তুমি যে প্রার্থনা করেছ, আমাকে জানার জন্য তুমি যে তপস্যা করেছ, এবং আমার প্রতি তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা—এই সবই আমার অহৈতুকী কৃপা বলে জেনো।

তাৎপর্য

জীব যখন চিন্ময় প্রেমের দ্বারা ভগবানের সেবা করতে চায়, তখন ভগবান চৈত্য গুরুরূপে বা অন্তঃস্থিত গুরুরূপে নানাভাবে ভক্তদের সাহায্য করেন, এবং তার ফলে ভক্ত নানা প্রকার আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদিত করতে পারেন, যা জড় অনুমানের সীমার অতীত। ভগবানের কৃপার প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমন্বিত স্তোত্র রচনা করতে পারেন। এই দিব্য ক্ষমতা জাগতিক যোগ্যতার দ্বারা সীমিত নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক চিন্ময় সেবার প্রচেষ্টার ফলে সেই ক্ষমতা বিকশিত হয়। পারমার্থিক সিদ্ধির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাই হচ্ছে একমাত্র যোগ্যতা। প্রাকৃত ধন-সম্পদ বা জড় বিদ্যার সেখানে কোন গুরুত্ব নেই।

শ্লোক ৩৯

প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া ।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

প্রীতঃ—প্রসন্ন; অহম্—আমি; অস্তু—হোক; ভদ্রম্—সর্ব মঙ্গল; তে—তোমার; লোকানাম্—জগতের; বিজয়—মহিমার; ইচ্ছয়া—তোমার ইচ্ছার দ্বারা; যৎ—যা; অস্তৌষীঃ—তুমি প্রার্থনা করেছ; গুণ-ময়ম্—সমস্ত চিন্ময় গুণাবলী বর্ণনা করে; নির্গুণম্—যদিও আমি সমস্ত জড় গুণরহিত; মা—আমাকে; অনুবর্ণয়ন্—সুন্দরভাবে বর্ণনা করে।

অনুবাদ

তুমি যে চিন্ময় গুণাবলী অনুসারে আমার বর্ণনা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বিষয়াসক্ত মানুষেরা এই বর্ণনাকে প্রাকৃত বলে মনে করে। আমি তোমাকে বর দান করছি, তোমার কার্যকলাপের দ্বারা তুমি যে সমস্ত জগৎকে মহিমান্বিত করতে চাও, তোমার সে বাসনা সফল হবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এবং তাঁর শিষ্য পরম্পরায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মতো শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই কামনা করেন যে, জগতের প্রতিটি জীব যেন ভগবানকে জানতে পারে। ভক্তের সেই বাসনা ভগবানের আশীর্বাদে সর্বদা সার্থক হয়। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের কৃপা লাভের জন্য তাঁকে সত্ত্বগুণের মূর্ত প্রকাশ বলে বর্ণনা করে, কিন্তু এই প্রকার প্রার্থনা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে না, কেননা তার ফলে তাঁর প্রকৃত চিন্ময় গুণাবলীর মহিমা কীর্তিত হয় না। ভগবান যদিও সর্বদাই সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা হচ্ছেন তাঁর সবচাইতে প্রিয়। এখানে গুণময়ং শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, ভগবান চিন্ময় গুণাবলীতে বিভূষিত।

শ্লোক ৪০

য এতেন পুমান্নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্বকামবরেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

যঃ—যিনি; এতেন—এর দ্বারা; পুমান্—মানুষ; নিত্যম্—নিয়মিতভাবে; স্তুত্বা—স্তব করে; স্তোত্রেণ—স্তোত্রের দ্বারা; মাম্—আমাকে; ভজেৎ—ভজনা করে; তস্য—তার; আশু—অতি শীঘ্র; সম্প্রসীদেয়ম্—আমি পূর্ণ করব; সর্ব—সমস্ত; কাম—বাসনাসমূহ; বর-ঈশ্বরঃ—সর্ব বর প্রদাতা।

অনুবাদ

যে মানুষ ব্রহ্মার মতো প্রার্থনা করে, এবং এইভাবে আমার পূজা করে, অচিরেই তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে, কেননা আমিই হচ্ছি সর্ব বর প্রদাতা।

তাৎপর্য

যারা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তারা ব্রহ্মা কর্তৃক গীত এই স্তোত্র গান করতে পারবে না। এই প্রকার প্রার্থনা কেবল তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা তাঁদের সেবার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে চান। ভগবান অবশ্যই দিব্য প্রেমময়ী সেবাবিষয়ক সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি অভক্তদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে পারেন না, যদিও সেই প্রকার অনিশ্চিত ভক্তেরা সর্বোত্তম স্তোত্রের দ্বারা তাঁর প্রার্থনাও করে।

শ্লোক ৪১

পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগসমাধিনা ।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ৪১ ॥

পূর্তেন—প্রথাগত শুভ কর্মের দ্বারা; **তপসা**—তপশ্চর্যার দ্বারা; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা; **যোগ**—যোগের দ্বারা; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা; **রাদ্ধম্**—সাফল্য; **নিঃশ্রেয়সম্**—চরম হিতকারী; **পুংসাম্**—মানুষদের; **মৎ**—আমার; **প্রীতিঃ**—সন্তুষ্টি; **তত্ত্ব-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞানী; **মতম্**—মত।

অনুবাদ

তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, সর্ব প্রকার প্রথাগত শুভকর্ম, তপশ্চর্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ, সমাধি ইত্যাদির চরম লক্ষ্য—আমার সন্তুষ্টিবিধান করা।

তাৎপর্য

মানবসমাজে বহুবিধ প্রথাগত পুণ্যকর্ম রয়েছে , যেমন পরার্থবাদ, লোকহিতৈষণা, স্বাদেশিকতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, দান, যজ্ঞ, তপস্যা, এমনকি যোগ সমাধি, এবং এই সবই কেবল তখনই পূর্ণরূপে মঙ্গলজনক হতে পারে, যখন তা ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা লোকহিতৈষী, যে কোন কার্যকলাপেরই চরম পূর্ণতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের

সন্তুষ্টিবিধান করা। এই সাফল্যের রহস্য ভগবদ্ভক্তেরা জানেন, যেমন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অহিংস সজ্জনরূপে অর্জুন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা যুদ্ধ হোক এবং তিনিই সেই যুদ্ধের আয়োজন করেছেন, তখন তিনি তাঁর নিজের প্রসন্নতার কথা চিন্তা না করে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। সেইটি হচ্ছে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষের সঠিক বিচার। মানুষের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত কিভাবে তিনি তার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করবেন। ভগবান যখন কোন কার্যের ফলে প্রসন্ন হন, তখন সেইটি যে কর্মই হোক না কেন, সাফল্য নিশ্চিত। অন্যথায়, তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। সেইটি হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, যৌগিক সমাধি এবং অন্য সমস্ত সৎ ও পুণ্যকর্মের প্রকৃত মানদণ্ড।

শ্লোক ৪২

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি ।
অতো ময়ি রতিং কুর্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অহম্—আমি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মনাম্**—অন্য সমস্ত আত্মার; **ধাতঃ**—পরিচালক; **প্রেষ্ঠঃ**—প্রিয়তম; **সন্**—হয়ে; **প্রেয়সাম্**—সমস্ত প্রিয় বস্তুর; **অপি**—নিশ্চয়ই; **অতঃ**—অতএব; **ময়ি**—আমাকে; **রতিম্**—আসক্তি; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দেহ-আদিঃ**—দেহ এবং মন; **যৎ-কৃতে**—যার জন্য; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আমি পরম পরিচালক এবং প্রিয়তম। মানুষ ভ্রান্তিবশত স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু তাদের কর্তব্য কেবল আমার প্রতি অনুরক্ত হওয়া।

তাৎপর্য

বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবচাইতে প্রিয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ, তখন সে বদ্ধ অবস্থায় থাকে, এবং যখন সে পূর্ণরূপে জানতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ, তখন তাঁকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান

কেন প্রতিটি জীবের পরম প্রেমাস্পদ সেই উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত কারণটি স্পষ্টভাবে ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) উল্লেখ করা হয়েছে। *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—জীব ভগবানের নিত্য বিভিন্ন অংশ। জীবকে বলা হয় আত্মা, এবং ভগবানকে বলা হয় পরমাত্মা। জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম, এবং ভগবানকে বলা হয় পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ* । বদ্ধ জীবেরা, যারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেনি, তারা তাদের জড় দেহটিকে পরম প্রিয় বলে মনে করে। পরম প্রিয়ের ধারণা কেন্দ্রীভূত ও প্রসারিত এই দুইভাবেই তখন সমস্ত দেহ জুড়ে বিস্তৃত হয়। নিজের দেহের প্রতি আসক্তি এবং পুত্র-কলত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সেই আসক্তির বিস্তার প্রকৃতপক্ষে আত্মার ভিত্তিতে বিকশিত হয়। প্রকৃত জীবাত্মা যখন দেহ ছেড়ে চলে যায়, তখন প্রিয়তম পুত্রের দেহটিও আর আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। তাই চিৎ স্ফুলিঙ্গ বা ভগবানের নিত্য অংশ হচ্ছে আসক্তির যথার্থ ভিত্তি, দেহটি নয়। যেহেতু জীবেরা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ, সেই পরমাত্মা বা ভগবান হচ্ছেন সকলের প্রতি আসক্তির যথার্থ ভিত্তি। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুর প্রতি তার প্রেমের এই মূল তত্ত্বকে ভুলে গেছে, তার প্রেম কেবল ক্ষণিকের, কেননা সে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন। মানুষ যতই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, ততই সে প্রকৃত প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেউই প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুকে ভালবাসতে পারে না।

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে *কুর্যাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে 'তা অবশ্যই পেতে হবে'। প্রেমের তত্ত্বের প্রতি আমাদের যে অবশ্যই অধিক থেকে অধিকতর আসক্ত হতে হবে, তাতে জোর দেওয়ার জন্যই এই কথা বলা হয়েছে। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবের উপরই কেবল মায়া তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, পরমাত্মার উপর কখনও তার প্রভাব সে বিস্তার করতে পারে না। মায়াবাদী দার্শনিকেরা জীবের উপর মায়ার প্রভাব স্বীকার করে, পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। কিন্তু যেহেতু পরমাত্মার প্রতি তাদের প্রকৃত প্রেম নেই, তাই তারা চিরকাল মায়ার প্রভাবে আবদ্ধ থাকে এবং পরমাত্মার ধারে কাছে পর্যন্ত যেতে পারে না। পরমাত্মার প্রতি অনুরাগের অভাবের ফলেই তাদের এই অক্ষমতা। একজন ধনী কৃপণ কিভাবে তার ধনের সদ্ব্যবহার করতে হয় তা জানে না, এবং তাই অত্যন্ত ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার কৃপণ স্বভাবের জন্য সে চিরকাল দরিদ্র থাকে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাঁর ধনের সদ্ব্যবহার করতে জানেন, তাঁর অল্প পুঁজি থাকা সত্ত্বেও অচিরেই তিনি ধনবান হন।

চক্ষু এবং সূর্যের সঙ্গে এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কেননা সূর্যের আলোক ব্যতীত চক্ষু দর্শন করতে পারে না। কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গ তাপের উৎসরূপে সূর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে চক্ষুর থেকেও অধিক উপকৃত হয়। সূর্যের প্রতি অনুরাগ না থাকার ফলে চক্ষু সূর্য কিরণকে সহ্য করতে পারে না: অথবা পক্ষান্তরে বলা যায়, সেই প্রকার চক্ষুর সূর্য-কিরণের উপযোগিতা উপলব্ধি করার কোন ক্ষমতা নেই। তেমনই জ্ঞানী দার্শনিকেরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পরমব্রহ্মের কৃপার সদ্ব্যবহার করতে পারে না, কেননা তাদের অনুরাগের অভাব। বহু নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা চিরকাল মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে, কেননা যদিও তারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে ব্রতী হয়, তবুও ব্রহ্মের প্রতি তারা কোন রকম অনুরাগ অর্জন করতে পারে না, অথবা একটি ভ্রান্ত পন্থা অনুসরণ করার ফলে সেই অনুরাগ বিকশিত করার কোন সম্ভাবনাও তাদের থাকে না। সূর্যদেবের ভক্ত চক্ষুহীন হলেও এই গ্রহ থেকেও সূর্যদেবকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু যে সূর্যদেবের ভক্ত নয়, সে উজ্জ্বল সূর্য-কিরণকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তেমনই জ্ঞানী না হলেও, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ প্রেমের বিকাশের ফলে, যে-কেউ অন্তরের অন্তঃস্থলে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে। সর্ব অবস্থাতেই ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার চেষ্টা করা উচিত, এবং তাহলে সমস্ত বিরুদ্ধ সমস্যার সমাধান হবে।

শ্লোক ৪৩

সর্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা ।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ৪৩ ॥

সর্ব—সমস্ত; **বেদ-ময়েন**—পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের অধীন; **ইদম্**—এই ; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **আত্মা**—তুমি; **আত্ম-যোনিনা**—সরাসরিভাবে ভগবান থেকে যার জন্ম হয়েছে ; **প্রজাঃ**—জীবসমূহ; **সৃজ**—সৃষ্টি কর; **যথা-পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **যাঃ**—যা; **চ**—ও; **ময়ি**—আমাতে; **অনুশেরতে**—শায়িত।

অনুবাদ

আমার নির্দেশ অনুসরণ করে, পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব কারণের পরম কারণ আমার থেকে সরাসরিভাবে তুমি যে দেহ প্রাপ্ত হয়েছ, তার দ্বারা তুমি এখন পূর্বের মতো প্রজা সৃষ্টি কর।

শ্লোক ৪৪

মৈত্রেয় উবাচ

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে ॥ ৪৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **তস্মৈ**—তাকে; **এবম্**—এইভাবে; **জগৎ-স্রষ্ট্রে**—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে; **প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরঃ**—আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান; **ব্যজ্য ইদম্**—এই নির্দেশ দেওয়ার পর; **স্বেন**—তিনি স্বয়ং; **রূপেণ**—তাঁর স্বরূপে; **কঞ্জ-নাভঃ**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ; **তিরোদধে**—অন্তর্হিত হলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে এইভাবে বিস্তার করার নির্দেশ দিয়ে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

বিশ্ব সৃষ্টির কার্য আরম্ভ করার পূর্বে ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। সেইটিই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ব্যাখ্যা। জগৎ যখন ব্রহ্মার সৃজন ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করছিল, তখন ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং তাই ভগবান তাঁর স্বরূপে সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নিত্য রূপ ব্রহ্মার প্রচেষ্টায় সৃষ্ট হয়নি, যা মূর্খ মানুষেরা কল্পনা করে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বরূপে ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সেই রূপে তিনি তাঁর কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, যাতে জড়ের লেশমাত্রও ছিল না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

সৃষ্টির বিভাগ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রজাঃ সসর্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীর্বিভুঃ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—শ্রীবিদুর বললেন; **অন্তর্হিতে**—অন্তর্ধানের পর; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ব্রহ্মা**—প্রথম সৃষ্ট জীব; **লোক-পিতামহঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের পিতামহ ; **প্রজাঃ**—সন্তান-সন্ততি; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **কতিধাঃ**—কত; **দৈহিকীঃ**—শরীর থেকে; **মানসীঃ**—মন থেকে; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমাকে বলুন ভগবানের অন্তর্ধানের পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর শরীর এবং মন থেকে জীবেদের শরীর সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ২

যে চ মে ভগবন্ পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহুবিত্তম ।
তান্ বদস্বানুপূর্ব্যেণ ছিন্ধি নঃ সর্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

যে—তারা সকলে; **চ**—ও; **মে**—আমার দ্বারা; **ভগবন্**—হে শক্তিমান; **পৃষ্টাঃ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্য; **বহু-বিৎ-তম**—হে মহাজ্ঞানী; **তান্**—তারা সকলে; **বদস্ব**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **আনুপূর্ব্যেণ**—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত; **ছিন্ধি**—কৃপা করে দূর করুন; **নঃ**—আমার; **সর্ব**—সমস্ত; **সংশয়ান্**—সন্দেহ।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী! দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করুন, এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমি আপনাকে যে-সব প্রশ্ন করেছি, সে সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞানদান করুন।

তাৎপর্য

বিদুর মৈত্রেয় মুনির কাছে সমস্ত সুসঙ্গত প্রশ্ন করেছিলেন, কেননা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন মৈত্রেয়। গুরুর যোগ্যতা সম্বন্ধে আস্থা থাকা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষত পারমার্থিক প্রশ্নের উত্তর লাভের আশায় কখনও কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যাওয়া উচিত নয়। শিক্ষক যদি সেই সমস্ত প্রশ্নের কাল্পনিক উত্তর দান করে, তাহলে কেবল সময়েরই অপচয় হয়।

শ্লোক ৩

সূত উবাচ

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্রা কৌষারবির্মুনিঃ ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব ॥ ৩ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঞ্চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **তেন**—তার দ্বারা; **ক্ষত্রা**—বিদুর কর্তৃক; **কৌষারবিঃ**—কুষারের পুত্র; **মুনিঃ**—মহান ঋষি; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তান্**—সেই; **প্রশ্নান্**—প্রশ্নাবলী; **হৃদি-স্থান্**—তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে; **অথ**—এইভাবে; **ভার্গব**—হে ভৃগুপুত্র।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে ভৃগুপুত্র! বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সব কিছুই তাঁর হৃদয়ে ছিল, এবং তিনি এইভাবে একে একে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

সূত উবাচ ('সূত গোস্বামী বললেন') বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে আলোচনায় ছেদ পড়েছিল। শুকদেব গোস্বামী

যখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূত গোস্বামী ছিলেন বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর একজন সদস্য। কিন্তু সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কাছে সেই কথা শোনাচ্ছিলেন, যাদের নেতা ছিলেন শুকদেব গোস্বামীর একজন শিষ্য শৌনক ঋষি। তার ফলে অবশ্য এই বিষয়ে কোন তত্ত্বগত পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে না।

শ্লোক ৪

মৈত্রেয় উবাচ

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যথাহ ভগবানজঃ ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দিব্যম্**—দিব্য; **বর্ষ-শতম্**—একশত বৎসর; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **আত্মনি**—ভগবানকে; **আত্মানম্**—তিনি স্বয়ং; **আবেশ্য**—নিযুক্ত করে; **যথা-আহ**—যেভাবে বলা হয়েছিল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অজঃ**—অজ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা এইভাবে একশত দিব্য বর্ষ ধরে তপস্যা করেছিলেন, এবং নিজেকে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সেবায় যুক্ত করেছিলেন, তার মানে হচ্ছে তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। সেইটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা যা অন্তহীন কাল ধরে অনুষ্ঠান করা যায়। এই সেবা নিত্য এবং চির উৎসাহ-ব্যঞ্জক, তাই এই সেবা থেকে অবসর গ্রহণের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ৫

তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ ।
পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্যেণ কম্পিতম্ ॥ ৫ ॥

তৎ বিলোক্য—তা দেখে; **অব্জ-সম্ভূতঃ**—যাঁর জন্মস্থান ছিল একটি পদ্ম; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **যৎ**—যা; **অধিষ্ঠিতঃ**—যার উপরে তিনি অবস্থিত ছিলেন; **পদ্মম্**—পদ্ম; **অম্ভঃ**—জল; **চ**—ও; **তৎ-কাল-কৃত**—যা শাশ্বত কালের দ্বারা প্রভাবিত ছিল; **বীর্যেণ**—এর অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা; **কম্পিতম্**—কাঁপছিল।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা দেখলেন, যে পদ্মে তিনি অবস্থিত ছিলেন এবং যে জলের ভিতর সেই কমলটি উদ্ভূত হয়েছিল, তারা উভয়ই প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে কম্পিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

জড় জগৎকে মায়িক বলা হয়, কেননা এইটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় সেবার বিস্মরণের স্থান। তার ফলে যারা এই জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা কখনও কখনও এখানকার কদর্য পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হন। মায়া এবং ভক্তের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হয়, এবং কখনও কখনও দুর্বল ভক্তেরা শক্তিশালী মায়ার আক্রমণের শিকার হন। ব্রহ্মা অবশ্য ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, এবং তাই তিনি অপরা শক্তির শিকার হননি, যদিও তা যখন তাঁর আসন এবং সত্তাকে আন্দোলিত করেছিল, তখন সেইটি তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়েছিল।

শ্লোক ৬

তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া ।
বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্ বায়ুং সহাম্ভসা ॥ ৬ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **হি**—নিশ্চয়ই; **এধমানেন**—বর্ধমান; **বিদ্যয়া**—চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা; **চ**—ও; **আত্ম**—নিজে; **সংস্থয়া**—স্বরূপে স্থিত হয়ে; **বিবৃদ্ধ**—পূর্ণতা প্রাপ্ত; **বিজ্ঞান**—ব্যবহারিক জ্ঞান; **বলঃ**—শক্তি; **ন্যপাৎ**—পান করেছিলেন; **বায়ুম্**—বায়ু; **সহ অম্ভসা**—জলসহ ।

অনুবাদ

দীর্ঘ তপস্যা এবং আত্ম উপলব্ধির চিন্ময় জ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রহ্মা ব্যবহারিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি জলসহ সেই বায়ু সম্পূর্ণরূপে পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার জীবনসংগ্রাম হচ্ছে এই জড় জগতের জীব ও মায়া নামক মোহিনী শক্তির মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষের একটি সবিশেষ দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে এই যুগের জীবেরা সকলেই জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি এবং চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা কেউ জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারে, যা আমাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে, এবং আধুনিক যুগে উন্নত জড় বিজ্ঞান-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তপশ্চর্যা জড়া প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অতি আশ্চর্যজনক ভূমিকা অবলম্বন করেছে। কিন্তু যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রেমময়ী সেবার মনোভাব নিয়ে তাঁর আদেশ পালন করা হয়, তাহলে জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায়।

শ্লোক ৭

তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্ ।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭ ॥

তৎ বিলোক্য—তার ভিতরে দেখে; **বিয়ৎ-ব্যাপি**—অত্যন্ত বিস্তৃত; **পুষ্করম্**—পদ্ম; যৎ—যা; **অধিষ্ঠিতম্**—তিনি সমাসীন ছিলেন; **অনেন**—এর দ্বারা; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহমণ্ডল; **প্রাক্-লীনান্**—পূর্বে প্রলয়ে লীন হয়েছিল; **কল্পিতা অস্মি**—আমি সৃষ্টি করব; **ইতি**—এইভাবে; **অচিন্তয়ৎ**—তিনি চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি দেখলেন, যে পদ্মে তিনি সমাসীন ছিলেন তা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত, তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন, পূর্বে প্রলয়ের সময় এই কমলে যে গ্রহসমূহ লীন হয়েছিল, সেইগুলি তিনি কিভাবে সৃষ্টি করবেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে কমলে সমাসীন ছিলেন, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের বীজ সঞ্চার করা হয়েছিল। ভগবান ইতিপূর্বেই সমস্ত গ্রহগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবাত্মাও ব্রহ্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। জড় জগৎ এবং সমস্ত জীব বীজরূপে ভগবান পূর্বেই উৎপন্ন করে রেখেছিলেন, আর ব্রহ্মার কাজ ছিল সেই সমস্ত বীজগুলিকে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই বাস্তবিক সৃষ্টিকে বলা হয় *সর্গ*, এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তার পরবর্তী অভিব্যক্তিকে বলা হয় *বিসর্গ* ।

শ্লোক ৮

পদ্মকোশং তদাবিশ্য ভগবৎকর্মচোদিতঃ ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥ ৮ ॥

পদ্ম-কোশম্—পদ্মের কর্ণিকার; **তদা**—তখন; **আবিশ্য**—ভিতরে প্রবেশ করে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **কর্ম**—কার্যে; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **একম্**—এক; **ব্যভাঙ্ক্ষীৎ**—বিভক্ত; **উরুধা**—মহৎ বিভাজন; **ত্রিধা**—তিন বিভাগ; **ভাব্যম্**—পুনরায় সৃষ্টির যোগ্য; **দ্বি-সপ্তধা**—চৌদ্দটি বিভাগ

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রবেশ করলেন, এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেই পদ্মটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং তারপর চৌদ্দটি বিভাগে বিভক্ত করলেন।

শ্লোক ৯

এতাবাঞ্জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ ।
ধর্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯ ॥

এতাবান্—এই পর্যন্ত; **জীব-লোকস্য**—জীব অধ্যুষিত গ্রহসমূহের; **সংস্থা-ভেদঃ**—নিবাসের বিভিন্ন স্থিতি; **সমাহৃতঃ**—পূর্ণরূপে সম্পাদন করে; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **হি**—নিশ্চয়ই; **অনিমিত্তস্য**—অহৈতুকী; **বিপাকঃ**—পরিপক্ক অবস্থা; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি; **অসৌ**—তা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর পরিপক্ক চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ। তাই তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের বাসের জন্য চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জীবের সমস্ত গুণের আধার। জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা কেবল সেই সমস্ত গুণাবলীর এক নগণ্য অংশ প্রতিফলিত করে, এবং তাই তাদের

কখনও কখনও বলা হয় প্রতিবিম্ব। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এই প্রতিবিম্ব জীবেরা বিভিন্ন মাত্রায় ভগবানের আদি গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন, এবং সেই সমস্ত গুণাবলীর মাত্রা অনুসারে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন গ্রহে স্থান প্রাপ্ত হয়। নিম্নে পাতাললোক, মধ্যে ভূর্লোক এবং ঊর্ধ্বে স্বর্লোক—এই ত্রিভুবনের স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা। তার থেকেও ঊর্ধ্বে যে মহর্লোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং ব্রহ্মালোক রয়েছে , তা প্রলয় বারিতে লীন হয় না। তার কারণ হচ্ছে, সেখানকার অধিবাসীদের ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি। সেখানকার অধিবাসীদের অস্তিত্ব *দ্বিপরার্ধ* কাল; তারপর তাঁরা সাধারণত জড় জগতের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ১০

বিদুর উবাচ

যথাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ১০ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **যথা**—যেমন; **আত্থ**—আপনি যেভাবে বলেছেন; **বহু-রূপস্য**—বহু রূপ সমন্বিত; **হরেঃ**—ভগবানের; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **কর্মণঃ**—কর্ম সম্পাদনকারীর; **কাল**—সময়; **আখ্যম্**—নামক; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **ব্রহ্মন্**—হে তত্ত্ববেত্তা ব্রাহ্মণ; **যথা**—যেমন; **বর্ণয়**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভো।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু! হে তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি! দয়া করে শাশ্বত কাল সম্বন্ধে আপনি বর্ণনা করুন, যা অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের একটি রূপ। সেই শাশ্বত কালের লক্ষণ কি? কৃপা করে বিস্তারিতভাবে তা আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

সমগ্র বিশ্ব পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সত্তার অভিব্যক্তি, এবং শাশ্বত কালরূপে এখানে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশেষ বিশেষ দেহের সম্বন্ধ বা অনুপাত অনুসারে এই নিয়ন্ত্রণকারী

কাল বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয়। আণবিক লয়ের একটি কাল রয়েছে আবার ব্রহ্মাণ্ডের লয়ের আর একটি কাল রয়েছে। মানুষের শরীরের লয়ের একটি কাল রয়েছে , আবার বিরাটরূপের লয়ের একটি কাল রয়েছে। তার উপর আবার বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কর্মফল-জনিত কর্ম সবই নির্ভর করে কালের উপর। বিভিন্ন প্রকার ভৌতিক অভিব্যক্তি এবং বিনাশের কাল সম্বন্ধে বিদুর বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

মৈত্রেয় উবাচ

গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **গুণ-ব্যতিকর**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়ার ফলে; **আকারঃ**—উৎস; **নির্বিশেষঃ**—বৈচিত্র্যহীন; **অপ্রতিষ্ঠিতঃ**—অসীম; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তৎ**—তা; **উপাদানম্**—উপাদান; **আত্মানম্**—জড় সৃষ্টি; **লীলয়া**—তাঁর লীলার দ্বারা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—শাশ্বত কাল হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার আদি উৎস। তা অপরিবর্তনীয় এবং অসীম, এবং তা প্রাকৃত সৃষ্টিতে ভগবানের লীলার নিমিত্ত মাত্র।

তাৎপর্য

নির্বিশেষ কাল পরমেশ্বর ভগবানের নিমিত্তরূপে জড় জগতের পটভূমি। তা জড়া প্রকৃতিকে সহায়তা করার জন্য প্রদত্ত উপাদান। কালের আদি ও অন্ত কেউ জানে না, এবং কালই কেবল জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই কাল হচ্ছে সৃষ্টির জড় কারণ এবং তাই তা পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় প্রকাশ। কালকে ভগবানের নির্বিশেষ রূপ বলে মনে করা হয়।

আধুনিক যুগের মানুষও নানাভাবে কালের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এর যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেউ কেউ প্রায় সেইভাবেই কালকে স্বীকার করে। যেমন ইহুদি সাহিত্যে কালকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—"ঈশ্বর, যিনি পুরাকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রচারকদের মাধ্যমে পিতৃদের কাছে বলেছিলেন ......।" অধিবিদ্যার দর্শনে কালকে পরমতত্ত্ব এবং বাস্তব বলে নির্ণয় করা হয়েছে। মহাকাল নিরবচ্ছিন্ন এবং জড় বস্তুর গতির দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র অনুসারে গতি, বিশেষ বস্তুর স্থিতি এবং পরিবর্তন অনুসারে কালের গণনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বস্তুর আপেক্ষিকতার সঙ্গে কালের কোন সম্পর্ক নেই; পক্ষান্তরে কালের ভিত্তিতে সব কিছু আকার প্রাপ্ত হয়েছে এবং অবস্থান করছে। কাল আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের সাধারণ মাপকাঠি, যার মাধ্যমে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে মাপি, কিন্তু প্রকৃত বিচারে কালের আদি নেই বা অন্ত নেই। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, কোটি কোটি মুদ্রা দিয়েও এক পলক কাল খরিদ করা যায় না, এবং তাই এক মুহূর্ত কালের অপচয়কে জীবনের সবচাইতে বড় ক্ষতি বলে মনে করতে হবে। কাল কোন প্রকার মনোবিজ্ঞানের বিষয় নয়, এবং কালের একক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে বাস্তব বস্তু নয়, পক্ষান্তরে তা বিশেষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

তাই শ্রীল জীব গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন, কাল হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরস্পর সংমিশ্রিত। বহিরঙ্গা প্রকৃতি বা জড়া প্রকৃতি কালরূপে স্বয়ং ভগবানের অধ্যক্ষতার নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই মনে হয়, জড়া প্রকৃতি এই জগতে বহু আশ্চর্যজনক বস্তু রচনা করেছে। ভগবদ্‌গীতায় (৯/১০) এই সিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

শ্লোক ১২

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া ।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা ॥ ১২ ॥

বিশ্বম্—জড় জগৎ; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **ব্রহ্ম**—পরম; **তৎ-মাত্রম্**—ঠিক তেমন; **সংস্থিতম্**—অবস্থিত; **বিষ্ণু-মায়য়া**—বিষ্ণুশক্তির দ্বারা; **ঈশ্বরেণ**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **পরিচ্ছিন্নম্**—পৃথক; **কালেন**—শাশ্বত কালের দ্বারা; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত; **মূর্তিনা**—রূপের দ্বারা।

অনুবাদ

এই জগৎ জড়া প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ অব্যক্ত কালের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন। তা বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ভগবানের বস্তুগত অভিব্যক্তিরূপে অবস্থিত।

তাৎপর্য

পূর্বে নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/২০) *ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ*—এই অব্যক্ত জগৎ ভগবানেরই প্রকাশ, কিন্তু তা ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে প্রতিভাত হয়। এইটি মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে, কালের প্রভাবে তা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন। এটা অনেকটা টেপ রেকর্ডে ধরে রাখা কণ্ঠস্বরের মতো, যা এখন সেই ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। টেপরেকর্ডিং যেমন টেপে রয়েছে, তেমনই সমগ্র জগৎ জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং কালের দ্বারা তা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। তাই জড় জগৎ-ভগবানের বস্তুগত প্রকাশ, এবং তা মায়াবাদীদের বহু উপাসিত ভগবানের নির্বিশেষ রূপেরই প্রকাশ।

শ্লোক ১৩

যথেদানীং তথাগ্রে চ পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ১৩ ॥

যথা—যেমন; **ইদানীম্**—সম্প্রতি; **তথা**—তেমন; **অগ্রে**—শুরুতে; **চ**—এবং; **পশ্চাৎ**—শেষে; **অপি**—ও; **এতৎ ঈদৃশম্**—তা তেমনই থাকে।

অনুবাদ

এই জড় সৃষ্টি এখন যেমন আছে, পূর্বেও তেমনই ছিল, এবং ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে।

তাৎপর্য

জড় জগতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পুনরাবৃত্তির একটি সুসংবদ্ধ কার্যক্রম রয়েছে। যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/৮) বলা হয়েছে—*ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ* । এখন যেভাবে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে যেভাবে তার ধ্বংস হবে, তেমনই পূর্বেও তার অস্তিত্ব ছিল এবং ভবিষ্যতেও যথাসময়ে পুনরায় তার সৃষ্টি হবে, পালন হবে ও ধ্বংস হবে। তাই, কালের সুসংবদ্ধ কার্যকলাপ নিত্য

এবং তাকে কখনও মিথ্যা বলা যায় না। জড় জগতের প্রকাশ ক্ষণস্থায়ী এবং আনুষঙ্গিক, কিন্তু তা মিথ্যা নয়, যা মায়াবাদী দার্শনিকেরা দাবি করে থাকে।

শ্লোক ১৪

সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ১৪ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **নব-বিধঃ**—নয় প্রকার; **তস্য**—এর; **প্রাকৃতঃ**—জড়; **বৈকৃতঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যা; **কাল**—শাশ্বত কাল; **দ্রব্য**—পদার্থ; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ; **অস্য**—এর; **ত্রি-বিধঃ**—তিন প্রকার; **প্রতিসংক্রমঃ**—বিনাশ।

অনুবাদ

গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সৃষ্টি হয়, এ ছাড়া আরও ন'টি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি রয়েছে। শাশ্বত কাল, জড় উপাদান এবং কোন ব্যক্তির গুণগত কর্মের ফলে তিন প্রকার প্রলয় রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে নির্ধারিতভাবে সৃষ্টি এবং লয় হয়। ভৌতিক তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে অন্য রকম সৃষ্টিও হয়, যা সম্পাদিত হয় ব্রহ্মার মনীষার দ্বারা। পরে তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এখন কেবল প্রাথমিক তত্ত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তিন প্রকার লয় হচ্ছে— (১) নির্ধারিত সময়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ, (২) অনন্ত দেবের মুখনিঃসৃত অগ্নিজনিত প্রলয়, এবং (৩) ব্যক্তিগত গুণাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মৃত্যু।

শ্লোক ১৫

আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

আদ্যঃ—প্রথম; **তু**—কিন্তু; **মহতঃ**—মহত্তত্ত্ব; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **গুণ-বৈষম্যম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বরের; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **তু**—কিন্তু; **অহমঃ**—অহঙ্কার; **যত্র**—যেখানে; **দ্রব্য**—জড় উপাদান; **জ্ঞান**—ভৌতিক জ্ঞান; **ক্রিয়া-উদয়ঃ**—কর্মের জাগরণ।

অনুবাদ

নয় প্রকার সৃষ্টির প্রথমটি হচ্ছে মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র জড় উপাদানজনিত সৃষ্টি, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রকৃতির গুণগুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে, অহঙ্কারের উদ্ভব হয় যাতে জড় উপাদানসমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং প্রাকৃত কর্মের উদয় হয়।

তাৎপর্য

জড় সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রথমে যার উদ্ভব হয়, তাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব। জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যার ফলে জীব মনে করে, সে জড় উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এই অহঙ্কারের ফলে জীব তার দেহ এবং মনকে তার আত্মা বলে মনে করে। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টির পর, সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে জড় উপাদানসমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং জড় জাগতিক কর্মের উদ্ভব হয়। জ্ঞান বলতে জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের বোঝায়। ক্রিয়া বলতে কর্মেন্দ্রিয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের বোঝায়। এই সবেরই উদ্ভব হয় সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে।

শ্লোক ১৬

ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্ ।
চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ১৬ ॥

ভূত-সর্গঃ—জড় তত্ত্বের সৃষ্টি; **তৃতীয়ঃ**—তৃতীয়; **তু**—কিন্তু; **তৎ-মাত্রঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **দ্রব্য**—উপাদানসমূহের; **শক্তিমান্**—উৎপাদক; **চতুর্থঃ**—চতুর্থ; **ঐন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় বিষয়ক; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **যঃ**—যা; **তু**—কিন্তু; **জ্ঞান**—জ্ঞান অর্জনকারী; **ক্রিয়া**—কার্য; **আত্মকঃ**—মূলত।

অনুবাদ

তৃতীয় সৃষ্টিতে তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার থেকে উপাদানসমূহের উদ্ভব হয়েছে। চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।

শ্লোক ১৭

বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ ।
ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ ॥ ১৭ ॥

বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণের ক্রিয়া; **দেব**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **পঞ্চমঃ**—পঞ্চম; **যৎ**—যা; **ময়ম্**—সমগ্র; **মনঃ**—মন; **ষষ্ঠঃ**—ষষ্ঠ; **তু**—কিন্তু; **তমসঃ**—তমোগুণের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **যঃ**—যা; **তু**—অনুপূরক; **অবুদ্ধি-কৃতঃ**—বুদ্ধিহীন করা হয়েছে ; **প্রভোঃ**—প্রভুর।

অনুবাদ

সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জাত দেবতাগণ এবং মন হচ্ছে পঞ্চম সৃষ্টি। ষষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে অজ্ঞান অন্ধকার, যার ফলে জীব বুদ্ধিহীনের মতো আচরণ করে।

তাৎপর্য

স্বর্গের অধিবাসীদের দেবতা বলা হয়, কেননা তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত। *বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ*—বিষ্ণুর সমস্ত ভক্তদের বলা হয় দেবতা, আর তার বিপরীত ভাবাপন্ন যারা, তাদের বলা হয় অসুর। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে এইটি হচ্ছে বিভেদ। দেবতারা জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অবস্থিত আর অসুরেরা রজ ও তমোগুণে অবস্থিত। দেবতাদের উপর জড় জগতের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আমাদের একটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু এবং তা আলোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর সেই আলোক বিতরণ করে সূর্যকিরণ, এবং সেই সূর্যকিরণের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হচ্ছেন সূর্যদেব। তেমনই মন চন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের সহকারী।

দেবতাদের সৃষ্টির পর সমস্ত জীবেরা অবিদ্যার অন্ধকারে আবৃত হয়। জড়া প্রকৃতির প্রতিটি জীব জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার বন্ধনে আবদ্ধ। জীব যদিও জড় জগতের প্রভু, তবুও সে অবিদ্যার দ্বারা প্রকৃতির মালিক হওয়ার ভ্রান্ত ধারণার অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অবিদ্যা নামক ভগবানের শক্তি বদ্ধ জীবের ভ্রান্তি উৎপাদনকারী তত্ত্ব। জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় *অবিদ্যা,* কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সেই শক্তি *বিদ্যা* বা শুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবানের মহামায়া যোগমায়ায় রূপান্তরিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তের কাছে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। জড়া প্রকৃতিকে তাই মনে হয় তিনটি স্তরে

ক্রিয়া করছে—জড় জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, অজ্ঞান এবং জ্ঞানরূপে। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞানশক্তি সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধ জীবেরা মূলত মূর্খ নয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে তারা মূর্খে পরিণত হয়েছে, এবং তার ফলে তারা যথাযথ উপায়ে জ্ঞানের উপযোগ করতে অক্ষম।

অজ্ঞানের প্রভাবে বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—এই পাঁচ প্রকার মোহের দ্বারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১৮

ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু ।
রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ ॥ ১৮ ॥

ষট্—ছয়; **ইমে**—এই সমস্ত; **প্রাকৃতাঃ**—জড়া প্রকৃতির; **সর্গাঃ**—সৃষ্টি; **বৈকৃতান্**—ব্রহ্মা কর্তৃক গৌণ সৃষ্টি; **অপি**—ও; **মে**—আমার থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **রজঃ-ভাজঃ**—রজোগুণের (ব্রহ্মার) অবতারের; **ভগবতঃ**—মহাশক্তিশালীর; **লীলা**—লীলা; **ইয়ম্**—এই; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবান; **মেধসঃ**—যাঁর মেধা এই প্রকার।

অনুবাদ

উপরোক্ত এই সমস্ত সৃষ্টিগুলি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রাকৃত সৃষ্টি। এখন আমার কাছে রজোগুণের অবতার ব্রহ্মার সৃষ্টির বিষয়ে শ্রবণ কর, সৃষ্টি রচনার বিষয়ে যাঁর মেধা ভগবানেরই মতো।

শ্লোক ১৯

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাং চ যঃ ।
বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্সারা বীরুধো দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

সপ্তমঃ—সপ্তম; **মুখ্য**—প্রধান; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **তু**—অবশ্যই; **ষট্-বিধঃ**—ছয় প্রকার; **তস্থুষাম্**—স্থাবরদের; **চ**—ও; **যঃ**—যারা; **বনস্পতি**—পুষ্পবিহীন ফলের গাছ; **ওষধি**—যে গাছ ফসল পাকার পর শুকিয়ে যায়; **লতা**—লতা; **ত্বক্সারাঃ**—বাঁশ জাতীয় বৃক্ষ; **বীরুধঃ**—আশ্রয়হীন লতা; **দ্রুমাঃ**—যে গাছে ফুল ও ফল হয়।

অনুবাদ

সপ্তম সৃষ্টি স্থাবরসমূহের সৃষ্টি, তা ছয় প্রকার—বনস্পতি (পুষ্পবিহীন ফলবান বৃক্ষ), ওষধি (যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়), লতা, ত্বক্‌সার (বেণু বৃক্ষ), বীরুধ (আরোহণে অক্ষম লতা), এবং দ্রুম (পুষ্পসমূহের দ্বারা ফলবান)।

শ্লোক ২০

উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ২০ ॥

উৎস্রোতসঃ—আহারের জন্য ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল; **তমঃ-প্রায়াঃ**—প্রায় অচৈতন্য; **অন্তঃ-স্পর্শাঃ**—অন্তরে স্বল্প অনুভূতি-বিশিষ্ট; **বিশেষিণঃ**—বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি-বিশিষ্ট।

অনুবাদ

সমস্ত স্থাবর প্রাণী আহারার্থে ঊর্ধ্বে সঞ্চরণশীল। তারা প্রায় অচেতন, কিন্তু তাদের অন্তরে বেদনার অনুভূতি আছে। তারা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত।

শ্লোক ২১

তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশদ্বিধো মতঃ ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২১ ॥

তিরশ্চাম্—নিম্ন স্তরের পশু; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **সঃ**—তারা; **অষ্টাবিংশৎ**—আটাশ; **বিধঃ**—প্রকার; **মতঃ**—মনে করা হয়; **অবিদঃ**—আগামী কাল সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই; **ভূরি**—অত্যধিক; **তমসঃ**—অজ্ঞ; **ঘ্রাণ-জ্ঞাঃ**—ঘ্রাণের দ্বারা যারা ঈপ্সিত বস্তু সম্বন্ধে জানতে পারে; **হৃদি অবেদিনঃ**—হৃদয়ে অল্প স্মরণে সক্ষম।

অনুবাদ

অষ্টম সৃষ্টি নিম্ন স্তরের প্রাণীদের সৃষ্টি। তারা বিভিন্ন প্রকারের, এবং তাদের সংখ্যা আটাশ। তারা অত্যন্ত মূর্খ এবং অজ্ঞ। তারা ঘ্রাণের দ্বারা তাদের অভীষ্ট বস্তুকে জানতে পারে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে কোন বস্তুর স্মরণ করতে অক্ষম।

তাৎপর্য

বেদে নিম্ন স্তরের পশুদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*অথেতরেষাং পশূনাঃ অশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকাবিতি; যদ্ বা, ভূরিতমসো বহুরুষঃ ঘ্রাণেনৈব জানন্তি হৃদ্যং প্রতি স্বপ্রিয়ং বস্ত্বেব বিন্দন্তি ভোজনশয়নাদ্যর্থং গৃহ্ণন্তি* । "নিম্ন স্তরের পশুদের কেবল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার জ্ঞান রয়েছে। তাদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা নেই, এবং দূরদৃষ্টি নেই। তাদের ব্যবহার ভদ্রতার রীতিনীতির অপেক্ষা করে না। অত্যন্ত অজ্ঞ হওয়ার ফলে তারা তাদের ঈপ্সিত বস্তু কেবল ঘ্রাণের দ্বারা জানতে পারে, এবং এই রকম বুদ্ধিতেই কেবল তারা তাদের অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়ে বুঝতে পারে। তাদের জ্ঞান কেবল আহার এবং নিদ্রার মধ্যেই সীমিত।" তাই বাঘের মতো হিংস্র পশুকে পর্যন্ত কেবল নিয়মিতভাবে আহার এবং শয়নের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পোষ মানানো যায়। কেবল সাপকে এই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা পোষ মানানো যায় না।

শ্লোক ২২

গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ সূকরো গবয়ো রুরুঃ ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম ॥ ২২ ॥

গৌঃ—গাভী; **অজঃ**—ছাগল; **মহিষঃ**—মহিষ; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণসার মৃগ; **সূকরঃ**—শূকর; **গবয়ঃ**—গোসদৃশ এক প্রকার পশু; **রুরুঃ**—হরিণ; **দ্বি-শফাঃ**—দুই খুরবিশিষ্ট; **পশবঃ**—পশু; **চ**—ও; **ইমে**—এই সমস্ত; **অবিঃ**—ভেড়া; **উষ্ট্রঃ**—উট; **চ**—এবং; **সত্তম**—হে বিশুদ্ধতম।

অনুবাদ

হে বিশুদ্ধতম বিদুর! নিম্ন স্তরের পশুদের মধ্যে গাভী, ছাগল, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর, গবয়, হরিণ, ভেড়া, উট এরা সকলে দুই খুরবিশিষ্ট।

শ্লোক ২৩

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা ।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্ ॥ ২৩ ॥

খরঃ—গর্দভ; অশ্বঃ—ঘোড়া; অশ্বতরঃ—খচ্চর; গৌরঃ—সাদা হরিণ; শরভঃ—বৃষ; চমরী—চমরী গাভী; তথা—এইভাবে; এতে—এই সমস্ত; চ—এবং; এক—এক; শফাঃ—খুর; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; শৃণু—শ্রবণ কর; পঞ্চ—পাঁচ; নখান্—নখ; পশূন্—পশু।

অনুবাদ

অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ, গৌর, শরভ এবং চমরী এরা এক খুরবিশিষ্ট। এখন তুমি আমার কাছে পঞ্চ নখবিশিষ্ট পশুদের কথা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৪

শ্বা সৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জারঃ শশশল্লকৌ ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্বা—কুকুর; সৃগালঃ—শৃগাল; বৃকঃ—বৃক; ব্যাঘ্রঃ—বাঘ; মার্জারঃ—বিড়াল; শশ—খরগোশ; শল্লকৌ—শজারু; সিংহঃ—সিংহ; কপিঃ—বানরঃ; গজঃ—হাতি; কূর্মঃ—কচ্ছপ; গোধা—গোসাপ; চ—ও; মকর-আদয়ঃ—কুমির আদি।

অনুবাদ

কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, বৃক, বিড়াল, শশক, শজারু, সিংহ , বানর, হস্তী, কূর্ম, কুমির, গোসাপ ইত্যাদি পঞ্চ নখবিশিষ্ট প্রাণী।

শ্লোক ২৫

কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লূকবর্হিণঃ ।
হংসসারসচক্রাহ্বকাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥

কঙ্ক—ক্রৌঞ্চ; গৃধ্র—শকুনি; বক—বক; শ্যেন—বাজ; ভাস—ভাস; ভল্লূক—ভল্লুক; বর্হিণঃ—ময়ূর; হংস—হংস; সারস—সারস; চক্রাহ্ব—চক্রবাক; কাক—কাক; উলূক—পেঁচক; আদয়ঃ—ইত্যাদি; খগাঃ—পক্ষী।

অনুবাদ

ক্রৌঞ্চ, শকুনি, বক, বাজ, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেঁচক ইত্যাদি হচ্ছে পক্ষী।

শ্লোক ২৬

অর্বাক্স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্ ।
রজোঽধিকাঃ কর্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ ॥ ২৬ ॥

অর্বাক্—অধোমুখী; **স্রোতঃ**—খাদ্যনালী; **তু**—কিন্তু; **নবমঃ**—নবম; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **এক-বিধঃ**—এক প্রকার; **নৃণাম্**—মানুষদের; **রজঃ**—রজোগুণ; **অধিকাঃ**—অত্যন্ত প্রবল; **কর্ম-পরাঃ**—কর্মে উদ্যমশীল; **দুঃখে**—দুঃখে; **চ**—কিন্তু; **সুখ**—সুখ; **মানিনঃ**—ধারণাযুক্ত।

অনুবাদ

নিম্নগামী খাদ্যনালী-বিশিষ্ট যে মনুষ্যশ্রেণী, তা শুধু এক প্রকার, এবং তারা হচ্ছে নবম সৃষ্টি। মানুষদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। তাই মানুষ নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও সর্বদা কর্মতৎপর, এবং তারা সর্বতোভাবে নিজেদের সুখী বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে রজোগুণের প্রভাব পশুদের থেকেও বেশি, এবং তাই তাদের যৌনজীবন অধিক অনিয়মিত। যৌনক্রিয়ার জন্য পশুদের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, কিন্তু মানুষদের এই প্রকার কার্যের জন্য কোন রকম নিয়মিত সময় নেই। জড় জগতের ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষদের উন্নত চেতনা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু অজ্ঞানের ফলে তারা মনে করে, তাদের এই উন্নত চেতনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। তার ফলে পারমার্থিক উপলব্ধির পরিবর্তে, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই সব পশু প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থ করার জন্য তারা তাদের বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার করে। জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি করার দ্বারা মানুষ অধিকতর ক্লেশকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে তারা দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সুখী বলে মনে করে। এমনকি পশুরা যে প্রাকৃতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে থাকে, তার থেকেও মনুষ্যজীবনের এই দুঃখ আরও প্রবল।

শ্লোক ২৭

বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম ।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ ॥ ২৭ ॥

বৈকৃতাঃ—ব্রহ্মার সৃষ্টি; **ত্রয়ঃ**—তিন প্রকার; **এব**—নিশ্চয়ই; **এতে**—এই সমস্ত; **দেব-সর্গঃ**—দেবতাদের সৃষ্টি; **চ**—ও; **সত্তম**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর; **বৈকারিকঃ**—প্রকৃতির দ্বারা দেবতাদের সৃষ্টি; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—যা; **প্রোক্তঃ**—পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে; **কৌমারঃ**—চতুঃসন; **তু**—কিন্তু; **উভয়-আত্মকঃ**—প্রাকৃত এবং বৈকৃত উভয়ই।

অনুবাদ

হে সত্তম বিদুর। এই শেষ তিনটি সৃষ্টি এবং দেবতাদের সৃষ্টি (দশম সৃষ্টি) হচ্ছে বৈকৃত সৃষ্টি, যা পূর্ব বর্ণিত প্রাকৃত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। চতুঃসনদের সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়াত্মক।

শ্লোক ২৮-২৯

দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ ।
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্‌কৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

দেব-সর্গঃ—দেবতাদের সৃষ্টি; **চ**—ও; **অষ্ট-বিধঃ**—আট প্রকার; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণ; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **গন্ধর্ব**—উচ্চতর লোকের সুদক্ষ শিল্পী গন্ধর্বগণ; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **সিদ্ধাঃ**—পূর্ণ যোগসিদ্ধি-সমন্বিত সিদ্ধগণ; **যক্ষ**—যক্ষগণ; **রক্ষাংসি**—রাক্ষসগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **ভূত**—ভূত; **প্রেত**—প্রেত; **পিশাচাঃ**—পিশাচগণ; **চ**—ও; **বিদ্যাধ্রাঃ**—বিদ্যাধরগণ; **কিন্নর**—কিন্নরগণ; **আদয়ঃ**—আদি; **দশ এতে**—এই দশটি (সৃষ্টি); **বিদুর**—হে বিদুর; **আখ্যাতাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **সর্গাঃ**—সৃষ্টি; **তে**—তোমাকে; **বিশ্ব-সৃক্**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা (ব্রহ্মা); **কৃতাঃ**—কৃত হয়েছে।

অনুবাদ

বৈকারিক দেবসৃষ্টি আট প্রকার—(১) দেব, (২) পিতৃ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব ও অপ্সরা, (৫) যক্ষ ও রাক্ষস, (৬) সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর, (৭) ভূত, প্রেত ও পিশাচ, এবং (৮) কিন্নর ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা এঁদের সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সিদ্ধরা হচ্ছেন সিদ্ধলোকের অধিবাসী। তাঁরা বিনা যানে মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে পারেন। তাঁরা কেবল তাঁদের ইচ্ছার প্রভাবে এক গ্রহ থেকে অনায়াসে অন্য গ্রহে যেতে পারেন। তাই উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা এই গ্রহের অধিবাসীদের থেকে শিল্পকলা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক অনেক উন্নত, কেননা তাঁদের মেধা মানুষদের মেধা থেকে অনেক উৎকৃষ্ট। এখানে যে ভূত, প্রেত, পিশাচের কথা বলা হয়েছে, তাদেরও দেবতাদের মধ্যে গণনা করা হয়, কেননা তারা নানা প্রকার অসাধারণ কার্য সম্পাদন করতে পারে যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩০

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্মন্বন্তরাণি চ ।
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

অতঃ—এখানে; **পরম্**—পরে; **প্রবক্ষ্যামি**—বিশ্লেষণ করব; **বংশান্**—বংশধরগণ; **মন্বন্তরাণি**—বিভিন্ন মনুর আবির্ভাব; **চ**—এবং; **এবম্**—এইভাবে; **রজঃ-প্লুতঃ**—রজোগুণে আবিষ্ট; **স্রষ্টা**—স্রষ্টা; **কল্প-আদিষু**—বিভিন্ন কল্পে; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ম্ভু; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অমোঘ**—অব্যর্থ; **সঙ্কল্পঃ**—দৃঢ় সংকল্প; **আত্মা এব**—তিনি স্বয়ং; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আত্মনা**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এখন আমি মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। পরমেশ্বর ভগবানের রজোগুণের অবতার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা অব্যর্থ সংকল্প সহকারে প্রতি কল্পে ভগবানের শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য শক্তির মধ্যে জড় জগৎ হচ্ছে একটি শক্তির প্রকাশ; স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়েই পরম সত্যের প্রকাশ, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ* ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'সৃষ্টির বিভাগ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

পরমাণু থেকে কালের গণনা

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা ।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **চরমঃ**—অন্তিম; **সৎ**—পরিণাম; **বিশেষাণাম্**—লক্ষণসমূহ; **অনেকঃ**—অসংখ্য; **অসংযুতঃ**—অমিশ্রিত; **সদা**—সর্বদা; **পরম-অণুঃ**—পরমাণু; **সঃ**—তা; **বিজ্ঞেয়ঃ**—বোঝা উচিত; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ঐক্য**—একতা; **ভ্রমঃ**—ভ্রান্তিযুক্ত; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

জড় জগতের যে ক্ষুদ্রতম অংশ অবিভাজ্য এবং দেহরূপে যার গঠন হয় না, তাকে বলা হয় পরমাণু। তা সর্বদা তার অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান থাকে, এমনকি প্রলয়ের পরেও। জড় দেহ এই প্রকার পরমাণুর সমন্বয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমাণুর বর্ণনা করা হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণু সম্বন্ধে যে রকম ধারণা তা প্রায় একই, এবং তা কণাদের পরমাণুবাদ দর্শনে অধিক বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয় যে, পরমাণু হচ্ছে সবচাইতে ক্ষুদ্র বস্তু যাকে আর ভাগ করা যায় না, এবং এই পরমাণুর দ্বারা বিশ্বের রচনা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত প্রকার জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে, এমনকি তাতে পরমাণুবাদও রয়েছে। পরমাণু হচ্ছে শাশ্বত কালের অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রূপ।

শ্লোক ২

সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ ॥ ২ ॥

সতঃ—সক্রিয় প্রকাশের; এব—নিশ্চয়ই; পদ-অর্থস্য—ভৌতিক শরীরের; স্বরূপ-অবস্থিতস্য—প্রলয়ের সময়েও যে রূপ বিদ্যমান থাকে; যৎ—যা; কৈবল্যম্—একত্ব; পরম—সর্বোচ্চ; মহান—অসীম; অবিশেষঃ—রূপ; নিরন্তরঃ—নিত্য।

অনুবাদ

পরমাণু হচ্ছে ব্যক্ত জগতের চরম অবস্থা। যখন তারা বিভিন্ন প্রকারের শরীর নির্মাণ না করে তাদের স্বরূপে স্থিত থাকে, তখন তাদের বলা হয় পরম-মহৎ। ভৌতিক রূপে নিশ্চয়ই অনেক প্রকারের শরীর রয়েছে, কিন্তু পরমাণুর দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ৩

এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম ।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্বিভুঃ ॥ ৩ ॥

এবম্—এইভাবে; কালঃ—কাল; অপি—ও; অনুমিতঃ—মাপা হয়েছে; সৌক্ষ্ম্যে—সূক্ষ্মরূপে; স্থৌল্যে—স্থূলরূপে; চ—ও; সত্তম—হে সর্বশ্রেষ্ঠ; সংস্থান—পরমাণুর সংমিশ্রণ; ভুক্ত্যা—গতির দ্বারা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অব্যক্তঃ—অপ্রকাশিত; ব্যক্ত-ভুক্—সমস্ত ভৌতিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে; বিভুঃ—মহাশক্তিশালী।

অনুবাদ

পরমাণু-সমন্বিত শরীরের গতিবিধির মাপ অনুসারে কালের গণনা করা যায়। কাল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান হরির শক্তি, যিনি জড় জগতের অগোচর হলেও সমস্ত পদার্থের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্ ।
সতোঽবিশেষভুগ্‌যস্তু স কালঃ পরমো মহান্ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই; কালঃ—শাশ্বত কাল; পরম-অণুঃ—পারমাণবিক; বৈ—নিশ্চয়ই; যঃ—যা; ভুঙ্‌ক্তে—অতিবাহিত হয়; পরম-অণুতাম্—একটি পরমাণুর আয়তন; সতঃ—সমগ্র; অবিশেষ-ভুক্—অদ্বয় অবস্থা দিয়ে; যঃ তু—যা; সঃ—তা; কালঃ—কাল; পরমঃ—পরম; মহান্—মহান।

অনুবাদ

পরমাণুর আয়তনকে অতিক্রম করে যেটুকু সময়, সেই অনুসারে পারমাণবিক কালের আয়তনকে মাপা হয়। যে কাল সমগ্র পরমাণুর সামগ্রিক অব্যক্ত সমষ্টিকে আবৃত করে, তাকে বলা হয় পরম-মহৎ কাল।

তাৎপর্য

কাল এবং দেশ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত শব্দ। কালকে মাপা হয় কোন নির্দিষ্ট স্থানের পরমাণুদের আবৃত করার ক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রামাণিক কাল মাপা হয় সূর্যের গতি অনুসারে। একটি পরমাণুকে অতিক্রম করতে সূর্যের যেটুকু সময় লাগে, তা হচ্ছে পারমাণবিক কাল। সমগ্র অস্তিত্বের অদ্বয় প্রকাশকে আবৃত করে যে কাল, তা হচ্ছে পরম-মহৎ কাল। সব কয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এবং স্থানকে অতিক্রম করছে, এবং সেই স্থানের গণনা হয় পরমাণুর মাধ্যমে। প্রতিটি গ্রহের আবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ রয়েছে, যার মধ্যে সেই গ্রহটি অবিচলিতভাবে ভ্রমণ করে, এবং তেমনই সূর্যেরও নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কালের সম্পূর্ণ পরিমাণ যা সৃষ্টির অন্ত পর্যন্ত সমস্ত গ্রহমণ্ডলীর আবর্তনের আয়তন অনুসারে মাপা হয়, তাকে বলা হয় পরম-মহৎ কাল।

শ্লোক ৫

অণুর্দ্বৌ পরমাণূ স্যাত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ ॥ ৫ ॥

অণুঃ—দুটি পরমাণু; দ্বৌ—দুই; পরম-অণু—পরমাণু; স্যাৎ—হয়; ত্রসরেণুঃ—ছয় পরমাণু; ত্রয়ঃ—তিন; স্মৃতঃ—মনে করা হয়; জাল-অর্ক—গবাক্ষের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মি; রশ্মি—কিরণের দ্বারা; অবগতঃ—জানা যায়; খম্ এব—আকাশের প্রতি; অনুপতন্ অগাৎ—ঊর্ধ্বগামী।

অনুবাদ

স্থূল কালের গণনা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়—দুইটি পরমাণুতে একটি অণু, এবং তিনটি অণুতে একটি ত্রসরেণু। গবাক্ষের মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মির মধ্যে এই ত্রসরেণু দেখা যায়। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ত্রসরেণু ঊর্ধ্বগামী হয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে।

তাৎপর্য

পরমাণুকে অদৃশ্য বস্তুকণা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু যখন এই রকম ছ'টি পরমাণু একত্রীভূত হয়, তখন তাদের বলা হয় ত্রসরেণু, এবং গবাক্ষের পর্দার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবিষ্ট সূর্যরশ্মিতে তা দেখা যায়।

শ্লোক ৬

ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ ।
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রসরেণু-ত্রিকম্—তিনটি ত্রসরেণুর সমন্বয়; **ভুঙ্‌ক্তে**—সংযুক্ত হতে তাদের যতটুকু সময় লাগে; **যঃ**—যা; **কালঃ**—কালের পরিমাণ; **সঃ**—তা; **ত্রুটিঃ**—ত্রুটি নামক; **স্মৃতঃ**—বলা হয়; **শত-ভাগঃ**—এক শত ত্রুটি; **তু**—কিন্তু; **বেধঃ**—বেধ বলা হয়; **স্যাৎ**—হয়; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিনবার; **তু**—কিন্তু; **লবঃ**—লব; **স্মৃতঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

তিনটি ত্রসরেণু সংযুক্ত হতে যেটুকু সময় লাগে, তাকে বলা হয় ত্রুটি, একশত ত্রুটি পরিমিত কালকে বলা হয় বেধ। তিন বেধের মিলনে এক লব হয়।

তাৎপর্য

এক সেকেন্ডকে যদি ১৬৮৭.৫ ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে তার একভাগ হচ্ছে ত্রুটি, যা হচ্ছে আঠারটি পরমাণুর সংযোগের কাল। বিভিন্ন প্রকার শরীরে পরমাণুর এই প্রকার সংযোজন ভৌতিক কালের মাত্রা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রকার কালের স্থায়িত্ব গণনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সূর্য।

শ্লোক ৭

নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘু তা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥

নিমেষঃ—নিমেষ নামক কালের পরিমাণ; ত্রি-লবঃ—তিন লবের স্থিতিকাল; জ্ঞেয়ঃ—জানা হয়; আম্নাতঃ—বলা হয়; তে—তারা; ত্রয়ঃ—তিন; ক্ষণঃ—ক্ষণ নামক কালের পরিমাণ; ক্ষণান্—এই প্রকার ক্ষণ; পঞ্চ—পাঁচ; বিদুঃ—জানতে হবে; কাষ্ঠাম্—কাষ্ঠা নামক সময়ের স্থিতিকাল; লঘু—লঘু নামক কালের পরিমাণ; তাঃ—সেইগুলি; দশ পঞ্চ—পনের; চ—ও।

অনুবাদ

তিন লব পরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক ক্ষণ হয়, এবং পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা এবং পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হয়।

তাৎপর্য

গণনা করে দেখা গেছে যে, এক লঘু দুই মিনিটের সমান সময়। বৈদিক জ্ঞান অনুসারে পারমাণবিক কালের গণনা এইভাবে বর্তমান কালের ধারণায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

শ্লোক ৮

লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা ।
তে দ্বে মুহূর্তঃ প্রহরঃ ষড়্‌যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

লঘূনি—এই লঘু (যার স্থিতিকাল দুই মিনিট); বৈ—ঠিক; সমাম্‌নাতা—বলা হয়; দশ পঞ্চ—পনের; চ—ও; নাড়িকা—এক নাড়িকা; তে—তাদের; দ্বে—দুই; মুহূর্তঃ—এক মুহূর্ত; প্রহরঃ—তিন ঘণ্টা; ষট্—ছয়; যামঃ—দিন অথবা রাত্রির এক-চতুর্থাংশ; সপ্ত—সাত; বা—অথবা; নৃণাম্—মানুষের গণনায়।

অনুবাদ

পনের লঘুতে এক নাড়িকা হয়, যাকে এক দণ্ডও বলা হয়। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত হয়, এবং ছয় অথবা সাত দণ্ডে মানুষের গণনা অনুসারে দিন অথবা রাত্রির এক-চতুর্থাংশে যা এক প্রহর হয়।

শ্লোক ৯

দ্বাদশার্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎপ্রস্থজলপ্লুতম্ ॥ ৯ ॥

দ্বাদশ-অর্ধ—ছয়; **পল**—ওজনের পরিমাপ; **উন্মানম্**—মাপার পাত্র; **চতুর্ভিঃ**—চারের ওজনের দ্বারা; **চতুঃ-অঙ্গুলৈঃ**—চার আঙ্গুল মাপের; **স্বর্ণ**—সোনার; **মাষৈঃ**—ওজনের; **কৃত-ছিদ্রম্**—ছিদ্র করে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **প্রস্থ**—এক প্রস্থের মাপ; **জল-প্লুতম্**—জলপূর্ণ।

অনুবাদ

চার মাষা পরিমিত স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত চার অঙ্গুলি পরিমাণ শলাকার দ্বারা ছয় পল (চোদ্দ আউন্স) পরিমিত তাম্রপাত্রে একটি ছিদ্র করে সেই পাত্রটি যদি জলে রাখা হয়, তাহলে সেই পাত্রটি জলে পূর্ণ হতে যতক্ষণ সময় লাগে, সেই সময়কে বলা হয় নাড়ি অথবা দণ্ড।

তাৎপর্য

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাম্রপাত্রটিতে ছিদ্র করতে হবে চার মাষা পরিমাণ স্বর্ণনির্মিত চার আঙ্গুল পরিমাণ শলাকা দিয়ে। এইভাবে ছিদ্রের ব্যাস নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই পাত্রটি জলে রাখলে তা জলপূর্ণ হতে যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় দণ্ড। এইটি দণ্ড মাপার আর একটি উপায়, ঠিক যেমন কাচের পাত্রে বালু দিয়ে সময়কে মাপা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র অথবা উচ্চতর গণিত সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ছিল না। যতখানি সম্ভব সহজভাবে মাপ-জোখ করার নানা রকম প্রক্রিয়া ছিল।

শ্লোক ১০

যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্যানামহনী উভে ।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ ॥ ১০ ॥

যামাঃ—তিন ঘণ্টা; **চত্বারঃ**—চার; **চত্বারঃ**—এবং চার; **মর্ত্যানাম্**—মানুষদের; **অহনী**—দিনের স্থিতিকাল; **উভে**—দিন এবং রাত্রি উভয়ই; **পক্ষঃ**—পক্ষ; **পঞ্চ-দশ**—পনের; **অহানি**—দিন; **শুক্লঃ**—শুক্ল; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **চ**—ও; **মানদ**—মাপা হয়।

অনুবাদ

চার প্রহরে বা যামে মানুষদের দিন এবং চার প্রহরে রাত্রি হয়। পঞ্চদশ দিবা রাত্রে এক পক্ষ হয়, এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে এক মাস হয়।

শ্লোক ১১

তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ ।
দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণং চোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥

তয়োঃ—তাদের; সমুচ্চয়ঃ—সমষ্টি; মাসঃ—মাস; পিতৃণাম্—পিতৃলোকের; তৎ—তা (মাস); অহঃ-নিশম্—দিন এবং রাত্রি; দ্বৌ—দুই; তৌ—মাস; ঋতুঃ—এক ঋতু; ষট্—ছয়; অয়নম্—ছয় মাসে সূর্যের গতি; দক্ষিণম্—দক্ষিণ; চ—ও; উত্তরম্—উত্তর; দিবি—স্বর্গে।

অনুবাদ

দুই পক্ষের সমষ্টিতে এক মাস হয়, এবং তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। দুই মাসে এক ঋতু হয়, এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়, তা দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ।

শ্লোক ১২

অয়নে চাহনী প্রাহুর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ ।
সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

অয়নে—সূর্যের গতি (ছয় মাস ধরে); চ—এবং; অহনী—দেবতাদের এক দিন; প্রাহুঃ—বলা হয়; বৎসরঃ—এক সৌর বৎসর; দ্বাদশ—বার মাস; স্মৃতঃ—বলা হয়; সংবৎসর-শতম্—এক শত বৎসর; নৃণাম্—মানুষদের; পরম-আয়ুঃ—জীবনের আয়ু; নিরূপিতম্—নির্ধারিত।

অনুবাদ

দুই অয়নে দেবতাদের এক দিন এবং রাত্রি হয়, এবং দেবতাদের সেই দিবারাত্র মানুষদের গণনায় এক বছর হয়। মানুষদের আয়ু এক শত বৎসর।

শ্লোক ১৩

গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ ।
সংবৎসরাবসানেন পর্যেত্যনিমিষো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

গ্রহ—চন্দ্রের মতো প্রভাবশালী গ্রহ; **ঋক্ষ**—অশ্বিনীর মতো জ্যোতিষ্ক; **তারা**—তারকা; **চক্র-স্থঃ**—কক্ষপথে; **পরম-অণু-আদিনা**—পরমাণুসহ; **জগৎ**—সমগ্র বিশ্ব; **সংবৎসর-অবসানেন**—বৎসরান্তে; **পর্যেতি**—কক্ষপথে ভ্রমণ করে; **অনিমিষঃ**—শাশ্বত কাল; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

প্রভাবশালী নক্ষত্র, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক এবং পরমাণু সমগ্র বিশ্বে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় তাঁর প্রতিনিধি শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের স্বীয় কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু এবং তা কালচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। তেমনই, সূর্য থেকে শুরু করে পরমাণু পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই কালচক্রের অধীন, এবং তাদের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত কক্ষগত সময়ের একটি সংবৎসর রয়েছে।

শ্লোক ১৪

সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইডাবৎসর এব চ ।
অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥ ১৪ ॥

সংবৎসরঃ—সূর্যের কক্ষপথ; **পরিবৎসরঃ**—বৃহস্পতির পরিভ্রমণ; **ইডা-বৎসরঃ**—নক্ষত্রের কক্ষপথ; **এব**—যেমন; **চ**—ও; **অনুবৎসরঃ**—চন্দ্রের কক্ষপথ; **বৎসরঃ**—এক বছর; **চ**—ও; **বিদুর**—হে বিদুর; **এবম্**—এইভাবে; **প্রভাষ্যতে**—কথিত হয়।

অনুবাদ

আকাশে সূর্য, বৃহস্পতি, চন্দ্র, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কের পাঁচটি কক্ষের বিভিন্ন নাম রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব সংবৎসর রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে আলোচিত পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, কাল এবং দেশের বিবরণ, ঐ সকল বিশিষ্ট বিষয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপক হবে। প্রযুক্তি বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিতভাবে এই সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবে আমরা আশা করি যে, এই বিষয়ে উৎসাহী বিদ্যার্থীরা বৈদিক জ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই জ্ঞান আহরণ করে নেবেন। এই বিষয়ের সারমর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ঊর্ধ্বে রয়েছে শাশ্বত কালের পরম নিয়ন্ত্রণ, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ। তাঁকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এবং তাই সব কিছুই, তা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যতই আশ্চর্যজনক বলে মনে হোক না কেন, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার ক্রিয়া মাত্র। সময় সম্বন্ধে আধুনিক ঘড়ি অনুসারে কাল বিভাগের একটি তালিকা আমরা এখানে প্রস্তুত করলাম—

এক ত্রুটি	৮/১৩,৫০০ সেকেন্ড	এক লঘু	২ মিনিট
এক বেধ	৮/১৩৫ সেকেন্ড	এক দণ্ড	৩০ মিনিট
এক লব	৮/৪৫ সেকেন্ড	এক প্রহর	৩ ঘণ্টা
এক নিমেষ	৮/১৫ সেকেন্ড	এক দিন	১২ ঘণ্টা
এক ক্ষণ	৮/৫ সেকেন্ড	এক রাত্রি	১২ ঘণ্টা
এক কাষ্ঠা	৮ সেকেন্ড	এক পক্ষ	১৫ দিন

দুই পক্ষে এক মাস হয়, এবং বার মাসে এক বছর, বা সূর্যের কক্ষপথে একবার পূর্ণ পরিভ্রমণ। মানুষের আয়ু শত বৎসর বলে আশা করা হয়। শাশ্বত কালকে মাপার এইটি একটি নিয়ন্ত্রিত বিধি।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যাকে ভগবানের চক্ষু বলে মনে করা হয়, সেই সূর্য পর্যন্ত যাঁর নিয়ন্ত্রণে শাশ্বত কালের নির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। সূর্য সমস্ত গ্রহের রাজা এবং তাপ ও আলোক বিতরণে তার শক্তি অসীম।"

শ্লোক ১৫

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বং-
স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥

যঃ—যিনি; **সৃজ্য**—সৃষ্টির; **শক্তিম্**—বীজ; **উরুধা**—বিভিন্নভাবে; **উচ্ছ্বসয়ন্**—শক্তি সঞ্চার করে; **স্ব-শক্ত্যা**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **পুংসঃ**—জীবের; **অভ্রমায়**—অন্ধকার দূর করার জন্য; **দিবি**—দিনের বেলায়; **ধাবতি**—ধাবিত হয়; **ভূত-ভেদঃ**—অন্য সমস্ত জড় রূপ থেকে ভিন্ন; **কাল-আখ্যয়া**—শাশ্বত কাল নামে; **গুণ-ময়ম্**—ভৌতিক পরিণাম; **ক্রতুভিঃ**—নিবেদন করে; **বিতন্বন্**—বিস্তার করে; **তস্মৈ**—তাকে; **বলিম্**—নিবেদনের উপচার; **হরত**—নিবেদন করা উচিত; **বৎসর-পঞ্চকায়**—প্রতি পাঁচ বছরে নৈবেদ্য।

অনুবাদ

হে বিদুর! সূর্য তাঁর অসীম তাপ এবং আলোকের দ্বারা সমস্ত জীবেদের প্রাণবন্ত করেন। তিনি সমস্ত জীবের আয়ু ক্ষয় করেন যাতে তারা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, এবং তিনি স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। এইভাবে তিনি প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি পাঁচ বছরে একবার পূজার বহুবিধ নৈবেদ্য সহকারে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

শ্লোক ১৬

বিদুর উবাচ
পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্ ।
পরেষাং গতিমাচক্ষ্ব যে স্যুঃকল্পাদ্ বহির্বিদঃ ॥ ১৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **পিতৃ**—পিতৃলোকের; **দেব**—দেবলোকের; **মনুষ্যাণাম্**—এবং মানুষদের; **আয়ুঃ**—আয়ুষ্কাল; **পরম্**—অন্তিম; **ইদম্**—তাদের নিজেদের মাপ অনুসারে; **স্মৃতম্**—পরিগণিত; **পরেষাম্**—উন্নততর জীবেদের; **গতিম্**—জীবিত কাল; **আচক্ষ্ব**—দয়া করে গণনা করুন; **যে**—যারা সকলে; **স্যুঃ**—হয়; **কল্পাৎ**—কল্প থেকে; **বহিঃ**—বাইরে; **বিদঃ**—মহা বিদ্বান।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—আমি এখন পিতৃলোকের, স্বর্গলোকের এবং মনুষ্যলোকের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। এখন আপনি দয়া করে সেই সমস্ত জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ জীবেদের আয়ু সম্বন্ধে বলুন যারা কল্পের সীমার অতীত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার দিনান্তে যে আংশিক প্রলয় হয়, তা সমস্ত গ্রহলোককে প্রভাবিত করে না। সনক, ভৃগু আদি মহর্ষিরা যেসব গ্রহে রয়েছেন, সেইগুলি কল্পান্তের প্রলয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সমস্ত গ্রহগুলি বিভিন্ন ধরনের, এবং তাদের প্রতিটি বিভিন্ন কালচক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর যে কাল, তা অন্যান্য উচ্চতর লোকে প্রযোজ্য নয়। তাই বিদুর এখানে অন্যান্য গ্রহের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন।

শ্লোক ১৭

ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু ।
বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

ভগবান্—হে চিন্ময় শক্তিসম্পন্ন; **বেদ**—আপনি জানেন; **কালস্য**—শাশ্বত কালের; **গতিম্**—গতিবিধি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ননু**—স্বাভাবিকভাবে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিচক্ষতে**—দেখেন; **ধীরাঃ**—আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ; **যোগ-রাদ্ধেন**—যৌগিক দৃষ্টির দ্বারা; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা।

অনুবাদ

হে চিন্ময় শক্তিসম্পন্ন। আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারীরূপ শাশ্বত কালের গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত। আপনি যেহেতু আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তাই আপনি আপনার দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

যাঁরা সর্বোচ্চ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছু দর্শন করতে পারেন, তাই তাঁদের বলা হয় ত্রিকালজ্ঞ। তেমনই, ভগবানের ভক্তেরা বৈদিক শাস্ত্রচক্ষুর দ্বারা সব কিছু স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা অনায়াসে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং সেই সঙ্গে অনায়াসে জড় এবং চিন্ময় উভয় প্রকার সৃষ্টিতত্ত্বও অবগত হন। ভগবদ্ভক্তদের কোন রকম যোগসিদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করতে হয় না। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তাঁরা সব কিছু জানতে পারেন।

শ্লোক ১৮

মৈত্রেয় উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥ ১৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **কৃতম্**—সত্যযুগ; **ত্রেতা**—ত্রেতাযুগ; **দ্বাপরম্**—দ্বাপরযুগ; **চ**—ও; **কলিঃ**—কলিযুগ; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **চতুঃ-যুগম্**—চতুর্যুগ; **দিব্যৈঃ**—দেবতাদের; **দ্বাদশভিঃ**—বার; **বর্ষৈঃ**—সহস্র বৎসর; **স-অবধানম্**—ন্যূনাধিক; **নিরূপিতম্**—নির্ধারিত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর। চার যুগকে বলা হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। এই চার যুগের সমন্বয়ে যে সময়, তা দেবতাদের বার হাজার বছর।

তাৎপর্য

দেবতাদের এক বৎসর মানুষের ৩৬০ বৎসরের সমান। যুগসন্ধ্যা-সহ দেবতাদের ১২,০০০ বছর নিয়ে হচ্ছে উল্লিখিত চারটি যুগের সামগ্রিক সময়সীমা। এইভাবে, চার যুগ সময়ের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ বৎসর।

শ্লোক ১৯

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্ ।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯ ॥

চত্বারি—চার; **ত্রীণি**—তিন; **দ্বে**—দুই; **চ**—ও; **একম্**—এক; **কৃত-আদিষু**—সত্যযুগে; **যথা-ক্রমম্**—যথাক্রমে; **সংখ্যাতানি**—সংখ্যায়; **সহস্রাণি**—হাজার হাজার; **দ্বি-গুণানি**—দ্বিগুণ; **শতানি**—শত শত; **চ**—ও।

অনুবাদ

সত্যযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৪,৮০০ বছরের সমান; ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৩,৬০০ বছরের সমান; দ্বাপর যুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ২,৪০০ বছরের সমান; এবং কলিযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ১,২০০ বছরের সমান।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতাদের এক দিন মানুষদের ৩৬০ বছরের সমান। তাই সত্যযুগের স্থিতিকাল ৪,৮০০×৩৬০ অর্থাৎ ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল ৩,৬০০×৩৬০ অর্থাৎ ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপরযুগের স্থিতিকাল ২,৪০০×৩৬০ অর্থাৎ ৮,৬৪,০০০ বছর। এবং সবশেষে কলিযুগের স্থিতিকাল ১,২০০×৩৬০ অর্থাৎ ৪,৩২,০০০ বছর।

শ্লোক ২০

সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্মো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

সন্ধ্যা—যুগের আদি; সন্ধ্যা-অংশয়োঃ—এবং যুগের অন্ত; অন্তঃ—মধ্যবর্তী; যঃ—যা; কালঃ—কালের স্থায়িত্ব; শত-সংখ্যয়োঃ—শত শত বৎসর; তম্ এব—সেই কাল; আহুঃ—তারা বলে; যুগম্—যুগ; তৎ-জ্ঞাঃ—সুদক্ষ জ্যোতির্বিদগণ; যত্র—যেখানে; ধর্মঃ—ধর্ম; বিধীয়তে—অনুষ্ঠিত হয়।

অনুবাদ

প্রতিটি যুগের প্রথম এবং শেষ সন্ধিক্ষণ, যা পূর্বের উল্লেখ অনুসারে কেবলমাত্র কয়েক শত বৎসর, তাকেই অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা যুগসন্ধ্যা বলে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শ্লোক ২১

ধর্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্ কৃতে সমনুবর্ততে ।
স এবান্যেষ্বধর্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্ধতা ॥ ২১ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **চতুঃ-পাৎ**—সম্পূর্ণ চারটি পাদ; **মনুজান্**—মানুষ; **কৃতে**—সত্যযুগে; **সমনুবর্ততে**—যথাযথভাবে সংরক্ষিত; **সঃ**—সেই; **এব**—নিশ্চয়ই; **অন্যেষু**—অন্যতে; **অধর্মেণ**—অধর্মের প্রভাবের দ্বারা; **ব্যেতি**—হ্রাস পায়; **পাদেন**—এক অংশের দ্বারা; **বর্ধতা**—ক্রমশ নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

অনুবাদ

হে বিদুর ! সত্যযুগে মানুষ যথাযথ রীতি অনুসারে পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ করত, কিন্তু অন্য যুগে অধর্মের বৃদ্ধির ফলে এক এক পাদ করে ধর্মের হ্রাস পেতে থাকে।

তাৎপর্য

সত্যযুগে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ হত। প্রত্যেক পরবর্তী যুগে ক্রমশ ধর্মের এক এক পাদ করে হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ এখন, এই কলিযুগে একপাদ ধর্ম এবং ত্রিপাদ অধর্ম বিরাজ করছে। তাই এই যুগের মানুষেরা মোটেই সুখী নয়।

শ্লোক ২২

ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরাব্রহ্মণো দিনম্ ।
তাবত্যেব নিশা তাত যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্ ॥ ২২ ॥

ত্রি-লোক্যাঃ—তিন লোকের; **যুগ**—চতুর্যুগ; **সাহস্রম্**—এক হাজার; **বহিঃ**—বাইরে; **আব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মালোক পর্যন্ত; **দিনম্**—এক দিন; **তাবতী**—ততখানি (সময়); **এব**—নিশ্চয়ই; **নিশা**—রাত্রি; **তাত**—হে প্রিয়; **যৎ**—যেহেতু; **নিমীলতি**—নিদ্রিত হন; **বিশ্ব-সৃক্**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোকের) বাহিরে ব্রহ্মার লোকে এক হাজার চতুর্যুগে এক দিন হয়। তেমনই ব্রহ্মার রাত্রিকালও ততখানি, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই সময় নিদ্রা যান।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন তাঁর নিশাকালে নিদ্রা যান, তখন ব্রহ্মালোকের অধঃবর্তী ত্রিলোক প্রলয়-বারিতে নিমজ্জিত হয়। ব্রহ্মা তাঁর নিদ্রিত অবস্থায় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর স্বপ্ন দেখেন, এবং প্রলয়ে বিনষ্ট লোকসমূহের পুনর্বিন্যাসের জন্য বিষ্ণুর নির্দেশ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৩

নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ততে ।
যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দশ ॥ ২৩ ॥

নিশা—রাত্রি; **অবসানে**—অন্তে; **আরব্ধঃ**—শুরুতে; **লোক-কল্পঃ**—ত্রিলোকের নতুন সৃষ্টি; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দিনম্**—দিন; **ভগবতঃ**—প্রভু ব্রহ্মার; **মনূন্**—মনুগণ; **ভুঞ্জন্**—বর্তমান থাকে; **চতুঃ-দশ**—চোদ্দজন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার নিশান্তে যখন ব্রহ্মার দিন শুরু হয়, তখন পুনরায় ত্রিলোকের সৃষ্টি শুরু হয়, এবং তারা চতুর্দশ মনুর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

প্রত্যেক মনুর জীবনের অন্তেও খণ্ড প্রলয় হয়।

শ্লোক ২৪

স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্ ॥ ২৪ ॥

স্বম্—স্বীয়; **স্বম্**—সেই অনুসারে; **কালম্**—আয়ুষ্কাল; **মনুঃ**—মনু; **ভুঙ্‌ক্তে**—উপভোগ করে; **স-অধিকাম্**—তার থেকে একটু বেশি; **হি**—নিশ্চয়ই; **এক-সপ্ততিম্**—একাত্তর।

অনুবাদ

প্রত্যেক মনু একাত্তর চতুর্যুগের কিছু অধিক কাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক-একজন মনুর আয়ু একাত্তর চতুর্যুগ। অর্থাৎ প্রত্যেক মনুর আয়ু ৮,৫২,০০০ দিব্য যুগ, বা মানুষদের গণনায় ৩০,৬৭,২০,০০০ বছর।

শ্লোক ২৫

মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ ।
ভবন্তি চৈব যুগপৎসুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥ ২৫ ॥

মনু-অন্তরেষু—প্রত্যেক মনুর বিনাশের পর; **মনবঃ**—অন্য মনুগণ; **তৎ-বংশ্যাঃ**—এবং তাঁদের বংশধরগণ; **ঋষয়ঃ**—সপ্তর্ষিগণ; **সুরাঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **ভবন্তি**—বর্ধিত হন; **চ এব**—এবং তাঁরা সকলে; **যুগপৎ**—সম কালে; **সুর-ঈশাঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; **চ**—এবং; **অনু**—অনুগামীগণ; **যে**—সমস্ত; **চ**—ও; **তান্**—তাঁদের।

অনুবাদ

প্রত্যেক মনুর অবসানে, তাঁদের বংশধরগণ-সহ পরবর্তী মনুর আবির্ভাব হয়, যিনি বিভিন্ন গ্রহমণ্ডল শাসন করেন, কিন্তু সপ্তর্ষিগণ, এবং ইন্দ্রের মতো দেবতাগণ ও গন্ধর্বদের মতো তাঁদের অনুগামীগণ সকলেই মনুর সঙ্গে যুগপৎ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়, এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক বংশধর রয়েছে।

শ্লোক ২৬

এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্তনঃ ।
তির্যঙ্নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্মভিঃ ॥ ২৬ ॥

এষঃ—এই সমস্ত সৃষ্টি; **দৈনম্-দিনঃ**—প্রতিদিন; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **ব্রাহ্মঃ**—ব্রহ্মার দিন অনুসারে; **ত্রৈলোক্য-বর্তনঃ**—ত্রিলোকের আবর্তন; **তির্যক্**—মনুষ্যেতর প্রাণীগণ; **নৃ**—মনুষ্যগণ; **পিতৃ**—পিতৃলোকের; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **সম্ভবঃ**—আবির্ভাব; **যত্র**—যেখানে; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের চক্রে।

অনুবাদ

সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিবাভাগে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের আবর্তন হয়, এবং সকাম কর্ম অনুসারে, সেখানকার তির্যক, মানুষ, দেব ও পিতৃগণ আদি অধিবাসীদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

শ্লোক ২৭

মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎসত্ত্বং স্বমূর্তিভিঃ ।
মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥

মনু-অন্তরেষু—প্রত্যেক মনুর পরিবর্তনে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিভ্রৎ**—প্রকট করে; **সত্ত্বম্**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি; **স্ব-মূর্তিভিঃ**—তাঁর বিভিন্ন অবতারদের দ্বারা; **মনু-আদিভিঃ**—মনুরূপে; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **অবতি**—পালন করেন; **উদিত**—আবিষ্কার করে; **পৌরুষঃ**—দৈব শক্তি।

অনুবাদ

প্রত্যেক মন্বন্তরে, পরমেশ্বর ভগবান মনু এবং অন্যান্য অবতাররূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশ করে আবির্ভূত হন। এইভাবে তাঁর শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি বিশ্বের পালন করেন।

শ্লোক ২৮

তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ।
কালেনানুগতাশেষ আস্তে তূষ্ণীং দিনাত্যয়ে ॥ ২৮ ॥

তমঃ—তমোগুণ, অথবা রাত্রির অন্ধকার; **মাত্রাম্**—অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; **উপাদায়**—স্বীকার করে; **প্রতিসংরুদ্ধ-বিক্রমঃ**—প্রকাশ করার সমস্ত শক্তি স্থগিত রেখে; **কালেন**—শাশ্বত কালের দ্বারা; **অনুগত**—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে; **অশেষঃ**—অসংখ্য জীব; **আস্তে**—অবস্থান করে; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **দিন-অত্যয়ে**—দিনান্তে।

অনুবাদ

দিনান্তে, তমোগুণের ক্ষুদ্র অংশের অধীনে, বিশ্বের শক্তিশালী অভিব্যক্তিও রাত্রির অন্ধকারে লীন হয়ে যায়। শাশ্বত কালের প্রভাবে অসংখ্য জীব তখন প্রলয়ে বিলীন হয়ে থাকে, এবং তখন সব কিছু নীরব হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি হচ্ছে ব্রহ্মার রাত্রির ব্যাখ্যা, যা জড় প্রকৃতির তমোগুণের নগণ্য স্পর্শ-সমন্বিত কালের প্রভাবের পরিণাম। ত্রিলোক ধ্বংসকারী কালাগ্নি যাঁর প্রতিনিধিত্ব করে, সেই তমোগুণের অবতার রুদ্রের দ্বারাই ত্রিলোকের প্রলয় সংঘটিত হয়। এই ত্রিলোককে বলা হয় ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ (পাতাল, মর্ত্য এবং স্বর্গ)। অসংখ্য জীবাত্মা সেই প্রলয়ে লীন হয়ে যায়, যা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির নাটকের যবনিকা-পতনের মতো, এবং তখন সব কিছুই নীরব হয়ে যায়।

শ্লোক ২৯

তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ ।
নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নির্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥

তম্—তা; **এব**—নিশ্চয়ই; **অনু**—পরে; **অপি ধীয়ন্তে**—দৃষ্টির অগোচর; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **ভূঃ-আদয়ঃ**—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই ত্রিলোক; **ত্রয়ঃ**—তিন; **নিশায়াম্**—রাত্রিতে; **অনুবৃৎ-তায়াম্**—সাধারণ; **নির্মুক্ত**—জ্যোতিরহিত; **শশি**—চন্দ্র; **ভাস্করম্**—সূর্য।

অনুবাদ

ব্রহ্মার যখন রাত্রি শুরু হয়, তখন লোকত্রয় অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং ঠিক সাধারণ রাত্রির মতো তখন চন্দ্র ও সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, সূর্য এবং চন্দ্রের প্রভা ত্রিলোক থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়, কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্র অন্তর্হিত হয় না। ত্রিলোকের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডের অবশিষ্ট অংশে তারা প্রকাশিত থাকে। লয়প্রাপ্ত অংশ সূর্যরশ্মি অথবা চন্দ্রকিরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। তা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জলমগ্ন হয়ে থাকে, এবং পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সেখানে অবিশ্রান্তভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ৩০

ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা ।
যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দিতাঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিলোকমণ্ডল; **দহ্যমানায়াম্**—দগ্ধ হতে থাকে; **শক্ত্যা**—শক্তির দ্বারা; **সঙ্কর্ষণ**—সঙ্কর্ষণের মুখ থেকে; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **যান্তি**—যায়; **ঊষ্মণা**—উত্তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে; **মহঃ-লোকাৎ**—মহর্লোক থেকে; **জনম্**—জনলোকে; **ভৃগু**—মহর্ষি ভৃগু; **আদয়ঃ**—এবং অন্যেরা; **অর্দিতাঃ**—এইভাবে পীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত অগ্নির ফলে এই প্রলয় হয়, এবং তখন মহর্লোকের অধিবাসী ভৃগু আদি ঋষিগণ ত্রিলোকদগ্ধকারী প্রজ্বলিত অগ্নির তাপে পীড়িত হয়ে জনলোকে গমন করেন।

শ্লোক ৩১

তাবৎত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ ।
প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ময়ঃ ॥ ৩১ ॥

তাবৎ—তারপর; **ত্রি-ভুবনম্**—সমগ্র ত্রিলোক; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **কল্প-অন্ত**—প্রলয়ের শুরুতে; **এধিত**—স্ফীত; **সিন্ধবঃ**—সব কটি সমুদ্র; **প্লাবয়ন্তি**—প্লাবিত করে; **উৎকট**—প্রচণ্ড; **আটোপ**—বিক্ষোভ; **চণ্ড**—প্রচণ্ড; **বাত**—বায়ুর দ্বারা; **ঈরিত**—উদ্বেলিত; **উর্ময়ঃ**—তরঙ্গসমূহ।

অনুবাদ

প্রলয়ের শুরুতে সমস্ত সমুদ্র বর্ধিত হয়, এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গসমূহ উদ্বেলিত হয়ে, ত্রিভুবনকে পরিপ্লাবিত করে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত লেলিহান অগ্নি দেবতাদের শত বৎসর, অথবা মানুষদের ৩৬,০০০ বৎসর ধরে জ্বলতে থাকে। তারপর ৩৬,০০০ বছর ধরে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও বিক্ষুব্ধ তরঙ্গসহ মুষলধারায় বৃষ্টি হয়, এবং তখন সাগর ও মহাসাগরসমূহ প্লাবিত হয়। ৭২,০০০ বছর ধরে এই প্রতিক্রিয়া ত্রিলোকের আংশিক প্রলয়ের শুরু। মানুষ ত্রিলোকের এই সমস্ত প্রলয়ের কথা ভুলে যায় এবং সভ্যতার ভৌতিক প্রগতির প্রভাবে নিজেদের সুখী বলে মনে করে। একেই বলা হয় মায়া, অথবা 'যার অস্তিত্ব নেই।'

শ্লোক ৩২

অন্তঃ স তস্মিন্ সলিল আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥

অন্তঃ—ভিতরে; **সঃ**—তা; **তস্মিন্**—তাতে; **সলিলে**—জলে; **আস্তে**—আছে; **অনন্ত**—অনন্ত; **আসনঃ**—আসনের উপর; **হরিঃ**—ভগবান; **যোগ**—যোগ; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **নিমীল-অক্ষঃ**—মুদ্রিত নেত্র; **স্তূয়-মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **জন-আলয়ৈঃ**—জনলোকের অধিবাসীদের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তখন মুদ্রিত নয়নে জলের উপর অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, এবং জনলোকের অধিবাসীরা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নিদ্রাকে আমাদের নিদ্রার মতো বলে মনে করা উচিত নয়। এখানে *যোগনিদ্রা* কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের নিদ্রাও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির একটি অভিব্যক্তি। যখনই যোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তা চিন্ময় অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। চিন্ময় স্তরে সব রকম কার্যকলাপই সদা বর্তমান, এবং সেইগুলি ভৃগু আদি মহর্ষিদের স্তুতির দ্বারা কীর্তিত হয়।

শ্লোক ৩৩

এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ ।
অপক্ষিতমিবাস্যাপি পরমায়ুর্বয়ঃশতম্ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিধৈঃ**—প্রক্রিয়ার দ্বারা; **অহঃ**—দিন; **রাত্রৈঃ**—রাত্রির দ্বারা; **কাল-গত্যা**—কালের প্রগতি; **উপলক্ষিতৈঃ**—এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা; **অপক্ষিতম্**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; **ইব**—ঠিক যেমন; **অস্য**—তার; **অপি**—যদিও; **পরম-আয়ুঃ**—জীবনের আয়ুষ্কাল; **বয়ঃ**—বৎসর; **শতম্**—একশত।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাসহ প্রত্যেক জীবের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন লোকে কালের গতি অনুসারে সকলেরই আয়ু একশত বৎসর।

তাৎপর্য

বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন জীবের কালের সীমা অনুসারে প্রত্যেক জীবের আয়ুষ্কাল একশত বছর। এই একশত বছর সকলের ক্ষেত্রেই সমান নয়। সবচাইতে দীর্ঘ শত বৎসর আয়ু হচ্ছে ব্রহ্মার, কিন্তু যদিও ব্রহ্মার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, কালক্রমে তা ক্ষয় হয়ে যায়। ব্রহ্মাও মৃত্যু ভয়ে ভীত হন, এবং তাই তিনি মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করেন। পশুদের অবশ্য কোন রকম দায়িত্বজ্ঞান নেই, কিন্তু মানুষদের মধ্যেও যাদের দায়িত্বজ্ঞান বিকশিত হয়েছে, তারাও ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়

যুক্ত না হয়ে তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে; তারা তাদের আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে সুখে জীবনযাপন করে। এইটি হচ্ছে মানবসমাজের উন্মত্ততা। উন্মাদের জীবনে কোন রকম দায়িত্ববোধ নেই। তেমনই, যে মানুষ তার মৃত্যুর পূর্বে দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশ না করে, তার অবস্থা ঠিক একজন পাগলের মতো, যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন রকম বিবেচনা না করেই, জড়জাগতিক জীবন মহা সুখে ভোগ করতে চায়। এই বিশ্বে সবচাইতে দীর্ঘ আয়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করলেও, পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

শ্লোক ৩৪

যদর্ধমায়ুষস্তস্য পরার্ধমভিধীয়তে ।
পূর্বঃ পরার্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥

যৎ—যা; অর্ধম্—অর্ধ; আয়ুষঃ—আয়ুষ্কাল; তস্য—তাঁর; পরার্ধম্—এক পরার্ধ; অভিধীয়তে—বলা হয়; পূর্বঃ—পূর্বে; পর-অর্ধঃ—আয়ুষ্কালের অর্ধভাগ; অপক্রান্তঃ—অতিক্রম করে; হি—নিশ্চয়ই; অপরঃ—পরবর্তী; অদ্য—এই যুগে; প্রবর্ততে—শুরু হবে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু দুভাগে বিভক্ত। তাঁর আয়ুর প্রথম অর্ধভাগ ইতিমধ্যেই গত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ার্ধ এখন চলছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার শতবর্ষব্যাপী আয়ুর বিষয়ে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এবং তা ভগবদ্গীতাতেও (৮/১৭) বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মার আয়ুর পঞ্চাশ বছর ইতিমধ্যেই গত হয়েছে, এবং বাকি পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে ব্রহ্মার মৃত্যুও অনিবার্য।

শ্লোক ৩৫

পূর্বস্যাদৌ পরার্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ ।
কল্পো যত্রাভবদ্ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥ ৩৫ ॥

পূর্বস্য —পূর্বার্ধের; **আদৌ**—শুরুতে; **পর-অর্ধস্য**—শ্রেষ্ঠ অর্ধেক; **ব্রাহ্মঃ**—ব্রাহ্মকল্প; **নাম**—নামক; **মহান্**—অতি শ্রেষ্ঠ; **অভূৎ**—প্রকট হয়েছিল; **কল্পঃ**—কল্প; **যত্র**—যেখানে; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মাজী; **শব্দ-ব্রহ্ম ইতি**—বেদের ধ্বনি; **যম্**—যা; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব পরার্ধের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-কল্প নামক কল্পে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছিল। বেদের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার জন্ম একসঙ্গে হয়েছিল।

তাৎপর্য

পদ্ম পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার তিরিশ দিনে বরাহ-কল্প, পিতৃ-কল্প আদি বহু কল্প রয়েছে। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ৩০ দিনে ব্রহ্মার এক মাস হয়। এই রকম বার মাসে এক বছর, এবং পঞ্চাশ বছরে এক পরার্ধ বা ব্রহ্মার আয়ুর অর্ধাংশ পূর্ণ হয়। শ্বেতবরাহরূপে ভগবানের অবতারের আবির্ভাবের সময় ব্রহ্মার প্রথম জন্মদিন। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে, ব্রহ্মার জন্মদিন মার্চ মাসে। এই তত্ত্বটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

তস্যৈব চান্তে কল্পোঽভূদ্ যং পাদ্মমভিচক্ষতে ।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥ ৩৬ ॥

তস্য—ব্রাহ্ম-কল্পের; **এব**—নিশ্চয়ই; **চ**—ও; **অন্তে**—শেষে; **কল্পঃ**—কল্প; **অভূৎ**—প্রকট হয়েছিল; **যম্**—যা; **পাদ্মম্**—পাদ্ম; **অভিচক্ষতে**—বলা হয়; **যৎ**—যাতে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নাভি**—নাভিতে; **সরসঃ**—জলাশয় থেকে; **আসীৎ**—ছিল; **লোক**—বিশ্বের; **সরোরুহম্**—পদ্ম।

অনুবাদ

প্রথম ব্রাহ্ম-কল্পের পরের কল্পকে বলা হয় পাদ্ম-কল্প, কেননা সেই কল্পে ভগবান শ্রীহরির নাভি সরোবর থেকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল বিকশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্ম-কল্পের পরবর্তী কল্পকে বলা হয় পাদ্ম-কল্প, কেননা সেই কল্পে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কমল প্রকট হয়েছিল। কোন কোন পুরাণে পাদ্ম-কল্পকে পিতৃ-কল্পও বলা হয়।

শ্লোক ৩৭

অয়ং তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত ।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীচ্ছূকরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥

অয়ম্—এই; তু—কিন্তু; কথিতঃ—পরিচিত; কল্পঃ—কল্প; দ্বিতীয়স্য—দ্বিতীয়ার্ধের; অপি—নিশ্চয়ই; ভারত—হে ভরত-বংশজ; বারাহঃ—বারাহ; ইতি—এইভাবে; বিখ্যাতঃ—প্রসিদ্ধ; যত্র—যাতে; আসীৎ—প্রকট হয়েছিল; শূকরঃ—বরাহ আকৃতি; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ভারত। ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কল্প বারাহ-কল্প নামেও প্রসিদ্ধ, কেননা সেই কল্পে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বারাহ নামক বিভিন্ন কল্পগুলি হতবুদ্ধিজনক বলে মনে হতে পারে। কিছু কিছু পণ্ডিত আছে, যারা মনে করে যে, সমস্ত কল্পগুলি এক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, প্রথমার্ধের শুরুতে যে ব্রাহ্ম-কল্প, তা পাদ্ম-কল্প বলে মনে হয়। কিন্তু সরলভাবে এই শ্লোকের অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমান কল্পটি ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের অন্তর্গত।

শ্লোক ৩৮

কালোহয়ং দ্বিপরার্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্যতে ।
অব্যাকৃতস্যানন্তস্য হ্যনাদের্জগদাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

কালঃ—নিত্যকাল; অয়ম্—এই (ব্রহ্মার আয়ু অনুসারে); দ্বি-পরার্ধ-আখ্যঃ—ব্রহ্মার জীবনের দুটি অর্ধাংশের পরিমাণ; নিমেষঃ—এক সেকেন্ডেরও কম সময়; উপচর্যতে—এইভাবে মাপা হয়; অব্যাকৃতস্য—যাঁর কোন পরিবর্তন হয় না তাঁর; অনন্তস্য—অসীমের; হি—অবশ্যই; অনাদেঃ—অনাদির; জগৎ-আত্মনঃ—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মার।

অনুবাদ

ব্রহ্মার জীবনের দুটি পরার্ধকাল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিকার-রহিত, অনন্ত এবং সর্ব জগতের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের এক নিমেষ মাত্র।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় পরমাণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণগত কালের বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন। এখন তিনি অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের কাল সম্বন্ধে কিছু আভাস দেওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে, অপরিসীম কালের কেবল একটু সংকেত প্রদান করছেন। ব্রহ্মার পরমায়ুর স্থিতিকাল পরমেশ্বর ভগবানের কালের এক সেকেন্ডেরও কম সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮) এই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যাঁর একটি অংশ হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্রহ্মারা তাঁর একটি নিঃশ্বাসকে অবলম্বন করে জীবিত থাকেন।" নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের রূপ বিশ্বাস করে না, এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান যে শয়ন করেন, তা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাদের বিচার অল্পজ্ঞানলব্ধ, কেননা তারা সব কিছুই গণনা করে তাদের নিজেদের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব সক্রিয় মানুষের অস্তিত্বের ঠিক বিপরীত। তাই তারা বিচার করে যে, মানুষদের যেহেতু ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের নিশ্চয়ই কোন রকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি নেই; মানুষের যেহেতু রূপ রয়েছে, তাই পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই নিরাকার; এবং মানুষ যেহেতু নিদ্রা যায়, তাই পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চয়ই নিদ্রা যান না। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কিন্তু এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের সঙ্গে একমত নয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান *যোগনিদ্রায়* শয়ন করেন, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এবং যেহেতু তিনি নিদ্রা যান, তাই স্বাভাবিকভাবে তিনি নিশ্চয়ই নিঃশ্বাসও গ্রহণ করেন, এবং ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর নিঃশ্বাস গ্রহণের যে সময়, সেই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ব্রহ্মসংহিতার মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। ব্রহ্মার জীবনান্তে নিত্যকালের সমাপ্তি হয় না। কিন্তু কাল অক্ষয় হলেও তা পরমেশ্বর ভগবানের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কেননা পরমেশ্বর ভগবান কালের নিয়ন্তা।

চিন্ময় জগতে নিঃসন্দেহে কাল রয়েছে, কিন্তু সেখানে তা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কাল অসীম এবং চিৎ-জগৎও অসীম, কেননা সেখানে সব কিছুই চিন্ময় স্তরে বিরাজ করে।

শ্লোক ৩৯

কালোঽয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধান্ত ঈশ্বরঃ ।
নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৩৯ ॥

কালঃ—শাশ্বত কাল; অয়ম্—এই; পরম-অণু—পরমাণু; আদিঃ—শুরু থেকে; দ্বি-পরার্ধ—কালের দুটি পরম অবধি; অন্তঃ—শেষ পর্যন্ত; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা; ন—কখনই না; এব—নিশ্চয়ই; ঈশিতুম্—নিয়ন্ত্রণ করতে; প্রভুঃ—সক্ষম; ভূম্নঃ—পরমেশ্বরের; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্তা; ধাম-মানিনাম্—যারা দেহচেতনায় আবদ্ধ তাদের।

অনুবাদ

শাশ্বত কাল অবশ্যই পরমাণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের নিয়ন্তা; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল কেবল তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যারা দেহচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, এমনকি সত্যলোক পর্যন্ত বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য উচ্চতর লোকেও কালের এই প্রভাব বিদ্যমান।

শ্লোক ৪০

বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ ।
আণ্ডকোশো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ॥ ৪০ ॥

বিকারৈঃ—ভূতসমূহের পরিবর্তনের দ্বারা; সহিতঃ—সহ; যুক্তৈঃ—এইভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে; বিশেষ—প্রকাশ; আদিভিঃ—তাদের দ্বারা; আবৃতঃ—আচ্ছন্ন; আণ্ড-কোশঃ—ব্রহ্মাণ্ড; বহিঃ—বাইরে; অয়ম্—এই; পঞ্চাশৎ—পঞ্চাশ; কোটি—কোটি; বিস্তৃতঃ—প্রসারিত।

অনুবাদ

আটটি জড় উপাদানের সমন্বয়ে ষোড়শ প্রকার বিকার থেকে প্রকাশিত এই যে ব্রহ্মাণ্ড, তার অভ্যন্তর পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত এবং নিম্নলিখিত আবরণের দ্বারা আবৃত।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সমগ্র জড় জগৎ আটটি ভৌতিক তত্ত্ব ও ষোলটি বর্গের প্রদর্শন। জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন হচ্ছে সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু। ষোড়শ বর্গ হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, আর আটটি উপাদান হচ্ছে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ, যথা—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই সব মিলিত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিতরিত হয়েছে, যার বিস্তার হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি যোজন বা ৪০০,০০,০০,০০০ মাইল। আমাদের অনুভূত এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও অন্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে অনেক অনেক বড়, এবং সেইগুলি ভৌতিক উপাদানের আবরণে একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪১

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

দশ-উত্তর-অধিকৈঃ—দশ গুণ অধিক বিস্তৃত; **যত্র**—যাতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছে; **পরম-অণু-বৎ**—পরমাণুর মতো; **লক্ষ্যতে**—এই (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) প্রতীত হয়; **অন্তঃ-গতাঃ**—একত্রিত; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যতে; **কোটিশঃ**—পুঞ্জীভূত; **হি**—জন্য; **অণ্ড-রাশয়ঃ**—রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে যে সমস্ত তত্ত্ব, তা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তৃত, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি এক বিশাল সমন্বয়ে পরমাণুর মতো প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের আবরণও মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের উপাদান থেকে রচিত এবং তা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তৃত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আবরণটি হচ্ছে পৃথিবী, এবং তা ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশগুণ অধিক বিস্তৃত। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার যদি ৪০০,০০,০০,০০০ মাইল হয়, তাহলে পৃথিবীর আবরণ হচ্ছে ৪০০,০০,০০,০০০×১০ মাইল। জলের আবরণ পৃথিবীর আবরণের থেকে দশগুণ বেশি, আগুনের আবরণ জলের থেকে দশগুণ বেশি, বায়ুর আবরণ আগুনের আবরণ থেকে দশগুণ বেশি, আকাশের আবরণ বায়ুর আবরণ থেকে দশগুণ বেশি, এইভাবে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আবরণের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ডকে

একটি পরমাণুর মতো মনে হয়, এবং যারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ অনুমান করতে পারেন, তাদের কাছেও ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অজ্ঞাত।

শ্লোক ৪২

তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্ ।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎপুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥

তৎ—তা; আহুঃ—বলা হয়; অক্ষরম্—অচ্যুত; ব্রহ্ম—পরম; সর্ব-কারণ—সমস্ত কারণের; কারণম্—পরম কারণ; বিষ্ণোঃ ধাম—বিষ্ণুর চিন্ময় ধাম; পরম্—পরম; সাক্ষাৎ—নিঃসন্দেহে; পুরুষস্য—পুরুষাবতারের; মহাত্মনঃ—মহাবিষ্ণুর।

অনুবাদ

তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলা হয়েছে। এইভাবে বিষ্ণুর চিন্ময় ধাম নিঃসন্দেহে শাশ্বত, এবং তা সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস মহাবিষ্ণুরও ধাম।

তাৎপর্য

মহাবিষ্ণু, যিনি কারণ-সমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তিনি কেবল এই ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎগুলিকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তবুও জড় জগতে তাঁর অবতরণ ক্ষণস্থায়ী। ভগবানের আদি অথবা মূলরূপই প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বরূপ, এবং তিনি বৈকুণ্ঠলোকে বা বিষ্ণুলোকে নিত্য বিরাজ করেন। এখানে *মহাত্মনঃ* শব্দটি মহাবিষ্ণুকে ইঙ্গিত করছে, এবং তাঁর প্রকাশের কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে *পরম* বলা হয়। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আদি পুরুষ গোবিন্দ। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দঘন, এবং তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'পরমাণু থেকে কালের গণনা' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ ।
মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; ইতি—এইভাবে; তে—আপনাকে; বর্ণিতঃ—বর্ণনা করা হয়েছে; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; কাল-আখ্যঃ—শাশ্বত কাল নামক; পরমাত্মনঃ—পরমাত্মার; মহিমা—যশোগাথা; বেদ-গর্ভঃ—বেদের উৎস ব্রহ্মা; অথ—তারপর; যথা—ঠিক যেমন; অস্রাক্ষীৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; নিবোধ—বুঝতে চেষ্টা কর; মে—আমার কাছ থেকে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে অভিজ্ঞ বিদুর। এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কাল নামক রূপের মহিমা বর্ণনা করলাম। এখন আপনি আমার কাছে বেদগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২

সসর্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ ।
মহামোহং চ মোহং চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥

সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অগ্রে—প্রথমে; অন্ধ-তামিস্রম্—মৃত্যুর অনুভূতি; অথ—তারপর; তামিস্রম্—নৈরাশ্যজনিত ক্রোধ; আদি-কৃৎ—এই সমস্ত; মহা-মোহম্—উপভোগের সামগ্রীর উপর প্রভুত্ব; চ—ও; মোহম্—ভ্রান্তিমূলক ধারণা; চ—ও; তমঃ—আত্মজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতা; চ—ও; অজ্ঞান—অবিদ্যা; বৃত্তয়ঃ—বৃত্তিসমূহ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশক তম, দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং মোহ ও ভোগের ইচ্ছা, তামিস্র বা ভোগেচ্ছার বাধা থেকে ক্রোধের সঞ্চার, অন্ধতামিস্র বা ভোগ্যবস্তুর নাশে আমার মৃত্যু ঘটল এইরূপ বুদ্ধি—এই সমস্ত এবং অন্যান্য অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকার জীব যথার্থভাবে সৃষ্টি করার পূর্বে, ব্রহ্মা সেই সমস্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যার অধীনে জীবদের ভৌতিক জগতে থাকতে হয়। জীব তার প্রকৃত স্বরূপের কথা ভুলে না গেলে, তার পক্ষে জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় থাকা অসম্ভব। তাই জড় অস্তিত্বের প্রথম অবস্থা হচ্ছে প্রকৃত স্বরূপ-বিস্মৃতি, এবং স্বরূপ-বিস্মৃতির ফলে জীব নিশ্চিতরূপে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়, যদিও শুদ্ধ আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে ভ্রান্ত সম্পর্কের ফলে, উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা প্রদত্ত বিষয়ের উপর ভ্রান্তভাবে প্রভুত্ব করার প্রবণতা দেখা দেয়। শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার জন্য এবং বদ্ধ অবস্থায় আত্ম উপলব্ধির কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করার জন্য জীবকে সর্বপ্রকার জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তির উপর ভ্রান্তভাবে আধিপত্য করার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি, আর পাঁচ প্রকার অবিদ্যা যা বদ্ধ জীবদের জড় অস্তিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, সেইগুলি ব্রহ্মার সৃষ্টি। যখন বোঝা যায় যে, বদ্ধ জীব কিভাবে ব্রহ্মার যাদুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তখন জীবাত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করা যে কত হাস্যকর, তা অনুভব করা যায়। এখানে যে পাঁচ প্রকার অবিদ্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, পতঞ্জলিও তা স্বীকার করেন।

শ্লোক ৩

দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত ।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাং ততোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **পাপীয়সীম্**—পাপপূর্ণ; **সৃষ্টিম্**—সৃষ্টি; **ন**—করেননি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বহু**—বহু আনন্দ; **অমন্যত**—অনুভব করেছিলেন; **ভগবৎ**—শ্রীভগবানের

উপর; ধ্যান—ধ্যান; পূতেন—তার দ্বারা পবিত্র হয়ে; মনসা—এই প্রকার মনোবৃত্তির দ্বারা; অন্যাম্—অন্য; ততঃ—তারপর; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন।

অনুবাদ

এই প্রকার ভ্রমোৎপাদক সৃষ্টিকে পাপীয়সী কৃত্য বলে দর্শন করে, ব্রহ্মা তাঁর কার্যকলাপে অধিক আনন্দ অনুভব করেননি, এবং তাই তিনি ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল করে অন্যান্য সৃষ্টি শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও ব্রহ্মা অবিদ্যার বিভিন্ন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, তবুও সেই ধন্যবাদহীন কার্য সম্পন্ন করে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু তাঁকে তা করতে হয়েছিল, কেননা অধিকাংশ বদ্ধ জীব সেই রকমই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বলেছেন যে, তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং সকলকে স্মরণ করাতে এবং ভুলিয়ে রাখতে সহায়তা করেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পরম কৃপাময় ভগবান কেন একজনকে স্মরণ করাতে সাহায্য করেন আর অন্য জনকে ভুলিয়ে রাখেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কৃপা পক্ষপাত এবং শত্রুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না। ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলে তার মধ্যে আংশিক স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। অজ্ঞানের বশে কখনও কখনও কেউ কেউ সেই স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করতে পারে। জীব যখন তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে অবিদ্যায় অধঃপতিত হয়, তখন পরম করুণাময় ভগবান সর্বপ্রথমে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু জীব যখন নরকে অধঃপতিত হতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন ভগবান তাকে তার প্রকৃত অবস্থা ভুলে যেতে সাহায্য করেন। ভগবান অধোগামী জীবদের নিম্নতর স্তরে অধঃপতিত হতে সাহায্য করেন, যাতে তারা বুঝতে পারে তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তারা সুখী হতে পারবে কিনা।

প্রায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই তাদের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, এবং তাই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে। ভগবানের বিশ্বস্ত সেবকরূপে ব্রহ্মা প্রয়োজনের তাগিদে এইগুলি সৃষ্টি করেন, কিন্তু তা করে তিনি সুখী হননি, কেননা ভগবানের ভক্তরূপে তিনি স্বভাবতই কাউকে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে পতিত হতে দেখতে চান না। যারা আত্ম উপলব্ধির মার্গ অবলম্বন করতে চায় না, তারা তাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্মা নিশ্চিতভাবে সেই প্রক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করেন।

শ্লোক ৪

সনকং চ সনন্দং চ সনাতনমথাত্মভূঃ ।
সনৎকুমারং চ মুনীন্নিষ্ক্রিয়ানূর্ধ্বরেতসঃ ॥ ৪ ॥

সনকম্—সনক; **চ**—ও; **সনন্দম্**—সনন্দ; **চ**—এবং; **সনাতনম্**—সনাতন; **অথ**—তারপর; **আত্ম-ভূঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; **সনৎ-কুমারম্**—সনৎকুমারকে; **চ**—ও; **মুনীন্**—মহর্ষিগণ; **নিষ্ক্রিয়ান্**—সকাম কর্ম থেকে মুক্ত; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—যাদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী।

অনুবাদ

প্রথমে ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ঊর্ধ্বরেতা এবং তাই তাঁরা জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ইচ্ছায় অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া যাদের ভাগ্যে ছিল, তাদের জন্য ব্রহ্মা যদিও প্রয়োজনের তাগিদে অবিদ্যার তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তবুও এই প্রকার অপ্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করে তিনি সন্তুষ্ট হননি। তাই তিনি জ্ঞানের চারটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সেইগুলি হচ্ছে—জড়জাগতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শন বা সাংখ্য; জড় জগতের বন্ধন থেকে শুদ্ধ আত্মার মুক্তির পন্থা বা যোগ; পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য জড়-সুখভোগ থেকে সম্পূর্ণ বিরতি তথা বৈরাগ্য; এবং পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য স্বেচ্ছায় বিভিন্ন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত বা তপস্যা। ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেছিলেন পারমার্থিক উন্নতিসাধনের এই চারটি তত্ত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করার জন্য, এবং তাঁরা ভক্তির বিকাশের জন্য তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন যা প্রথমে কুমার-সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল, এবং পরবর্তীকালে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হয়েছে। এই সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানের মহান ভক্ত হয়েছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি ব্যতীত কখনই কোন প্রকার পারমার্থিক কার্যকলাপে সাফল্য লাভ করা যায় না।

শ্লোক ৫

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ ।
তান্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥

তান্—কুমারদের, যাঁদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; বভাষে—বলা হয়েছে; স্বভূঃ—ব্রহ্মা; পুত্রান্—পুত্রদের; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি; সৃজত—সৃষ্টি করতে; পুত্রকাঃ—হে পুত্রগণ; তৎ—তা; ন—না; ঐচ্ছন্—ইচ্ছা করেছিলেন; মোক্ষ-ধর্মাণঃ—মোক্ষধর্মনিষ্ঠ; বাসুদেব—পরমেশ্বর ভগবান; পরায়ণাঃ—ভক্তিভাব সমন্বিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁর পুত্রদের সৃষ্টি করে তাঁদের বললেন, "হে পুত্রগণ! এখন তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর।" কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, মোক্ষধর্মনিষ্ঠ কুমারেরা সেই কার্যে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

তাৎপর্য

কুমারগণ তাঁদের মহান পিতা ব্রহ্মার অনুরোধ সত্ত্বেও গার্হস্থ্যধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করেন। যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের পারিবারিক বন্ধনের মিথ্যা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কুমারগণ কিভাবে তাঁদের পিতা, এবং সর্বোপরি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার উত্তরে বলা যায় যে, যাঁরা বাসুদেবপরায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাসহকারে ভক্তিপরায়ণ, তাঁদের অন্য কোন দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪১) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যে ব্যক্তি সমস্ত জড়জাগতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মুক্তিপ্রদানকারী এবং একমাত্র শরণ্য পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের পরম আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তিনি দেবতাদের, পিতৃদের, মহর্ষিদের, অন্য জীবদের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং মানবসমাজের সদস্যদের কারও কাছে ঋণী নন, এবং কারোরই সেবক নন।" তাই গৃহস্থ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রতি তাঁদের মহান পিতার অনুরোধ অস্বীকার করায় তাঁদের কোন রকম অন্যায় হয়নি।

শ্লোক ৬

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ ।
ক্রোধং দুর্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **অবধ্যাতঃ**—এইভাবে অপমানিত হয়ে; **সুতৈঃ**—তাঁর পুত্রগণ কর্তৃক; **এবম্**—এইভাবে; **প্রত্যাখ্যাত**—আদেশ পালনে অস্বীকার করে; **অনুশাসনৈঃ**—তাঁদের পিতার আদেশ; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **দুর্বিষহম্**—অসহ্য; **জাতম্**—এইভাবে উৎপন্ন হয়েছিল; **নিয়ন্তুম্**—নিয়ন্ত্রণ করতে; **উপচক্রমে**—যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পিতার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মার অন্তরে দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, যা তিনি তখন সংবরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির রজোগুণের প্রধান পরিচালক। তাই তাঁর পুত্রেরা তাঁর আদেশ পালনে অবহেলা করায় তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। যদিও আদেশ পালনে অস্বীকার করায় কুমারদের এই আচরণ ন্যায়সঙ্গত ছিল, তবুও রজোগুণে মগ্ন হওয়ার ফলে ব্রহ্মা তাঁর দুর্বিষহ ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। তিনি তাঁর সেই ক্রোধ প্রকাশ করেননি, কেননা তিনি জানতেন যে, তাঁর পুত্রেরা পারমার্থিক প্রগতির পথে তাঁর থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিলেন, এবং তাই তাঁদের সামনে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করা অসমীচীন হত।

শ্লোক ৭

ধিয়া নিগৃহ্যমাণোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎপ্রজাপতেঃ ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ৭ ॥

ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; **নিগৃহ্যমাণঃ**—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; **অপি**—সত্ত্বেও; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূর; **মধ্যাৎ**—মধ্য থেকে; **প্রজাপতেঃ**—ব্রহ্মার; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **অজায়ত**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তৎ**—তাঁর; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **কুমারঃ**—একটা শিশু; **নীল-লোহিতঃ**—নীল এবং লাল বর্ণের মিশ্রণ।

অনুবাদ

যদিও তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তা তাঁর ভ্রূর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এবং তৎক্ষণাৎ নীল-লোহিত বর্ণের একটি শিশু উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

ক্রোধ অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হোক অথবা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হোক, তার রূপ একই। ব্রহ্মা যদিও তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করতে সক্ষম হননি। সেই ক্রোধ তার প্রকৃত রং নিয়ে রুদ্ররূপে ব্রহ্মার ভ্রূ-যুগলের মধ্য থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রোধ রজ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, তাই তার বর্ণ নীল (তমোগুণ) ও লোহিত (রজোগুণ)।

শ্লোক ৮

স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্বজো ভগবান্ ভবঃ ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্গুরো ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; রুরোদ—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিলেন; দেবানাম্ পূর্বজঃ—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ; ভগবান্—সবচাইতে শক্তিমান; ভবঃ—শিব; নামানি—বিভিন্ন নামে; কুরু—নির্ধারিত করুন; মে—আমার; ধাতঃ—হে ভাগ্যবিধায়ক; স্থানানি—স্থানসমূহ; চ—ও; জগৎ-গুরো—হে বিশ্বগুরু।

অনুবাদ

তাঁর জন্মের পর তিনি ক্রন্দন করতে করতে বলতে লাগলেন—হে বিধাতা! হে জগদ্গুরু! দয়া করে আপনি আমার নাম ও স্থানসমূহ নির্দেশ করে দিন।

শ্লোক ৯

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্ ।
অভ্যধাদ্ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎকরোমি তে ॥ ৯ ॥

ইতি—এইভাবে; তস্য—তাঁর; বচঃ—অনুরোধ; পাদ্মঃ—পদ্মফুল থেকে যাঁর জন্ম হয়েছে; ভগবান্—শক্তিমান; পরিপালয়ন্—অনুরোধ স্বীকার করে; অভ্যধাৎ—শান্ত করেছিলেন; ভদ্রয়া—স্নিগ্ধতা সহকারে; বাচা—বাণী; মা—করো না; রোদীঃ—ক্রন্দন; তৎ—তা; করোমি—আমি করব; তে—যেভাবে তুমি বাসনা করেছ।

অনুবাদ

পদ্মযোনি ভগবান ব্রহ্মা তখন মৃদু বাক্যের দ্বারা সেই বালকটিকে শান্ত করেন, এবং তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে বললেন—ক্রন্দন করো না। তুমি যা চেয়েছ তা আমি অবশ্যই করব।

শ্লোক ১০

যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ ।
ততস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥ ১০ ॥

যৎ—যেহেতু; অরোদীঃ—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছ; সুর-শ্রেষ্ঠ—হে দেবশ্রেষ্ঠ; স-উদ্বেগঃ—গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে; ইব—মতো; বালকঃ—বালক; ততঃ—সেই জন্য; ত্বাম্—তুমি; অভিধাস্যন্তি—অভিহিত হবে; নাম্না—নামের দ্বারা; রুদ্রঃ—রুদ্র; ইতি—এইভাবে; প্রজাঃ—প্রজাসমূহ।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ। যেহেতু তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করেছ, তাই প্রজাসমূহ তোমাকে রুদ্র নামে অভিহিত করবে।

শ্লোক ১১

হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জলং মহী ।
সূর্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি তে ॥ ১১ ॥

হৃৎ—হৃদয়; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; অসুঃ—প্রাণবায়ু; ব্যোম—আকাশ; বায়ুঃ—পবন; অগ্নিঃ—আগুন; জলম্—জল; মহী—পৃথিবী; সূর্যঃ—সূর্য; চন্দ্রঃ—চন্দ্র; তপঃ—তপশ্চর্যা; চ—এবং; এব—নিশ্চয়ই; স্থানানি—এই সমস্ত স্থানসমূহ; অগ্রে—পূর্বে; কৃতানি—পূর্বকৃত; তে—তোমার জন্য।

অনুবাদ

হে পুত্র! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা—এই সমস্ত স্থান আমি পূর্বেই তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি।

তাৎপর্য

রজোগুণ থেকে উদ্ভূত এবং তমোগুণের দ্বারা আংশিকভাবে স্পৃষ্ট ব্রহ্মার ক্রোধের ফলে তাঁর ভ্রূর মধ্য থেকে রুদ্রের এই সৃষ্টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্গীতায় (৩/৩৭) রুদ্রের তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ক্রোধ কামের পরিণাম, যা হচ্ছে রজোগুণের ফল। কাম এবং লোভ যখন অতৃপ্ত হয়, তখন ক্রোধের উদয় হয়, যা হচ্ছে বদ্ধ জীবের সবচাইতে বড় শত্রু। এই সব থেকে পাপপূর্ণ এবং অপকারী রজোগুণের প্রতিনিধি হচ্ছে অহঙ্কার বা নিজেকে সর্বেসর্বা বলে মনে করার মিথ্যা আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তি। সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ জীবের এই প্রকার আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তিকে ভগবদ্গীতায় বিমূঢ়তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অহঙ্কারের এই বৃত্তি হচ্ছে হৃদয়ে রুদ্রতত্ত্বের প্রকাশ, যার থেকে ক্রোধের উদয় হয়। এই ক্রোধের উদয় হয় হৃদয়ে এবং তা চক্ষু, হস্ত, পদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কোন মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সেই ক্রোধ তার আরক্তিম চক্ষুর মাধ্যমে এবং কখনও কখনও হাত মুঠো করার মাধ্যমে ও পদসঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। রুদ্রতত্ত্বের এই প্রদর্শন এই সমস্ত স্থানে রুদ্রের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কোন মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে জোরে জোরে শ্বাস নেয়, এইভাবে প্রাণবায়ুতে অথবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমে রুদ্রের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। যখন আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে ক্রোধে গর্জন করে, এবং যখন প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন রুদ্রতত্ত্বের প্রকাশ হয়, এবং তেমনই যখন সমুদ্রের জল বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তা হচ্ছে রুদ্রের বিষাদাচ্ছন্ন রূপ, যা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হয়। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন রুদ্রের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, এবং যখন পৃথিবীতে প্লাবন হয়, তখনও আমরা বুঝতে পারি যে, সেইটিও রুদ্রের প্রতিনিধি।

পৃথিবীতে বহু প্রাণী রয়েছে যারা নিরন্তর রুদ্রতত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। সাপ, বাঘ ও সিংহ সর্বদা রুদ্রের প্রতিনিধি। কখনও কখনও সূর্যের প্রবল তাপে সর্দিগর্মি হয়ে মানুষ অচৈতন্য হয়, এবং কখনও আবার চন্দ্রজনিত চরম ঠাণ্ডায় মানুষ সংজ্ঞা হারায়। তপশ্চর্যার প্রভাবে শক্তিসম্পন্ন বহু ঋষি, যোগী, দার্শনিক ও সন্ন্যাসী রয়েছে, যারা রুদ্রতত্ত্বের প্রভাবে ক্রোধ এবং রজোগুণ থেকে অর্জিত শক্তি প্রদর্শন

করে। মহান যোগী দুর্বাসা রুদ্রতত্ত্বের প্রভাবে মহারাজ অম্বরীষের সঙ্গে কলহ করেছিলেন, এবং এক ব্রাহ্মণ-বালক মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়ে রুদ্রতত্ত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তি যখন রুদ্রতত্ত্ব প্রদর্শন করে, তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তার উচ্চ পদমর্যাদার শিখর থেকে অধঃপতিত হয়। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার মিথ্যা ও অযৌক্তিক দাবি করার ফলে নির্বিশেষবাদীদের যে পতন হয় তা সবচাইতে শোচনীয়।

শ্লোক ১২

মন্যুর্মনুর্মহিনসো মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ ।
উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥ ১২ ॥

মন্যুঃ, মনুঃ, মহিনসঃ, মহান্, শিবঃ, ঋতধ্বজঃ, উগ্ররেতাঃ, ভবঃ, কালঃ, বামদেবঃ, ধৃতব্রতঃ—এই সবই রুদ্রের নাম।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় কুমার রুদ্র। তোমার এগারটি আরও নাম রয়েছে, সেইগুলি হচ্ছে—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত।

শ্লোক ১৩

ধীর্ধৃতিরসলোমা চ নিয়ুৎসর্পিরিলাম্বিকা ।
ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ধীঃ, ধৃতি, রসলা, উমা, নিয়ুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, রুদ্রাণ্যঃ—একাদশ রুদ্রাণী; **রুদ্র**—হে রুদ্র; **তে**—তোমাকে; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নী।

অনুবাদ

হে রুদ্র! রুদ্রাণী নামক তোমার একাদশ পত্নীও রয়েছে, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা।

শ্লোক ১৪

গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ ।
এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎপতিঃ ॥ ১৪ ॥

গৃহাণঃ—গ্রহণ কর; এতানি—এই সমস্ত; নামানি—বিভিন্ন নাম; স্থানানি—এবং স্থান; চ—ও; স-যোষণঃ—পত্নীগণসহ; এভিঃ—তাদের সঙ্গে; সৃজ—সৃষ্টি কর; প্রজাঃ—সন্তান; বহ্বীঃ—বহু সংখ্যক; প্রজানাম্—জীবেদের; অসি—তুমি হও; যৎ—যেহেতু; পতিঃ—স্বামী।

অনুবাদ

হে প্রিয় কুমার! এখন তুমি তোমার এবং তোমার বিভিন্ন পত্নীদের জন্য এই সমস্ত নাম এবং নির্দিষ্ট স্থান স্বীকার কর, এবং যেহেতু তুমি একজন প্রজাপতি, তাই তুমি বহু প্রজা সৃষ্টি কর।

তাৎপর্য

রুদ্রের পিতারূপে ব্রহ্মা তাঁর পুত্রের পত্নীদের, তাঁর বসবাসের স্থানসমূহের, এবং তাঁর নামসমূহ নির্ধারণ করেছিলেন। ঠিক যেমন পুত্র তার পিতার প্রদত্ত নাম এবং সম্পত্তি গ্রহণ করে, তেমনই পিতা কর্তৃক মনোনীত পত্নীও গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এইটিই সাধারণ উপায়। পক্ষান্তরে আবার কুমারেরা তাঁদের পিতার প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন, কেননা তাঁরা বহু সংখ্যক পুত্র-সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপার থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুত্র যেমন পিতার নির্দেশ অস্বীকার করতে পারে, তেমনই পিতাও উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পুত্রদের ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ১৫

ইত্যাদিষ্টঃ স্বগুরুণা ভগবান্নীললোহিতঃ ।
সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে; আদিষ্টঃ—আদিষ্ট হয়ে; স্ব-গুরুণা—তাঁর নিজের গুরুর দ্বারা; ভগবান্—সবচাইতে শক্তিমান; নীল-লোহিতঃ—রুদ্র, যাঁর দেহের রং নীল এবং লোহিত; সত্ত্ব—শক্তি; আকৃতি—দেহের গঠন; স্বভাবেন—এবং অত্যন্ত উগ্র স্বভাবসম্পন্ন; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; আত্ম-সমাঃ—তাঁর নিজের মতো; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি।

অনুবাদ

সবচাইতে শক্তিশালী রুদ্র যাঁর দেহের বর্ণ নীল ও লাল রঙের মিশ্রণ, তিনি তাঁরই মতো আকৃতি, শক্তি ও উগ্র স্বভাবসম্পন্ন বহু সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ ।
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥ ১৬ ॥

রুদ্রাণাম্—রুদ্রের পুত্রদের; রুদ্র-সৃষ্টানাম্—রুদ্র কর্তৃক যারা সৃষ্ট হয়েছিল; সমন্তাৎ—একত্রিত হয়ে; গ্রসতাম্—গ্রাস করতে; জগৎ—বিশ্ব; নিশাম্য—তাদের কার্যকলাপ দর্শন করে; অসংখ্যশঃ—অসংখ্য; যূথান্—সমূহ; প্রজা-পতিঃ—জীবেদের পিতা; অশঙ্কত—শঙ্কিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রুদ্র থেকে সৃষ্ট তাঁর অসংখ্য পুত্র এবং পৌত্রগণ সমবেত হয়ে জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি দর্শন করে ভয়ভীত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ক্রোধের অবতার রুদ্রের সন্তান-সন্ততিরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্যের ব্যাপারে এতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত তাদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। রুদ্রের তথাকথিত ভক্ত বা অনুগামীরাও ভয়ঙ্কর। এমনকি তারা কখনও কখনও স্বয়ং রুদ্রের পক্ষেও ভয়াবহ হয়। রুদ্রের বংশধরেরা কখনও কখনও রুদ্রের কৃপা লাভ করে রুদ্রকেই হত্যা করার পরিকল্পনা করে। সেইটি হচ্ছে তাঁর ভক্তদের স্বভাব।

শ্লোক ১৭

অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম ।
ময়া সহ দহন্তীভির্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ ॥

অলম্—অনাবশ্যক; **প্রজাভিঃ**—এই প্রকার জীবেদের দ্বারা; **সৃষ্টাভিঃ**—উৎপন্ন; **ঈদৃশীভিঃ**—এই প্রকার; **সুর-উত্তম**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা; **ময়া**—আমার; **সহ**—সাথে; **দহন্তীভিঃ**—দহ্যমান; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **চক্ষুর্ভিঃ**—নেত্রের দ্বারা; **উল্বণৈঃ**—অগ্নিশিখা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা রুদ্রকে বললেন—হে সুরশ্রেষ্ঠ। এই প্রকার প্রজা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের চক্ষুনির্গত প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা দিকসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করেছে, এবং তারা আমাকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে।

শ্লোক ১৮

তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্বভূতসুখাবহম্ ।
তপসৈব যথাপূর্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥ ১৮ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যা; **আতিষ্ঠ**—অবস্থিত হয়ে; **ভদ্রম্**—মঙ্গলজনক; **তে**—তোমার; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীবসমূহ; **সুখ-আবহম্**—সুখ প্রদানকারী; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **এব**—কেবল; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **স্রষ্টা**—সৃষ্টি করবে; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **ইদম্**—এই; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

হে পুত্র। তুমি তপস্যার অনুষ্ঠান কর, যা নিখিল জীবের পক্ষে মঙ্গলকর এবং যা তোমারও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন করবে। তপস্যার প্রভাবেই পূর্ব কল্পের মতো তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবে।

তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্তা হচ্ছেন যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিব। রুদ্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন সৃষ্টি এবং পালনের কাজ চলছে তখন যেন সংহারকার্য না করা হয়। পক্ষান্তরে, তিনি যেন তপশ্চর্যায় স্থিত হয়ে প্রলয়-কালের প্রতীক্ষা করেন, যখন তাঁর সেবার প্রয়োজন হবে।

শ্লোক ১৯

তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সর্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥ ১৯ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **এব**—কেবল; **পরম্**—পরম; **জ্যোতিঃ**—আলোক; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজম্**—যিনি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; **সর্ব-ভূত-গুহা-আবাসম্**—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে; **বিন্দতে**—জানতে পারা যায়; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

তপস্যার দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য যে তপস্যা করার প্রয়োজন, সেই দৃষ্টান্ত ব্রহ্মা তাঁর পুত্র এবং অনুগামীদের কাছে তুলে ধরার জন্য, তিনি রুদ্রকে তপস্যা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষেরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। তাই রুদ্রের সন্তান-সন্ততির প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং সেই প্রকার অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তারা তাঁকে গ্রাস করে ফেলতে পারে এই ভয়ে, ব্রহ্মা রুদ্রকে সেই অবাঞ্ছিত সন্তান-সন্ততি উৎপাদন বন্ধ করে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তপস্যা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই আমরা ছবিতে দেখতে পাই যে, রুদ্র সব সময় ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। পরোক্ষভাবে, রুদ্রের পুত্র এবং অনুগামীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ ব্রহ্মার শান্তিপূর্ণ সৃষ্টিকার্য চলতে থাকে, ততক্ষণ তারা যেন রুদ্রতত্ত্বের অনুসরণ করে সংহার-কার্য বন্ধ রাখে।

শ্লোক ২০

মৈত্রেয় উবাচ

এবমাত্মভুবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্ ।
বাঢ়মিত্যমুমামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **আত্ম-ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **গিরাম্**—বেদের; **পতিম্**—পতিকে; **বাঢ়ম্**—তা ঠিক; **ইতি**—এইভাবে; **অমুম্**—ব্রহ্মাকে; **আমন্ত্র্য**—এইভাবে সম্বোধন করে; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, রুদ্র তাঁর বেদপতি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করার জন্য বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২১

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে ।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥ ২১ ॥

অথ—এইভাবে; **অভিধ্যায়তঃ**—বিচার করে; **সর্গম্**—সৃষ্টি; **দশ**—দশ; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **প্রজজ্ঞিরে**—উৎপন্ন করেছিলেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **শক্তি**—শক্তি; **যুক্তস্য**—যুক্ত হয়ে; **লোক**—বিশ্ব; **সন্তান**—সন্তান-সন্ততি; **হেতবঃ**—কারণসমূহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে, সন্তান-সন্ততি বিস্তার করার জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥ ২২ ॥

মরীচিঃ, অত্রি, অঙ্গিরসৌ, পুলস্ত্যঃ, পুলহঃ, ক্রতুঃ, ভৃগুঃ, বশিষ্ঠঃ, দক্ষঃ—ব্রহ্মার পুত্রদের নাম; **চ**—ও; **দশমঃ**—দশম; **তত্র**—সেখানে; **নারদঃ**—নারদ।

অনুবাদ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও দশম পুত্র নারদ এইভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রক্রিয়া হচ্ছে বদ্ধ জীবেদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একটি সুযোগ-স্বরূপ। ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি রচনার কার্যে সহায়তা করার জন্য রুদ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু রুদ্র শুরু থেকেই সমগ্র সৃষ্টিকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল, এবং তাই তাঁকে এই রকম প্রলয়ঙ্কর কার্য থেকে নিরস্ত করতে হয়েছিল। সেই জন্য ব্রহ্মা আর এক শ্রেণীর সৎপুত্র সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা প্রধানত জাগতিক সকাম কর্মের অনুকূল ছিলেন। কিন্তু তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত বদ্ধ জীবের মঙ্গলের প্রায় কোন রকম সম্ভাবনা নেই, এবং তাই তিনি সবশেষে তাঁর সুযোগ্য পুত্র নারদকে সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন সমস্ত পরমার্থবাদীদের পরম গুরু। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কোন কার্যেই সাফল্য অর্জন করা যায় না, যদিও ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বদাই সব রকম জাগতিক বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। ভগবানের প্রেমময়ী সেবাই কেবল জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, এবং তাই শ্রীমন্ নারদ মুনি যে সেবা সম্পাদন করেছিলেন, তা ব্রহ্মার সমস্ত পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

শ্লোক ২৩

উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎস্বয়ম্ভুবঃ ।
প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎক্রতুঃ ॥ ২৩ ॥

উৎসঙ্গাৎ—দিব্য ভাবনার দ্বারা; **নারদঃ**—মহামুনি নারদ; **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **অঙ্গুষ্ঠাৎ**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি থেকে; **স্বয়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার; **প্রাণাৎ**—প্রাণ-বায়ু থেকে, বা নিঃশ্বাস থেকে; **বশিষ্ঠঃ**—বশিষ্ঠ; **সঞ্জাতঃ**—জন্ম হয়েছিল; **ভৃগুঃ**—মহর্ষি ভৃগু; **ত্বচি**—ত্বক থেকে; **করাৎ**—হাত থেকে; **ক্রতুঃ**—মহর্ষি ক্রতু।

অনুবাদ

ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ দিব্য ভাবনা থেকে নারদের জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল তাঁর নিঃশ্বাস থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি থেকে, ভৃগু তাঁর ত্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হস্ত থেকে।

তাৎপর্য

নারদ ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ চিন্তা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে সমর্থ। বহু বৈদিক জ্ঞান অর্জন অথবা বহু রকমের তপশ্চর্যার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু নারদ মুনির মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁদের সৎ ইচ্ছাক্রমে ভগবানকে দান করতে পারেন। নারদ নামটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে পারেন। *নার* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান', এবং *দ* মানে হচ্ছে 'যিনি দান করতে পারেন'। তিনি যে ভগবানকে দান করতে পারেন, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান এক রকমের সামগ্রী যা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। কিন্তু নারদ মুনি যে কোন ব্যক্তিকে ভগবানের প্রতি তাদের দিব্য প্রেমময়ী সেবার বাসনা অনুসারে, দাস, সখা, পিতা অথবা প্রেমিকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন। অর্থাৎ নারদ মুনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার সর্বোত্তম যৌগিক সাধন বা ভক্তিযোগের মার্গ প্রদান করতে পারেন।

শ্লোক ২৪

পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োঋষিঃ ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ ॥ ২৪ ॥

পুলহঃ—মহর্ষি পুলহ; **নাভিতঃ**—নাভি থেকে; **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিলেন; **পুলস্ত্যঃ**—মহর্ষি পুলস্ত্য; **কর্ণয়োঃ**—কর্ণ থেকে; **ঋষিঃ**—মহর্ষি; **অঙ্গিরাঃ**—মহর্ষি অঙ্গিরা; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **অক্ষ্ণঃ**—চোখ থেকে; **অত্রিঃ**—মহর্ষি অত্রি; **মরীচিঃ**—মহর্ষি মরীচি; **মনসঃ**—মন থেকে; **অভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুলস্ত্য কান থেকে, অঙ্গিরা মুখ থেকে, অত্রি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ধর্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
অধর্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **স্তনাৎ**—স্তন থেকে; **দক্ষিণতঃ**—দক্ষিণাঙ্গ থেকে; **যত্র**—যেখানে; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **পৃষ্ঠতঃ**—পিঠ থেকে; **যস্মাৎ**—যার থেকে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **লোক**—জীবেদের জন্য; **ভয়ম্-করঃ**—ভয়ানক।

অনুবাদ

ব্রহ্মার যে স্তনে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন, সেখান থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয়েছিল, এবং অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অধর্ম থেকে লোকের ভয়াবহ মৃত্যু সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সেখান থেকে যে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ধর্ম মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, যে কথা ভগবদ্গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্গীতার চরম উপদেশ হচ্ছে, ধর্মের নামে অন্য যে সমস্ত কার্যকলাপ, সেইগুলি পরিত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতা হচ্ছে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভগবদ্ভক্তি। ধর্মের পূর্ণতম রূপ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, আর অধর্ম হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত। হৃদয় হচ্ছে দেহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, আর পৃষ্ঠদেশ হচ্ছে সবচাইতে অবহেলিত অঙ্গ। কেউ যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে তার পিঠ দিয়ে সেই আক্রমণ সহ্য করার চেষ্টা করে, এবং তার বুকের সমস্ত আঘাত থেকে নিজেকে সাবধানে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সব রকমের অধর্ম ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, আর ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রকৃত ধর্ম নারায়ণের আসনস্বরূপ ব্রহ্মার বক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়। যা কিছু ভগবদ্ভক্তির দিকে পরিচালিত করে না, তা হচ্ছে অধর্ম, আর যা কিছু ভগবদ্ভক্তির দিকে পরিচালিত করে, তা হচ্ছে ধর্ম।

শ্লোক ২৬

হৃদি কামো ভ্রুবঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ ।
আস্যাদ্বাক্‌সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

হৃদি—হৃদয় থেকে; **কামঃ**—কাম; **ভ্রুবঃ**—ভ্রূর মধ্য থেকে; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **লোভঃ**—লোভ; **চ**—ও; **অধর-দচ্ছদাৎ**—ঠোঁটের মধ্য থেকে; **আস্যাৎ**—মুখ থেকে;

বাক্—বাণী; সিন্ধবঃ—সমুদ্র; মেঢ়াৎ—শিশ্ন থেকে; নির্ঋতিঃ—নিম্ন স্তরের কার্যকলাপ; পায়োঃ—মলদ্বার থেকে; অঘ-আশ্রয়ঃ—সব রকম পাপের আধার।

অনুবাদ

কাম ও বাসনা ব্রহ্মার হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, ক্রোধ তাঁর ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে, লোভ তাঁর অধরের মধ্য থেকে, বাণী তাঁর মুখ থেকে, সমুদ্র তাঁর শিশ্ন থেকে, সমস্ত পাপের উৎস সব রকম জঘন্য কার্যকলাপ তাঁর মলদ্বার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব মানসিক জল্পনা-কল্পনার অধীন। জড় শিক্ষা এবং জ্ঞানের বিচারে মানুষ যতই মহান হোক না কেন, সে কখনই মানসিক কার্যকলাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাম এবং নিম্ন স্তরের কার্যকলাপের বাসনা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষের কাম এবং নিম্ন স্তরের বাসনা যখন ব্যর্থ হয়, তখন তার মন থেকে ক্রোধের উদয় হয়, এবং তার প্রকাশ হয় ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে। তাই সাধারণ মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয় ভ্রূযুগলের মধ্যে মনকে একাগ্র করতে, কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের মনের আসনে স্থাপন করার অভ্যাস করেছেন। কামনাহীন হওয়ার সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা মনকে কখনও কামনারহিত করা যায় না। যখন উপদেশ দেওয়া হয় যে, মানুষকে কামনা-বাসনারহিত হতে হবে, তখন বুঝতে হবে যে, পারমার্থিক মূল্যের হানিকারক যা কিছু সেই সমস্ত বস্তুর কামনা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তের মনে ভগবান সর্বদা রয়েছেন, এবং তাই তাঁর কামনারহিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তাঁর সমস্ত কামনাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাক্‌শক্তিকে বলা হয় সরস্বতী বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এবং সরস্বতীর উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ব্রহ্মার মুখ। সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্ত হলেও কোন ব্যক্তির হৃদয় কামনা-বাসনায় পূর্ণ থাকতে পারে এবং তার ভ্রূ ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে। জড়জাগতিক বিচারে কেউ মহাপণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কাম এবং ক্রোধের সমস্ত নিম্ন স্তরের কার্যকলাপ থেকে মুক্ত। সদ্‌গুণাবলী কেবল শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আশা করা যায়, যিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন, বা শ্রদ্ধা সহকারে সমাধিস্থ।

শ্লোক ২৭

ছায়ায়াঃ কর্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥ ২৭ ॥

ছায়ায়াঃ—ছায়ার দ্বারা; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **জজ্ঞে**—প্রকাশিত হয়েছিলেন; **দেবহূত্যাঃ**—দেবহূতির; **পতিঃ**—পতি; **প্রভুঃ**—স্বামী; **মনসঃ**—মন থেকে; **দেহতঃ**—দেহ থেকে; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **জজ্ঞে**—বিকশিত হয়েছিল; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ড; **কৃতঃ**—স্রষ্টার; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

মহিমাময়ী দেবহূতির পতি মহর্ষি কর্দম ব্রহ্মার ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে জগতের সমস্ত বস্তু ব্রহ্মার শরীর অথবা মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সর্বদাই স্পষ্টরূপে বিরাজ করে, তবুও কখনই তারা পরস্পরের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। এমনকি নিম্ন স্তরের গুণ রজ ও তমোগুণের মধ্যেও কখনও কখনও সত্ত্বগুণের আভাস দেখা যায়। তাই ব্রহ্মার দেহ এবং মন থেকে উৎপন্ন তাঁর সমস্ত পুত্রেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, কিন্তু কর্দম প্রমুখ তাঁদের কেউ কেউ সত্ত্বগুণে উৎপন্ন হয়েছিলেন। নারদের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার চিন্ময় অবস্থা থেকে।

শ্লোক ২৮

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

বাচম্—বাক্; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **তন্বীম্**—তাঁর দেহ থেকে উৎপন্ন; **স্বয়ম্ভূঃ**—ব্রহ্মা; **হরতীম্**—আকর্ষণ করে; **মনঃ**—তাঁর মন; **অকামাম্**—কাম প্রবৃত্তিহীন; **চকমে**—ইচ্ছা করেছিলেন; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **স-কামঃ**—কামে উন্মত্ত হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **নঃ**—আমরা; **শ্রুতম্**—শুনেছি।

অনুবাদ

হে বিদুর! আমরা শুনেছি যে, ব্রহ্মার বাক্ নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কামে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে অভিলাষ করেছিলেন, কিন্তু সেই কন্যা নির্বিকারা ছিলেন।

তাৎপর্য

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি (শ্রীমদ্ভাগবত ৯/১৯/১৭)। এখানে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলি এতই উন্মত্ত এবং বলবান যে, সেইগুলি অত্যন্ত সংযত এবং বিদ্বান মানুষদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন কখনও একাকী মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গে বাস না করে। *বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* মানে হচ্ছে সবচাইতে বিদ্বান ব্যক্তিরাও ইন্দ্রিয়ের আবেগের দ্বারা বশীভূত হতে পারে। ব্রহ্মার নিজের কন্যার প্রতি কামাসক্ত হওয়ার এই ঘটনার কথা বর্ণনা করতে মৈত্রেয় সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা উল্লেখ করেছেন, কেননা কখনও কখনও তা ঘটতে পারে, এবং তার জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে, স্বয়ং ব্রহ্মা, যদিও তিনি হচ্ছেন আদি জীব এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বিদ্বান ব্যক্তি। ব্রহ্মা যদি যৌন আবেদনের শিকার হতে পারেন, তাহলে জাগতিক দুর্বলতার বশবর্তী অন্যান্য জীবেদের আর কি কথা? ব্রহ্মার চরিত্রের এই অস্বাভাবিক অনৈতিকতা কোন বিশেষ কল্পে ঘটেছিল বলে শোনা যায়, তবে যেই কল্পে ব্রহ্মা সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন, সেই কল্পে তা ঘটেনি, কেননা ভগবান ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পর তিনি আর কখনও মোহগ্রস্ত হবেন না। তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে তিনি এই প্রকার কামভাবের স্বীকার হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পর, তাঁর আর এই প্রকার অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এই ঘটনা থেকে সকলেরই একটি মস্ত বড় শিক্ষা লাভ করা উচিত। মানুষ সামাজিক প্রাণী ও স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে অসংযতভাবে মেলামেশা করলে তার অধঃপতন হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের এই প্রকার অবাধে মেলামেশা, বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মধ্যে, অবশ্যই পারমার্থিক উন্নতির পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। জড়জাগতিক বন্ধনের কারণ হচ্ছে যৌনবন্ধন, এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। মৈত্রেয় ঋষি এই ভয়াবহ সঙ্কটের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্রহ্মার এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ২৯

তমধর্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎপ্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁকে; অধর্মে—অনৈতিকতার বিষয়ে; কৃত-মতিম্—এই প্রকার মনোভাব; বিলোক্য—দর্শন করে; পিতরম্—পিতাকে; সুতাঃ—পুত্রগণ; মরীচি-মুখ্যাঃ—মরীচি প্রমুখ; মুনয়ঃ—ঋষিগণ; বিশ্রম্ভাৎ—উপযুক্ত শ্রদ্ধা সহকারে; প্রত্যবোধয়ন্—এইভাবে নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মরীচি প্রমুখ ব্রহ্মার পুত্রেরা এইভাবে তাঁদের পিতাকে বিভ্রান্ত হয়ে অনৈতিক আচরণ করতে দেখে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বললেন।

তাৎপর্য

মরীচি আদি ঋষিগণ যে তাঁদের মহান পিতার আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তাতে কোন অন্যায় হয়নি। তাঁরা ভালভাবেই জানতেন যে, যদিও তাঁদের পিতা ভুল করেছেন, তবু তাঁর এই লোক-দেখানো আচরণের পিছনে নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, তা না হলে এমন একজন মহান ব্যক্তি কখনই এই রকম ভুল করতে পারেন না। হয়তো ব্রহ্মা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার থেকে যে মানবীয় দুর্বলতা উৎপন্ন হতে পারে, তার প্রতি সচেতন করতে চেয়েছিলেন। যারা আত্ম উপলব্ধির মার্গে অগ্রসর হতে চায়, তাদের পক্ষে এইটি সর্বদাই অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তিরা যখন অনুচিত কার্য করেন, তখনও তাঁদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। মরীচি প্রমুখ মহর্ষিরাও ব্রহ্মার এই অস্বাভাবিক আচরণের জন্য তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি।

শ্লোক ৩০

নৈতৎপূর্বৈঃ কৃতং ত্বদ্ যে ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
যস্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

ন—কখনই না; এতৎ—এই প্রকার কর্ম; পূর্বৈঃ—অন্য কোন ব্রহ্মার দ্বারা, অথবা পূর্ব কল্পে আপনার দ্বারা; কৃতম্—করেছেন; ত্বৎ—আপনার দ্বারা; যে—যা; ন—

না; করিষ্যন্তি—করবেন; চ—ও; অপরে—অন্য কেউ; যঃ—যা; ত্বম্—আপনি; দুহিতরম্—কন্যাকে; গচ্ছেঃ—গমন করবে; অনিগৃহ্য—অসংযতভাবে; অঙ্গজম্—যৌন বাসনা; প্রভুঃ—হে পিতা।

অনুবাদ

হে পিতা! এই প্রকার কর্ম যার ফলে আপনি নিজেকে সমস্যাগ্রস্ত করছেন, তা পূর্বে কোন ব্রহ্মা কখনও করেননি, অন্য কেউ করেনি, অথবা পূর্ব কল্পে আপনিও করেননি, এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে সাহস করবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাহলে কিভাবে আপনি আপনার কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে চান, এবং আপনার সেই বাসনাকে সংযত করতে পারেন না?

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার পদ হচ্ছে সর্বোচ্চ, এবং এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ডে বহু ব্রহ্মা রয়েছেন। সেই পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁর ব্যবহার অবশ্যই আদর্শ হতে হবে, কেননা ব্রহ্মা অন্য সমস্ত জীবের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ব্রহ্মা, যিনি সবচাইতে পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক মার্গে সবচাইতে উন্নত জীব, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের ঠিক পরবর্তী পদটি প্রদান করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্গুরো।
যদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥

তেজীয়সাম্—সবচাইতে শক্তিশালী; অপি—ও; হি—নিশ্চয়ই; এতৎ—এই প্রকার আচরণ; ন—উপযুক্ত নয়; সু-শ্লোক্যম্—সৎ আচরণ; জগৎ-গুরো—হে সারা জগতের গুরু; যৎ—যাঁর; বৃত্তম্—চরিত্র; অনুতিষ্ঠন্—অনুসরণ করে; বৈ—নিশ্চয়ই; লোকঃ—বিশ্ব; ক্ষেমায়—উন্নতি সাধনের জন্য; কল্পতে—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

আপনি যদিও সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি, তবুও এই আচরণ আপনার শোভা পায় না কেননা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য জনগণ আপনার চরিত্রের অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, পরম শক্তিশালী জীব তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, এবং তাঁর এই প্রকার আচরণ কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে শক্তিশালী অগ্নিময় গ্রহ সূর্য যেকোন স্থান থেকে জল বাষ্পীভূত করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও সে পূর্বেরই মতো শক্তিশালী থাকে। সূর্য নোংরা জায়গা থেকেও জল বাষ্পীভূত করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নোংরা তাকে দূষিত করতে পারে না। তেমনই, ব্রহ্মা সর্ব অবস্থাতেই অনিন্দনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবেদের গুরু, তাই তাঁর আচরণ ও চরিত্র আদর্শ হওয়া উচিত, যাতে তাঁর মহৎ আচরণ অনুসরণ করে মানুষেরা সর্বোচ্চ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে। তাই তাঁর পক্ষে এই প্রকার আচরণ করা ঠিক হয়নি।

শ্লোক ৩২

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা ।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্মং পাতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণাম; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; যঃ—যিনি; ইদম্—এই; স্বেন—তাঁর নিজের; রোচিষা—জ্যোতির দ্বারা; আত্ম-স্থম্—আত্মস্থ হয়ে; ব্যঞ্জয়াম্ আস—প্রকাশ করেছেন; সঃ—তিনি; ধর্মম্—ধর্ম; পাতুম্—রক্ষা করার জন্য; অর্হতি—দয়া করে তা করতে পারেন।

অনুবাদ

আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি আত্মস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বীয় জ্যোতির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি যেন দয়া করে ধর্মকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

এখানে প্রতীত হয়, ব্রহ্মার যৌন বাসনা এতই প্রবল ছিল যে, মরীচি প্রমুখ তাঁর মহান পুত্রদের আবেদন সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর সেই সঙ্কল্প থেকে বিরত করা যায়নি। তাই তাঁর মহান পুত্রেরা ব্রহ্মাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল

জড়জাগতিক কামনা-বাসনার প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত সর্বদাই তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন, এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর ভক্তদের আকস্মিক অধঃপতন ক্ষমা করেন। তাই, মরীচি আদি ঋষিরা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁদের এই প্রার্থনা সফল হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ ।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা ।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **ইত্থম্**—এইভাবে; **গৃণতঃ**—বলে; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পুরঃ**—পূর্বে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **প্রজা-পতীন্**—সমস্ত প্রজাপতিদের; **প্রজাপতি-পতিঃ**—সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা (ব্রহ্মা); **তন্বম্**—দেহ; **তত্যাজ**—ত্যাগ করেছিলেন; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **তদা**—তখন; **তাম্**—সেই শরীর; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **জগৃহুঃ**—গ্রহণ করেছিলেন; **ঘোরাম্**—নিন্দনীয়; **নীহারম্**—কুজ্ঝটিকা; **যৎ**—যা; **বিদুঃ**—জানেন; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র সমস্ত প্রজাপতিদের এইভাবে বলতে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর শরীর ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সেই শরীর তখন সর্বদিকে অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুজ্ঝটিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করা, এবং সমস্ত জীবের নেতা ব্রহ্মা তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার আয়ু অপরিসীম, কিন্তু তিনি তাঁর গর্হিত পাপের জন্য তাঁর শরীর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যদিও তিনি সেই পাপের কথা কেবল চিন্তা করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই পাপকর্মে লিপ্ত হননি।

অনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবনে লিপ্ত হওয়া যে কতখানি অপরাধজনক, তা এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে জীবেদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। জঘন্য যৌনজীবনের কথা

চিন্তা করা পর্যন্ত পাপ, এবং সেই প্রকার পাপকর্মের প্রায়শ্চিত-স্বরূপ দেহত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ মানুষের আয়ু, আশীর্বাদ, ঐশ্বর্য ইত্যাদি সবই পাপকর্মের ফলে ক্ষয় হয়, এবং তার মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর পাপ হচ্ছে অবৈধ যৌনসঙ্গ।

অজ্ঞানতা হচ্ছে পাপকর্মের কারণ, অথবা পাপপূর্ণ জীবন ঘোর অজ্ঞানতার কারণ। অজ্ঞানের রূপ অন্ধকার বা কুজ্ঝটিকা। অন্ধকার বা কুজ্ঝটিকা সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছাদিত করে, এবং সূর্যই কেবল সেই অন্ধকার বা কুয়াশা দূর করতে পারে। যে ব্যক্তি নিত্য আলোকময় পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁর কুজ্ঝটিকার অন্ধকার বা অজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকে না।

শ্লোক ৩৪

কদাচিদ্ ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ ।
কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥ ৩৪ ॥

কদাচিৎ—কোন এক সময়; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করার সময়; **স্রষ্টুঃ**—ব্রহ্মার; **বেদাঃ**—বৈদিক শাস্ত্র; **আসন্**—প্রকাশিত হয়েছিল; **চতুঃ-মুখাৎ**—চার মুখ থেকে; **কথম্ স্রক্ষ্যামি**—কিভাবে আমি সৃষ্টি করব; **অহম্**—আমি; **লোকান্**—এই সমস্ত বিশ্ব; **সমবেতান্**—সমবেত; **যথা**—যেমন তা ছিল; **পুরা**—পূর্বে।

অনুবাদ

কোন এক সময়, যখন ব্রহ্মা চিন্তা করছিলেন, কিভাবে তিনি বিগত কল্পের মতো বিশ্ব সৃষ্টি করবেন, তখন তাঁর চার মুখ থেকে বিবিধ জ্ঞান সমন্বিত চতুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অগ্নি যেমন কলুষিত না হয়ে সব কিছু ভক্ষণ করতে পারে, তেমনই ভগবানের কৃপায়, ব্রহ্মার মহত্ত্বরূপী অগ্নি স্বীয় কন্যাগমনের পাপ-বাসনাকে ভস্মীভূত করেছিল। বেদ সমস্ত জ্ঞানের উৎস, এবং যখন ব্রহ্মা জড় জগতের পুনঃসৃষ্টি করার কথা ভাবছিলেন, তখন তা প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁর ভগবদ্ভক্তির বলে বলীয়ান, এবং ঘটনাচক্রে ভক্ত যদি কখনও ভগবদ্ভক্তির মহান মার্গ থেকে অধঃপতিত হন, তাহলে ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪২) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

"যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে ভগবান ঘটনাক্রমে সংঘটিত তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।" ব্রহ্মার মতো একজন মহান ব্যক্তি যে তাঁর নিজের কন্যার সঙ্গে যৌন সঙ্গমের কথা চিন্তা করবেন, তা কখনও প্রত্যাশা করা যায়নি। ব্রহ্মার এই দৃষ্টান্তটি কেবল শিক্ষা দেয়, জড়া প্রকৃতি এতই বলবতী যে, তা সকলেরই উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমনকি ব্রহ্মার উপরেও। ভগবানের কৃপায় অল্প একটু দণ্ডভোগের মাধ্যমে ব্রহ্মা রক্ষা পেয়েছিলেন, এবং ভগবানের অনুগ্রহে মহান ব্রহ্মারূপে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

শ্লোক ৩৫

চাতুর্হোত্রং কর্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ ।
ধর্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

চাতুঃ—চার; **হোত্রম্**—যজ্ঞের উপকরণ; **কর্ম**—কার্য; **তন্ত্রম্**—এই প্রকার কর্মের বিস্তার; **উপবেদ**—বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহ; **নয়ৈঃ**—নীতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; **সহ**—সহ; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **পাদাঃ**—তত্ত্বসমূহ; **চত্বারঃ**—চার; **তথা এব**—সেইভাবে; **আশ্রম**—সামাজিক শ্রেণীবিভাগ; **বৃত্তয়ঃ**—বৃত্তিসমূহ।

অনুবাদ

অগ্নিহোত্র যজ্ঞের চার প্রকার উপকরণ—যজমান (মন্ত্রগায়ক), হোতা, অগ্নি এবং উপবেদের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত কর্ম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ধর্মের চারটি তত্ত্ব (সত্য, তপ, দয়া ও শৌচ), এবং চারটি বর্ণের কর্তব্য সব কিছুই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—জড় দেহের এই চারটি আবশ্যকতা পশু ও মানুষ উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে বিরাজমান। পশুদের থেকে মানব সমাজকে পৃথক করার জন্য বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে ধর্ম অনুষ্ঠান করার বিধান রয়েছে। বৈদিক

শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে, এবং সেইগুলি প্রকাশ হয়েছিল যখন ব্রহ্মা তাঁর চার মুখ থেকে চার বেদ প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে সভ্য মানুষদের জন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে মনুষ্যোচিত কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। যাঁরা পরম্পরাক্রমে সেই তত্ত্বের অনুসরণ করেন, তাঁদের বলা হয় আর্য বা সভ্য মানুষ।

শ্লোক ৩৬

বিদুর উবাচ

স বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ ।
যদ্ যদ্ যেনাসৃজদ্ দেবস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ৩৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **বৈ**—নিশ্চয়ই; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজাম্**—যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **বেদ-আদীন্**—বেদ ইত্যাদি; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **অসৃজৎ**—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; **যৎ**—তা; **যৎ**—যা; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **দেবঃ**—দেবতা; **তৎ**—তা; **মে**—আমার কাছে; **ব্রূহি**—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন; **তপঃ-ধন**—হে ঋষিবর যাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তপশ্চর্যা।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে তপোধন মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমার কাছে বিশ্লেষণ করুন, কিভাবে এবং কার সাহায্যে ব্রহ্মা তাঁর মুখনিঃসৃত বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

মৈত্রেয় উবাচ

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্বাদিভির্মুখৈঃ ।
শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ঋক-যজুঃ-সাম-অথর্ব**—চার বেদ; **আখ্যান্**—নামক; **বেদান্**—বৈদিক শাস্ত্র; **পূর্ব-আদিভিঃ**—পূর্ব থেকে শুরু করে; **মুখৈঃ**—মুখের দ্বারা; **শাস্ত্রম্**—বৈদিক মন্ত্র যা পূর্বে উচ্চারণ করা হয়নি; **ইজ্যাম্**—পুরোহিতের আচার অনুষ্ঠান; **স্তুতি-স্তোমম্**—স্তব কীর্তনকারীর বিষয়; **প্রায়শ্চিত্তম্**—চিন্ময় কার্যকলাপ; **ব্যধাৎ**—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; **ক্রমাৎ**—ক্রমান্বয়ে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—ব্রহ্মার পূর্বাদি মুখ থেকে যথাক্রমে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এই চারটি বেদ প্রকাশিত হয়। তারপর, পূর্বে অনুচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র, ইজ্যা (পৌরোহিত্য), স্তুতিস্তোমের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রায়শ্চিত্ত (চিন্ময় কার্যকলাপ) ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

আয়ুর্বেদং ধনুর্বেদং গান্ধর্বং বেদমাত্মনঃ ।
স্থাপত্যং চাসৃজদ্ বেদং ক্রমাৎপূর্বাদিভির্মুখৈঃ ॥ ৩৮ ॥

আয়ুঃ-বেদম্—চিকিৎসার বিজ্ঞান; **ধনুঃ-বেদম্**—সামরিক বিজ্ঞান; **গান্ধর্বম্**—সঙ্গীতকলা; **বেদম্**—এই সমস্ত বৈদিক জ্ঞান; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **স্থাপত্যম্**—স্থাপত্য; **চ**—ও; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **বেদম্**—জ্ঞান; **ক্রমাৎ**—যথাক্রমে; **পূর্ব-আদিভিঃ**—পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে; **মুখৈঃ**—মুখের দ্বারা।

অনুবাদ

তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, যুদ্ধকলা, সঙ্গীতকলা ও স্থাপত্য বিজ্ঞান—এই সমস্ত বেদ থেকে রচনা করেছিলেন। এইগুলি তাঁর পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে একে একে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বেদে পূর্ণজ্ঞান রয়েছে, যা কেবল এই গ্রহের মানব সমাজের জন্যই নয়, অধিকন্তু অন্যান্য সমস্ত গ্রহের মানব সমাজের আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার জ্ঞান এর মধ্যে রয়েছে। এখানে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতকলার মতো সামরিক বিজ্ঞানও সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। এই সমস্ত বিভাগের জ্ঞানকে বলা হয় *উপপুরাণ* বা বেদের অনুপূরক জ্ঞান। পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে বেদের মুখ্য বিষয়, কিন্তু মানুষের পারমার্থিক জ্ঞানের অন্বেষণে সহায়তা করার জন্য, উল্লিখিত বৈদিক জ্ঞানের আনুষঙ্গিক শাখাসমূহের বিস্তার হয়।

শ্লোক ৩৯

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ ।
সর্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্বদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতিহাস—ইতিবৃত্ত; পুরাণানি—পুরাণ (বেদের পূরক); পঞ্চমম্—পঞ্চম; বেদম্—বৈদিক শাস্ত্র; ঈশ্বরঃ—ভগবান; সর্বেভ্যঃ—সমগ্র; এব—নিশ্চয়ই; বক্ত্রেভ্যঃ—তাঁর মুখ থেকে; সসৃজে—সৃষ্টি করেছিলেন; সর্ব—সমগ্র দিক; দর্শনঃ—যিনি সমগ্র কাল দর্শন করতে পারেন।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি তখন তাঁর সমস্ত মুখ থেকে পঞ্চম বেদ—পুরাণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর বিশেষ দেশের ও জাতির ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু পুরাণসমূহ হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস, তাও আবার কেবল এই কল্পেরই নয়, অন্যান্য বহু কল্পের। ব্রহ্মার এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা আছে, এবং তাই সমস্ত পুরাণগুলি হচ্ছে ইতিহাস। মূলত ব্রহ্মার রচনা বলে সেইগুলিও বেদের অঙ্গ এবং তাদের বলা হয় পঞ্চম বেদ।

শ্লোক ৪০

ষোড়শ্যুক্থৌ পূর্ববক্ত্রাৎপুরীষ্যগ্নিষ্টুতাবথ।
আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥ ৪০ ॥

ষোড়শী-উক্থৌ—এক প্রকার যজ্ঞ; পূর্ব-বক্ত্রাৎ—পূর্ব মুখ থেকে; পুরীষি-অগ্নিষ্টুতৌ—এক প্রকার যজ্ঞ; অথ—তারপর; আপ্তোর্যাম-অতিরাত্রৌ—এক প্রকার যজ্ঞ; চ—এবং; বাজপেয়ম্—এক প্রকার যজ্ঞ; স-গোসবম্—এক প্রকার যজ্ঞ।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ (ষোড়শী, উক্থ, পুরীষি, অগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম, অতিরাত্র, বাজপেয় ও গোসব) ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ৪১

বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্মস্যেতি পদানি চ।
আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎসহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৪১ ॥

বিদ্যা—শিক্ষা; দানম্—দান; তপঃ—তপশ্চর্যা, সত্যম্—সত্য; ধর্মস্য—ধর্মের; ইতি—এইভাবে; পদানি—চার পা; চ—ও; আশ্রমান্—আশ্রম; চ—ও; যথা—যেমন; সংখ্যম্—সংখ্যায়; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছেন; সহ—সহ; বৃত্তিভিঃ—বৃত্তির দ্বারা।

অনুবাদ

বিদ্যা, দান, তপশ্চর্যা ও সত্য—এইগুলিকে ধর্মের চারটি পা বলা হয়, এবং সেইগুলি জানবার জন্য জীবনের চারটি আশ্রম এবং বৃত্তি অনুসারে চারটি বর্ণ-বিভাগ রয়েছে। ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে ব্রহ্মা সেইগুলি সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন, গৃহস্থ বা পারিবারিক জীবন, বানপ্রস্থ বা তপশ্চর্যার অনুশীলনের জন্য অবসর জীবন, এবং সন্ন্যাস বা সত্যের প্রচারের জন্য ত্যাগের জীবন হচ্ছে ধর্মের চারটি পা। বৃত্তি অনুসারে বর্ণ-বিভাগ—ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান শ্রেণী, ক্ষত্রিয় বা প্রশাসক শ্রেণী, বৈশ্য বা ব্যবসায়ি শ্রেণী, এবং শূদ্র বা সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী, যাদের কোন বিশেষ গুণাবলী নেই। এইগুলি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির মার্গে উন্নতি সাধনের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক সুসংবদ্ধভাবে পরিকল্পিত এবং রচিত হয়েছিল। ব্রহ্মচর্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করা; গৃহস্থ-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দানশীল মনোবৃত্তি সহকারে সম্পন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন, বানপ্রস্থ আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য তপশ্চর্যা এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের কাছে পরমতত্ত্ব প্রচার করা। সমাজের সমস্ত সদস্যদের সম্মিলিত কার্যকলাপ মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের স্তরে মানুষকে উন্নীত করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। এই সমাজ-ব্যবস্থার শুরুতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের পশু প্রবৃত্তিগুলির বিশুদ্ধিকরণের জন্য এবং সেই বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার চরম স্তর হচ্ছে পরম পবিত্র পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানা।

শ্লোক ৪২

সাবিত্রং প্রাজাপত্যং চ ব্রাহ্মং চাথ বৃহত্তথা ।
বার্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৪২ ॥

সাবিত্রম্—উপনয়ন সংস্কার; প্রাজাপত্যম্—বর্ষব্যাপী ব্রত-আচরণ; চ—এবং; ব্রাহ্মম্—বেদ গ্রহণ; চ—এবং; অথ—ও; বৃহৎ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-জীবন; তথা—

তারপর; **বার্তা**—বৈদিক বিধান অনুসারে জীবিকা গ্রহণ; **সঞ্চয়**—বৃত্তিগত কর্তব্য; **শালীন**—অন্য কারোর সাহায্য না চেয়ে জীবনধারণ; **শিল-উঞ্ছঃ**—পরিত্যক্ত শস্য আহরণ করে জীবনধারণ; **ইতি**—এইভাবে; **বৈ**—যদিও; **গৃহে**—গৃহস্থ-জীবনে।

অনুবাদ

তারপর সাবিত্র বা দ্বিজদের উপনয়ন সংস্কার, প্রাজাপত্য বা বর্ষব্যাপী ব্রত অবলম্বন, ব্রাহ্ম বা বেদ গ্রহণ, বৃহদ্‌ব্রত বা আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, বার্তা বা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবিকা-নির্বাহ, সঞ্চয় বা যাজনাদি বৃত্তি, শালীন বা অযাচিত বৃত্তি, এবং শিলোঞ্ছ বা পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ—এই সমস্ত গৃহের কর্তব্যসমূহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন।

তাৎপর্য

ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচারীদের মানবজীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। এইভাবে মৌলিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা। কেবল যে সমস্ত ছাত্র জীবনের এই প্রকার ব্রত গ্রহণ করতে পারত না, তাদেরই গৃহে ফিরে গিয়ে উপযুক্ত পত্নীর পাণিগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হত। অন্যথায় ছাত্রেরা আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করতেন। তা সব নির্ভর করত ছাত্রের শিক্ষার গুণগত মানের উপর। এই রকম একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মহা সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, এবং তিনি হচ্ছেন আমাদের পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ।

শ্লোক ৪৩

বৈখানসা বালখিল্যৌদুম্বরাঃ ফেনপা বনে ।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥ ৪৩ ॥

বৈখানসাঃ—যাঁরা সক্রিয় জীবন থেকে নিবৃত্ত হয়ে অর্ধসিদ্ধ খাদ্য আহার করে জীবনধারণ করেন; **বালখিল্য**—যাঁরা নতুন অন্ন পেলে পূর্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন; **ঔদুম্বরাঃ**—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করার পর যেইদিক সর্বপ্রথম দেখতে পান, সেইদিক থেকে আহরিত খাদ্যের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী; **ফেনপাঃ**—আপনা থেকে পতিত ফল দ্বারা জীবনধারণকারী; **বনে**—বনে; **ন্যাসে**—সন্ন্যাস আশ্রমে; **কুটীচকঃ**—আসক্তিরহিত পারিবারিক জীবন; **পূর্বম্**—প্রথমে; **বহ্বোদঃ**—সব রকম জড়জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় সেবায় যুক্ত হওয়া; **হংস**—সম্পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞানের অনুশীলনে মগ্ন; **নিষ্ক্রিয়ৌ**—সব রকম কার্যকলাপের নিবৃত্তি।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—বৈখানস, বালখিল্য, ঔদুম্বর ও ফেনপ। সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—কুটীচক, বহূদক, হংস ও নিষ্ক্রিয়। এইগুলি ব্রহ্মার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম বা সামাজিক ও পারমার্থিক জীবনের চারটি বিভাগ আধুনিক যুগের কোন নতুন সৃষ্টি নয়, যা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় বলে থাকে। এই ব্যবস্থা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্* ।

শ্লোক ৪৪

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥ ৪৪ ॥

আন্বীক্ষিকী—ন্যায়শাস্ত্র; **ত্রয়ী**—ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ—এই তিনটি লক্ষ্য; **বার্তা**—কাম; **দণ্ড**—আইন ও শৃঙ্খলা; **নীতিঃ**—নৈতিক বিধান; **তথা**—তেমনই; **এব চ**—যথাক্রমে; **এবম্**—এইভাবে; **ব্যাহৃতয়ঃ**—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ প্রসিদ্ধ এই মন্ত্র; **চ**—ও; **আসন্**—প্রাদুর্ভূত হয়েছে; **প্রণবঃ**—ওঁকার; **হি**—নিশ্চয়ই; **অস্য**—তাঁর (ব্রহ্মার); **দহ্রতঃ**—হৃদয় থেকে।

অনুবাদ

তর্কবিদ্যা, বেদ-নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য, আইন-শৃঙ্খলা, নীতিশাস্ত্র এবং প্রসিদ্ধ মন্ত্র ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই সবই ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রণব ওঁকার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে।

শ্লোক ৪৫

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎস্নুতোঽনুষ্টুব্জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্য—তাঁর; **উষ্ণিক্**—একটি বৈদিক ছন্দ; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **লোমভ্যঃ**—তাঁর শরীরের লোম থেকে; **গায়ত্রী**—মুখ্য বৈদিক মন্ত্র; **চ**—ও; **ত্বচঃ**—ত্বক থেকে; **বিভোঃ**—ভগবানের; **ত্রিষ্টুপ্**—একটি বিশেষ ছন্দ; **মাংসাৎ**—মাংস থেকে; **স্নুতঃ**—স্নায়ু থেকে; **অনুষ্টুপ্**—আর এক প্রকার ছন্দ; **জগতী**—আর এক প্রকার ছন্দ; **অস্থ্নঃ**—অস্থি থেকে; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির।

অনুবাদ

তারপর সর্বশক্তিমান প্রজাপতির দেহের লোম থেকে উষ্ণিক্ নামক বৈদিক ছন্দ, ত্বক থেকে প্রধান বৈদিক মন্ত্র গায়ত্রী, মাংস থেকে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু থেকে অনুষ্টুপ্, এবং অস্থি থেকে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥

মজ্জায়াঃ—মজ্জা থেকে; **পঙ্‌ক্তিঃ**—এক প্রকার ছন্দ; **উৎপন্না**—প্রকাশিত হয়েছে; **বৃহতী**—আর এক প্রকার ছন্দ; **প্রাণতঃ**—প্রাণ থেকে; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

পদ্য লেখার কলা বা পঙ্‌ক্তি তাঁর মজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং বৃহতী নামক আর এক প্রকার ছন্দ প্রজাপতির প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃত ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তঃস্থা বলমাত্মনঃ ।
স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥ ৪৭ ॥

স্পর্শঃ—ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণসমূহ; **তস্য**—তাঁর; **অভবৎ**—হয়েছে; **জীবঃ**—জীবাত্মার; **স্বরঃ**—স্বরবর্ণ; **দেহঃ**—তাঁর দেহ; **উদাহৃতঃ**—ব্যক্ত হয়েছে; **উষ্মাণম্**—শ, ষ, স ও হ এই কটি বর্ণ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আহুঃ**—বলা হয়; **অন্তঃস্থাঃ**—অন্তঃস্থ বর্ণসমূহ (য, র, ল ও ব); **বলম্**—শক্তি; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **স্বরাঃ**—সঙ্গীত; **সপ্ত**—সাতটি; **বিহারেণ**—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা; **ভবন্তি স্ম**—প্রকাশিত হয়েছে; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আত্মা থেকে স্পর্শবর্ণ, দেহ থেকে স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয় থেকে উষ্মবর্ণ, বল থেকে অন্তঃস্থবর্ণ এবং তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ থেকে সঙ্গীতের সাতটি স্বর উদ্ভূত হয়েছে।

তাৎপর্য

সংস্কৃতে তেরটি স্বরবর্ণ ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। স্বরবর্ণ গুলি হচ্ছে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হচ্ছে ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে প্রথম পঁচিশটিকে বলা হয় স্পর্শবর্ণ। এছাড়া রয়েছে চারটি অন্তঃস্থবর্ণ। উষ্মবর্ণ হচ্ছে শ, ষ ও স। সঙ্গীতের স্বর হচ্ছে সা-রে-গা-মা-পা-ধা ও নি। এই সমস্ত শব্দতরঙ্গকে মূলত শব্দব্রহ্ম বা চিন্ময় শব্দ বলা হয়। তাই বলা হয় যে, শব্দব্রহ্মের অবতাররূপে ব্রহ্মার সৃষ্টি মহাকল্পে হয়েছিল। বেদ হচ্ছে চিন্ময় শব্দ, এবং তাই বৈদিক সাহিত্যের কোন রকম জড়জাগতিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা নেই। বেদের উচ্চারণ করতে হবে যথাযথভাবে, যদিও তা আমাদের পরিচিত জড় অক্ষরের মাধ্যমে সাংকেতিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চরমে জড় বলে কিছু নেই কেননা সব কিছুরই উৎস হচ্ছে চিৎ জগৎ। তাই, প্রকৃতপক্ষে জড় জগৎকে সঠিক অর্থেই মায়িক বলা হয়। যাঁরা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা তাঁদের কাছে সব কিছুই চিন্ময়।

শ্লোক ৪৮

শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

শব্দ-ব্রহ্ম—চিন্ময় শব্দ; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তস্য**—তাঁর; **ব্যক্ত**—প্রকাশিত; **অব্যক্ত-আত্মনঃ**—অব্যক্তের; **পরঃ**—অতীত; **ব্রহ্মা**—পরমতত্ত্ব; **অবভাতি**—পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে; **বিততঃ**—বিতরণ করে; **নানা**—বিবিধ; **শক্তি**—শক্তিসমূহ; **উপবৃংহিতঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

শব্দ-ব্রহ্মের উৎসরূপে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, এবং তাই তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধারণার অতীত। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরম তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং তিনি বিবিধ শক্তি-সমন্বিত।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার পদ হচ্ছে সর্বোচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদ, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদ দেওয়া হয়। কখনও কখনও সেই পদের উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হলে, ভগবান নিজে ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন। জড় জগতে ব্রহ্মা ভগবানের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং চিন্ময় শব্দ প্রণব তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তাই তিনি বিবিধ শক্তি-সমন্বিত, এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতারা তাঁর থেকে প্রকাশিত হন। যদিও তিনি তাঁর নিজের কন্যাকে উপভোগ করার প্রবণতা প্রদর্শন করেছিলেন, তবুও তাঁর দিব্য মাহাত্ম্য হ্রাস পায়নি। ব্রহ্মা কর্তৃক এই প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শনের একটি উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই জন্য তাঁকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৯

ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—তারপর; অপরাম্—অন্য; উপাদায়—গ্রহণ করে; সঃ—তিনি; সর্গায়—সৃষ্টি সম্বন্ধে; মনঃ—মন; দধে—মনোযোগ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে যৌনজীবন নিষিদ্ধ ছিল না, এইভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার পূর্ব শরীর ছিল দিব্য, এবং যৌনজীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি নিষিদ্ধ ছিল, তাই তাঁকে যৌনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর পূর্বের শরীরটি কুজ্ঝটিকায় পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ৫০

ঋষীণাং ভূরিবীর্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্ ।
জ্ঞাত্বা তদ্‌ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব ॥ ৫০ ॥

ঋষীণাম্—মহর্ষিদের; ভূরি-বীর্যাণাম্—মহাবীর্যবান; অপি—সত্ত্বেও ; সর্গম্—সৃষ্টি; অবিস্তৃতম্—সংক্ষিপ্ত; জ্ঞাত্বা—জেনে; তৎ—তা; হৃদয়ে—তাঁর হৃদয়ে; ভূয়ঃ—পুনরায়; চিন্তয়াম্ আস—তিনি চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন; কৌরব—হে কুরুপুত্র।

অনুবাদ

হে কৌরব! ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে মহাবীর্যবান ঋষিদের উপস্থিতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল না, তখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

শ্লোক ৫১

অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা ।
ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥ ৫১ ॥

অহো—হায়; অদ্ভুতম্—আশ্চর্যজনক; এতৎ—এই; মে—আমার জন্য; ব্যাপৃতস্য—নিযুক্ত হয়ে; অপি—যদিও; নিত্যদা—সর্বদা; ন—করে না; হি—নিশ্চয়ই; এধন্তে—উৎপাদন করে; প্রজাঃ—জীবসমূহ; নূনম্—তা সত্ত্বেও; দৈবম্—অদৃষ্ট; অত্র—এখানে; বিঘাতকম্—প্রতিবন্ধক।

অনুবাদ

ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন—আহা, কি আশ্চর্য! আমি সর্বদা সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত রয়েছি, তবুও আমার প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করছে না। দৈব ছাড়া এই দুর্ভাগ্যের আর অন্য কোন কারণ নেই।

শ্লোক ৫২

এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা ।
কস্য রূপমভূদ্ দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; যুক্ত—চিন্তা করে; কৃতঃ—যখন তা করছিলেন; তস্য—তাঁর; দৈবম্—দিব্যশক্তি; চ—ও; অবেক্ষতঃ—নিরীক্ষণ করে; তদা—তখন; কস্য—ব্রহ্মার; রূপম্—রূপ; অভূৎ—প্রকাশিত হয়েছিল; দ্বেধা—দ্বিধা বিভক্ত; যৎ—যা; কায়ম্—তাঁর দেহ; অভিচক্ষতে—বলা হয়।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি যখন চিন্তামগ্ন ছিলেন এবং দৈবশক্তি নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ থেকে আরও দুইটি মূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইগুলি ব্রহ্মার দেহ বলে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার দেহ থেকে দুটি শরীর প্রকট হয়েছিল। তার একটির শ্মশ্রু রয়েছে, এবং অন্যটির বক্ষঃস্থল ছিল স্ফীত। তাদের আবির্ভাবের উৎস কেউই ব্যাখ্যা করতে পারে না, এবং তাই আজ পর্যন্ত তারা *কায়ম্* বা ব্রহ্মার দেহ বলে পরিচিত। ব্রহ্মার পুত্র ও কন্যারূপে তাদের সম্পর্কের কোন উল্লেখ নেই।

শ্লোক ৫৩

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ৫৩ ॥

তাভ্যাম্—তাদের; **রূপ**—রূপ; **বিভাগাভ্যাম্**—এইভাবে বিভক্ত হয়ে; **মিথুনম্**—যৌন সম্পর্ক; **সমপদ্যত**—পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সদ্য বিভক্ত দেহ দুটি যৌন সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৪

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্ ।
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—কিন্তু; **তত্র**—সেখানে; **পুমান্**—পুরুষ; **সঃ**—তিনি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **মনুঃ**—মানবজাতির পিতা; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব নামক; **স্ব-রাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **স্ত্রী**—নারী; **যা**—যিনি; **আসীৎ**—ছিলেন; **শতরূপা**—শতরূপা নামক; **আখ্যা**—এইভাবে পরিচিত; **মহিষী**—সম্রাজ্ঞী; **অস্য**—তাঁর; **মহাত্মনঃ**—মহান আত্মা।

অনুবাদ

তাঁদের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভুব মনু নামে পরিচিত হন, এবং যিনি স্ত্রী তিনি মহাত্মা মনুর মহিষী শতরূপা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

তদা মিথুনধর্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে ॥ ৫৫ ॥

তদা—সেই সময়; মিথুন—যৌনজীবন; ধর্মেণ—ধর্মতত্ত্ব অনুসারে; প্রজাঃ—সন্তান-সন্ততি; হি—নিশ্চয়ই; এধাম্—বৃদ্ধি পায়; বভূবিরে—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সময় থেকে মৈথুন-ধর্মের দ্বারা প্রজাসমূহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

শ্লোক ৫৬

স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত ।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম ॥ ৫৬ ॥

সঃ—তিনি (মনু); চ—ও; অপি—যথাসময়ে; শতরূপায়াম্—শতরূপা থেকে; পঞ্চ—পাঁচ; অপত্যানি—সন্তান; অজীজনৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; উত্তানপাদৌ—উত্তানপাদ; তিস্রঃ—তিন সংখ্যক; কন্যাঃ—কন্যা; চ—ও; ভারত—হে ভরতের পুত্র; আকূতিঃ—আকূতি; দেবহূতিঃ—দেবহূতি; চ—এবং; প্রসূতিঃ—প্রসূতি; ইতি—এইভাবে; সত্তম—হে সর্বোত্তম।

অনুবাদ

হে ভারত! যথাসময়ে তিনি (মনু) শতরূপা থেকে পাঁচটি সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলেন—দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং তিনটি কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি।

শ্লোক ৫৭

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎকর্দমায় তু মধ্যমাম্ ।
দক্ষায়াদাৎপ্রসূতিং চ যত আপূরিতং জগৎ ॥ ৫৭ ॥

আকূতিম্—আকূতি নামক কন্যাকে; রুচয়ে—মহর্ষি রুচিকে; প্রাদাৎ—দান করেছিলেন; কর্দমায়—মহর্ষি কর্দমকে; তু—কিন্তু; মধ্যমাম্—মধ্যম কন্যা (দেবহূতি);

দক্ষায়—দক্ষকে; অদাৎ—দান করেছিলেন; প্রসূতিম্—কনিষ্ঠা কন্যা; চ—ও; যতঃ—যেখান থেকে; আপূরিতম্—পূর্ণ হয়েছে; জগৎ—সমগ্র বিশ্ব।

অনুবাদ

পিতা মনু তাঁর প্রথম কন্যা আকূতিকে রুচি নামক ঋষিকে দান করেন, মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দম নামক ঋষিকে দান করেন, এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষের নিকট দান করেন। তাঁদের থেকে সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

বিশ্বের প্রজা সৃষ্টির ইতিহাস এখানে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব, যাঁর থেকে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর স্ত্রী শতরূপার উৎপত্তি হয়। মনু থেকে দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়, এবং তাদের থেকে বিভিন্ন লোকে আজ পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রাদুর্ভূত হচ্ছে। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সকলের পিতামহ, এবং পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার পিতা হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবের প্রপিতামহ নামে পরিচিত। ভগবদ্‌গীতায় (১১/৩৯) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

"আপনি বায়ু, ধর্মরাজ, অগ্নি, বরুণ আদি সকলের প্রভু। আপনি চন্দ্র, এবং আপনি হচ্ছেন প্রপিতামহ। তাই, আমি বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করার পর; **বাচম্**—বার্তা; **বদতঃ**—যখন বলছিলেন; **মুনেঃ**—মৈত্রেয় মুনির; **পুণ্য-তমাম্**—সবচাইতে পুণ্যবান; **নৃপ**—হে রাজন্; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কৌরব্যঃ**—কুরুশ্রেষ্ঠ (বিদুরকে); **বাসুদেব-কথা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব সম্বন্ধীয় কথা; **আদৃতঃ**—যিনি এইভাবে আদর করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! মহর্ষি মৈত্রেয় কাছ থেকে এই সমস্ত পুণ্যতম বার্তা শ্রবণ করার পর, বিদুর ভগবান বাসুদেবের কথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তিনি আদরপূর্বক শুনতে চেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *আদৃতঃ* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় বাণী শ্রবণ করতে বিদুরের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, এবং নিরন্তর তা শ্রবণ করেও তিনি কখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি। তিনি আরও বেশি করে তা শুনতে চেয়েছিলেন, যাতে সেই চিন্ময় বাণীর দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অধিক থেকে অধিকতর শ্রেয় লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অনায়াসে; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু **সম্রাট্**—সমস্ত রাজাদের রাজা; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **পুত্রঃ**—পুত্র; **স্বয়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার **প্রতিলভ্য**—লাভ করে; **প্রিয়াম্**—পরম প্রিয়; **পত্নীম্**—পত্নী; **কিম্**—কি; **চকার**—করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **মুনে**—হে মহর্ষি।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে মহর্ষি! ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব তাঁর প্রিয়তম পত্নীকে লাভ করার পর কি করেছিলেন?

শ্লোক ৩

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম ।
ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায় বিষ্বক্সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ ॥ ৩ ॥

চরিতম্—চরিত্র; **তস্য**—তাঁর; **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষির; **আদি-রাজস্য**—আদিরাজের; **সত্তম**—হে সবচাইতে পুণ্যবান; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **মে**—আমাকে; **শ্রদ্দধানায়**—যিনি গ্রহণ করতে শ্রদ্ধাশীল; **বিষ্বক্সেন**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আশ্রয়ঃ**—যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; **হি**—নিশ্চয়ই; **অসৌ**—সেই রাজা।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আদি রাজরাজেশ্বর (মনু) ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহান ভক্ত এবং তাই তাঁর উদাত্ত চরিত্র ও কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য। দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন। আমি তা শুনতে অত্যন্ত উৎসুক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের চিন্ময় বিষয়ে পূর্ণ। চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করা এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চরিত্র ও কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করায় একই ফল লাভ হয়, অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়।

শ্লোক ৪

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রুতস্য—যাঁরা শ্রবণের পন্থা অবলম্বন করেছেন; **পুংসাম্**—এই প্রকার ব্যক্তিদের; **সুচির**—দীর্ঘকালব্যাপী; **শ্রমসা**—কঠিন পরিশ্রম করে; **ননু**—নিশ্চয়ই; **অঞ্জসা**—বিস্তারিতভাবে; **সূরিভিঃ**—শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা; **ঈড়িতঃ**—বিশ্লেষিত; **অর্থঃ**—বিজ্ঞপ্তি; **তৎ**—তা; **তৎ**—তা; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলী; **অনুশ্রবণম্**—চিন্তা করে; **মুকুন্দ**—মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবান; **পাদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হৃদয়েষু**—হৃদয়ে; **যেষাম্**—তাঁদের।

অনুবাদ

যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পরিশ্রমপূর্বক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্রবণে প্রবৃত্ত, তাঁদের শুদ্ধ ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করা উচিত। শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভক্তদের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

দিব্য বিদ্যার্থী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে বেদসমূহ শ্রবণ করার দ্বারা কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেন। তাঁদের কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপই শ্রবণ করা কর্তব্য নয়, যাঁরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তদের চিন্ময় গুণাবলীর কথাও তাঁদের অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে এক পলকের জন্যও ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভগবান যে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তাদের সেই সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন, এবং তাই তাঁরা সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানেরই মতো মহিমান্বিত। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর থেকেও

অধিক পূজনীয়। ভগবদ্ভক্তের পূজা ভগবানের পূজার থেকেও অধিক উৎকৃষ্ট। তাই দিব্য বিদ্যার্থীদের কর্তব্য হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রবণ করা, যেভাবে তা ভগবানের অনুরূপ শুদ্ধ ভক্তগণ কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়, কেননা নিজে শুদ্ধ ভক্ত না হলে, পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা যায় না।

শ্লোক ৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **বিদুরম্**—বিদুরকে; **বিনীতম্**—অত্যন্ত বিনম্র; **সহস্র-শীর্ষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্ম; **উপধানম্**—বালিশ; **প্রহৃষ্ট-রোমা**—আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **কথায়াম্**—বাণীতে; **প্রণীয়মানঃ**—এই প্রকার মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে; **মুনিঃ**—ঋষি; **অভ্যচষ্ট**—বলতে চেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হয়ে বিদুরের অঙ্কে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করেছিলেন, কেননা বিদুর ছিলেন অত্যন্ত বিনীত ও স্নিগ্ধ। মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

সহস্রশীর্ষ্ণঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁর শক্তিসমূহ ও ক্রিয়াকলাপ অনেক প্রকার, এবং যাঁর মনীষা আশ্চর্যজনক, তাঁকে বলা হয় *সহস্রশীর্ষ্ণঃ* । এই যোগ্যতা কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। পরমেশ্বর ভগবান কখনও কখনও প্রসন্ন হয়ে বিদুরের গৃহে ভোজন করতে

গিয়েছিলেন, এবং বিশ্রাম করার সময় তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম বিদুরের অঙ্কে স্থাপন করেছিলেন। বিদুরের আশ্চর্যজনক সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে মৈত্রেয় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল, এবং তিনি মহানন্দে পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

যদা স্বভার্যয়া সার্ধং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বলেছিলেন; যদা—যখন; স্ব-ভার্যয়া—তাঁর পত্নীসহ; সার্ধম্—সঙ্গে নিয়ে; জাতঃ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; স্বায়ম্ভুবঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; মনুঃ—মানবজাতির পিতা; প্রাঞ্জলিঃ—হাতজোড় করে; প্রণতঃ—প্রণাম করে; চ—ও; ইদম্—এই; বেদ-গর্ভম্—বৈদিক জ্ঞানের যিনি উৎস তাঁকে; অভাষত—সম্বোধন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—মানবজাতির পিতা মনু তাঁর পত্নীসহ আবির্ভূত হয়ে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মার প্রতি যুক্তকরে প্রণতি নিবেদন করার পর, এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ৭

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং জন্মকৃদ্ বৃত্তিদঃ পিতা ।
তথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

ত্বম্—আপনি; একঃ—এক; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবেদের; জন্ম-কৃৎ—জন্মদাতা; বৃত্তি-দঃ—জীবিকা নির্বাহের উৎস; পিতা—পিতা; তথা অপি—সত্ত্বেও; নঃ—আমাদের; প্রজানাম্—যাদের জন্ম হয়েছে তাদের সকলের; তে—আপনার; শুশ্রূষা—সেবা; কেন—কিভাবে; বা—অথবা; ভবেৎ—সম্ভব হতে পারে।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত জীবের পিতা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উৎস, কেননা তারা সকলে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন, কিভাবে আমরা আপনার সেবা করতে পারি।

তাৎপর্য

পিতাকে কেবল তার সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূরণ করার উৎস বলে পুত্রের মনে করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে, পরিণত বয়সে পিতার সেবা করাও তার কর্তব্য। ব্রহ্মার সময় থেকে শুরু করে সেইটি হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম। পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা, এবং পুত্র যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে পিতার সেবা করা।

শ্লোক ৮

তদ্বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু ।
যৎকৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্‌গতিঃ ॥ ৮ ॥

তৎ—তা; বিধেহি—নির্দেশ দেন; নমঃ—আমার প্রণতি; তুভ্যম্—আপনাকে; কর্মসু—কর্তব্য কর্মে; ঈড্য—হে পূজনীয়; আত্ম-শক্তিষু—আমাদের কর্মক্ষমতার অন্তর্গত; যৎ—যা; কৃত্বা—করে; ইহ—এই জগতে; যশঃ—যশ; বিষ্বক্—সর্বত্র; অমুত্র—পরলোকে; চ—এবং; ভবেৎ—হওয়া উচিত; গতিঃ—প্রগতি।

অনুবাদ

হে পূজনীয়! আপনি আমাদের কর্মক্ষমতা অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন করার নির্দেশ দান করুন, যাতে আমরা তা অনুসরণ করে ইহলোকে যশোলাভ করতে পারি এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন, এবং ব্রহ্মার শিষ্য পরম্পরায় যিনি তাঁর উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি অবশ্যই ইহলোকে যশ লাভ করবেন এবং পরলোকে মুক্তি লাভ করবেন। ব্রহ্মার শিষ্য পরম্পরাকে বলা হয় ব্রহ্মসম্প্রদায়, এবং তার ধারাবাহিক ক্রম হচ্ছে—ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, মধ্ব মুনি (পূর্ণপ্রজ্ঞ), পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীরূপ গোস্বামী ও অন্যান্যরা, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস গোস্বামী, নরোত্তম দাস ঠাকুর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ দাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী।

ব্রহ্মার এই শিষ্য-পরম্পরা চিন্ময়, কিন্তু মনুর বংশ-পরম্পরা লৌকিক, তবে উভয়েই কৃষ্ণভাবনার একই লক্ষ্যের প্রতি প্রগতিশীল।

শ্লোক ৯

ব্রহ্মোবাচ

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর।
যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তুভ্যম্**—তোমার প্রতি; **অহম্**—আমি; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **স্বস্তি**—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল; **স্তাৎ**—হোক; **বাম্**—তোমাদের উভয়ের; **ক্ষিতি-ঈশ্বর**—হে পৃথিবীপতি; **যৎ**—যেহেতু; **নির্ব্যলীকেন**—নিষ্কপটে; **হৃদা**—হৃদয়ের দ্বারা; **শাধি**—উপদেশ দিন; **মা**—আমাকে; **ইতি**—এইভাবে; **আত্মনা**—স্বয়ং; **অর্পিতম্**—শরণাগত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন, হে প্রিয় পুত্র! হে ক্ষিতীশ্বর! তুমি নিষ্কপটে আন্তরিকভাবে শিক্ষা লাভের জন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাদের উভয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

তাৎপর্য

পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক সর্বদাই পরম মহিমান্বিত। পিতা স্বাভাবিকভাবে পুত্রের প্রতি শুভ ইচ্ছাপরায়ণ, এবং জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য, তিনি সর্বদাই পুত্রকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু পিতার সদিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্র কখনও কখনও তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বিপথগামী হয়। প্রত্যেক জীবের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তা সে যতই ছোট কিংবা বড় হোক। পুত্র যদি নিঃশর্তে পিতার দ্বারা পরিচালিত হতে চায়, তাহলে পিতা তাকে সর্বতোভাবে উপদেশ দিতে এবং পরিচালিত করতে দশগুণ বেশি আগ্রহী হন। এখানে ব্রহ্মা ও মনুর পরস্পরের আচরণের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। পিতা ও পুত্র উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য, এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত সমগ্র মানবজাতির অনুসরণীয়। পুত্র মনু নিষ্কপটভাবে তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে নির্দেশ দেন, এবং সমগ্র বৈদিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ পিতা তাঁকে অত্যন্ত

আনন্দের সঙ্গে উপদেশ দিয়েছিলেন। মানবজাতির পিতার এই উদাহরণ মানুষদের নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা উচিত, এবং তার ফলে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক উন্নত হবে।

শ্লোক ১০

এতাবত্যাত্মজৈর্বীর কার্যা হ্যপচিতির্গুরৌ ।
শক্ত্যাপ্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥ ১০ ॥

এতাবতী—ঠিক এই রকম; **আত্মজৈঃ**—সন্তানের দ্বারা; **বীর**—হে বীর; **কার্যা**—অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত; **হি**—নিশ্চয়ই; **অপচিতিঃ**—পূজা; **গুরৌ**—গুরুজনকে; **শক্ত্যা**—পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে; **অপ্রমত্তৈঃ**—সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা; **গৃহ্যেত**—গ্রহণীয়; **স-আদরম্**—গভীর প্রসন্নতা সহকারে; **গত-মৎসরৈঃ**—যারা মাৎসর্যের সীমার অতীত।

অনুবাদ

হে বীর! পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের আদর্শ দৃষ্টান্ত তুমি প্রদান করেছ। গুরুজনদের প্রতি এই প্রকার শ্রদ্ধা বাঞ্ছনীয়। যিনি ঈর্ষার সীমার অতীত এবং সংযতচিত্ত, তিনি মহানন্দে পিতার আদেশ স্বীকার করেন এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা অনুসারে তা পালন করেন।

তাৎপর্য

যখন ব্রহ্মার পূর্ববর্তী চার পুত্র মহর্ষি সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার তাঁদের পিতা ব্রহ্মার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন, তখন ব্রহ্মা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, এবং রুদ্ররূপে তাঁর ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মা সেই ঘটনার কথা ভুলে যাননি, এবং তাই স্বায়ম্ভুব মনুর আজ্ঞানুবর্তিতা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে চতুঃসনের পিতার আদেশের অবজ্ঞা অবশ্যই নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু যেহেতু এই প্রকার অবজ্ঞা উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয়েছিল, তাই তাঁরা তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু জড়জাগতিক কারণে কেউ যদি পিতার আদেশ পালনে অবহেলা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তিভোগ করতে হবে। লৌকিক দৃষ্টিতে মনুর পিতৃ-আজ্ঞা পালন অবশ্যই ঈর্ষা থেকে মুক্ত ছিল, এবং জড় জগতে সাধারণ মানুষদের মনুর আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্লোক ১১

স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ ।
উৎপাদ্য শাস ধর্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥ ১১ ॥

সঃ—অতএব সেই আজ্ঞাপালক পুত্র; **ত্বম্**—তোমার মতো; **অস্যাম্**—তার; **অপত্যানি**—সন্তান; **সদৃশানি**—অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন; **আত্মনঃ**—তোমার; **গুণৈঃ**—বৈশিষ্ট্যসমূহ সহ; **উৎপাদ্য**—উৎপাদন করে; **শাস**—শাসন কর; **ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব অনুসারে; **গাম্**—পৃথিবী; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ**—আরাধনা কর।

অনুবাদ

যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত আজ্ঞাপালনকারী পুত্র, তাই আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তোমার পত্নীর গর্ভে তোমারই মতো গুণাবলীসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন কর। ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী শাসন কর, এবং এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মার জড় জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিযোগের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য যজ্ঞরূপে তার পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা। বিষ্ণুপুরাণে (৩/৮/৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

"মানুষ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম যথাযথভাবে পালন করে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের আর অন্য কোন উপায় নেই।"

বিষ্ণুর আরাধনা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য বিবাহিত জীবনের অনুজ্ঞাপত্র গ্রহণ করে, তাদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে, এবং তার প্রথম সোপান হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার উৎকর্ষ সাধনের এক সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থায় যুক্ত হন, তাহলে তাঁর বর্ণাশ্রম-

ধর্মের বিধি অনুশীলন করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্র কুমারগণ সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার প্রয়োজন হয়নি।

শ্লোক ১২

পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎপ্রজারক্ষয়া নৃপ ।
ভগবাংস্তে প্রজাভর্তুর্হৃষীকেশোঽনুতুষ্যতি ॥ ১২ ॥

পরম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; **শুশ্রূষণম্**—ভগবদ্ভক্তি; **মহ্যম্**—আমাকে; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **প্রজা**—জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী জীব; **রক্ষয়া**—নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে; **নৃপ**—হে রাজন্; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তে**—তোমার সঙ্গে; **প্রজা-ভর্তুঃ**—জীবেদের রক্ষাকর্তাসহ; **হৃষীকেশঃ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **অনুতুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

হে রাজন্! তুমি যদি জড় জগতে জীবেদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার, তাহলে সেটিই হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ সেবা। পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখবেন যে, তুমি বদ্ধ জীবেদের সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছ, তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন।

তাৎপর্য

সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা জীবের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং মনু হচ্ছেন ব্রহ্মার প্রতিনিধি। তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন রাজারা হচ্ছেন মনুর প্রতিনিধি। সমগ্র মানব সমাজের নীতিশাস্ত্র মনুসংহিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপকে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য সেবার অভিমুখে পরিচালিত করা। তাই প্রত্যেক রাজার অবশ্যই জানা কর্তব্য যে, প্রজাদের কাছ থেকে কেবল কর আদায় করাই তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, পক্ষান্তরে তাঁর অধীনস্থ প্রতিটি নাগরিক বিষ্ণুর আরাধনার শিক্ষা লাভ করছে কিনা, সেই সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করাও তাঁর কর্তব্য। প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করা, এবং ভক্তিযোগে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশের সেবা করা। বদ্ধ জীবেদের কর্তব্য তাদের নিজেদের জড় ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি-বিধান না করে, পরমেশ্বর

ভগবান হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টিবিধান করা। সেইটি হচ্ছে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যিনি সেই রহস্য জানেন, যা এখানে ব্রহ্মার উক্তির মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ প্রশাসনিক নেতা। যিনি তা জানেন না, তিনি কেবল লোক-দেখানো প্রশাসক। নাগরিকদের ভগবদ্ভক্তির শিক্ষাদান করে রাষ্ট্রপ্রধানেরা তাঁদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন, অন্যথায় তাঁরা তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনে অসফল হবেন এবং পরম নিয়ন্তা কর্তৃক দণ্ডিত হবেন। প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পাদনে এর অন্য কোন বিকল্প নেই।

শ্লোক ১৩

যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দনঃ ।
তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

যেষাম্—যাদের; ন—কখনই না; তুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান, যজ্ঞ-লিঙ্গঃ—যজ্ঞমূর্তি; জনার্দনঃ—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুতত্ত্ব; তেষাম্—তাদের; শ্রমঃ—শ্রম; হি—নিশ্চয়ই; অপার্থায়—নিরর্থক; যৎ—যেহেতু; আত্মা—পরমাত্মা; ন—না; আদৃতঃ—সম্মানিত; স্বয়ম্—নিজে নিজে।

অনুবাদ

জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) রূপে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে মানুষের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা, এবং তাই যারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধান না করে, তারা অবশ্যই স্বার্থ রক্ষায় অবহেলা করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ নায়কের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং তিনি তাঁর তরফ থেকে মনু ও অন্যদের জড় জগতের কার্যনির্বাহক অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত আয়োজন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য। ব্রহ্মা জানেন কিভাবে ভগবানের প্রসন্নতাবিধান করতে হয়, এবং তেমনই যাঁরা ব্রহ্মার কার্যকলাপের পরিকল্পনায় নিযুক্ত, তাঁরাও জানেন কিভাবে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হয়। ভগবান শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রসন্ন হন। মানুষদের নিজেদের স্বার্থে শাস্ত্রবিহিত ভগবদ্ভক্তির

অনুশীলন করা উচিত, এবং যারা তাতে অবহেলা করে, তারা তাদের নিজেদের হিতসাধনেই অবহেলা করছে। সকলেই তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধন করতে চায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরে রয়েছে মন, মনের ঊর্ধ্বে বুদ্ধি, বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মা, এবং আত্মারও ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মারও ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। আদি পরমেশ্বর ও সর্বকারণের পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণাঙ্গ সেবার আদর্শ পন্থা হচ্ছে জনার্দন নামে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তুষ্টিবিধান করা।

শ্লোক ১৪

মনুরুবাচ

আদেশেহহং ভগবতো বর্তেয়ামীবসূদন ।
স্থানং ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ॥ ১৪ ॥

মনুঃ উবাচ—শ্রীমনু বললেন; আদেশে—নির্দেশনায়; অহম্—আমি; ভগবতঃ—শক্তিমান আপনার; বর্তেয়—থাকবে; অমীব-সূদন—হে সর্ব পাপনাশক; স্থানম্—স্থান; তু—কিন্তু; ইহ—এই জগতে; অনুজানীহি—কৃপা করে আমাকে জানান; প্রজানাম্—আমার থেকে উৎপন্ন জীবেদের; মম—আমার; চ—ও; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীমনু বললেন—হে সর্বশক্তিমান প্রভু! হে সর্ব পাপনাশক! আমি আপনার আদেশ পালন করব। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আমার স্থান কোথায় এবং আমার থেকে উৎপন্ন প্রজাদের স্থান কোথায়।

শ্লোক ১৫

যদোকঃ সর্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি ।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যেহেতু; ওকঃ—বাসস্থান; সর্ব—সকলের জন্য; ভূতানাম্—জীব; মহী—পৃথিবী; মগ্না—নিমজ্জিত; মহা-অম্ভসি—প্রলয়-বারিতে; অস্যাঃ—এর; উদ্ধরণে—উদ্ধার করার জন্য; যত্নঃ—প্রচেষ্টা; দেব—হে দেবতাদের প্রভু; দেব্যাঃ—এই পৃথিবীর; বিধীয়তাম্—করা হোক।

অনুবাদ

হে দেবাদিদেব! আপনি কৃপা করে প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করার প্রযত্ন করুন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত জীবেদের বাসস্থান। আপনার প্রচেষ্টা ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তা করা সম্ভব হবে।

তাৎপর্য

এখানে যে মহাজলধির উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে গর্ভোদক সমুদ্র, যা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ পূর্ণ করে রাখে।

শ্লোক ১৬

মৈত্রেয় উবাচ

পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্ ।
কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় মুনি বললেন; **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা; **তু**—ও; **অপাম্**—জল; **মধ্যে**—অভ্যন্তরে; **তথা**—এইভাবে; **সন্নাম্**—অবস্থিত; **অবেক্ষ্য**—দর্শন করে; **গাম্**—পৃথিবীকে; **কথম্**—কিভাবে; **এনাম্**—এই; **সমুন্নেষ্যে**—আমি উত্তোলন করব; **ইতি**—এইভাবে; **দধ্যৌ**—মনোযোগ দিয়েছিলেন; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **চিরম্**—দীর্ঘকাল যাবৎ।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে জলমগ্ন দেখে, ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছিলেন, কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে এখানে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, তা অন্য কল্পের। বর্তমান বিষয়টি শ্বেতবরাহ কল্পের, এবং চাক্ষুষ কল্পের বিষয়ও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

শ্লোক ১৭

সৃজতো মে ক্ষিতির্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা ।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ ।
যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৭ ॥

সৃজতঃ—সৃষ্টিকার্যে যুক্ত থাকাকালে; মে—আমার; ক্ষিতিঃ—পৃথিবী; বার্ভিঃ—জলের দ্বারা; প্লাব্যমানা—প্লাবিত হয়ে; রসাম্—গভীর জলে; গতা—গমন করেছে; অথ—অতএব; অত্র—এই বিষয়ে; কিম্—কি; অনুষ্ঠেয়ম্—যথার্থ কর্তব্য; অস্মাভিঃ—আমাদের দ্বারা; সর্গ—সৃষ্টি; যোজিতৈঃ—যুক্ত; যস্য—যার থেকে; অহম্—আমি; হৃদয়াৎ—হৃদয় থেকে; আসম্—জন্ম; সঃ—তিনি; ঈশঃ—ভগবান; বিদধাতু—পরিচালিত করতে পারেন; মে—আমাকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা ভাবলেন—আমি যখন সৃষ্টিকার্যে মগ্ন ছিলাম, তখন পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে সমুদ্রের গভীরে গমন করেছে। সৃষ্টি রচনার কার্যে যুক্ত আমরা এখন কি করতে পারি? সবচাইতে ভাল হয় যদি সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের নির্দেশ দেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত ভগবদ্ভক্তেরা কখনও কখনও তাঁদের স্বকীয় কর্তব্য সম্পাদনে বিভ্রান্ত হন, কিন্তু তাঁরা কখনও নিরুৎসাহিত হন না। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, এবং ভগবানও ভক্তদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পথ প্রশস্ত করে দেন।

শ্লোক ১৮

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎসহসানঘ ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি—এইভাবে; অভিধ্যায়তঃ—যখন চিন্তা করছিলেন; নাসা-বিবরাৎ—নাসারন্ধ্র থেকে; সহসা—অকস্মাৎ; অনঘ—হে নিষ্পাপ; বরাহ-তোকঃ—একটি ক্ষুদ্র বরাহরূপ; নিরগাৎ—বহির্গত হয়েছিল; অঙ্গুষ্ঠ—বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপরিভাগ; পরিমাণকঃ—পরিমাণ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর! ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সহসা তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে একটি বরাহরূপ বহির্গত হয়েছিল। সেই বরাহটির আয়তন ছিল অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ।

শ্লোক ১৯

তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত ।
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ১৯ ॥

তস্য—তাঁর; **অভিপশ্যতঃ**—এইভাবে দর্শন করার সময়ে; **খ-স্থঃ**—আকাশে অবস্থিত; **ক্ষণেন**—সহসা; **কিল**—নিশ্চয়ই; **ভারত**—হে ভরত-বংশজ; **গজ-মাত্রঃ**—একটি হাতির মতো; **প্রববৃধে**—পরিবর্ধিত হয়েছিল; **তৎ**—তা; **অদ্ভুতম্**—অসাধারণ; **অভূৎ**—রূপান্তরিত হয়েছিল; **মহৎ**—বিশাল শরীরে।

অনুবাদ

হে ভারত! ব্রহ্মার সমক্ষে সেই বরাহ আকাশস্থ হয়ে, এক মহাকায় হস্তীর মতো এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল।

শ্লোক ২০

মরীচিপ্রমুখৈর্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্মনুনা সহ ।
দৃষ্ট্বা তৎসৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥ ২০ ॥

মরীচি—মহর্ষি মরীচি; **প্রমুখৈঃ**—প্রমুখ; **বিপ্রৈঃ**—সমস্ত ব্রাহ্মণগণ; **কুমারৈঃ**—চার কুমারগণ সহ; **মনুনা**—এবং মনুসহ; **সহ**—সঙ্গে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তৎ**—তা; **সৌকরম্**—শূকরের মতো রূপ; **রূপম্**—রূপ; **তর্কয়াম্ আস**—নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন; **চিত্রধা**—নানা প্রকারে।

অনুবাদ

আকাশে অবস্থিত আশ্চর্যজনক সেই বরাহরূপ দর্শন করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে, মরীচি প্রমুখ ব্রাহ্মণ, কুমারগণ ও মনুসহ ব্রহ্মা নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

কিমেতৎসূকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্ ।
অহো বতাশ্চর্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্ ॥ ২১ ॥

কিম্—কি; এতৎ—এই; সূকর—বরাহ; ব্যাজম্—ছদ্মবেশে; সত্ত্বম্—সত্তা; দিব্যম্—অসাধারণ; অবস্থিতম্—অবস্থিত হয়ে; অহোবত—আহা; আশ্চর্যম্—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; ইদম্—এই; নাসায়াঃ—নাসারন্ধ্র থেকে; মে—আমার; বিনিঃসৃতম্—বহির্গত।

অনুবাদ

কোন অসাধারণ ব্যক্তি কি ছদ্মবেশে শূকররূপে আবির্ভূত হয়েছেন? এইটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তিনি আমার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্‌গণ্ডশিলাসমঃ ।
অপি স্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ২২ ॥

দৃষ্টঃ—এক্ষণি দেখা গেছে; অঙ্গুষ্ঠ—অঙ্গুষ্ঠ; শিরঃ—অগ্রভাগ; মাত্রঃ—কেবল; ক্ষণাৎ—ক্ষণিকের মধ্যে; গণ্ড-শিলা—বিশাল প্রস্তর; সমঃ—মতো; অপি স্বিৎ—কিনা; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; এষঃ—এই; যজ্ঞঃ—বিষ্ণু; মে—আমার; খেদয়ন্—বিক্ষুব্ধ; মনঃ—মন।

অনুবাদ

প্রথমে এই বরাহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দৃষ্ট হয়েছিল, এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তা বিশাল পাষাণের মতো হয়েছে। তার ফলে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ইনি কি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু?

তাৎপর্য

যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যেহেতু পূর্বে কখনও এইরকম রূপ দর্শন করেননি, তাই তিনি অনুমান করেছিলেন যে, সেই আশ্চর্যজনক বরাহ রূপটি ছিল বিষ্ণুর বরাহ অবতার। ভগবানের অবতারের লক্ষণসূচক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্রহ্মার মনকেও বিমোহিত করতে পারে।

শ্লোক ২৩

ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ ।
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **মীমাংসতঃ**—চিন্তা করার সময়; **তস্য**—তাঁর; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **সহ**—সঙ্গে; **সূনুভিঃ**—তাঁর পুত্রগণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ**—শ্রীবিষ্ণু; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **জগর্জ**—গর্জন করেছিলেন; **অগ-ইন্দ্র**—বিশাল পর্বত; **সন্নিভঃ**—মতো।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর পুত্রগণসহ এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশাল পর্বতের মতো প্রচণ্ড গর্জন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মনে হয় যে, বিশাল পাহাড় ও পর্বতদেরও গর্জন করার শক্তি রয়েছে, কেননা তারাও জীব। ধ্বনির আয়তন ভৌতিক শরীরের আকার অনুপাতে হয়। ব্রহ্মা যখন বরাহরূপে ভগবানের অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনুমান করছিলেন, তখন চমৎকার স্বরে গর্জন করে, ভগবান ব্রহ্মার চিন্তাকে সমর্থন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্ ।
স্বগর্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মাকে; **হর্ষয়াম্ আস**—অনুপ্রাণিত করেছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তান্**—তাঁরা সকলে; **চ**—ও; **দ্বিজ-উত্তমান্**—অতি উন্নত ব্রাহ্মণগণ; **স্ব-গর্জিতেন**—তাঁর অসাধারণ ধ্বনির দ্বারা; **ককুভঃ**—সমস্ত দিক; **প্রতিস্বনয়তা**—যা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অসাধারণ স্বরের দ্বারা পুনরায় গর্জন করে, ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের আনন্দবিধান করেছিলেন, এবং সেই ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা ও তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তাঁরা ভগবানের অসংখ্য অবতারের যে কোন একটি রূপে তাঁকে অবতরণ করতে দেখে উৎসাহ

ও আনন্দে অভিভূত হন। বিষ্ণুর আশ্চর্যজনক বিশালকায় পর্বতসদৃশ বরাহ অবতারকে দর্শন করে, তাঁরা কোন রকম আতঙ্ক অনুভব করেননি, যদিও ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে যে সমস্ত অসুরেরা, সেই প্রচণ্ড গর্জন যেন তাদের তিরস্কার করে প্রচণ্ডভাবে সর্বদিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদ-
ক্ষয়িষ্ণু মায়াময়সূকরস্য ।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে
ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়োঽগৃণন্ স্ম ॥ ২৫ ॥

নিশম্য—তা শোনার ঠিক পরে; **তে**—যারা; **ঘর্ঘরিতম্**—প্রচণ্ড শব্দ; **স্ব-খেদ**—ব্যক্তিগত শোক; **ক্ষয়িষ্ণু**—বিনাশ করে; **মায়া-ময়**—সর্বকৃপাময়; **সূকরস্য**—ভগবান বরাহদেবের; **জনঃ**—জনলোক; **তপঃ**—তপোলোক; **সত্য**—সত্যলোক; **নিবাসিনঃ**—অধিবাসীরা; **তে**—তারা সকলে; **ত্রিভিঃ**—তিন বেদ থেকে; **পবিত্রৈঃ**—সর্ব মঙ্গলময় মন্ত্রের দ্বারা; **মুনয়ঃ**—মহান মুনি ও ঋষিগণ; **অগৃণন্ স্ম**—স্তব করেছিলেন।

অনুবাদ

যখন জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের অধিবাসী মহান মুনি ও ঋষিগণ ভগবান বরাহদেবের সেই প্রচণ্ড গর্জন শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল পরম করুণাময় ভগবানের সর্ব মঙ্গলময় বাণী, তখন তাঁরা তিন বেদ থেকে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মায়াময়* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *মায়া* মানে হচ্ছে 'করুণা', 'বিশেষ জ্ঞান' ও 'ভ্রম'। তাই বরাহদেব হচ্ছেন সব কিছুই; তিনি করুণাময়, তিনি পূর্ণ জ্ঞান, এবং তিনি ভ্রমও। বরাহ অবতাররূপে তিনি যে ধ্বনি স্পন্দিত করেছিলেন, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের মহর্ষিরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে তার উত্তর দান করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন পুণ্যবান জীবেরা সেই সমস্ত লোকে বাস করেন, এবং তাঁরা যখন বরাহদেবের অসাধারণ কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, তখন বুঝতে পেরেছিলেন, সেই বিশেষ ধ্বনি ভগবান কর্তৃক স্পন্দিত হয়েছিল.

অন্য কারও দ্বারা নয়। তাই তাঁরা বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের প্রার্থনা করে তার উত্তর দিয়েছিলেন। পৃথিবী তখন পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের সেই ধ্বনি শ্রবণ করার পর, উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা হরষিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরা জানতেন যে, ভগবান পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই ব্রহ্মা ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ, ও বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলে মিলিতভাবে অপ্রাকৃত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র হচ্ছে, *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* উল্লিখিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্লোক ২৬

তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্তি-
ব্রহ্মাবধার্যাত্মগুণানুবাদম্ ।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায়
গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **সতাম্**—মহান ভক্তদের; **বেদ**—সমগ্র জ্ঞান; **বিতান-মূর্তিঃ**—বিস্তারের রূপ; **ব্রহ্ম**—বৈদিক ধ্বনি; **অবধার্য**—ভালভাবে তা জেনে; **আত্ম**—তাঁর নিজের; **গুণ-অনুবাদম্**—চিন্ময় মহিমাকীর্তন; **বিনদ্য**—প্রতিধ্বনিত হয়ে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **বিবুধ**—যাঁরা চিন্ময় জ্ঞানসমন্বিত তাঁদের; **উদয়ায়**—লাভ বা উন্নতিসাধনের জন্য; **গজেন্দ্র-লীলঃ**—হস্তীর মতো ক্রীড়া করে; **জলম্**—জল; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহান ভক্তদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের উত্তরে, একটি গজেন্দ্রের মতো ক্রীড়া করতে করতে তিনি পুনরায় গর্জন করে জলে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন বৈদিক মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভক্তদের প্রার্থনা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যে কোন রূপে ভগবানের বিগ্রহ সর্বদাই চিন্ময়, জ্ঞানময় ও কৃপাময়। ভগবান সমস্ত জড় কলুষ বিনাশকারী, কেননা তাঁর রূপ হচ্ছে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান। সমস্ত

বেদ ভগবানের চিন্ময় রূপের আরাধনা করে। বৈদিক মন্ত্রে ভক্তেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁর তীব্র জ্যোতি সংবরণ করেন, কেননা তা তাঁর মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে। এইটি ঈশোপনিষদের বাণী। ভগবানের কোন জড় রূপ নেই, কিন্তু বেদের নির্দেশ অনুসারে সর্বদাই তাঁর রূপ জানা যায়। বেদকে ভগবানের নিঃশ্বাস বলা যায়, এবং সেই নিঃশ্বাস বেদের আদি অধ্যয়নকারী ব্রহ্মা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে নিঃশ্বাসের ফলে বরাহদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, এবং তাই ভগবানের বরাহ অবতার হচ্ছেন বেদের মূর্তিমান বিগ্রহ। উচ্চতর লোকের মহর্ষিরা ভগবানের এই অবতারের যে মহিমা কীর্তন করেছিলেন, তা ছিল যথার্থ বৈদিক মন্ত্রসমন্বিত। যখনই ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। তাই যখন এই প্রকার বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হচ্ছিল, তখন ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, তিনি আর একবার গর্জন করে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ
সটা বিধুন্বন্ খররোমশত্বক্ ।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষা-
জ্যোতির্বভাসে ভগবান্মহীধ্রঃ ॥ ২৭ ॥

উৎক্ষিপ্ত-বালঃ—পুচ্ছের দ্বারা আঘাত করে; **খ-চরঃ**—আকাশে; **কঠোরঃ**—অত্যন্ত কঠিন; **সটাঃ**—কাঁধের চুল; **বিধুন্বন্**—কম্পিত করে; **খর**—তীব্র; **রোমশ-ত্বক্**—লোমপূর্ণ ত্বক; **খুর-আহত**—খুরের দ্বারা আঘাত করে; **অভ্রঃ**—মেঘ; **সিত-দংষ্ট্রঃ**—শুভ্রবর্ণ দন্ত; **ঈক্ষা**—দৃষ্টিপাত; **জ্যোতিঃ**—আলোকোজ্জ্বল; **বভাসে**—জ্যোতি বিকিরণ করেছিল; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহী-ধ্রঃ**—যিনি পৃথিবীকে ধারণ করেন।

অনুবাদ

পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবান বরাহদেব তাঁর পুচ্ছ উত্তোলন করে আকাশে উত্থিত হলেন, তখন তাঁর কাঁধের কঠোর কেশসমূহ

কম্পিত হচ্ছিল। তাঁর দৃষ্টিপাত ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং তিনি তাঁর খুরের দ্বারা ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ দন্তের দ্বারা আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করার মাধ্যমে তাঁর স্তব করেন। এখানে বরাহদেবের কয়েকটি চিন্ময় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। উচ্চতর তিন লোকের অধিবাসীরা ভগবানের যে স্তব করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর দেহ সর্বোচ্চ গ্রহ ব্রহ্মালোক অথবা সত্যলোক থেকে আরম্ভ করে আকাশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে তাঁর চক্ষুদ্বয়। তাই আকাশে তাঁর দৃষ্টিপাত সূর্য অথবা চন্দ্রের মতো জ্যোতির্ময় ছিল। এখানে ভগবানকে মহীধ্রঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'বিশাল পর্বত' অথবা 'পৃথিবীর ধারক'। এই দুটি শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে ভগবানের শরীর হিমালয় পর্বতের মতো বড় এবং কঠিন ছিল; তা না হলে কিভাবে তিনি তাঁর শুভ্রবর্ণ দশনাগ্রে সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন? ভগবানের এক মহান ভক্ত কবি জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোত্রে এই ঘটনাটির বর্ণনা করে গেয়েছেন—

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

"ভগবান কেশবের (কৃষ্ণ) জয় হোক, যিনি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর দশনাগ্রে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন, তখন পৃথিবীকে চাঁদের গায়ে কলঙ্কের মতো দেখাচ্ছিল।"

শ্লোক ২৮

ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্
ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্‌ভ্যা-
মুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎকম্ ॥ ২৮ ॥

ঘ্রাণেন—ঘ্রাণের দ্বারা; পৃথ্ব্যাঃ—পৃথিবীর; পদবীম্—স্থিতি; বিজিঘ্রন্—পৃথিবীকে খুঁজতে খুঁজতে; ক্রোড়-অপদেশঃ—শূকরের শরীর ধারণ করে; স্বয়ম্—স্বয়ং;

অধ্বর—চিন্ময়; অঙ্গঃ—দেহ; করাল—ভয়ঙ্কর; দংষ্ট্রঃ—দন্ত; অপি—সত্ত্বেও; অকরাল—ভয়ানক নয়; দৃগ্‌ভ্যাম্—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; উদ্বীক্ষ্য—দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; বিপ্রান্—সমস্ত ব্রাহ্মণ ভক্তদের; গৃণতঃ—যাঁরা প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন; অবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; কম্—জলে।

অনুবাদ

তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এবং তাই তিনি চিন্ময়, তবুও শূকর-শরীর ধারণ করার জন্য তিনি ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর দশন ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং তিনি তাঁর স্তবকারী ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এইভাবে তিনি জলে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শূকরের শরীর যদিও জড়, কিন্তু ভগবানের বরাহরূপ জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত ছিল না। পৃথিবীর কোন শূকরের পক্ষে সত্যলোক থেকে শুরু করে সমগ্র আকাশ জুড়ে বিস্তৃত একটি বিশাল শরীর ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর শরীর সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময়; তাই তাঁর পক্ষে বরাহরূপ ধারণ করা কেবল একটি লীলা মাত্র। তাঁর শরীর হচ্ছে সমস্ত বেদ, অর্থাৎ অপ্রাকৃত। কিন্তু যেহেতু তিনি একটি শূকরের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তাই তিনি ঠিক একটি শূকরের মতো ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন। ভগবান যে কোন জীবের ভূমিকা পূর্ণরূপে অভিনয় করতে পারেন। বরাহদেবের বিরাট আকৃতি অবশ্যই সমস্ত অভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তা মোটেই ভয়ঙ্কর ছিল না; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি এত প্রসন্নতা সহকারে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যে, তার ফলে তাঁরা সকলে দিব্য আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

স বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগ-
বিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্ ।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্মিভুজৈরিবার্ত-
শ্চুক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি ॥ ২৯ ॥

সঃ—সেই; **বজ্র-কূট-অঙ্গ**—বিশাল পর্বতের মতো শরীর; **নিপাত-বেগ**—নিপতিত হওয়ার শক্তি; **বিশীর্ণ**—বিভক্ত করে; **কুক্ষিঃ**—মধ্যভাগ; **স্তনয়ন্**—প্রতিধ্বনিত হয়ে; **উদন্বান্**—মহাসাগর; **উৎসৃষ্ট**—সৃষ্টি করে; **দীর্ঘ**—উঁচু; **ঊর্মি**—তরঙ্গ; **ভুজৈঃ**—তাঁর বাহুর দ্বারা; **ইব আর্তঃ**—আর্ত ব্যক্তির মতো; **চুক্রোশ**—উচ্চস্বরে প্রার্থনা করেছিলেন; **যজ্ঞ-ঈশ্বর**—হে সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **মা**—আমাকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

বিশাল পর্বতের মতো জলে নিপতিত হয়ে, বরাহদেব মহাসমুদ্রের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করেছিলেন, তখন দুটি অতি উচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রের বাহুর মতো প্রকট হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল সমুদ্র যেন ভয়ে তরঙ্গরূপ দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, "হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে এইভাবে বিভক্ত করবেন না! দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন!"

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত বরাহদেবের পর্বতসদৃশ শরীরের পতনের ফলে মহাসাগরও বিচলিত হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল যেন তার মৃত্যু আসন্ন হওয়ার ফলে সে ভীত হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাপ
উৎপারপারং ত্রিপরু রসায়াম্ ।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে
যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত ॥ ৩০ ॥

খুরৈঃ—খুরের দ্বারা; **ক্ষুরপ্রৈঃ**—তীক্ষ্ণধার অস্ত্রতুল্য; **দরয়ন্**—বিদীর্ণ করে; **তৎ**—তা; **আপঃ**—জল; **উৎপার-পারম্**—অসীমের সীমা খুঁজে পেয়েছিল; **ত্রি-পরুঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর; **রসায়াম্**—জলের ভিতর; **দদর্শ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গাম্**—পৃথিবীকে; **তত্র**—সেখানে; **সুষুপ্সুঃ**—নিদ্রিত; **অগ্রে**—শুরুতে; **যাম্**—যাকে; **জীবধানীম্**—সমস্ত জীবের বিশ্রামস্থল; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **অভ্যধত্ত**—উত্তোলন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান বরাহদেব তীক্ষ্ণ বাণের মতো খুরের দ্বারা জলকে বিদীর্ণ করেছিলেন, এবং অসীম সমুদ্রের সীমা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে সৃষ্টির পূর্বের মতো শায়িত দেখেছিলেন, এবং তখন তিনি স্বয়ং তাকে উত্তোলন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রসায়াম্ শব্দটি কখনও কখনও ব্রহ্মাণ্ডের সর্বনিম্ন লোক রসাতল বলে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এখানে সেই অর্থটি প্রযোজ্য নয়। পৃথিবী তল, অতল, তলাতল, বিতল, রসাতল, পাতাল ইত্যাদি লোকসমূহ থেকে সাতগুণ শ্রেষ্ঠ। তাই পৃথিবী রসাতলে অবস্থিত হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মে বর্ণনা করা হয়েছে—

পাতালমূলেশ্বরভোগসংহতৌ
বিন্যস্য পাদৌ পৃথিবীং চ বিভ্রতঃ ।
যস্যোপমানো ন বভূব সোঽচ্যুতো
মমাস্তু মাঙ্গল্যবিবৃদ্ধয়ে হরিঃ ॥

তাই ভগবান পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্রের তলদেশে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে ব্রহ্মার দিনান্তে প্রলয়ের সময় সমস্ত গ্রহগুলি বিশ্রাম করে।

শ্লোক ৩১

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং নিমগ্নাং
স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং
সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ ॥ ৩১ ॥

স্ব-দংষ্ট্রয়া—তাঁর দশনের দ্বারা; **উদ্ধৃত্য**—উত্তোলন করে; **মহীম্**—পৃথিবী; **নিমগ্নাম্**—নিমজ্জিত; **সঃ**—তিনি; **উত্থিতঃ**—উঠে; **সংরুরুচে**—অত্যন্ত শোভনীয় মনে হয়েছিল; **রসায়াঃ**—জল থেকে; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—ও; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **আপতন্তম্**—তাঁর প্রতি ধাবমান হয়ে; **সুনাভ**—শ্রীকৃষ্ণের চক্র; **সন্দীপিত**—দীপ্ত; **তীব্র**—ভয়ঙ্কর; **মন্যুঃ**—ক্রোধ।

অনুবাদ

ভগবান বরাহদেব অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে তাঁর দশনাগ্রে ধারণ করে জল থেকে উত্তোলন করলেন। তখন তাঁর রূপে চতুর্দিক আলোকিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁর ক্রোধ সুদর্শন চক্রের মতো উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৈত্য (হিরণ্যাক্ষকে) বধ করেছিলেন, যদিও সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, বৈদিক শাস্ত্রে দুটি বিভিন্ন মন্বন্তরে বরাহদেবের আবির্ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, তার একটি হচ্ছে চাক্ষুষ মন্বন্তর, অপরটি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর। বরাহদেবের এই বিশেষ অবতরণটি হয়েছিল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, যখন মহর্লোক, জনলোক, সত্যলোক আদি উচ্চতর লোকগুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত লোকসমূহ প্রলয়-বারিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। বরাহদেবের এই বিশেষ অবতরণ উল্লিখিত লোকসমূহের অধিবাসীরা দর্শন করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মৈত্রেয় ঋষি দুটি বিভিন্ন মন্বন্তরে বরাহদেবের লীলা একত্রে বিদুরের কাছে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩২

জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং
স লীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি ।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো
যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্ ॥ ৩২ ॥

জঘান—সংহার করেছিলেন; রুন্ধানম্—বাধা প্রদানকারী শত্রু; অসহ্য—অসহনীয়; বিক্রমম্—পরাক্রম; সঃ—তিনি; লীলয়া—অনায়াসে; ইভম্—হস্তী; মৃগ-রাট্—সিংহ; ইব—মতো; অম্ভসি—জলে; তৎ-রক্ত—তার রুধির; পঙ্ক-অঙ্কিত—পঙ্কের দ্বারা অঙ্কিত; গণ্ড—কপোল; তুণ্ডঃ—জিহ্বা; যথা—যেমন; গজেন্দ্রঃ—হস্তী; জগতীম্—পৃথিবী; বিভিন্দন্—বিদীর্ণ।

অনুবাদ

তারপর ভগবান বরাহদেব জলের মধ্যে সেই দৈত্যকে সংহার করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ হস্তীকে সংহার করে। ভগবানের গণ্ডদেশ ও জিহ্বা দৈত্যের রক্তে আরক্তিম হয়েছিল, ঠিক যেমন গজেন্দ্র গৈরিক মৃত্তিকা খনন করার সময় আরক্তিম হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৩

তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা
ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈ-
র্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥ ৩৩ ॥

তমাল—তমাল নামক নীলাভ বৃক্ষ; নীলম্—নীলাভ; সিত—শুভ্র; দন্ত—দশন; কোট্যা—বক্র অগ্রভাগের দ্বারা; ক্ষ্মাম্—পৃথিবী; উৎক্ষিপন্তম্—ধারণ করে; গজ-লীলয়া—একটি হস্তীর মতো ক্রীড়া করতে করতে; অঙ্গ—হে বিদুর; প্রজ্ঞায়—তা ভালভাবে জানার পর; বদ্ধ—একত্রিত; অঞ্জলয়ঃ—হাত; অনুবাকৈঃ—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা; বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা; মুখ্যাঃ—প্রমুখ; উপতস্থুঃ—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

তখন ভগবান এক গজেন্দ্রের মতো ক্রীড়া করতে করতে তাঁর শুভ্র দশনাগ্রভাগে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল তমালের মতো নীলাভ, এবং তাই ব্রহ্মা প্রমুখ মহর্ষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ঋষয় ঊচুঃ
জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ ।
যদ্রোমগর্তেষু নিলিল্যুরদ্ধয়-
স্তস্মৈ নমঃ কারণসূকরায় তে ॥ ৩৪ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ—মহিমান্বিত মহর্ষিগণ বলেছিলেন; জিতম্—জয় হোক; জিতম্—সর্বতোভাবে জয় হোক; তে—আপনার; অজিত—হে অজেয়; যজ্ঞ-ভাবন—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়; ত্রয়ীম্—মূর্তিমান বেদগণ; তনুম্—সেই প্রকার শরীর; স্বাম্—স্বীয়; পরিধুন্বতে—কম্পমান; নমঃ—সম্পূর্ণ প্রণতি; যৎ—যাঁর;

রোম—লোম; গর্তেষু—কূপে; নিলিল্যুঃ—নিমজ্জিত; অব্ধয়ঃ—মহাসাগর; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—প্রণতি নিবেদন করি; কারণ-সূকরায়—সেই বরাহদেবকে যিনি কোন কারণবশত সেই রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ঋষিরা তখন বলেছিলেন—হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন্! আপনি সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোন! আপনি সমস্ত বেদের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে বিচরণ করছেন। আপনার বিগ্রহের রোমকূপে মহাসাগরসমূহ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। কোন কারণবশত (পৃথিবীকে উত্তোলন করার জন্য) আপনি এখন বরাহরূপ পরিগ্রহ করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন, এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি সর্বকারণের পরম কারণ। যেহেতু তাঁর রূপ চিন্ময়, তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, যেমন তিনি মহাবিষ্ণুরূপে কারণসমুদ্রে নিবাস করেন। তাঁর দিব্য শরীরের রোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়, এবং তাই তাঁর চিন্ময় দেহ হচ্ছে মূর্তিমান বেদ। তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, এবং তিনি হচ্ছেন অপরাজেয় পরমেশ্বর ভগবান। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি শূকররূপ ধারণ করেছিলেন বলে, তাঁকে ভ্রান্তিবশত কখনই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করা উচিত নয়। ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তি মহর্ষিগণ এবং উচ্চতর লোকের অন্যান্য অধিবাসীগণ স্পষ্টভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্ ।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হিরোম-
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

রূপম্—শ্রীমূর্তি; তব—আপনার; এতৎ—এই; ননু—কিন্তু; দুষ্কৃত-আত্মনাম্—দুরাত্মাদের; দুর্দর্শনম্—দর্শনের অযোগ্য; দেব—হে ভগবান; যৎ—যা; অধ্বর-আত্মকম্—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজনীয়; ছন্দাংসি—গায়ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্র; যস্য—

যাঁর; **ত্বচি**—ত্বকের স্পর্শ; **বর্হিঃ**—পবিত্র কুশ ঘাস; **রোমসু**—শরীরের লোম; **আজ্যম্**—ঘি; **দৃশি**—নেত্রে; **তু**—ও; **অঙ্ঘ্রিষু**—চারটি পায়ে; **চাতুঃ-হোত্রম্**—চার প্রকার সকাম কর্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীমূর্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজনীয়, কিন্তু যারা দুরাত্মা তারা তা দর্শন করতে পারে না। গায়ত্রী এবং অন্য সমস্ত বৈদিক মন্ত্র আপনার ত্বকের স্পর্শে বিরাজমান। আপনার শরীরের রোমাবলীতে কুশ ঘাস, আপনার নেত্রে ঘৃত, এবং আপনার চার পায়ে চার প্রকার কর্ম বিরাজ করে।

তাৎপর্য

এক প্রকার দুষ্কৃতকারী রয়েছে যাদের ভগবদ্গীতায় *বেদবাদী* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তারা হচ্ছে তথাকথিত বেদের কঠোর অনুসরণকারী। তারা ভগবানের অবতারে বিশ্বাস করে না, সুতরাং উপাস্য বরাহরূপে তাঁর অবতরণের কি আর কথা। ভগবানের বিভিন্ন রূপের বা অবতারের পূজাকে তারা মানুষকে ঈশ্বর সাজাবার মতবাদ বলে মনে করে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে তারা হচ্ছে দুষ্কৃতকারী, এবং ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) তাদের কেবল দুষ্কৃতকারীই বলা হয়নি, উপরন্তু তাদের মূঢ় ও নরাধম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের নাস্তিক মনোভাবের জন্য মায়া তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছে। এই প্রকার অভিশপ্ত মানুষদের কাছে ভগবানের বিশাল বরাহ অবতার গোচরীভূত হয় না। বেদের এই সমস্ত কঠোর অনুগামীরা, যারা ভগবানের নিত্য রূপকে অস্বীকার করে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার অবতারেরা হচ্ছেন মূর্তিমান বেদ। বরাহদেবের ত্বক, চক্ষু, রোমাবলী বেদের বিভিন্ন অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তিনি হচ্ছেন বেদের মূর্তস্বরূপ, বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্রের।

শ্লোক ৩৬

স্রুক্তুণ্ড আসীৎস্রুব ঈশ নাসয়ো-
রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে ।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥

স্রুক্—যজ্ঞপাত্র; **তুণ্ডে**—জিহ্বায়; **আসীৎ**—আছে; **স্রুবঃ**—অন্য আর এক প্রকার যজ্ঞপাত্র; **ঈশ**—হে ভগবান; **নাসয়োঃ**—নাসিকার; **ইড়া**—হবিভক্ষণ পাত্র; **উদরে**—উদরে; **চমসাঃ**—আর এক প্রকার যজ্ঞপাত্র; **কর্ণ-রন্ধ্রে**—কর্ণ-বিবরে; **প্রাশিত্রম্**—ব্রহ্মভাগ পাত্র; **আস্যে**—মুখে; **গ্রসনে**—গলায়; **গ্রহাঃ**—সোমপাত্র; **তু**—কিন্তু; **তে**—আপনার; **যৎ**—যা; **চর্বণম্**—চর্বণ করে; **তে**—আপনার; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অগ্নি-হোত্রম্**—আপনার ভোগ যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার জিহ্বা স্রুক, আপনার নাসিকা স্রুব, আপনার উদর ইড়া, এবং আপনার কর্ণ-বিবর চমস। আপনার মুখে ব্রহ্মভাগ পাত্র প্রাশিত্র, আপনার গলা গ্রহ নামক সোমপাত্র, এবং আপনি যা চর্বণ করেন তা হচ্ছে অগ্নিহোত্র।

তাৎপর্য

বেদবাদীরা বলে যে, বেদ ও বেদে বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানের অতিরিক্ত আর কিছু নেই। সম্প্রতি তারা তাদের সমাজে প্রতিদিন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নিয়ম প্রবর্তন করেছে; তারা কেবল একটি ছোট্ট আগুন জ্বালিয়ে তাতে খেয়াল-খুশিমতো কিছু অর্পণ করে, কিন্তু বেদে বর্ণিত যজ্ঞের বিধি-বিধানের যথাযথ অনুসরণ করে না। বেদের বিধি অনুসারে জানা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞপাত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন *স্রুক, স্রুবা, বর্হিস, চাতুর্হোত্র, ইড়া, চমস, প্রাশিত্র, গ্রহ* ও *অগ্নিহোত্র*। একনিষ্ঠতা সহকারে যজ্ঞের নিয়মসমূহ পালন না করলে, যজ্ঞের ফল লাভ করা যায় না। এই যুগে কঠোরভাবে নিয়ম পালন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই, এই কলিযুগে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বিশেষভাবে কেবল সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার হচ্ছেন যজ্ঞেশ্বর, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের অবতারের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, ততক্ষণ যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় না। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করে তাঁর সেবা সম্পাদন করাই হচ্ছে প্রকৃত যজ্ঞ অনুষ্ঠান। যজ্ঞের বিভিন্ন পাত্র ভগবানের অবতারের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসন্নতাবিধানের জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা উচিত। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্তির জন্য নিষ্ঠা সহকারে সেই নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৭

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং
ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ
সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥ ৩৭ ॥

দীক্ষা—দীক্ষা; **অনুজন্ম**—আধ্যাত্মিক জন্ম, বারবার আবির্ভাব; **উপসদঃ**—তিন প্রকার বাসনা (সম্বন্ধ, কার্যকলাপ ও চরম উদ্দেশ্য); **শিরঃ-ধরম্**—গলা; **ত্বম্**—আপনি; **প্রায়ণীয়**—দীক্ষার ফলের পশ্চাৎ; **উদয়নীয়**—সমাপ্তি-যজ্ঞ; **দংষ্ট্রঃ**—দশন; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **প্রবর্গ্যঃ**—প্রারম্ভিক কর্ম; **তব**—আপনার; **শীর্ষকম্**—মস্তক; **ক্রতোঃ**—যজ্ঞের; **সত্য**—হোমরহিত অগ্নি; **আবসথ্যম্**—উপাসনার অগ্নি; **চিতয়ঃ**—সমস্ত বাসনার সমষ্টি; **অসবঃ**—প্রাণ; **হি**—নিশ্চয়ই; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

অধিকন্তু, হে প্রভু! বারবার আপনার অবতরণ হচ্ছে সর্বপ্রকার দীক্ষার বাসনা। আপনার গ্রীবা তিন প্রকার ইচ্ছার স্থান, এবং আপনার দশন দীক্ষার ফল এবং সমস্ত বাসনার সমাপ্তি। আপনার জিহ্বা দীক্ষার প্রারম্ভিক কর্ম, আপনার মস্তক হোমরহিত অগ্নি ও উপাসনার অগ্নি, এবং আপনার প্রাণ সমস্ত বাসনার সমষ্টি।

শ্লোক ৩৮

সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ
সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ ।
সত্রাণি সর্বাণি শরীরসন্ধি-
স্ত্বং সর্বযজ্ঞক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৩৮ ॥

সোমঃ তু রেতঃ—সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্য; **সবনানি**—প্রাতঃকালীন উপাসনা-বিধির অনুষ্ঠান; **অবস্থিতিঃ**—শারীরিক বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা; **সংস্থা-বিভেদাঃ**—সাত প্রকার যজ্ঞ; **তব**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **ধাতবঃ**—ত্বক, মাংস আদি দেহের উপাদান; **সত্রাণি**—বার দিনব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **সর্বাণি**—সেই সমস্ত; **শরীর**—দেহ; **সন্ধিঃ**—সংযোগস্থল; **ত্বম্**—হে প্রভু আপনি; **সর্ব**—সমস্ত; **যজ্ঞ**—অসোম যজ্ঞ; **ক্রতুঃ**—সোম যজ্ঞ; **ইষ্টি**—চরম বাসনা; **বন্ধনঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান! সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্য। আপনার বৃদ্ধি প্রাতঃকালীন শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান। আপনার ত্বক আদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সপ্ত উপাদান। আপনার দেহসন্ধি বার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের প্রতীক। তাই আপনি সোম ও অসোম উভয় প্রকার সমস্ত যজ্ঞের বিষয়, এবং যজ্ঞের দ্বারাই কেবল আপনি আবদ্ধ হন।

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠানের অনুসরণকারীরা সাত প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেইগুলি হচ্ছে *অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র* ও *আপ্তোর্যাম*। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বুঝতে হবে যে তিনি ইতিমধ্যেই সব রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন।

শ্লোক ৩৯

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতা-
দ্রব্যায় সর্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে ।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-
জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

নমঃ নমঃ—আপনাকে নমস্কার; **তে**—পূজনীয় আপনাকে; **অখিল**—সমগ্র; **মন্ত্র**—স্তোত্র; **দেবতা**—পরমেশ্বর ভগবান; **দ্রব্যায়**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত উপাদানকে; **সর্ব-ক্রতবে**—সব রকম যজ্ঞকে; **ক্রিয়া-আত্মনে**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর আপনাকে; **বৈরাগ্য**—ত্যাগ; **ভক্ত্যা**—ভক্তিময়ী সেবার দ্বারা; **আত্ম-জয়-অনুভাবিত**—মনকে নিগ্রহ করার মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়; **জ্ঞানায়**—সেই প্রকার জ্ঞান; **বিদ্যা-গুরবে**—সমস্ত জ্ঞানের পরম গুরুদেব; **নমঃ নমঃ**—পুনরায় আমি আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি পরমেশ্বর ভগবান, এবং সমস্ত প্রার্থনার দ্বারা, বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ও যজ্ঞের উপকরণের দ্বারা আপনি পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের

প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন দৃশ্য ও অদৃশ্য সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন আপনাকে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তিময়ী জ্ঞানের পরম গুরু আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভক্তকে সব রকম জড় কলুষ ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয়। তাকে বলা হয় বৈরাগ্য বা জড় কামনা-বাসনা ত্যাগ। কেউ যখন বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই জড় কামনা-বাসনা হতে মুক্ত হন, এবং চিত্তের সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান ভক্তকে শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, যাতে তিনি চরমে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (১০/১০) বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যিনি শ্রদ্ধা ও রতি সহকারে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন, ভগবান অবশ্যই তাঁকে বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তিনি চরমে তাঁকে লাভ করতে পারেন।"

মনকে জয় করা কর্তব্য, এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে ও বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে তা করা সম্ভব। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। ভক্তি ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বের বিস্তার হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের একমাত্র আরাধ্য বস্তু।

শ্লোক ৪০

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা
বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা ।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতা
মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪০ ॥

দংষ্ট্র-অগ্র—দশনাগ্রভাগে; **কোট্যা**—অগ্রভাগের দ্বারা, **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ধৃতা**—ধারণ করা হয়েছে; **বিরাজতে**—সুন্দরভাবে

শোভা পাচ্ছে; ভূ-ধর—হে পৃথিবী ধারণকারী; ভূঃ—পৃথিবী; স-ভূধরা—পর্বতসমূহ-সহ; যথা—যতখানি; বনাৎ—জল থেকে; নিঃসরতঃ—নির্গত হয়ে; দতা—দন্তের দ্বারা; ধৃতা—ধৃত; মতম্-গজেন্দ্রস্য—মত্ত হস্তী; স-পত্র—পাতাসহ; পদ্মিনী—পদ্মফুল।

অনুবাদ

হে পৃথিবী ধারণকারী, আপনি আপনার দশনাগ্রভাগে পর্বতসহ যে পৃথিবী ধারণ করেছেন, তা জল থেকে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র পদ্মফুলের মতো শোভা পাচ্ছে।

তাৎপর্য

ভগবান কর্তৃক ধৃত পৃথিবীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করা হয়েছে, তার সৌন্দর্যের গুণগান করা হয়েছে এবং তার তুলনা গজরাজের শুঁড়ের উপর অবস্থিত পদ্মফুলের সঙ্গে করা হয়েছে। পত্রসহ পদ্মফুল যেমন অত্যন্ত সুন্দর, তেমনই বরাহদেবের দশনাগ্রে বহু সুন্দর পর্বত শোভিত পৃথিবীকে তেমনই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ৪১

ত্রয়ীময়ং রূপমিদং চ সৌকরং
ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে ।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা
কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥ ৪১ ॥

ত্রয়ী-ময়ম্—মূর্তিমান বেদ; **রূপম্**—আকৃতি; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **সৌকরম্**—বরাহ; **ভূ-মণ্ডলেন**—ভূলোকের দ্বারা; **অথ**—এখন; **দতা**—দন্তের দ্বারা; **ধৃতেন**—ধৃত; **তে**—আপনার; **চকাস্তি**—শোভা পাচ্ছে; **শৃঙ্গ-ঊঢ়**—শৃঙ্গের দ্বারা ধৃত; **ঘনেন**—মেঘের দ্বারা; **ভূয়সা**—অধিক মহিমান্বিত; **কুল-অচল-ইন্দ্রস্য**—বিশাল পর্বতসমূহের; **যথা**—যতখানি; **এব**—নিশ্চয়ই; **বিভ্রমঃ**—শোভিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! মহান পর্বতশ্রেণীর শৃঙ্গসমূহ যেমন মেঘরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শোভা পায়, তেমনই আপনার দশন-অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করার ফলে, আপনার অপ্রাকৃত বিগ্রহ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

তাৎপর্য

বিভ্রমঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *বিভ্রমঃ* মানে 'মোহ' ও 'সৌন্দর্য'। মেঘ যখন কোন বিশাল পর্বতশৃঙ্গে বিরাজ করে, তখন মনে হয় যেন সেই পর্বতটি তাকে ধারণ করে আছে, এবং সেই সঙ্গে দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। তেমনই, ভগবানের পৃথিবীকে তাঁর দশনাগ্রে ধারণ করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যখন তা করেন, তখন পৃথিবী অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন পৃথিবীতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের জন্য ভগবান আরও অধিক সুন্দর হন। যদিও ভগবান হচ্ছেন বৈদিক মন্ত্রের অপ্রাকৃত মূর্তি, পৃথিবীকে ধারণ করার জন্য আবির্ভূত হওয়ার ফলে তিনি আরও অধিক সুন্দর হয়ে উঠেছেন।

শ্লোক ৪২

সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা ।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া
যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥ ৪২ ॥

সংস্থাপয় এনাম্—পৃথিবীকে উত্তোলন করুন; **জগতাম্**—জঙ্গম; **স-তস্থুষাম্**—স্থাবর; **লোকায়**—তাদের বাসস্থানের জন্য; **পত্নীম্**—পত্নী; **অসি**—আপনি হন; **মাতরম্**—মাতা; **পিতা**—পিতা; **বিধেম**—আমরা নিবেদন করি; **চ**—ও; **অস্যৈ**—মাতাকে; **নমসা**—সম্পূর্ণ প্রণতি সহকারে; **সহ**—সহ; **ত্বয়া**—আপনার সঙ্গে; **যস্যাম্**—যার মধ্যে; **স্ব-তেজঃ**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **অরণৌ**—অরণি কাষ্ঠে; **অধাঃ**—নিহিত।

অনুবাদ

হে ভগবান। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের বাসস্থান হওয়ার ফলে, এই পৃথিবী আপনার পত্নী, এবং আপনি হচ্ছেন পরম পিতা। মাতা ধরিত্রীসহ আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পৃথিবীর মধ্যে আপনি আপনার স্বীয় শক্তি নিহিত করেছেন, ঠিক যেমন একজন সুদক্ষ যাজ্ঞিক অরণি কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন।

তাৎপর্য

তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যা গ্রহগুলিকে ধারণ করে রাখে, তাকে এখানে ভগবানের শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এই শক্তি এমনভাবে নিহিত

করেন, যেমন একজন সুদক্ষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্রের শক্তির প্রভাবে অরণি কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে পৃথিবী স্থাবর ও জঙ্গম উভয় প্রাণীরই বসবাসের যোগ্য হয়। মাতার গর্ভে পিতা যেমন সন্তানের বীজ আধান করেন, ঠিক তেমনই এই জড় জগতের অধিবাসী বদ্ধ জীবেরা মাতা ধরিত্রীর গর্ভে স্থাপিত হয়েছে। পিতা-মাতারূপে ভগবান ও পৃথিবীর সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বদ্ধ জীবেরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই মাতৃভূমির প্রতি তারা অনুরক্ত, কিন্তু তাদের পিতার সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। মা স্বতন্ত্রভাবে সন্তান উৎপাদন করতে পারে না। তেমনই, পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক ব্যতীত জড়া প্রকৃতি জীব সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের শিক্ষা দেয়, মাতাসহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করার, কেননা পিতাই কেবল স্থাবর ও জঙ্গম উভয় প্রকার সমস্ত জীবের সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য সমস্ত শক্তিসহ মাতার গর্ভাধান করেন।

শ্লোক ৪৩

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো
রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্ ।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে
যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥ ৪৩ ॥

কঃ—আর কে; **শ্রদ্দধীত**—প্রয়াস করতে পারে; **অন্যতমঃ**—আপনি ছাড়া অন্য কেউ; **তব**—আপনার; **প্রভো**—হে ভগবান; **রসাম্**—জলে; **গতায়াঃ**—শয়ন করার সময়; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **উদ্বিবর্হণম্**—উদ্ধার; **ন**—কখনই না; **বিস্ময়ঃ**—আশ্চর্যজনক; **অসৌ**—এই প্রকার কর্ম; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **বিশ্ব**—বিশ্বজনীন; **বিস্ময়ে**—আশ্চর্যপূর্ণ; **যঃ**—যিনি; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **সসৃজে**—সৃষ্টি করেছেন; **অতি-বিস্ময়ম্**—সর্বপ্রকার বিস্ময়ের অতীত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ছাড়া আর কে জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে? কিন্তু আপনার পক্ষে তা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয়। কেননা আপনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের নির্মাণকার্য সম্পাদন করেছেন। আপনার মায়ার দ্বারা আপনি এই আশ্চর্যজনক জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

কোন বৈজ্ঞানিক যখন মূর্খ জনসাধারণের জন্য চিত্তাকর্ষক কোন কিছু আবিষ্কার করে, তখন কোন রকম অনুসন্ধান না করেই সাধারণ মানুষ সেইগুলিকে আশ্চর্যজনক বলে গ্রহণ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা এই প্রকার আবিষ্কারে বিস্ময়ান্বিত হন না। তাঁরা সমস্ত কৃতিত্ব তাঁকে অর্পণ করেন, যিনি সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের আশ্চর্যজনক মেধা সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষও জড়া প্রকৃতির আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হয়, এবং তারা তার সমস্ত কৃতিত্ব প্রকৃতিকে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, এই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির পিছনে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মেধা, যে সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় (৯/১০) বলা হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌* । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্যজনক প্রকৃতিকে পরিচালিত করতে পারেন, তাই তাঁর পক্ষে বিশাল বরাহরূপ ধারণ করে জলের গভীর তলদেশ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। তাই ভগবদ্ভক্ত আশ্চর্যজনক বরাহদেবকে দর্শন করে বিস্মিত হন না, কেননা তিনি জানেন যে, ভগবান তাঁর অদ্ভুত শক্তির দ্বারা আরও অনেক বেশি বিস্ময়জনকভাবে ক্রিয়া করতে পারেন, যা সবচাইতে মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কেরও ধারণার অতীত।

শ্লোক ৪৪

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-
র্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্‌ ।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভি-
র্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

বিধুন্বতা—কম্পিত করার সময়; **বেদ-ময়ম্‌**—মূর্তিমান বেদ; **নিজম্‌**—নিজের; **বপুঃ**—শরীর; **জনঃ**—জনলোক; **তপঃ**—তপোলোক; **সত্য**—সত্যলোক; **নিবাসিনঃ**—অধিবাসীগণ; **বয়ম্‌**—আমরা; **সটা**—কাঁধের লোম; **শিখ-উদ্ধূত**—কেশাগ্রভাগে ধৃত; **শিব**—মঙ্গলময়; **অম্বু**—জল; **বিন্দুভিঃ**—বিন্দুর দ্বারা; **বিমৃজ্য-মানাঃ**—এইভাবে অভিসিঞ্চিত হয়ে; **ভৃশম্‌**—অত্যন্ত; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর; **পাবিতাঃ**—পবিত্র হয়েছি।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! নিঃসন্দেহে আমরা সকলে জন, তপ ও সত্যলোক নামক অত্যন্ত পুণ্যবান লোকসমূহের নিবাসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার শরীরের কম্পনের

ফলে আপনার কেশরের অগ্রভাগ থেকে যে জলকণা পতিত হয়েছে, তার দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আমরা পবিত্র হয়েছি।

তাৎপর্য

সাধারণত একটি শূকরের দেহকে অপবিত্র বলে মনে করা হয়, কিন্তু ভগবান যখন শূকরের রূপ ধারণ করে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাকেও অপবিত্র বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। ভগবানের সেই রূপ হচ্ছে মূর্তিমান বেদসমূহ এবং তা অপ্রাকৃত। জন, তপ ও সত্যলোকের অধিবাসীরা এই জড় জগতের সবচাইতে পুণ্যবান ব্যক্তি, কিন্তু যেহেতু সেই গ্রহগুলি জড় জগতে অবস্থিত, তাই সেখানেও নানা রকম জড় কলুষ রয়েছে। ভগবানের কেশরের অগ্রভাগ থেকে যখন জলকণা সেই সমস্ত উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের দেহে পতিত হয়েছিল, তখন তাঁরা নিজেদের পবিত্র বলে মনে করেছিলেন। গঙ্গাজলও পবিত্র, কেননা তা ভগবানের পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভগবানের পা থেকে অথবা বরাহদেবের কেশরাগ্রভাগ থেকে নির্গত জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা উভয়েই পরমতত্ত্ব ও চিন্ময়।

শ্লোক ৪৫

স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে
যঃ কর্মণাং পারমপারকর্মণঃ ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং
বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **বত**—হায়; **ভ্রষ্ট-মতিঃ**—মন্দ বুদ্ধি; **তব**—আপনার; **এষতে**—বাসনা করে; **যঃ**—যিনি; **কর্মণাম্**—কার্যকলাপের; **পারম্**—সীমা; **অপার-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অসীম; **যৎ**—যাঁর দ্বারা; **যোগ**—যোগশক্তি; **মায়া**—শক্তি; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **যোগ**—যোগশক্তি; **মোহিতম্**—বিভ্রান্ত; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **সমস্তম্**—সমগ্র; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **বিধেহি**—প্রসন্ন হয়ে প্রদান করুন; **শম্**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের কোন সীমা নেই। যারা আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মহামূর্খ। এই জগতে

তাৎপর্য

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে জলের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিশাল গ্রহসমূহকে জলে অথবা বায়ুতে স্থাপন করতে পারেন। মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কখনও ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না কিভাবে ভগবানের এই সমস্ত শক্তি ক্রিয়া করতে পারে। যে নিয়মের দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা সম্ভব হয়, তার কিছু অস্পষ্ট বিশ্লেষণ মানুষ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ভগবানের কার্যকলাপের ধারণা করতে অক্ষম। তাই একে বলা হয় অচিন্ত্য। তবুও কূপমণ্ডুক দার্শনিকেরা কাল্পনিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৪৭

স ইত্থং ভগবানুর্বীং বিষ্বক্সেনঃ প্রজাপতিঃ ।
রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ ॥ ৪৭ ॥

সঃ—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উর্বীম্**—পৃথিবী; **বিষ্বক্সেনঃ**—বিষ্ণুর আর এক নাম; **প্রজা-পতিঃ**—জীবাত্মার প্রভু; **রসায়াঃ**—জলের ভিতর থেকে; **লীলয়া**—অনায়াসে; **উন্নীতাম্**—উঠিয়েছিলেন; **অপ্সু**—জলের উপর; **ন্যস্য**—স্থাপন করে; **যযৌ**—তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত জীবের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করে, তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসংখ্য অবতাররূপে জড় জগতে অবতরণ করেন, এবং তারপর তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি আসেন, তখন তাঁকে বলা হয় অবতার অর্থাৎ 'যিনি অবতরণ করেন'। ভগবান ও তাঁর বিশিষ্ট ভক্তেরা, যাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন, তাঁরা আমাদের মতো সাধারণ জীব নন।

সকলেই প্রভাবশালী যোগশক্তির দ্বারা আবদ্ধ। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদান করুন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মনোধর্মী ব্যক্তিরা অসীমের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মন্দ বুদ্ধি। তারা সকলেই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত। তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানকে অচিন্ত্য বলে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া, কেননা এইভাবে তারা তাঁর অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারে। উপরোক্ত প্রার্থনাটি জন, তপ ও সত্যলোকের অধিবাসীরা নিবেদন করেছিলেন, যাঁরা মানুষদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী।

এখানে *বিশ্বং সমস্তম্* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগৎ ও চিৎ-জগৎ রয়েছে। ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন—"উভয় জগৎই আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিমোহিত। যাঁরা চিৎ জগতে রয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের ও আপনাকেও ভুলে গিয়ে আপনার প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন, আর যারা জড় জগতে রয়েছে, তারা জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টায় মগ্ন হয়ে আপনাকে ভুলে গেছে। আপনাকে কেউই জানতে পারে না, কেননা আপনি অসীম। তাই অনর্থক মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা আপনাকে জানার চেষ্টা না করাই ভাল। পক্ষান্তরে, আপনি দয়া করে আমাদের আশীর্বাদ করুন, যাতে আমরা অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা আপনার আরাধনা করতে পারি।"

শ্লোক ৪৬

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যুপস্থীয়মানোঽসৌ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্ ॥ ৪৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উপস্থীয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **অসৌ**—ভগবান বরাহদেব; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিগণ কর্তৃক; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—ব্রহ্মবাদীদের দ্বারা; **সলিলে**—জলে; **স্ব-খুর-আক্রান্তে**—তাঁর নিজের খুরের দ্বারা আক্রান্ত; **উপাধত্ত**—স্থাপন করলেন; **অবিতা**—পালনকর্তা; **অবনিম্**—পৃথিবীকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে মহর্ষি ও ব্রহ্মবাদীগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে, ভগবান তাঁর খুর দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৪৮

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ
কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং
জনার্দনোঽস্যাশু হৃদি প্রসীদতি ॥ ৪৮ ॥

যঃ—যিনি; এবম্—এইভাবে; এতাম্—এই; হরি-মেধসঃ—যিনি ভক্তদের জড় অস্তিত্ব বিনাশ করেন; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কথাম্—বর্ণনা; সু-ভদ্রাম্—মঙ্গলময়; কথনীয়—বর্ণনীয়; মায়িনঃ—কৃপাময়ের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; শৃণ্বীত—শ্রবণ করেন; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; শ্রবয়েত—অন্যাদেরও শ্রবণ করতে দেন; বা—অথবা; উশতীম্—অত্যন্ত কমনীয়; জনার্দনঃ—ভগবান; অস্য—তাঁর; আশু—অতি শীঘ্র; হৃদি—হৃদয়ে; প্রসীদতি—অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

কেউ যদি ভক্তি সহকারে বরাহদেবের এই মঙ্গলময়ী কাহিনী শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তাহলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন, লীলাবিলাস করেন, এবং এক বর্ণনামূলক ইতিহাস তাঁর পিছনে রেখে যান, যা তাঁরই মতো অপ্রাকৃত। আমরা সকলেই কোন আশ্চর্যজনক বর্ণনা শুনতে ভালবাসি, কিন্তু অধিকাংশ কাহিনী মঙ্গলজনক নয় অথবা শ্রবণীয় নয়, কেননা সেইগুলি জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন। প্রতিটি জীব উচ্চতর গুণসম্পন্ন চিন্ময় আত্মা, এবং কোন লৌকিক বস্তুই তার পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য ভগবানের লীলার বিস্তারিত বর্ণনা নিজে শ্রবণ করা এবং অন্যাদেরও শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া, কেননা তা জড় অস্তিত্বের ক্লেশ নষ্ট করবে। ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, এবং তাঁর কৃপাময় কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত রেখে যান, যাতে ভক্তেরা তার দিব্য ফল লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪৯

তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ
কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৪৯ ॥

তস্মিন্—তাঁকে; **প্রসন্নে**—প্রসন্ন হয়ে; **সকল-আশিষাম্**—সর্বপ্রকার আশীর্বাদ; **প্রভৌ**—ভগবানকে; **কিম্**—তা কি; **দুর্লভম্**—যা প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন; **তাভিঃ**—সেইগুলি সহ; **অলম্**—অপ্রয়োজনীয়; **লব-আত্মভিঃ**—নগণ্য লাভসহ; **অনন্য-দৃষ্ট্যা**—ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা নয়; **ভজতাম্**—যারা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; **গুহা-আশয়ঃ**—হৃদয় অভ্যন্তরস্থ; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **বিধত্তে**—অনুষ্ঠান করেন; **স্ব-গতিম্**—তাঁর স্বীয় ধামে; **পরঃ**—পরম; **পরাম্**—চিন্ময়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান যখন কারও প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই নিরর্থক। যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান স্বয়ং ভগবান কর্তৃক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত্ হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বুদ্ধিযোগ দান করেন, যার ফলে তাঁরা পূর্ণতার চরম স্তরে উন্নীত হতে পারেন। এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার সমস্ত জ্ঞান পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। এই প্রকার ভক্তদের ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান বস্তু লাভ করার নেই। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তাহলে তাঁর বিফল মনোরথ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা ভগবান স্বয়ং সেই ভক্তের পারমার্থিক প্রগতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তাই তিনি ভক্তের অভিপ্রায় জানেন, এবং তাঁর প্রাপ্য সমস্ত বস্তুর ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, জাগতিক লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত কপট ভক্তেরা পূর্ণতার চরম স্তর লাভ করতে পারে না, কেননা ভগবান তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবগত। মানুষকে কেবল তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে, এবং তাহলে ভগবান তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

শ্লোক ৫০

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্ ।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৫০ ॥

কঃ—কে; **নাম**—যথার্থই; **লোকে**—জগতে; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের লক্ষ্য; **সার-বিৎ**—যিনি সারমর্ম সম্বন্ধে অবগত; **পুরা-কথানাম্**—সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসের; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয়; **কথা-সুধাম্**—পরমেশ্বর ভগবানের কথামৃত; **আপীয়**—পান করার দ্বারা; **কর্ণ-অঞ্জলিভিঃ**—শ্রবণের দ্বারা গ্রহণ করার মাধ্যমে; **ভব-অপহাম্**—যা সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ বিনাশ করে; **অহো**—হায়; **বিরজ্যেত**—প্রত্যাখ্যান করতে পারে; **বিনা**—ব্যতীত; **নর-ইতরম্**—যে মানুষ নয়।

অনুবাদ

যে মানুষ নয়, সে ছাড়া এই জগতে অন্য আর কে আছে, যে জীবনের পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধে আগ্রহী নয়? এমন কে আছে, যে ভগবানের লীলাকথারূপ অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যা নিজেই মানুষকে তার সব রকম জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত করতে পারে?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহের বর্ণনা অমৃতের নিরন্তর প্রবাহের মতো। অমানুষ ছাড়া অন্য আর কেউ সেই অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে প্রতিটি মানুষের জীবনের পরম পুরুষার্থ এবং এই ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণ করার মাধ্যমে। পশুরাই কেবল, অথবা যে সমস্ত মানুষদের আচরণ পশুদের মতো, তারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করতে অস্বীকার করতে পারে। পৃথিবীতে বহু গল্পের ও ইতিহাসের বই রয়েছে, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধীয় ইতিহাস অথবা বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুই জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার ভার লাঘব করতে পারে না। তাই যিনি জড়জাগতিক অস্তিত্বের নিবৃত্তির ব্যাপারে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা কীর্তন ও শ্রবণ করতে হবে। তা না হলে, তাকে অবশ্যই অমানুষের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

চতুর্দশ অধ্যায়

সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
হরেঃ কথাং কারণসূকরাত্মনঃ ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলি-
র্ন চাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; নিশম্য—শোনার পর; কৌষারবিণা—মহর্ষি মৈত্রেয়ের দ্বারা; উপবর্ণিতাম্—বর্ণিত; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; কথাম্—বর্ণনা; কারণ—পৃথিবীকে ধারণ করার উদ্দেশ্যে; সূকর-আত্মনঃ—বরাহ অবতারের; পুনঃ—পুনরায়; সঃ—তিনি; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; তম্—তাঁর কাছে (মৈত্রেয়); উদ্যত-অঞ্জলিঃ—কৃতাঞ্জলিপুটে; ন—কখনই না; চ—ও; অতি-তৃপ্তঃ—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; বিদুরঃ—বিদুর; ধৃতব্রতঃ—ব্রতধারণ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবানের বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করার পর, ব্রতনিষ্ঠ বিদুর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি কৃপাপূর্বক ভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত লীলাসমূহ বর্ণনা করেন, কেননা তিনি (বিদুর) তখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমূর্তিনা ।
আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—শ্রীবিদুর বললেন; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **তু**—কিন্তু; **মুনি-শ্রেষ্ঠ**—হে ঋষিবর্য; **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **যজ্ঞ-মূর্তিনা**—যজ্ঞস্বরূপ; **আদি**—আদি; **দৈত্যঃ**—দৈত্য; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ নামক; **হতঃ**—নিহত; **ইতি**—এইভাবে; **অনুশুশ্রুম**—পরম্পরাক্রমে শ্রবণ করেছি।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরম্পরাক্রমে আমি শুনেছি যে, আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যজ্ঞমূর্তি পরমেশ্বর ভগবান (বরাহদেব) কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ এই দুই মন্বন্তরে বরাহদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের জলের মধ্য থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলেন। বিদুর ইতিমধ্যে তাঁদের একজনের সম্বন্ধে শুনেছিলেন, এখন তিনি অপর অবতার সম্বন্ধে শ্রবণ করার প্রস্তাব করেছেন। যে দুটি ভিন্ন বরাহ অবতারের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে, তাঁরা একই পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩

তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া ।
দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—তাঁর; **চ**—ও; **উদ্ধরতঃ**—উদ্ধার করার সময়; **ক্ষৌণীম্**—পৃথিবী; **স্ব-দংষ্ট্র-অগ্রেণ**—তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা; **লীলয়া**—তাঁর লীলায়; **দৈত্য-রাজস্য**—দৈত্যরাজের; **চ**—এবং; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কস্মাৎ**—কি থেকে; **হেতোঃ**—কারণ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **মৃধঃ**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! ভগবান যখন ক্রীড়াচ্ছলে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন কি কারণে দৈত্যরাজের সঙ্গে বরাহদেবের যুদ্ধ হয়েছিল?

শ্লোক ৪

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ব্রূহি তজ্জন্মবিস্তরম্ ।
ঋষে ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪ ॥

শ্রদ্দধানায়—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **ব্রূহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **তৎ**—তাঁর; **জন্ম**—আবির্ভাব; **বিস্তরম্**—বিস্তারিতভাবে; **ঋষে**—হে মহর্ষি; **ন**—না; **তৃপ্যতি**—সন্তুষ্ট হয়; **মনঃ**—মন; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—জিজ্ঞাসু; **হি**—নিশ্চয়ই; **মে**—আমার।

অনুবাদ

আমার মন অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হয়েছে, তাই আমি ভগবানের অবতারের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারছি না। আপনি কৃপা করে এক শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছে আরও বেশি করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

যিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাবান ও জিজ্ঞাসু, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের দিব্য লীলাসমূহ শ্রবণ করার যোগ্য। বিদুর এই প্রকার দিব্য বাণী শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র।

শ্লোক ৫

মৈত্রেয় উবাচ

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ ।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সাধু**—ভক্ত; **বীর**—হে বীর; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **পৃষ্টম্**—জিজ্ঞাসিত; **অবতার-কথাম্**—ভগবানের অবতারের কাহিনী; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যৎ**—যা; **ত্বম্**—আপনার; **পৃচ্ছসি**—প্রশ্ন করছেন; **মর্ত্যানাম্**—যারা মরণশীল তাদের; **মৃত্যু-পাশ**—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন; **বিশাতনীম্**—মুক্তির উপায়।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বীর! আপনি ভক্তের উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে। তিনিই হচ্ছেন মরণশীল ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বীর বলে সম্বোধন করেছিলেন, তার কারণ এই নয় যে, তিনি কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করার কারণ ছিল যে, তিনি বরাহদেব ও নৃসিংহদেবরূপে ভগবানের অবতারের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যেহেতু সেই প্রশ্ন ছিল ভগবানের সম্বন্ধে, তাই তা সর্বতোভাবে ভক্তের উপযুক্ত ছিল। ভগবদ্ভক্তের কোন জড় বিষয়ে শোনবার রুচি থাকে না। জড় জগতের যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সেইগুলি শুনতে কখনই আগ্রহী হন না। ভগবান যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তা মৃত্যুর যুদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে জীবের জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির বন্ধনসৃষ্টিকারী মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যিনি ভগবানের যুদ্ধলীলার বিষয়ে শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অংশ গ্রহণ করার ফলে মূর্খ মানুষেরা তাঁর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়। তারা জানে না যে, তাঁর এই অংশগ্রহণের ফলে যাঁরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। ভীষ্মদেব বলেছিলেন, যাঁরা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই ভগবানের যুদ্ধলীলার কথা শ্রবণ করাও অন্য যে কোন প্রকার ভক্তির অনুশীলনেরই মতো।

শ্লোক ৬

যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥ ৬ ॥

যয়া—যার দ্বারা; **উত্তানপদঃ**—রাজা উত্তানপাদের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **মুনিনা**—ঋষির দ্বারা; **গীতয়া**—কীর্তিত হয়ে; **অর্ভকঃ**—একটি শিশু; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **এব**—নিশ্চয়ই; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **অঙ্ঘ্রিম্**—পা; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদম্**—ধাম।

অনুবাদ

মহর্ষি (নারদের) কাছ থেকে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করে, মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র (ধ্রুব) পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে ভগবদ্ধামে আরোহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ তাঁর দেহত্যাগের সময় সুনন্দ আদি ভগবৎ পার্ষদগণ কর্তৃক ভগবদ্ধামে নীত হয়েছিলেন। তিনি অল্প বয়সে এই জগৎ ত্যাগ করেন, যদিও তিনি তাঁর পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল। যেহেতু তিনি এই সংসার ত্যাগ করছিলেন, মৃত্যু তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পরোয়া করেননি, এবং সশরীরে চিন্ময় বিমানে আরোহণ করে সরাসরিভাবে বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন। তাঁর এই সৌভাগ্য হয়েছিল কেননা তিনি মহর্ষি নারদ মুনির সঙ্গ লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর কাছ থেকে ভগবানের লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা ।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥

অথ—এখন; অত্র—এই বিষয়ে; অপি—ও; ইতিহাসঃ—ইতিহাস; অয়ম্—এই; শ্রুতঃ—শ্রবণ; মে—আমার দ্বারা; বর্ণিতঃ—বর্ণিত; পুরা—বহুকাল পূর্বে; ব্রহ্মণা—ব্রহ্মার দ্বারা; দেব-দেবেন—দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান; দেবানাম্—দেবতাদের দ্বারা; অনুপৃচ্ছতাম্—জিজ্ঞাসা করে।

অনুবাদ

বরাহরূপী ভগবানের সঙ্গে দৈত্য হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের ইতিহাস বহু বছর আগে যখন দেবতাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমি তা শ্রবণ করেছিলাম।

শ্লোক ৮

দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্মারীচং কশ্যপং পতিম্ ।
অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দিতা ॥ ৮ ॥

দিতিঃ—দিতি; দাক্ষায়ণী—দক্ষকন্যা; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; মারীচম্—মরীচির পুত্র; কশ্যপম্—কশ্যপকে; পতিম্—তাঁর পতি; অপত্য-কামা—পুত্র লাভের বাসনায়; চকমে—অভিলাষ করেছিলেন; সন্ধ্যায়াম্—সায়ংকালে; হৃৎ-শয়—কামবাসনার দ্বারা; অর্দিতা—পীড়িতা হয়ে।

অনুবাদ

দক্ষকন্যা দিতি কামশরে পীড়িতা হয়ে, সন্ধ্যাকালে তাঁর পতি মরীচিপুত্র কশ্যপের কাছে সন্তান লাভের মানসে, সন্ধ্যাবেলায় মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্ ।
নিম্লোচত্যর্ক আসীনমগ্ন্যগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥

ইষ্ট্বা—পূজা করার পর; অগ্নি—অগ্নি; জিহ্বম্—জিহ্বা; পয়সা—আহুতির দ্বারা; পুরুষম্—পরম পুরুষকে; যজুষাম্—সমস্ত যজ্ঞের; পতিম্—ঈশ্বর; নিম্লোচতি—যখন অস্ত যাচ্ছিল; অর্কে—সূর্য; আসীনম্—উপবেশন করে; অগ্নি-অগারে—যজ্ঞশালায়; সমাহিতম্—পূর্ণরূপে সমাধিস্থ।

অনুবাদ

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, তখন সেই মহর্ষি যজ্ঞশালায় অগ্নিজিহ্ব শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করার মাধ্যমে পূজা করে সমাধিস্থ ছিলেন।

তাৎপর্য

অগ্নিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর জিহ্বা বলে মনে করা হয়, এবং অগ্নিতে যখন শস্য ও ঘি আহুতি দেওয়া হয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। এইটি হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত যজ্ঞের তত্ত্ব। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তৃপ্তিতে সমস্ত দেবতা ও অন্যান্য জীবেদের তৃপ্তি সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

শ্লোক ১০

দিতিরুবাচ

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্ কাম আত্তশরাসনঃ ।
দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ ॥ ১০ ॥

দিতিঃ উবাচ—সুন্দরী দিতি বললেন; **এষঃ**—এই সমস্ত; **মাম্**—আমাকে; **ত্বৎ-কৃতে**—আপনার জন্য; **বিদ্বন্**—হে পরম বিদ্বান; **কামঃ**—কামদেব; **আত্ত-শরাসনঃ**—শরাসন গ্রহণ করে; **দুনোতি**—আমাকে পীড়িত করছে; **দীনাম্**—দীনহীন আমাকে; **বিক্রম্য**—আক্রমণ করে; **রম্ভাম্**—কদলী বৃক্ষ; **ইব**—মতো; **মত্তম্-গজঃ**—মত্ত হস্তী।

অনুবাদ

সেই স্থানে সুন্দরী দিতি তাঁর বাসনা ব্যক্ত করে বললেন—হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ, মত্ত হস্তী যেমন কদলী বৃক্ষকে পীড়িত করে, তেমনই কন্দর্প তাঁর শরাসন গ্রহণ করে আমাকে বলপূর্বক পীড়িত করছেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী দিতি তাঁর পতিকে সমাধিমগ্ন দর্শন করে, তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা না করে, উচ্চস্বরে কথা বলতে লাগলেন। তিনি সরলভাবে তাঁকে বলেন যে, কদলী বৃক্ষ যেমন মত্ত হস্তীর দ্বারা পীড়িত হয়, তিনিও তেমনই তাঁর পতির উপস্থিতিতে কামবাসনার দ্বারা পীড়িত হচ্ছেন। তাঁর সমাধিস্থ পতিকে এইভাবে উত্তেজিত করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রবল কামবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। তাঁর কামবাসনা মত্ত হস্তীর মতো হয়ে উঠেছিল, এবং তাই তাঁর পতির প্রাথমিক কর্তব্য ছিল তাঁর বাসনা পূর্ণ করার দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁকে আশ্রয় প্রদান করা।

শ্লোক ১১

তদ্ভবান্দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ ।
প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যাযুঙ্‌ক্তামনুগ্রহম্ ॥ ১১ ॥

তৎ—তাই; **ভবান্**—আপনি; **দহ্যমানায়াম্**—ব্যথিত হয়ে; **স-পত্নীনাম্**—সপত্নীদের; **সমৃদ্ধিভিঃ**—সমৃদ্ধির দ্বারা; **প্রজা-বতীনাম্**—যাদের সন্তান রয়েছে তাদের; **ভদ্রম্**—সর্বমঙ্গল; **তে**—আপনার; **ময়ি**—আমাকে; **আযুঙ্‌ক্তাম্**—সর্বতোভাবে আমার জন্য করুন; **অনুগ্রহম্**—কৃপা।

অনুবাদ

তাই আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আমার সপত্নীদের সমৃদ্ধি দর্শন করে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি, এবং তাই আমি সন্তান কামনা করি। এই কার্য সম্পন্ন করে আপনি সুখী হবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় সন্তান উৎপাদনের জন্য কাম আচরণ ধর্মসম্মত বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কাম আচরণ ধর্মবিরুদ্ধ। দিতি যে তাঁর পতির কাছে মৈথুনের আবেদন করেছিলেন, তা ঠিক কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সন্তান লাভের বাসনায়। তাঁর পুত্র না থাকায় তিনি তাঁর সপত্নীদের সামনে নিজেকে হীন বলে অনুভব করেছিলেন। তাই কশ্যপের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর ধর্মপত্নীর বাসনা চরিতার্থ করা।

শ্লোক ১২

ভর্তর্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ।
পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে ॥ ১২ ॥

ভর্তরি—পতির দ্বারা; **আপ্ত-উরুমানানাম্**—যারা প্রিয় তাদের; **লোকান্**—জগতে; **আবিশতে**—ব্যাপ্ত হয়; **যশঃ**—খ্যাতি; **পতিঃ**—পতি; **ভবৎ-বিধঃ**—আপনার মতো; **যাসাম্**—যাদের; **প্রজয়া**—সন্তানদের দ্বারা; **ননু**—নিশ্চয়ই; **জায়তে**—বৃদ্ধি করা।

অনুবাদ

পতির আশীর্বাদে পত্নী জগতে সম্মান লাভ করেন, এবং আপনার মতো পতি সন্তান লাভ করে যশস্বী হবেন, কেননা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতে প্রজা বৃদ্ধি করা।

তাৎপর্য

ঋষভদেবের মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষ অথবা নারী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে পারছেন যে, তাঁদের সন্তানদের তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের পিতা বা মাতা হওয়া উচিত নয়। মনুষ্যজীবনই হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জগৎ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সুযোগ। প্রতিটি মানুষকেই মানবজীবনের এই উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ দেওয়া উচিত, এবং কশ্যপের মতো পিতার কাছ থেকে এই আশা করা যায় যে, তিনি মুক্তির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুসন্তান উৎপাদন করবেন।

শ্লোক ১৩

পুরা পিতা নো ভগবান্দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥

পুরা—বহুকাল পূর্বে; **পিতা**—পিতা; **নঃ**—আমাদের; **ভগবান্**—অতি ঐশ্বর্যশালী; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—কন্যাদের প্রতি স্নেহশীল; **কম্**—কাকে; **বৃণীত**—তোমরা গ্রহণ করতে চাও; **বরম্**—তোমাদের পতি; **বৎসাঃ**—হে কন্যাগণ; **ইতি**—এইভাবে; **অপৃচ্ছত**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **নঃ**—আমাদের; **পৃথক্**—আলাদাভাবে।

অনুবাদ

পুরাকালে, আমাদের অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ আমাদের প্রত্যেককেই পৃথক-পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমরা কাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, তখনকার দিনে পিতা কন্যাকে স্বতন্ত্রভাবে পতি মনোনয়ন করতে দিতেন, কিন্তু অবাধে মেলামেশার দ্বারা পতি বরণ করার অনুমতি ছিল না। কন্যাদের পতি মনোনয়ন করার স্বাধীনতা দেওয়া হত এবং তারা তাদের পতি মনোনয়ন করতেন কার্যকলাপ ও ব্যক্তিত্ব অনুসারে তাদের খ্যাতি শ্রবণ করার মাধ্যমে। এই মনোনয়নের চরম সিদ্ধান্ত অবশ্য নির্ভর করত পিতার উপর।

শ্লোক ১৪

স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ ।
ত্রয়োদশাদদাত্তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—দক্ষ; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **আত্ম-জানাম্**—কন্যাদের; **নঃ**—আমাদের; **ভাবম্**—অভিপ্রায়; **সন্তান**—সন্তান; **ভাবনঃ**—হিতাকাঙ্ক্ষী; **ত্রয়োদশ**—তের; **অদদাৎ**—দান করেছিলেন; **তাসাম্**—তারা সকলে; **যাঃ**—যারা; **তে**—আপনার; **শীলম্**—ব্যবহার; **অনুব্রতাঃ**—সর্বতোভাবে শ্রদ্ধাশীল।

অনুবাদ

আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা দক্ষ আমাদের অভিলাষ জানতে পেরে, তাঁর তেরজন কন্যাকেই আপনার হস্তে অর্পণ করেছেন, এবং তখন থেকেই আমরা সকলে আপনার অনুব্রতা।

তাৎপর্য

সাধারণত কন্যারা তাদের পিতার কাছে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করত, কিন্তু পিতা অন্য কারোর মাধ্যমে কন্যাদের অভিপ্রায় অবগত হতেন, যেমন পিতামহীর মাধ্যমে, যাঁর সঙ্গে পৌত্রীদের অবাধে মেলামেশা থাকত। মহারাজ দক্ষ তাঁর কন্যাদের অভিপ্রায় জানতে পেরে তাঁর তেরজন কন্যাকে কশ্যপের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। দিতির ভগ্নীদের মধ্যে প্রত্যেকেই সন্তানবতী ছিলেন, তাই তাঁর পতির প্রতি তিনি আবেদন করেছিলেন, তাঁদেরই মতো অনুব্রতা হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি সন্তানহীন থাকবেন?

শ্লোক ১৫

অথ মে কুরু কল্যাণং কামং কমললোচন ।
আর্তোপসর্পণং ভূমন্নমোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥

অথ—অতএব; মে—আমাকে; কুরু—কৃপা করুন; কল্যাণম্—মঙ্গল-বিধান; কামম্—বাসনা; কমল-লোচন—হে পদ্মলোচন; আর্ত—দুর্দশাগ্রস্ত; উপসর্পণম্—আগমন; ভূমন্—হে মহান; অমোঘম্—অব্যর্থ; হি—নিশ্চয়ই; মহীয়সি—মহান ব্যক্তির।

অনুবাদ

হে কমললোচন! কৃপা করে আমার বাসনা পূর্ণ করার দ্বারা আমার মঙ্গল-বিধান করুন। আর্ত ব্যক্তি যখন কোন মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ করে, তখন তার নিবেদন বিফল হয় না।

তাৎপর্য

দিতি ভালভাবেই জানতেন যে, অসময় ও অনুপযুক্ত পরিস্থিতির জন্য কশ্যপ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, কিন্তু তিনি আবেদন করেছিলেন, সঙ্কটকালে ও আর্ত অবস্থায় কাল অথবা পরিস্থিতির বিচার করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপণাং বহুভাষিণীম্ ।
প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **তাম্**—তাঁকে; **বীর**—হে বীর; **মারীচঃ**—মরীচিপুত্র (কশ্যপ); **কৃপণাম্**—দীনা; **বহু-ভাষিণীম্**—অত্যন্ত প্রগল্ভ; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **অনুনয়ন্**—সান্ত্বনা দিয়ে; **বাচা**—বাণীর দ্বারা; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত উদ্বেলিত; **অনঙ্গ**—কাম; **কশ্মলাম্**—কলুষিত।

অনুবাদ

হে বীর (বিদুর)! মরীচিতনয় কশ্যপ বহুভাষিণী, দীনা ও কামের দ্বারা কলুষিতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে, এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন পুরুষ অথবা স্ত্রী কামবাসনার দ্বারা অভিভূত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তারা পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। কশ্যপ পারমার্থিক ক্রিয়ায় মগ্ন ছিলেন, কিন্তু এইভাবে বিচলিত তাঁর স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি কঠোর বাক্যের দ্বারা সেই কার্য অসম্ভব বলে বর্ণনা করে তাঁর স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিদুরের মতো শক্তিশালী ছিলেন না। বিদুরকে এখানে বীর বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা আত্মসংযমের ক্ষেত্রে কেউই ভগবদ্ভক্তের থেকে অধিক শক্তিশালী নয়। এখানে প্রতীত হয় যে, কশ্যপ পূর্বেই তাঁর পত্নীর সঙ্গে কাম উপভোগে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না, তাই তিনি কেবল সান্ত্বনাদায়ক বাক্যের দ্বারা তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

এষ তেঽহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু যদিচ্ছসি ।
তস্যাঃ কামং ন কঃ কুর্যাৎসিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ ॥ ১৭ ॥

এষঃ—এই; **তে**—তোমার অনুরোধ; **অহম্**—আমি; **বিধাস্যামি**—সম্পন্ন করব; **প্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **ভীরু**—হে ভয়ভীতা; **যৎ**—যা; **ইচ্ছসি**—তুমি অভিলাষ কর;

তস্যাঃ—তার; কামম্—বাসনা; ন—না; কঃ—কে; কুর্যাৎ—সম্পন্ন করবে; সিদ্ধিঃ—মুক্তির পূর্ণতা; ত্রৈ-বর্গিকী—ত্রিবর্গ; যতঃ—যার থেকে।

অনুবাদ

হে ভয়ভীতা! তুমি যা অভিলাষ করছ তা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব, কেননা যে স্ত্রী থেকে ত্রিবর্গ সিদ্ধি লাভ হয়, তার কামনা কে না পূর্ণ করে?

তাৎপর্য

মুক্তির তিনটি সিদ্ধি হচ্ছে ধর্ম, অর্থ ও কাম। বদ্ধ জীবের পক্ষে ধর্মপত্নীকে মুক্তির উপায়স্বরূপ বলে বিবেচনা করা হয়, কেননা সে তার পতির চরম মুক্তির জন্য তার সেবা নিবেদন করে। বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে সুশীলা পত্নী লাভ করে, তাহলে তার পত্নী সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করে। কেউ যদি তার বদ্ধ জীবনে বিক্ষুব্ধ থাকে, তাহলে তিনি জড় জগতের কলুষে আরও গভীরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সতী পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতির সমস্ত জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সহযোগিতা করা, যাতে সে স্বচ্ছন্দে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য পারমার্থিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারে। পতি যখন পারমার্থিক পথে উন্নতিসাধন করে, তখন পত্নীও নিঃসন্দেহে তার কার্যকলাপের অংশীদার হয়, এবং এইভাবে পতি ও পত্নী উভয়েই পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করেন। তাই বালক ও বালিকা উভয়কেই পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার সময় উভয়েই লাভবান হতে পারে। বালকদের শিক্ষা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য এবং বালিকাদের শিক্ষা হচ্ছে সতীত্ব। সতী পত্নী ও পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রহ্মচারী এই দুয়ের সমন্বয় মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত শুভ।

শ্লোক ১৮

সর্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্ ।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈর্যথার্ণবম্ ॥ ১৮ ॥

সর্ব—সমস্ত; **আশ্রমান্**—আশ্রম; **উপাদায়**—পূর্ণ করে; **স্ব**—নিজের; **আশ্রমেণ**—আশ্রমের দ্বারা; **কলত্র-বান্**—বিবাহিত ব্যক্তি; **ব্যসন-অর্ণবম্**—ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র; **অত্যেতি**—অতিক্রম করতে পারে; **জল-যানৈঃ**—নৌকার সাহায্যে; **যথা**—যেমন; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

জলযানের সাহায্যে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তেমনই পত্নীর সঙ্গে বাস করার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য চারটি সামাজিক আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য বা পবিত্র বিদ্যার্থী-জীবন, পত্নীর পাণিগ্রহণপূর্বক গার্হস্থ্য-জীবন, সংসারধর্ম থেকে অবসর গ্রহণের বানপ্রস্থ আশ্রম, এবং সর্বস্ব ত্যাগ করে পূর্ণরূপে পারমার্থিক প্রগতি সাধনের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম। এই সকল আশ্রমগুলির সফল প্রগতি নির্ভর করে পত্নীর সঙ্গে বসবাসকারী গৃহস্থের উপর। এই সহযোগিতা চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার যথাযথ অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক। বৈদিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সাধারণত জাতি-ব্যবস্থা নামে পরিচিত। পত্নীর সঙ্গে যে ব্যক্তি গৃহে বাস করে, তার একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে, এবং তা হচ্ছে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সমাজের এই তিনটি বর্ণের সদস্যদের পালন করা। গৃহস্থ ব্যতীত সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে জীবনের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যে পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া, এবং সেই জন্য ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের জীবিকা উপার্জনের কোন সময় থাকে না বললেই চলে। তাই, তাঁরা গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, এবং পারমার্থিক উপলব্ধির অনুশীলন করেন। পারমার্থিক উন্নতি সাধনে রত অন্য তিনটি আশ্রমের সাহায্য করার মাধ্যমে গৃহস্থরাও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেন। এইভাবে চরমে সমাজের প্রতিটি সদস্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে অনায়াসে অবিদ্যার সমুদ্র উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক ১৯

যামাহুরাত্মনো হ্যর্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি ।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

যাম্—যে পত্নী; আহুঃ—বলা হয়; আত্মনঃ—শরীরের; হি—এইভাবে; অর্ধম্—অর্ধেক; শ্রেয়ঃ—কল্যাণ; কামস্য—সমস্ত বাসনার; মানিনি—হে প্রিয়ে; যস্যাম্—যার; স্ব-ধুরম্—সমস্ত দায়িত্ব; অধ্যস্য—অর্পণ করে; পুমান্—মানুষ; চরতি—বিচরণ করে; বিজ্বরঃ—নিশ্চিন্ত।

অনুবাদ

হে মানিনি! পত্নী এতই সহায়তা-পরায়ণা হয় যে, পতির সমস্ত পবিত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার ফলে, তাকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। পত্নীর উপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে, মানুষ নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে।

তাৎপর্য

বৈদিক ব্যবস্থা অনুসারে পত্নীকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলে বিবেচনা করা হয়, কেননা পতির কর্তব্যের অর্ধাংশ সম্পাদন করার জন্য তিনি দায়ী। গৃহস্থের পঞ্চসূনা নামক পাঁচ প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করার দায়িত্ব রয়েছে, যার ফলে তিনি তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপে অনিবার্যরূপে সংঘটিত সমস্ত প্রকার পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন। মানুষ যখন গুণগতভাবে কুকুর-বিড়ালের মতো হয়ে যায়, তখন সে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের কথা ভুলে যায়, এবং তার ফলে সে তার পত্নীকে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উপলক্ষ্য বলে মনে করে। পত্নীকে যখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যন্ত্র বলে গ্রহণ করা হয়, তখন তার দৈহিক সৌন্দর্যই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়, এবং যখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে বাধা পড়ে, তখন তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় বা বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে পতি ও পত্নী যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধনকে তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন, তখন দেহের সৌন্দর্যের গুরুত্ব দেওয়া হয় না অথবা তথাকথিত প্রেমের বিচ্ছেদ হয় না। জড় জগতে প্রেম বলে কোন বস্তু নেই। বিবাহ প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র-নির্দেশিত পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন একটি কর্তব্য। তাই পারমার্থিক জ্ঞানরহিত কুকুর-বিড়ালের মতো জীবনযাপন না করার জন্য বিবাহের প্রথা অপরিহার্য।

শ্লোক ২০

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্দুর্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ ।
বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ ॥

যাম্—যার; **আশ্রিত্য**—আশ্রয়গ্রহণ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অরাতীন্**—শত্রুগণ; **দুর্জয়ান্**—দুর্জয়; **ইতর**—গার্হস্থ্য আশ্রম ব্যতীত অন্যান্য আশ্রমের; **আশ্রমৈঃ**—আশ্রমের দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা; **জয়েম**—জয় করতে পারি; **হেলাভিঃ**—অনায়াসে; **দস্যূন্**—আক্রমণকারী দস্যু; **দুর্গ-পতিঃ**—দুর্গপতি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

দুর্গপতি যেমন অনায়াসে আক্রমণকারী দস্যুদের পরাজিত করে, তেমনই পত্নীর আশ্রয় নিয়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতে পারে, যা অন্যান্য আশ্রমীদের পক্ষে দুর্জয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—মানবসমাজে এই চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই হচ্ছে নিরাপদ। ইন্দ্রিয়গুলিকে দেহরূপ দুর্গের আক্রমণকারী দস্যু বলে মনে করা হয়েছে। পত্নী হচ্ছেন সেই দুর্গের সেনাপতি, এবং তাই যখন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা দেহ আক্রান্ত হয়, পত্নী সেই আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করেন। যৌন কামনা সকলের পক্ষেই অনিবার্য, কিন্তু যাঁর স্থায়ী পত্নী রয়েছে, তিনি ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকেন। যে মানুষের সুশীলা পত্নী রয়েছে, সে কুমারী মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। যথাযথভাবে শিক্ষিত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী না হলে, স্থায়ী পত্নী ব্যতীত মানুষ লম্পটে পরিণত হয়ে সমাজের আবর্জনাসদৃশ হয়ে ওঠে। সুদক্ষ গুরুর দ্বারা কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা লাভ না করলে, এবং শিক্ষার্থী অনুগত না হলে, তথাকথিত ব্রহ্মচারী কামের আক্রমণের শিকার হবে। অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এমনকি বিশ্বামিত্রের মতো মহান যোগীও অধঃপতিত হয়েছিল। কিন্তু গৃহস্থ তাঁর সতী পত্নীর কারণে সুরক্ষিত থাকেন। যৌনজীবন হচ্ছে জড় বন্ধনের কারণ, এবং তাই তিনটি আশ্রমে তা নিষিদ্ধ, এবং কেবল গার্হস্থ্য আশ্রমেই তা অনুমোদন করা হয়েছে। গৃহস্থদের উপর প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী উৎপাদন করার দায়িত্ব রয়েছে।

শ্লোক ২১

ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্তুং গৃহেশ্বরি ।
অপ্যায়ুষা বা কার্ৎস্ন্যেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ ॥ ২১ ॥

ন—কখনই না; বয়ম্—আমরা; প্রভবঃ—সক্ষম; তাম্—তা; ত্বাম্—তোমাকে; অনুকর্তুম্—তা করা; গৃহ-ঈশ্বরি—হে গৃহেশ্বরি; অপি—সত্ত্বেও; আয়ুষা—আয়ুর দ্বারা; বা—অথবা (পরবর্তী জীবনে); কার্ৎস্ন্যেন—সমগ্র; যে—যে; চ—ও; অন্যে—অন্যরা; গুণ-গৃধ্নবঃ—যারা গুণ গ্রহণে সমর্থ।

অনুবাদ

হে গৃহেশ্বরি! আমরা তোমার মতো হতে পারব না, এবং সারা জীবন এমনকি জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। এমনকি যারা ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রশংসাকারী, তাদের পক্ষেও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

কোন পতি যখন এইভাবে কোন স্ত্রীর গুণগান করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি স্ত্রৈণ অথবা পরিহাসছলে এই রকম হালকাভাবে কথা বলছেন। কশ্যপ বোঝাতে চেয়েছেন যে, পত্নীসহ গৃহে বাস করেন যে গৃহস্থ, তিনি ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর নরকে অধঃপতিত হওয়ারও ভয় থাকে না। কিন্তু সন্ন্যাসী যদি কামবাসনার প্রভাবে পরস্ত্রী কামনা করে, তাহলে সে নরকগামী হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে তথাকথিত সন্ন্যাসী, যে তার গৃহ ও পত্নী ত্যাগ করেছে, সে যদি পুনরায় জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যৌন সুখ উপভোগের বাসনা করে, তাহলে সে নরকগামী হয়। সেই দিক দিয়ে গৃহস্থেরা নিরাপদ। তাই পতিরা এই জন্মে অথবা পরজন্মে তাঁদের পত্নীদের ঋণ শোধ করতে পারেন না। এমনকি তাঁরা যদি সারা জীবন ধরে সেই ঋণ শোধের কার্যে যুক্ত হয়, তা হলেও তা সম্ভব নয়। সমস্ত পতিরাই তাঁদের পত্নীদের সদ্‌গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম নন, কিন্তু কেউ যদি তা করতে সক্ষম হয়ও তা হলেও তার পত্নীর ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। পতির দ্বারা পত্নীর এই প্রকার অসাধারণ প্রশংসা নিশ্চয়ই পরিহাসছলে করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

অথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্ ।
যথা মাং নাতিরোচন্তি মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥ ২২ ॥

অথ অপি—যদিও (তা সম্ভব নয়); **কামম্**—এই কামবাসনা; **এতম্**—যথাযথভাবে; **তে**—তোমার; **প্রজাত্যৈ**—সন্তানের জন্য; **করবাণি**—আমাকে করতে দাও; **অলম্**—অচিরে; **যথা**—যেমন; **মাম্**—আমাকে; **ন**—হতে পারে না; **অতিরোচন্তি**—নিন্দা করে; **মুহূর্তম্**—ক্ষণিক; **প্রতিপালয়**—অপেক্ষা কর।

অনুবাদ

যদিও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবুও অচিরেই সন্তান লাভের জন্য তোমার কামবাসনা আমি তৃপ্ত করব। কিন্তু তোমাকে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে যাতে অন্যেরা আমার নিন্দা না করে।

তাৎপর্য

স্ত্রৈণ পতি পত্নীর কাছ থেকে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করেছেন, সেইগুলির প্রতিদান দিতে সে সক্ষম নাও হতেও পারেন, কিন্তু কামবাসনা পূর্ণ করে সন্তান উৎপাদন করা পতির পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, যদি না সে পূর্ণরূপে পুরুষত্বহীন হয়। সাধারণ অবস্থায় পতির পক্ষে এইটি অত্যন্ত সহজ কার্য। অত্যন্ত উৎসুক হওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণের জন্য কশ্যপ তাঁর পত্নীকে প্রতীক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে অন্যেরা তাঁর নিন্দা না করতে পারে। তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাঁর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২৩

এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা ।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥

এষা—এই সময়; **ঘোর-তমা**—অত্যন্ত ভয়ানক; **বেলা**—সময়; **ঘোরাণাম্**—ভয়ানক; **ঘোর-দর্শনা**—ভয়ঙ্কর দর্শন; **চরন্তি**—বিচরণ করে; **যস্যাম্**—যাতে; **ভূতানি**—ভূতপ্রেত; **ভূত-ঈশ**—ভূতপ্রেতদের পতি; **অনুচরাণি**—অনুচরগণ; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

এই বিশেষ সময়টি সবচাইতে অশুভ, কেননা এই সময় ভয়ঙ্কর দর্শন ভূতপ্রেত ও ভূতপতি রুদ্রের অনুচরেরা বিচরণ করছে।

তাৎপর্য

কশ্যপ ইতিমধ্যেই তাঁর পত্নী দিতিকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, এবং এখন তিনি তাঁকে সাবধান করছেন যে, সেই বিশেষ অশুভ সময়ের কথা বিবেচনা করতে না পারলে, তার পরিণামস্বরূপ ভূতপতি রুদ্রসহ বিচরণকারী ভূত ও প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২৪

এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
পরীতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥

এতস্যাম্—এই সময়; সাধ্বি—হে সাধ্বি; সন্ধ্যায়াম্—দিন ও রাত্রির সন্ধিতে (সন্ধ্যায়); ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ভূত-ভাবনঃ—ভূতেদের শুভাকাঙ্ক্ষী; পরীতঃ—পরিবেষ্টিত; ভূত-পর্ষদ্ভিঃ—ভূত আদি অনুচরদের সঙ্গে; বৃষেণ—বৃষবাহনের পিঠে; অটতি—ভ্রমণ করেন; ভূত-রাট্—ভূতপতি।

অনুবাদ

হে সাধ্বি! ভূতপতি শিব এই সন্ধ্যাকালে ভূতগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁর বাহন বৃষভের পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন।

তাৎপর্য

শিব বা রুদ্র হচ্ছেন ভূতেদের পতি। ভূতেরা ধীরে ধীরে আত্ম উপলব্ধির পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য শিবের পূজা করে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই শিবের উপাসক, এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য হচ্ছেন শিবের অবতার, যিনি মায়াবাদীদের নাস্তিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেছিলেন। আত্মহত্যা আদি গর্হিত পাপ আচরণের ফলে ভূতেরা স্থূল জড় শরীর থেকে বঞ্চিত হয়। মানব সমাজে যারা ভূতেদের মতো চরিত্র-বিশিষ্ট, তাদের অন্তিম উপায় হচ্ছে ভৌতিক অথবা আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করা। ভৌতিক আত্মহত্যার ফলে জড় দেহের হানি হয়, আর আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার ফলে সবিশেষ সত্তার লোপ হয়। মায়াবাদী দার্শনিকদের বাসনা হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া। ভূতেদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে শিব দেখেন যে, যদিও তারা অভিশপ্ত, তবুও যেন তারা ভৌতিক শরীর লাভ করে। স্থান ও কালের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে যারা কাম আচরণে প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত স্ত্রীদের গর্ভে তিনি তাদের স্থাপন করেন। কশ্যপ সেই তত্ত্ব দিতিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

শ্লোক ২৫

শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র-
বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো
দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে ॥ ২৫ ॥

শ্মশান—শ্মশান; চক্র-অনিল—ঘূর্ণিবাত; ধূলি—ধূলি; ধূম্র—ধোঁয়া; বিকীর্ণ-বিদ্যোত—এইভাবে তাঁর সৌন্দর্য আচ্ছাদিত; জটা-কলাপঃ—জটাজুট; ভস্ম—ছাই; অবগুণ্ঠ—আচ্ছাদিত; অমল—নির্মল; রুক্ম—স্বর্ণাভ; দেহঃ—শরীর; দেবঃ—দেবতা; ত্রিভিঃ—ত্রিবিধ নয়নের দ্বারা; পশ্যতি—দর্শন করেন; দেবরঃ—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তে—তোমার।

অনুবাদ

ভগবান শিবের নির্মল স্বর্ণাভ দেহ ভস্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁর জটাজুট শ্মশানের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে ধূম্র বর্ণ। তিনি তোমার দেবর, এবং তিনি তাঁর ত্রিনয়নের দ্বারা সব কিছু দর্শন করছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শিব কোন সাধারণ জীব নন, আবার তিনি বিষ্ণুতত্ত্বও নন। তিনি ব্রহ্মার স্তর পর্যন্ত সমস্ত জীব থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, তবুও তিনি বিষ্ণুর সমকক্ষ নন। যেহেতু তিনি প্রায় বিষ্ণুর মতো, তাই তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর একটি চক্ষু সূর্যের মতো, অন্য আর একটি চক্ষু চন্দ্রের মতো, এবং ভ্রূযুগলের মধ্যে অবস্থিত তাঁর তৃতীয় চক্ষুটি হচ্ছে অগ্নির মতো। তিনি তাঁর মধ্য নয়ন থেকে অগ্নি উৎপন্ন করতে পারেন, এবং তিনি যে কোন শক্তিশালী জীবকে বিনাশ করতে পারেন, এমনকি ব্রহ্মাকে পর্যন্ত, তবুও তিনি আড়ম্বর সহকারে সুন্দর গৃহে বসবাস করেন না, এমনকি তাঁর কোন জড়জাগতিক সম্পদ নেই, যদিও তিনি সমগ্র জড় জগতের পতি। অধিকাংশ সময়েই তিনি শ্মশানে যেখানে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেখানে থাকেন, এবং শ্মশানের ঘূর্ণিবাতের প্রভাবে উত্থিত ধূলি হচ্ছে তাঁর অঙ্গের ভূষণ। জড় জগতের কোন রকম কলুষ তাঁকে কলুষিত করতে পারে না। কশ্যপ তাঁকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা কশ্যপের পত্নী দিতির কনিষ্ঠ ভগ্নীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। তাই ভগ্নীর পতিকে ভাই

বলে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক সম্পর্কে, সেই সূত্রে শিব হচ্ছেন কশ্যপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কশ্যপ তাঁর পত্নীকে সচেতন করেছিলেন যে, ভগবান শিব তাঁদের কামাচরণ দর্শন করতে পারবেন বলে সেই সময়টি উপযুক্ত ছিল না। দিতি যুক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন যে, তাঁরা নির্জন স্থানে কাম আচরণের সুখ উপভোগ করবেন, কিন্তু কশ্যপ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভগবান শিবের সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নি এই তিনটি নয়ন রয়েছে, এবং বিষ্ণুর মতোই তাঁর সতর্ক দৃষ্টিপাত থেকে কোন কিছু গোপন করা যায় না। পুলিশ দেখতে পেলেও অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড দেওয়া হয় না; পুলিশ উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। কামাচরণের জন্য নিষিদ্ধ সময় ভগবান শিব লক্ষ্য করবেন, এবং দিতিকে সেই অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডস্বরূপ পিশাচবৎ চরিত্রসম্পন্ন অথবা নাস্তিক নির্বিশেষবাদী পুত্রকে জন্মদান করতে হবে। কশ্যপ সেই ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন, এবং তাই তাঁর পত্নী দিতিকে সেই সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা
নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্বিগর্হ্যঃ ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধা-
মাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥

ন—কখনই না; যস্য—যাঁর; লোকে—এই জগতে; স্ব-জনঃ—আত্মীয়-স্বজন; পরঃ—পর; বা—অথবা; ন—নয়; অতি—মহত্তর; আদৃতঃ—অনুকূল; ন—না; উত—অথবা; কশ্চিৎ—কেউ; বিগর্হ্যঃ—অপরাধী; বয়ম্—আমরা; ব্রতৈঃ—শপথের দ্বারা; যৎ—যার; চরণ—চরণ; অপবিদ্ধাম্—পরিত্যক্ত; আশাস্মহে—শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা; অজাম্—মহাপ্রসাদ; বত—নিশ্চয়ই; ভুক্ত-ভোগাম্—ভুক্তাবশিষ্ট।

অনুবাদ

ভগবান শিব কাউকে তাঁর আত্মীয় বলে মনে করেন না, অথচ এমন কেউ নেই যিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নন; তিনি কাউকেই আদরণীয় বা নিন্দনীয় বলে মনে করেন না। আমরা তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করি, এবং আমাদের ব্রত হচ্ছে তাঁর পরিত্যক্ত বস্তু গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

কশ্যপ তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন যে, ভগবান শিবকে তাঁর দেবর বলে মনে করে তিনি যেন তাঁর প্রতি অপরাধজনক কার্য করতে উৎসাহিত না হন। কশ্যপ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, ভগবান শিব কারও সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত নন, আবার কেউই তাঁর শত্রু নন। যেহেতু তিনি জাগতিক কার্যকলাপে তিনজন নিয়ন্তার মধ্যে একজন, তাই তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী। তাঁর মহিমা অতুলনীয়, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানের একজন মহান ভক্ত। কথিত হয় যে, ভগবানের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভগবদ্ভক্তেরা মহাপ্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদিত অন্নকে বলা হয় প্রসাদ, কিন্তু সেই প্রসাদ যখন শিবের মতো মহান ভগবদ্ভক্ত গ্রহণ করেন, তখন তাকে বলা হয় মহাপ্রসাদ। ভগবান শিব এতই মহান যে, সকলেই জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য এত উৎসুক অথচ তিনি তার প্রতি কোনও রকম গ্রাহ্য করেন না। শক্তিশালিনী মূর্তিমতী মহামায়া পার্বতী তাঁর পত্নীরূপে সম্পূর্ণভাবে তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাসস্থানের গৃহনির্মাণ করার জন্যও তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন না। তিনি আশ্রয়হীন অবস্থায় থাকাই পছন্দ করেন, এবং তাঁর মহান পত্নীও বিনম্রতাপূর্বক তাঁর সঙ্গে সেইভাবে থাকতে সম্মত হয়েছেন। সাধারণ মানুষেরা শিবের পত্নী দুর্গাদেবীকে পূজা করেন জড়জাগতিক সমৃদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু শিব জড় বাসনাবিহীনভাবে তাঁকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর মহীয়সী পত্নীকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই হচ্ছে পরম, এবং তার থেকেও পরতর হচ্ছে বিষ্ণুভক্ত বা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন কিছুর আরাধনা।

শ্লোক ২৭

যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো
গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎস্বয়ং
পিশাচচর্যামচরদ্‌গতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥

যস্য—যার; **অনবদ্য**—অনিন্দ্য; **আচরিতম্**—চরিত্র; **মনীষিণঃ**—মহর্ষিগণ; **গৃণন্তি**—অনুসরণ করেন; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানতা; **পটলম্**—সমূহ; **বিভিৎসবঃ**—বিনাশ করতে ইচ্ছুক; **নিরস্ত**—রহিত; **সাম্য**—সমতা; **অতিশয়ঃ**—মহত্ত্ব; **অপি**—সত্ত্বেও; **যৎ**—

যেমন; স্বয়ম্—ব্যক্তিগতভাবে; পিশাচ—পিশাচ; চর্যাম্—কার্যকলাপ; অচরৎ—অনুষ্ঠান করেছেন; গতিঃ—লক্ষ্য; সতাম্—ভগবদ্ভক্তদের।

অনুবাদ

যদিও এই জড় জগতে কেউই ভগবান শিবের সমান অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নন, এবং যদিও মহাত্মাগণ তাঁদের অবিদ্যারাশি দূর করার জন্য তাঁর অনবদ্য চরিত্র অনুসরণ করেন, তবুও তিনি সমস্ত ভগবদ্ভক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বয়ং পিশাচের মতো আচরণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শিবের অসভ্য ও পিশাচবৎ আচরণ কখনই নিন্দনীয় নয়, কেননা তিনি ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তদের জড় ভোগের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার আচরণ করতে শিক্ষা দেন। তাঁকে বলা হয় মহাদেব বা সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং জড় জগতে কেউই তাঁর সমান নন অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নন। তিনি প্রায় বিষ্ণুর সমকক্ষ। যদিও তিনি সর্বদা দুর্গাদেবী বা মায়ার সঙ্গ করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রতিক্রিয়াত্মক অবস্থার অতীত, এবং যদিও তিনি তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত পৈশাচিক চরিত্রের অধ্যক্ষ, তবুও তিনি কখনও এই প্রকার সাহচর্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ২৮

হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ
স্বাত্মন্-রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্ ।
যৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ
শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥

হসন্তি—উপহাস করে; **যস্য**—যাঁর; **আচরিতম্**—কার্যকলাপ; **হি**—নিশ্চয়ই; **দুর্ভগাঃ**—দুর্ভাগা; **স্ব-আত্মন্**—নিজের আত্মায়; **রতস্য**—প্রবৃত্ত; **অবিদুষঃ**—না জেনে; **সমীহিতম্**—তার উদ্দেশ্যে; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বস্ত্র**—পরিধান; **মাল্য**—মালা; **আভরণ**—অলঙ্কার; **অনু**—এই প্রকার বিলাসিতাপূর্ণ; **লেপনৈঃ**—অনুলেপনের দ্বারা; **শ্ব-ভোজনম্**—কুকুরের ভক্ষ্য; **স্ব-আত্মতয়া**—যেন সেইটি তার আত্মা; **উপলালিতম্**—লালন-পালন করে।

অনুবাদ

কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে যারা আত্মবুদ্ধি করে, এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও অনুলেপনের দ্বারা তার লালন-পালন করে, সেই সমস্ত মূর্খেরা তিনি (শিব) যে আত্মারাম তা না জেনে তাঁর কার্যকলাপের উপহাস করে।

তাৎপর্য

ভগবান শিব কখনও কোন ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিধান, মালা, অলঙ্কার বা অনুলেপন গ্রহণ করেন না। কিন্তু যারা চরমে কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে অলঙ্কৃত করার প্রতি আসক্ত, তারা সেই শরীরটিকে আত্মা বলে মনে করে মহা আড়ম্বর সহকারে তার লালন-পালন করে। এই প্রকার মানুষেরা ভগবান শিবকে বুঝতে না পেরে, আড়ম্বরপূর্ণ জাগতিক বিলাসিতার জন্য তাঁর শরণাগত হয়। ভগবান শিবের দুই প্রকার ভক্ত রয়েছে। এক শ্রেণীর ভক্ত হচ্ছে ঘোর জড়বাদী, যারা কেবল তাঁর কাছ থেকে দৈহিক সুখ-সুবিধা প্রার্থনা করে, এবং অন্য শ্রেণীর ভক্ত তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। তারা অধিকাংশই নির্বিশেষবাদী এবং তারা *শিবোঽহম্* , 'আমি শিব', অথবা 'মুক্তির পর আমি শিব হয়ে যাব' এই মন্ত্র কীর্তন করতে পছন্দ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মী ও জ্ঞানীরা সাধারণত ভগবান শিবের ভক্ত, কিন্তু তারা জীবনের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বুঝতে পারে না। কখনও কখনও শিবের তথাকথিত ভক্তেরা তাঁকে অনুকরণ করে বিষাক্ত মাদকদ্রব্য সেবন করে। ভগবান শিব এক সময় বিষের সমুদ্র পান করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায়। নকল শিবেরা তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করে বিষ গ্রহণ করে, এবং তার ফলে তাদের সর্বনাশ হয়। ভগবান শিবের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মার আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। তিনি চান যে, সব রকম বিলাসের সামগ্রী, যেমন সুন্দর বস্ত্র, মাল্য, আভরণ ও অঙ্গরাগ যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই নিবেদন করা হয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। তিনি নিজে এই সমস্ত বিলাসের সামগ্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কেননা সেইগুলি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। কিন্তু মূর্খ মানুষেরা ভগবান শিবের উদ্দেশ্য না জেনে, হয় তাঁকে উপহাস করে, অথবা তাঁকে অনুকরণ করার ব্যর্থ প্রয়াস করে।

শ্লোক ২৯

ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা
যৎকারণং বিশ্বমিদং চ মায়া ।
আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচচর্যা
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মার মতো দেবতা; **যৎ**—যাঁর; **কৃত**—কার্যকলাপ; **সেতু**—ধর্ম আচরণ; **পালাঃ**—যারা পালন করে; **যৎ**—যিনি; **কারণম্**—কারণ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **মায়া**—জড়া প্রকৃতি; **আজ্ঞা-করী**—আজ্ঞাপালক; **যস্য**—যাঁর; **পিশাচ**—পিশাচবৎ; **চর্যা**—কার্যকলাপ; **অহো**—হে ভগবান; **বিভূম্নঃ**—পরমেশ্বরের; **চরিতম্**—চরিত্র; **বিড়ম্বনম্**—কেবল অনুকরণ মাত্র।

অনুবাদ

ব্রহ্মার মতো দেবতারাও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম-আচরণ অনুসরণ করেন। তিনি জড়জাগতিক সৃষ্টির কারণস্বরূপ মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মহান, এবং তাই তাঁর পিশাচবৎ আচরণ কেবল অভিনয় মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবান শিব হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা দুর্গার পতি। দুর্গা হচ্ছেন মূর্তিমতী জড়া প্রকৃতি, এবং ভগবান শিব তাঁর পতি হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। তিনি তমোগুণেরও অবতার, এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্বকারী তিন গুণাবতারের অন্যতম। ভগবানের অবতাররূপে শিব পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তিনি অত্যন্ত মহান, এবং তাঁর সমস্ত জড় সুখভোগের প্রতি বৈরাগ্য হচ্ছে জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিষপান করার মতো অসাধারণ কার্যের অনুকরণ না করে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩০

মৈত্রেয় উবাচ
সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া ।
জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীব গতত্রপা ॥ ৩০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সা**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **সংবিদিতে**—জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও; **ভর্ত্রা**—তাঁর স্বামীর দ্বারা; **মন্মথ**—কামদেবের দ্বারা; **উন্মথিত**—পীড়িত; **ইন্দ্রিয়া**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **জগ্রাহ**—আকর্ষণ করেছিলেন; **বাসঃ**—বসন; **ব্রহ্ম-ঋষেঃ**—মহান ব্রাহ্মণ-ঋষির; **বৃষলী**—বেশ্যা; **ইব**—মতো; **গত-ত্রপা**—লজ্জাহীনা।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—দিতি তাঁর পতির দ্বারা এইভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও কামোন্মত্তা বেশ্যার মতো লজ্জাহীনা হয়ে, ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিবাহিতা পত্নী ও বারবনিতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, বিবাহিতা পত্নী শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসারে তাদের যৌনজীবনে নিয়ন্ত্রিত থাকেন, কিন্তু বারবনিতারা কেবল প্রবল যৌন আবেগের তাড়নায় অনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবন যাপন করে। কশ্যপ যদিও ছিলেন একজন তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষি, তবুও তিনি তাঁর বেশ্যা-প্রবৃত্তিপরায়ণা পত্নীর কাম-বাসনার শিকার হয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতির বল এমনই প্রচণ্ড।

শ্লোক ৩১

স বিদিত্বাথ ভার্যায়াস্তং নির্বন্ধং বিকর্মণি।
নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হি ॥ ৩১ ॥

সঃ—তিনি; **বিদিত্বা**—জানতে পেরে; **অথ**—তারপর; **ভার্যায়াঃ**—তাঁর পত্নীর; **তম্**—সেই; **নির্বন্ধম্**—দৃঢ়মতি; **বিকর্মণি**—নিষিদ্ধ কর্মে; **নত্বা**—প্রণাম করে; **দিষ্টায়**—পূজনীয় নিয়তির প্রতি; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **তয়া**—তার সঙ্গে; **অথ**—এইভাবে; **উপবিবেশ**—শয়ন করেছিলেন; **হি**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্য অবগত হয়ে, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং পূজনীয় নিয়তির প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, তিনি নির্জন স্থানে তার সঙ্গে শয়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পত্নীর সঙ্গে কশ্যপের আলোচনা থেকে মনে হয় যে, তিনি ছিলেন শিবের উপাসক, এবং যদিও তিনি জানতেন যে, এই প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ করার ফলে, ভগবান শিব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন না, তবুও তিনি তাঁর পত্নীর বাসনার প্রভাবে সেই কার্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি নিয়তির উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, এইভাবে অসময়ে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে, সেইটি অবশ্যই সুসন্তান হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যধিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু যখন এক বেশ্যা গভীর রাত্রে ঠাকুর হরিদাসকে প্রলুব্ধ করবার জন্য এসেছিল, হরিদাস ঠাকুর তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে সেই প্রলোভন জয় করেছিলেন। কৃষ্ণভক্ত ও অন্যদের মধ্যে এইটি হচ্ছে পার্থক্য। কশ্যপ মুনি ছিলেন মহাবিদ্বান ও তত্ত্বজ্ঞ, এবং সংযত জীবনের সমস্ত বিধি-বিধান তিনি জানতেন, তবুও কামবাসনার আক্রমণ থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছিলেন। ঠাকুর হরিদাস ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেননি, এবং তিনি নিজেও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তবুও তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে এই প্রকার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করতেন।

শ্লোক ৩২

অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ ।
ধ্যায়ঞ্জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

অথ—তারপর; **উপস্পৃশ্য**—জল স্পর্শ করে বা স্নান করে; **সলিলম্**—জল; **প্রাণান্ আয়ম্য**—প্রাণায়াম করে; **বাক্-যতঃ**—বাক্ সংযত করে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **জজাপ**—জপ করেছিলেন; **বিরজম্**—বিশুদ্ধ; **ব্রহ্ম**—গায়ত্রী মন্ত্র; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **সনাতনম্**—শাশ্বত।

অনুবাদ

তারপর সেই ব্রাহ্মণ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামপূর্বক বাক্ সংযম করেছিলেন, এবং সনাতন ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মলত্যাগ করার পর যেমন স্নান করতে হয়, তেমনই বিশেষ করে নিষিদ্ধ সময়ে কাম আচরণের পর জলে স্নান করতে হয়। কশ্যপ মুনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার মাধ্যমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করেছিলেন। যখন নিঃশব্দে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, যাতে কেবল উচ্চারণকারীই তা শ্রবণ করতে পারে, তাকে বলা হয় জপ। কিন্তু মন্ত্র যখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা হয়, তাকে বলা হয় কীর্তন। বৈদিক মন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে নিঃশব্দে, উচ্চস্বরে, অথবা উভয়ভাবেই উচ্চারণ করা যায়; তাই তাকে বলা হয় *মহামন্ত্র* ।

কশ্যপ মুনি একজন নির্বিশেষবাদী ছিলেন বলে মনে হয়। ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের তুলনা করলে, যা পূর্বে করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সবিশেষবাদীদের ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা নির্বিশেষবাদীদের থেকে অনেক বেশি। তার ব্যাখ্যা করে ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* ; অর্থাৎ, উচ্চতর অবস্থার স্বাদ লাভ করার ফলে, নিম্নতর স্তরের উপভোগের নিবৃত্তি আপনা থেকেই হয়ে যায়। স্নান ও গায়ত্রী মন্ত্র জপের ফলে মানুষ পবিত্র হয়, কিন্তু মহামন্ত্র এতই শক্তিশালী যে, তা উচ্চস্বরে অথবা নিঃশব্দে, যে কোন অবস্থায় উচ্চারণ করা যায়, এবং তা মানুষকে জড় জগতের সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করে।

শ্লোক ৩৩

দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্মাবদ্যেন ভারত ।
উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥

দিতিঃ—কশ্যপের পত্নী দিতি; **তু**—কিন্তু; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **তেন**—তার দ্বারা; **কর্ম**—কর্ম; **অবদ্যেন**—দোষযুক্ত; **ভারত**—হে ভরতবংশজ; **উপসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বিপ্র-ঋষিম্**—ব্রহ্মর্ষিকে; **অধঃ-মুখী**—অবনত মস্তকে; **অভ্যভাষত**—বিনীতভাবে বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে ভারত! তার পর দিতি তাঁর দোষযুক্ত আচরণের জন্য লজ্জাবশত অধোমুখী হয়ে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন, এবং তাঁকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন ঘৃণ্য কর্ম আচরণের ফলে কেউ যখন লজ্জিত হয়, তখন আপনা থেকেই তার মাথা নিচু হয়ে যায়। তাঁর পতির সঙ্গে ঘৃণিত কাম আচরণের পর দিতির চৈতন্য হয়েছিল। এই প্রকার কাম আচরণ বেশ্যাবৃত্তির মতো নিন্দিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নিজের পত্নীর সঙ্গেও মৈথুন-ক্রিয়া যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে আচরণ করা না হয়, তাহলে তাও বেশ্যাবৃত্তির সমান।

শ্লোক ৩৪

দিতিরুবাচ

ন মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্ ভূতানামৃষভোঽবধীৎ ।
রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্ ॥ ৩৪ ॥

দিতিঃ উবাচ—সুন্দরী দিতি বললেন; **ন**—না; **মে**—আমার; **গর্ভম্**—গর্ভ; **ইমম্**—এই; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **ঋষভঃ**—সমস্ত জীবেদের মধ্যে সবচাইতে মহান; **অবধীৎ**—বধ করা; **রুদ্রঃ**—শিব; **পতিঃ**—প্রভু; **হি**—নিশ্চয়ই; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **যস্য**—যার; **অকরবম্**—আমি করেছি; **অংহসম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

সুন্দরী দিতি বললেন—হে ব্রাহ্মণ! সমস্ত জীবেদের পতি রুদ্রের কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি, সেই জন্য তিনি যেন আমার গর্ভ বিনষ্ট না করেন।

তাৎপর্য

দিতি তাঁর অপরাধের বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এবং তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যেন শিব তাঁর সেই অপরাধ ক্ষমা করেন। শিবের দুটি প্রচলিত নাম হচ্ছে রুদ্র ও আশুতোষ। তিনি সহজেই ক্রুদ্ধ হন, আবার অতি শীঘ্রই সন্তুষ্টও হন। দিতি জানতেন যে, তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ বিনষ্ট করতে পারেন, যা তিনি অন্যায়ভাবে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আশুতোষ, তাই তিনি তাঁর পতির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন, কেননা তাঁর পতি ছিলেন শিবের এক মহান ভক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দিতি অন্যায়ভাবে তাঁর পতিকে বাধ্য করানোর ফলে, শিব তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ

হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁর পতির প্রার্থনা অস্বীকার করবেন না। তাই তিনি তাঁর পতির মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আবেদন করেছিলেন। ভগবান শিবের কাছে তিনি এইভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢুষে ।
শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—সর্বতোভাবে প্রণতি; **রুদ্রায়**—ক্রুদ্ধ ভগবান শিবকে; **মহতে**—মহানকে; **দেবায়**—দেবতাকে; **উগ্রায়**—ভয়ঙ্করকে; **মীঢুষে**—যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন তাঁকে; **শিবায়**—সর্বমঙ্গলময়কে; **ন্যস্ত-দণ্ডায়**—ক্ষমাশীলকে; **ধৃত-দণ্ডায়**—অচিরেই যিনি দণ্ড দান করেন তাঁকে; **মন্যবে**—ক্রোধীকে।

অনুবাদ

সেই রুদ্ররূপ ভগবান শিবকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি যুগপৎ ভয়ঙ্কর মহান দেবতা এবং সমস্ত জড় বাসনার পূর্ণকারী। তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং ক্ষমাশীল, কিন্তু দণ্ড দিতে তাঁর ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ উদ্যত করতে পারে।

তাৎপর্য

দিতি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ভগবান শিবের কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—"তিনি আমাকে কাঁদাতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি চান, তাহলে তিনি আমার কান্না বন্ধ করতে পারেন, কেননা তিনি হচ্ছেন আশুতোষ। তিনি এতই মহান যে, ইচ্ছা করলে তিনি এখনই আমার গর্ভ নষ্ট করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কৃপার প্রভাবে আমার গর্ভ যাতে নষ্ট না হয়, আমার সেই বাসনাও তিনি পূর্ণ করতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বমঙ্গলময়, তাই তাঁর পক্ষে আমাকে দণ্ডদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া মোটেই কঠিন নয়, যদিও তাঁর মহাক্রোধ উৎপাদন করার জন্য তিনি আমাকে এখন দণ্ড দিতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁকে একজন মানুষের মতো প্রতীত হলেও, তিনি হচ্ছেন সমস্ত মানুষের ঈশ্বর।"

শ্লোক ৩৬

স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্বনুগ্রহঃ ।
ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন; **ভামঃ**—দেবর; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের বিগ্রহ; **উরু**—অত্যন্ত মহান; **অনুগ্রহঃ**—কৃপাময়; **ব্যাধস্য**—ব্যাধের; **অপি**—ও; **অনুকম্প্যানাম্**—কৃপাপাত্রের; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **দেবঃ**—পূজনীয় দেবতা; **সতী-পতিঃ**—সতীর পতি।

অনুবাদ

তিনি আমার ভগিনী সতীর পতি হওয়ার ফলে আমার ভগ্নীপতি, তাই তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনি সমস্ত রমণীদের পূজনীয় প্রভু। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের বিগ্রহ এবং অসভ্য ব্যাধদেরও ক্ষমার্হ রমণীদের প্রতি তিনি কৃপা প্রদর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শিব হচ্ছেন দিতির এক ভগ্নী সতীর পতি। দিতি তাঁর ভগ্নী সতীর প্রসন্নতা আহ্বান করেছেন, যার ফলে তিনি তাঁর পতির কাছে তাঁকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেন। তাছাড়া, শিব সমস্ত রমণীদের পূজনীয় প্রভু। যে সমস্ত নারীদের প্রতি অসভ্য ব্যাধেরাও করুণা প্রদর্শন করে, স্বভাবতই তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। যেহেতু শিব স্বয়ং নারীদের সাহচর্যে থাকেন, তাই তিনি তাদের ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবের কথা ভালভাবেই জানেন, এবং তার ফলে ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবজনিত দিতির অপরিহার্য অপরাধের ব্যাপারে তিনি ততটা গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। প্রতিটি কুমারীরই ভগবান শিবের ভক্ত হওয়ার কথা। দিতি স্মরণ করেছিলেন তাঁর শৈশবে কিভাবে তিনি শিবের উপাসনা করেছিলেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

মৈত্রেয় উবাচ

স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্ ।
নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্যামাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **স্ব-সর্গস্য**—তার সন্তানদের; **আশিষম্**—কল্যাণ; **লোক্যাম্**—জগতে; **আশাসানাম্**—বাসনা করে; **প্রবেপতীম্**—কম্পিত কলেবরে; **নিবৃত্ত**—নিবৃত্ত হয়ে; **সন্ধ্যা-নিয়মঃ**—সন্ধ্যার বিধি-বিধান; **ভার্যাম্**—পত্নীকে; **আহ**—বলেছিলেন; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—পতি রুষ্ট হয়েছেন বলে ভয়ে কম্পিত কলেবরা তাঁর স্ত্রীকে মহর্ষি কশ্যপ এইভাবে সম্বোধন করলেন। দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিকে প্রতিদিনকার সন্ধ্যা-নিয়ম সমাপনকার্যে নিবৃত্ত করে অপরাধ করেছিলেন, তবুও তিনি সংসারে তাঁর সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

কশ্যপ উবাচ

অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষান্মৌহূর্তিকাদুত ।
মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাং চাতিহেলনাৎ ॥ ৩৮ ॥

কশ্যপঃ উবাচ—বিদ্বান ব্রাহ্মণ কশ্যপ বললেন; **অপ্রায়ত্যাৎ**—অশুচি হওয়ার ফলে; **আত্মনঃ**—মনের; **তে**—তোমার; **দোষাৎ**—দোষের ফলে; **মৌহূর্তিকাৎ**—মুহূর্তের; **উত**—ও; **মৎ**—আমার; **নিদেশ**—নির্দেশ; **অতিচারেণ**—অত্যন্ত উপেক্ষাশীল হওয়ায়; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **চ**—ও; **অতিহেলনাৎ**—অত্যন্ত অবজ্ঞা করার ফলে।

অনুবাদ

বিদ্বান কশ্যপ বললেন—যেহেতু তোমার চিত্ত দূষিত ছিল, সন্ধ্যাকালীন মুহূর্ত ছিল অপবিত্র, তাছাড়া তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ, এবং দেবতাদের অবজ্ঞা করেছ, তাই সব কিছুই অশুভ ছিল।

তাৎপর্য

সমাজে সুসন্তান উৎপাদন করার জন্য পতিকে ধর্ম আচরণে ও শাস্ত্র নির্দেশ অনুশীলনে নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হয়, এবং পত্নীকে পতির প্রতি সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। ভগবদ্‌গীতায় (৭/১১) বলা হয়েছে যে, শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে কাম আচরণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার প্রতীক। কাম আচরণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, পতি ও পত্নী উভয়কে তাদের মানসিক অবস্থা, কাল, দেবতাদের আনুগত্য এবং পত্নীকে পতির নির্দেশ সম্বন্ধে বিচার করতে হয়। বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় যৌন জীবনের জন্য উপযুক্ত মাঙ্গলিক সময়ের বিচার করা হয়, যাকে বলা হয় গর্ভাধানের সময়। দিতি সমস্ত শাস্ত্র-নির্দেশ অবহেলা করেছিলেন, এবং তাই, যদিও তিনি সুসন্তান লাভের জন্য

অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, তবুও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর সন্তান ব্রাহ্মণের পুত্র হওয়ার যোগ্য হবে না। এখানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেই সব সময় ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হয়নি, কেননা তাদের পিতারা তাদের জন্মের জন্য আবশ্যক বিধি-নিষেধ অনুসরণ করেননি। এই প্রকার সন্তানদের বলা হয় রাক্ষস। পুরাকালে বৈদিক অনুশাসনের অবজ্ঞা করার ফলে কেবল একজন বা দুজন রাক্ষস ছিল, কিন্তু কলিযুগে যৌন জীবনে কোন রকম নিয়মানুবর্তিতা নেই, অতএব কিভাবে সুসন্তান আশা করা যায়? অবাঞ্ছিত সন্তান কখনই সমাজের সুখের কারণ হতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে তাদের মনুষ্যত্বরে উন্নীত করা যেতে পারে। সেইটি হচ্ছে মানবসমাজের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুপম উপহার।

শ্লোক ৩৯

ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে জাঠরাধমৌ ।
লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥

ভবিষ্যতঃ—জন্মগ্রহণ করবে; **তব**—তোমার; **অভদ্রৌ**—দুটি অবজ্ঞাপূর্ণ পুত্র; **অভদ্রে**—হে ভাগ্যহীনা; **জাঠর-অধমৌ**—অভিশপ্ত গর্ভ থেকে উৎপন্ন; **লোকান্**—সমস্ত লোকের; **স-পালান্**—তাদের শাসকবর্গসহ; **ত্রীন্**—তিন; **চণ্ডি**—ক্রোধশীলা স্ত্রী; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **আক্রন্দয়িষ্যতঃ**—শোকপূর্ণ রোদনের কারণ হবে।

অনুবাদ

হে ক্রোধশীলা। তোমার অভিশপ্ত গর্ভ থেকে দুটি কুলাঙ্গার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। হে ভাগ্যহীনা। তারা ত্রিলোকের সকলের নিরন্তর শোকের কারণ হবে।

তাৎপর্য

ঘৃণ্য সন্তানদের জন্ম হয় অভিশপ্ত মাতার গর্ভ থেকে। ভগবদ্গীতায় (১/৪০) বলা হয়েছে, "যখন জ্ঞাতসারে ধর্মজীবনের বিধি-নিষেধের অবজ্ঞা করা হয়, তখন তার পরিণামস্বরূপ অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম হয়।" এইটি বিশেষ করে পুত্রদের বেলায় সত্য; মা যদি সদাচারিণী না হয়, তাহলে পুত্র কখনও ভাল হতে পারে

না। জ্ঞানবান কশ্যপ অভিশপ্ত দিতির গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের চরিত্র কিরকম হবে তা পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন। মাতার অত্যধিক যৌন আসক্তি ও শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অবজ্ঞার ফলে, দিতির জঠর অভিশপ্ত হয়েছিল। যে সমাজে এই প্রকার নারীদের প্রাধান্য, সেখানে সুসন্তান আশা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪০

প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্ ।
স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু ॥ ৪০ ॥

প্রাণিনাম্—জীবেদের; হন্যমানানাম্—হত্যাকারীদের; দীনানাম্—দরিদ্রদের; অকৃত-আগসাম্—নিষ্পাপদের; স্ত্রীণাম্—নারীদের; নিগৃহ্যমাণানাম্—উৎপীড়নকারীদের; কোপিতেষু—ক্রুদ্ধ হয়ে; মহাত্মসু—মহাত্মাদের।

অনুবাদ

তারা দীন, নিষ্পাপ প্রাণীদের হত্যা করবে, নারীদের অত্যাচার করবে এবং মহাত্মাদের ক্রোধ উৎপাদন করবে।

তাৎপর্য

আসুরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় যখন নিষ্পাপ ও অসহায় প্রাণীদের হত্যা করা হয়, নারীদের উপর অত্যাচার হয়, এবং কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন মহাত্মারা ক্রুদ্ধ হন। আসুরিক সমাজে জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য অসহায় পশুদের হত্যা করা হয়, অনর্থক কাম আচরণের দ্বারা নারীদের নির্যাতন করা হয়। যেখানে স্ত্রী ও মাংস আছে, সেখানে সুরা ও যৌন আচরণ অনিবার্য। সমাজে যখন এইগুলির প্রাধান্য দেখা দেয়, তখন ভগবানের কৃপায় স্বয়ং ভগবানের দ্বারা কিংবা তাঁর প্রতিনিধির দ্বারা সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায়।

শ্লোক ৪১

তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ ।
হনিষ্যত্যবতীর্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥

তদা—সেই সময়; বিশ্ব-ঈশ্বরঃ—জগতের ঈশ্বর; ক্রুদ্ধঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; লোক-ভাবনঃ—জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করে;

হনিষ্যতি—হত্যা করবেন; অবতীর্য—স্বয়ং অবতরণ করে; অসৌ—তিনি; যথা—যেন; অদ্রীন্—পর্বতসমূহ; শত-পর্ব-ধৃক্—বজ্রধারী (ইন্দ্র)।

অনুবাদ

সেই সময় সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী জগদীশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়ে, ঠিক যেভাবে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহকে চূর্ণ করেন, সেইভাবে তাদের সংহার করবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অপরাধ করার ফলে, জগদীশ্বর ভগবান দিতির পুত্রদের সংহার করার জন্য আবির্ভূত হবেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি ভগবানের বহু প্রতিনিধি রয়েছেন, যাঁরা এই পৃথিবীর যে কোন ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডদান করতে পারেন। বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহের চূর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সমীচীন। এই ব্রহ্মাণ্ডে পর্বতকে সবচাইতে কঠিনভাবে নির্মিত বলে মনে করা হয়, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থায় তা অনায়াসে চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে। যে কোন বলবান ব্যক্তিকে সংহার করার জন্য ভগবানকে অবতরণ করতে হয় না; তিনি আসেন কেবল তাঁর ভক্তদের জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তি জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত ক্লেশ ভোগ করতে বাধ্য, কিন্তু নিরীহ মানুষদের হত্যা, পশুহত্যা অথবা নারীদের উৎপীড়ন, দুষ্কৃতকারীদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর, তার ফলে ভক্তদের কাছে বেদনাদায়ক, এবং তাই ভগবান তখন অবতরণ করেন। তিনি কেবল তাঁর ঐকান্তিক ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য অবতরণ করেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ভগবান তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করছেন, কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা যখন ভগবান কর্তৃক নিহত হয়, সেইটিও তাদের প্রতি ভগবানের কৃপা। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর দুষ্কৃতকারীদের সংহার করা এবং ভক্তদের অনুগ্রহ করা এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৪২

দিতিরুবাচ

বধং ভগবতা সাক্ষাৎসুনাভোদারবাহুনা ।
আশাসে পুত্রয়োর্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্‌ব্রাহ্মণাদ্‌প্রভো ॥ ৪২ ॥

দিতিঃ উবাচ—দিতি বললেন; **বধম্**—বধ; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **সুনাভ**—তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **উদার**—অত্যন্ত মহানুভব; **বাহুনা**—বাহুর দ্বারা; **আশাসে**—আমি বাসনা করি; **পুত্রয়োঃ**—পুত্রদের; **মহ্যম্**—আমার; **মা**—যেন কখনই তা না হয়; **ক্রুদ্ধাৎ**—ক্রোধের দ্বারা; **ব্রাহ্মণাৎ**—ব্রাহ্মণদের; **প্রভো**—হে স্বামীন্।

অনুবাদ

দিতি বললেন—আমার পুত্রেরা যে সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের হস্তের দ্বারা উদারতাপূর্বক নিহত হবে, তা অত্যন্ত শুভ। হে স্বামীন্! তারা যেন কখনও ব্রাহ্মণ ভগবদ্ভক্তদের ক্রোধের দ্বারা নিহত না হয়।

তাৎপর্য

দিতি যখন তাঁর পতির কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর পুত্রদের আচরণে মহাত্মাগণ ক্রুদ্ধ হবেন, তখন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর পুত্রেরা ব্রাহ্মণদের ক্রোধের দ্বারা নিহত হতে পারে। ব্রাহ্মণেরা যখন কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তখন ভগবান আবির্ভূত হন না, কেননা ব্রাহ্মণের ক্রোধই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা যখন দুঃখিত হন, তখন তিনি অবশ্যই আবির্ভূত হন। ভগবদ্ভক্ত কখনই দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে, ভগবানের আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করেন না, এবং তাঁরা কখনই তাঁদের রক্ষা করার জন্য ভগবানকে বিব্রত করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান উৎকণ্ঠিত থাকেন। দিতি ভালভাবেই জানতেন যে, ভগবানের হস্তে তাঁর পুত্রদের মৃত্যু হলে ভগবানের করুণারই প্রকাশ হবে, এবং তাই তিনি বলেছেন যে, ভগবানের সুদর্শন চক্র ও তাঁর বাহুসমূহ অত্যন্ত উদার। কেউ যদি ভগবানের চক্রের দ্বারা নিহত হয়, এবং তার ফলে ভগবানের বাহু দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাহলে তা-ই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট। মহান ঋষিরাও এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৩

ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ।
নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—কখনই না; **ব্রহ্ম-দণ্ড**—ব্রাহ্মণের দেওয়া দণ্ড; **দগ্ধস্য**—যিনি এইভাবে দণ্ডিত হয়েছেন; **ন**—নয়; **ভূত-ভয়-দস্য**—যিনি সর্বদাই জীবের কাছে ভয়ঙ্কর; **চ**—ও;

নারকাঃ—যারা নরকে যাওয়ার জন্য অভিশপ্ত হয়েছে; চ—ও; অনুগৃহ্নন্তি—কৃপা করেন; যাম্ যাম্—যেই যেই; যোনিম্—প্রজাতি; অসৌ—অপরাধী; গতঃ—যায়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে অথবা সর্বদা অন্য প্রাণীদের ভয় প্রদান করে, নারকীরাও তাকে কৃপা করে না, অথবা যেই যোনিতে তার জন্ম হয়, সেই যোনির প্রাণীরাও তার প্রতি অনুগ্রহ করে না।

তাৎপর্য

অভিশপ্ত জীবেদের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুর। কুকুর এতই অভিশপ্ত যে, তাদের সঙ্গীদের প্রতিও তারা কোন রকম সহানুভূতি প্রদর্শন করে না।

শ্লোক ৪৪-৪৫

কশ্যপ উবাচ

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ ।
গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥

কশ্যপঃ উবাচ—জ্ঞানবান কশ্যপ বললেন; কৃত-শোক—শোক করে; অনুতাপেন—অনুতাপের দ্বারা; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; প্রত্যবমর্শনাৎ—উচিত বিচারের দ্বারা; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে; উরু—মহান; মানাৎ—পূজা; চ—এবং; ভবে—ভগবান শিবের প্রতি; ময়ি অপি—আমাকেও; চ—এবং; আদরাৎ—শ্রদ্ধা সহকারে; পুত্রস্য—পুত্রের; এব—নিশ্চয়ই; চ—এবং; পুত্রাণাম্—পুত্রদের; ভবিতা—জন্মগ্রহণ করবে; একঃ—এক; সতাম্—ভক্তদের; মতঃ—অনুমোদিত; গাস্যন্তি—ঘোষণা করবে; যৎ—যাঁর; যশঃ—কীর্তি; শুদ্ধম্—দিব্য; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; যশসা—কীর্তিসহ; সমম্—সমভাবে।

অনুবাদ

জ্ঞানবান কশ্যপ বললেন—তোমার শোক, অনুতাপ, যথাযথ বিচার, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি এবং শিব ও আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধার

ফলে, তোমার পুত্রের (হিরণ্যকশিপুর) পুত্রদের মধ্যে একজন (প্রহ্লাদ) ভগবানের এক সর্বমান্য ভক্ত হবেন, এবং তাঁর কীর্তি ভগবানেরই কীর্তির মতো বিস্তার লাভ করবে।

শ্লোক ৪৬

যোগৈর্হেমেব দুর্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ ।
নির্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্তিতুম্ ॥ ৪৬ ॥

যোগৈঃ—সংশোধনের প্রক্রিয়ার দ্বারা; হেম—স্বর্ণ; ইব—মতো; দুর্বর্ণম্—নিম্ন স্তরের; ভাবয়িষ্যন্তি—পবিত্র করবে; সাধবঃ—সাধুগণ; নির্বৈর-আদিভিঃ—বৈরী ইত্যাদির ভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাসের দ্বারা; আত্মানম্—আত্মাকে; যৎ—যার; শীলম্—চরিত্র; অনুবর্তিতুম্—পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

অনুবাদ

তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য, সাধুরা বৈরী ভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাস করে, তাঁর মতো চরিত্র লাভের চেষ্টা করবে, ঠিক যেভাবে নিম্ন স্তরের স্বর্ণকে সংশোধনের উপায়ের দ্বারা শোধন করা হয়।

তাৎপর্য

নিজের অস্তিত্ব সংশোধন করার প্রক্রিয়া যে যোগ অভ্যাস, তা প্রধানত আত্মসংযমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আত্মসংযম ব্যতীত বৈরী ভাব থেকে মুক্তি লাভের অভ্যাস করা যায় না। বদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি জীবই অন্য জীবেদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় এই প্রকার বৈরী ভাব থাকে না। প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতা নানাভাবে নির্যাতন করেছিল, তবুও তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পিতাকে মুক্তি দান করেন। তিনি কোন রকম বর গ্রহণ করতে চাননি, পক্ষান্তরে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তাঁর নাস্তিক পিতা মুক্তি লাভ করেন। তাঁর পিতার প্ররোচনায় যারা তাঁকে উৎপীড়িত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের তিনি কখনও অভিশাপ দেননি।

শ্লোক ৪৭

যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্ ।
স স্বদৃগ্‌ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা ॥ ৪৭ ॥

যৎ—যাঁর; প্রসাদাৎ—কৃপায়; ইদম্—এই; বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; প্রসীদতি—প্রসন্ন হয়; যৎ—যাঁর; আত্মকম্—তাঁর সর্বশক্তিমত্তার ফলে; সঃ—তিনি; স্ব-দৃক্—তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; যস্য—যাঁর; তোষ্যতে—প্রসন্ন হন; অনন্যয়া—অবিচলিতভাবে; দৃশা—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁর প্রতি সকলেই প্রসন্ন হবেন, কেননা যে ভক্ত ভগবান ব্যতীত অন্য আর কিছু কামনা করেন না, তাঁর প্রতি সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা প্রসন্ন থাকেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সকলকেই নির্দেশ দিতে পারেন। দিতির ভাবী পৌত্র, যিনি একজন মহান ভগবদ্ভক্ত হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তিনি সকলেরই প্রিয় হবেন, এমনকি তাঁর পিতার শত্রুদের কাছেও, কেননা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত তিনি অন্য আর কিছু দর্শন করবেন না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত তাঁর আরাধ্য ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন। ভগবানও ভক্তের এই প্রকার দর্শনের প্রতিদান দেন, অন্তর্যামীরূপে তিনি সকলকে তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়ার জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। ইতিহাসে সবচাইতে হিংস্র পশুদেরও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ৪৮

স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা
মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে
নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি ॥ ৪৮ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—নিশ্চয়ই; মহা-ভাগবতঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; মহা-আত্মা—প্রসারিত বুদ্ধি; মহা-অনুভাবঃ—বিস্তৃত প্রভাব; মহতাম্—মহাত্মাদের; মহিষ্ঠঃ—সব থেকে মহান; প্রবৃদ্ধ—সুপরিপক্ক; ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; হি—নিশ্চয়ই; অনুভাবিত—অনুভাবের স্তরে অবস্থিত হয়ে; আশয়ে—মনে; নিবেশ্য—প্রবেশ করে; বৈকুণ্ঠম্—চিদাকাশে; ইমম্—এই (জড় জগতে); বিহাস্যতি—পরিত্যাগ করবে।

অনুবাদ

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা, মহানুভব ও মহাত্মাদের মধ্যে সবচাইতে মহৎ হবেন। তাঁর পরিপক্ক ভক্তির ফলে, তিনি অবশ্যই চিন্ময়ভাব-সমাধিতে অবস্থিত হবেন এবং এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর চিৎ জগতে প্রবেশ করবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় *স্থায়ীভাব*, *অনুভাব* ও *মহাভাব*। নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ ভগবৎ প্রেমকে বলা হয় *স্থায়ীভাব*, এবং যখন তা এক বিশেষ দিব্য সম্পর্কের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন তাকে বলা হয় *অনুভাব*। কিন্তু মহাভাব ভগবানের স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির মধ্যেই দেখা যায়। এখানে বোঝা যায় যে, দিতির পৌত্র প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করবেন এবং ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তন করবেন। যেহেতু তিনি নিরন্তর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকবেন, তাই তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, অনায়াসে চিৎ জগতে স্থানান্তরিত হবেন। এই প্রকার ধ্যান ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তন ও শ্রবণ দ্বারা অধিকতর সহজ-সরলভাবে অনুষ্ঠান করা যায়। এই কলিযুগে সেই পন্থা বিশেষভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৪৯

অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো
হৃষ্টঃ পরর্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু।
অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্তা
নৈদাঘিকং তাপমিবোডুরাজঃ ॥ ৪৯ ॥

অলম্পটঃ—ধার্মিক; **শীল-ধরঃ**—সুশীল; **গুণ-আকরঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণের আধার; **হৃষ্টঃ**—প্রসন্ন; **পর-ঋদ্ধ্যা**—অন্যের প্রসন্নতার দ্বারা; **ব্যথিতঃ**—পীড়িত; **দুঃখিতেষু**—অন্যের দুঃখে; **অভূত-শত্রুঃ**—অজাতশত্রু; **জগতঃ**—সমস্ত বিশ্বের; **শোক-হর্তা**—শোক বিনাশকারী; **নৈদাঘিকম্**—গ্রীষ্মকালীন সূর্যের প্রভাবে; **তাপম্**—ক্লেশ; **ইব**—যেমন; **উডু-রাজঃ**—চন্দ্র।

অনুবাদ

তিনি ধার্মিক, সুশীল, সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হবেন। তিনি পরসুখে সুখী, পরদুঃখে দুঃখী এবং অজাতশত্রু হবেন। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন সূর্যের তাপ দূর করেন, তেমনই তিনি জগতের শোক হরণ করবেন।

তাৎপর্য

ভগবানের আদর্শ ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। যদিও তিনি এই পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন, তবুও তিনি অসৎ চরিত্র ছিলেন না। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। সেই সমস্ত গুণাবলীর গণনা না করে এখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্তের সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি লম্পট বা অসংযমী নন, এবং তাঁর আর একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা অপরের দুঃখ দূর করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। জীবের সবচেয়ে জঘন্য দুর্দশা হচ্ছে তার কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাই সর্বদা সকলের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করার চেষ্টা করেন। সেইটি হচ্ছে সমস্ত ক্লেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

শ্লোক ৫০

অন্তর্বহিশ্চামলমজনেত্রং
স্বপূরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্ ।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং
দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥ ৫০ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **চ**—ও; **অমলম্**—নিষ্কলুষ; **অব্জ-নেত্রম্**—কমলনয়ন; **স্ব-পূরুষ**—তাঁর ভক্ত; **ইচ্ছা-অনুগৃহীত-রূপম্**—ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী; **পৌত্রঃ**—পৌত্র; **তব**—তোমার; **শ্রী-ললনা**—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরী লক্ষ্মীদেবী; **ললামম্**—অলঙ্কৃত; **দ্রষ্টা**—দেখবে; **স্ফুরৎ-কুণ্ডল**—উজ্জ্বল কর্ণভূষণের দ্বারা; **মণ্ডিত**—অলঙ্কৃত; **আননম্**—মুখ।

অনুবাদ

লক্ষ্মীরূপা ললনার ভূষণস্বরূপ, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী, কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল, কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানকে তোমার পৌত্র সর্বদা অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করবেন।

তাৎপর্য

এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, দিতির পৌত্র প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ধ্যানের দ্বারা অন্তরেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করবেন না, তিনি তাঁর স্বীয় চক্ষুর দ্বারা

প্রত্যক্ষভাবেও তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হবেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শন কেবল তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব, যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে অত্যন্ত উন্নত, কেননা জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানের কৃষ্ণ, বলদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন আদি অসংখ্য নিত্য রূপ রয়েছে, এবং ভগবদ্ভক্তেরা জানেন যে, তাঁরা সকলই ছিলেন বিষ্ণুর রূপ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিত্য স্বরূপের কোন একটি রূপের প্রতি আসক্ত হন, এবং ভগবানও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবানের রূপ সম্বন্ধে তাঁর খেয়াল-খুশি মতো কল্পনা করেন না, অথবা তিনি কখনও মনে করেন না যে, ভগবান হচ্ছেন নির্বিশেষ এবং অভক্তদের বাসনা অনুসারে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। অভক্তদের ভগবানের রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, এবং তাই তারা উল্লিখিত ভগবানের রূপগুলির কোন একটি সম্বন্ধেও চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যখনই ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি তাঁকে সবচাইতে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত রূপে, তাঁর নিত্য সহচরী ও নিত্য সৌন্দর্যমণ্ডিতা লক্ষ্মীদেবী-সহ দর্শন করেন।

শ্লোক ৫১

মৈত্রেয় উবাচ

শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতির্ভৃশম্ ।
পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভাগবতম্**—ভগবানের পরম ভক্ত; **পৌত্রম্**—পৌত্র; **অমোদত**—প্রীত হয়েছিলেন; **দিতিঃ**—দিতি; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **পুত্রয়োঃ**—পুত্রদ্বয়ের; **চ**—ও; **বধম্**—হত্যা; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **বিদিত্বা**—সেই কথা জেনে; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **মহা-মনাঃ**—মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—তাঁর পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর পুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হবে জেনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দিতি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, অসময়ে গর্ভধারণ করার ফলে তাঁর পুত্রেরা আসুরিক হবে এবং ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত

হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর দুই পুত্র ভগবানের দ্বারা নিহত হবে, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। একজন মহর্ষির পত্নী এবং মহান প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে তিনি জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিহত হওয়া এক মহা সৌভাগ্য। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর হিংসা ও অহিংসা উভয় কর্মই পরম স্তরে সংঘটিত হয়। ভগবানের এই প্রকার কার্যে কোন রকম পার্থক্য নেই। জড় জগতের হিংসা ও অহিংসার সঙ্গে ভগবানের কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নেই। ভগবানের দ্বারা নিহত অসুরেরাও সেই একই ফল প্রাপ্ত হয়, যা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কঠোর তপশ্চর্যা ও আত্মনিগ্রহ করার পর মুক্তিকামী ব্যক্তি লাভ করেন। এখানে ভৃশম্ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা সূচিত করে যে, দিতি আশাতীতভাবে প্রসন্ন হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবদ্ধামের বর্ণনা

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

প্রাজাপত্যং তু তত্তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ ।
দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দনাৎ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; প্রাজাপত্যম্—মহান প্রজাপতির; তু—কিন্তু; তৎ তেজঃ—তাঁর শক্তিশালী বীর্য; পর-তেজঃ—অন্যের শক্তি; হনম্—নষ্টকারী; দিতিঃ—দিতি (কশ্যপের পত্নী); দধার—ধারণ করেছিলেন; বর্ষাণি—বৎসর; শতম্—শত; শঙ্কমানা—শঙ্কিত হয়ে; সুর-অর্দনাৎ—দেবতাদের পীড়াদায়ক।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! কশ্যপের পত্নী দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান দেবতাদের ও অন্যদের পীড়াদায়ক হবে, তাই তিনি কশ্যপের শক্তিশালী বীর্য শত বৎসর ধরে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কাছে ব্রহ্মাসহ দেবতাদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করছিলেন। দিতি যখন তাঁর পতির কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তানেরা দেবতাদের উদ্বেগের কারণ হবে, তখন তিনি মোটেই সুখী হতে পারেননি। দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—ভক্ত ও অভক্ত। অভক্তদের বলা হয় অসুর, এবং ভক্তদের বলা হয় সুর। কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন পুরুষ বা স্ত্রী অভক্তদের দ্বারা ভক্তদের নির্যাতন সহ্য করতে পারেন না। তাই দিতি তাঁর সন্তানদের জন্ম দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন; তিনি শত বৎসর প্রতীক্ষা করেছিলেন, যাতে অন্তত সেই সময়ের জন্য তিনি দেবতাদের অশান্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন।

শ্লোক ২

লোকে তেনাহতালোকে লোকপালা হতৌজসঃ ।
ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্ ॥ ২ ॥

লোকে—এই বিশ্বে; তেন—দিতির গর্ভের শক্তির দ্বারা; আহত—রুদ্ধ হয়ে; আলোকে—আলোক; লোক-পালাঃ—বিভিন্ন লোকের পালনকারী দেবতারা; হত-ওজসঃ—যার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল; ন্যবেদয়ন্—নিবেদন করেছিলেন; বিশ্ব-সৃজে—ব্রহ্মা; ধ্বান্ত-ব্যতিকরম্—অন্ধকারের বিস্তার; দিশাম্—সর্বদিকে।

অনুবাদ

দিতির গর্ভের তেজের দ্বারা সমস্ত গ্রহে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং বিভিন্ন লোকের দেবতারা সেই তেজের দ্বারা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সর্বদিকে এই অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণ কি?"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি থেকে মনে হয় যে, সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের আলোকের উৎস। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অনেক সূর্য রয়েছে, তা এই শ্লোকে অনুমোদিত হয়নি। এখানে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি সূর্য রয়েছে, যা সমস্ত গ্রহগুলিতে আলোক সরবরাহ করে। ভগবদ্গীতাতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দ্র হচ্ছে একটি নক্ষত্র। বহু নক্ষত্র রয়েছে এবং আমরা যখন রাত্রে সেইগুলিকে ঝলমল করতে দেখি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তারাগুলি হচ্ছে আলোকের প্রতিফলক। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোক প্রতিফলিত করে, অন্যান্য গ্রহগুলিও সূর্যের আলোক প্রতিফলিত করে, এবং অন্য বহু গ্রহ রয়েছে যেগুলি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। দিতির গর্ভস্থ পুত্রের আসুরিক প্রভাব সারা বিশ্ব জুড়ে অন্ধকার বিস্তার করেছিল।

শ্লোক ৩

দেবা ঊচুঃ

তম এতদ্বিভো বেথ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্ ।
ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ ॥ ৩ ॥

দেবাঃ ঊচুঃ—দেবতারা বললেন; **তমঃ**—অন্ধকার; **এতৎ**—এই; **বিভো**—হে মহান; **বেত্থ**—আপনি জানেন; **সংবিগ্নাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; **যৎ**—যেহেতু; **বয়ম্**—আমরা; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ন**—না; **হি**—যেহেতু; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **ভগবতঃ**—আপনার (পরমেশ্বর ভগবানের); **কালেন**—কালের দ্বারা; **অস্পৃষ্ট**—অস্পৃষ্ট; **বর্ত্মনঃ**—যার পথ।

অনুবাদ

ভাগ্যবান দেবতারা বললেন—হে মহান্! এই অন্ধকার যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে, তা আপনি দেখুন। আপনি এই অন্ধকারের কারণ জানেন, যেহেতু কালের প্রভাব আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই আপনার কাছে কিছুই অজ্ঞাত নেই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে এখানে বিভু ও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন জড় জগতে ভগবানের রজোগুণের অবতার। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে তিনি তাঁর থেকে অভিন্ন, এবং তাই কালের প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কালের প্রভাব যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎরূপে প্রকাশিত হয়, তা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের মতো মহান ব্যক্তিদের স্পর্শ করতে পারে না। কখনও কখনও দেবতাদের এবং যে সমস্ত মহর্ষি এই প্রকার পূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁদের বলা হয় ত্রিকালজ্ঞ।

শ্লোক ৪

দেবদেব জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে ।
পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতানামসি ভাববিৎ ॥ ৪ ॥

দেব-দেব—হে দেবতাদের দেবতা; **জগৎ-ধাতঃ**—হে বিশ্বের পালনকর্তা; **লোকনাথ-শিখামণে**—হে অন্য লোকসমূহের দেবতাদের শিরোমণি; **পরেষাম্**—চিৎ-জগতের; **অপরেষাম্**—জড় জগতের; **ত্বম্**—আপনি; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **অসি**—হন; **ভাব-বিৎ**—অভিপ্রায় সম্বন্ধে অবগত।

অনুবাদ

হে দেবাদিদেব! হে বিশ্বের পালনকর্তা! হে অন্য লোকের দেবতাদের মুকুটমণি! আপনি চিৎ ও জড় উভয় জগতেরই সমস্ত জীবেদের অভিপ্রায় জানেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রায় সমকক্ষ, তাই এখানে তাঁকে দেবতাদের দেবতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি যেহেতু বিশ্বের গৌণ স্রষ্টা, তাই এখানে তাঁকে *জগদ্ধাতঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমস্ত দেবতাদের প্রধান, এবং তাই এখানে তাঁকে *লোকনাথশিখামণে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চিন্ময় ও জড় উভয় জগতেই যা কিছু হচ্ছে, তা তাঁর পক্ষে জানা কঠিন নয়। তিনি প্রত্যেকের হৃদয় ও প্রত্যেকের অভিপ্রায় জানেন। তাই তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। কেন দিতির গর্ভ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই প্রকার উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছিল?

শ্লোক ৫

নমো বিজ্ঞানবীর্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে ।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ৫ ॥

নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **বিজ্ঞান-বীর্যায়**—বল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—ব্রহ্মার এই দেহ; **উপেয়ুষে**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **গুণ-ভেদায়**—পৃথকীকৃত রজোগুণ; **নমঃ তে**—আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **যোনয়ে**—উৎস।

অনুবাদ

হে বল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকীকৃত রজোগুণ স্বীকার করেছেন। বহিরঙ্গা শক্তির সহায়তায় আপনি অব্যক্ত উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

উপলব্ধির সমস্ত বিভাগের জন্য বেদ হচ্ছে আদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবান বেদের এই জ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করেছিলেন। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস। তিনি সরাসরিভাবে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর চিন্ময় দেহ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে এই জড়

জগতের কোন জীব কখনও দর্শন করতে পারে না, এবং তাই তিনি সর্বদাই অব্যক্ত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা অব্যক্ত থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জড়া প্রকৃতির রজোগুণের অবতার, যা হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা ভিন্না প্রকৃতি।

শ্লোক ৬

যে ত্বানন্যেন ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্ ।
আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

যে—যাঁরা; ত্বা—আপনার উপর; অনন্যেন—অবিচলিত; ভাবেন—ভক্তি সহকারে; ভাবয়ন্তি—ধ্যান করেন; আত্ম-ভাবনম্—যিনি সমস্ত জীবেদের উৎপন্ন করেন; আত্মনি—আপনার নিজের মধ্যে; প্রোত—গ্রথিত; ভুবনম্—সমস্ত লোক; পরম্—পরম; সৎ—কার্য; অসৎ—কারণ; আত্মকম্—উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই সমস্ত গ্রহ আপনার মধ্যে অবস্থিত, এবং সমস্ত জীব আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই আপনি এই বিশ্বের কারণ, এবং যে ব্যক্তি অবিচলিতভাবে আপনার ধ্যান করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৭

তেষাং সুপক্কযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্ ।
লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎপরাভবঃ ॥ ৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের; সু-পক্ক-যোগানাম্—পরিপক্ক যোগী; জিত—নিয়ন্ত্রিত; শ্বাস—শ্বাস; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; আত্মনাম্—মন; লব্ধ—প্রাপ্ত হয়েছে; যুষ্মৎ—আপনার; প্রসাদানাম্—কৃপা; ন—না; কুতশ্চিৎ—কোথায়ও; পরাভবঃ—পরাজয়।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, সেই পরিপক্ক যোগীদের কখনও এই জগতে পরাজয় হয় না। কেননা এই প্রকার যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

যোগ অনুশীলনের উদ্দেশ্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অভিজ্ঞ যোগী তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয় ও মনের উপর পূর্ণ সংযম লাভ করেন। তাই, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াই যোগের চরম উদ্দেশ্য নয়। যোগ অভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা। যাঁরা তা করছেন, বুঝতে হবে যে তাঁরা হচ্ছেন অভিজ্ঞ, পরিপক্ব যোগী। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে যোগী, তিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, এবং তাঁর আর কোন ভয় নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। সেইটি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় যখন কেউ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হন। যাঁর ইন্দ্রিয় ও মন সর্বদা ভগবানের চিন্ময় সেবায় যুক্ত, তাঁর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ভগবদ্ভক্ত জগতের কোথাও পরাজিত হন না। উল্লেখ করা হয়েছে, *নারায়ণপরাঃ সর্বে* — যিনি *নারায়ণপর* বা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তিনি কখনও ভীত হন না, তা তাঁকে নরকেই পাঠানো হোক বা স্বর্গেই উন্নীত করা হোক (ভাগবত ৬/১৭/২৮)

শ্লোক ৮

যস্য বাচা প্রজাঃ সর্বা গাবস্তন্ত্যেব যন্ত্রিতাঃ ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥

যস্য—যাঁর; **বাচা**—বৈদিক নির্দেশের দ্বারা; **প্রজাঃ**—জীব; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **গাবঃ**—বৃষসমূহ; **তন্ত্যা**—রজ্জুর দ্বারা; **ইব**—যেমন; **যন্ত্রিতাঃ**—পরিচালিত হয়; **হরন্তি**—নিয়ে নেয়; **বলিম্**—পূজার উপকরণ; **আয়ত্তাঃ**—নিয়ন্ত্রণের অধীন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **মুখ্যায়**—প্রধান পুরুষকে; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

বৃষ যেমন তার নাসিকা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বৈদিক নির্দেশের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। যে প্রধান পুরুষ সেই বেদ প্রদান করেছেন, তাঁকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন। রাষ্ট্রের আইন যেমন লঙ্ঘন করা যায় না, তেমনই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশও লঙ্ঘন করা যায় না। যে জীব তার জীবনের প্রকৃত লাভ প্রাপ্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করতে হবে। যে সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মা জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের জন্য এই জড় জগতে এসেছে, তারা বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঠিক লবণের মতো—তা খুব বেশি খাওয়া যায় না, আবার কমও নেওয়া যায় না, কিন্তু খাদ্য সুস্বাদু বানাবার জন্য লবণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড় জগতে এসেছে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাদের ইন্দ্রিয়সমূহের উপযোগ করতে হবে, তা না হলে তাদের আরও অধিক দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে নিক্ষেপ করা হবে। কোন মানুষ অথবা দেবতা বৈদিক শাস্ত্রের মতো আইন প্রণয়ন করতে পারে না, কেননা বৈদিক বিধি-বিধান পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ৯

স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমংস্তমসা লুপ্তকর্মণাম্ ।
অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বম্**—আপনি; **বিধৎস্ব**—অনুষ্ঠান করেন; **শম্**—সৌভাগ্য; **ভূমন্**—হে মহান প্রভু; **তমসা**—অন্ধকারের দ্বারা; **লুপ্ত**—স্থগিত রাখা হয়েছে; **কর্মণাম্**—নির্ধারিত কর্তব্যের; **অদভ্র**—উদার; **দয়য়া**—দয়া; **দৃষ্ট্যা**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **আপন্নান্**—শরণাগত আমাদের; **অর্হসি**—সক্ষম; **ঈক্ষিতুম্**—দর্শন করতে।

অনুবাদ

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন—দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কেননা আমরা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন লোকের নিয়মিত কার্যকলাপ ও বৃত্তিসমূহ লুপ্ত হয়েছিল। এই গ্রহের উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মেরুতে

কখনও কখনও দিন ও রাত্রির বিভাগ থাকে না; তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে যখন সূর্যের আলোক পৌঁছায় না, তখন সেখানেও দিন ও রাত্রির পার্থক্য থাকে না।

শ্লোক ১০

এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্ ।
দিশস্তিমিরয়ন্ সর্বা বর্ধতেহগ্নিরিবৈধসি ॥ ১০ ॥

এষঃ—এই; দেব—হে প্রভু; দিতেঃ—দিতির; গর্ভঃ—গর্ভ; ওজঃ—বীর্য; কাশ্যপম্—কশ্যপের; অর্পিতম্—স্থাপিত; দিশঃ—দিকসমূহ; তিমিরয়ন্—অন্ধকারাচ্ছন্ন করে; সর্বাঃ—সমস্ত; বর্ধতে—আচ্ছাদিত করে; অগ্নিঃ—আগুন; ইব—যেমন; এধসি—ইন্ধন।

অনুবাদ

অতিমাত্রায় ইন্ধন প্রয়োগের ফলে আগুন যেমন আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তেমনই দিতির গর্ভে কশ্যপের বীর্য থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছিল, দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সৃষ্ট ভ্রূণকে তার কারণ বলে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১১

মৈত্রেয় উবাচ
স প্রহস্য মহাবাহো ভগবান্ শব্দগোচরঃ ।
প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥ ১১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; সঃ—তিনি; প্রহস্য—হেসে; মহা-বাহো—হে বীর (বিদুর); ভগবান্—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; শব্দ-গোচরঃ—যাঁকে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে জানা যায়; প্রত্যাচষ্ট—উত্তর দিয়েছিলেন; আত্ম-ভূঃ—ভগবান ব্রহ্মা; দেবান্—দেবতাদের; প্রীণন্—সন্তুষ্ট করে; রুচিরয়া—মধুর; গিরা—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—দিব্য শব্দ-স্পন্দনের দ্বারা যাঁকে জানা যায়, সেই বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা দিতির দুষ্কর্ম সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন, এবং তাই সেই পরিস্থিতিতে তিনি মৃদু হেসেছিলেন। উপস্থিত দেবতাদের বোধগম্য বাক্যের দ্বারা তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

ব্রহ্মোবাচ

মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্বজাঃ সনকাদয়ঃ ।
চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ভগবান ব্রহ্মা বললেন; **মানসাঃ**—মন থেকে জাত; **মে**—আমার; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **যুষ্মৎ**—তোমাদের থেকে; **পূর্ব-জাঃ**—পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিল; **সনক-আদয়ঃ**—সনক প্রমুখ; **চেরুঃ**—বিচরণ করেছিল; **বিহায়সা**—আকাশ-মার্গে; **লোকান্**—জড় ও চিৎ জগতে; **লোকেষু**—মানুষদের মধ্যে; **বিগত-স্পৃহাঃ**—কোন রকম বাসনারহিত।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার, আমার এই চার মানসপুত্র তোমাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কোন নির্দিষ্ট বাসনা ছাড়াই কখনও কখনও জড় আকাশে ও চিদাকাশে বিচরণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

বাসনা বলতে লৌকিক বাসনা বোঝান হয়। সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমারের মতো মহাত্মাদের কোন জড় বাসনা নেই, তবে কখনও কখনও তাঁরা স্বেচ্ছায় ভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রচারের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করেন।

শ্লোক ১৩

ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ ।
যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

তে—তাঁরা; একদা—একসময়; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বৈকুণ্ঠস্য—শ্রীবিষ্ণুর; অমল-আত্মনঃ—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; যযুঃ—প্রবেশ করেছিলেন; বৈকুণ্ঠ-নিলয়ম্—বৈকুণ্ঠ নামক ধামে; সর্ব-লোক—সমস্ত জড় গ্রহের অধিবাসীদের দ্বারা; নমস্কৃতম্—পূজিত।

অনুবাদ

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তাঁরা পরব্যোমে প্রবেশ করেছিলেন, কেননা তাঁরা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিলেন। চিদাকাশে পরমেশ্বর ভগবানের ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময় লোক রয়েছে। সেই স্থান জড় জগতের সমস্ত লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত।

তাৎপর্য

জড় জগৎ চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পাতাললোক পর্যন্ত প্রতিটি লোকে প্রতিটি জীব চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হতে বাধ্য, কেননা জড় জগতে কেউই নিত্য বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু জীব প্রকৃতপক্ষে নিত্য। তারা এক চিরস্থায়ী বাসস্থান চায়, কিন্তু জড় জগতে এক অস্থায়ী আবাস স্বীকার করে নেওয়ার ফলে, তারা স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। চিদাকাশের গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ, কেননা সেখানকার অধিবাসীরা সব রকম কুণ্ঠা থেকে মুক্ত। তাঁদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কোন প্রশ্ন নেই, এবং তাই তাঁদের কোন রকম উৎকণ্ঠা নেই। পক্ষান্তরে, জড় গ্রহগুলির অধিবাসীরা সর্বদাই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ভয়ে ভীত, এবং তাই তারা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ।

শ্লোক ১৪

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥

বসন্তি—তাঁরা বাস করেন; যত্র—যেখানে; পুরুষাঃ—পুরুষগণ; সর্বে—সমস্ত; বৈকুণ্ঠ-মূর্তয়ঃ—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ রূপ-সমন্বিত; যে—সেই

সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসী; **অনিমিত্ত**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনারহিত; **নিমিত্তেন**—কারণের দ্বারা; **ধর্মেণ**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **আরাধয়ন্**—নিরন্তর আরাধনা করে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের মতো রূপ সমন্বিত। তাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাশূন্য হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৈকুণ্ঠের অধিবাসীদের ও সেখানকার জীবনযাত্রার প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের মতো। বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ চতুর্ভুজ নারায়ণ হচ্ছেন প্রধান বিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত অধিবাসীরাও চতুর্ভুজ, যা এই জড় জগতের ধারণার অতীত। এই জড় জগতের কোথাও আমরা কোন চতুর্ভুজ মানুষ দেখতে পাই না। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের সেবা ছাড়া আর কোন কৃত্য নেই, এবং সেই সেবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না। যদিও প্রতিটি সেবারই বিশেষ ফল রয়েছে, ভক্তেরা কখনও তাঁদের নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ পোষণ করেন না; ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়।

শ্লোক ১৫

যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবান্ শব্দগোচরঃ ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ১৫ ॥

যত্র—বৈকুণ্ঠলোকে; **চ**—এবং; **আদ্যঃ**—আদি; **পুমান্**—পুরুষ; **আস্তে**—আছে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শব্দ-গোচরঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিষ্টভ্য**—স্বীকার করে; **বিরজম্**—নিষ্কলুষ; **স্বানাম্**—তাঁর স্বীয় পার্ষদদের; **নঃ**—আমাদের; **মৃড়য়ন্**—বর্ধনশীল সুখ; **বৃষঃ**—মূর্তিমান ধর্ম।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন, এবং তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময়, যাতে রজ ও তমোগুণের কোন স্থান নেই। তিনি ভক্তদের ধর্মীয় প্রগতি বিধান করেন।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা শ্রবণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরব্যোমে পরমেশ্বর ভগবানের রাজ্যকে জানা যায় না। তা দেখার জন্য কোন বদ্ধ জীব সেখানে যেতে পারে না। এই জড় জগতেও কেউ যদি গাড়িতে করে কোন দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার মূল্য দিতে অক্ষম হয়, তাহলে সেই স্থানের কথা সে জানতে পারে প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে। তেমনই পরব্যোমে বৈকুণ্ঠলোক এই জড় আকাশের অতীত। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা, যারা মহাকাশে ভ্রমণ করার চেষ্টা করছে, তাদের পক্ষে সবচাইতে নিকটবর্তী গ্রহ চন্দ্রে যাওয়াও কঠিন, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বতম লোকে যাওয়ার ব্যাপারে কি আর বলার আছে। জড় আকাশের অতীত পরব্যোমে প্রবেশ করে চিন্ময় লোক বৈকুণ্ঠ দর্শন করার কোন সম্ভাবনাই তাদের নেই। তাই, পরব্যোমে ভগবানের রাজ্য কেবল বেদ ও পুরাণের প্রামাণিক বর্ণনার মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

জড় জগতে তিনটি গুণ রয়েছে—সত্ত্ব, রজ ও তম, কিন্তু চিৎ-জগতে রজ ও তমোগুণের লেশমাত্রও নেই; সেখানে কেবল রয়েছে সত্ত্বগুণ, যা রজ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জড় জগতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তিনিও কখনও কখনও তম ও রজোগুণের স্পর্শে কলুষিত হতে পারেন। কিন্তু পরব্যোমে বৈকুণ্ঠলোকে কেবল সত্ত্বগুণ তার বিশুদ্ধরূপে বিরাজ করে। ভগবান ও তাঁর ভক্তেরা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন, এবং ভক্তেরাও একই চিন্ময় গুণসম্পন্ন ও শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠলোক বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়, এবং ভগবানের রাজ্যের প্রতি বৈষ্ণবদের প্রগতিশীল অভিযানে ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তদের সাহায্য করেন।

শ্লোক ১৬

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ ।
সর্বর্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎকৈবল্যমিব মূর্তিমৎ ॥ ১৬ ॥

যত্র—বৈকুণ্ঠলোকে; **নৈঃশ্রেয়সম্**—মঙ্গলময়; **নাম**—নামক; **বনম্**—অরণ্য; **কাম-দুঘৈঃ**—বাসনাপূরণকারী; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষরাজিসহ; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋতু**—ঋতু; **শ্রীভিঃ**—ফুল ও ফলসহ; **বিভ্রাজৎ**—শোভমান; **কৈবল্যম্**—চিন্ময়; **ইব**—যেমন; **মূর্তিমৎ**—মূর্তিমান।

অনুবাদ

সেই বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত মঙ্গলময় অনেক বন রয়েছে। সেই সমস্ত বনের বৃক্ষগুলি অভীষ্টপূরণকারী কল্পবৃক্ষ, এবং সমস্ত ঋতুতে সেইগুলি ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ থাকে, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই চিন্ময় ও সবিশেষ।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠলোকে ভূমি, বৃক্ষ, ফল, ফুল ও গাভী সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ও সবিশেষ। সেখানকার বৃক্ষগুলি কল্পবৃক্ষ। এই জড় জগতে বৃক্ষসমূহ জড়া প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে ফুল ও ফল উৎপাদন করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে বৃক্ষরাজি, ভূমি, বাসস্থান ও পশুসমূহ সবই চিন্ময়। সেখানে গাছের সঙ্গে পশুর অথবা পশুর সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য নেই। এখানে মূর্তিমৎ শব্দটি সূচিত করে যে, সব কিছুরই চিন্ময় রূপ রয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের নিরাকারের ধারণা এই শ্লোকে নিরস্ত হয়েছে; বৈকুণ্ঠলোকে যদিও সব কিছু চিন্ময়, তবুও সব কিছুরই বিশেষ রূপ রয়েছে। গাছপালা ও মানুষের রূপ রয়েছে, এবং যদিও সেইগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-সমন্বিত, সেই সবই চিন্ময়, এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১৭

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্
গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্তুঃ ।
অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥ ১৭ ॥

বৈমানিকাঃ—তাঁদের বিমানে বিচরণকারী; **স-ললনাঃ**—তাঁদের পত্নীগণসহ; **চরিতানি**—কার্যকলাপ; **শশ্বৎ**—নিত্য; **গায়ন্তি**—গান করে; **যত্র**—সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকে; **শমল**—সমস্ত অমঙ্গলজনক গুণাবলী; **ক্ষপণানি**—বর্জিত; **ভর্তুঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অন্তঃ-জলে**—জলের ভিতর; **অনুবিকসৎ**—বিকশিত হয়ে; **মধু**—সুগন্ধিত ও মধুতে পরিপূর্ণ; **মাধবীনাম্**—মাধবী ফুলের; **গন্ধেন**—সুগন্ধের দ্বারা; **খণ্ডিত**—বিক্ষুব্ধ; **ধিয়ঃ**—মন; **অপি**—যদি; **অনিলম্**—সমীরণ; **ক্ষিপন্তঃ**—উপহাস করে।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পত্নী ও পার্যদগণসহ বিমানে বিচরণ করেন, এবং নিরন্তর ভগবানের চরিত ও লীলাসমূহ গান করেন, যা সর্বদাই অমঙ্গলজনক প্রভাব থেকে মুক্ত। শ্রীভগবানের মহিমা যখন তাঁরা কীর্তন করেন, তখন মধুপূর্ণ মাধবীলতার প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধকেও তা উপহাস করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, বৈকুণ্ঠলোক সব রকম ঐশ্বর্যে পূর্ণ। সেখানে বিমান রয়েছে, যাতে করে বৈকুণ্ঠবাসীরা তাঁদের প্রেয়সীদের সঙ্গে পরব্যোমে ভ্রমণ করেন। সেখানে সমীরণ প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ বহন করে প্রবাহিত হয়, এবং সেই সমীরণ এতই সুন্দর যে, তা ফুলের মধুও বহন করে। বৈকুণ্ঠবাসীরা কিন্তু ভগবানের মহিমা কীর্তনে এতই আসক্ত যে, তাঁরা যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তাঁরা এত সুন্দর সমীরণকেও উপদ্রব বলে মনে করে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। তাঁরা মনে করেন যে, ভগবানের মহিমা কীর্তন তাঁদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৈকুণ্ঠলোকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ আঘ্রাণ করা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনোহর, কিন্তু তা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। বৈকুণ্ঠবাসীরা ভগবানের সেবাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনকে নয়। চিন্ময় প্রেমের বশে ভগবানের সেবার ফলে এমনই দিব্য আনন্দ অনুভব হয় যে, তার তুলনায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়।

শ্লোক ১৮

পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক-
দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-
র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥ ১৮ ॥

পারাবত—কপোত; **অন্যভৃত**—কোকিল; **সারস**—সারস; **চক্রবাক**—চক্রবাক; **দাত্যূহ**—চাতক; **হংস**—হংস; **শুক**—তোতাপাখি; **তিত্তিরি**—তিত্তির; **বর্হিণাম্**—ময়ূরের; **যঃ**—যা; **কোলাহলঃ**—কলরব; **বিরমতে**—স্তব্ধ হয়; **অচির-মাত্রম্**—

সাময়িকভাবে; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **ভৃঙ্গ-অধিপে**—ভ্রমরদের রাজা; **হরি-কথাম্**—ভগবানের মহিমা; **ইব**—যেমন; **গায়মানে**—গান করার সময়।

অনুবাদ

যখন ভ্রমরদের অধিপতি উচ্চস্বরে গুঞ্জন করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তখন কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলরব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার জন্য, এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিহঙ্গেরা তাদের নিজেদের গান বন্ধ করে দেয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৈকুণ্ঠের চিন্ময় প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানকার নিবাসী পক্ষী ও মানুষদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরব্যোমে সব কিছুই চিন্ময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চিন্ময় বৈচিত্র্যের অর্থ হচ্ছে যে, সেখানে সব কিছুই চেতন। সেখানে কোন কিছুই অচেতন নয়। সেখানকার বৃক্ষরাজি, ভূমি, গুল্ম-লতা, পুষ্প, পশু ও পক্ষী সব কিছুই কৃষ্ণচেতনার স্তরে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠলোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সেখানে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতে গর্দভ পর্যন্ত তার নিজের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে সুখ অনুভব করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে ময়ূর, চক্রবাক ও কোকিলের মতো সুন্দর পক্ষীরাও ভ্রমরদের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা-কীর্তন শ্রবণ করার জন্য, তাদের নিজেদের সঙ্গীত বন্ধ করে দিয়ে তা শোনে। শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে শুরু হয় যে ভগবদ্ভক্তি, তা বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত প্রবল।

শ্লোক ১৯

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-
পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ ।
গন্ধেঽর্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

মন্দার—মন্দার; **কুন্দ**—কুন্দ; **কুরব**—কুরব; **উৎপল**—উৎপল; **চম্পক**—চম্পক; **অর্ণ**—অর্ণ ফুল; **পুন্নাগ**—পুন্নাগ; **নাগ**—নাগকেশর; **বকুল**—বকুল; **অম্বুজ**—কমল; **পারিজাতাঃ**—পারিজাত; **গন্ধে**—সৌরভ; **অর্চিতে**—পূজিত হয়ে; **তুলসিকা**—তুলসী; **আভরণেন**—মালার দ্বারা; **তস্যাঃ**—তার; **যস্মিন্**—যেই বৈকুণ্ঠে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা;

সু-মনসঃ—শুদ্ধ মনোবৃত্তি, বৈকুণ্ঠ মনোভাব; **বহু**—অত্যধিক; **মানয়ন্তি**—সম্মান করে।

অনুবাদ

যদিও মন্দার, কুন্দ, কুরবক, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, কমল, ও পারিজাত বৃক্ষসমূহ অপ্রাকৃত সৌরভমণ্ডিত পুষ্পে পূর্ণ, তবুও তারা তুলসীর তপশ্চর্যার জন্য তাঁকে বহু সম্মান করে। কেননা ভগবান তুলসীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন, এবং তিনি স্বয়ং তুলসীপত্রের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

তুলসীপত্রের মাহাত্ম্য এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তুলসীর বৃক্ষ ও তার পাতা ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। ভক্তদের প্রতিদিন তুলসীকে জল দান করা এবং ভগবানের পূজার জন্যে তুলসীপত্র চয়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক সময় এক নাস্তিক স্বামী মন্তব্য করেছিল, "তুলসী গাছে জল দিয়ে কি লাভ? তার থেকে বরং বেগুন গাছে জল দেওয়া ভাল। বেগুন গাছে জল দিলে বেগুন পাওয়া যায়, কিন্তু তুলসীতে জল দিয়ে কি লাভ হবে?" এই সমস্ত মূর্খ প্রাণীরা ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব না জেনে, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে সর্বনাশ সাধন করে।

চিৎ-জগতে সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সেখানে ভক্তদের মধ্যে কোন রকম মাৎসর্য নেই। তা ফুলেদের ক্ষেত্রেও সত্য, যারা সকলেই তুলসীর মহিমা সম্বন্ধে অবগত। যে বৈকুণ্ঠলোকে চার কুমারেরা প্রবেশ করেছিলেন, সেখানকার পক্ষী ও ফুলেরাও ভগবানের সেবার ভাবনায় ভাবিত ছিলেন।

শ্লোক ২০

যৎসঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈ-
র্বৈদূর্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ
কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ ॥ ২০ ॥

যৎ—সেই বৈকুণ্ঠধাম; **সঙ্কুলম্**—পরিব্যাপ্ত; **হরি-পদ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে; **আনতি**—প্রণতির দ্বারা; **মাত্র**—কেবল ; **দৃষ্টৈঃ**—লাভ করে; **বৈদূর্য**—

বৈদূর্য মণি; মারকত—পান্না; হেম—স্বর্ণ; ময়ৈঃ—নির্মিত ; বিমানৈঃ—বিমানসমূহ সহ; যেষাম্—সেই সব যাত্রীদের; বৃহৎ—বৃহৎ; কটি-তটাঃ—নিতম্ব; স্মিত—ঈষৎ হাস্য; শোভি—সুন্দর; মুখ্যঃ—মুখ; কৃষ্ণ—কৃষ্ণতে; আত্মনাম্—যাদের মন মগ্ন; ন—না; রজঃ—যৌন বাসনা; আদধুঃ—উত্তেজিত করা; উৎস্ময়-আদ্যৈঃ—অন্তরঙ্গ হাস্য ও পরিহাসপূর্ণ ব্যবহার।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদূর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্যোজ্জ্বল সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃতা, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড় জগতের জড়বাদী মানুষেরা তাদের পরিশ্রমের দ্বারা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। কঠোর পরিশ্রম না করলে কেউই জড় সমৃদ্ধি উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাসী ভগবদ্ভক্তদের মণি-মাণিক্যপূর্ণ অপ্রাকৃত পরিবেশ উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে। সেখানে রত্নমণ্ডিত স্বর্ণের অলঙ্কার কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত হতে হয় না, ভগবানের কৃপায় তা লাভ হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈকুণ্ঠলোকে অথবা এই জড় জগতে ভগবদ্ভক্তেরা কখনও দারিদ্র্যগ্রস্ত নন, যা কখনও কখনও অনুমান করা হয়। তাঁদের উপভোগ করার পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি লাভ করার জন্য তাঁদের পরিশ্রম করতে হয় না। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠবাসীদের পত্নীরা এই জড় জগতের, এমনকি উচ্চতর লোকের সুন্দরীদের থেকেও অনেক অনেক গুণে অধিক সুন্দরী। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানকার রমণীদের বিশাল নিতম্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তা পুরুষদের কামভাব উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও সেখানকার রমণীরা বিশাল নিতম্ব-বিশিষ্ট, সুন্দর মুখমণ্ডল ও মণিরত্ন খচিত অলঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু সেখানকার পুরুষেরা কৃষ্ণভাবনায় এতই মগ্ন যে, রমণীদের সুন্দর দেহ তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, সেখানে রমণীদের সঙ্গসুখ রয়েছে, কিন্তু যৌন সম্পর্ক নেই। বৈকুণ্ঠবাসীদের আনন্দ উপভোগের মান এতই উন্নত যে, সেখানে যৌন সুখের কোন আবশ্যকতা নেই।

শ্লোক ২১

শ্রী রূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং
লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা ।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি
সম্মার্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ ॥ ২১ ॥

শ্রী—লক্ষ্মীদেবী; রূপিণী—সুন্দর রূপ ধারণ করে; ক্বণয়তী—নূপুরের কিঙ্কিণি; চরণ-অরবিন্দম্—শ্রীপাদপদ্ম; লীলা-অম্বুজেন—লীলাপদ্মের দ্বারা; হরি-সদ্মনি—পরমেশ্বর ভগবানের ভবনে; মুক্ত-দোষা—নির্দোষ; সংলক্ষ্যতে—গোচরীভূত হন; স্ফটিক—স্ফটিক; কুড্যে—প্রাচীর; উপেত—মিশ্রিত; হেম্নি—স্বর্ণ; সম্মার্জতী ইব—সম্মার্জনকারীর মতো; যৎ-অনুগ্রহণে—তাঁর কৃপা লাভের জন্য; অন্য—অন্যেরা; যত্নঃ—অত্যন্ত সাবধান।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের রমণীরা লক্ষ্মীদেবীর মতোই সুন্দরী। এই প্রকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রমণীরা হস্তে লীলাপদ্ম ধারণ করেন, এবং তাঁদের চরণের নূপুর থেকে কিঙ্কিণি-ধ্বনি উত্থিত হয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় কখনও কখনও তাঁরা সুবর্ণ সংযুক্ত স্ফটিকময় দেওয়ালগুলি সম্মার্জন করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সর্বদা তাঁর ধামে শত সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন। *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*। এই সমস্ত লক্ষ-কোটি লক্ষ্মীদেবী যাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন, তাঁরা ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের সহচরী নন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্তদের পত্নী। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকের গৃহগুলি স্ফটিক দ্বারা নির্মিত। তেমনই ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকের ভূমি চিন্তামণির দ্বারা নির্মিত। তাই বৈকুণ্ঠের স্ফটিক নির্মিত মেঝেতে সম্মার্জন করার কোন প্রয়োজন হয় না, কেননা সেখানে কোন ধূলি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সেখানকার রমণীরা সর্বদা স্ফটিক নির্মিত ভিত্তি পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। কেন? তার কারণ হচ্ছে, এই সেবার মাধ্যমে তাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য উৎসুক।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবীরা সম্পূর্ণরূপে মুক্তদোষা। সাধারণত লক্ষ্মীদেবী এক স্থানে স্থির হয়ে থাকেন না, তাই তাঁর নাম চঞ্চলা। সেই জন্যই দেখা যায় যে, কোন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি হঠাৎ দরিদ্র হয়ে যান। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাবণ। রাবণ লক্ষ্মী সীতাদেবীকে অপহরণ করে তার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল, এবং লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সুখী হওয়ার পরিবর্তে তার সমস্ত বংশ ধ্বংস হয়েছিল। এইভাবে রাবণের গৃহে লক্ষ্মী ছিলেন চঞ্চলা। রাবণের মতো ব্যক্তিরা তাঁর পতি নারায়ণ ব্যতীতই কেবল লক্ষ্মীদেবীকে চায়; তাই তাদের কাছে লক্ষ্মীদেবী অস্থির। জড়বাদী ব্যক্তিরা লক্ষ্মীদেবীর দোষ খুঁজে পায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবী পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় স্থির। সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হওয়া সত্ত্বেও, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তিনি সুখী হতে পারেন না। লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত সুখী হওয়ার জন্য ভগবানের কৃপা লাভের প্রয়োজন হয়, যদিও জড় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাকে পর্যন্ত লক্ষ্মীদেবীর কৃপা ভিক্ষা করতে হয়।

শ্লোক ২২

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্ ।
অভ্যর্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ॥ ২২ ॥

বাপীষু—পুষ্করিণীতে; **বিদ্রুম**—প্রবাল নির্মিত; **তটাসু**—তটে; **অমল**—স্বচ্ছ; **অমৃত**—অমৃততুল্য; **অপ্সু**—জল; **প্রেষ্যা-অন্বিতা**—দাসী পরিবৃতা হয়ে; **নিজ-বনে**—তাঁর নিজের বাগানে; **তুলসীভিঃ**—তুলসীর দ্বারা; **ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অভ্যর্চতী**—আরাধনা করেন; **সু-অলকম্**—তিলকের দ্বারা শোভিত তাঁর মুখমণ্ডল; **উন্নসম্**—উন্নত নাসিকা; **ঈক্ষ্য**—দর্শন করে; **বক্ত্রম্**—মুখ; **উচ্ছেষিতম্**—চুম্বিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **অমত**—মনে করেছিলেন; **অঙ্গ**—হে দেবতাগণ; **যৎ-শ্রীঃ**—যাঁর সৌন্দর্য।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী দাসী পরিবৃতা হয়ে প্রবাল খচিত দিব্য জলাশয়ের তীরে তাঁর বাগানে তুলসীদল নিবেদন করে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা করার সময়, তাঁরা যখন জলে উন্নত নাসিকা-সমন্বিত তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব

দর্শন করেন, তখন তাঁদের কাছে তা আরও অধিক সুন্দর বলে মনে হয়, কেননা তাঁদের মুখ ভগবান কর্তৃক চুম্বিত হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণত, কোন রমণী যখন তাঁর পতির দ্বারা চুম্বিত হন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। যদিও বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য কল্পনারও অতীত, তবুও তিনি তাঁর মুখমণ্ডলকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য ভগবানের চুম্বনের প্রতীক্ষা করেন। যখন লক্ষ্মীদেবী তাঁর উদ্যানে তুলসীদলের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, তখন তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল অপ্রাকৃত সরোবরের স্ফটিকস্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হয়।

শ্লোক ২৩

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ২৩ ॥

যৎ—বৈকুণ্ঠ; ন—কখনই না; ব্রজন্তি—নিকটবর্তী হন; অঘ-ভিদঃ—সমস্ত পাপ ধ্বংসকারী; রচনা—সৃষ্টি; অনুবাদাৎ—বর্ণনা থেকে; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করেন; যে—যারা; অন্য—অন্য; বিষয়াঃ—বিষয় বস্তু; কু-কথাঃ—অপশব্দ; মতি-ঘ্নীঃ—বুদ্ধিনাশক; যাঃ—যা; তু—কিন্তু; শ্রুতাঃ—শোনা হয়; হত-ভগৈঃ—ভাগ্যহীন; নৃভিঃ—মানুষদের দ্বারা; আত্ত—নিয়ে যায়; সারাঃ—জীবনের মূল্য; তান্ তান্—সেই প্রকার ব্যক্তিদের; ক্ষিপন্তি—প্রক্ষিপ্ত হয়; অশরণেষু—সব রকম আশ্রয়রহিত; তমঃসু—জড় অস্তিত্বের গভীরতম অন্ধকারে; হন্ত—হায়।

অনুবাদ

দুর্ভাগা মানুষেরা বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, যা শ্রবণের অযোগ্য ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, সেই সমস্ত অনর্থক বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করে, তা অত্যন্ত শোকের বিষয়। যারা বৈকুণ্ঠ-বিষয়ের বর্ণনা ত্যাগ করে জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তারা অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সবচাইতে হতভাগ্য মানুষ হচ্ছে নির্বিশেষবাদীরা, যারা চিৎ জগতের অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য বুঝতে পারে না। তারা বৈকুণ্ঠলোকের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভয় পায়, কেননা তারা মনে করে যে, বৈচিত্র্য মানে হচ্ছে জড়। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, চিৎ-জগৎ সম্পূর্ণরূপে শূন্য, অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে, সেখানে কোন বৈচিত্র্য নেই। সেই মনোভাবকে এখানে *কুকথা মতিঘ্নীঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ 'অর্থহীন কথার দ্বারা যাদের বুদ্ধিমত্তা বিভ্রান্ত হয়েছে'। এখানে শূন্যবাদের দর্শন অথবা চিৎ-জগতে নির্বিশেষ অবস্থার নিন্দা করা হয়েছে, কেননা তা মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। নির্বিশেষবাদী অথবা শূন্যবাদী দার্শনিকেরা কিভাবে মনে করতে পারে যে, এই জড় জগৎটি বৈচিত্র্যে পূর্ণ, এবং তারপরেই তারা বলে যে, চিৎ জগতে কোন বৈচিত্র্য নেই? কথিত হয় যে, এই জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের বিকৃত প্রতিফলন, তাই চিৎ জগতে যদি বৈচিত্র্য না থাকে, তাহলে এই জড় জগতে অনিত্য বৈচিত্র্য কি করে সম্ভব? জীব জড় জগৎ অতিক্রম করতে পারে, তার অর্থ এই নয় যে, চিন্ময় বৈচিত্র্য বলে কিছু নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের এইখানে, বিশেষ করে এই শ্লোকটিতে প্রকৃষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যাঁরা পরব্যোমের চিন্ময় প্রকৃতি ও বৈকুণ্ঠলোকের বিষয়ে আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তাঁরা ভাগ্যবান। বৈকুণ্ঠলোকের বৈচিত্র্য ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাসের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় ধাম ও দিব্য কার্যকলাপের কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টার পরিবর্তে মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় অধিক আগ্রহী। এই জড় জগতে, যেখানে তারা কেবল কয়েক বছরের জন্য থাকবে, সেখানকার সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য তারা কত সভাসমিতি ও আলোচন করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকের চিন্ময় পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে তাদের কোন রকম আগ্রহ নেই। তাদের যদি একটুও ভাগ্য থেকে থাকে, তাহলে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা চিৎ-জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, ততক্ষণ তাদের নিরন্তর এই জড়জগতের অন্ধকার পচতে হয়।

শ্লোক ২৪

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানং চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্মং যত্র ।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ২৪ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **অভ্যর্থিতাম্**—ইচ্ছা করেছে; **অপি**—নিশ্চয়ই; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের দ্বারা (ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা); **নৃ-গতিম্**—মনুষ্যজীবন; **প্রপন্নাঃ**—লাভ করেছে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **তত্ত্ব-বিষয়ম্**—পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়; **সহ-ধর্মম্**—ধর্মের অনুশাসনসহ; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **আরাধনম্**—আরাধনা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিতরন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **অমুষ্য**—ভগবানের; **সম্মোহিতাঃ**—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; **বিততয়া**—সর্বব্যাপক; **বত**—হায়; **মায়য়া**—মায়াশক্তির প্রভাবের দ্বারা; **তে**—তারা।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—প্রিয় দেবতাগণ! মনুষ্যজীবন এতই মহত্ত্বপূর্ণ যে, আমরাও সেই জীবন প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করি, কেননা মনুষ্যজীবনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ যদি মনুষ্যজীবন লাভ করা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ধাম হৃদয়ঙ্গম না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠলোকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না, ব্রহ্মাজী তাদের তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। ব্রহ্মাজী পর্যন্ত মনুষ্যজীবন লাভ করার বাসনা করেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ মানুষদের থেকে অনেক ভাল জড় শরীর লাভ করেছেন, তবুও দেবতারা এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত মনুষ্যজীবন লাভ করার বাসনা করেন, কেননা যে সমস্ত জীব দিব্যজ্ঞান ও ধর্ম আচরণের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চান, মনুষ্যজীবন বিশেষ করে তাঁদের জন্য। এক জন্মে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মনুষ্যজীবনে অন্ততপক্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে, কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন শুরু করা উচিত। মনুষ্যজীবনকে একটি সবচাইতে মহৎ সৌভাগ্য বলা হয়েছে, কেননা তা হচ্ছে অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার সবচাইতে উপযুক্ত তরণি। গুরুদেবকে সেই তরণির সবচাইতে সুদক্ষ কর্ণধার বলে মনে করা হয়, এবং শাস্ত্র-নির্দেশ হচ্ছে অজ্ঞানের সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার জন্য অনুকূল বায়ু। যে সমস্ত মানুষ তার জীবনে এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, সে আত্মহত্যা করছে। তাই যে ব্যক্তি মানবজীবনে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শুরু করে না, মায়াশক্তির প্রভাবে সে তার জীবন হারায়। ব্রহ্মা এই প্রকার মানুষদের দুরবস্থার কথা ভেবে আক্ষেপ করেছেন।

শ্লোক ২৫

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ ।
ভর্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ২৫ ॥

যৎ—বৈকুণ্ঠ; **চ**—এবং; **ব্রজন্তি**—গমন করে; **অনিমিষাম্**—দেবতাদের; **ঋষভ**—প্রধান; **অনুবৃত্ত্যা**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **দূরে**—দূরত্ব বজায় রেখে; **যমাঃ**—সংযমের বিধি; **হি**—নিশ্চয়ই; **উপরি**—উপরে; **নঃ**—আমাদের; **স্পৃহণীয়**—বাঞ্ছনীয়; **শীলাঃ**—সদ্‌গুণাবলী; **ভর্তুঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মিথঃ**—পরস্পরের জন্য; **সুযশসঃ**—মহিমা; **কথন**—আলোচনার দ্বারা; **অনুরাগ**—আকর্ষণ; **বৈক্লব্য**—আনন্দ; **বাষ্প-কলয়া**—চোখে জল; **পুলকী-কৃত**—পুলকিত; **অঙ্গাঃ**—দেহ।

অনুবাদ

যাঁদের দেহ প্রেমানন্দে বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে ঘর্মাক্ত হন, তাঁরা ধ্যান ও অন্যান্য তপস্যার অপেক্ষা না করলেও ভগবানের রাজ্যে উন্নীত হন। ভগবানের রাজ্য জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, এবং তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও স্পৃহনীয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের রাজ্য জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যেমন শত সহস্র উচ্চতর লোক রয়েছে, তেমনই পরব্যোমে লক্ষ কোটি চিন্ময় লোক রয়েছে। এখানে ব্রহ্মাজী উল্লেখ করেছেন যে, চিন্ময় রাজ্য দেবতাদের রাজ্যেরও ঊর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের রাজ্যে তখনই কেবল প্রবেশ করা যায়, যখন বাঞ্ছনীয় গুণগুলি অত্যন্ত সুচারুরূপে বিকশিত হয়। সমস্ত সদ্‌গুণগুলি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয়। জড় জগতে দেবতাদের গুণগুলি অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, ঠিক যেমন আমাদের অভিজ্ঞতাতেও আমরা দেখতে পাই যে, একজন মার্জিত ব্যক্তির গুণগুলি অজ্ঞ অথবা নিম্ন স্তরের ব্যক্তির গুণগুলি থেকে অধিক প্রশংসনীয়। উচ্চতর লোকের দেবতাদের গুণাবলী এই পৃথিবীবাসীদের গুণাবলী থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মাজী এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে, বাঞ্ছিত গুণাবলী যাঁরা বিকশিত করেছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তের ঈপ্সিত গুণাবলী ছাব্বিশটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইগুলি হচ্ছে—তিনি অত্যন্ত কৃপালু; তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করেন না; তিনি কৃষ্ণভক্তিকে জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করেন; তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী; তাঁর চরিত্রে কেউ কোন দোষ খুঁজে পায় না; তিনি অত্যন্ত উদার; তিনি মৃদু; সর্বদা অন্তরে ও বাইরে পবিত্র; তিনি অকিঞ্চন; তিনি সকলের উপকারক; তিনি শান্ত; তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাগত; তাঁর কোন জড় বাসনা নেই; তিনি নিরীহ; সর্বদা স্থির; তিনি বিজিত ইন্দ্রিয়; তিনি দেহ ধারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করেন না; তিনি জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রমত্ত নন; তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনি নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা করেন না; তিনি গম্ভীর; সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন; বন্ধুভাবাপন্ন; তিনি কবি; তিনি সমস্ত কার্যকলাপে অত্যন্ত দক্ষ, এবং তিনি অর্থহীন বিষয়ের আলোচনা না করে মৌন থাকেন। তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের একবিংশতি শ্লোকে মহাত্মার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত সহিষ্ণু, সর্বজীবের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, সমদর্শী, মানুষ ও পশু আদি সমস্ত প্রাণীরই সুহৃদ, সেই প্রকার সাধু ব্যক্তিই ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য। তিনি এতই মূর্খ নন যে, মানুষ-নারায়ণ বা দরিদ্র-নারায়ণের ভোজনের জন্য পাঁঠা-নারায়ণকে হত্যা করবেন। তিনি সমস্ত জীবের প্রতিই অত্যন্ত দয়ালু; তাই তাঁর কোন শত্রু নেই। তিনি অত্যন্ত শান্ত। ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার এইগুলি হচ্ছে যোগ্যতা। জীব যে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে, সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্বিংশতি শ্লোকেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের নাম করার ফলে কোন ব্যক্তি যদি ক্রন্দন না করে এবং দেহে বিকার না দেখা দেয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার হৃদয় অত্যন্ত কঠোর এবং তাই ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি। আমরা যখন নিরপরাধে ভগবানের নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করি, তখন দেহের এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি প্রকাশিত হয়।

এখানে মনে রাখা উচিত যে, দশটি নাম অপরাধ রয়েছে এবং সেইগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। প্রথম অপরাধটি হচ্ছে, যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, তাঁদের নিন্দা করা। মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত হওয়ার শিক্ষা

লাভ করা অবশ্য কর্তব্য; তাই যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের মহিমা প্রচারে যুক্ত, কখনও তাঁদের নিন্দা করা উচিত নয়। এইটি সবচাইতে বড় অপরাধ। অধিকন্তু, বিষ্ণুর পবিত্র নাম পরম মঙ্গলময়, এবং তাঁর লীলাসমূহও তাঁর নাম থেকে অভিন্ন। বহু মূর্খ ব্যক্তি রয়েছে, যারা বলে যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা যায় অথবা কালী, দুর্গা কিংবা শিবের নাম কীর্তন করা যায়, কেননা তার ফল একই। কেউ যদি মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং অন্যান্য দেবতাদের নাম ও কার্যকলাপ একই স্তরের, অথবা কেউ যদি মনে করে যে, বিষ্ণুর পবিত্র নাম হচ্ছে জড় শব্দের স্পন্দন, তাহলে সেইটিও একটি অপরাধ। তৃতীয় অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের মহিমা প্রচারকারী শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা। চতুর্থ অপরাধ, পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক বলে মনে করা। পঞ্চম অপরাধ হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের দিব্য নামের কৃত্রিম মাহাত্ম্য প্রদান করে বলে মনে করা। প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, ভগবান তাঁর নাম থেকে অভিন্ন। পারমার্থিক মূল্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি হচ্ছে, এই যুগের নির্ধারিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা। ষষ্ঠ অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের দিব্য নামের কোন রকম কাল্পনিক ব্যাখ্যা প্রদান করা। সপ্তম অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের নামের বলে পাপ আচরণ করা। কেবল ভগবানের নাম উচ্চারণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সেই কথা সত্য, কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সব রকম পাপ কার্যও সে করে যেতে পারে, তাহলে সেটি একটি অপরাধের লক্ষণ। অষ্টম অপরাধ হচ্ছে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের সমান বলে মনে করা। সেইগুলি কখনই ভগবানের দিব্য নামের সমকক্ষ হতে পারে না। নবম অপরাধ হচ্ছে, যারা ভগবানের সম্বন্ধে আগ্রহী নয়, তাদের কাছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করা। দশম অপরাধ হচ্ছে, ভগবানের নাম গ্রহণের চিন্ময় পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও জড় বিষয়ের প্রতি ভ্রান্ত আসক্তি বজায় রাখা অথবা জড় দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা।

কেউ যখন এই দশটি নামাপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তখন তাঁর দেহে সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়, যাকে বলা হয় পুলকাশ্রু। পুলকের অর্থ হচ্ছে 'আনন্দানুভূতির লক্ষণ', এবং অশ্রু অর্থ হচ্ছে 'চোখের জল'। কেউ যখন নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তখন তাঁর দেহে পুলক ও চোখে অশ্রু অবশ্যই দেখা যায়। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের

মহিমা কীর্তন করার ফলে যাঁরা এই প্রকার দিব্য ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় যদি এই সমস্ত লক্ষণগুলি দেখা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এখনও তার অপরাধ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে এক চমৎকার ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পর্কে সংশোধনের উপায়স্বরূপ আদিলীলার অষ্টম অধ্যায়ের একত্রিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় অবলম্বন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তাহলে তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ২৬

তদ্বিশ্বগুর্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্বমুপেত্য যোগ-
মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

তৎ—তারপর; **বিশ্ব-গুরু**—সমগ্র বিশ্বের গুরু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **অধি-কৃতম্**—অধিকৃত; **ভুবন**—লোকসমূহের; **এক**—একা; **বন্দ্যম্**—পূজনীয়; **দিব্যম্**—চিন্ময়; **বিচিত্র**—বিশেষভাবে অলঙ্কৃত; **বিবুধ-অগ্র্য**—ভক্তদের (যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান); **বিমান**—বিমানের; **শোচিঃ**—দীপ্তিমান; **আপুঃ**—লাভ করেছে; **পরাম্**—সর্বোচ্চ; **মুদম্**—প্রসন্নতা; **অপূর্বম্**—অভূতপূর্ব; **উপেত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **যোগ-মায়া**—পরাশক্তির দ্বারা; **বলেন**—প্রভাবের দ্বারা; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **তৎ**—বৈকুণ্ঠ; **অথো'**—সেই; **বিকুণ্ঠম্**—বিষ্ণু।

অনুবাদ

এইভাবে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক মহর্ষিগণ তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে চিৎ জগতে উপরোক্ত বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছে অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সেই পরব্যোম সর্বোত্তম ভক্তদের দ্বারা চালিত পরম অলঙ্কৃত বিমানসমূহের দ্বারা দীপ্তিমান, এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা অধিকৃত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অদ্বিতীয়। তিনি সকলের ঊর্ধ্বে। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। তাই তাঁকে এখানে *বিশ্বগুরু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি সমগ্র অপরা ও পরা প্রকৃতির পরম আত্মা, এবং তাই তাঁকে বলা হয়েছে *ভুবনৈকবন্দ্যম্* , অর্থাৎ ত্রিজগতের একমাত্র আরাধ্য ব্যক্তি। চিদাকাশে বিচরণকারী বিমানগুলি স্বয়ং জ্যোতির্ময় এবং ভগবানের মহান ভক্তগণের দ্বারা সেইগুলি চালিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড় জগতে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠলোকে সেইগুলির অভাব নেই। সেইগুলি সেখানে পাওয়া যায়, তবে সেইগুলির মূল্য অনেক বেশি, কেননা সেইগুলি চিন্ময় এবং তাই নিত্য ও আনন্দময়। ঋষিগণ সেখানে এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করেছিলেন, কেননা বৈকুণ্ঠলোক কোন সাধারণ মানুষের অধিকৃত নয়, সেইগুলি মধুসূদন, মাধব, নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন নামক ইত্যাদি কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা অধিকৃত। সেই সমস্ত চিন্ময় লোক আরাধ্য, কেননা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং সেইগুলির উপর আধিপত্য করেন। এখানে বলা হয়েছে যে, ঋষিরা তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে চিন্ময় পরব্যোমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা। প্রাণায়াম ও অন্যান্য নিয়মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যোগের চরম লক্ষ্য নয়। যোগ বলতে সাধারণত অষ্টাঙ্গযোগ বা সিদ্ধিকে বোঝানো হয়। যোগসিদ্ধির ফলে মানুষ সবচাইতে হালকা থেকেও হালকা হতে পারে, এবং সবচাইতে ভারি থেকে আরও ভারি হতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে এবং ইচ্ছামতো ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে। যোগের এই রকম আটটি সিদ্ধি রয়েছে। চতুষ্কুমার-ঋষিগণ সবচাইতে হালকা থেকে আরও বেশি হালকা হয়ে জড় জগতের সীমা অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছেছিলেন। আধুনিক যান্ত্রিক অন্তরীক্ষ যান অসফল হয়েছে, কেননা সেইগুলি এই জড় সৃষ্টির সর্বোচ্চ প্রদেশেই যেতে পারে না, এবং তাই সেইগুলি অবশ্যই চিদাকাশে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যোগসিদ্ধির দ্বারা মানুষ কেবল এই জড় আকাশেই নয়, জড় জগতের সীমা অতিক্রম করে চিদাকাশে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দুর্বাসা মুনি ও মহারাজ অম্বরীষের ঘটনার মাধ্যমেও জানতে পারি। জানা যায় যে, দুর্বাসা মুনি এক বছর ধরে সর্বত্র ভ্রমণ করে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চিদাকাশে গিয়েছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গণনা অনুসারে, কেউ যদি আলোকের গতিতে ভ্রমণ করে, তাহলে এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছাতে তার ৪০,০০০ বছর লাগবে। কিন্তু যোগশক্তির প্রভাবে অনায়াসে সীমাহীনভাবে বিচরণ করা যায়। এই শ্লোকে *যোগমায়া* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। *যোগমায়াবলেন বিকুণ্ঠম্* । চিৎ জগতে যে দিব্য আনন্দ ও অন্য সমস্ত চিন্ময় প্রকাশ প্রদর্শিত হয়, সেইগুলি সম্ভব হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়ার প্রভাবে।

শ্লোক ২৭

তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ
কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্ ।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্ধ্য-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেষৌ ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—সেই বৈকুণ্ঠে; অতীত্য—অতিক্রম করে; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; ষট্—ছয়; অসজ্জমানাঃ—অধিক আকৃষ্ট না হয়ে; কক্ষাঃ—প্রাচীর; সমান—সমান; বয়সৌ—বয়স্ক; অথ—তারপর; সপ্তমায়াম্—সপ্তম দ্বারে; দেবৌ—বৈকুণ্ঠের দুজন দ্বারপাল; অচক্ষত—দেখেছিলেন; গৃহীত—গ্রহণ করে; গদৌ—গদা; পর-অর্ধ্য—সবচাইতে মূল্যবান; কেয়ূর—কঙ্কণ; কুণ্ডল—কুণ্ডল; কিরীট—মুকুট; বিটঙ্ক—সুন্দর; বেষৌ—পরিধান।

অনুবাদ

ভগবানের আবাস বৈকুণ্ঠপুরীর ছয়টি দ্বার তাঁরা অতিক্রম করলেন। সেখানকার সাজসজ্জার প্রতি একটুও আশ্চর্য অনুভব না করে, তাঁরা সপ্তম দ্বারে গদাধারী, সমবয়স্ক ও জ্যোতির্ময় দুজন দ্বারপালকে দর্শন করলেন, যাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট আদি অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষিরা বৈকুণ্ঠপুরীতে ভগবানকে দর্শন করার জন্য এতই আগ্রহী ছিলেন যে, ছয়টি দ্বার অতিক্রম করার সময় সেইগুলির অপ্রাকৃত সাজসজ্জা দর্শনে তাঁদের কোন রুচি ছিল না। কিন্তু সপ্তম দ্বারে তাঁরা দুজন সমবয়স্ক দ্বারপাল দর্শন করেছিলেন। দ্বারপালদের সমবয়স্ক হওয়ার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠলোকে বার্ধক্য নেই, তাই সেখানে বোঝা যায় না যে, কে বড় ও কে ছোট। বৈকুণ্ঠবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণেরই মতো শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দ্বারা বিভূষিত।

শ্লোক ২৮

মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ
বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে ।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়া স্ফুটনির্গমাভ্যাং
রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ ॥ ২৮ ॥

মত্ত—উন্মত্ত; দ্বি-রেফ—ভ্রমর; বন-মালিকয়া—বনমালার দ্বারা; নিবীতৌ—কণ্ঠে দোদুল্যমান; বিন্যস্তয়া—বিন্যস্ত; অসিত—নীল; চতুষ্টয়—চার; বাহু—ভুজ; মধ্যে—মধ্যে; বক্ত্রম্—মুখ; ভ্রুবা—তাঁদের ভ্রূর দ্বারা; কুটিলয়া—বঙ্কিম; স্ফুট—উৎফুল্ল; নির্গমাভ্যাম্—শ্বাস-প্রশ্বাস; রক্ত—রক্তিম; ঈক্ষণেন—চক্ষুর দ্বারা; চ—এবং; মনাক্—কিঞ্চিৎ; রভসম্—বিক্ষুব্ধ; দধানৌ—দেখেন।

অনুবাদ

সেই দ্বারপালদ্বয় মত্ত ভ্রমরবেষ্টিত বনমালার দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যা তাঁদের নীল বর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে বিন্যস্ত ছিল। তাঁদের বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি, অসন্তুষ্ট নাসাপুট ও আরক্তিম লোচনের দ্বারা উভয়কেই কিছুটা ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

তাঁদের মালাগুলি ভ্রমরদের আকৃষ্ট করছিল, কেননা তা ছিল তাজা ফুলের মালা। বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই তাজা, নতুন ও চিন্ময়। বৈকুণ্ঠবাসীদের দেহের রঙ নীলাভ এবং তাঁরা নারায়ণের মতো চতুর্ভুজ।

শ্লোক ২৯

দ্বার্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা
পূর্বা যথা পুরটবজ্রকপাটিকা যাঃ ।
সর্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ট্যা
যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশঙ্কাঃ ॥ ২৯ ॥

দ্বারি—দ্বারে; এতয়োঃ—উভয় দ্বারপাল; নিবিবিশুঃ—প্রবেশ করেছিলেন; মিষতোঃ—দর্শন করতে করতে; অপৃষ্ট্বা—জিজ্ঞাসা না করে; পূর্বাঃ—পূর্বের মতো; যথা—যেমন; পুরট—স্বর্ণ নির্মিত; বজ্র—হীরক; কপাটিকাঃ—কপাট; যাঃ—যা; সর্বত্র—সর্বত্র; তে—তাঁরা; অবিষময়া—বৈষম্য জ্ঞানরহিত; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; স্ব-দৃষ্ট্যা—স্বেচ্ছায়; যে—যিনি; সঞ্চরন্তি—বিচরণ করে; অবিহতাঃ—বাধা প্রাপ্ত না হয়ে; বিগত—বিনা; অভিশঙ্কাঃ—আশঙ্কা।

অনুবাদ

সনকাদি ঋষিদের গতি সর্বত্র অবারিত ছিল। তাঁরা 'আপন' ও 'পর', এইরূপ বৈষম্য জ্ঞানরহিত ছিলেন। উন্মুক্ত অন্তরে তাঁরা স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত অন্য ছয়টি দ্বার যেভাবে অতিক্রম করেছিলেন, সেইভাবে তাঁরা সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক মহর্ষিগণ যদিও ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, তবুও তাঁদের রূপ ছিল শিশুর মতো। তাঁদের মধ্যে কোন রকম কপটতা ছিল না, এবং অনধিকার প্রবেশের কোন রকম ভাবনা ব্যতীতই ছোট্ট শিশুর মতো তাঁরা দ্বারে প্রবেশ করেছিলেন। শিশুর প্রকৃতিই এই রকম। শিশু যে কোন স্থানে প্রবেশ করতে পারে, এবং কেউ তাকে বাধা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, কোন শিশু কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করলে, সকলে তাকে সাধারণত স্বাগত জানায়, কিন্তু তাকে যদি প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং ক্ষুব্ধ হয়। সেইটি শিশুর স্বভাব। এই ক্ষেত্রে, তাই হয়েছিল। শিশুসদৃশ মহাত্মাগণ যখন প্রাসাদের ছয়টি দরজা অতিক্রম করেছিলেন, তখন তাঁদের কেউ বাধা দেয়নি; তাই সপ্তম দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় যখন গদাধারী দ্বারীদের দ্বারা প্রতিহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় একজন সাধারণ শিশু হলে কাঁদতে শুরু করত, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সাধারণ শিশু ছিলেন না, তাই তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেই দ্বারপালদের দণ্ড দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কেননা দ্বারপালেরা এক মহা অপরাধ করেছিলেন। এমনকি আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোথাও সাধুদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় না।

শ্লোক ৩০

তান্ বীক্ষ্য বাতবসনাংশ্চতুরঃ কুমারান্
বৃদ্ধান্দশার্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্ ।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ
তেজো বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥ ৩০ ॥

তান্—তাঁদের; বীক্ষ্য—দর্শন করে; বাত-বসনান্—দিগম্বর; চতুরঃ—চার; কুমারান্—বালকগণ; বৃদ্ধান্—বৃদ্ধ; দশ-অর্ধ—পাঁচ বছর; বয়সঃ—বয়স বলে প্রতীত হয়; বিদিত—উপলব্ধি করেছেন; আত্ম-তত্ত্বান্—আত্মতত্ত্ব; বেত্রেণ—তাঁদের বেত্রের দ্বারা; চ—ও; অস্খলয়তাম্—নিষেধ করেছিলেন; অ-তৎ-অর্হণান্—তাঁদের কাছ থেকে এই রকম আশা না করে; তৌ—সেই দুই দ্বারপাল; তেজঃ—মহিমা; বিহস্য—সদাচারের বিধি উপেক্ষা করে; ভগবৎ-প্রতিকূল-শীলৌ—ভগবানের অসন্তোষকারক স্বভাব সমন্বিত।

অনুবাদ

সেই চারজন দিগম্বর বালক-ঋষিরা যদিও ছিলেন সমস্ত জীবেদের মধ্যে সবচাইতে বৃদ্ধ ও আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তবুও তাঁদের দেখতে ঠিক পাঁচ বছরের শিশুর মতো। কিন্তু ভগবানের অসন্তোষকারক স্বভাব সমন্বিত সেই দ্বারপালেরা যখন ঋষিদের দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মহিমার অবজ্ঞা করে তাঁদের পথ অবরোধ করলেন, যদিও ঋষিদের প্রতি তাঁদের এই ব্যবহার ছিল অনুচিত।

তাৎপর্য

সেই চারজন ঋষি ছিলেন ব্রহ্মার প্রথম সন্তান। তাই সমস্ত জীব এমনকি শিবেরও জন্ম হয়েছিল তাঁদের পরে, এবং তাই তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের থেকে ছোট। যদিও তাঁদের পাঁচ বছরের শিশুর মতো মনে হচ্ছিল, এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে সর্বত্র বিচরণ করতেন, তবুও কুমারেরা ছিলেন অন্য সমস্ত জীবেদের থেকে জ্যেষ্ঠ ও আত্ম-তত্ত্ববেত্তা। এই প্রকার মহাত্মাদের বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে দ্বারপালেরা তাঁদের প্রবেশ পথে বাধা দিয়েছিলেন। তা ঠিক হয়নি। ভগবান সর্বদাই কুমারদের মতো মহর্ষিদের সেবা করতে উৎসুক, কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও দ্বারপালেরা আশ্চর্যজনকভাবে দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করে তাঁদের প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তাভ্যাং মিষৎস্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ
স্বর্হত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্ ।
ঊচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ
কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

তাভ্যাম্—সেই দুই দ্বারপালের দ্বারা; **মিষৎসু**—দর্শন করার সময়; **অনিমিষেষু**—বৈকুণ্ঠবাসী দেবতাগণ; **নিষিধ্যমানাঃ**—নিবারিত হয়ে; **সু-অর্হত্তমাঃ**—সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিগণ; **হি অপি**—যদিও; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান হরির; **প্রতিহার-পাভ্যাম্**—দুই দ্বারপালের দ্বারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **সুহৃৎ-তম**—প্রিয়তম; **দিদৃক্ষিত**—দর্শনের আকাঙ্ক্ষা; **ভঙ্গে**—প্রতিহত হওয়ায়; **ঈষৎ**—অল্প; **কাম-অনুজেন**—কামের ছোট ভাই (ক্রোধের) দ্বারা; **সহসা**—হঠাৎ; **তে**—সেই মহর্ষিগণ; **উপপ্লুত**—বিক্ষুব্ধ হয়ে; **অক্ষাঃ**—নেত্র।

অনুবাদ

সবচাইতে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কুমারেরা যখন বৈকুণ্ঠস্থ দেবতাদের দৃষ্টির সমক্ষে শ্রীহরির সেই দুইজন দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হলেন, তখন তাঁদের পরম প্রিয় প্রভু ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করার গভীর আকাঙ্ক্ষার ফলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের চক্ষু সহসা রক্তিম হয়ে উঠল।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে সন্ন্যাসী গৈরিক বসন ধারণ করেন। এই গৈরিক বসন সাধু ও সন্ন্যাসীদের যে কোন স্থানে গমন করার অধিকারপত্র। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করা। যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমে রয়েছেন, তাঁদের ভগবানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তাই বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের কখনও কোথাও যেতে বাধা দেওয়া হয় না। তিনি তাঁর ইচ্ছামতো সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, এবং গৃহস্থদের কাছ থেকে যে কোন উপহার দাবি করতে পারেন। কুমারেরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে দর্শন করতে এসেছিলেন। সুহৃত্তম, বা 'সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* । ভগবানের থেকে অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জীবের আর কেউ নেই। তিনি সকলের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও তিনি কখনও কখনও স্বয়ং আসেন, যেমন এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসেছিলেন, এবং কখনও কখনও তাঁর ভক্তরূপে আসেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, এবং কখনও কখনও তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পাঠান অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধার করার জন্য। তাই তিনি হচ্ছেন সকলেরই পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এবং কুমারেরা তাঁকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। দ্বারপালদের জানা উচিত ছিল যে, চতুঃসনদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এবং তাই প্রাসাদে প্রবেশ করতে তাঁদের বাধা দেওয়া সমীচীন হয়নি।

এই শ্লোকে আলঙ্কারিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋষিদের যখন তাঁদের পরম প্রিয় ভগবানকে দর্শন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তখন কামের ছোট ভাই সহসা সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল। কামের ছোট ভাই হচ্ছে ক্রোধ। কামনা যদি পূর্ণ না হয়, তখন তার ছোট ভাই ক্রোধের উদয় হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কুমারদের মতো মহর্ষিরাও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের এই ক্রোধ ব্যক্তিগত স্বার্থে হয়নি। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন

করার জন্য তাঁদের প্রাসাদে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তাই অনেকে মনে করে যে, পূর্ণতার স্তরে ক্রোধ থাকা উচিত নয়, এই শ্লোকে সেই মতবাদ সমর্থন করা হয়নি। মুক্ত অবস্থাতেও ক্রোধ থাকে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী কুমার-ভ্রাতাগণ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কেননা ভগবানের সেবায় তাঁরা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের ক্রোধ এবং মুক্ত পুরুষের ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে যখন বাধা পড়ে, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু কুমারদের মতো মুক্ত পুরুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদনে বাধা প্রাপ্ত হলে ক্রুদ্ধ হন।

পূর্ববর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুমারেরা ছিলেন মুক্ত পুরুষ। *বিদিতাত্মতত্ত্ব* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'যিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন।' যিনি আত্মতত্ত্ব বোঝেন না, তাকে বলা হয় মূর্খ, কিন্তু যিনি আত্মা, পরমাত্মা, তাঁদের পরস্পরের সম্পর্ক এবং আত্ম-উপলব্ধির কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত, তাঁকে বলা হয় *বিদিতাত্মতত্ত্ব*। কুমারেরা যদিও ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তখন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে যায়। মুক্ত অবস্থাতেও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ চলতে থাকে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ কেবল কৃষ্ণভাবনায় সম্পাদিত হয়, আর বদ্ধ অবস্থায় তা সম্পাদিত হয় নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য।

শ্লোক ৩২

মুনয় ঊচুঃ

কো বামিহৈত্য ভগবৎপরিচর্যয়োচ্চৈ-
স্তদ্ধর্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং
কো বাত্মবৎকুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **কঃ**—কে; **বাম্**—আপনারা দুজনে; **ইহ**—এই বৈকুণ্ঠে; **এত্য**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পরিচর্যয়া**—সেবার দ্বারা; **উচ্চৈঃ**—পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের প্রভাবে বিকশিত; **তৎ-ধর্মিণাম্**—ভক্তদের; **নিবসতাম্**—বৈকুণ্ঠে বাস করে; **বিষমঃ**—অসঙ্গতিপূর্ণ; **স্বভাবঃ**—মনোভাব; **তস্মিন্**—ভগবানে; **প্রশান্ত-পুরুষে**—যিনি উদ্বেগরহিত; **গত-বিগ্রহে**—যাঁর কোন শত্রু নেই;

বাম্—আপনাদের দুজন; কঃ—কে; বা—অথবা; আত্ম-বৎ—আপনাদের মতো; কুহকয়োঃ—কপট মনোভাবসম্পন্ন; পরিশঙ্কনীয়ঃ—বিশ্বাসের অযোগ্য।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ বললেন—এই দুজন কে? যাঁরা ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে ভগবানেরই মতো গুণাবলীর বিকাশ হয়; কিন্তু ভগবানের সেবার সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এদের এই বিষম স্বভাব কেন? এরা বৈকুণ্ঠে বাস করছে কিভাবে? বৈরীভাবাপন্ন মানুষের ভগবানের ধামে প্রবেশ সম্ভব হয়েছে কিভাবে? ভগবানের কোন শত্রু নেই। তাহলে কে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে? সম্ভবত এই দুই ব্যক্তি ভণ্ড; তাই তারা অন্যদেরও তাদেরই মতো বলে মনে করে।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠবাসী ও জড় জগতের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বৈকুণ্ঠ-লোকের অধিবাসীরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা ভগবানের সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। মহাজনগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কোন বদ্ধ জীব যখন মুক্ত হয় এবং ভগবানের ভক্ত হয়, তখন তাঁর মধ্যে ভগবানের গুণাবলীর প্রায় শতকরা ঊনআশী ভাগ সদ্‌গুণ বিকশিত হয়। তাই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে কোন রকম বৈরীভাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই জড় জগতে নাগরিকেরা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হতে পারে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে সেই রকম কোন মনোভাব নেই। সমস্ত সদ্‌গুণগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত না হলে, বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া যায় না। সদ্‌গুণ কথাটির মূলতত্ত্ব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি স্বীকার করা। তাই দুজন দ্বারপাল যখন মহর্ষিদের বাধা দিয়েছিলেন, তখন তাঁদের সেই আচরণ বৈকুণ্ঠোচিত হয়নি, এবং তা দেখে সেই মহর্ষিরা বিস্মিত হয়েছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, দ্বারপালের কর্তব্য হচ্ছে কাকে প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না, তা নির্ধারণ করা। কিন্তু এই বিষয়ে তা প্রাসঙ্গিক নয়, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তির মনোভাব বিকাশ করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে পারে না। ভগবানের কোন শত্রুই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে পারে না। কুমারগণ তাই স্থির করেছিলেন যে, দ্বারপাল কর্তৃক তাঁদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, সেই দ্বারপালেরা ছিল ভণ্ড।

শ্লোক ৩৩

ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষা-
বাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং
ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য ॥ ৩৩ ॥

ন—না; হি—কারণ; অন্তরম্—ভেদভাব; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; ইহ—এখানে; সমস্ত-কুক্ষৌ—সব কিছু তাঁর উদরে অবস্থিত; আত্মানম্—জীব; আত্মনি—পরমাত্মায়; নভঃ—স্বল্প পরিমাণ আকাশ; নভসি—মহাকাশে; ইব—যেমন; ধীরাঃ—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা; পশ্যন্তি—দেখেন; যত্র—যার মধ্যে; যুবয়োঃ—তোমরা দুজনে; সুর-লিঙ্গিনোঃ—বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো বেশধারী; কিম্—কিভাবে; ব্যুৎপাদিতম্—বিশেষভাবে উৎপাদিত; হি—নিশ্চয়ই; উদর-ভেদি—দেহ ও আত্মার ভেদ; ভয়ম্—ভয়; যতঃ—কোথা থেকে; অস্য—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, ঠিক যেমন ক্ষুদ্র আকাশের সঙ্গে মহাকাশের সামঞ্জস্যের মতো। তাহলে এই সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে এই ভয়ের বীজ কেন? এই দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো বেশধারণ করেছে, কিন্তু এদের এই অসামঞ্জস্য এলো কোথা থেকে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যেমন প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে—আভ্যন্তরীণ বিভাগ এবং অপরাধ বিভাগ—তেমনই, ভগবানের সৃষ্টিতে দুটি বিভাগ রয়েছে। এই জড় জগতে যেমন আমরা দেখি যে, অপরাধ বিভাগটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগ থেকে অনেক অনেক ছোট, তেমনই এই জড় জগৎ, যাকে ভগবানের রাজ্যের অপরাধ বিভাগ বলে বিবেচনা করা হয়, তা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির এক চতুর্থাংশ। এই জড় জগতের সমস্ত জীবেরাই ন্যূনাধিক পরিমাণে অপরাধ ভাবাপন্ন, কেননা তারা ভগবানের আদেশ পালন করতে চায় না, অথবা তারা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার বিরোধী। সৃষ্টিতত্ত্ব হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান আনন্দময়, এবং তাঁর চিন্ময় আনন্দ বর্ধনের জন্য তিনি বহু হন। আমাদের মতো জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা। তাই, যখন সেই সামঞ্জস্যে কোন ত্রুটি হয়, তখনই জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে বলা হয় জড় জগৎ, এবং ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকে বৈকুণ্ঠ বা ভগবানের রাজ্য বলা হয়। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান ও সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। তাই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের সৃষ্টি পূর্ণ। সেখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। ভগবানের সমগ্র রাজ্য এমনই পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য সমন্বিত যে, সেখানে শত্রুতার কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানে সব কিছুই পরমতত্ত্ব। শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, তবুও উদরের তৃপ্তিসাধনের জন্য তারা একত্রে কার্য করে, এবং একটি যন্ত্রে যেমন হাজার হাজার অংশ থাকে, তবুও যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য তারা সম্মিলিতভাবে কার্য করে, তেমনই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ, এবং সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরাই সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত।

মায়াবাদী বা নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলে যে, ছোট আকাশ বা ঘটাকাশ এবং মহাকাশ এক, কিন্তু এই ধারণাটি যুক্তিহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাকাশ ও ঘটাকাশের এই দৃষ্টান্তটি মানুষের দেহেও প্রযোজ্য। দেহটি হচ্ছে মহাকাশ এবং অস্ত্র আদি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ক্ষুদ্র আকাশের মতো। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমগ্র দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশরূপে অধিকার করে থাকলেও, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র সৃষ্টি, এবং আমাদের মতো সৃষ্ট জীবেরা, অথবা অন্য যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা সবই হচ্ছে সেই বৃহৎ শরীরের ক্ষুদ্র অংশ। দেহের অংশ কখনই সমগ্র দেহের সমান নয়। তা কখনই সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা চিরকালই তাঁর বিভিন্ন অংশ। মায়াবাদী দার্শনিকদের মতে, মায়ার প্রভাবে জীব নিজেকে অংশ বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে পরম পূর্ণের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। পূর্ণের সঙ্গে অংশের ঐক্য গুণগতভাবে। আয়তনগতভাবে ক্ষুদ্র আকাশ ও মহাকাশ এক হতে পারে না, কেননা ক্ষুদ্র আকাশ কখনও মহাকাশ হয়ে যায় না।

বৈকুণ্ঠলোকে ভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার রাজনীতির কোন প্রয়োজন হয় না, কেননা সেখানে ভগবান এবং সেখানকার অধিবাসীদের স্বার্থ এক হওয়ায়, সেখানে কোন রকম ভয় নেই। *মায়া* মানে হচ্ছে জীব ও ভগবানের মধ্যে অসামঞ্জস্য, এবং বৈকুণ্ঠের অর্থ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের ভরণপোষণ এবং সংরক্ষণ করেন, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা।

কিন্তু মূর্খ মানুষেরা পরম আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় *মায়া*। কখনও কখনও তারা ভগবান বলে যে কেউ আছেন, তাই স্বীকার করতে চায় না। তারা বলে, "সব কিছুই শূন্য"। আবার কখনও কখনও তারা অন্যভাবে তাঁকে অস্বীকার করে বলে—"ভগবান থাকতে পারে, কিন্তু তার কোন রূপ নেই।" এই দুটি ধারণারই উদয় হয় জীবের বিদ্রোহী মনোভাব থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিদ্রোহী মনোভাব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতে অসামঞ্জস্য থাকবেই।

সামঞ্জস্য অথবা অসামঞ্জস্য অনুভব করা যায় কোন বিশেষ স্থানের আইন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে। ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া আইন ও শৃঙ্খলা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে, ধর্ম মানে হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অন্য সমস্ত ধর্মের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ গ্রহণ কর।" এইটি হচ্ছে ধর্ম। কেউ যখন পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা এবং পরম ঈশ্বর, তখন তিনি সেই অনুসারে কার্য করেন, সেইটি হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। যা কিছু এই তত্ত্বের বিরোধী, তা ধর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, "অন্য সমস্ত ধর্মের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ কর।" চিৎ জগতে কৃষ্ণভক্তির এই ধর্মতত্ত্ব সামঞ্জস্য সহকারে পালন করা হয়, তাই সেই জগৎকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ। সেই তত্ত্ব যদি এখানে পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে এই জগৎও বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। সেই সত্য যে কোন সমাজ বা সংঘের বেলায়ও প্রযোজ্য, যেমন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ—যদি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা বিশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করেন, ভগবদ্গীতার আদর্শ অনুসারে সামঞ্জস্য সহকারে বসবাস করেন, তাহলে তাঁরা আর এই জড় জগতে বাস করছেন না, তাঁরা বাস করছেন বৈকুণ্ঠলোকে।

শ্লোক ৩৪

তদ্বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্তুঃ
কর্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্ ।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা
পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র ॥ ৩৪ ॥

তৎ—তাই; **বাম্**—এই দুজনকে; **অমুষ্য**—তাঁর; **পরমস্য**—পরম; **বিকুণ্ঠ-ভর্তুঃ**—বৈকুণ্ঠ-অধিপতি; **কর্তুম্**—প্রদান করার জন্য; **প্রকৃষ্টম্**—লাভ; **ইহ**—এই অপরাধের

বিষয়ে; **ধীমহি**—আমরা বিবেচনা করি; **মন্দ-ধীভ্যাম্**—যাদের বুদ্ধিমত্তা মন্দ; **লোকান্**—জড় জগতের; **ইতঃ**—এই স্থান (বৈকুণ্ঠ) থেকে; **ব্রজতম্**—যাও; **অন্তর-ভাব**—ভেদ ভাব; **দৃষ্ট্যা**—দর্শন করার ফলে; **পাপীয়সঃ**—পাপী; **ত্রয়ঃ**—তিন; **ইমে**—এই; **রিপবঃ**—শত্রুগণ; **অস্য**—জীবাত্মার; **যত্র**—যেখানে।

অনুবাদ

তাই আমরা বিচার করে দেখব, এই দুজন কলুষিত ব্যক্তিদের কিভাবে দণ্ড দেওয়া উচিত। এই দণ্ডবিধান উপযুক্ত হওয়া উচিত, যার ফলে পরিণামে এদের উপকার হবে। যেহেতু এরা বৈকুণ্ঠে ভেদ ভাব দর্শন করছে, তাই তারা কলুষিত এবং এদের এখান থেকে জড় জগতে স্থানান্তরিত করা উচিত, যেখানে জীবদের তিন প্রকার শত্রু রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি শ্লোকে শুদ্ধ জীবাত্মার এই জড় জগতে বর্তমান পরিস্থিতিতে আসার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের অপরাধীদের দণ্ড দেওয়ার বিভাগ। উল্লেখ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ জীব শুদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু যখনই সে অশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তার আর সামঞ্জস্য থাকে না। কলুষিত হওয়ার ফলে তাকে জোর করে এই জড় জগতে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে জীবের কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি শত্রু রয়েছে। জীবের এই তিনটি শত্রু জীবকে জড় জগতে থাকতে বাধ্য করে, এবং কেউ যখন এদের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য হন। তাই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সুযোগের অভাব হলে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ করার জন্য লোভ করা উচিত নয়। এই শ্লোকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই দ্বারপালকে জড় জগতে পাঠানো উচিত হবে, যেখানে অপরাধীদের বাস করতে দেওয়া হয়। যেহেতু অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ক্রোধ এবং অনর্থক কাম, তাই যারা এই তিনটি রিপুর দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা কখনই বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারে না। মানুষের উচিত ভগবদ্গীতার অনুশীলন করা এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বলোক মহেশ্বররূপে স্বীকার করা। তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টার পরিবর্তে, পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অনুশীলন করা। কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা মানুষকে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে সাহায্য করবে।

শ্লোক ৩৫

তেষামিতীরিতমুভাববধার্য ঘোরং
তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎ-
পাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥

তেষাম্—চার কুমারদের; ইতি—এইভাবে; ঈরিতম্—উচ্চারিত; উভৌ—উভয় দ্বারপাল; অবধার্য—বুঝতে পেরে; ঘোরম্—ভয়ানক; তম্—তা; ব্রহ্ম-দণ্ডম্—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; অনিবারণম্—অনিবার্য; অস্ত্র-পূগৈঃ—কোন অস্ত্রের দ্বারা; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; অনুচরৌ—ভক্তগণ; উরু—অত্যন্ত; বিভ্যতঃ—ভীত হয়েছিল; তৎ-পাদ-গ্রহৌ—তাঁদের পায়ে ধরে; অপততাম্—নিপতিত হয়েছিল; অতি-কাতরেণ—অত্যন্ত কাতরভাবে।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠের সেই দুইজন দ্বারপাল, যাঁরা অবশ্যই ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন যে, সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে কাতরভাবে সেই মুনিদের পায়ে ধরে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন, কেননা কোন অস্ত্রের দ্বারাও ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিবারণ করা যায় না।

তাৎপর্য

যদিও ঘটনাক্রমে সেই ব্রাহ্মণদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে দ্বারপালেরা ভুল করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা তৎক্ষণাৎ অভিশাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অনেক প্রকার অপরাধের মধ্যে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে সব থেকে বড় অপরাধ। যেহেতু বৈকুণ্ঠের দ্বারপালেরা ছিলেন ভক্ত, তাই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, এবং চার কুমারেরা যখন তাঁদের অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্লোক ৩৬

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো
যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্ ।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥ ৩৬ ॥

ভূয়াৎ—হোক; অঘোনি—পাপীদের জন্য; ভগবদ্ভিঃ—আপনাদের দ্বারা; অকারি—করা হয়েছে; দণ্ডঃ—দণ্ড; যঃ—যা; নৌ—আমাদের সম্পর্কে; হরেত—বিনাশ করা উচিত; সুর-হেলনম্—মহান দেবতাদের অবহেলা; অপি—নিশ্চয়ই; অশেষম্—অসীম; মা—না; বঃ—আপনাদের; অনুতাপ—অনুতাপ; কলয়া—স্বল্প মাত্রায়; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; স্মৃতি-ঘ্নঃ—স্মৃতির বিনাশ; মোহঃ—মোহ; ভবেৎ—হওয়া উচিত; ইহ—এই মূর্খজীবনে; তু—কিন্তু; নৌ—আমাদের; ব্রজতোঃ—যারা যাচ্ছে; অধঃ অধঃ—ক্রমশ অধোগামী জড় জগতে।

অনুবাদ

ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে দ্বারপালেরা বললেন—আপনাদের মতো মহর্ষিদের সম্মান না করার দরুন আপনারা যে আমাদের দণ্ড দিয়েছেন, তা উচিতই হয়েছে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের অনুতাপ দর্শন করে আপনারা এই অনুগ্রহ করুন, আমাদের উত্তরোত্তর অধোগামী হওয়ার সময়েও যেন ভগবৎ বিস্মৃতিজনিত মোহ আমাদের অভিভূত না করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত যে কোন প্রকার কঠোর দণ্ড সহ্য করতে পারেন, কিন্তু ভগবৎ বিস্মৃতি সহ্য করতে পারেন না। সেই দুইজন দ্বারপাল ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাঁদের প্রতি যে দণ্ডবিধান করা হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা সেই মহর্ষিদের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে না দেওয়ার ফলে, তাঁরা যে মহা অপরাধ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। পশুযোনিসহ নিম্নতম যোনিতে ভগবৎ বিস্মৃতি অত্যন্ত প্রবল। দ্বারপালেরা জানতেন যে, তাঁরা জড় জগৎরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন, এবং তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, তাঁরা নিম্নতম যোনিতে অধঃপতিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যেতে পারেন। তাই তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন যে, সেই অভিশাপের ফলে যেই যোনিতেই তাঁরা জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাতে যেন তা না হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ঊনবিংশতি ও বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যারা ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারা জঘন্য যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সমস্ত মূর্খেরা জন্ম-জন্মান্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারে না, এবং তাই তারা নিরন্তর অধঃপতিত হতে থাকে।

শ্লোক ৩৭

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ
স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্যহৃদ্যঃ ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা-
মন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; তদা এব—তৎক্ষণাৎ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অরবিন্দ-নাভঃ—পদ্মনাভ; স্বানাম্—তাঁর ভৃত্যদের; বিবুধ্য—জানতে পেরে; সৎ—মহর্ষিদের; অতিক্রমম্—অপমান; আর্য—ধার্মিকদের; হৃদ্যঃ—আনন্দ; তস্মিন্—সেখানে; যযৌ—গিয়েছিলেন; পরমহংস—পরমহংস; মহা-মুনীনাম্—মহর্ষিদের দ্বারা; অন্বেষণীয়—অন্বেষণের যোগ্য; চরণৌ—পাদপদ্ম-যুগল; চলয়ন্—পদব্রজে গমন করেছিলেন; সহ-শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবীসহ।

অনুবাদ

নাভি থেকে পদ্ম উদ্ভূত হওয়ার ফলে যাঁর নাম পদ্মনাভ, এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভৃত্যেরা মহর্ষিদের অপমান করেছেন। সেই মুহূর্তে পরমহংস মুনিদের অন্বেষণীয় চরণ-যুগল চালন করতে করতে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর ভক্তদের কখনও বিনাশ হবে না। তাঁর দ্বারপালদের সঙ্গে মহর্ষিদের কলহ যে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর স্বীয় স্থান থেকে বেরিয়ে এসে, সেই পরিস্থিতি আর অধিক গুরুতর হতে না দেওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাতে তাঁর ভক্ত দ্বারপালেরা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে না যায়।

শ্লোক ৩৮

তং ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুম্ভি-
স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্ ।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল-
চ্ছুভ্রাতপত্রশশিকেসরশীকরাম্বুম্ ॥ ৩৮ ॥

তম্—তাঁকে; তু—কিন্তু; আগতম্—আগত; প্রতিহৃত—বাহিত; ঔপয়িকম্—উপকরণ; স্ব-পুম্ভিঃ—তাঁর পার্ষদদের দ্বারা; তে—মহর্ষিগণ (কুমারগণ); অচক্ষত—দর্শন করেছিলেন; অক্ষ-বিষয়ম্—দর্শনের বিষয়; স্ব-সমাধি-ভাগ্যম্—কেবল সমাধির দ্বারা দর্শনীয়; হংস-শ্রিয়োঃ—শ্বেত হংসের মতো সুন্দর; ব্যজনয়োঃ—চামর; শিব-বায়ু—অনুকূল বায়ু; লোলৎ—গতিশীল; শুভ্র-আতপত্র—শ্বেত ছত্র; শশি—চন্দ্র; কেসর—মুক্তা; শীকর—বিন্দু; অম্বুম্—জল।

অনুবাদ

পূর্বে যাঁকে কেবল সমাধিযোগে তাঁদের হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে সনক প্রমুখ ঋষিগণ তাঁদের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। তিনি যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁর পার্ষদেরা ছত্র, পাদুকা আদি উপকরণসহ তাঁর সঙ্গে আসছিলেন। তাঁর দুই পার্শ্বে হংসের মতো শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয় এবং মস্তকে ছত্র শোভিত ছিল। চার পাশে মুক্তা বিলম্বিত ছত্র বায়ু সঞ্চারে সঞ্চালিত হচ্ছিল, এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণ চন্দ্র থেকে অমৃতের বিন্দু বায়ুর প্রবাহে ঝরে পড়ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা *অচক্ষতাক্ষ-বিষয়ম্* শব্দটি পাচ্ছি। সাধারণ দৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু তিনি এখন কুমারদের নয়নগোচর হয়েছেন। এখানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *সমাধিভাগ্যম্* । ধ্যানীদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাঁরা যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিষ্ণুরূপে ভগবানকে দর্শন করেন। কিন্তু, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করাটি অন্য ব্যাপার। সেইটি কেবল শুদ্ধ ভক্তদের পক্ষেই সম্ভব। তাই ছত্র, চামর আদি উপকরণ ধারণকারী পার্ষদ পরিবৃত হয়ে ভগবানকে আসতে দেখে, কুমারেরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। ভগবানকে এইভাবে চাক্ষুষ দর্শন করে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, ভগবৎ প্রেমের প্রভাবে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে, ভক্তেরা তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর শ্যামসুন্দর রূপে সর্বদাই দর্শন করেন। কিন্তু তাঁরা যখন আরও উন্নত হন, তখন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে দর্শন করেন। সাধারণ মানুষের কাছে ভগবান দৃশ্যমান নন; কিন্তু কেউ যখন তাঁর দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং জিহ্বার দ্বারা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ও ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করার মাধ্যমে নিজে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন ধীরে ধীরে ভগবান তাঁর কাছে

নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে ভগবানকে দর্শন করেন, এবং আরও উন্নত স্তরে, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে তাঁরা দর্শন করেন, ঠিক যেভাবে আমাদের চারিপাশের অন্য সমস্ত বস্তু আমরা দর্শন করতে পারি।

শ্লোক ৩৯

কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম
স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্ ।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

কৃৎস্ন-প্রসাদ—সকলকে আশীর্বাদ করে; *সু-মুখম্*—মঙ্গলময় মুখমণ্ডল; *স্পৃহণীয়*—বাঞ্ছনীয়; *ধাম*—আশ্রয়; *স্নেহ*—স্নেহ; *অবলোক*—অবলোকন করে; *কলয়া*—অংশ প্রকাশের দ্বারা; *হৃদি*—হৃদয় অভ্যন্তরে; *সংস্পৃশন্তম্*—স্পর্শ করে; *শ্যামে*—শ্যাম বর্ণ ভগবানকে; *পৃথৌ*—প্রশস্ত; *উরসি*—বক্ষ; *শোভিতয়া*—অলঙ্কৃত হয়ে; *শ্রিয়া*—লক্ষ্মীদেবী; *স্বঃ*—স্বর্গলোক; *চূড়া-মণিম্*—শীর্ষ; *সুভগয়ন্তম্*—সৌভাগ্য বিস্তার করে; *ইব*—মতো; *আত্ম*—পরমেশ্বর ভগবান; *ধিষ্ণ্যম্*—নিবাস।

অনুবাদ

ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস। তাঁর মঙ্গলময় উপস্থিতি সকলের কল্যাণের জন্য, এবং তাঁর স্নেহপূর্ণ হাস্য ও দৃষ্টিপাত হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করে। ভগবানের সুন্দর দেহের বর্ণ হচ্ছে শ্যাম, এবং তাঁর প্রশস্ত বক্ষ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, যিনি স্বর্গলোকের শীর্ষ স্থান সমগ্র চিন্ময় জগৎকে গৌরবান্বিত করেন। এইভাবে মনে হচ্ছিল যেন ভগবান স্বয়ং তাঁর চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য বিতরণ করছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন এসেছিলেন, তখন তিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখম্* । ভগবান জানতেন যে, এমনকি অপরাধী দ্বারপালেরাও ছিলেন তাঁর শুদ্ধ ভক্ত, যদিও ঘটনাক্রমে তাঁরা অন্য ভক্তদের চরণে অপরাধ করে ফেলেছেন। কোন ভক্তের প্রতি অপরাধ করা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে মত্ত

হস্তীকে খুলে ছেড়ে দেওয়ার মতো; কোন মত্ত হস্তী যখন একটি বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সেখানকার সমস্ত গাছপালাগুলিকে পদদলিত করে। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ ভক্তিমার্গে ভক্তের স্থিতিকে বধ করে। ভগবানের পক্ষে কোন রকম অপরাধ-ভাব ছিল না, কেননা তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের কোন রকম অপরাধ তিনি গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তকে সব সময় সাবধান থাকতে হয়, যাতে অন্য কোন ভক্তের চরণে অপরাধ না হয়ে যায়। ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী, এবং তাঁর ভক্তের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুকূল, তাই তিনি অপরাধী এবং যাঁদের চরণে অপরাধ করা হয়েছিল, তাঁদের উভয়েরই প্রতি কৃপাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ভগবানের এই মনোভাবের কারণ হচ্ছে তাঁর অপরিমিত অপ্রাকৃত গুণাবলী। ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রসন্ন মনোভাব এতই আনন্দদায়ক এবং মর্মস্পর্শী যে, তাঁর মৃদু হাস্যও তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। সেই আকর্ষণ কেবল এই জগতের উচ্চতর লোকের জন্যই মহিমান্বিত ছিল না, অধিকন্তু তারও অতীত চিন্ময় জগতের জন্যও মহিমামণ্ডিত ছিল। জড় জগতের উচ্চতর লোকের স্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষদের কোন ধারণাই নেই, যা উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অনেক বেশি উন্নত, তবুও বৈকুণ্ঠলোক এতই মনোরম এবং এতই দিব্য যে, সেই স্থানকে স্বর্গলোকের চূড়ামণি বা কণ্ঠহারের মধ্যমণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে *স্পৃহণীয়ধাম* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস কেননা তাঁর সমস্ত দিব্য গুণাবলী রয়েছে। যদিও তার কয়েকটি কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মানন্দ যারা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অন্য অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যাদের অভিলাষ হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সেবা করার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গ করা। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত সকলকেই আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি নির্বিশেষবাদীদের তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে আশ্রয় প্রদান করেন, আর বৈকুণ্ঠলোক নামক তাঁর স্বীয় ধামে তাঁর ভক্তদের আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তাঁর স্মিত হাস্যের দ্বারা এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করেন। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান শত সহস্র লক্ষ্মীদেবীদের দ্বারা নিরন্তর সেবিত হন, যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্* । এই জড় জগতে কেউ যদি লক্ষ্মীদেবীর কৃপার লেশমাত্র প্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি গৌরবান্বিত হন। অতএব আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি চিৎ জগতে ভগবানের রাজ্য কত মহিমান্বিত, যেখানে শত

সহস্র লক্ষ্মীদেবী সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। এই শ্লোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, খোলাখুলিভাবে এখানে ঘোষণা করা হয়েছে বৈকুণ্ঠলোক কোথায় অবস্থিত। সেইগুলি সূর্যমণ্ডলেরও উপরে, সমস্ত স্বর্গলোকের শীর্ষে, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক নামে পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বসীমায় অবস্থিত। চিন্ময় জগৎ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠলোক সমস্ত গ্রহমণ্ডলের শিরোভূষণ।

শ্লোক ৪০

পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা
কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪০ ॥

পীত-অংশুকে—পীত বসন পরিহিত; **পৃথু-নিতম্বিনি**—তাঁর বিশাল নিতম্বে; **বিস্ফুরন্ত্যা**—উজ্জ্বলরূপে শোভমান; **কাঞ্চ্যা**—মেখলার দ্বারা; **অলিভিঃ**—মধুকরদের দ্বারা; **বিরুতয়া**—গুঞ্জন; **বন-মালয়া**—বনমালার দ্বারা; **চ**—এবং; **বল্গু**—সুন্দর; **প্রকোষ্ঠ**—মণিবন্ধ; **বলয়ম্**—বলয়; **বিনতা-সুত**—বিনতা-পুত্র গরুড়ের; **অংসে**—স্কন্ধে; **বিন্যস্ত**—স্থাপিত; **হস্তম্**—এক হাত; **ইতরেণ**—অন্য হাতের দ্বারা; **ধুনানম্**—ঘূর্ণিত হচ্ছে; **অব্জম্**—একটি পদ্মফুল।

অনুবাদ

তাঁর বিশাল নিতম্ব প্রদেশে পীত বসনের উপর কটিভূষণ শোভা পাচ্ছে, তাঁর বক্ষস্থলে বনমালা সুশোভিত যাতে অলিকুল গুঞ্জন করে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করছিল। তাঁর সুন্দর মণিবন্ধে বলয় শোভা পাচ্ছিল, তাঁর এক হাত তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল, এবং অন্য হাতে তিনি একটি পদ্ম ঘুরাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষিরা ব্যক্তিগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে যেইভাবে দর্শন করেছিলেন, তার পূর্ণ বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। ভগবানের শ্রীঅঙ্গ পীত বসনের দ্বারা আবৃত ছিল এবং তাঁর কটিদেশ ছিল ক্ষীণ। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের বক্ষে অথবা তাঁর কোন পার্ষদের বক্ষের উপর যখন কোন ফুলের মালা থাকে, তখন গুঞ্জনরত অলিকুলও

সেখানে থাকে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণ ভক্তদের কাছে অত্যন্ত মনোরম এবং আকর্ষণীয়। ভগবানের এক হাত তাঁর বাহন গরুড়ের উপর ন্যস্ত ছিল, এবং অপর হাতে তিনি একটি পদ্মফুল ঘুরাচ্ছিলেন। এইগুলি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৪১

বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-
গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্ ।
দোর্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্ধ্য-
হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন ॥ ৪১ ॥

বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ; **ক্ষিপৎ**—শোভাকে অতিক্রম করে; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডল**—কর্ণ-কুণ্ডল; **মণ্ডন**—অলঙ্করণ; **অর্হ**—উপযুক্ত; **গণ্ড-স্থল**—কপোল; **উন্নস**—উন্নত নাসিকা; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **মণি-মৎ**—মণিমণ্ডিত; **কিরীটম্**—মুকুট; **দোঃ-দণ্ড**—তাঁর চারটি সুদৃঢ় হাত; **ষণ্ড**—সমূহ; **বিবরে**—মধ্যে; **হরতা**—মনোহর; **পর-অর্ধ্য**—অত্যন্ত মূল্যবান; **হারেণ**—কণ্ঠহার; **কন্ধর-গতেন**—তাঁর কণ্ঠকে শোভিত করেছিল; **চ**—এবং; **কৌস্তুভেন**—কৌস্তুভ মণির দ্বারা।

অনুবাদ

তাঁর মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কুণ্ডলের শোভা বর্ধনকারী গণ্ডস্থলের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, যা বিদ্যুতের শোভাকেও ধিক্কার দিচ্ছিল। তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত, এবং তাঁর মস্তক মণিময় মুকুটের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর সুদৃঢ় বাহু চতুষ্টয়ের মধ্যে এক অপূর্ব কণ্ঠহার লম্বিত ছিল, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিল।

শ্লোক ৪২

অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ
স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্ ।
মহ্যং ভবস্য ভবতাং চ ভজন্তমঙ্গং
নেমুর্নিরীক্ষ্য নবিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥

অত্র—এখানে, সৌন্দর্যের বিষয়ে; উপসৃষ্টম্—খর্ব হয়েছিল; ইতি—এইভাবে; চ—এবং; উৎস্মিতম্—তাঁর সৌন্দর্যের গর্ব; ইন্দিরায়াঃ—লক্ষ্মীদেবীর; স্বানাম্—তাঁর নিজের ভক্তদের; ধিয়া—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; বিরচিতম্—গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন; বহু-সৌষ্ঠব-আঢ্যম্—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; মহ্যম্—আমার; ভবস্য—ভগবান শিবের; ভবতাম্—আপনাদের সকলের; চ—এবং; ভজন্তম্—পূজিত; অঙ্গম্—মূর্তি; নেমুঃ—প্রণত হয়ে; নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; ন—না; বিতৃপ্ত—পরিতৃপ্ত; দৃশঃ—চক্ষু; মুদা—আনন্দভরে; কৈঃ—তাঁদের মস্তকের দ্বারা।

অনুবাদ

নারায়ণের অনুপম সৌন্দর্য তাঁর ভক্তদের বুদ্ধির দ্বারা বহু গুণে পরিবর্ধিত হয়ে এতই আকর্ষণীয় হয়েছিল যে, তা লক্ষ্মীদেবীর সবচাইতে সুন্দর হওয়ার গর্বকে খর্ব করেছিল। হে প্রিয় দেবতাগণ! এইভাবে যে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তিনি আমার, শিবের এবং তোমাদের সকলের পূজনীয়। ঋষিগণ অতৃপ্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করে আনন্দভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের মস্তক অবনত করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, পর্যাপ্তরূপে তার বর্ণনা করা যায় না। ভগবানের চিন্ময় ও জড় সৃষ্টিতে লক্ষ্মীদেবীকে সবচাইতে সুন্দর বলে বিবেচনা করা হয়; এবং তিনি নিজেকে সবচাইতে সুন্দর বলে গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্যের কাছে তাঁর সৌন্দর্য পরাভূত হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের উপস্থিতিতে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য হচ্ছে গৌণ। বৈষ্ণব কবির ভাষায় ভগবানের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, তা শত সহস্র কামদেবকে পরাভূত করে। তাই তাঁকে বলা হয় মদনমোহন। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কখনও কখনও ভগবান রাধারাণীর সৌন্দর্যে উন্মত্ত হয়ে যান। সেই পরিস্থিতিতে কবিরা বর্ণনা করে বলেছেন যে, যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, তিনি মদন-দাহ হন, বা শ্রীমতী রাধারাণীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সৌন্দর্য পরম উৎকৃষ্ট, তা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে সবচাইতে সুন্দর রূপে দর্শন করতে চান, কিন্তু গোলোক বা কৃষ্ণলোকের ভক্তেরা শ্রীমতী রাধারাণীকে কৃষ্ণের থেকেও অধিক সুন্দর রূপে দর্শন করতে চান। তার সামঞ্জস্য এইভাবে হয় যে, ভগবান ভক্তবৎসল হওয়ার ফলে তিনি এমন রূপ ধারণ করেন, যা দর্শন করে ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা

হরষিত হতে পারেন। এখানেও, মহর্ষি-ভক্ত কুমারদের জন্য ভগবান তাঁর সবচাইতে সুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাঁকে অপলক নেত্রে দর্শন করেও তাঁদের তৃপ্তি হচ্ছিল না এবং তাঁরা তাঁকে নিরন্তর আরও বেশি করে দেখতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সঙ্ক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্য—তাঁর; অরবিন্দ-নয়নস্য—পদ্ম-পলাশলোচন ভগবানের; পদ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্মের; কিঞ্জল্ক—চরণের অঙ্গুলি; মিশ্র—মিশ্রিত; তুলসী—তুলসীপত্র; মকরন্দ—সুবাস; বায়ুঃ—পবন; অন্তঃ-গতঃ—অন্তরে প্রবিষ্ট; স্ব-বিবরেণ—তাদের নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে; চকার—করেছিল; তেষাম্—কুমারদের; সঙ্ক্ষোভম্—পরিবর্তনের জন্য ক্ষোভ; অক্ষর-জুষাম্—নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্তি; অপি—যদিও; চিত্ত-তন্বোঃ—মন ও শরীর উভয়েই।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি থেকে তুলসীপত্রের সৌরভ যখন বায়ু বাহিত হয়ে, সেই ঋষিদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা তখন তাঁদের দেহ এবং মনে এক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, চার কুমারেরা নির্বিশেষবাদী বা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অদ্বৈতবাদ দর্শনের অনুগামী ছিলেন। কিন্তু, ভগবানের রূপ দর্শন করা মাত্রই তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কঠোরভাবে চেষ্টার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মানন্দ যা নির্বিশেষবাদীরা অনুভব করে থাকেন, তা ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ দর্শন করা মাত্রই পরাভূত হয়ে যায়। তুলসীর সৌরভ মিশ্রিত এবং বায়ুবাহিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সুগন্ধ তাদের মনের পরিবর্তন সাধন করেছিল; পরমেশ্বর

ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা তাঁর ভক্ত হওয়াকে শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবক হওয়া ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার থেকে শ্রেয়।

শ্লোক ৪৪

তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ-
মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্ ।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

তে—সেই মহর্ষিগণ; বৈ—নিশ্চয়ই; অমুষ্য—পরমেশ্বর ভগবানের; বদন—মুখ; অসিত—নীল; পদ্ম—কমল; কোশম্—অভ্যন্তর; উদ্বীক্ষ্য—উর্ধ্বমুখে দৃষ্টিপাত করে; সুন্দর-তর—অধিকতর সুন্দর; অধর—অধর; কুন্দ—জুঁই ফুল; হাসম্—হেসে; লব্ধ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; আশিষঃ—জীবনের উদ্দেশ্য; পুনঃ—পুনরায়; অবেক্ষ্য—অধোমুখে দৃষ্টিপাত করে; তদীয়ম্—তাঁর; অঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বম্—পাদপদ্মযুগল; নখ—নখ; অরুণ—রক্তিম; মণি—পদ্মরাগ মণি; শ্রয়ণম্—আশ্রয়; নিদধ্যুঃ—ধ্যান করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁদের কাছে নীল পদ্মকোশের মতো মনে হয়েছিল, এবং ভগবানের স্মিত হাস্য তাঁদের কাছে প্রস্ফুটিত কুন্দফুলের মতো মনে হয়েছিল। ভগবানের সেই মুখ দর্শন করে, মহর্ষিরা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁরা যখন পুনরায় তাঁকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁরা পদ্মরাগ মণির মতো রক্তিম তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নখ দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা বার বার ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ অবলোকন করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-
র্ধ্যানাস্পদং বহু মতং নয়নাভিরামম্ ।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

পুংসাম্—সেই ব্যক্তিদের; **গতিম্**—মুক্তি; **মৃগয়তাম্**—অন্বেষণকারী; **ইহ**—এই জগতে; **যোগ-মার্গৈঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা; **ধ্যান-আস্পদম্**—ধ্যানের বিষয়; **বহু**—মহান যোগীদের দ্বারা; **মতম্**—অনুমোদিত; **নয়ন**—নেত্র; **অভিরামম্**—মনোহর; **পৌংস্নম্**—মনুষ্য; **বপুঃ**—রূপ; **দর্শয়ানম্**—প্রদর্শন করে; **অনন্য**—অন্যদের দ্বারা নয়; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধি লাভ করেছিলেন; **ঔৎপত্তিকৈঃ**—নিত্য বর্তমান; **সমগৃণন্**—প্রশংসা করেছিলেন; **যুতম্**—সমন্বিত; **অষ্ট-ভোগৈঃ**—আট প্রকার ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

এইটি ভগবানের সেই রূপ যাঁর ধ্যান যোগীরা করে থাকেন, এবং এই রূপ তাঁদের কাছে পরম আনন্দদায়ক। এই রূপ কাল্পনিক নয়, বাস্তব, যা মহান যোগীরা অনুমোদন করে গেছেন। ভগবান অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেই সিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

যোগ-সিদ্ধির পন্থা এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ-মার্গের অনুগামীদের ধ্যানের বিষয় হচ্ছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত বহু যোগী রয়েছে, যারা চতুর্ভুজ নারায়ণকে তাদের ধ্যানের লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে না। তাদের কেউ কেউ নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা আদর্শ পন্থা অনুসরণকারী মহান যোগীদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। প্রকৃত যোগ-মার্গের পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা, এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত চারজন ঋষির সম্মুখে তিনি যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কোন নির্জন ও পবিত্র স্থানে উপবেশন করে, সেই চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করা। এই নারায়ণ রূপ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা বিস্তার; তাই, এই কৃষ্ণভাবনার আন্দোলন যা এখন সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে, সেটিই যোগের প্রকৃত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে সুশিক্ষিত ভক্তিযোগীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সর্বোত্তম যোগের পন্থা। যোগ অনুশীলনের সমস্ত প্রলোভন সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের পক্ষে অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করা দুষ্কর। কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান যিনি চারজন মহর্ষির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং এই অষ্ট-সিদ্ধি সমন্বিত। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের মার্গ হচ্ছে মনকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় একাগ্রীভূত করা। এই পন্থাকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কিংবা পতঞ্জলি কর্তৃক অনুমোদিত যে যোগ পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, সেইটি

আজকাল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হঠযোগ বলে পরিচিত যে যোগের অনুশীলন হচ্ছে, তা থেকে ভিন্ন। প্রকৃত যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের অনুশীলন, এবং সেই অনুশীলনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি যখন সংযত হয়, তখন মনকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ রূপে একাগ্রীভূত করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত অন্য সমস্ত বিষ্ণুরূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। ভগবদ্গীতায় ভগবানের রূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনের একাগ্রতার অভ্যাস করার জন্য মানুষকে তার মস্তক ও পিঠ এক সরল রেখায় সোজা করে রেখে বসতে হয়, এবং পবিত্র পরিবেশের প্রভাবে নির্মল হয়ে, নির্জন স্থানে অনুশীলন করতে হয়। যোগীকে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম ও বিধি পালন করতে হয়। জনাকীর্ণ নগরীতে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে, অসংযত যৌনজীবনে লিপ্ত হয়ে এবং জিহ্বার ব্যভিচারে প্রবৃত্ত থেকে কখনও যোগ অভ্যাস করা যায় না। যোগ অভ্যাসের জন্য ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম শুরু হয় জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। যিনি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও দমন করতে পারেন। জিহ্বাকে সব রকম নিষিদ্ধ আহার এবং পানীয় গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করে যোগ অভ্যাসে প্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। এইটি অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, বহু তথাকথিত যোগী যারা যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তারা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এসে যোগ অভ্যাসের প্রতি সেখানকার মানুষদের প্রবণতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারণা করে। এই সমস্ত ভণ্ড যোগীরা প্রকাশ্যে এমন কথা বলারও সাহস করে যে, মানুষ তার সুরাপানের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে ধ্যানেরও অভ্যাস করতে পারে।

পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে যোগ অভ্যাসের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু অর্জুন যোগ পদ্ধতির কঠোর বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার প্রতি তার অযোগ্যতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের কার্যকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ব্যবহারিক হওয়া এবং যোগ অনুশীলনের নামে কতকগুলি অর্থহীন কসরতের অভ্যাস করে তার মূল্যবান সময়ের অপচয় না করা। প্রকৃত যোগ হচ্ছে হৃদয়ের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ পরমাত্মার অন্বেষণ করা এবং ধ্যানের মাধ্যমে নিরন্তর তাঁকে দর্শন করা। এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানকে বলা হয় সমাধি, এবং সেই ধ্যানের বিষয় হচ্ছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ, যাঁর শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শূন্যের অথবা নির্বিশেষের ধ্যান করে, তাহলে যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে

তার অতি দীর্ঘ সময় লাগবে। আমরা কখনই নির্বিশেষ বা শূন্যে মনকে একাগ্রীভূত করতে পারি না। প্রকৃত যোগ হচ্ছে ভগবানের চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে মনকে একাগ্রীভূত করা, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, ভগবান হৃদয়ে বিরাজ করছেন। কেউ যদি তা না জেনেও থাকে, তবুও ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি কেবল মানুষদের হৃদয়েই নয়, এমনকি কুকুর ও বিড়ালের হৃদয়েও রয়েছেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।* বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তা ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি কেবল সকলের হৃদয়েই নন, পরমাণুর অভ্যন্তরেও তিনি রয়েছেন। কোন স্থানই ভগবানের উপস্থিতিরহিত অথবা শূন্য নয়। এইটি ঈশোপনিষদের বাণী। ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর প্রভুত্ব সব কিছুর উপরেই প্রযোজ্য। যেই রূপে ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান, তাঁর সেই রূপকে বলা হয় পরমাত্মা। আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, আত্মা কেবল একটি বিশেষ শরীরে বর্তমান, কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্রই বর্তমান। এই সম্পর্কে সূর্যের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুন্দর। কোন একজন ব্যক্তি কোন একটি স্থানে অবস্থান করতে পারেন, কিন্তু সূর্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত জীবের মাথার উপরে উপস্থিত। ভগবদ্গীতায় এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই, গুণগতভাবে যদিও সমস্ত জীব এবং ভগবান সমান, কিন্তু বিস্তারের আয়তনগত শক্তি অনুসারে পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। ভগবান অথবা পরমাত্মা অনন্ত কোটি বিভিন্ন রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু স্বতন্ত্র জীবাত্মা তা পারে না।

সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা প্রত্যেকের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন। উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমাত্মা জীবাত্মার সখা এবং সাক্ষীরূপে তার সঙ্গে অবস্থান করেন। ভগবান সখারূপে সর্বদাই তাঁর বন্ধু জীবাত্মাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। সাক্ষীরূপে তিনি তার সমস্ত মঙ্গলবিধান করেন, এবং তার কর্মের ফল প্রদান করেন। এই জড় জগতে জীবাত্মাকে তার বাসনা অনুসারে উপভোগ করার জন্য পরমাত্মা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দুঃখ। কিন্তু ভগবান তাঁর বন্ধু জীবাত্মাকে, যে তাঁর পুত্রও, অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে নিত্য আনন্দ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ শাশ্বত জীবন লাভ করার জন্য কেবল তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। সর্বপ্রকার যোগের সবচাইতে প্রামাণিক এবং ব্যাপকভাবে পঠিত

গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইটি হচ্ছে চরম উপদেশ। এইভাবে ভগবদ্গীতার অন্তিম উপদেশ হচ্ছে যোগের পূর্ণতা বিষয়ে অন্তিম বাণী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কৃষ্ণভাবনামৃত কি? জীবাত্মা যেমন তার চেতনার মাধ্যমে তার সমগ্র শরীরে বিদ্যমান, তেমনই পরমাত্মা তাঁর পরম চেতনার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে বিদ্যমান। সীমিত চেতনাসম্পন্ন জীবাত্মা এই পরম চেতন শক্তির অনুকরণ করে। আমার সীমিত শরীরে কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু অন্য আর একজনের শরীরে কি হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমি কিছুই অনুভব করতে পারি না। আমার চেতনার দ্বারা আমি আমার সমগ্র শরীর জুড়ে বর্তমান, কিন্তু আমার চেতনা অন্য কারোর শরীরে বিদ্যমান নয়। কিন্তু, পরমাত্মা সর্বত্র এবং সকলের অন্তরে উপস্থিত থাকার ফলে, প্রত্যেকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। আত্মা এবং পরমাত্মার এক হওয়ার যে মতবাদ তা স্বীকার করা যায় না, কেননা প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা তা প্রতিপন্ন হয়নি। স্বতন্ত্র জীবাত্মার চেতনা পরম চেতনারূপে কার্য করতে পারে না। এই পরম চেতনা কিন্তু লাভ করা সম্ভব পরমেশ্বর ভগবানের চেতনার সঙ্গে স্বতন্ত্র জীবের চেতনাকে একীভূত করার মাধ্যমে। এই একীভূত করার পন্থাকে বলা হয় শরণাগতি বা কৃষ্ণভাবনামৃত। ভগবদ্গীতার উপদেশ থেকে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, প্রথমে অর্জুন তাঁর ভাই এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু ভগবদ্গীতার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার পর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম চেতনার সঙ্গে তাঁর চেতনা একীভূত করেছিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন। কৃষ্ণভক্তির শুরুতে, সদ্গুরুর মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথেষ্ট শিক্ষা লাভের পর, কেউ যখন সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে প্রেম এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাঁর একাগ্রীভূতকরণের পন্থা আরও দৃঢ় ও নির্ভুল হয়। ভগবদ্ভক্তির এই স্তর হচ্ছে যোগের পরম পূর্ণতার স্তর। এই স্তরে, শ্রীকৃষ্ণ অথবা পরমাত্মা অন্তর থেকে নির্দেশ দেন, আর বাইরে থেকে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি সদ্গুরু কর্তৃক ভক্ত সাহায্য লাভ করেন। অন্তর থেকে চৈত্যগুরুরূপে তিনি তাঁর ভক্তকে সাহায্য করেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। ভগবান যে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন তা উপলব্ধি করাই যথেষ্ট নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অন্তরে ও বাইরে দুদিক থেকেই ভগবানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এবং কৃষ্ণভাবনায় সক্রিয় হওয়ার জন্য অন্তর থেকে ও বাইরে থেকে অবশ্যই

নির্দেশ গ্রহণ করা। সেটিই হচ্ছে মানবজীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তর এবং সমস্ত যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

সিদ্ধযোগী আট প্রকার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, সেইগুলি হচ্ছে—তিনি বায়ুর থেকে হালকা হতে পারেন, পরমাণু থেকেও ছোট হতে পারেন, পর্বতের থেকেও বিশাল হতে পারেন, তার ইচ্ছা অনুসারে তিনি সব কিছু লাভ করতে পারেন, তিনি ভগবানের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, ইত্যাদি। কিন্তু, কেউ যখন ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার শুদ্ধ অবস্থার স্তরে উন্নীত হন, তখন উল্লিখিত যে কোন জড়জাগতিক সিদ্ধির স্তরের থেকে সেই স্তর অনেক ঊর্ধ্বে। যোগ পদ্ধতির অনুশীলনে যে প্রাণায়ামের অভ্যাস করা হয় তা সাধারণত প্রাথমিক স্তরের অনুশীলন। পরমাত্মার ধ্যান করা হচ্ছে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করা হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। পাঁচ হাজার বছর আগেও ধ্যানযোগে প্রাণায়ামের অভ্যাস অত্যন্ত কঠিন ছিল, তা না হলে শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট এই পন্থা অর্জুন প্রত্যাখ্যান করতেন না। এই কলিযুগকে বলা হয় অধঃপতিত যুগ। এই যুগে সাধারণ মানুষের আয়ু অল্প এবং আত্ম-উপলব্ধি বা পারমার্থিক জীবনের উপলব্ধির ব্যাপারে তারা অত্যন্ত মন্দমতি; তারা সকলেই প্রায় ভাগ্যহীন, এবং তাই, আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে কারও যদি একটু প্রবণতা থেকেও থাকে, তাহলে নানা প্রকার প্রবঞ্চনার প্রভাবে তারা পথভ্রষ্ট হতে পারে। যোগের পূর্ণতার স্তর হৃদয়ঙ্গম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব অনুশীলন করা, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে যোগ অনুশীলনের সবচাইতে সরল এবং সর্বোত্তম পূর্ণতা। বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরাণের নির্দেশ অনুসারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ব্যবহারিকভাবে কৃষ্ণভাবনাময় যোগ-পদ্ধতির পন্থা প্রদর্শন করে গেছেন।

সবচাইতে অধিক সংখ্যক ভারতবাসীরা এই যোগ পদ্ধতির অনুশীলন করেন, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু শহরে ধীরে ধীরে তার প্রসার হচ্ছে। এই যুগের জন্য এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল এবং ব্যবহারিক, বিশেষ করে যোগ অনুশীলনে সফল হওয়ার ব্যাপারে যারা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী তাদের জন্য। এই যুগে অন্য কোন যোগের পন্থা সফল হতে পারে না। সুবর্ণ যুগ বা সত্যযুগে, ধ্যানের পন্থা সম্ভব ছিল, কেননা সেই যুগে মানুষের আয়ু ছিল শত সহস্র বৎসর। কেউ যদি ব্যবহারিক অনুশীলনে সফল হতে চান, তাহলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,

এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন, এবং তার ফলে তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন কিভাবে তাঁর প্রগতি হচ্ছে। ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণভাবনার এই অনুশীলনকে *রাজবিদ্যা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

যাঁরা সবচাইতে সাবলীল এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছেন, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমপরায়ণ হয়ে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সেবার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা হলফ করে বলতে পারেন যে, এই পন্থা কত সুখকর এবং সহজসাধ্য। সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারজন মহর্ষিও ভগবানের রূপ এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মরেণুর দিব্য সৌরভের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যা ইতিমধ্যেই ৪৩ নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

যোগ অভ্যাসে ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, কিন্তু ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনার পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে কলুষ থেকে মুক্ত করার পন্থা। ইন্দ্রিয়গুলি যখন নির্মল হয়, তখন সেইগুলি আপনা থেকেই সংযত হয়। কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে পবিত্র করা হয়, তখন সেইগুলিকে কেবল কলুষিত প্রবৃত্তি থেকেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, উপরন্তু ভগবানের দিব্য সেবাতেও যুক্ত করা যায়, যা সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার এই চারজন মহর্ষি অভিলাষ করেছিলেন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত কোন মনগড়া কৃত্রিম পন্থা নয়, এইটি ভগবদ্‌গীতার (৯/৩৪) নির্দেশিত পন্থা—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু* ।

শ্লোক ৪৬

কুমারা ঊচুঃ

যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং
সোঽদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥ ৪৬ ॥

কুমারাঃ ঊচুঃ—কুমারগণ বললেন; **যঃ**—যিনি; **অন্তর্হিতঃ**—অপ্রকাশিত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **গতঃ**—বিরাজিত; **অপি**—যদিও; **দুরাত্মনাম্**—দুরাত্মাদের কাছে; **ত্বম্**—আপনি; **সঃ**—তিনি; **অদ্য**—আজ; **এব**—নিশ্চয়ই; **নঃ**—আমাদের; **নয়ন-মূলম্**—সামনাসামনি; **অনন্ত**—হে অসীম; **রাদ্ধঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **যর্হি**—যখন; **এব**—

নিশ্চয়ই; কর্ণ-বিবরেণ—কর্ণকুহরের দ্বারা; গুহাম্—বুদ্ধি; গতঃ—প্রাপ্ত হয়েছেন; নঃ—আমাদের; পিত্রা—আমাদের পিতার দ্বারা; অনুবর্ণিত—বর্ণিত; রহাঃ—রহস্য; ভবৎ-উদ্ভবেন—আপনার আবির্ভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

কুমারগণ বললেন—হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি যদিও সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজ করেন, তবুও আপনি দুরাত্মাদের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু আপনি যদিও অনন্ত, তবুও আজ আপনাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলাম। আমাদের পিতা ব্রহ্মার যে উপদেশ আমরা কর্ণ-বিবরের দ্বারা শ্রবণ করেছিলাম, এখন আপনার কৃপাপূর্ণ উপস্থিতির ফলে আমরা তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

তাৎপর্য

তথাকথিত যে সমস্ত যোগীরা তাদের মনকে একাগ্রীভূত করে, অথবা নির্বিশেষের কিংবা শূন্যের ধ্যান করে, তাদের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে যারা ধ্যানে পারদর্শী সুদক্ষ যোগী, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে তারা খুঁজে পায় না। সেই সমস্ত ব্যক্তিদের এখানে *দুরাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যাদের হৃদয় অত্যন্ত কুটিল, অথবা যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। *দুরাত্মা* শব্দটি *মহাত্মা* শব্দটির ঠিক বিপরীত। সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা যারা প্রশস্ত-হৃদয় মহাত্মা নয়, তারা ধ্যানে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চতুর্ভুজ নারায়ণকে খুঁজে পায় না, যদিও তিনি তাদের হৃদয়ে বিরাজমান। পরমতত্ত্বের প্রাথমিক উপলব্ধি যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি, তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতির উপলব্ধিতে কারও সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। ঈশোপনিষদেও, ভক্ত প্রার্থনা করেছেন যে, তাঁর চোখের সামনে থেকে চোখ ঝলসানো ব্রহ্মজ্যোতি যেন সরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ সবিশেষ রূপ দর্শন করে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন। তেমনই, শুরুতে যদিও ভগবানের দেহ-নির্গত জ্যোতির প্রভাবে তাঁকে দেখা যায় না, তবুও ভক্ত যদি ঐকান্তিকভাবে তাঁকে দর্শন করতে চান, তাহলে ভগবান নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। ভগবদ্গীতাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদের অপূর্ণ চক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না, অপূর্ণ কর্ণ দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না, এবং অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না; কিন্তু কেউ যদি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তাহলে ভগবান তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এখানে সনৎকুমার, সনাতন, সনন্দন এবং সনক এই চারজন ঋষিকে ঐকান্তিক ভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও তাঁদের পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন, তবুও তাঁদের কাছে কেবল ব্রহ্মের নির্বিশেষ রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, তাঁরা যেহেতু ঐকান্তিকভাবে ভগবানের অন্বেষণ করেছিলেন, তাই তাঁরা অবশেষে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সবিশেষ রূপ দর্শন করেছিলেন, যা তাঁদের পিতার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল। এইভাবে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন। এখানে তাঁরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কেননা যদিও শুরুতে তাঁরা ছিলেন মূর্খ নির্বিশেষবাদী, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁরা এখন তাঁর সবিশেষ রূপ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই শ্লোকের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবান থেকে সরাসরিভাবে প্রকাশিত তাঁদের পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে ঋষিগণ শ্রবণ করার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, বলা যায় যে, ভগবান থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস এই গুরু পরম্পরার ধারা এখানে স্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু কুমারেরা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র, তাই ব্রহ্মার পরম্পরায় বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন, এবং শুরুতে যদিও তাঁরা নির্বিশেষবাদী ছিলেন, তবুও চরমে তাঁরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্ ।
যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥ ৪৭ ॥

তম্—তাঁকে; ত্বাম্—আপনি; বিদাম—আমরা জানি; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; পরম্—পরম; আত্ম-তত্ত্বম্—পরমতত্ত্ব; সত্ত্বেন—আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপের দ্বারা; সম্প্রতি—এখন; রতিম্—ভগবৎ প্রেম; রচয়ন্তম্—সৃষ্টি করে; এষাম্—তাদের সকলের; যৎ—যা; তে—আপনার; অনুতাপ—কৃপা; বিদিতৈঃ—হৃদয়ঙ্গম হয়েছে; দৃঢ়—অবিচলিত; ভক্তি-যোগৈঃ—প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে; উদ্গ্রন্থয়ঃ—আসক্তিরহিত, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত; হৃদি—হৃদয়ে; বিদুঃ—জানা হয়েছে; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; বিরাগাঃ—জড়জাগতিক জীবনের প্রতি বীতরাগ।

অনুবাদ

আমরা জানি যে, আপনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে তাঁর দিব্য রূপ প্রকাশ করেন। আপনার এই চিন্ময়, নিত্য স্বরূপ অপ্রতিহত ভক্তির মাধ্যমে লব্ধ কেবল আপনার কৃপার দ্বারাই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নির্মল-হৃদয় মহর্ষিগণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বকে তিনরূপে জানা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান। এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। চতুঃকুমারেরা যদিও তাঁদের মহামনীষী পিতা ব্রহ্মার দ্বারা উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা পরমতত্ত্বকে প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাঁরা পরমতত্ত্বকে তখনই কেবল জানতে পেরেছিলেন, যখন তাঁরা স্বচক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন অথবা হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন পরমতত্ত্বের অন্য দুটি প্রকাশ—যথা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা সম্বন্ধে—আপনা থেকেই জানা হয়ে যায়। তাই কুমারগণ প্রতিপন্ন করেছেন—*"ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বম্"*। নির্বিশেষবাদীরা তর্ক করতে পারে যে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এত সুন্দরভাবে বিভূষিত ছিলেন, তাই তিনি পরমতত্ত্ব নন। কিন্তু এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, চিন্ময় স্তরে সমস্ত বৈচিত্র্য শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বারা রচিত। জড় জগতে সত্ত্ব, রজ অথবা তম, সব কটি গুণই কলুষিত। এমনকি এই জড় জগতে সত্ত্বগুণও রজ এবং তমোগুণের ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু চিৎ জগতে রজ অথবা তমোগুণের স্পর্শ থেকে মুক্ত সত্ত্বগুণ বিরাজ করে; তাই পরমেশ্বর ভগবানের রূপ এবং তাঁর বিচিত্র লীলা ও উপকরণ সবই শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়। শুদ্ধ সত্ত্বে এই প্রকার বৈচিত্র্য ভগবান নিত্যকাল প্রদর্শন করেন তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য। ভক্তেরা কখনও পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরকে নির্বিশেষ অথবা শূন্যরূপে দর্শন করতে চান না। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, চিন্ময় জগতের পরম বৈচিত্র্য কেবল ভক্তদেরই জন্য, অন্যদের জন্য নয়, কেননা চিন্ময় বৈচিত্র্যের এই বিশেষ রূপ কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কোন প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনা অথবা আরোহ পন্থার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। বলা হয় যে, কেউ যখন অল্প মাত্রায়ও ভগবানের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি তাঁকে জানতে পারেন; তা না হলে, তাঁর কৃপা ব্যতীত, মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে জল্পনা করা সত্ত্বেও পরমতত্ত্বকে

জানতে পারবে না। ভগবদ্ভক্ত যখন সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হন, তখন তিনি এই করুণা উপলব্ধি করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে যে, যখন সমস্ত কলুষ সমূলে উৎপাটিত হয় এবং ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড় আসক্তির প্রতি বিরক্ত হন, তখনই কেবল তিনি ভগবানের এই করুণা লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে ।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৮ ॥

ন—না; আত্যন্তিকম্—মুক্তি; বিগণয়ন্তি—গ্রাহ্য করা; অপি—এমনকি; তে—সেই সমস্ত; প্রসাদম্—আশীর্বাদ; কিম্ উ—কি আর বলার আছে; অন্যৎ—অন্য প্রকার জড় সুখ; অর্পিত—প্রদান; ভয়ম্—ভয়; ভ্রুবঃ—ভ্রূর; উন্নয়ৈঃ—উত্তোলনের দ্বারা; তে—আপনার; যে—সেই ভক্তগণ; অঙ্গ—হে পরমেশ্বর ভগবান; ত্বৎ—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পদকমল; শরণাঃ—যারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে; ভবতঃ—আপনার; কথায়াঃ—মহিমা বর্ণনা; কীর্তন্য—কীর্তনের যোগ্য; তীর্থ—পবিত্র; যশসঃ—মহিমা; কুশলাঃ—অত্যন্ত নিপুণ; রস-জ্ঞাঃ—রস-তত্ত্ববিৎ।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণ এবং সব কিছু যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম, সবচাইতে বুদ্ধিমান সেই সব ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের কীর্তনীয় ও শ্রবণীয় মঙ্গলময় লীলাসমূহ শ্রবণে প্রবৃত্ত হন। এই প্রকার ব্যক্তিরা মুক্তির মতো সর্বশ্রেষ্ঠ জড়জাগতিক অনুগ্রহকেও গ্রাহ্য করেন না। অতএব অপেক্ষাকৃত কম মহত্ত্বপূর্ণ স্বর্গ-সুখের কথা কি আর বলার আছে?

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা যে চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জড় সুখভোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জড় জগতের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ নামক চতুর্বর্গের উপভোগে প্রবৃত্ত থাকে। তারা সাধারণত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে জড়জাগতিক কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য ধার্মিক

জীবন অবলম্বন করতে পছন্দ করে। সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন তারা অধিক থেকে অধিক ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় বিভ্রান্ত হয় অথবা নিরাশ হয়, তখন তারা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং তাদের ধারণায় সেটিই হচ্ছে মুক্তি। পাঁচ প্রকার মুক্তি রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ মুক্তি হচ্ছে সাযুজ্য, বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। ভক্তেরা কখনও এই প্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেননা তাঁরা হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। এমনকি তাঁরা অন্য চার প্রকার মুক্তি, যথা—ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস, তাঁর পার্ষদরূপে সান্নিধ্য লাভ, তাঁর মতো ঐশ্বর্য লাভ, এবং তাঁর মতো রূপ প্রাপ্তি—এর কোনটিই তাঁরা গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর মঙ্গলময় কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করতে চান। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে শ্রবণম্ কীর্তনম্ । যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন, তাঁরা কোন প্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। এমনকি ভগবান যদি তাঁদের সেই পঞ্চ প্রকার মুক্তি দানও করেন, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা স্বর্গলোকে স্বর্গসুখ উপভোগ করার অভিলাষ করে, কিন্তু ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ এই প্রকার জড় সুখভোগ প্রত্যাখ্যান করেন। ভগবদ্ভক্ত এমনকি ইন্দ্র-পদের জন্যও পরোয়া করেন না। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, জড় সুখভোগের যে কোন পদই কালের প্রভাবে কোন না কোন সময় ধ্বংস হবে। এমনকি কেউ যদি ইন্দ্র, চন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতার পদও প্রাপ্ত হন, কালের কোন স্তরে তা অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। ভক্ত কখনই এই প্রকার অনিত্য সুখের প্রতি আগ্রহী হন না। বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, কখনও কখনও ইন্দ্র এবং ব্রহ্মারও অধঃপতন হয়, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় ধাম থেকে ভগবদ্ভক্তের কখনও অধঃপতন হয় না। ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ শ্রবণ করার মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদনের এই অপ্রাকৃত স্থিতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও অনুমোদন করে গেছেন। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আলোচনা করছিলেন, তখন পারমার্থিক উপলব্ধি সম্বন্ধে রামানন্দ রায় বিবিধ প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে একটিকে গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা। এই পন্থাটি সকলেরই গ্রহণীয়, বিশেষ করে এই যুগে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করা। সেটিই মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৪৯

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত ।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ৪৯ ॥

কামম্—যথেষ্ট; ভবঃ—জন্ম; স্ব-বৃজিনৈঃ—আমাদের পাপপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা; নিরয়েষু—নিম্ন যোনিতে; নঃ—আমাদের; স্তাৎ—হোক; চেতঃ—মন; অলি-বৎ—ভ্রমরসদৃশ; যদি—যদি; নু—হতে পারে; তে—আপনার; পদয়োঃ—আপনার চরণারবিন্দে; রমেত—রত; বাচঃ—বচন; চ—এবং; নঃ—আমাদের; তুলসী-বৎ—তুলসীপত্রের মতো; যদি—যদি; তে—আপনার; অঙ্ঘ্রি—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; শোভাঃ—সৌন্দর্যমণ্ডিত; পূর্যেত—পূরণ করা হয়; তে—আপনার; গুণ-গণৈঃ—চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা; যদি—যদি; কর্ণ-রন্ধ্রঃ—কর্ণ-বিবর।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের হৃদয় এবং মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থাকে, তুলসীদল যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হওয়ার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনই আমাদের বাণীও যেন আপনার লীলাসমূহ বর্ণনা করার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, এবং আমাদের কর্ণ-বিবর যেন আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলীর কীর্তনে সর্বদা পূর্ণ থাকে, তাহলে যে কোন নারকীয় পরিস্থিতিতে আমাদের জন্ম হোক না কেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

তাৎপর্য

চার জন ঋষি এখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁদের বিনম্র প্রার্থনা নিবেদন করছেন। ক্রোধের বশীভূত হয়ে ভগবানের অন্য দুই জন ভক্তকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে তাঁরা এখন অনুতপ্ত। জয় এবং বিজয়—এই দুই দ্বারপাল বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে তাঁদের বাধা দিয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু সেই চার জন ঋষি ছিলেন বৈষ্ণব, এবং তাই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অভিশাপ দেওয়া তাঁদের উচিত হয়নি। এই ঘটনার পর, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবানের ভক্তদের অভিশাপ দিয়ে তাঁরা ভুল করেছিলেন, এবং

তাই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, নারকীয় জীবনেও যেন তাঁদের চিত্ত ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা থেকে বিচলিত না হয়। ভগবদ্ভক্ত জীবনের কোন অবস্থাতেই ভয়ভীত হন না, যদি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারেন। যাঁরা *নারায়ণ-পর* বা নারায়ণের ভক্ত, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (ভাঃ ৬/১৭/২৮)। তাঁরা নরকে যেতেও ভয় পান না, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে, তাঁদের কাছে স্বর্গ ও নরক উভয়ই সমান। জড় জগতে স্বর্গ ও নরক উভয়ই এক, কেননা উভয় স্থানই জড়; এবং উভয় স্থানেই ভগবানের সেবা-বৃত্তি নেই। তাই, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কখনও স্বর্গ ও নরকের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন না। জড়বাদীরাই কেবল একটি থেকে অন্যটিকে অধিক পছন্দ করে।

এই চার জন ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভক্তদের অভিশাপ দেওয়ার ফলে যদিও তাঁদের হয়তো নরকে যেতে হতে পারে, তবুও তাঁরা যেন ভগবানের সেবা করার কথা ভুলে না যান। ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা তিনভাবে সম্পাদন করা যায়—দেহের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা। এখানে ঋষিগণ প্রার্থনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁদের বাণী যেন সর্বদাই নিযুক্ত থাকে। কেউ আলঙ্কারিক ভাষায় খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন, অথবা কেউ ব্যাকরণের দ্বারা শুদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত বাণীর প্রয়োগে দক্ষ হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সেই বাণী যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না হয়, তাহলে তার কোন মাধুর্য এবং প্রকৃত উপযোগিতা থাকে না। এখানে তুলসীপত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তুলসীপত্র ঔষধি ও বীজাণুনাশকরূপেও অত্যন্ত উপযোগী। তুলসীপত্রকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তা অর্পণ করা হয়। তুলসীপত্রের অসংখ্য গুণ রয়েছে, কিন্তু, তা যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করা না হত, তাহলে তুলসীর খুব একটা মূল্য অথবা মহত্ত্ব থাকত না। তেমনই, আলঙ্কারিক এবং বৈয়াকরণিক দৃষ্টিতে কেউ হয়তো খুব সুন্দর ভাষণ দিতে পারেন, যা জড়বাদী শ্রোতাদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে, কিন্তু বাণী যদি ভগবানের সেবায় নিবেদিত না হয়, তাহলে তা অর্থহীন। কর্ণ-বিবর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং তা যে কোন নগণ্য শব্দের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে, তাহলে ভগবানের মহিমার মতো মহান শব্দ-তরঙ্গ তা গ্রহণ করবে কি করে? তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, কর্ণ-রন্ধ্র আকাশের মতো। আকাশকে যেমন কখনও পূরণ করা যায় না, তেমনই কর্ণের এমন একটি গুণ রয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকার শব্দ-তরঙ্গ তাতে ঢালা হলেও, তা আরও শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করতে সক্ষম। ভগবদ্ভক্ত

নরকে যেতে ভয় পান না যদি নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ থাকে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার এইটি লাভ। যে কোন পরিস্থিতিতেই মানুষকে রাখা হোক না কেন, ভগবান তাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। জীবনের যে কোন অবস্থায় মানুষ যদি এই মহামন্ত্র কীর্তন করে, তাহলে সে কখনও অসুখী হবে না।

শ্লোক ৫০

প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাদুশ্চকর্থ—আপনি প্রকাশ করেছেন; **যৎ**—যা; **ইদম্**—এই; **পুরুহূত**—হে বিপুলভাবে পূজিত; **রূপম্**—নিত্য রূপ; **তেন**—সেই রূপের দ্বারা; **ঈশ**—হে ভগবান; **নির্বৃতিম্**—তৃপ্তি; **অবাপুঃ**—লাভ করেছেন; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **দৃশঃ**—দৃষ্টি; **নঃ**—আমাদের; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ইদম্**—এই; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ইৎ**—কেবল; **বিধেম**—আমাদের অর্পণ করতে দেওয়া হোক; **যঃ**—যিনি; **অনাত্মনাম্**—যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন; **দুরুদয়ঃ**—যাঁকে দেখা যায় না; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতীতঃ**—তাঁকে আমরা দর্শন করেছি।

অনুবাদ

হে প্রভু! তাই আমরা আপনার শাশ্বত ভগবৎ স্বরূপকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। ভাগ্যহীন, মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা আপনার অপ্রাকৃত নিত্য স্বরূপ দর্শন করতে পারে না, কিন্তু সেই রূপ দর্শন করে আমাদের মন এবং নেত্র পরম তৃপ্তি অনুভব করেছে।

তাৎপর্য

চার জন ঋষি তাঁদের পারমার্থিক জীবনের শুরুতে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, কিন্তু পরে, তাঁদের পিতা এবং গুরু ব্রহ্মার কৃপায় ভগবানের নিত্য, চিন্ময়স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁরা

অবগত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার অন্বেষণ করে যে সমস্ত পরমার্থবাদী, তারা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত নয়, এবং তাদের অন্য আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাদের মন সন্তুষ্ট হলেও, পারমার্থিক বিচারে তাদের নেত্র তৃপ্ত নয়। কিন্তু, সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যখনই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁরা সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে যান। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তাঁরা ভগবানের ভক্তে পরিণত হন এবং নিরন্তর ভগবানের রূপ দর্শন করতে চান। ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা যাঁদের চক্ষু রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরা নিরন্তর ভগবানের শাশ্বত স্বরূপ দর্শন করেন। এই সম্পর্কে *অনাত্মনাম্*, এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং তার অর্থ হচ্ছে যাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই তারা কেবল অনুমান করে এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের শাশ্বত স্বরূপ দর্শন করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীদের কাছ থেকে ভগবান সর্বদা যোগমায়ার যবনিকার আড়ালে নিজেকে গোপন করে রাখেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন যদিও সকলেই তাঁকে দর্শন করেছিল, তবুও নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীরা তাঁকে দর্শন করতে পারেনি, কেননা তারা ভক্তিরূপ দৃষ্টি-শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিল। নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীদের মতে, ভগবানের যদিও কোন বিশেষ রূপ নেই, তবুও তিনি যখন মায়ার সংস্পর্শে আসেন, তখন তিনি কোন বিশেষ রূপ ধারণ করেন। নির্বিশেষবাদী এবং তথাকথিত যোগীদের এই ধারণাটি পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ দর্শন থেকে তাদের বঞ্চিত করে। তাই, ভগবান সর্বদাই এই প্রকার অভক্তদের দৃষ্টি-শক্তির অতীত। চারজন ঋষি ভগবানের প্রতি এতই কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে বার বার তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবদ্ধামের বর্ণনা' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

ইতি তদ্ গৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্মিণাম্ ।
প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; ইতি—এইভাবে; তৎ—বাণী; গৃণতাম্—প্রশংসা করে; তেষাম্—তাঁদের; মুনীনাম্—সেই চারজন ঋষির; যোগ-ধর্মিণাম্—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় রত; প্রতিনন্দ্য—ধন্যবাদ দিয়ে; জগাদ—বলেছিলেন; ইদম্—এই বাণী; বিকুণ্ঠ-নিলয়ঃ—যাঁর ধাম কুণ্ঠারহিত; বিভুঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—ঋষিদের সুন্দর বাণীর প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ তৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বক্রাতামতিক্রমম্ ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; এতৌ—এই দুইজন; তৌ—তারা; পার্ষদৌ—পরিচারকেরা; মহ্যম্—আমার; জয়ঃ—জয় নামক; বিজয়ঃ—বিজয় নামক;

এব—নিশ্চয়ই; চ—এবং; কদর্থী-কৃত্য—অবজ্ঞা করে; মাম্—আমাকে; যৎ—যা; বঃ—আপনাদের বিরুদ্ধে; বহু—অত্যন্ত; অক্রাতাম্—করেছে; অতিক্রমম্—অপরাধ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—জয় এবং বিজয় নামক আমার এই পার্ষদেরা আমাকে অবজ্ঞা করার ফলে আপনাদের প্রতি মহা অপরাধ করেছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করা একটি মস্ত বড় অন্যায়। এমনকি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও জীবের অপরাধ করার সম্ভাবনা থাকে, তবে পার্থক্যটি এই যে, ঘটনাক্রমে কেউ যদি বৈকুণ্ঠলোকে অপরাধ করেন, তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবান এবং তাঁর সেবকের ব্যবহারে এইটি একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব, যা জয় এবং বিজয় সম্পর্কে বর্তমান ঘটনায় আমরা দেখতে পাই। এখানে ব্যবহৃত অতিক্রমম্ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভক্তের প্রতি অপরাধ করার ফলে স্বয়ং ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

দ্বারপালেরা ভুল করে ঋষিদের বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু, যেহেতু তাঁরা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁদের বিনাশ উন্নত ভক্তেরা আশা করেননি। সেই ঘটনাস্থলে ভগবানের উপস্থিতি ভক্তের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। ভগবান বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঋষিরা তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে না পারার ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, এবং তাই তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করতে চেয়েছিলেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, ভক্তের যদি কোন রকম বিঘ্ন হয়, তাহলে তিনি স্বয়ং এমন ব্যবস্থা করেন যাতে ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দর্শন থেকে বঞ্চিত না হন। হরিদাস ঠাকুরের জীবনে তার একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে বাস করছিলেন, তখন মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু মন্দিরে, বিশেষ করে হিন্দু ছাড়া অন্য আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। যদিও হরিদাস ঠাকুর তাঁর ব্যবহারে এবং আচরণে ছিলেন সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তবুও তিনি নিজেকে একজন মুসলমান জ্ঞানে মন্দিরে প্রবেশ করতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এই বিনম্র মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং যেহেতু তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে যেতেন না, তাই শ্রীজগন্নাথ থেকে অভিন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রতিদিন হরিদাস ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে বসতেন। এখানে

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা ভগবানের সেই প্রকার আচরণ দেখতে পাই। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে তাঁর ভক্তদের বাধা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যে পাদপদ্ম দর্শনের জন্য তাঁরা আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন, ভগবান স্বয়ং সেই শ্রীপাদপদ্মযোগে তাঁদের দর্শ করতে এসেছিলেন। এখানে এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, তিনি লক্ষ্মীদেবীসহ সেখানে এসেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী সাধারণ মানুষের অগোচর, কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে, ভক্তেরা এই প্রকার সম্মানের আকাঙ্ক্ষা না করলেও, তিনি লক্ষ্মীদেবীসহ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ ।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ ॥ ৩ ॥

যঃ—যা; তু—কিন্তু; এতয়োঃ—জয় এবং বিজয় উভয়ের সম্বন্ধে; ধৃতঃ—দেওয়া হয়েছে; দণ্ডঃ—সাজা; ভবদ্ভিঃ—আপনাদের দ্বারা; মাম্—আমাকে; অনুব্রতৈঃ—অনুরক্ত; সঃ—তা; এব—নিশ্চয়ই; অনুমতঃ—অনুমোদিত; অস্মাভিঃ—আমার দ্বারা; মুনয়ঃ—হে মহর্ষিগণ; দেব—আপনাদের বিরুদ্ধে; হেলনাৎ—অপরাধ করার ফলে।

অনুবাদ

হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুরক্ত, তাই আপনারা যে তাদের দণ্ড দান করেছেন তা আমি অনুমোদন করলাম।

শ্লোক ৪

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে ।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎস্বপুম্ভিরসৎকৃতাঃ ॥ ৪ ॥

তৎ—অতএব; বঃ—আপনারা ঋষিগণ; প্রসাদয়ামি—আমি আপনাদের ক্ষমা ভিক্ষা করি; অদ্য—এখন; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণগণ; দৈবম্—সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিগণ; পরম্—সর্বোচ্চ; হি—কারণ; মে—আমার; তৎ—সেই অপরাধ; হি—যেহেতু; ইতি—এইভাবে; আত্ম-কৃতম্—আমার দ্বারা করা হয়েছে; মন্যে—আমি মনে করি; যৎ—যা; স্ব-পুম্ভিঃ—আমার নিজের পরিচারকদের দ্বারা; অসৎ-কৃতাঃ—অনাদৃত হয়ে।

অনুবাদ

আমার কাছে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রিয়। আমার পরিচারকেরা যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে তা আমারই দ্বারা করা হয়েছে, কেননা সেই দ্বারপালেরা আমারই পরিচারক। আমি মনে করি যে, এই অপরাধ আমিই করেছি তাই এই ঘটনার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বদাই ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের হিতাকাঙ্ক্ষী, এবং তাই বলা হয়, *গোব্রাহ্মণহিতায় চ*। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু হচ্ছেন ব্রাহ্মণদের আরাধ্য বিগ্রহ। ঋক্ বেদের ঋগ্-মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতই ব্রাহ্মণ তাঁরা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম অবলোকন করেন—*ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*। যাঁরা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ, তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের বিষ্ণুরূপেরই আরাধনা করেন, যার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণ, রাম এবং অন্য সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব। তথাকথিত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে কিন্তু যাদের কার্যকলাপ বৈষ্ণব বিরোধী, তাদের কখনও ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না, কেননা ব্রাহ্মণ মানেই হচ্ছে বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব মানেই হচ্ছে ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, তিনিও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শব্দটির সংজ্ঞা হচ্ছে *ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি ব্রহ্মকে জানেন, এবং বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন। ব্রহ্ম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবৎ উপলব্ধির প্রারম্ভিক স্তর। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তিনি ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও অবগত। তাই, যিনি বৈষ্ণব হয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর ভক্ত-ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে। তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণাবলী নেই, তাদের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, ভুলবশত কখনও তা মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫

যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি।
সোহসাধুবাদস্তৎকীর্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ ॥ ৫ ॥

যৎ—যাঁর; **নামানি**—নামসমূহ; **চ**—এবং; **গৃহ্ণাতি**—গ্রহণ করে; **লোকঃ**—জনসাধারণ; **ভৃত্যে**—ভৃত্য যখন; **কৃত-আগসি**—কোন অপরাধ করে; **সঃ**—তা;

অসাধু-বাদঃ—অপবাদ; তৎ—সেই ব্যক্তির; কীর্তিম্—যশ; হন্তি—বিনাশ করে; ত্বচম্—ত্বক; ইব—মতো; আময়ঃ—কুষ্ঠরোগ।

অনুবাদ

ভৃত্য যদি কোন অপরাধ করে, তাহলে জনসাধারণ সেই জন্য প্রভুকে দোষ দেয়, ঠিক যেমন শরীরের কোন অঙ্গে শ্বেত কুষ্ঠ হলে, তার ফলে সমগ্র শরীর দূষিত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

তাই, বৈষ্ণবদের পূর্ণরূপে যোগ্য হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন বলা হয়েছে, কেউ যখন বৈষ্ণব হন, তখন তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণাবলী বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত যে, তাঁর কৃষ্ণভক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীও বর্ধিত হয়। ভক্তকে নির্দোষ হওয়া উচিত, কেননা ভক্তকৃত অপরাধ ভগবানের শ্রীঅঙ্গের কলঙ্কস্বরূপ। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে অন্যের প্রতি তাঁর আচরণ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা, বিশেষ করে অন্য ভক্তদের সঙ্গে।

শ্লোক ৬

যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ
সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্তি-
শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্ ॥ ৬ ॥

যস্য—যাঁর; অমৃত—অমৃত; অমল—নির্মল; যশঃ—মহিমা; শ্রবণ—শোনা; অবগাহঃ—প্রবেশ করে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পুনাতি—পবিত্র করে; জগৎ—বিশ্ব; আশ্ব-পচাৎ—কুকুরভোজী চণ্ডাল পর্যন্ত; বিকুণ্ঠঃ—কুণ্ঠারহিত; সঃ—সেই ব্যক্তি; অহম্—আমি; ভবদ্ভ্যঃ—আপনার কাছ থেকে; উপলব্ধ—লাভ করেছি; সু-তীর্থ—সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ; কীর্তিঃ—যশ; ছিন্দ্যাম্—ছেদন করব; স্ব-বাহুম্—আমার নিজের হাত; অপি—ও; বঃ—আপনার প্রতি; প্রতিকূল-বৃত্তিম্—শত্রুবৎ আচরণ।

অনুবাদ

নিখিল বিশ্বে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি কুকুরের মাংস রন্ধন করে ভোজন করে যে চণ্ডাল, সেও আমার নাম, রূপ ইত্যাদির মহিমা শ্রবণের দ্বারা অবগাহন করার

ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। আপনারা নিঃসন্দেহে আমাকে উপলব্ধি করেছেন; সুতরাং আমার নিজের বাহুও যদি আপনাদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করে, তাহলে তাকেও ছেদন করতে আমি ইতস্তত করব না।

তাৎপর্য

মানবসমাজের সদস্যেরা যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তাহলেই কেবল মানবসমাজের প্রকৃত বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁর আচার ব্যবহারে তিনি যদি অত্যন্ত উন্নত নাও হন, তবুও তিনি পবিত্র হন। মানবসমাজের যে কোন শ্রেণী থেকে ভগবদ্ভক্তকে গ্রহণ করা যায়, যদিও স্বভাবিকভাবেই আশা করা যায় না যে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষেরাই সুশীল হবে। এই শ্লোকে এবং ভগবদ্গীতার বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারোর যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নাও হয়, এমনকি কেউ যদি চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু তিনি যদি কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৩০-৩২ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি সদাচারী নাও হন, তবুও তিনি যদি কেবল কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে তাঁকে সাধু বলে মানতে হবে। মানুষ যখন এই জড় জগতে থাকে, তখন অন্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের দুইটি ভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ হয়—একটি সম্বন্ধ শরীরের এবং অন্যটি আত্মার। পারমার্থিক স্তরে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও, কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ তাঁর দেহগত ব্যাপারে অথবা সামাজিক আচরণে দেহের সম্বন্ধ অনুসারে আচরণ করে। চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ভক্তকে যদি কখনও তাঁর স্বভাবগত কার্যে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়, তবুও তাঁকে চণ্ডাল বলে মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৈষ্ণবের মূল্যায়ন কখনই তাঁর দেহের ভিত্তিতে করা উচিত নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যেন মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে কাঠ অথবা পাথরের তৈরি বলে মনে না করে, এবং বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি না করে। এই প্রকার মনোভাব বর্জন করতে বলা হয়েছে, কেননা কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন। তিনি অন্তত পবিত্র হওয়ার পন্থায় যুক্ত হয়েছেন, এবং তিনি যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থায় যুক্ত থাকেন, তাহলে অচিরেই তিনি পূর্ণরূপে পবিত্র হবেন। অর্থাৎ কেউ যদি সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে গেছেন, এবং কৃষ্ণ তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা

করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এখানে ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর নিজের হাত কেটেও তিনি তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

শ্লোক ৭

যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং
সদ্যঃক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্ ।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থ ইতরে নিয়মান্ বহন্তি ॥ ৭ ॥

যৎ—যাঁর; সেবয়া—সেবার দ্বারা; চরণ—পদ; পদ্ম—কমল; পবিত্র—পবিত্র; রেণুম্—ধূলি; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; ক্ষত—নির্মূল করে; অখিল—সমস্ত; মলম্—পাপরাশি; প্রতিলব্ধ—অর্জিত; শীলম্—প্রবৃত্তি; ন—না; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; বিরক্তম্—আসক্তিশূন্য; অপি—যদিও; মাম্—আমাকে; বিজহাতি—পরিত্যাগ করে; যস্যাঃ—লক্ষ্মীদেবীর; প্রেক্ষা-লব-অর্থঃ—কৃপালেশ লাভের জন্য; ইতরে—ব্রহ্মার মতো অন্যেরা; নিয়মান্—পবিত্র ব্রত; বহন্তি—সম্পাদন করেন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যেহেতু আমি আমার ভক্তদের সেবক, তাই আমার চরণকমল এতই পবিত্র হয়ে গেছে যে, তারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ মোচন করে, এবং আমি এমন স্বভাব অর্জন করেছি যে, লক্ষ্মীদেবী আমাকে ছেড়ে যান না, যদিও তাঁর প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই, এবং অন্যেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে এবং তাঁর কৃপালেশ লাভ করার জন্য পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে।

তাৎপর্য

ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের সম্পর্ক চিন্ময় সৌন্দর্যমণ্ডিত। ভক্ত যেমন মনে করেন যে, ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত সদ্‌গুণাবলী অর্জন করেছেন, তেমনই ভগবানও মনে করেন যে, তাঁর ভক্তের সেবক হওয়ার ফলে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বর্ধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত যেমন সর্বদাই ভগবানের সেবা করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তের সেবা করার জন্য সর্বদা আকুল থাকেন। এখানে ভগবান স্বীকার করেছেন যে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের রেণু লাভ করার ফলে অবশ্যই যে কেউই তৎক্ষণাৎ মহাত্মায় পরিণত হন, কিন্তু তাঁর সেই মাহাত্ম্যের কারণ হচ্ছে তাঁর ভক্তের প্রতি তাঁর স্নেহ। তাঁর ভক্তের

প্রতি তাঁর এই স্নেহের জন্য লক্ষ্মীদেবী তাঁকে ছেড়ে যান না, এবং কেবল একজনই নন, শত সহস্র লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন। জড় জগতে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকণা লাভ করার জন্য মানুষেরা নানা রকম কঠোর তপস্যা এবং ব্রত অনুষ্ঠান করে। ভগবান তাঁর ভক্তের কোন প্রকার অসুবিধা সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁকে বলা হয় ভক্তবৎসল।

শ্লোক ৮

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন ।
যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্মপাকৈঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; অহম্—আমি; তথা—পক্ষান্তরে; অদ্মি—আমি খাই; যজমান—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর দ্বারা; হবিঃ—আহুতি; বিতানে—যজ্ঞাগ্নিতে; শ্চ্যোতৎ—ঢালা; ঘৃত—ঘি; প্লুতম্—মিশ্রিত; অদন্—খাওয়া; হুত-ভুক্—যজ্ঞাগ্নি; মুখেন—মুখের দ্বারা; যৎ—যেমন; ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; মুখতঃ—মুখ থেকে; চরতঃ—কার্য করে; অনুঘাসম্—গ্রাস; তুষ্টস্য—তৃপ্ত; ময়ি—আমাকে; অবহিতৈঃ—অর্পিত; নিজ—নিজের; কর্ম—কার্যকলাপ; পাকৈঃ—পরিণামের দ্বারা।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের কার্যকলাপের সমস্ত ফল আমাকে নিবেদন করেছেন এবং যাঁরা আমার প্রসাদ গ্রহণ করে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁদের মুখে নিবেদিত ঘৃতপক্ক সুস্বাদু আহার্য আমি যতটা আনন্দ সহকারে উপভোগ করি, আমার একটি মুখ যে যজ্ঞাগ্নি, তাতে যজমানের দ্বারা অর্পিত হবিতেও আমি ততটা আস্বাদন করি না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবেরা কখনও ভগবানকে নিবেদন না করে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবেরা যেহেতু তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপের ফল ভগবানকে নিবেদন করেন, তাই ভগবানকে অনিবেদিত খাদ্যদ্রব্য তাঁরা কখনও গ্রহণ করেন না। ভগবানও তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্ত ভোজন বৈষ্ণবদের মুখে অর্পণ করে তার স্বাদ গ্রহণ করেন। এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবান যজ্ঞাগ্নি এবং ব্রাহ্মণের

মুখের মাধ্যমে আহার গ্রহণ করেন। তাই অন্ন, ঘৃত আদি বিবিধ পদার্থ ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যজ্ঞাগ্নিতে অর্পণ করা হয়। ভগবান ব্রাহ্মণ ও ভক্তদের কাছ থেকে যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, এবং অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ভোজনের জন্য যা কিছু নিবেদন করা হয়, ভগবান তাও গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের মুখ দিয়ে তিনি যখন আহার করেন, তখন তার স্বাদ আরও অধিকতর হয়। তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে অদ্বৈত প্রভুর আচরণে দেখা যায়। হরিদাস ঠাকুর যদিও মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও পবিত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর, অদ্বৈত প্রভু প্রসাদের প্রথম ভাগ তাঁকে দিয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন যে, মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছে, এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একজন উন্নত ব্রাহ্মণকে নিবেদন না করে কেন তিনি একজন মুসলমানকে সেই প্রসাদের প্রথম থালা নিবেদন করছেন। তাঁর বিনয়ের বশে হরিদাস ঠাকুর নিজেকে একজন ঘৃণ্য মুসলমান বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞ ভক্ত অদ্বৈত প্রভু তাঁকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন। অদ্বৈত প্রভু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, হরিদাস ঠাকুরকে প্রথম ভাগ নিবেদন করার ফলে, তিনি শত সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ করছেন। অর্থাৎ, একজন ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে ভোজন করানো শত সহস্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই, এই যুগে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং বৈষ্ণবদের প্রসন্নতাবিধান, এই দুটি অনুষ্ঠানই কেবল পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৯

যেষাং বিভর্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগ-
মায়াবিভূতিরমলাঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈঃ ।
বিপ্রাংস্তু কো ন বিষহেত যদর্হণাম্ভঃ
সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্ ॥ ৯ ॥

যেষাম্—ব্রাহ্মণদের; বিভর্মি—আমি বহন করি; অহম্—আমি; অখণ্ড—অনবচ্ছিন্ন; বিকুণ্ঠ—অপ্রতিহত; যোগ-মায়া—অন্তরঙ্গা শক্তি; বিভূতিঃ—ঐশ্বর্য; অমল—পবিত্র; অঙ্ঘ্রি—চরণের; রজঃ—ধূলি; কিরীটৈঃ—আমার মুকুটে; বিপ্রান্—ব্রাহ্মণদের; তু—তখন; কঃ—কে; ন—না; বিষহেত—বহন করে; যৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; অর্হণ-

অন্তঃ—পাদোদক; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; পুনাতি—পবিত্র করে; সহ—সহ; চন্দ্র-ললাম—ভগবান শিব; লোকান্—ত্রিলোকের।

অনুবাদ

আমি আমার অপ্রতিহতা অন্তরঙ্গা শক্তির ঈশ্বর, এবং আমার পাদোদক গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে এবং শশিশেখর মহাদেব তাঁর মস্তকে তা ধারণ করে পবিত্র হন। যদি আমি বৈষ্ণবের চরণ-রজ আমার মস্তকে ধারণ করতে পারি, তাহলে এমন কে আছে যে তা অস্বীকার করবে?

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎ-জগতে সমস্ত ঐশ্বর্য অনবচ্ছিন্ন এবং অপ্রতিহতা, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত ঐশ্বর্য অনিত্য। চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ উভয় স্থানেই ভগবানের সমান আধিপত্য, কিন্তু চিৎ-জগৎকে বলা হয় ভগবানের সাম্রাজ্য, আর জড় জগৎকে বলা হয় মায়ার জগৎ। মায়া মানে হচ্ছে যা বাস্তব নয়। জড় জগতের ঐশ্বর্য হচ্ছে প্রতিফলন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, এই জড় জগৎ একটি বৃক্ষের মতো যার মূল রয়েছে উপরের দিকে এবং শাখাগুলি নীচের দিকে। অর্থাৎ জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের প্রতিফলন। প্রকৃত ঐশ্বর্য রয়েছে চিৎ-জগতে। চিৎ-জগতের অধিদেবতা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর জড় জগতে অনেক প্রভু রয়েছেন। সেইটি হচ্ছে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে পার্থক্য। ভগবান বলেছেন যে, যদিও তিনি হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তির অধিদেবতা এবং যদিও সমগ্র জড় জগৎ তাঁর পাদোদকের প্রভাবেই কেবল পবিত্র হয়, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের প্রতি তাঁর সর্বাধিক শ্রদ্ধা রয়েছে। স্বয়ং ভগবান যখন বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণদের এত শ্রদ্ধা প্রদান করেন, তাহলে অন্য কেউ তাঁদের এইভাবে শ্রদ্ধা করতে অস্বীকার করবে কি করে?

শ্লোক ১০

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা ।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্
গৃধ্রা রুষা মম কুষন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ ॥ ১০ ॥

যে—যে ব্যক্তি; মে—আমার; তনূঃ—দেহ; **দ্বিজ-বরান্**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **দুহতীঃ**—গাভী; **মদীয়াঃ**—আমার সম্পর্কে; **ভূতানি**—জীবগণ; **অলব্ধ-শরণানি**—রক্ষকহীন; চ—এবং; **ভেদ-বুদ্ধ্যা**—ভিন্ন বলে মনে করে; **দ্রক্ষ্যন্তি**—দেখে; **অঘ**—পাপের দ্বারা; **ক্ষত**—বিনষ্ট হয়েছে; **দৃশঃ**—বিচার করার ক্ষমতা; **হি**—কারণ; **অহি**—সর্পের মতো; **মন্যবঃ**—ক্রুদ্ধ; **তান্**—সেই সমস্ত ব্যক্তিদের; **গৃধ্রাঃ**—শকুনিসদৃশ দূতেরা; **রুষা**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **মম**—আমার; **কুষন্তি**—ছেদন করে; **অধিদণ্ড-নেতুঃ**—দণ্ডদাতা যমরাজের।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী এবং রক্ষকহীন প্রাণীরা আমার শরীর। পাপের ফলে যাদের বিচার-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তারা এঁদেরকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। তারা ঠিক ক্রুদ্ধ সর্পের মতো, এবং পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের শকুনিসদৃশ দূতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের চঞ্চুর দ্বারা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতার বর্ণনা অনুসারে রক্ষকহীন প্রাণীরা হচ্ছে গাভী, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধ। এই পাঁচটির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের কথা এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের হিত সাধন করার জন্য ভগবান সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। তাঁর প্রতি প্রার্থনায়ও সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ভগবান বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কেউ যেন এই পাঁচটির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ না হয়, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি। কোন কোন শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্করণে *দুহতীঃ* শব্দটির পরিবর্তে *দুহিতৄঃ* শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ একই। *দুহতীঃ* মানে হচ্ছে গাভী, এবং *দুহিতৄঃ* শব্দটিও গাভী অর্থে ব্যবহার করা যায়, কেননা গাভীকে সূর্যদেবের কন্যা বলে মনে করা হয়। ঠিক যেমন পিতামাতা শিশু-সন্তানদের দেখাশুনা করেন, তেমনই পিতা, পতি অথবা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের দ্বারা রমণীসমাজ রক্ষিত হওয়া উচিত। যারা অসহায়, তাদের দেখাশুনা তাদের অভিভাবকদের করা উচিত, তা না হলে পাপীদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করার জন্য ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত যমরাজের দ্বারা সেই সমস্ত অভিভাবকেরা দণ্ডিত হবেন। যমরাজের সহকারী বা দূতদের এখানে শকুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং যারা তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করে না, তাদের সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শকুনি সর্পের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করে, তেমনই যমদূতেরা দায়িত্বহীন অভিভাবকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে।

শ্লোক ১১

যে ব্রাহ্মণাম্ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চয়ন্ত-
স্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্ গৃণন্তঃ
সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাহৃতস্তৈঃ ॥ ১১ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তিরা; ব্রাহ্মণান্—ব্রাহ্মণগণ; ময়ি—আমাতে; ধিয়া—বুদ্ধিমত্তা সহকারে; ক্ষিপতঃ—কর্কশ বাণী উচ্চারণ করে; অর্চয়ন্তঃ—শ্রদ্ধা সহকারে; তুষ্যৎ—প্রসন্ন হয়ে; হৃদঃ—হৃদয়; স্মিত—ঈষৎ হাস্য; সুধা—অমৃত; উক্ষিত—ভিজা; পদ্ম—পদ্মসদৃশ; বক্ত্রাঃ—মুখমণ্ডল; বাণ্যা—বাণীর দ্বারা; অনুরাগ-কলয়া—প্রেম সহকারে; আত্মজ-বৎ—নিজের পুত্রের মতো; গৃণন্তঃ—প্রশংসা করে; সম্বোধয়ন্তি—শান্ত করেন; অহম্—আমি; ইব—যেমন; অহম্—আমি; উপাহৃতঃ—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; তৈঃ—তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণেরা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলেও যাঁরা অন্তরে আনন্দিত এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ থাকেন, এবং যাঁদের মুখমণ্ডল অমৃতের মতো স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল, তাঁরা আমার হৃদয় বশীভূত করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আমার স্বরূপ বলে মনে করেন, এবং প্রেমপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করে শান্ত করেন, ঠিক যেভাবে পুত্র তাঁর ক্রুদ্ধ পিতাকে শান্ত করে অথবা যেভাবে আমি তোমাদের শান্ত করছি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে অনেক প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, যখন ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে অভিশাপ দিয়েছেন, তখন সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণবের প্রতি সেইভাবে আচরণ করেননি। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন কুবেরের পুত্রেরা নারদ মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তখন তারা সেই রকম কঠোরভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি, পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে বিনত হয়েছিলেন। এখানেও জয় এবং বিজয় যখন চতুষ্কুমারদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হননি; পক্ষান্তরে, তাঁরা তাঁদের কাছে বিনত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের প্রতি এইভাবে আচরণ করা উচিত। কখনও কখনও কেউ হয়তো ব্রাহ্মণ থেকে জাত কোন দুঃখদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু একই রকমের মনোভাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করার পরিবর্তে, হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং নম্র আচরণের দ্বারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের এই পৃথিবীতে নারায়ণের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা উচিত। সম্প্রতি কিছু মূর্খ ব্যক্তি দরিদ্র-নারায়ণ বলে একটি শব্দ তৈরি করেছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, দরিদ্র মানুষদের নারায়ণের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও আমরা দেখতে পাই না যে, দরিদ্র মানুষদের নারায়ণের প্রতিনিধি বলে মনে করতে হবে। অবশ্য, 'যারা রক্ষকহীন' তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই শব্দটির সংজ্ঞা শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে রয়েছে। দরিদ্র মানুষদের রক্ষকহীন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নারায়ণের প্রতিনিধিরূপে সম্মান করতে হবে এবং নারায়ণের মতো তাঁকে পূজা করতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের শান্ত করার জন্য তার মুখমণ্ডল কমলসদৃশ প্রফুল্ল হওয়া উচিত। কারোর হৃদয় যখন প্রেম এবং স্নেহের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, তখন তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মফুলের মতো সুন্দর হয়ে উঠে। এই সম্পর্কে পিতার পুত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে মিষ্টবাক্যের দ্বারা পিতাকে শান্ত করার প্রচেষ্টার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ১২

তন্মে স্বভর্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ
যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে
যৎকল্পতামচিরতো ভৃতয়োর্বিবাসঃ ॥ ১২ ॥

তৎ—অতএব; মে—আমার; স্ব-ভর্তুঃ—তাদের প্রভুর; **অবসায়ম্**—অভিপ্রায়; **অলক্ষমাণৌ**—না জেনে; **যুষ্মৎ**—আপনাদের বিরুদ্ধে; **ব্যতিক্রম**—অপরাধ; **গতিম্**—পরিণাম; **প্রতিপদ্য**—ফলভোগ করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **মম অন্তিকম্**—আমার নিকটে; **ইতাম্**—লাভ করা; **তৎ**—তা; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **মে**—আমাকে; **যৎ**—যা; **কল্পতাম্**—আয়োজিত; **অচিরতঃ**—শীঘ্র; **ভৃতয়োঃ**—এই দুই সেবকদের; **বিবাসঃ**—নির্বাসন।

অনুবাদ

আমার এই সেবকেরা তাঁদের প্রভুর অভিপ্রায় না জেনে, আপনাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তাই যদি আপনারা এই আদেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের অপরাধের ফল ভোগ করে শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসে, এবং আমার ধাম থেকে তাঁদের নির্বাসনের কাল অচিরে অতিবাহিত হয়, তাহলে তা আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ বলে আমি মনে করব।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবান তাঁর ভৃত্যকে বৈকুণ্ঠে ফিরে পাওয়ার জন্য কত উৎকণ্ঠিত থাকেন। এই ঘটনাটি তাই প্রমাণ করে যে, যাঁরা একবার বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন তাঁদের আর অধঃপতন হতে পারে না। জয় এবং বিজয়ের প্রসঙ্গটি অধঃপতন নয়; তা একটি দুর্ঘটনা। ভগবান যত শীঘ্রই সম্ভব তাঁর ভক্তদের বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। এখানে বুঝতে হবে যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে কখনও কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যখন এক ভক্তের সঙ্গে আর এক ভক্তের প্রতিকূলতা বা বিরোধ হয়, তখন তাঁকে তার ফল ভোগ করতে হয়, যদিও সেই দণ্ডভোগের কাল ক্ষণস্থায়ী। ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি নিজেই তাঁর দ্বাররক্ষকদের সমস্ত অপরাধের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, এবং ঋষিদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, যত শীঘ্রই সম্ভব বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে আসার জন্য তাঁরা যেন তাঁদের সুযোগ দেন।

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মোবাচ

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্ ।
নাস্বাদ্য মন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা—শ্রীব্রহ্মা; উবাচ—বললেন; অথ—এখন; তস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; উশতীম্—মনোহর; দেবীম্—উজ্জ্বল; ঋষি-কুল্যাম্—বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো; সরস্বতীম্—বাণী; ন—না; আস্বাদ্য—শ্রবণ করে; মন্যু—ক্রোধ; দষ্টানাম্—দংশিত; তেষাম্—সেই ঋষিদের; আত্মা—মন; অপি—যদিও; অতৃপ্যত—তৃপ্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—ঋষিগণ যদিও ক্রোধরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হয়েছিলেন, তবুও বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো ভগবানের মধুরোজ্জ্বল বাক্য শ্রবণ করে তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি।

শ্লোক ১৪

সতীং ব্যাদায় শৃণ্বন্তো লঘ্বীং গুর্বর্থগহ্বরাম্ ।
বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥

সতীম্—অপূর্ব; **ব্যাদায়**—মনোযোগ সহকারে কর্ণেন্দ্রিয় প্রসারিত করে; **শৃণ্বন্তঃ**—শ্রবণ করে; **লঘ্বীম্**—সম্যকরূপে বিরচিত; **গুরু**—মহত্ত্বপূর্ণ; **অর্থ**—অর্থ; **গহ্বরাম্**—দুর্ভেদ্য; **বিগাহ্য**—বিচার করে; **অগাধ**—গভীর; **গম্ভীরাম্**—গম্ভীর; **ন**—না; **বিদুঃ**—জানা; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চিকীর্ষিতম্**—অভিপ্রায়।

অনুবাদ

ঋষিগণ কর্ণ প্রসারণ করে মনোনিবেশ সহকারে ভগবানের অপূর্ব বাণী শ্রবণ করা সত্ত্বেও, মহত্ত্বপূর্ণ অভিপ্রায় এবং গভীর বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সেই বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারেননি ভগবান কি করতে চেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এইটি বোঝা উচিত যে, কথা বলার ক্ষেত্রে কেউই ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা তিনি পরম স্তরে অধিষ্ঠিত। ঋষিরা কান খুলে ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং যদিও ভগবানের বাণী ছিল সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ, তবুও তিনি কি বলছিলেন ঋষিগণ তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এমনকি ভগবানের বাণীর উদ্দেশ্য এবং তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, তাও তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাছাড়া ভগবান তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন নাকি প্রসন্ন হয়েছিলেন, তাও তাঁরা বুঝতে পারেননি।

শ্লোক ১৫

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ ক্ষুভিতত্বচঃ ॥ ১৫ ॥

তে—তাঁরা; যোগ-মায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে; আরব্ধ—উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল; পারমেষ্ঠ্য—পরমেশ্বর ভগবানের; মহা-উদয়ম্—বহুবিধ কীর্তিমালা; প্রোচুঃ—বলেছিলেন; প্রাঞ্জলয়ঃ—কৃতাঞ্জলিপুটে; বিপ্রাঃ—চারজন ব্রাহ্মণ; প্রহৃষ্টাঃ—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; ক্ষুভিত-ত্বচঃ—রোমাঞ্চিত হয়ে।

অনুবাদ

তবুও ভগবানের দর্শন লাভ করে চারজন ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁর কীর্তিমালা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষিগণ প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের সম্মুখে তাঁদের মনের কথা বলতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন, এবং আনন্দের আতিশয্যে তাঁদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যকে বলা হয় পারমেষ্ঠ্য, বা ব্রহ্মার বৈভব। কিন্তু জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে বাস করেন যে ব্রহ্মা, তাঁর ঐশ্বর্যও পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কেননা চিৎ-জগতের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য যোগমায়ার সৃষ্ট, আর জড় জগতের ঐশ্বর্য মহামায়ার সৃষ্ট।

শ্লোক ১৬

ঋষয় ঊচুঃ

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্ ।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥ ১৬ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; ঊচুঃ—বললেন; ন—না; বয়ম্—আমরা; ভগবন্—হে পরমেশ্বর ভগবান; বিদ্মঃ—জানি; তব—আপনার; দেব—হে ভগবান; চিকীর্ষিতম্—অভিপ্রায়; কৃতঃ—করা হয়েছে; মে—আমাকে; অনুগ্রহঃ—কৃপা; চ—এবং; ইতি—এইভাবে; যৎ—যা; অধ্যক্ষঃ—সর্বোচ্চ শাসক; প্রভাষসে—আপনি বলেন।

অনুবাদ

ঋষিগণ বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান। আপনার অভিপ্রায় বুঝতে আমরা অক্ষম, কেননা যদিও আপনি সকলের পরম অধীশ্বর, তবুও আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কথাগুলি বলছেন যেন আমরা আপনার কোন উপকার করেছি।

তাৎপর্য

ঋষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে সেই পরমেশ্বর ভগবান এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন তিনি কোন অনুচিত কার্য করেছেন; তাই তাঁদের পক্ষে ভগবানের বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপাপূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্যই ভগবান এই প্রকার বিনম্রভাবে কথা বলছেন।

শ্লোক ১৭

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো ।
বিপ্রাণাং দেববেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম পরিচালকের; **পরম্**—সর্বোচ্চ; **দৈবম্**—স্থিতি; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **কিল**—অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **তে**—আপনার; **প্রভো**—হে প্রভু; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **দেব-দেবানাম্**—দেবতাদের পূজ্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম**—আত্মা; **দৈবতম্**—আরাধ্য বিগ্রহ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম পরিচালক। নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ পদ দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি কেবল দেবতাদেরই পরম পূজ্য নন, আপনি ব্রাহ্মণদেরও পরম উপাস্য।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। নিঃসন্দেহে বহু দেব-দেবী রয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিব। শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিবেরও প্রভু, সুতরাং এই জড় জগতের ব্রাহ্মণদের আর কি কথা। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মণ্য

সংস্কৃতি, বা মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, শুচিতা, সহনশীলতা, শাস্ত্র-নিষ্ঠা এবং ব্যবহারিক তথা তাত্ত্বিক জ্ঞান অনুশীলনের যে সংস্কৃতি, তার প্রতি পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। ভগবান সকলের পরমাত্মা। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস, অতএব ব্রহ্মা এবং শিবেরও উৎস তিনিই।

শ্লোক ১৮

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব ।
ধর্মস্য পরমো গুহ্যো নির্বিকারো ভবান্মতঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বত্তঃ— আপনার থেকে; **সনাতনঃ**— শাশ্বত; **ধর্মঃ**— বৃত্তি; **রক্ষ্যতে**— রক্ষিত হয়; **তনুভিঃ**— বহু প্রকার অভিব্যক্তির দ্বারা; **তব**—আপনার; **ধর্মস্য**—ধর্মতত্ত্বের; **পরমঃ**—পরম; **গুহ্যঃ**— গোপন উদ্দেশ্য; **নির্বিকারঃ**—অপরিবর্তনীয়; **ভবান্**— আপনি; **মতঃ**— আমাদের মতে।

অনুবাদ

আপনি সমস্ত জীবের শাশ্বত ধর্মের উৎস, এবং আপনার ভগবৎ স্বরূপে বহু রূপে প্রকাশিত হয়ে আপনি সর্বদা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। আপনি ধর্মতত্ত্বের পরম উদ্দেশ্য, এবং আমাদের মতে আপনি নিত্য, অব্যয় ও নির্বিকার।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্মস্য পরমো গুহ্যঃ* কথাটি সমস্ত ধর্মতত্ত্বের সবচাইতে গোপনীয় উদ্দেশ্যটি ইঙ্গিত করে। ভগবদ্‌গীতায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ হচ্ছে —"সব রকম ধর্ম আচরণ পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে এইটি হচ্ছে সবচাইতে গোপনীয় জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তার স্বধর্ম আচরণ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তি লাভ না করে, তাহলে তার তথাকথিত ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন কেবল অর্থহীন পরিশ্রম এবং সময়ের অপচয় মাত্র। এখানেও ঋষিরা সেই উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন যে, দেব-দেবীরা নন, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত ধর্মতত্ত্বের পরম লক্ষ্য। বহু মূর্খ প্রচারক আছে যারা বলে যে, দেব-দেবীদের পূজা করাও চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি মার্গ, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্‌গীতার প্রামাণিক বর্ণনায় তা স্বীকার করা হয়নি। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে, যারা বিশেষ দেবতার উপাসক, তারা সেই দেবতার

লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। কিছু প্রচারক বলে যে, মানুষ যেভাবেই আচরণ করুক না কেন, চরমে সে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হবে, কিন্তু এই উক্তিটি বৈধ নয়। ভগবান নিত্য, ভগবানের ভক্ত নিত্য, এবং ভগবানের ধামও নিত্য। এখানে তাঁদের নিত্য বা সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফল, দেব-দেবীর পূজার ফলে লব্ধ স্বর্গের মতো অনিত্য নয়। ঋষিরা জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, যদিও ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বলেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের পূজা করেন, প্রকৃতপক্ষে ভগবান কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদেরই নন, অধিকন্তু সমস্ত দেবদেবীদেরও পূজ্য।

শ্লোক ১৯

তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ ।
যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎপরৈঃ ॥ ১৯ ॥

তরন্তি—উত্তীর্ণ হন; হি—যেহেতু; অঞ্জসা—সহজে; মৃত্যুম্—জন্ম এবং মৃত্যু; নিবৃত্তাঃ—সমস্ত জড় বাসনার নিবৃত্তি; যৎ—আপনার; অনুগ্রহাৎ—কৃপার দ্বারা; যোগিনঃ—যোগিগণ; সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ভবান্—আপনি; কিম্ স্বিৎ—কখনই সম্ভব নয়; অনুগৃহ্যেত—অনুগ্রহ লাভ করতে পারে; যৎ—যা; পরৈঃ—অন্যদের দ্বারা;

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, যোগী এবং পরমার্থবাদীগণ সমস্ত জড় কামনা-বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভব-সাগর পার হন। তাই, পরমেশ্বর ভগবানকে অনুগ্রহ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত-সমন্বিত অজ্ঞানতার সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগী অথবা জ্ঞানীরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করেন। বহু প্রকার যোগী রয়েছে, যেমন —কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী এবং ভক্তিযোগী। কর্মীরা সাধারণত দেবতাদের কৃপা অন্বেষণ করে, জ্ঞানীরা পরমতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়,

এবং যোগীরা কেবল পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক দর্শন করে সন্তুষ্ট হন, এবং চরমে তারা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁর সেবা করতে চান। পূর্বে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভগবান নিত্য, এবং যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে চান, তাঁরাও নিত্য। তাই এখানে যোগী বলতে ভক্তদের বোঝানো হয়েছে। ভগবানের কৃপায় ভক্তেরা অনায়াসে জন্ম-মৃত্যুর অন্ধকারময় ভব-সাগর অতিক্রম করে ভগবানের নিত্য ধাম প্রাপ্ত হন। ভগবানের তাই অন্য কারোর অনুগ্রহের প্রয়োজন হয় না, কেননা কেউই তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। প্রকৃতপক্ষে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার জন্য সকলেরই ভগবানের কৃপার প্রয়োজন।

শ্লোক ২০

যং বৈ বিভূতিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈ-
রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নো
লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা ॥ ২০ ॥

যম্—যাকে; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **বিভূতিঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **উপযাতি**—সেবা করেন; **অনুবেলম্**—সময় সময়; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অর্থ**—লৌকিক সুবিধা; **অর্থিভিঃ**—সকাম ব্যক্তিদের দ্বারা; **স্ব-শিরসা**—নিজেদের মাথার উপর; **ধৃত**—ধারণ করে; **পাদ**—চরণের; **রেণুঃ**—ধূলি; **ধন্য**—ভক্তদের দ্বারা; **অর্পিত**—নিবেদিত; **অঙ্ঘ্রি**—আপনার চরণে; **তুলসী**—তুলসীপত্রের; **নব**—নবীন; **দাম**—মালায়; **ধাম্নঃ**—স্থান প্রাপ্ত হয়ে; **লোকম্**—স্থান; **মধুব্রত-পতেঃ**—ভ্রমরদের রাজা; **ইব**—মতো; **কাম-য়ানা**—লাভ করতে উৎকণ্ঠিত।

অনুবাদ

যে লক্ষ্মীদেবীর পদধূলি অন্য সকলে তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার দাসীর মতো আপনার আদেশের অপেক্ষা করেন, কেননা কোন ভাগ্যবান ভক্ত কর্তৃক আপনার চরণে নিবেদিত তুলসীদলের নবীন মালিকায় সঞ্চরণ করে যে ভ্রমরদের রাজা, তার নিবাস স্থলে (আপনার শ্রীপাদপদ্মে) তাঁর স্থান সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হওয়ার ফলে তুলসী সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী লাভ করেছে। এখানে যে তুলনাটি করা হয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর। ভ্রমরদের রাজা যেমন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীদলের উপর বিচরণ করেন, তেমনই যাঁর কৃপা-দৃষ্টি লাভ করার জন্য দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং অন্য সকলেই কামনা করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও নিরন্তর ভগবানের চরণারবিন্দের সেবায় নিরত থাকেন। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবানের কল্যাণকারী হতে পারে না; পক্ষান্তরে, সকলেই হচ্ছে ভগবানের দাসের অনুদাস।

শ্লোক ২১

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্তমানাং
নাত্যাদ্রিয়ৎপরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ
শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্ ॥ ২১ ॥

যঃ—যিনি; তাম্—লক্ষ্মীদেবী; বিবিক্ত—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; চরিতৈঃ—ভক্তিযুক্ত সেবা; অনুবর্তমানাম্—সেবা করে; ন—না; অত্যাদ্রিয়ৎ—আসক্ত; পরম—সর্বোচ্চ; ভাগবত—ভক্তগণ; প্রসঙ্গঃ—সংযুক্ত; সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; ত্বম্—আপনি; দ্বিজ—ব্রাহ্মণদের; অনুপথ—মার্গে ; পুণ্য—পবিত্রীকৃত ; রজঃ—ধূলি; পুনীতঃ—বিশুদ্ধিকৃত; শ্রীবৎস—শ্রীবৎসের; লক্ষ্ম—চিহ্ন; কিম্—কি; অগাঃ—আপনি লাভ করেছেন; ভগ—সমস্ত ঐশ্বর্য অথবা সমস্ত সদ্‌গুণ; ভাজনঃ—উৎস; ত্বম্—আপনি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার শুদ্ধ ভক্তদের কার্যকলাপের প্রতি আপনি অত্যন্ত অনুরক্ত, তবুও যিনি সর্বদা আপনার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আপনি আসক্ত নন। অতএব ব্রাহ্মণেরা যে পথে বিচরণ করেছেন, সেই পথের ধূলির দ্বারা আপনি কিভাবে পবিত্র হতে পারেন, এবং আপনার বক্ষের উপর যে শ্রীবৎস-চিহ্ন, তার দ্বারা আপনি কিভাবে মহিমান্বিত হতে পারেন?

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান সর্বদা শত সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন, তবুও সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্যের ফলে, তাঁদের কারোর প্রতিও তিনি আসক্ত নন। ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য হচ্ছে—অন্তহীন সম্পদ, অন্তহীন যশ, অন্তহীন বীর্য, অন্তহীন সৌন্দর্য, অন্তহীন জ্ঞান এবং অন্তহীন বৈরাগ্য। সমস্ত দেবতারা এবং অন্য জীবেরা কেবল লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য তাঁর পূজা করেন, কিন্তু ভগবান কখনও তাঁর প্রতি আসক্ত নন, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত সেবার জন্য তিনি এই প্রকার অসংখ্য লক্ষ্মীদেবী সৃষ্টি করতে পারেন। কখনও কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীপত্রের প্রতি লক্ষ্মীদেবী ঈর্ষাপরায়ণ হন, কেননা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তুলসী সর্বদা স্থির থাকেন, কিন্তু ভগবানের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীজী অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, কখনও কখনও তাঁর কৃপাপ্রার্থী অন্য ভক্তদের অনুগ্রহ করতে হয়। কখনও কখনও লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর অসংখ্য ভক্তদের সন্তুষ্ট করতে যেতে হয়, কিন্তু তুলসীপত্র কখনও তাঁর স্থান ত্যাগ করেন না, এবং তাই ভগবান লক্ষ্মীদেবীর সেবা থেকে তুলসীর সেবা অধিক পছন্দ করেন। ভগবান যখন বলেন যে, ব্রাহ্মণদের অহৈতুকী কৃপার ফলে লক্ষ্মীদেবী তাঁকে ছেড়ে যান না, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবানের ঐশ্বর্য দ্বারা লক্ষ্মীদেবী আকৃষ্ট হন, তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদের জন্য নয়। তাঁর ঐশ্বর্যের জন্য ভগবান কারোর উপর নির্ভরশীল নন; তিনি সর্বদাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের আশীর্বাদের ফলে তাঁর ঐশ্বর্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবানের যে উক্তি, তা কেবল ব্রাহ্মণ এবং ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রতি অন্যদের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

শ্লোক ২২

ধর্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ
পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্ ।
নূনং ভৃতং তদভিঘাতি রজস্তমশ্চ
সত্ত্বেন নো বরদয়া তনুবা নিরস্য ॥ ২২ ॥

ধর্মস্য—সমস্ত ধর্মের মূর্ত বিগ্রহের; **তে**—আপনার ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ত্রি-যুগ**—তিন যুগে যিনি প্রকাশিত হন সেই আপনি; **ত্রিভিঃ**—তিনের দ্বারা; **স্বৈঃ**—আপনার নিজের; **পদ্ভিঃ**—চরণ; **চর-অচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **ইদম্**—এই বিশ্ব; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **দেবতা**—দেবগণ; **অর্থম্**—প্রয়োজনার্থে; **নূনম্**—

যাই হোক; ভৃতম্—রক্ষিত; তৎ—সেই চরণ; **অভিঘাতি**—ধ্বংস করে; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—এবং; **সত্ত্বেন**—শুদ্ধ সত্ত্বের; **নঃ**—আমাদেরকে; **বরদয়া**—সব রকম আশীর্বাদ বর্ষণ করেন; **তনুবা**—আপনার চিন্ময় রূপের দ্বারা; **নিরস্য**—বিদূরিত করে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই তিনযুগে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন, আপনার শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং সর্বপ্রকার বর প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রজ ও তমোগুণের উপাদানগুলিকে নিরসন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানকে *ত্রিযুগ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি সত্য, দ্বাপর এবং ত্রেতা এই তিন যুগে আবির্ভূত হন। চতুর্থ যুগ বা কলিযুগে, তাঁর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগে তিনি ছন্ন অবতাররূপে, অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত পরিচয় আড়াল করে অবতরণ করেন। অন্যান্য যুগে কিন্তু ভগবান তাঁর ভগবত্তা প্রকাশ করে অবতরণ করেন, এবং তাই তাঁকে *ত্রিযুগ*, বা তিন যুগে যিনি অবতরণ করেন, বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

ত্রিযুগ শব্দটির বিশ্লেষণ করে শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*যুগ* মানে হচ্ছে 'যুগল', এবং *ত্রি-* মানে হচ্ছে 'তিন'। ভগবান তিন জোড়া বা ছয়টি ঐশ্বর্য সমন্বিত। সেই সূত্রে তাঁকে *ত্রিযুগ* বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। ভগবান হচ্ছেন ধর্মতত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। তিন যুগের ধর্মতত্ত্ব তিন প্রকার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, যথা—তপ, শৌচ এবং দয়া। সেই সম্বন্ধেও ভগবানকে *ত্রিযুগ* বলা হয়। কলিযুগে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এই তিনটি আবশ্যক গুণ প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, কলিযুগের এই তিনটি পারমার্থিক গুণরহিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি আসেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'প্রচ্ছন্ন' বলা হয়, কেননা যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবুও তিনি ভক্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, কৃষ্ণরূপে নয়। তাই ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন এই যুগের সবচাইতে প্রবল দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বিষয়-সম্পদ—তাদের পুঞ্জীভূত রজ এবং তমোগুণের প্রভাব দূরীভূত করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত ভগবানের পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ, হরে

কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সংকীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন।

চতুষ্কুমারেরা তাঁদের রজ এবং তমোগুণের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের ভক্তদের অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দুর্বলতা সম্বন্ধে যেহেতু তাঁরা সচেতন ছিলেন, তাই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁদের মধ্যে অবস্থানরত রজ এবং তমোগুণ দূর করে দেন। শৌচ, তপ এবং দয়া—এই তিনটি দিব্যগুণ দ্বিজ এবং দেবতাদের গুণাবলী। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত না হলে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এই তিনটি তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জন্য তিনটি নিষিদ্ধ পাপকর্ম হচ্ছে অবৈধ যৌন সংসর্গ, আসব পান, এবং কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত অন্য খাদ্যদ্রব্য আহার। এই তিনটি নিষেধ তপ, শৌচ এবং দয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তরা দয়ালু, কেননা তাঁরা অসহায় প্রাণীদের হত্যা করেন না, এবং তাঁরা শুচি, কেননা তাঁরা অবাঞ্ছিত খাদ্যদ্রব্য আহার করেন না এবং অবাঞ্ছিত অভ্যাসের কলুষ থেকে মুক্ত। সংযত যৌন জীবন তপশ্চর্যার প্রতীক। যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উচিত চার কুমারদের প্রার্থনার দ্বারা সূচিত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা।

শ্লোক ২৩

ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদিহাত্মগোপং
গোপ্তা বৃষঃ স্বর্হণেন সসূনৃতেন ।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা
লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎপ্রমাণম্ ॥ ২৩ ॥

ন—না; ত্বম্—আপনি; দ্বিজ—ব্রাহ্মণের; উত্তম-কুলম্—সর্বোচ্চ কুলে; যদি—যদি; হ—অবশ্যই; আত্ম-গোপম্—আপনার দ্বারা রক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত; গোপ্তা—রক্ষক; বৃষঃ—শ্রেষ্ঠ; সু-অর্হণেন—আরাধনার দ্বারা; স-সূনৃতেন—কোমল বাণীর দ্বারা; তর্হি—তারপর; এব—নিশ্চয়ই; নঙ্ক্ষ্যতি—নষ্ট হবে; শিবঃ—মঙ্গলময়; তব—আপনার; দেব—হে ভগবান; পন্থাঃ—পথ; লোকঃ—জনসাধারণ; অগ্রহীষ্যৎ—গ্রহণ করবে; ঋষভস্য—সর্বোত্তমের; হি—যেহেতু; তৎ—তা; প্রমাণম্—প্রমাণ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদের রক্ষক। আপনি যদি পূজা এবং মধুর বাণী প্রয়োগ করে তাঁদের রক্ষা না করেন, তাহলে অবশ্যই আপনার শক্তি ও অধ্যক্ষতায় আচরণশীল জনসাধারণ অর্চনের পবিত্র পন্থা পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে, সাধারণ মানুষ মহাজনদের কার্যকলাপ ও চরিত্রের অনুসরণ করে। তাই সমাজে আদর্শ চরিত্রসম্পন্ন নেতাদের প্রয়োজন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে এসেছিলেন আদর্শ নেতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্য, এবং মানুষকে অবশ্যই তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হবে। বেদের নির্দেশ হচ্ছে যে, কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা এবং ন্যায়-ভিত্তিক তর্কের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে কখনও জানা যায় না। মহাজনদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হয়। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ* । মহান আচার্যদের অনুসরণ না করে আমরা যদি কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করি, তাহলেও কখনও কখনও আমরা দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হতে পারি অথবা বিভিন্ন পারমার্থিক নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করতে অথবা অনুসরণ করতে আমরা অক্ষম হতে পারি। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। চারজন ব্রহ্মর্ষি উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষক—*গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ* । শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন গোপ-বালক, এবং ব্রাহ্মণ ও ভক্তদের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন।

এখানে এইটিও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দ্বিজদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এরা সকলেই দ্বিজ, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন দুই জন মানুষের মধ্যে লড়াই হয়, তখন তারা উভয়েই তাদের দেহের উপরের অঙ্গ—মস্তক, বাহু এবং উদর রক্ষা করার চেষ্টা করে। তেমনই মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য সমাজরূপ শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের (বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, সামরিক শ্রেণী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়) বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। শ্রমিকদের রক্ষার ব্যাপারেও অবহেলা করা উচিত নয়, তবে উচ্চ বর্ণগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের বিশেষভাবে সংরক্ষণ

করা উচিত। তাঁদের পূজা করা উচিত। তাঁদের যখন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তখন তা ঠিক ভগবানকে পূজা করার মতো। সেইটি প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ নয়; সেইটি একটি কর্তব্য। সব রকম দান ও মধুর বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের পূজা করা উচিত, এবং কারও যদি কোন কিছু দান করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে অন্তত মিষ্টি বাক্যের দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। ভগবান ব্যক্তিগতভাবে কুমারদের প্রতি এই ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন।

নেতারা যদি এই ব্যবস্থার প্রচলন না করে, তাহলে মানব সভ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। যখন পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তদের সংরক্ষণ করা হয় না এবং বিশেষভাবে তাঁদের আদর করা হয় না, তখন সম্পূর্ণ সমাজ বিনষ্ট হয়ে যায়। এখানে *নঙ্ক্ষ্যতি* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেই প্রকার সভ্যতা দূষিত হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায়। যে প্রকার সভ্যতার সুপারিশ করা হয়েছে, তাকে বলা হয় *দেব-পথ*। দেবতারা ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের মার্গে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থিত; এইটি সেই মঙ্গলময় মার্গ যা রক্ষা করা উচিত। যদি মহাজনগণ এবং সমাজের নেতাগণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেন এবং কেবল মধুর বাক্যই নয়, উপরন্তু সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করেন, তাহলে মানব সভ্যতার প্রগতির পথ লুপ্ত হয়ে যাবে। ভগবান ব্যক্তিগতভাবে সেই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি কুমারদের এত প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তত্তেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ
ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্তু-
স্তেজঃ ক্ষতং ত্ববনতস্য স তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—সেই মঙ্গলময় মার্গের বিনাশ; তে—আপনার দ্বারা; অনভীষ্টম্—ঈপ্সিত নয়; ইব—যেমন; সত্ত্ব-নিধেঃ—সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎস; বিধিৎসোঃ—করার ইচ্ছা করে; ক্ষেমম্—কল্যাণ; জনায়—জনসাধারণের জন্য; নিজ-শক্তিভিঃ—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; উদ্ধৃত—ধ্বংস হয়েছে; অরেঃ—প্রতিপক্ষ; ন—না; এতাবতা—এর দ্বারা; ত্রি-অধিপতেঃ—ত্রিভুবনের অধীশ্বর; বত—হে ভগবান; বিশ্ব-ভর্তুঃ—সমগ্র

বিশ্বের পালনকর্তা; তেজঃ—শক্তি; ক্ষতম্—ক্ষীণ হয়েছে; তু—কিন্তু; অবনতস্য—বিনম্র; সঃ—তা; তে—আপনার; বিনোদঃ—আনন্দ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি সমস্ত মঙ্গলের উৎস, তাই আপনি কখনও চান না যে, মঙ্গলময় পথ বিনষ্ট হয়ে যাক। কেবল জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনার মহান শক্তির দ্বারা আপনি অশুভ তত্ত্বের বিনাশ-সাধন করেন। আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তাই আপনি যখন বিনীতভাবে আচরণ করেন, তখন তার ফলে আপনার প্রভাব ক্ষীণ হয় না। পক্ষান্তরে, এইভাবে বিনীত হওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার চিন্ময় লীলা প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

গোপ-বালক হওয়ার ফলে, অথবা সুদামা ব্রাহ্মণ কিংবা নন্দ মহারাজ, বসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবদের মাতা কুন্তী প্রভৃতি ভক্তদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদ-গৌরব কখনই হ্রাস পায়নি। সকলেই জানতেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তাঁর ব্যবহার ছিল আদর্শ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; তাঁর রূপ পূর্ণরূপে চিন্ময়, আনন্দময় ও জ্ঞানময়, এবং তা নিত্য। যেহেতু জীবেরা তাঁর বিভিন্ন অংশ, তাই তাদের স্বরূপে তারাও গুণগতভাবে ভগবানেরই মতো সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু যখন তারা মায়া বা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কুমারেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যেভাবে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, সেইভাবে তাঁর আবির্ভাবের তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি বৃন্দাবনের নিত্য গোপ-বালক, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিত্য নায়ক, তিনি দ্বারকার নিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত রাজপুত্র, এবং বৃন্দাবনের গোপ-বালিকাদের প্রেমিক। তাঁর সমস্ত আবির্ভাব অর্থপূর্ণ, কেননা যে সমস্ত বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, তাদের কাছে সেইগুলি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তাদের কল্যাণের জন্যই তিনি সব কিছু করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার দ্বারা এবং অর্জুনের প্রতিনিধিত্বে যে মহাশক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল, তারও প্রয়োজন ছিল, কেননা মানুষ যখন অত্যন্ত অধার্মিক হয়ে যায়, তখন এই শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই সূত্রে অহিংসা হচ্ছে ধূর্ততা।

শ্লোক ২৫

যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে
বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্ ।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো
যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ ॥ ২৫ ॥

যম্—যা; **বা**—অথবা; **অনয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **দমম্**—দণ্ড; **অধীশ**—হে প্রভু; **ভবান্**—আপনার; **বিধত্তে**—পুরস্কৃত করে; **বৃত্তিম্**—শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব; **নু**—নিশ্চয়ই; **বা**—অথবা; **তৎ**—তা; **অনুমন্মহি**—আমরা স্বীকার করি; **নির্ব্যলীকম্**—নিষ্কপট; **অস্মাসু**—আমাদেরকে; **বা**—অথবা; **যঃ**—যা কিছু; **উচিতঃ**—যথাযোগ্য; **ধ্রিয়তাম্**—প্রদান করা যেতে পারে; **সঃ**—তা; **দণ্ডঃ**—শাস্তি; **যে**—যে; **অনাগসৌ**—নিষ্পাপ; **বয়ম্**—আমরা; **অযুঙ্ক্ষ্মহি**—নির্ধারিত; **কিল্বিষেণ**—অভিশাপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু! এই দুই জন নিরাপরাধ ব্যক্তিদের অথবা আমাদেরও যে দণ্ডই আপনি দিতে চান, তা আমরা নিষ্কপটে গ্রহণ করব। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, দুই জন নির্দোষ ব্যক্তিকে আমরা অভিশাপ দিয়েছি।

তাৎপর্য

চতুষ্কুমার ঋষিগণ বৈকুণ্ঠের দুই জন দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এখন তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করছেন, কেননা তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কোন অবস্থাতেই অপরাধী হতে পারেন না। বলা হয় যে, ভগবানের সেবায় যাঁর অবিচলিত বিশ্বাস রয়েছে, অথবা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যিনি প্রকৃতই যুক্ত, তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণ রয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই নির্দোষ। যদি কখনও ঘটনাক্রমে অথবা সাময়িকভাবে ভক্তের মধ্যে কোন দোষ দেখাও যায়, তাহলে সেই সম্বন্ধে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। এখানে জয় ও বিজয়কে অভিশাপ দেওয়ার জন্য ঋষিরা অনুতাপ করেছেন। এখন কুমারেরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের পরিস্থিতির কথা ভাবছেন, এবং ভগবানের কাছ থেকে যে কোন রকম দণ্ড গ্রহণ করতে তাঁরা প্রস্তুত। সাধারণত, ভক্তদের সহিত সঙ্গ করার সময় দোষ দর্শন করা উচিত নয়। ভগবদ্‌গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে

যে ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে যদি মস্ত বড় ভুল করতেও দেখা যায়, তবুও তাঁকে সাধু বলে বিবেচনা করতে হবে। তাঁর পুরানো অভ্যাসের ফলে তিনি কখনও কোন অনুচিত কার্য করে ফেলতে পারেন, কিন্তু, যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তাঁর সেই ভুল সম্বন্ধে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৬

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ
সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ ।
ভূয়ঃ সকাশমুপয়াস্যত আশু যো বঃ
শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন; **এতৌ**—এই দুই জন দ্বারপাল; **সুর-ইতর**—আসুরিক; **গতিম্**—গর্ভ; **প্রতিপদ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সদ্যঃ**—শীঘ্রই; **সংরম্ভ**—ক্রোধের দ্বারা; **সম্ভৃত**—ঘনীভূত; **সমাধি**—মনের একাগ্রতা; **অনুবদ্ধ**—দৃঢ়ভাবে; **যোগৌ**—আমার সাথে যুক্ত; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সকাশম্**—আমার উপস্থিতিতে; **উপয়াস্যতঃ**—ফিরে আসবে; **আশু**—শীঘ্রই; **যঃ**—যা; **বঃ**—আপনাদের; **শাপঃ**—অভিশাপ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—কেবল; **নিমিতঃ**—নির্ধারিত; **তৎ**—তা; **অবেত**—জানুন; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

ভগবান উত্তর দিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ। আপনারা জেনে রাখুন যে, আপনারা তাঁদের যে দণ্ড দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে আমারই দ্বারা নির্ধারিত, এবং তাই তাঁরা অধঃপতিত হয়ে দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু ক্রোধের দ্বারা উৎপন্ন মনের একাগ্রতার দ্বারা তাঁরা আমার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবে, এবং অচিরেই তাঁরা আমার সকাশে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, ঋষিগণ তাঁর দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে যে দণ্ড দান করেছিলেন, তা তিনি নিজেই নির্ধারণ করেছিলেন। ভগবানের অনুমোদন

ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। বুঝতে হবে যে, বৈকুণ্ঠে ভগবানের ভক্তেরা যে অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তার পিছনে ভগবানের একটি পরিকল্পনা ছিল, এবং সেই পরিকল্পনাকে বহু মহান আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবান কখনও কখনও যুদ্ধ করার ইচ্ছা করেন। যুদ্ধ করার এই ইচ্ছা ভগবানের মধ্যেও রয়েছে, তা না হলে যুদ্ধের প্রকাশ হয় কি করে? যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই ক্রোধ এবং যুদ্ধ করার বাসনা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। তিনি যখন কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, তখন তাঁকে একজন শত্রু খুঁজতে হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের কোন শত্রু নেই, কেননা সেখানে সকলেই সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত। তাই কখনও কখনও তাঁর যুদ্ধ করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি জড় জগতে অবতরণ করেন।

ভগবদ্গীতাতেও (৪/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অভক্তদের বিনাশ করার জন্য আবির্ভূত হন। অভক্ত কেবল জড় জগতেই রয়েছে, চিৎ জগতে নেই; তাই, ভগবান যখন যুদ্ধ করতে চান, তখন তাঁকে এই জড় জগতে আসতে হয়। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ কে করবে? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারোরই নেই! যেহেতু জড় জগতে ভগবান সব সময় তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন, অন্য কারও সঙ্গে নয়, তাই ভগবানকে এমন ভক্তদের অন্বেষণ করতে হয়, যাঁরা তাঁর শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করবে। ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, "প্রিয় অর্জুন! এই জড় জগতে তুমি এবং আমি উভয়েই বহুবার আবির্ভূত হয়েছি। তুমি সেই কথা ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলিনি।" এইভাবে ভগবান জয় ও বিজয়কে মনোনীত করেছিলেন জড় জগতে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য, এবং সেই জন্যই ঋষিরা যখন তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে দ্বারপালদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। ভগবানই তাঁদের জড় জগতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, চিরকালের জন্য নয়, কেবল অল্পকালের জন্য। তাই, ঠিক যেমন রঙ্গমঞ্চে রঙ্গশালার মালিকের শত্রুর ভূমিকায় কেউ অভিনয় করে, যদিও তা কেবল ক্ষণকালের জন্য এবং প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে কোন রকম চিরস্থায়ী শত্রুতা নেই, তেমনই *সুর-জন* (ভক্তগণ) ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন *অসুর-জন* বা নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্য। একজন ভক্ত যে নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তা আশ্চর্যের বিষয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কেবল অভিনয়। তাঁদের ছল যুদ্ধ শেষ হলে, ভক্ত এবং ভগবান উভয়েই বৈকুণ্ঠলোকে পরস্পরে মিলিত হন। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে চিৎ জগৎ ও বৈকুণ্ঠলোক থেকে কারোরই

অধঃপতন হয় না, কেননা তা হচ্ছে নিত্য ধাম। কিন্তু কখনও কখনও ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, ভক্তেরা প্রচারকরূপে অথবা নাস্তিকরূপেও এই জড় জগতে আসেন। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, উভয় ক্ষেত্রেই এইটি ভগবানের পরিকল্পনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বুদ্ধদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, তবুও তিনি নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছেন—"ভগবান বলে কিছু নেই"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার পিছনে একটি পরিকল্পনা ছিল, যা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৭

ব্রহ্মোবাচ

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্ ।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠং চ স্বয়ংপ্রভম্ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **অথ**—এখন; **তে**—তাঁরা; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করার পর; **নয়ন**—চক্ষুর; **আনন্দ**—হর্ষ; **ভাজনম্**—উৎপাদন করে; **বৈকুণ্ঠম্**—বৈকুণ্ঠলোক; **তৎ**—তাঁর; **অধিষ্ঠানম্**—নিবাসস্থল; **বিকুণ্ঠম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **চ**—এবং; **স্বয়ম্-প্রভম্**—স্বয়ং প্রকাশমান।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—তারপর সেই ঋষিগণ স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকে নয়নানন্দদায়ক বৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে সেই দিব্য ধাম ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যেমন বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই শ্লোকেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ধাম স্বয়ংপ্রকাশ। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিৎ জগতে সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। তার অর্থ হচ্ছে যে, সেখানকার গ্রহগুলি স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র। সেখানে সব কিছুই পূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, একবার সেই বৈকুণ্ঠলোকে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা কখনই এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, কিন্তু জয় এবং বিজয়ের ঘটনাটি ছিল ভিন্ন। তাঁরা কিছুকালের জন্য এই জড় জগতে এসেছিলেন, এবং তারপর বৈকুণ্ঠলোকে তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

**ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥**

ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **প্রণিপত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **অনুমান্য**—অবগত হয়ে; **চ**—এবং; **প্রতিজগ্মুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **প্রমুদিতাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **শংসন্তঃ**—মহিমা কীর্তন করে; **বৈষ্ণবীম্**—বৈষ্ণবদের; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

ঋষিগণ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে, এবং বৈষ্ণবদের দিব্য ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

হিন্দু মন্দিরে এখনও ভগবানকে প্রদক্ষিণ করার শ্রদ্ধাপূর্ণ রীতি প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ করে বৈষ্ণব মন্দিরে অন্তত তিনবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রদক্ষিণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

শ্লোক ২৯

**ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্ ।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ॥ ২৯ ॥**

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুগৌ**—তাঁর দুই জন অনুচরকে; **আহ**—বললেন; **যাতম্**—এখান থেকে প্রস্থান কর; **মা**—না হোক; **ভৈষ্টম্**—ভয়; **অস্তু**—হোক; **শম্**—সুখ; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণের; **তেজঃ**—অভিশাপ; **সমর্থঃ**—সক্ষম হয়ে; **অপি**—ও; **হন্তুম্**—নিরস্ত করার জন্য; **ন ইচ্ছে**—ইচ্ছা করি না; **মতম্**—অনুমোদিত; **তু**—পক্ষান্তরে; **মে**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান তখন তাঁর অনুচর জয় এবং বিজয়কে বললেন—এই স্থান থেকে প্রস্থান কর, কিন্তু কোন ভয় করো না। তোমাদের কল্যাণ হোক। ব্রাহ্মণের অভিশাপ

খণ্ডনে যদিও আমি সমর্থ, তবুও আমি তা করব না। পক্ষান্তরে, এই অভিশাপ আমার অনুমোদিত।

তাৎপর্য

ষড়বিংশতি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সেখানে যা কিছু ঘটেছিল তাতে ভগবানের অনুমোদন ছিল। সাধারণত, দ্বারপালদের প্রতি চার জন ঋষির এত ক্রুদ্ধ হওয়া কোনও মতেই সম্ভবপর নয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানেরও তাঁর দ্বারপালদের উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না, এবং তা ছাড়া কেউ বৈকুণ্ঠলোকে একবার ফিরে গেলে, সেখান থেকে তিনি আর এখানে ফিরে আসেন না। তাই, এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে, জড় জগতে তাঁর লীলাবিলাসের জন্য। এইভাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁর অনুমোদন সহকারেই তা হয়েছিল। তা না হলে, বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীর পক্ষে কেবল একজন ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে, এই জড় জগতে ফিরে আসা অসম্ভব। ভগবান তথাকথিত সেই অপরাধীদের বিশেষভাবে আশীর্বাদ করেছেন—"তোমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক!" যে ভক্তকে ভগবান একবার গ্রহণ করেন, তাঁর কখনও অধঃপতন হয় না। সেটিই এই ঘটনার সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩০

এতৎপুরৈব নির্দিষ্টং রময়া ক্রুদ্ধয়া যদা ।
পুরাপবারিতা দ্বারি বিশন্তী ময্যুপারতে ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই প্রস্থান; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—নিশ্চয়ই; **নির্দিষ্টম্**—পূর্বনির্দিষ্ট; **রময়া**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **ক্রুদ্ধয়া**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **যদা**—যখন; **পুরা**—পূর্বে; **অপবারিতা**—বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দ্বারি**—দ্বারে; **বিশন্তী**—প্রবেশ করে; **ময়ি**—আমি যখন; **উপারতে**—বিশ্রাম করছিলাম।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠ থেকে তোমাদের এই প্রস্থান লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন আমার ধাম ত্যাগ করে পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি বিশ্রাম করছিলাম বলে তোমরা তাঁকে দ্বারে বাধা দিয়েছিলে, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

**ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য ব্রহ্মহেলনম্ ।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥ ৩১ ॥**

ময়ি—আমাকে; সংরম্ভ-যোগেন—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যোগ অভ্যাসের দ্বারা; নিস্তীর্য—মুক্ত হয়ে; ব্রহ্ম-হেলনম্—ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার ফলে; প্রত্যেষ্যতম্—ফিরে আসবে; নিকাশম্—নিকটে; মে—আমার; কালেন—যথাসময়ে; অল্পীয়সা—অত্যন্ত অল্প; পুনঃ—পুনরায়।

অনুবাদ

ভগবান সেই দুই জন বৈকুণ্ঠবাসী জয় এবং বিজয়কে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যোগ অনুশীলনের ফলে, ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার পাপ থেকে তোমরা মুক্ত হবে, এবং অচিরেই আমার কাছে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয়কে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে, তাঁরা ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হবেন। এই সূত্রে শ্রীল মধ্ব মুনি মন্তব্য করেছেন যে, ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এমনকি অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করা সম্ভব নয় যে ব্রহ্মশাপ, তাও ভক্তিযোগের দ্বারা পরাভূত হয়।

বহু রসে ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব। বারটি রস রয়েছে—পাঁচটি মুখ্য এবং সাতটি গৌণ। পাঁচটি মুখ্য রসের দ্বারা সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব, কিন্তু অন্য সাতটি গৌণ রসের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন যদিও পরোক্ষভাবে সম্পাদিত হয়, তবুও যদি তা ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাদেরও ভক্তিযোগ বলে গণনা করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্তিযোগে সব কিছুরই সমাবেশ হয়। কোন না কোনভাবে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হন, তাহলে তিনি ভক্তিযোগে যুক্ত হন, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে—*কামং ক্রোধং ভয়ম্* । কামের বশবর্তী হয়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, কংস মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে ভক্তিযোগে আসক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে দেখা যায়, ভক্তিযোগ এতই শক্তিশালী যে, ভগবানের শত্রু হয়ে নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর চিন্তা করলেও অচিরেই মুক্তি লাভ করা যায়। কথিত আছে, *বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ* —

"ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তদের বলা হয় দেবতা, আর অভক্তদের বলা হয় অসুর।" কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শক্তিশালী যে, দেব এবং অসুর উভয়েই তার সুফল লাভ করতে পারে, যদি তারা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করে। ভক্তিযোগের মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করা। ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৬৫) ভগবান বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ* —"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর।" কিভাবে চিন্তা করতে হবে, তাতে কিছু যায় আসে না। কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করাই হচ্ছে ভক্তিযোগের মৌলিক তত্ত্ব।

জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার পাপকর্ম রয়েছে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অথবা বৈষ্ণবদের অবহেলা করা হচ্ছে সবচাইতে গর্হিত পাপ। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল অনুকূলভাবেই নয়, কেউ যদি ক্রোধের বশবর্তী হয়েও শ্রীবিষ্ণুর কথা চিন্তা করেন, তাহলেও তিনি সবচাইতে গুরুতর পাপকেও অতিক্রম করতে পারেন। এইভাবে যারা এমনকি ভক্তও নয়, কিন্তু সর্বদা বিষ্ণুর চিন্তা করে, তারাও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে চিন্তার সর্বোচ্চ প্রকাশ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে এই যুগে শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণী থেকে বোঝা যায় যে, কেউ যদি বৈরীভাবাপন্ন হয়েও কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করার এই বিশেষ গুণটি তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে।

শ্লোক ৩২

দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্ ।
সর্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ॥ ৩২ ॥

দ্বাঃ-স্থৌ—দ্বারপালদের; **আদিশ্য**—এইভাবে আদেশ দিয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিমান-শ্রেণি-ভূষণম্**—সর্বোত্তম বিমান শ্রেণীর দ্বারা ভূষিত; **সর্ব-অতিশয়য়া**—সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত; **লক্ষ্ম্যা**—সম্পদ; **জুষ্টম্**—বিভূষিত; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **ধিষ্ণ্যম্**—ধাম; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান দ্বারপালদের আদেশ দিয়ে, দিব্য বিমান শ্রেণী দ্বারা ভূষিত এবং সর্বোত্তম ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ তাঁর ধামে তিনি প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছিল বৈকুণ্ঠের দ্বারে। অর্থাৎ, ঋষিরা প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে যাননি, তাঁরা বৈকুণ্ঠের দ্বারেই ছিলেন। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, "তাঁরা যদি বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেই থাকেন, তাহলে জড় জগতে তাঁরা ফিরে এলেন কি করে?" কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেননি, এবং তাই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। যোগ অনুশীলনের প্রভাবে মহান যোগী এবং ব্রাহ্মণদের জড় জগৎ থেকে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়ার এই রকম অনেক ঘটনা রয়েছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে থাকতে পারেননি। তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। এখানে এও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান বহু বৈকুণ্ঠ-বিমানের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এখানে বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা এমনই মনোমুগ্ধকর ঐশ্বর্যমণ্ডিত, যার সঙ্গে জড় ঐশ্বর্যের কোন তুলনাই করা যায় না।

অন্য সমস্ত জীবেরা, এমনকি দেবতারা পর্যন্ত ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আর ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভগবদ্গীতার দশম পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত প্রকাশের উৎস। যাঁরা জানেন যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, যাঁরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে জানেন, এবং যাঁরা জানেন যে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আরাধ্য, তাঁরা বৈষ্ণবরূপে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হন। বৈদিক মন্ত্রও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছে—*ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে জানা। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীবিষ্ণুকে পরম আরাধ্য বস্তুরূপে না জেনে, মূর্খ মানুষেরা এই জড় জগতে কত রকম আরাধনার বস্তু সৃষ্টি করে, এবং তার ফলে তাদের অধঃপতন হয়।

শ্লোক ৩৩

তৌ তু গীর্বাণঋষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ ।
হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতস্ময়ৌ ॥ ৩৩ ॥

তৌ—সেই দুই দ্বারপাল; **তু**—কিন্তু; **গীর্বাণ-ঋষভৌ**—দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **দুস্তরাৎ**—অতিক্রম করতে অক্ষম হয়ে; **হরি-লোকতঃ**—ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক থেকে; **হত-শ্রিয়ৌ**—সৌন্দর্য এবং তেজহীন হয়ে; **ব্রহ্ম-শাপাৎ**—ব্রাহ্মণের শাপের ফলে; **অভূতাম্**—হয়েছিল; **বিগত-স্ময়ৌ**—বিষাদপূর্ণ।

অনুবাদ

কিন্তু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই দুই জন দ্বারপাল ব্রহ্মশাপের ফলে সৌন্দর্য এবং তেজ হারিয়ে, বিষাদগ্রস্ত হয়ে, ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোক থেকে অধঃপতিত হলেন।

শ্লোক ৩৪

তদা বিকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ ।
হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ ॥ ৩৪ ॥

তদা—তখন; বিকুণ্ঠ—পরমেশ্বর ভগবানের; ধিষণাৎ—ধাম থেকে; তয়োঃ—তাঁরা উভয়ে; নিপতমানয়োঃ—পতিত হচ্ছিলেন; হাহাকারঃ—হাহাকার; মহান্—উচ্চ; আসীৎ—হয়েছিল; বিমান-অগ্র্যেষু—সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানে; পুত্রকাঃ—হে দেবগণ।

অনুবাদ

তারপর, জয় এবং বিজয় যখন ভগবানের ধাম থেকে পতিত হচ্ছিলেন, তখন অপূর্ব বিমানে উপবিষ্ট দেবতাদের কণ্ঠ থেকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ ।
দিতের্জঠরনির্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্ ॥ ৩৫ ॥

তৌ—সেই দুই জন দ্বারপাল; এব—নিশ্চয়ই; হি—সম্বোধিত হয়ে; অধুনা—এখন; প্রাপ্তৌ—লাভ করে; পার্ষদ-প্রবরৌ—প্রধান পার্ষদদ্বয়; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; দিতেঃ—দিতির; জঠর—গর্ভ; নির্বিষ্টম্—প্রবেশ করে; কাশ্যপম্—কশ্যপ মুনির; তেজঃ—বীর্য; উল্বণম্—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—ভগবানের সেই দুই জন প্রধান দ্বারপাল সম্প্রতি দিতির গর্ভে প্রবেশ করে, কশ্যপ মুনির শক্তিশালী বীর্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

জীব কিভাবে মূলত বৈকুণ্ঠলোক থেকে এসে এই জড় জগতের উপাদানের দ্বারা আবৃত হয়, এখানে তার স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। জীব পিতার বীর্য আশ্রয়

করে মাতার গর্ভে সঞ্চারিত হয়, এবং মাতার ডিম্বকোষের সাহায্যে জীবের বিশেষ দেহ বিকশিত হয়। এই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, কশ্যপ মুনি যখন হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই পুত্রের গর্ভাধান করেছিলেন, তখন তাঁর চিত্ত শান্ত ছিল না। তাই তিনি যে বীর্য স্খলন করেছিলেন তা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং তার সঙ্গে ক্রোধ গুণ মিশ্রিত ছিল। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সন্তান উৎপাদনের সময় মন অত্যন্ত শান্ত এবং ভক্তিভাবপূর্ণ হওয়া উচিত। তাই, সেই উদ্দেশ্যে বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভাধান সংস্কারের প্রথা নির্দেশিত হয়েছে। পিতার চিত্ত যদি ধীর না থাকে, তাহলে স্খলিত বীর্য উন্নত স্তরের হবে না। তার ফলে পিতা-মাতা কর্তৃক উৎপন্ন জড় তত্ত্বে আবৃত জীব হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুর মতো আসুরিক ভাবাপন্ন হবে। গর্ভাধানের পদ্ধতি সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত। এইটি একটি অত্যন্ত মহান বিজ্ঞান।

শ্লোক ৩৬

তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ ।
আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্বিধিৎসতি ॥ ৩৬ ॥

তয়োঃ—তাদের; **অসুরয়োঃ**—দুই অসুরের; **অদ্য**—আজ; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **যময়োঃ**—দুই জনের; **হি**—নিশ্চয়ই; **বঃ**—তোমাদের (দেবতাদের); **আক্ষিপ্তম্**—বিক্ষুব্ধ; **তেজঃ**—শক্তি; **এতর্হি**—নিশ্চয়ই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—তা; **বিধিৎসতি**—করার ইচ্ছা করে।

অনুবাদ

সেই দুই অসুরের তেজের দ্বারা তোমাদের তেজ এখন তিরস্কৃত হওয়ার ফলে, তোমরা বিচলিত হয়েছ। এর প্রতিবিধান করার শক্তি আমার নেই, কেননা ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে এই সব কিছু হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও পূর্বের জয় এবং বিজয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষরূপে অসুরে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু জড় জগতের দেবতারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, এবং তার ফলে ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, তারা যে উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর অথবা অন্য সমস্ত দেবতাদের ছিল না। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে

তাঁরা জড় জগতে এসেছিলেন, তাই শুধু ভগবানই পারেন এই উপদ্রব রোধ করতে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও জয় এবং বিজয় অসুর শরীর ধারণ করেছিল, তবুও তারা অন্য সকলের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিলেন, এবং তার ফলে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান যুদ্ধ করার বাসনা করেছিলেন কেননা যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। তিনি সব কিছুরই উৎস, কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধ করেন তখন তাঁকে অবশ্যই তাঁর ভক্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তাই তাঁর ইচ্ছার ফলেই জয় এবং বিজয় কুমারগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর দ্বারপালদের আদেশ দিয়েছিলেন জড় জগতে গিয়ে তাঁর শত্রু হতে, যাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন এবং তাঁর আপন ভক্তের দ্বারা তাঁর যুদ্ধ করার ইচ্ছা চরিতার্থ হয়।

ব্রহ্মা দেবতাদের বলেছিলেন, যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন, তা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা। তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সেই দুই জন ভগবৎ পার্ষদ যদিও অসুররূপে এসেছিলেন, তবুও তাঁরা দেবতাদের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন এবং তাই তাঁরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। পরমেশ্বর ভগবানের কার্য কেউই অতিক্রম করতে পারে না। দেবতাদের এই উপদেশও দেওয়া হয়েছিল যে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা যেন বিঘ্ন উৎপাদন করার চেষ্টা না করেন, কেননা সেইটি ছিল ভগবানের বিধান। তেমনই, ভগবান যখন কাউকে এই জড় জগতে কোন কার্য সম্পাদন করার আদেশ দেন, বিশেষ করে তাঁর মহিমা প্রচারের, তখন কেউই তা প্রতিহত করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব অবস্থাতেই পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৩৭

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বস্য—বিশ্বের; **যঃ**—যিনি; **স্থিতি**—সংরক্ষণ; **লয়**—বিনাশ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **হেতুঃ**—কারণ; **আদ্যঃ**—সবচাইতে প্রাচীন পুরুষ; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—যোগেশ্বরের দ্বারা; **অপি**—ও; **দুরত্যয়**—যা সহজে বোঝা যায় না; **যোগ-মায়ঃ**—তাঁর যোগমায়া;

ক্ষেমম্—কল্যাণ; বিধাস্যতি—করবে; সঃ—তিনি; নঃ—আমাদের; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ত্রি-অধীশঃ—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা; তত্র—সেখানে; অস্মদীয়—আমাদের দ্বারা; বিমৃশেন—বিচার-বিবেচনার দ্বারা; কিয়ান্—কি; ইহ—এই বিষয়ে; অর্থঃ—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

হে প্রিয় পুত্রগণ। ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা এবং তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। তাঁর আশ্চর্যজনক সৃজনী শক্তি যোগমায়াকে যোগেশ্বরেরাও সহজে বুঝতে পারেন না। সেই আদি পুরুষ ভগবানই কেবল আমাদের রক্ষা করতে পারেন। এই বিষয়ে চিন্তা করে তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য আমরা সাধন করতে পারব?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন কোন কিছুর আয়োজন করেন, তখন আমাদের বিচারে তা প্রতিকূল বলে মনে হলেও, সেই সম্বন্ধে কারও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কখনও কখনও আমরা দেখি যে, কোন শক্তিশালী প্রচারক নিহত হন, অথবা তাঁকে নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ঠিক যেমন হরিদাস ঠাকুরের হয়েছিল। তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, যিনি ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য এই জড় জগতে এসেছিলেন। কিন্তু মুসলমান কাজী বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করার মাধ্যমে তাঁকে দণ্ড দিয়েছিল। তেমনই, যিশু খ্রিস্ট ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা পাণ্ডবদের রাজ্য হারাতে হয়েছিল, তাঁদের পত্নীকে অপমান করা হয়েছিল, এবং তাঁদের নানা রকম কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। এই সকল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে দেখে, ভক্তদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়; পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, সেই সমস্ত ঘটনার পিছনে নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের কোন পরিকল্পনা রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এই প্রকার প্রতিকূলতার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত কখনও বিচলিত হন না। ভগবদ্ভক্ত এমনকি প্রতিকূল অবস্থাকেও ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। প্রতিকূল অবস্থাতেও যিনি ভগবানের সেবা করতে থাকেন, তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন।

ব্রহ্মা দেবতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সেই অন্ধকার পরিস্থিতির সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এইটি ছিল পরমেশ্বর ভগবানের বিধান। ব্রহ্মা সেই কথা জানতেন। ভগবানের মহান ভক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের পরিকল্পনা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্ঝিতাঃ ।
ততঃ সর্বে ন্যবর্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **আত্ম-ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **গীতম্**—ব্যাখ্যা; **কারণম্**—কারণ; **শঙ্কয়া**—ভয় থেকে; **উজ্ঝিতাঃ**—মুক্ত; **ততঃ**—তারপর; **সর্বে**—সকলে; **ন্যবর্তন্ত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **ত্রি-দিবায়**—স্বর্গলোকে; **দিব-ওকসঃ**—দেবতাগণ (উচ্চতর লোকের অধিবাসীগণ)।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—বিষ্ণুর থেকে জন্ম হয়েছিল যাঁর, সেই ব্রহ্মার কাছ থেকে সেই অন্ধকারের কারণ সম্বন্ধে শ্রবণ করে, স্বর্গলোকবাসী দেবতারা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা দর্শন করে, উচ্চতর লোকের অধিবাসী দেবতারাও অত্যন্ত ভয়ভীত হন, তাই তাঁরা ব্রহ্মার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই জড় জগতে প্রতিটি জীবের মধ্যেই ভয় রয়েছে। জড় অস্তিত্বের চারটি প্রধান কার্য হচ্ছে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। ভয় দেবতাদের মধ্যেও রয়েছে। প্রতিটি লোকে, এমন কি চন্দ্র, সূর্য আদি উচ্চতর লোকে, তা ছাড়া এই পৃথিবীতেও এই পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি বর্তমান। তা না হলে, দেবতারা কেন অন্ধকারের ফলে ভয়ভীত হবেন? দেবতা এবং সাধারণ মানুষদের

মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, দেবতারা মহাজনদের শরণাগত, কিন্তু এই পৃথিবীর অধিবাসীরা মহাজনদের গুরুত্ব অস্বীকার করে। মানুষ যদি কেবল মহাজনদের শরণাগত হত, তা হলে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সংশোধন করা যেত। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জুনও বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখন আপ্ত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমরা কোন জড় জাগতিক অবস্থায় বিচলিত হতে পারি, কিন্তু আমরা যদি সেই বিষয় সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শরণাগত হই, তা হলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে জানবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর কথা শুনে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে, শান্ত চিত্তে তাঁদের স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২

দিতিস্তু ভর্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী ।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ ॥ ২ ॥

দিতিঃ—দিতি; **তু**—কিন্তু; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **আদেশাৎ**—আদেশ অনুসারে; **অপত্য**—তাঁর সন্তান থেকে; **পরিশঙ্কিনী**—উপদ্রব আশঙ্কা করে; **পূর্ণে**—পূর্ণ; **বর্ষ-শতে**—এক শত বৎসর পর; **সাধ্বী**—পুণ্যবতী রমণী; **পুত্রৌ**—দুইটি পুত্র; **প্রসুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **যমৌ**—যমজ।

অনুবাদ

সাধ্বী রমণী দিতি তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের থেকে দেবতাদের উপদ্রব আশঙ্কা করে, এবং তাঁর পতির কাছ থেকেও সেই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে, শতবর্ষ পূর্ণ হলে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন।

শ্লোক ৩

উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ ॥ ৩ ॥

উৎপাতাঃ—প্রাকৃতিক উপদ্রব; **বহবঃ**—বহু; **তত্র**—সেখানে; **নিপেতুঃ**—ঘটেছিল; **জায়মানয়োঃ**—তাদের জন্ম হলে; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **ভুবি**—পৃথিবীতে;

অন্তরিক্ষে—অন্তরীক্ষে; চ—এবং; লোকস্য—লোকে; উরু—মহান; ভয়-আবহাঃ—ভীতি উৎপাদন করে।

অনুবাদ

সেই সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হলে স্বর্গলোকে, ভূলোকে ও অন্তরীক্ষে নানা রকম ভীতিপ্রদ এবং আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে লাগল।

শ্লোক ৪

সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দিশঃ সর্বাঃ প্রজজ্বলুঃ ।
সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

সহ—সহ; **অচলাঃ**—পর্বতসমূহ; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **চেলুঃ**—কম্পিত হয়েছিল; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **প্রজজ্বলুঃ**—আগুনের মতো প্রজ্বলিত হয়েছিল; **স**—সহ; **উল্কাঃ**—উল্কাসমূহ; **চ**—এবং; **অশনয়ঃ**—বজ্রসমূহ; **পেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **কেতবঃ**—কেতুসমূহ; **চ**—এবং; **আর্তি-হেতবঃ**—সমস্ত অমঙ্গলের কারণ।

অনুবাদ

তখন পর্বত সহ পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল যেন সর্বত্র আগুন জ্বলছে। উল্কা, কেতু এবং বজ্রপাত সহ শনি আদি বহু অমঙ্গলসূচক গ্রহ তখন উদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কোন গ্রহে যখন প্রাকৃতিক গোলযোগ দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই কোন দৈত্যের জন্ম হয়েছে। বর্তমান যুগে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, যা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা থেকে জানতে পারি।

শ্লোক ৫

ববৌ বায়ুঃ সুদুঃস্পর্শঃ ফূৎকারানীরয়ন্মুহুঃ ।
উন্মূলয়ন্নগপতীন্বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥ ৫ ॥

ববৌ—প্রবাহিত হয়েছিল; **বায়ুঃ**—বায়ু; **সু-দুঃস্পর্শঃ**—স্পর্শ-দুঃখকর; **ফূৎ-কারান্**—প্রচণ্ডভাবে শব্দ করে; **ঈরয়ন্**—ত্যাগ করে; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **উন্মূলয়ন্**—উৎপাটিত করে; **নগ-পতীন্**—বিশাল বৃক্ষরাজি; **বাত্যা**—ঘূর্ণিবায়ু; **অনীকঃ**—সৈন্য; **রজঃ**—ধূলি; **ধ্বজঃ**—পতাকা।

অনুবাদ

স্পর্শ-দুঃখকর বায়ুসমূহ প্রবল ঝটিকাকে সৈন্য এবং ধূলিসমূহকে ধ্বজা করে, বিশাল বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটন করে, প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

যখন ঘূর্ণিঝড়, প্রচণ্ড গরম, তুষারপাত, প্রবল ঝড়ে বৃক্ষসমূহ উৎপাটন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, আসুরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে আজও এই সমস্ত দুর্যোগ বর্তমান। এই তত্ত্ব পৃথিবীর সর্বত্রই সত্য। যে সমস্ত স্থানে যথেষ্ট সূর্য-রশ্মির অভাব, আকাশ সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন, তুষারপাত এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সেই সমস্ত স্থানে নিশ্চিতভাবে সব রকম নিষিদ্ধ পাপকর্মের আচরণে অভ্যস্ত আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বাস করে।

শ্লোক ৬

উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া নষ্টভাগণে ।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥ ৬ ॥

উদ্ধসৎ—অট্টহাস্য; **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ; **অম্ভোদ**—মেঘের; **ঘটয়া**—রাশির দ্বারা; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **ভা-গণে**—জ্যোতিষ্কসমূহ; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **প্রবিষ্ট**—আচ্ছাদিত; **তমসা**—অন্ধকারের দ্বারা; **ন**—না; **স্ম ব্যাদৃশ্যতে**—দেখা গেল; **পদম্**—কোন স্থান।

অনুবাদ

সেই সময় বিদ্যুৎরূপ অট্টহাস্যযুক্ত মেঘরাশির দ্বারা নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কসমূহ আচ্ছাদিত হল। সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তখন আর কোন কিছুই দেখা গেল না।

শ্লোক ৭

চুক্রোশ বিমনা বার্ধিরুদূর্মিঃ ক্ষুভিতোদরঃ ।
সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ॥ ৭ ॥

চুক্রোশ—প্রবলভাবে গর্জন করেছিল; **বিমনাঃ**—শোকাক্রান্ত; **বার্ধিঃ**—সমুদ্র; **উদূর্মিঃ**—সুউচ্চ তরঙ্গরাশি; **ক্ষুভিত**—বিক্ষুব্ধ; **উদরঃ**—উদরস্থ জন্তুসমূহ; **স-উদপানাঃ**—সরোবর এবং কূপের পানীয় জল সহ; **চ**—এবং; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **চুক্ষুভুঃ**—বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; **শুষ্ক**—শুষ্ক; **পঙ্কজাঃ**—পদ্মফুল।

অনুবাদ

সমুদ্র যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে উচ্চ তরঙ্গরাশি সহ প্রবলভাবে গর্জন করতে লাগল, এবং তার ফলে তার উদরস্থ জল-জন্তুসমূহ ক্ষোভিত হয়েছিল। নদী ও সরোবরসমূহও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, এবং সেখানকার পদ্মরাজি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৮

মুহুঃ পরিধয়োঽভূবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্যয়োঃ ।
নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে ॥ ৮ ॥

মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ; **পরিধয়ঃ**—কুয়াশাচ্ছন্ন পরিধি; **অভূবন্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **স-রাহ্বোঃ**—গ্রহণের সময়; **শশি**—চন্দ্রের; **সূর্যয়োঃ**—সূর্যের; **নির্ঘাতাঃ**—বজ্রের গর্জন; **রথ-নির্হ্রাদাঃ**—রথ-চক্রের নির্ঘোষের মতো; **বিবরেভ্যঃ**—পর্বতের গুহা থেকে; **প্রজজ্ঞিরে**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

বার বার সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য এবং চন্দ্রের চার পাশে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিধি প্রকাশ পেতে লাগল। বিনা মেঘেও বজ্রপাতের শব্দ শোনা যেতে লাগল, এবং পর্বতের গুহা থেকে রথ-চক্রের নির্ঘোষের মতো শব্দ উত্থিত হতে লাগল।

শ্লোক ৯

অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্ ।
সৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবং শিবাঃ ॥ ৯ ॥

অন্তঃ—অভ্যন্তরে; **গ্রামেষু**—গ্রামে; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **বমন্ত্যঃ**—বমন করে; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **উলণম্**—ভয়সূচক; **সৃগাল**—শিয়াল; **উলূক**—পেঁচা; **টঙ্কারৈঃ**—চিৎকার করে; **প্রণেদুঃ**—শব্দ করেছিল; **অশিবম্**—অমঙ্গলসূচক; **শিবাঃ**—শৃগালীরা।

অনুবাদ

গ্রামের মধ্যে শৃগালীরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে অমঙ্গলসূচক চিৎকার করেছিল, এবং শৃগাল ও পেঁচকেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শব্দ করেছিল।

শ্লোক ১০

সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নময্য শিরোধরাম্ ।
ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ ॥ ১০ ॥

সঙ্গীত-বৎ—সঙ্গীতের মতো; **রোদন-বৎ**—ক্রন্দনের মতো; **উন্নময্য**—উত্তোলন করে; **শিরোধরাম্**—গ্রীবা; **ব্যমুঞ্চন্**—শব্দ করেছিল; **বিবিধাঃ**—বিবিধ প্রকার; **বাচঃ**—চিৎকার; **গ্রাম-সিংহাঃ**—কুকুরেরা; **ততঃ ততঃ**—যেখানে সেখানে।

অনুবাদ

কুকুরেরা যেখানে সেখানে গ্রীবা উত্তোলন করে, কখনও সঙ্গীতের মতো, কখনও বা ক্রন্দনের মতো বিবিধভাবে চিৎকার করতে লাগল।

শ্লোক ১১

খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্ ।
খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্যধাবন্ বরূথশঃ ॥ ১১ ॥

খরাঃ—গর্দভেরা; **চ**—এবং; **কর্কশৈঃ**—তীক্ষ্ণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **খুরৈঃ**—তাদের খুরের দ্বারা; **ঘ্নন্তঃ**—আঘাত করে; **ধরা-তলম্**—পৃথিবীর পৃষ্ঠ; **খাঃ-কার**—খার্কার ধ্বনি; **রভসাঃ**—উন্মত্তের মতো যুক্ত হয়েছিল; **মত্তাঃ**—উন্মত্ত; **পর্যধাবন্**—চতুর্দিকে ধাবিত হয়েছিল; **বরূথশঃ**—দলবদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

হে বিদুর! গর্দভেরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের তীক্ষ্ণ খুরের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করে, এবং উন্মত্তের মতো খার্কার রব করতে করতে চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

গর্দভেরাও মনে করে যে, তারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর প্রাণী, এবং তারা যখন তথাকথিত হর্ষ সহকারে দলবদ্ধ হয়ে ইতস্তত ধাবিত হয়, তখন তা মানব-সমাজের পক্ষে অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ১২

রুদন্তো রাসভত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ ।
ঘোষেহরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্বত ॥ ১২ ॥

রুদন্তঃ—চিৎকারে; **রাসভ**—গর্দভদের; **ত্রস্তাঃ**—ভীত; **নীড়াৎ**—নীড় থেকে; **উদপতন্**—উপরে উড়ে গেল; **খগাঃ**—পাখিরা; **ঘোষে**—গোশালায়; **অরণ্যে**—বনে; **চ**—এবং; **পশবঃ**—পশু; **শকৃৎ**—পুরীষ; **মূত্রম্**—মূত্র; **অকুর্বত**—ত্যাগ করেছিল।

অনুবাদ

গর্দভের খার্কার শব্দে ভীত হয়ে, পাখিরা শব্দ করতে করতে তাদের নীড় থেকে উড়ে গেল, এবং গোশালায় ও অরণ্যে পশুরা ভীত হয়ে বার বার বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করতে লাগল।

শ্লোক ১৩

গাবোহত্রসন্নসৃগ্দোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ ।
ব্যরুদন্দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্বিনানিলম্ ॥ ১৩ ॥

গাবঃ—ধেনুগণ; **অত্রসন্**—ভীত হয়ে; **অসৃক্**—রক্ত; **দোহাঃ**—দোহন করেছিল; **তোয়দাঃ**—মেঘরাশি; **পূয়**—পুঁজ; **বর্ষিণঃ**—বর্ষণ করেছিল; **ব্যরুদন্**—অশ্রু বিসর্জন করেছিল; **দেব-লিঙ্গানি**—দেবতাদের প্রতিমা; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষসকল; **পেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **বিনা**—ব্যতীত; **অনিলম্**—বায়ু।

অনুবাদ

গাভীগণ ভীতা হয়ে দুধের পরিবর্তে রক্ত বর্ষণ করেছিল, মেঘরাশি পূঁজ বর্ষণ করেছিল, দেব-প্রতিমা সকলে যেন অশ্রু বিসর্জন করেছিল, এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষসমূহ ভূপতিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ ।
অতিচেরুর্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥

গ্রহান্—গ্রহসমূহ; **পুণ্য-তমান্**—সব চাইতে শুভ; **অন্যে**—অন্য সমস্ত (অশুভ গ্রহসমূহ); **ভ-গণান্**—জ্যোতিষ্কসমূহ; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **দীপিতাঃ**—উদ্দীপ্ত হয়ে; **অতিচেরুঃ**—অতিক্রম করে; **বক্র-গত্যা**—বক্র গতির দ্বারা; **যুযুধুঃ**—সংঘর্ষ হয়েছিল; **চ**—এবং; **পরঃ-পরম্**—একে অপরের সঙ্গে।

অনুবাদ

মঙ্গল, শনি আদি অশুভ গ্রহসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র আদি শুভ গ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রদের অতিক্রম করেছিল, এবং বক্র গতির দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে গ্রহগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীনে চালিত হচ্ছে। যে সমস্ত জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাঁদের বলা হয় পুণ্যবান। তেমনই সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত দেশ, বৃক্ষ ইত্যাদিও পুণ্যবান। সেই রকম গ্রহগুলিও গুণের দ্বারা প্রভাবিত; অনেক গ্রহ আছে যাদের শুভ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং অন্য গ্রহগুলিকে অশুভ বলে বিবেচনা করা হয়। শনি এবং মঙ্গল গ্রহকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। যখন শুভ গ্রহগুলি অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেইটি একটি মঙ্গল ইঙ্গিত, কিন্তু যখন অশুভ গ্রহগুলি উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেইটি অশুভ লক্ষণের ইঙ্গিত।

শ্লোক ১৫

দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতানতত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ ।
ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসম্প্লবম্ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অন্যান্**—অন্যদের; **চ**—এবং; **মহা**—প্রচণ্ড; **উৎপাতান্**—অশুভ লক্ষণ, **অ-তৎ-তত্ত্ব-বিদঃ**—(অভিশাপের) রহস্য না জেনে; **প্রজাঃ**—জনসাধারণ; **ব্রহ্ম-পুত্রান্**—ব্রহ্মার পুত্রগণ (চার কুমারগণ); **ঋতে**—ব্যতীত; **ভীতাঃ**—ভয়ে ভীত হয়ে; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **বিশ্ব-সম্প্লবম্**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

অনুবাদ

এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক অশুভ লক্ষণ দর্শন করে, ব্রহ্মার চার জন ঋষি-পুত্র ব্যতীত অন্য সকলে, যাঁরা জয় এবং বিজয়ের অধঃপতিত হয়ে দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের রহস্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাঁরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুসারে, প্রকৃতির নিয়ম এতই কঠোর যে, তা লঙ্ঘন করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। সেখানে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তাঁরাই কেবল রক্ষা পান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুইজন মহা দৈত্যের জন্ম হওয়ার ফলে এত সব প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল। পূর্বের বর্ণনা অনুসারে, পরোক্ষভাবে বুঝতে হবে যে, পৃথিবীতে যখন নিরন্তর দুর্যোগ হয়, তখন সেইটি কোন আসুরিক মানুষের জন্ম হওয়ার অথবা আসুরিক জনসাধারণের বৃদ্ধি পাওয়ার অশুভ ইঙ্গিত। পুরাকালে দিতির গর্ভজাত কেবল দুইটি দৈত্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত দুর্যোগ হয়েছিল। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে এই কলিযুগে, এই সমস্ত দুর্যোগগুলি সর্বদাই প্রত্যক্ষ হয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে, আসুরিক জনসংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আসুরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য বৈদিক সভ্যতায় সমাজ-জীবনে বহু বিধি-নিষেধের বিধান রয়েছে, তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভাধান সংস্কার। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন যে, যদি অবাঞ্ছিত জনসাধারণ বা বর্ণসঙ্কর হয়, তা হলে সারা পৃথিবী জুড়ে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। মানুষ বিশ্ব-শান্তির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, কিন্তু গর্ভাধান সংস্কারের সুযোগ গ্রহণ না করার ফলে, ঠিক দিতির গর্ভজাত দৈত্যদের মতো বহু অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম হচ্ছে। দিতি এতই কামার্ত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিকে এক অশুভ সময়ে মৈথুনে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিলেন, এবং তার ফলে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দুইটি দৈত্যের জন্ম হয়েছিল। সন্তান

উৎপাদনের জন্য যৌন জীবনে রত হওয়ার সময়, সুসন্তান উৎপাদনের পন্থা অনুশীলন করা উচিত; যদি প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি গৃহস্থ বৈদিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন, তা হলে অসুরদের জন্ম না হয়ে সুসন্তানদের জন্ম হবে, এবং আপনা থেকে পৃথিবীতে তখন শান্তি আসবে। সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য যদি বিধি-নিষেধের অনুশীলন না করা হয়, তা হলে আমরা শান্তির প্রত্যাশা করতে পারি না। পক্ষান্তরে, তার ফলে প্রকৃতির নিয়মের কঠোর প্রতিক্রিয়া আমাদের ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ ।
ববৃধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥ ১৬ ॥

তৌ—তারা দুইজন; **আদি-দৈত্যৌ**—সৃষ্টির আদিতে যে দৈত্যদের আবির্ভাব হয়েছিল; **সহসা**—শীঘ্রই; **ব্যজ্যমান**—প্রকাশিত হয়ে; **আত্ম**—স্বীয়; **পৌরুষৌ**—শক্তি; **ববৃধাতে**—বৃদ্ধি পেয়েছিল; **অশ্ম-সারেণ**—ইস্পাতের মতো; **কায়েন**—শরীরের দ্বারা; **অদ্রি-পতী**—দুইটি বিশাল পর্বত; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

এই দুইটি দৈত্য যারা পুরাকালে আবির্ভূত হয়েছিল, অচিরেই তারা তাদের অসাধারণ দৈহিক গঠন প্রদর্শন করতে শুরু করল। ইস্পাতের মতো তাদের শরীর দুইটি বিশাল পর্বতের মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে; তাদের একটিকে বলা হয় দৈত্য, এবং অন্যটিকে বলা হয় দেবতা। দেবতারা মানব-সমাজের পারমার্থিক উন্নতি-সাধনে নিরত থাকেন, কিন্তু অসুরেরা কেবল তাদের দৈহিক এবং জাগতিক উন্নতি-সাধনে ব্যস্ত থাকে। দিতির গর্ভজাত দুইটি দৈত্য তাদের শরীর ইস্পাতের মতো দৃঢ় করতে থাকে, এবং তারা এত দীর্ঘ ছিল যে, মনে হত তারা যেন অন্তরীক্ষকে স্পর্শ করছে। তারা মূল্যবান অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল, এবং তারা মনে করত যে, সেইটি হচ্ছে জীবনের সাফল্য। মূলত পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয় জড় জগতে জন্ম গ্রহণ করবে, এবং ঋষিদের অভিশাপের ফলে, তারা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার

ভূমিকায় অভিনয় করবে। দৈত্যরূপে তারা এত ক্রোধান্বিত হয়েছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে চিন্তা না করে, তারা কেবল তাদের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতি-সাধনে সর্বদা ব্যস্ত ছিল।

শ্লোক ১৭

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভি-
র্নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ ।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে
কট্যা সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ ॥ ১৭ ॥

দিবি-স্পৃশৌ—গগনস্পর্শী; **হেম**—স্বর্ণ-নির্মিত; **কিরীট**—তাদের মুকুটের; **কোটিভিঃ**—অগ্রভাগের দ্বারা; **নিরুদ্ধ**—অবরোধ করেছিল; **কাষ্ঠৌ**—দিকসমূহ; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **অঙ্গদা**—অঙ্গদ; **ভুজৌ**—বাহুতে; **গাম্**—পৃথিবী; **কম্পয়ন্তৌ**—কম্পিত করে; **চরণৈঃ**—চরণের দ্বারা; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে; **কট্যা**—তাদের কটির দ্বারা; **সু-কাঞ্চ্যা**—সুন্দর মেখলার দ্বারা অলঙ্কৃত; **অর্কম্**—সূর্য; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **তস্থতুঃ**—তারা দাঁড়িয়েছিল।

অনুবাদ

তাদের দেহ এত দীর্ঘ হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল তারা যেন তাদের স্বর্ণ-মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা আকাশকে চুম্বন করছে। তারা তাদের শরীরের দ্বারা দিক্‌সমূহ অবরোধ করেছিল, এবং তাদের প্রতি পদক্ষেপের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল। তাদের বাহু উজ্জ্বল অঙ্গদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এবং অত্যন্ত সুন্দর মেখলা বেষ্টিত কটিদেশের দ্বারা তারা যেন সূর্যকে আচ্ছাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

আসুরিক সভ্যতায় মানুষ এমন ধরনের শরীর গঠন করতে চায় যে, তারা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে, তখন তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হবে, এবং তারা যখন দাঁড়াবে, তখন মনে হবে যে, সূর্য এবং চতুর্দিকের দৃশ্যাবলীকে তারা আচ্ছাদিত করেছে। যদি কোন জাতির দেহ শক্তিশালী হয়, তা হলে বিবেচনা করা হয় যে, সেই দেশটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে উন্নত দেশ।

শ্লোক ১৮

প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীদ্
যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্যময়োরজায়ত ।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা
যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

প্রজাপতিঃ—কশ্যপ; **নাম**—নামক; **তয়োঃ**—তাদের দুইজনের; **অকার্ষীৎ**—দিয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **প্রাক্**—প্রথম; **স্ব-দেহাৎ**—তাঁর দেহ থেকে; **যময়োঃ**—যমজের; **অজায়ত**—জন্ম গ্রহণ করেছিল; **তম্**—তাকে; **বৈ**—অবশ্যই; **হিরণ্যকশিপুম্**—হিরণ্যকশিপু; **বিদুঃ**—জেনো; **প্রজাঃ**—জনসাধারণ; **যম্**—যাকে; **তম্**—তাকে; **হিরণ্যাক্ষম্**—হিরণ্যাক্ষ; **অসূত**—জন্মদান করেছিলেন; **সা**—তিনি (দিতি); **অগ্রতঃ**—প্রথম।

অনুবাদ

প্রজাদের স্রষ্টা প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর যমজ পুত্রদের মধ্যে যার প্রথমে জন্ম হয়েছিল, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষ, এবং দিতি প্রথমে যাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপু।

তাৎপর্য

পিণ্ডসিদ্ধি নামক প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভধারণ সম্বন্ধে খুব সুন্দর বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণনা রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষের বীর্য যখন ঋতুমতী রমণীর জঠরে দুইটি অনুক্রমিক বিন্দুতে প্রবেশ করে, তখন মাতা তার গর্ভে দুইটি জরায়ু উৎপাদন করেন, এবং জন্মের সময় তারা প্রথমে গর্ভধারণের বিপরীত ক্রমে মাতৃগর্ভ থেকে বহির্গত হয়। অর্থাৎ যাকে আগে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার জন্ম পরে হয়, এবং যাকে পরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার জন্ম আগে হয়। গর্ভে প্রথম যে সন্তানটি ধারণ করা হয়, সেইটি দ্বিতীয় সন্তানের পিছনে থাকে। সুতরাং জন্মের সময় দ্বিতীয় সন্তানটি আগে এবং প্রথম সন্তানটি পরে মাতৃজঠর থেকে বহির্গত হয়। এখানে বোঝা যায় যে, যাকে দিতি পরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন সেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছিল আগে, আর হিরণ্যকশিপু, যাকে আগে গর্ভে ধারণ করা হয়েছিল, তার জন্ম হয় পরে।

শ্লোক ১৯

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ ।
বশে সপালাঁল্লোকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ ॥ ১৯ ॥

চক্রে—করেছিলেন; **হিরণ্যকশিপুঃ**—হিরণ্যকশিপু; **দোর্ভ্যাম্**—তার দুই বাহুর দ্বারা; **ব্রহ্ম-বরেণ**—ব্রহ্মার বরে; **চ**—এবং; **বশে**—তার নিয়ন্ত্রণাধীন; **স-পালান্**—পালকগণ সহ; **লোকান্**—লোকসমূহ; **ত্রীন্**—তিন; **অকুতঃ-মৃত্যুঃ**—কারও কাছ থেকে মৃত্যুর ভয় না করে; **উদ্ধতঃ**—গর্বিত।

অনুবাদ

জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ্যকশিপুর ত্রিভুবনে কারোর কাছে মৃত্যুর ভয় ছিল না, কেননা সে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল। সেই বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ছিল এবং ত্রিভুবনকে আয়ত্ত করতে সে সক্ষম হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে যে, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল, এবং তার ফলে অমর হওয়ার বর লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কাউকে অমর হওয়ার বর দেওয়া ব্রহ্মার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু পরোক্ষভাবে হিরণ্যকশিপু বর লাভ করেছিল যে, এই জড় জগতে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু সে বৈকুণ্ঠলোক থেকে এসেছিল, তাই তাকে বধ করার ক্ষমতা এই জড় জগতে কারোর ছিল না। ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। জড়-জাগতিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে জড় অস্তিত্বের চারটি তত্ত্ব—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। হিরণ্যকশিপুর মতো ক্ষমতাশালী এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিও যে তার নির্দিষ্ট আয়ুর অধিক কাল বাঁচতে পারে না, এর মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল ভগবানের পরিকল্পনা। কেউ হিরণ্যকশিপুর মতো বলবান এবং গর্বোদ্ধত হতে পারে, এবং ত্রিভুবনকে তার আয়ত্তাধীন করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও পক্ষে চিরকাল বেঁচে থাকা অথবা লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজের কাছে রাখা সম্ভব নয়। কত সম্রাট ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল, কিন্তু আজ তারা সকলে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে গেছে, সেটিই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস।

শ্লোক ২০

হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্ ।
গদাপাণির্দিবং যাতো যুযুৎসুর্মৃগয়ন্ রণম্ ॥ ২০ ॥

হিরণ্যাক্ষঃ—হিরণ্যাক্ষ; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **তস্য**—তার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **প্রীতি-কৃৎ**—প্রসন্ন করতে প্রস্তুত; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **গদা-পাণিঃ**—গদা হাতে; **দিবম্**—উচ্চতর লোকে; **যাতঃ**—ভ্রমণ করত; **যুযুৎসুঃ**—যুদ্ধ করার বাসনায়; **মৃগয়ন্**—অন্বেষণ করে; **রণম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তার কার্যকলাপের দ্বারা সর্বদাই সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত ছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রীতি-সাধনের জন্য হিরণ্যাক্ষ সংগ্রাম করার বাসনায় কাঁধে গদা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করত।

তাৎপর্য

আসুরিক মনোভাব হচ্ছে পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিশ্বের সমস্ত সম্পদ শোষণ করার শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু দৈব মনোভাব হচ্ছে সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। হিরণ্যকশিপু নিজেও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং সকলের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে সহায়তা করার জন্য ও যতদিন সম্ভব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার জন্য সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকেও শক্তিশালী করেছিল। যদি সম্ভব হত, তা হলে সে চিরকাল এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। এইগুলি হচ্ছে আসুরিক মনোভাবাপন্ন জীবেদের কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ২১

তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্ ।
বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্ ॥ ২১ ॥

তম্—তাকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **দুঃসহ**—দুর্দমনীয়; **জবম্**—ক্রোধ; **রণৎ**—কিঙ্কিণী; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **নূপুরম্**—নূপুর; **বৈজয়ন্ত্যা স্রজা**—বৈজয়ন্তী মালার দ্বারা; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত; **অংস**—স্কন্ধে; **ন্যস্ত**—ধৃত; **মহা-গদম্**—একটি প্রকাণ্ড গদা।

অনুবাদ

হিরণ্যাক্ষের ক্রোধ ছিল দুঃসহ। তার পায়ে ছিল শব্দায়মান স্বর্ণের নূপুর, সে বৈজয়ন্তী মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এবং তার এক স্কন্ধদেশে ছিল একটি বিশাল গদা।

শ্লোক ২২

মনোবীর্যবরোৎসিক্তমসৃণ্যমকুতোভয়ম্ ।
ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥ ২২ ॥

মনঃ-বীর্য—মানসিক এবং দৈহিক শক্তির দ্বারা; **বর**—বরের প্রভাবে; **উৎসিক্তম্**—গর্বিত; **অসৃণ্যম্**—দুর্দমনীয়; **অকুতঃ-ভয়ম্**—কাউকে ভয় না করে; **ভীতাঃ**—ভীত; **নিলিল্যিরে**—লুকিয়েছিলেন; **দেবাঃ**—দেবতারা; **তার্ক্ষ্য**—গরুড়; **ত্রস্তাঃ**—ভীতা হয়ে; **ইব**—মতো; **অহয়ঃ**—সর্প।

অনুবাদ

তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মার বরে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। কারও হাতে তার নিহত হওয়ার ভয় ছিল না, এবং তার গতি রোধ করার ক্ষমতাও কারোর ছিল না। তাই তার দর্শন মাত্রই গরুড়কে দেখে সাপেরা যেভাবে পলায়ন করে, দেবতারাও সেইভাবে ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, অসুরেরা সাধারণত অত্যন্ত বলবান, এবং তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়, আর তাদের দৈহিক শক্তিও অসাধারণ। হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে এমনই বর লাভ করেছিল যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেউ তাদের হত্যা করতে পারবে না, তাই তারা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক ছিল।

শ্লোক ২৩

স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্ ।
সেন্দ্রান্দেবগণান্ ক্ষীবানপশ্যন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; বৈ—অবশ্যই; তিরোহিতান্—অদৃশ্য হয়েছিলেন; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মহসা—শক্তির দ্বারা; স্বেন—তার নিজের; দৈত্য-রাট্—দৈত্যরাজ; স-ইন্দ্রান্—ইন্দ্র সহ; দেব-গণান্—দেবতাগণ; ক্ষীবান্—প্রমত্ত; অপশ্যন্—দেখতে না পেয়ে; ব্যনদৎ—গর্জন করেছিল; ভৃশম্—ভীষণভাবে।

অনুবাদ

ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা, যাঁরা পূর্বে তাঁদের শক্তির গর্বে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে না পেয়ে এবং তাঁরা যে তার তেজবলে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন, তা বুঝতে পেরে, সেই দৈত্যরাজ ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল।

শ্লোক ২৪

তত নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিস্বনম্ ।
বিজগাহে মহাসত্ত্বো বার্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তার পর; নিবৃত্তঃ—প্রত্যাবর্তন করে; ক্রীড়িষ্যন্—খেলা করার জন্য; গম্ভীরম্—গভীর; ভীম-নিস্বনম্—ভয়ঙ্কর শব্দ করে; বিজগাহে—ঝাঁপ দিয়েছিল; মহা-সত্ত্বঃ—মহা বলবান; বার্ধিম্—সমুদ্রে; মত্তঃ—মদমত্ত; ইব—মতো; দ্বিপঃ—হস্তী।

অনুবাদ

স্বর্গ থেকে ফিরে এসে, সেই বলবান দৈত্য ভয়ঙ্কর গর্জনশীল গভীর সমুদ্রে ক্রীড়া করার মানসে মত্ত মাতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল।

শ্লোক ২৫

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকা
যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চসা
প্রধর্ষিতা দূরতরং প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে—সে যখন সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল; বরুণস্য—বরুণের; সৈনিকাঃ—প্রতিরক্ষকগণ; যাদঃ-গণাঃ—জলচর প্রাণীগণ; সন্নধিয়ঃ—অবসন্ন হয়ে;

স-সাধ্বসাঃ—ভীত হয়ে; **অহন্যমানাঃ**—আহত না হয়ে; **অপি**—ও; **তস্য**—তার; **বর্চসা**—তেজের দ্বারা; **প্রধর্ষিতাঃ**—আচ্ছন্ন হয়ে; **দূর-তরম্**—অনেক দূরে; **প্রদুদ্রুবুঃ**—দ্রুত পলায়ন করেছিল।

অনুবাদ

সে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলে, বরুণের সৈন্য-স্বরূপ জল-জন্তুসমূহ ভয়াচ্ছন্ন হয়ে অতি দূরে পলায়ন করেছিল। এইভাবে, আঘাত না করেই হিরণ্যাক্ষ তার তেজ প্রদর্শন করেছিল।

তাৎপর্য

অনেক সময় দেখা যায় যে, জড়বাদী অসুরেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এখানেও দেখা যায় যে, হিরণ্যাক্ষ তার আসুরিক শক্তির দ্বারা, প্রকৃতপক্ষে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এমন কি তার অসাধারণ শক্তির প্রভাবে দেবতারা পর্যন্ত ভীত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের ভয়ে কেবল অন্তরীক্ষের দেবতারাই ভীত হননি, সমুদ্রের জল-জন্তুরাও ভীত হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবল-
শ্চরন্মহোর্মীঞ্ছ্বসনেরিতান্মুহুঃ ।
মৌর্ব্যাভিজঘ্নে গদয়াবিভাবরী-
মাসেদিবাংস্তাত পুরীং প্রচেতসঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বছর ধরে; **উদধৌ**—সমুদ্রে; **মহা-বলঃ**—মহা বলবান; **চরন্**—বিচরণ করেছিল; **মহা-ঊর্মীন্**—বিশাল তরঙ্গমালাকে; **শ্বসন**—বায়ুর দ্বারা; **ঈরিতান্**—আন্দোলিত; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **মৌর্ব্যা**—লৌহ-নির্মিত; **অভিজঘ্নে**—আঘাত করেছিল; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **বিভাবরীম্**—বিভাবরী; **আসেদিবান্**—পৌঁছাল; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **পুরীম্**—রাজধানী; **প্রচেতসঃ**—বরুণের।

অনুবাদ

বহু বহু বছর ধরে সমুদ্রে বিচরণ করে, মহা বলবান হিরণ্যাক্ষ তার লৌহ-নির্মিত গদার দ্বারা বায়ু-বিক্ষুব্ধ বিশাল তরঙ্গমালাকে বার বার আঘাত করেছিল, এবং তার পর সে বরুণের রাজধানী বিভাবরীতে গিয়ে পৌঁছাল।

তাৎপর্য

বরুণ হচ্ছেন জলের দেবতা, এবং তাঁর রাজধানী বিভাবরী জলের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৭

তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং
যাদোগণানামৃষভং প্রচেতসম্ ।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচব-
জ্জগাদ মে দেহ্যধিরাজ সংযুগম্ ॥ ২৭ ॥

তত্র—সেখানে; **উপলভ্য**—পৌঁছে; **অসুর-লোক**—যে স্থানে অসুরেরা বাস করে; **পালকম্**—অভিভাবক; **যাদঃ-গণানাম্**—জল-জন্তুদের; **ঋষভম্**—প্রভু; **প্রচেতসম্**—বরুণ; **স্ময়ন্**—স্মিত হাস্য; **প্রলব্ধুম্**—উপহাস করার জন্য; **প্রণিপত্য**—প্রণিপাত করে; **নীচ-বৎ**—নীচ কুলোদ্ভূত মানুষের মতো; **জগাদ**—সে বলেছিল; **মে**—আমাকে; **দেহি**—দিন; **অধিরাজ**—হে মহান রাজা; **সংযুগম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

অসুরদের বাসস্থান পাতাল-লোকের পালক এবং জল-জন্তুদের প্রভু বরুণের গৃহ হচ্ছে বিভাবরী। সেখানে হিরণ্যাক্ষ বরুণদেবের কাছে গিয়ে নীচবৎ প্রণিপাত করার পরে, তাঁকে উপহাস করে স্মিত হাস্য সহকারে বলেছিল, "হে অধিরাজ! আমাকে যুদ্ধ দান করুন!"

তাৎপর্য

আসুরিক মানুষেরা সর্বদা অন্যদের যুদ্ধে আহ্বান করে বলপূর্বক তাদের সম্পত্তি অধিকার করে। সেই সমস্ত লক্ষণগুলি এখানে হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছে, যে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছে যুদ্ধ ভিক্ষা করেছিল।

শ্লোক ২৮

ত্বং লোকপালোঽধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা
বীর্যাপহো দুর্মদবীরমানিনাম্ ।
বিজিত্য লোকেঽখিলদৈত্যদানবান্
যদ্রাজসূয়েন পুরাযজৎপ্রভো ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি (বরুণ); লোক-পালঃ—লোক-পালক; অধিপতিঃ—অধীশ্বর; বৃহৎ-শ্রবাঃ—মহা যশা; বীর্য—তেজ; অপহঃ—হ্রাসপ্রাপ্ত; দুর্মদ—দাম্ভিক ব্যক্তির; বীর-মানিনাম্—নিজেদের মস্ত বড় বীর বলে মনে করে; বিজিত্য—জয় করে; লোকে—এই জগতে; অখিল—সমস্ত; দৈত্য—দৈত্য; দানবান্—দানব; যৎ—যখন; রাজ-সূয়েন—রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা; পুরা—পূর্বে; অযজৎ—পূজিত; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

আপনি একজন মহা যশস্বী লোকপালাধিপতি। আপনি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী বীরদের দর্প হরণ করেছিলেন, এবং এই জগতের সমস্ত দৈত্য ও দানবদের পরাভূত করেছিলেন। এক সময় আপনি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা
দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাং পতিঃ ।
রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া
ব্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

সঃ—বরুণ; এবম্—এইভাবে; উৎসিক্ত—গর্বিত; মদেন—দাম্ভিক; বিদ্বিষা—শত্রুর দ্বারা; দৃঢ়ম্—গভীরভাবে; প্রলব্ধঃ—উপহাস করেছিল; ভগবান্—পূজ্য; অপাম্—জলের; পতিঃ—ঈশ্বর; রোষম্—ক্রোধ; সমুত্থম্—উত্থিত হয়েছিল; শময়ন্—সংযত করে; স্বয়া ধিয়া—তার যুক্তির দ্বারা; ব্যবোচৎ—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন; অঙ্গ—হে প্রিয়; উপশমম্—যুদ্ধ থেকে বিরত; গতাঃ—হয়েছি; বয়ম্—আমরা।

অনুবাদ

এইভাবে অন্তহীন মদমত্ত শত্রু কর্তৃক উপহসিত হয়ে, পূজ্য জলাধিপতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তির দ্বারা সেই সমুত্থিত ক্রোধকে সংবরণ করে উত্তর দিয়েছিলেন—হে দৈত্যরাজ! অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার ফলে, আমরা এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছি।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী জড়বাদীরা সর্বদাই বিনা কারণে যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৩০

পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎপুরাতনাদ্
যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্ ।
আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহি তং
মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ ॥ ৩০ ॥

পশ্যামি—আমি দেখি; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য; **পুরুষাৎ**—পুরুষ ব্যতীত; **পুরাতনাৎ**—সব চাইতে প্রাচীন; **যঃ**—যিনি; **সংযুগে**—যুদ্ধে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **রণ-মার্গ**—যুদ্ধের কৌশল; **কোবিদম্**—অত্যন্ত নিপুণ; **আরাধয়িষ্যতি**—তৃপ্তি সাধন করবে; **অসুর-ঋষভ**—হে দৈত্যরাজ; **ইহি**—গমন করুন; **তম্**—তাঁর কাছে; **মনস্বিনঃ**—বীরগণ; **যম্**—যাঁকে; **গৃণতে**—প্রশংসা করে; **ভবাদৃশাঃ**—আপনার মতো।

অনুবাদ

আপনি যুদ্ধে এত নিপুণ যে, আদি পুরুষ বিষ্ণু ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি না যিনি আপনাকে যুদ্ধে সন্তুষ্টি-বিধান করতে সমর্থ। তাই, হে অসুররাজ, এমন কি আপনার মতো বীরেরাও যাঁর স্তব করেন, তাঁর কাছেই আপনি গমন করুন।

তাৎপর্য

আক্রমণকারী জড়বাদী যোদ্ধারা তাদের পরিকল্পনার দ্বারা অনর্থক জগতের শান্তি ব্যাহত করার জন্য, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক বাস্তবিকই দণ্ডভোগ করে। তাই বরুণদেব হিরণ্যাক্ষকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর যুদ্ধ করার বাসনা যথাযথভাবে চরিতার্থ করার জন্য তিনি যেন বিষ্ণুর সঙ্গেই যুদ্ধ করেন।

শ্লোক ৩১

তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ
শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ ।
যস্ত্বদ্বিধানামসতাং প্রশান্তয়ে
রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥

তম্—তাঁকে; **বীরম্**—মহাবীর; **আরাৎ**—শীঘ্রই; **অভিপদ্য**—পৌঁছে; **বিস্ময়ঃ**—নষ্ট গর্ব; **শয়িষ্যসে**—আপনি শয়ন করবেন; **বীরশয়ে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **শ্বভিঃ**—কুকুরদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **যঃ**—যিনি; **ত্বৎ-বিধানাম্**—আপনার মতো; **অসতাম্**—দুষ্ট ব্যক্তিদের; **প্রশান্তয়ে**—বিনাশের জন্য; **রূপাণি**—রূপ সমূহ; **ধত্তে**—তিনি ধারণ করেন; **সৎ**—পুণ্যবানদের; **অনুগ্রহ**—তাঁর কৃপা প্রদর্শনের জন্য; **ইচ্ছয়া**—বাসনা সহকারে।

অনুবাদ

বরুণদেব বলতে লাগলেন—তাঁর কাছে পৌঁছালে আপনি অতি শীঘ্রই নষ্ট-গর্ব হয়ে কুকুরদের দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে চির নিদ্রায় শায়িত হবেন। আপনার মতো দুষ্ট ব্যক্তিদের বিনাশ করার জন্য এবং সাধুদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি বরাহ আদি বিবিধ রূপ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

অসুরেরা জানে না যে, তাদের দেহ জড়া প্রকৃতির পঞ্চমহাভূতের দ্বারা গঠিত, এবং যখন তাদের মৃত্যু হয়, তখন তাদের সেই দেহ কুকুর এবং শকুনিদের লীলা-বিলাসের বস্তুতে পরিণত হয়। বরুণদেব হিরণ্যাক্ষকে উপদেশ দিয়েছিলেন বিষ্ণুর বরাহ অবতারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যাতে তার আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা চিরতরে তৃপ্ত হয় এবং তার শক্তিশালী দেহটির বিনাশ হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

তদেবমাকর্ণ্য জলেশভাষিতং
মহামনাস্তদ্বিগণয্য দুর্মদঃ ।
হরের্বিদিত্বা গতিমঙ্গ নারদাদ্
রসাতলং নির্বিবিশে ত্বরান্বিতঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; উবাচ—বললেন; তৎ—তা; এবম্—এইভাবে; আকর্ণ্য—শ্রবণ করে; জল-ঈশ—জলের নিয়ন্তা বরুণের; ভাষিতম্—বাণী; মহা-মনাঃ—দাম্ভিক; তৎ—সেই বাণী; বিগণয্য—গুরুত্ব না দিয়ে; দুর্মদঃ—অহঙ্কারী; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বিদিত্বা—অবগত হয়ে; গতিম্—অবস্থান; অঙ্গ—হে প্রিয় বিদুর; নারদাৎ—নারদ মুনির থেকে; রসাতলম্—সমুদ্রের গভীরে; নির্বিবিশে—প্রবেশ করেছিল; ত্বরা-অন্বিতঃ—অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—গর্বোদ্ধত এবং অহঙ্কারী দৈত্যটি বরুণের সেই বাক্য বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হে প্রিয় বিদুর, সে নারদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান অবগত হয়ে, দ্রুত বেগে রসাতলে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

যুদ্ধপ্রিয় জড়বাদীরা তাদের সব চাইতে বলবান শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে ভয় পায় না। সেই দৈত্যটি যখন বরুণের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে, একজন যোদ্ধা আছেন যিনি প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন, তখন সে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার

জন্য অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে তাঁকে খুঁজতে শুরু করেছিল, যদিও বরুণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করলে তার দেহটি অবশেষে কুকুর, শৃগাল এবং শকুনের আহারে পরিণত হবে। যেহেতু আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা নিতান্তই বুদ্ধিহীন, তাই তারা অজিত বা যাঁকে কেউ কখনও পরাজিত করতে পারে না, সেই বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করে।

শ্লোক ২

দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং
প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া ।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ ॥ ২ ॥

দদর্শ—সে দেখেছিল; **তত্র**—সেখানে; **অভিজিতম্**—বিজয়ী; **ধরা**—পৃথিবী; **ধরম্**—ধারণ করে; **প্রোন্নীয়মান**—ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে; **অবনিম্**—পৃথিবীকে; **অগ্র-দংষ্ট্রয়া**—তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা; **মুষ্ণন্তম্**—হ্রাস করেছিলেন; **অক্ষ্ণা**—তাঁর চক্ষুর দ্বারা; **স্ব-রুচঃ**—হিরণ্যাক্ষের তেজ; **অরুণ**—রক্তাভ; **শ্রিয়া**—উজ্জ্বল; **জহাস**—সে উপহাস করেছিল; **চ**—এবং; **অহো**—ও; **বন-গোচরঃ**—উভচর; **মৃগঃ**—পশু।

অনুবাদ

সে তখন সেখানে সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরকে তাঁর বরাহরূপে তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করতে দেখেছিল। তিনি তাঁর আরক্ত নেত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের তেজরাশি হরণ করেছিলেন। সেই দৈত্য তখন উপহাস করে বলেছিল—ও, এইটি একটি উভচর জন্তু।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের বরাহ অবতারের কথা আলোচনা করেছি। বরাহদেব যখন তাঁর দশনের দ্বারা জলের গভীরে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উত্তোলন করছিলেন, তখন মহা দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তাঁকে দেখে, তাঁকে একটি জন্তু বলে সম্বোধন করে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। অসুরেরা ভগবানের অবতারের তত্ত্ব বুঝতে পারে না; তারা মনে করে যে, মীন, বরাহ অথবা কূর্মরূপে তাঁর অবতার একটি বৃহদাকার জন্তু মাত্র। এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের নররূপী অবতারকেও

তারা বুঝতে পারে না, তাই তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে। চৈতন্য-সম্প্রদায়ে কখনও কখনও নিত্যানন্দ প্রভুর অবতরণ সম্বন্ধেও একটি আসুরিক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভুর দেহ চিন্ময়, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা মনে করে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহ আমাদেরই মতো জড়। *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ* —যাদের কোন বুদ্ধি নেই, তারা ভগবানের চিন্ময় রূপকে জড় মনে করে অবজ্ঞা করে।

শ্লোক ৩

আহৈনমেহ্যজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো
রসৌকসাং বিশ্বসৃজেয়মর্পিতা ।
ন স্বস্তি যাস্যস্যনয়া মমেক্ষতঃ
সুরাধমাসাদিতসূকরাকৃতে ॥ ৩ ॥

আহ—হিরণ্যাক্ষ বলেছিল; **এনম্**—ভগবানকে; **এহি**—এসে যুদ্ধ কর; **অজ্ঞ**—রে মূর্খ; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **বিমুঞ্চ**—পরিত্যাগ কর; **নঃ**—আমাদের; **রসা-ওকসাম্**—রসাতলবাসীদের; **বিশ্ব-সৃজা**—বিশ্বের স্রষ্টা; **ইয়ম্**—এই পৃথিবী; **অর্পিতা**—অর্পণ করেছেন; **ন**—না; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **যাস্যসি**—তুই যাবি; **অনয়া**—এইটি সহ; **মম ঈক্ষতঃ**—যখন আমি দেখছি; **সুর-অধম**—রে দেবতাধম; **আসাদিত**—গ্রহণ করে; **সূকর-আকৃতে**—শূকরের রূপ।

অনুবাদ

ভগবানকে সম্বোধন করে সেই দৈত্য বলল—রে শূকর-রূপধারী দেবশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোন্। রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে, এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে, আমার উপস্থিতিতে তুই তা নিয়ে যেতে পারবি না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যদিও সেই দৈত্যটি বরাহ-রূপধারী পরমেশ্বর ভগবানকে উপহাস করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক শব্দের দ্বারা সে তাঁকে পূজা করেছিল। যেমন, সে তাঁকে *বনগোচরঃ* বলে সম্বোধন করেছে, যার অর্থ হচ্ছে 'যিনি বনে বাস করেন', কিন্তু *বনগোচর* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'যিনি জলে শয়ন করেন'। বিষ্ণু জলে শয়ন করেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানকে এই সম্বোধন যথাযথ। দৈত্যটি তাঁকে *মৃগঃ* বলে সম্বোধন করেছে,

যার অর্থ হচ্ছে পশু, কিন্তু অজ্ঞাতসারে এইভাবে সম্বোধন করার অর্থ হচ্ছে—মহর্ষিগণ, মহাত্মাগণ এবং পরমার্থবাদীগণ যাঁর অন্বেষণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান। সে তাঁকে *অজ্ঞ* বলেও সম্বোধন করেছে। শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, *জ্ঞ* মানে হচ্ছে 'জ্ঞান', এবং এমন কোন জ্ঞান নেই যা পরমেশ্বর ভগবানের অজ্ঞাত। তাই পরোক্ষভাবে সেই দৈত্যটি বলেছে যে, বিষ্ণু সব কিছু জানেন। দৈত্যটি তাঁকে *সুরাধম* বলে সম্বোধন করেছে। *সুর* মানে হচ্ছে 'দেবতা', এবং *অধম* মানে হচ্ছে 'সকলের প্রভু'। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের প্রভু; তাই তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বা পরমেশ্বর ভগবান। দৈত্যটি যখন 'আমার উপস্থিতিতে' কথাটি প্রয়োগ করেছে, তার অর্থ হচ্ছে, 'আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও, আপনি এই পৃথিবীকে নিয়ে যেতে সক্ষম'। *ন স্বস্তি যাস্যসি* —'আপনি যদি কৃপাপূর্বক এই পৃথিবীকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে না যান, তা হলে আমাদের কোন রকম কল্যাণ হতে পারে না।'

শ্লোক ৪

ত্বং নঃ সপত্নৈরভবায় কিং ভৃতো
যো মায়য়া হন্ত্যসুরান্ পরোক্ষজিৎ ।
ত্বাং যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং
সংস্থাপ্য মূঢ় প্রমৃজে সুহৃচ্ছুচঃ ॥ ৪ ॥

ত্বম্—তুই; **নঃ**—আমাদের; **সপত্নৈঃ**—আমাদের শত্রুদের দ্বারা; **অভবায়**—হত্যা করার জন্য; **কিম্**—সেইটি কি; **ভৃতঃ**—পালিত; **যঃ**—যিনি; **মায়য়া**—প্রতারণার দ্বারা; **হন্তি**—বধ করেন; **অসুরান্**—অসুরদের; **পরোক্ষ-জিৎ**—যিনি অদৃশ্য থেকে জয় করেন; **ত্বাম্**—তুই; **যোগমায়া-বলম্**—যাঁর শক্তি হচ্ছে যোগমায়া; **অল্প-পৌরুষম্**—অল্পশক্তি-সম্পন্ন; **সংস্থাপ্য**—হত্যা করে; **মূঢ়**—মূর্খ; **প্রমৃজে**—আমি দূর করব; **সুহৃৎ-শুচঃ**—আমার আত্মীয়-স্বজনদের শোক।

অনুবাদ

রে দুষ্ট! আমাদের হত্যা করার জন্য তুই আমাদের শত্রুদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিস এবং অদৃশ্য থেকে তুই কয়েকজন দৈত্যদের বধও করেছিস। রে মূর্খ! তোর শক্তি কেবল যোগমায়া, তাই আজ তোকে হত্যা করে, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের শোক দূর করব।

তাৎপর্য

দৈত্য হিরণ্যাক্ষ *অভবায়* শব্দটি ব্যবহার করেছে, যার অর্থ হচ্ছে 'হত্যা করার জন্য'। শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, এই 'হত্যা' মানে হচ্ছে মুক্তি, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে বিনাশ করা। ভগবান জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে বিনাশ করেন এবং নিজে অদৃশ্য থাকেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্যকলাপ অচিন্ত্য, কিন্তু তাঁর সেই শক্তির স্বল্প প্রদর্শনের দ্বারা তিনি কৃপাপূর্বক অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। *শুচঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শোক'; ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা জড় জগতের শোক বিনাশ করতে পারেন। উপনিষদে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) উল্লেখ করা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।* ভগবান সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু তাঁর শক্তি বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। অসুরেরা যখন সংকটাপন্ন হয়, তখন তারা মনে করে যে, ভগবান লুকিয়ে রয়েছেন এবং তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা ক্রিয়া করছেন। তারা মনে করে যে, তারা যদি ভগবানকে খুঁজে পেত, তা হলে কেবল তাঁকে দেখা মাত্রই তাঁকে মেরে ফেলতে পারত। হিরণ্যাক্ষ সেইভাবে চিন্তা করেছিল, এবং সে ভগবানকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল—"তুই দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে আমাদের জাতির মহা ক্ষতি করেছিস, এবং সর্বদাই অদৃশ্য থেকে নানাভাবে তুই আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করেছিস। এখন আমি তোকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েছি, কাজেই তোকে আর আমি এখন ছাড়ব না। তোকে হত্যা করে তোর যৌগিক কুকীর্তি থেকে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করব।"

অসুরেরা সর্বদাই তাদের বাক্য এবং দর্শনের দ্বারাই কেবল ভগবানকে হত্যা করতে উৎসুক নয়, তারা মনে করে যে, জড়া শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, ভৌতিক মারণাস্ত্রের দ্বারা তারা ভগবানকে হত্যা করতে পারবে। কংস, রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরেরা মনে করেছিল যে, ভগবানকে হত্যা করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের রয়েছে। অসুরেরা বুঝতে পারে না যে, ভগবান তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা এমনই আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করতে পারেন যে, সর্বত্র উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর নিত্য ধাম গোলোক-বৃন্দাবনে সর্বদা বিরাজ করেন।

শ্লোক ৫

ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ষ-
ণ্যস্মদ্ভুজচ্যুতয়া যে চ তুভ্যম্ ।

বলিং হরন্ত্যৃষয়ো যে চ দেবাঃ
স্বয়ং সর্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ ॥ ৫ ॥

ত্বয়ি—তুই যখন; **সংস্থিতে**—নিহত হবি; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **শীর্ণ**—চূর্ণ হবে; **শীর্ষণি**—মস্তক; **অস্মৎ-ভুজ**—আমার বাহুর দ্বারা; **চ্যুতয়া**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **তুভ্যম্**—তোকে; **বলিম্**—উপহার; **হরন্তি**—নিবেদন করে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **স্বয়ম্**—আপনা থেকে; **সর্বে**—সমস্ত; **ন**—না; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **অমূলাঃ**—মূলহীন।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি বলতে লাগল—আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারা তোর মস্তক যখন চূর্ণ হবে এবং তোর মৃত্যু হবে, তখন দেবতা এবং ঋষিরা যারা ভক্তি সহকারে তোকে যজ্ঞভাগ নৈবেদ্য নিবেদন করে, তারাও সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের মতো আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

ভক্তেরা যখন শাস্ত্র-বিধি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করে, তখন অসুরেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে, নবীন ভক্তদের ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্তি অনুশীলনে যুক্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য জপ মালায় হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ করা বিধেয়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চন করা উচিত এবং বিশ্বে যথার্থ শান্তি স্থাপনের জন্য সাধু ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধির মানসে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিভিন্ন প্রকার প্রচার-কার্যে যুক্ত হওয়া উচিত। অসুরেরা এই সমস্ত কার্যকলাপ পছন্দ করে না। তারা সর্বদাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তারা সর্বদাই প্রচার করে যে, মন্দিরে ভগবানের পূজা না করে, কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জাগতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় সর্বদা যুক্ত থাকা উচিত। দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে, তার শক্তিশালী গদার দ্বারা ভগবানকে হত্যা করে, তাঁর আসুরিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে চেয়েছিল। এখানে দৈত্যটি যে সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তেরা মনে করেন যে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মূল। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেয় যে, ঠিক যেমন উদর হচ্ছে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তির উৎস, তেমনই ভগবান হচ্ছেন জড় এবং চিন্ময়

জগতের সমস্ত শক্তির আদি উৎস। তাই উদরে খাদ্য প্রদান করা যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্তুষ্টি-বিধানের পন্থা, তেমনই কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হচ্ছে সমস্ত আনন্দের উৎসকে সন্তুষ্টি-বিধানের একমাত্র পন্থা। অসুরেরা সেই উৎসকে সমূলে উৎপাটিত করতে চায়, কেননা যদি মূল বা ভগবানকে বিনাশ করা যায়, তা হলে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজে এই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অসুরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। অসুরেরা অবাধে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সর্বদা ভগবৎবিহীন সমাজ সৃষ্টি করতে অত্যন্ত উৎসুক। শ্রীধর স্বামীর মতে, এই শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে, যখন পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক দৈত্যটি তার গদা থেকে বঞ্চিত হবে, তখন কেবল নবীন ভক্তেরাই নয়, প্রাচীন ঋষিতুল্য ভগবদ্ভক্তেরাও অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন।

শ্লোক ৬

স তুদ্যমানোঽরিদুরুক্ততোমরৈ-
র্দংষ্ট্রাগ্রগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্ ।
তোদং মৃষন্নিরগাদম্বুমধ্যাদ্
গ্রাহাহতঃ সকরেণুর্যথেভঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; **তুদ্যমানঃ**—ব্যথিত হয়ে; **অরি**—শত্রুর; **দুরুক্ত**—কটু বাক্যের দ্বারা; **তোমরৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **দংষ্ট্র-অগ্র**—দশনাগ্রে; **গাম্**—অবস্থিত; **গাম্**—পৃথিবীকে; **উপলক্ষ্য**—দেখে; **ভীতাম্**—ভীতা; **তোদম্**—ব্যথা; **মৃষন্**—সহ্য করে; **নিরগাৎ**—তিনি বেরিয়ে এলেন; **অম্বু-মধ্যাৎ**—জলের মধ্য থেকে; **গ্রাহ**—কুমিরের দ্বারা; **আহতঃ**—আক্রান্ত; **স-করেণুঃ**—হস্তিনী সহ; **যথা**—যেমন; **ইভঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

ভগবান যদিও সেই অসুরের কটু বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ব্যথিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই বেদনা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দশনাগ্রে অবস্থিত পৃথিবীকে ভীতা দেখে, তিনি জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, ঠিক যেমন কুমিরের দ্বারা আহত হস্তী তাঁর হস্তিনী সহ নির্গত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদী দার্শনিকেরা বুঝতে পারে না যে, ভগবানের অনুভূতি রয়েছে। কেউ যখন ভগবানকে সুন্দর প্রশস্তি নিবেদন করেন, তখন ভগবান প্রসন্ন হন, এবং

তেমনই কেউ যদি তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে অথবা তাঁকে গালি দেয়, তখন ভগবান অসন্তুষ্ট হন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা, যারা প্রায় অসুরের মতো, তারা ভগবানের নিন্দা করে। তারা বলে যে, ভগবানের মস্তক নেই, তাঁর কোন রূপ নেই, তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই, এবং হাত, পা বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। পক্ষান্তরে তারা বলতে চায় যে, তিনি মৃত অথবা পঙ্গু। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ। এই প্রকার নাস্তিকতামূলক বর্ণনার দ্বারা তিনি কখনও প্রসন্ন হন না। এই ক্ষেত্রে, যদিও দৈত্যের মর্মভেদী শব্দের দ্বারা ভগবান ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তবুও তাঁর ভক্ত দেবতাদের প্রীতি-সাধনের জন্য তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে এই যে, ভগবান আমাদেরই মতো সচেতন। তিনি আমাদের স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন হন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কটূক্তির দ্বারা অপ্রসন্ন হন। তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য, তিনি সর্বদাই নাস্তিকদের কটূক্তি সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন।

শ্লোক ৭

তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো
হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ ।
করালদংষ্ট্রোঽশনিনিস্বনোঽব্রবীদ্
গতহ্রিয়াং কিং ত্বসতাং বিগর্হিতম্ ॥ ৭ ॥

তম্—তাঁকে; **নিঃসরন্তম্**—নির্গত হয়ে; **সলিলাৎ**—জল থেকে; **অনুদ্রুতঃ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; **হিরণ্য-কেশঃ**—স্বর্ণ-বর্ণ কেশ-সমন্বিত; **দ্বিরদম্**—হস্তী; **যথা**—যেমন; **ঝষঃ**—কুমির; **করাল-দংষ্ট্রঃ**—ভয়ঙ্কর দন্ত-সমন্বিত; **অশনি-নিস্বনঃ**—বজ্রের মতো গর্জন করে; **অব্রবীৎ**—সে বলেছিল; **গত-হ্রিয়াম্**—যারা নির্লজ্জ তাদের জন্য; **কিম্**—কি; **তু**—যথার্থই; **অসতাম্**—অসৎ ব্যক্তিদের; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়।

অনুবাদ

ভগবান যখন জল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ, যার মাথার চুল ছিল স্বর্ণাভ এবং যার দাঁত ছিল ভয়ঙ্কর, সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, ঠিক যেমন কুমির হস্তীকে অনুসরণ করে। বজ্রের মতো গর্জন করে সে বলেছিল—যুদ্ধে আহ্বানকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে এইভাবে পালিয়ে যেতে তোর লজ্জা করে না? নির্লজ্জ প্রাণীর পক্ষে কোন কিছুই নিন্দনীয় নয়!

তাৎপর্য

ভগবান যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য সেইটিকে হাতে নিয়ে জল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তখন দৈত্যটি অপমানসূচক বাক্যের দ্বারা তাঁকে উপহাস করেছিল, কিন্তু ভগবান তা গ্রাহ্য করেননি কেননা তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তেমনই যাঁরা শক্তিমান, তাঁরা শত্রুর উপহাস এবং কটূক্তিতে কোন রকম ভয় করেন না। ভগবানের কারও কাছ থেকেই ভয় করার কিছু নেই, তবুও তিনি তাঁর শত্রুকে উপেক্ষা করে তার প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন তিনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কেবল পৃথিবীকে সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তা করেছিলেন, এবং হিরণ্যাক্ষের কটূক্তি সহ্য করেছিলেন।

শ্লোক ৮

স গামুদস্তাৎসলিলস্য গোচরে
বিন্যস্য তস্যামদধাৎস্বসত্ত্বম্ ।
অভিষ্টুতো বিশ্বসৃজা প্রসূনৈ-
রাপূর্যমাণো বিবুধৈঃ পশ্যতোঽরেঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—ভগবান; **গাম্**—পৃথিবীকে; **উদস্তাৎ**—উপরে; **সলিলস্য**—জলের; **গোচরে**—তাঁর দৃষ্টির অন্তর্গত; **বিন্যস্য**—স্থাপন করে; **তস্যাম্**—পৃথিবীকে; **অদধাৎ**—সঞ্চার করেছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজের; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **অভিষ্টুতঃ**—প্রশংসা করেছিলেন; **বিশ্ব-সৃজা**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দ্বারা; **প্রসূনৈঃ**—পুষ্পের দ্বারা; **আপূর্যমাণঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বিবুধৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **পশ্যতঃ**—যখন দেখছিল; **অরেঃ**—শত্রু।

অনুবাদ

ভগবান পৃথিবীকে জলের উপর তাঁর গোচরীভূত স্থানে সংস্থাপন করে, তাতে তাঁর আধার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, যাতে সেইটি জলে ভেসে থাকতে পারে। তাঁর শত্রু যখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিল, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছিলেন, এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

যারা অসুর তারা কখনও বুঝতে পারে না, পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে জলের উপর পৃথিবীকে ভাসিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেবল পৃথিবীই নয়, কোটি-কোটি গ্রহ বায়ুতে ভাসছে, এবং এই ভাসমান থাকার শক্তি ভগবান তাদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন; এ ছাড়া এর আর অন্য কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নেই। জড়বাদীরা বিশ্লেষণ করতে পারে যে, গ্রহগুলি ভাসছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের এই নিয়ম কার্য করে, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় অথবা নিয়ন্ত্রণাধীনে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবানেরই বাক্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভৌতিক নিয়ম অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম কিংবা সমস্ত লোকের বৃদ্ধি বা পালন, উৎপত্তি, এই সবের পিছনে রয়েছে ভগবানের নির্দেশ। ভগবানের কার্যকলাপ কেবল ব্রহ্মা আদি দেবতারাই বুঝতে পারেন, এবং তাই যখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, ভগবান তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে জলের উপর ভাসিয়ে রেখেছেন, তখন তাঁরা তাঁর সেই অপ্রাকৃত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৯

পরানুষক্তং তপনীয়োপকল্পং
মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্ ।
মর্মাণ্যভীক্ষ্ণং প্রতুদন্তং দুরুক্তৈঃ
প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসংস্তং বভাষে ॥ ৯ ॥

পরা—পিছন থেকে; **অনুষক্তম্**—অনুসরণকারী; **তপ-নীয়-উপকল্পম্**—প্রচুর স্বর্ণ-আভরণ ধারণকারী; **মহা-গদম্**—বিশাল গদা সহ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণময়; **চিত্র**—সুন্দর; **দংশম্**—বর্ম; **মর্মাণি**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **প্রতুদন্তম্**—ভেদ করে; **দুরুক্তৈঃ**—কটূক্তির দ্বারা; **প্রচণ্ড**—ভয়ঙ্কর; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **প্রহসন্**—হেসে; **তম্**—তাকে; **বভাষে**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি, যার দেহ বহু মূল্যবান অলঙ্কার, কঙ্কন এবং সুন্দর স্বর্ণময় বর্মে সজ্জিত ছিল, এক বিশাল গদা নিয়ে ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান

তার মর্মভেদী কটূক্তি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু তাকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দৈত্যটি যখন কটূক্তির দ্বারা ভগবানকে উপহাস করছিল, তখনই ভগবান তাকে দণ্ড দিতে পারতেন, কিন্তু দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং কর্তব্য সম্পাদনের সময় যে তাদের অসুরদের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান সেই দৈত্যটির দুর্ব্যবহার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন মূলত দেবতাদের ভয় দূর করার জন্য, যাঁদের তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের রক্ষা করার জন্য তিনি সর্বদাই বিদ্যমান। ভগবানের প্রতি সেই দৈত্যটির উপহাস ছিল ঠিক কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মতো; এবং ভগবান যেহেতু জলের মধ্য থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার কর্তব্য সম্পাদনে রত ছিলেন, তাই তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। জড়বাদী অসুরেরা সর্বদাই বিভিন্ন আকারের প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করে, এবং তারা মনে করে যে, প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ, দৈহিক শক্তি এবং জনপ্রিয়তা তাদের পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

শ্লোক ১০

শ্রীভগবানুবাচ

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মদ্বিধান্মৃগয়ে গ্রামসিংহান্ ।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা
বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র ॥ ১০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সত্যম্**—যথার্থ; **বয়ম্**—আমরা; **ভোঃ**—ও হে; **বন-গোচরাঃ**—বনবাসী; **মৃগাঃ**—প্রাণী; **যুষ্মৎ-বিধান্**—তোর মতো; **মৃগয়ে**—বধ করার জন্য অন্বেষণ করছি; **গ্রাম-সিংহান্**—কুকুরদের; **ন**—না; **মৃত্যু-পাশৈঃ**—মৃত্যুরূপ বন্ধনের দ্বারা; **প্রতিমুক্তস্য**—বদ্ধ জীবের; **বীরাঃ**—বীর পুরুষগণ; **বিকত্থনম্**—গ্রাম্য কথা; **তব**—তোর; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রাহ্য করে; **অভদ্র**—রে দুষ্কৃতকারী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমরা যথার্থই বনবাসী প্রাণী, এবং আমরা তোর মতো কুকুরদের শিকারের অন্বেষণ করছি। যাঁরা মৃত্যু-পাশ থেকে মুক্ত, তাঁরা তোর অর্থহীন প্রলাপকে গ্রাহ্য করেন না, কেননা তুই মৃত্যুর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ।

তাৎপর্য

অসুর এবং নাস্তিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে অপমান করতে পারে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, তারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের অধীন। তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে, অথবা তাঁর প্রকৃতির কঠোর নিয়মকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, তারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেবল ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে, জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অসুর এবং নাস্তিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টা করে না; তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ১১

এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং
গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে ।
তিষ্ঠামহেঽথাপি কথঞ্চিদাজৌ
স্থেয়ং ক্ব যামো বলিনোৎপাদ্য বৈরম্ ॥ ১১ ॥

এতে—আমরা নিজেরা; **বয়ম্**—আমরা; **ন্যাস**—দায়িত্বের; **হরাঃ**—চোরেরা; **রসা-ওকসাম্**—রসাতলের অধিবাসী; **গত-হ্রিয়ঃ**—নির্লজ্জ; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **দ্রাবিতাঃ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; **তে**—তোর; **তিষ্ঠামহে**—আমরা অপেক্ষা করব; **অথ অপি**—তা সত্ত্বেও; **কথঞ্চিৎ**—কোনভাবে; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **স্থেয়ম্**—আমরা অবশ্যই থাকব; **ক্ব**—কোথায়; **যামঃ**—আমরা যেতে পারি; **বলিনা**—শক্তিশালী শত্রু সহ; **উৎপাদ্য**—সৃষ্টি করে; **বৈরম্**—শত্রুতা।

অনুবাদ

আমরা অবশ্যই রসাতলবাসীদের অধিকৃত ধন হরণ করে লজ্জাহীন হয়েছি। তোর শক্তিশালী গদার দ্বারা আহত হওয়া সত্ত্বেও, আমি কিছুকাল এই জলে থাকব,

কেননা তোর মতো শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন করে, আমার এখন যাওয়ার কোথাও স্থান থাকবে না।

তাৎপর্য

অসুরটির জানা উচিত ছিল যে, ভগবানকে কোন স্থান থেকে বিতাড়িত করা যায় না, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত। অসুরেরা তাদের অধিকৃত বস্তুগুলিকে তাদের সম্পত্তি বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের, এবং তাঁর ইচ্ছা মতো তিনি যে-কোন বস্তু যে-কোন সময় গ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ১২

ত্বং পদ্রথানাং কিল যূথপাধিপো
ঘটস্ব নোঽস্বস্তয় আশ্বনূহঃ ।
সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রমৃজাশ্রু স্বকানাং
যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্যসভ্যঃ ॥ ১২ ॥

ত্বম্—তুমি; **পদ্-রথানাম্**—পদাতিক সৈন্যদের; **কিল**—অবশ্যই; **যূথপ**—দলপতিদের; **অধিপঃ**—সেনাপতি; **ঘটস্ব**—প্রযত্ন কর; **নঃ**—আমাদের; **অস্বস্তয়ে**—পরাজিত করার জন্য; **আশু**—শীঘ্র; **অনূহঃ**—বিচার না করে; **সংস্থাপ্য**—হত্যা করে; **চ**—এবং; **অস্মান্**—আমাদের; **প্রমৃজ**—মোচন কর; **অশ্রু**—চোখের জল; **স্বকানাম্**—তোর আত্মীয়-স্বজনদের; **যঃ**—যে; **স্বাম্**—নিজের; **প্রতিজ্ঞাম্**—প্রতিশ্রুত বচন; **ন**—না; **অতিপিপর্তি**—পূর্ণ করে; **অসভ্যঃ**—সভায় বসার যোগ্য নয়।

অনুবাদ

তুই বহু পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি, এবং এখন তুই আমাদের পরাভূত করার জন্য শীঘ্রই প্রচেষ্টা করতে পারিস। তোর মূর্খ বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে, এবং আমাদের হত্যা করে, তোর আত্মীয়-স্বজনদের অশ্রু মোচন করার চেষ্টা কর। যে গর্বোদ্ধত ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে পারে না, সে সভায় বসার অযোগ্য।

তাৎপর্য

একজন দৈত্য মহা যোদ্ধা হতে পারে এবং বিশাল পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে সে শক্তিহীন এবং তার মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী। তাই ভগবান দৈত্যটিকে আহ্বান করেছিলেন, সে যেন পালিয়ে না গিয়ে তাঁকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে।

শ্লোক ১৩

মৈত্রেয় উবাচ

সোঽধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলব্ধশ্চ রুষা ভৃশম্ ।
আজহারোল্বণং ক্রোধং ক্রীড্যমানোঽহিরাড়িব ॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **সঃ**—সেই দৈত্য; **অধিক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রলব্ধঃ**—উপহাস করেছিল; **চ**—এবং; **রুষা**—ক্রুদ্ধ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **আজহার**—সংগ্রহ করেছিল; **উল্বণম্**—অধিক; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **ক্রীড্যমানঃ**—খেলা করলে; **অহি-রাট্**—বিশাল বিষধর সর্প; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—ভগবান যখন এইভাবে সেই দৈত্যটিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে, আহত প্রতিদ্বন্দ্বী বিশাল বিষধর সর্পের মতো ক্রোধে কম্পিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে কাল-সর্প অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাকে নিয়ে খেলা করতে পারে যে সাপুড়ে, তার কাছে সে একটি খেলার বস্তু। তেমনই, একটি দৈত্য তার নিজের রাজ্যে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সে অতি নগণ্য। রাক্ষস রাবণ দেবতাদের কাছেও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিল, কিন্তু সে যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখীন হয়, তখন সে ভয়ে কম্পিত হয়ে, তার আরাধ্য দেবতা শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি।

শ্লোক ১৪

সৃজন্নমর্ষিতঃ শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আসাদ্য তরসা দৈত্যো গদয়ান্যহনদ্ধরিম্ ॥ ১৪ ॥

সৃজন্—ত্যাগ করে; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **শ্বাসান্**—নিঃশ্বাস ত্যাগ করে; **মন্যু**—ক্রোধের দ্বারা; **প্রচলিত**—বিচলিত হয়েছিল; **ইন্দ্রিয়ঃ**—যার ইন্দ্রিয়সমূহ; **আসাদ্য**—আক্রমণ করে; **তরসা**—দ্রুত; **দৈত্যঃ**—দৈত্য; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **ন্যহনৎ**—আঘাত করেছিল; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

ক্রোধের ফলে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হয়েছিল, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সেই দৈত্যটি দ্রুত বেগে ভগবানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শক্তিশালী গদার দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিল।

শ্লোক ১৫

ভগবাংস্তু গদাবেগং বিসৃষ্টং রিপুণোরসি ।
অবঞ্চয়ত্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবান্তকম্ ॥ ১৫ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তু**—কিন্তু; **গদা-বেগম্**—গদার আঘাত; **বিসৃষ্টম্**—নিক্ষিপ্ত; রিপুণা—শত্রুর দ্বারা; **উরসি**—তাঁর বক্ষে; **অবঞ্চয়ৎ**—এড়িয়ে গিয়েছিলেন; তিরশ্চীনঃ—এক পাশে; যোগ-আরূঢ়ঃ—সিদ্ধ যোগী; **ইব**—যেমন; **অন্তকম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান এক পাশে ঈষৎ সরে গিয়ে, তাঁর বক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত শত্রুর প্রচণ্ড গদার আঘাত এড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন সিদ্ধ যোগী মৃত্যুকে বঞ্চনা করে।

তাৎপর্য

এখানে সিদ্ধ যোগীর প্রকৃতির নিয়মে প্রদত্ত মৃত্যুকে পরাভূত করার দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে। শক্তিশালী গদার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহকে আঘাত করা দৈত্যের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। যাঁরা উন্নত স্তরের পরমার্থবাদী, তাঁরা প্রকৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত, এমন কি মৃত্যুর প্রভাবও তাঁদের উপর কার্যকরী হয় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, যোগী মৃত্যুর আঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি ভগবানের সেবার জন্য এই প্রকার বহু আঘাত অতিক্রম করতে পারেন। ভগবান যেমন তাঁর স্বতন্ত্র শক্তির দ্বারা বিরাজমান, তেমনই ভগবানের কৃপায় ভক্তেরাও তাঁর সেবার জন্য জীবিত থাকেন।

শ্লোক ১৬

পুনর্গদাং স্বামাদায় ভ্রাময়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ ।
অভ্যধাবদ্ধরিঃ ক্রুদ্ধঃ সংরম্ভাদ্দষ্টদচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **গদাম্**—গদা; **স্বাম্**—তার; **আদায়**—গ্রহণ করে; **ভ্রাময়ন্তম্**—ঘোরাতে ঘোরাতে; **অভীক্ষ্ণশঃ**—পুনঃ পুনঃ; **অভ্যধাবৎ**—ধাবিত হয়েছিল; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ক্রুদ্ধঃ**—রাগান্বিত; **সংরম্ভাৎ**—ক্রোধে; **দষ্ট**—দংশন করে; **দচ্ছদম্**—তার ঠোঁট।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি পুনরায় তার গদা গ্রহণ করে তা বার বার ঘোরাতে ঘোরাতে ক্রোধবশত দন্তের দ্বারা তার অধর দংশন করতে আরম্ভ করল, তখন পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হলেন।

শ্লোক ১৭

ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি প্রভুঃ ।
আজঘ্নে স তু তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোঽহনৎ ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তার পর; **চ**—এবং; **গদয়া**—তাঁর গদার দ্বারা; **অরাতিম্**—শত্রু; **দক্ষিণস্যাম্**—ডান দিকে; **ভ্রুবি**—ভ্রূর মধ্যে; **প্রভুঃ**—ভগবান; **আজঘ্নে**—আঘাত করেছিলেন; **সঃ**—ভগবান; **তু**—কিন্তু; **তাম্**—গদা; **সৌম্য**—হে সৌম্য বিদুর; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **কোবিদঃ**—দক্ষ; **অহনৎ**—সে আত্মরক্ষা করেছিল।

অনুবাদ

তারপর, ভগবান তাঁর গদা দিয়ে সেই শত্রুর ডান দিকের ভ্রূর মধ্যে আঘাত করেছিলেন। হে সৌম্য বিদুর, কিন্তু যেহেতু সেই দৈত্যটি যুদ্ধে দক্ষ ছিল, তাই সে তার সুনিপুণ গদা চালনার দ্বারা আত্মরক্ষা করেছিল।

শ্লোক ১৮

এবং গদাভ্যাং গুর্বীভ্যাং হর্যক্ষো হরিরেব চ ।
জিগীষয়া সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **গদাভ্যাম্**—তাঁদের গদার দ্বারা; **গুর্বীভ্যাম্**—বিশাল; **হর্যক্ষঃ**—হর্যক্ষ দৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) **হরিঃ**—ভগবান হরি; **এব**—নিশ্চয়ই; **চ**—এবং; **জিগীষয়া**—জয় করার বাসনায়; **সুসংরব্ধৌ**—ক্রুদ্ধ; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **অভিজঘ্নতুঃ**—তাঁরা আঘাত করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে, হর্যক্ষ দৈত্য এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, জয় লাভের বাসনায় পরস্পরকে তাঁদের বিশাল গদার দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

হর্যক্ষ হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের আর একটি নাম।

শ্লোক ১৯

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ
ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্ব্যোঃ ।
বিচিত্রমার্গাংশ্চরতোর্জিগীষয়া
ব্যভাদিলায়ামিব শুষ্মিণোর্মৃধঃ ॥ ১৯ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুইজনে; **স্পৃধোঃ**—দুই যোদ্ধা; **তিগ্ম**—তীক্ষ্ণ; **গদা**—গদার দ্বারা; **আহত**—আঘাতপ্রাপ্ত; **অঙ্গয়োঃ**—তাঁদের দেহ; **ক্ষত-আস্রব**—ক্ষত থেকে নির্গত রক্ত; **ঘ্রাণ**—গন্ধ; **বিবৃদ্ধ**—বর্ধিত; **মন্ব্যোঃ**—ক্রোধ; **বিচিত্র**—বিভিন্ন প্রকারে; **মার্গান্**—কৌশল; **চরতোঃ**—প্রদর্শন করে; **জিগীষয়া**—জয় করার ইচ্ছায়; **ব্যভাৎ**—মনে হয়েছিল; **ইলায়াম্**—গাভীর জন্য (অথবা পৃথিবীর জন্য); **ইব**—মতো; **শুষ্মিণোঃ**—দুইটি বৃষ; **মৃধঃ**—সংগ্রাম।

অনুবাদ

দুই যোদ্ধার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। তাঁদের তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে উভয়েরই দেহ আহত হয়েছিল, এবং তাঁদের ক্ষত থেকে নির্গত রক্তের গন্ধ পেয়ে, উভয়েই অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। উভয়েই পরস্পর জয়ের ইচ্ছায় গদা যুদ্ধের নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন। গাভীর জন্য দুইটি মত্ত বৃষ যেমন সংগ্রাম করে, তাঁদের তখন ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে পৃথিবীকে *ইলা* বলা হয়েছে। পূর্বে এই পৃথিবী ইলাবৃতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন এই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছিলেন, তখন তাকে ভারতবর্ষ বলা হত। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে সারা পৃথিবীর নাম, কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ বলতে এখন কেবল একটি দেশকে বোঝায়। ভারতবর্ষ যেমন সম্প্রতি পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানে বিভক্ত হয়েছে, তেমনই পূর্বে পৃথিবীর নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ, কিন্তু ধীরে ধীরে কালের প্রভাবে তা বিভিন্ন দেশের সীমায় বিভক্ত হয়ে গেছে।

শ্লোক ২০

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়া-
গৃহীতবারাহতনোর্মহাত্মনঃ ।
কৌরব্য মহ্যাং দ্বিষতোর্বিমর্দনং
দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভির্বৃতঃ স্বরাট্ ॥ ২০ ॥

দৈত্যস্য—দৈত্যের; **যজ্ঞ-অবয়বস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের (যাঁর দেহের একটি অংশ হচ্ছে যজ্ঞ); **মায়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **বারাহ**—বরাহের; **তনোঃ**—যাঁর রূপ; **মহা-আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৌরব্য**—হে বিদুর (কুরুর বংশধর); **মহ্যাম্**—পৃথিবীর নিমিত্ত; **দ্বিষতোঃ**—দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর; **বিমর্দনম্**—যুদ্ধ; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **আগাৎ**—এসেছিল; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **স্বরাট্**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

হে কুরু-বংশজ! ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদের মধ্যে সব চাইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মা তাঁর অনুগামী ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে, পৃথিবীর নিমিত্ত সেই দৈত্য এবং বরাহরূপী পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ দর্শন করতে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং দৈত্যের মধ্যে সেই যুদ্ধকে একটি গাভীর জন্য দুইটি বৃষের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পৃথিবীকেও *গো* বা গাভী বলা হয়। গাভীর সঙ্গে কে সঙ্গম করবে সেই উদ্দেশ্যে যেমন বৃষদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তেমনই

পৃথিবীর উপর আধিপত্য করার উদ্দেশ্যে, দৈত্যদের সঙ্গে ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধিদের সর্বদা যুদ্ধ হয়। এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে *যজ্ঞাবয়ব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ শূকরের শরীর ধারণ করেছিলেন। তিনি যে-কোন রূপ ধারণ করতে পারেন, এবং তাঁর সেই সমস্ত রূপই নিত্য। তাঁর থেকে অন্য সমস্ত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই বরাহ-রূপকে কোন সাধারণ শূকরের রূপ বলে মনে করা উচিত নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেহ যজ্ঞ বা আরাধনার উপচারে পূর্ণ। *যজ্ঞ* বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়। *যজ্ঞ* মানে হচ্ছে বিষ্ণুর শরীর। তাঁর দেহ জড় নয়; তাই তাঁকে একজন সাধারণ বরাহ বলে মনে করা উচিত নয়।

এখানে ব্রহ্মাকে *স্বরাট্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বরাট্ কেবল ভগবান স্বয়ং, কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিটি জীবেরও স্বল্প পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের এই প্রকার অল্প স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মা সমস্ত জীবেদের মধ্যে প্রধান হওয়ার ফলে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য অন্য সকলের থেকে বেশি। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্য সমস্ত দেবতারা তাঁর জন্য কার্য করেন। তাই তাঁকে এখানে *স্বরাট্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বদা মহর্ষি এবং মহাত্মাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন, যাঁরা সকলে দৈত্যের সঙ্গে ভগবানের বৃষ-যুদ্ধ দর্শন করার জন্য এসেছিলেন।

শ্লোক ২১

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং
কৃত প্রতীকারমহার্যবিক্রমম্ ।
বিলক্ষ্য দৈত্যং ভগবান্ সহস্রণী-
র্জগাদ নারায়ণমাদিসূকরম্ ॥ ২১ ॥

আসন্ন—প্রাপ্ত হয়ে; **শৌণ্ডীরম্**—শক্তি; **অপেত**—বিহীন; **সাধ্বসম্**—ভয়; **কৃত**—করে; **প্রতীকারম্**—বিরোধ; **অহার্য**—যার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়; **বিক্রমম্**—শক্তি; **বিলক্ষ্য**—দর্শন করে; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **ভগবান্**—পূজনীয় ব্রহ্মা; **সহস্র-ণীঃ**—সহস্র ঋষিদের নেতা; **জগাদ**—সম্বোধন করেছিলেন; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; **আদি**—মূল; **সূকরম্**—শূকরের রূপ ধারণকারী।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সহস্র ঋষি এবং মহাত্মাদের নেতা ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে দেখলেন, সে এমন অভূতপূর্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল যে, কেউই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল না। ব্রহ্মা তখন আদি বরাহদেব শ্রীবিষ্ণুকে বললেন।

শ্লোক ২২-২৩

ব্রহ্মোবাচ

এষ তে দেব দেবানামঙ্ঘ্রিমূলমুপেয়ুষাম্ ।
বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীণাং ভূতানামপ্যনাগসাম্ ॥ ২২ ॥
আগস্কৃদ্ভয়কৃদ্দুষ্কৃদস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ ।
অন্বেষন্নপ্রতিরথো লোকানটতি কণ্টকঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **এষঃ**—এই দৈত্য; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—আপনার চরণ; **উপেয়ুষাম্**—যারা প্রাপ্ত হয়েছে; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **সৌরভেয়ীণাম্**—গাভীদের; **ভূতানাম্**—সাধারণ জীবেদের; **অপি**—ও; **অনাগসাম্**—নির্দোষ; **আগঃ-কৃৎ**—অপরাধী; **ভয়-কৃৎ**—ভয়ের উৎস; **দুষ্কৃৎ**—দুষ্কৃতকারী; **অস্মৎ**—আমার থেকে; **রাদ্ধ-বরঃ**—বর লাভ করে; **অসুরঃ**—অসুর; **অন্বেষন**—অনুসন্ধান করে; **অপ্রতিরথঃ**—উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায়; **লোকান্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে; **অটতি**—সে পরিভ্রমণ করে; **কণ্টকঃ**—সকলের কণ্টক-স্বরূপ হয়ে।

অনুবাদ

শ্রী ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান! এই দৈত্যটি দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী এবং সর্বদাই আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের আরাধনার উপর নির্ভরশীল সমস্ত নির্মল ও সরল ব্যক্তিদের কণ্টক-স্বরূপ। সে অনর্থক তাঁদের ক্লেশ প্রদান করায়, তাঁদের ভয়ের কারণ হয়েছে। আমার কাছ থেকে বর লাভ করে সে এক মহাশক্তিশালী দৈত্যে পরিণত হয়েছে, এবং সে সর্বদাই উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্বেষণ করতে করতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সেই অসৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বিচরণ করে।

তাৎপর্য

দুই শ্রেণীর জীব রয়েছে; তাদের একটিকে বলা হয় সুর বা দেবতা, এবং অন্যটিকে বলা হয় অসুর বা দৈত্য। দৈত্যেরা সাধারণত দেবতাদের পূজা করার প্রতি অনুরক্ত, এবং তারা যে এই প্রকার পূজার মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রচুর শক্তি লাভ করে, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। এইভাবে তারা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং অন্যান্য সমস্ত নিরীহ জীবেদের ক্লেশের কারণ হয়। স্বভাবত অসুরেরা দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং নিরীহ মানুষদের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের নিরন্তর ভয়ের কারণ হয়। অসুরদের কাজ হচ্ছে দেবতাদের থেকে শক্তি লাভ করে তারপর সেই দেবতাদেরই উপহাস করা।

শিবের এক মহান ভক্তের একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, সে শিবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয় যে, সে তার হাত দিয়ে যার মাথা স্পর্শ করবে, তার মস্তক তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সেই বর পাওয়া মাত্রই অসুরটি শিবের মস্তক স্পর্শ করে তার সেই বরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। এইটি হচ্ছে তাদের মনোভাব। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত কখনও তাঁদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের কাছ থেকে কোন বর প্রত্যাশা করেন না। এমন কি তাঁদের যদি মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করা হয়, তাও তাঁরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থেকেই সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ২৪

মৈনং মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্ ।
আক্রীড় বালবদ্দেব যথাশীবিষমুত্থিতম্ ॥ ২৪ ॥

মা—করো না; **এনম্**—তাকে, ; **মায়া-বিনম্**—মায়াবী; **দৃপ্তম্**—গর্বিত; **নিরঙ্কুশম্**—আত্ম-নির্ভর; **অসৎ-তমম্**—অত্যন্ত দুষ্ট; **আক্রীড়**—খেলা করে; **বাল-বৎ**—বালকের মতো; **দেব**—হে ভগবান; **যথা**—যেমন; **আশীবিষম্**—সর্প; **উত্থিতম্**—উত্থিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—হে প্রিয় ভগবান! এই সর্পতুল্য দৈত্যের সঙ্গে খেলা করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা এ মায়াবী এবং গর্বোদ্ধত, সেই সঙ্গে সে নিরঙ্কুশ এবং ভয়ঙ্কর দুষ্ট।

তাৎপর্য

যখন কোন সর্পকে হত্যা করা হয়, তখন কেউই সেই জন্য দুঃখিত হয় না। গ্রাম্য বালকেরা প্রায়ই সাপের লেজ ধরে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে খেলা করে, তার পর তাকে মেরে ফেলে। তেমনই, ভগবান দৈত্যটিকে তৎক্ষণাৎ সংহার করতে পারতেন, কিন্তু একটি বালক যেমন সাপকে মারার আগে তাকে নিয়ে খেলা করে, তেমনই তিনি তার সঙ্গে খেলা করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সেই দৈত্যটি যেহেতু অত্যন্ত দুষ্ট এবং সাপের থেকেও অবাঞ্ছিত, তাই তার সঙ্গে খেলা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি চেয়েছিলেন যেন অচিরেই তাকে বধ করা হয়।

শ্লোক ২৫

ন যাবদেষ বর্ধেত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ ।
স্বাং দেব মায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত ॥ ২৫ ॥

ন যাবৎ—পূর্বে; **এষঃ**—এই দৈত্য; **বর্ধেত**—বর্ধিত হতে পারে; **স্বাম্**—তার নিজের; **বেলাম্**—আসুরিক সময়; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **দারুণঃ**—ভয়ঙ্কর; **স্বাম্**—আপনার নিজের; **দেব**—হে ভগবান; **মায়াম্**—অন্তরঙ্গা শক্তি; **আস্থায়**—প্রয়োগ করে; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **জহি**—সংহার করুন; **অঘম্**—পাপীকে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান। আপনি অচ্যুত। আসুরিক বেলা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আপনি দয়া করে এই পাপী দৈত্যটিকে সংহার করুন, কেননা তখন সে তার অনুকূল অন্য কোন ভয়ঙ্কর শরীর ধারণ করতে পারে। আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আপনি নিঃসন্দেহে একে সংহার করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্বট্‌করী প্রভো ।
উপসর্পতি সর্বাত্মন্ সুরাণাং জয়মাবহ ॥ ২৬ ॥

এষা—এই; **ঘোর-তমা**—ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন; **সন্ধ্যা**—সায়ংকাল; **লোক**—বিশ্বের; **ছম্বট্-করী**—বিনাশকারী; **প্রভো**—হে ভগবান; **উপসর্পতি**—ঘনিয়ে আসছে; **সর্ব-**

আত্মন্—হে সমস্ত আত্মার আত্মা; সুরাণাম্—দেবতাদের; জয়ম্—জয়; আবহ—আনয়নকারী।

অনুবাদ

হে ভগবান! সমস্ত জগৎ আচ্ছাদনকারী ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যা দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। যেহেতু আপনি সমস্ত আত্মার আত্মা, তাই দয়া করে তাকে হত্যা করে, আপনি দেবতাদের বিজয় সম্পাদন করুন।

শ্লোক ২৭

অধুনৈষোঽভিজিন্নাম যোগো মৌহূর্তিকো হ্যগাৎ ।
শিবায় নস্ত্বং সুহৃদামাশু নিস্তর দুস্তরম্ ॥ ২৭ ॥

অধুনা—এখন; এষঃ—এই; অভিজিৎ নাম—অভিজিৎ নামক; যোগঃ—শুভ; মৌহূর্তিকঃ—মুহূর্ত; হি—অবশ্যই; অগাৎ—প্রায় গত হয়েছে; শিবায়—মঙ্গলের জন্য; নঃ—আমাদের; তম্—আপনি; সুহৃদাম্—আপনার সখাদের; আশু—শীঘ্রই; নিস্তর—মীমাংসা করুন; দুস্তরম্—দুর্জয় শত্রু।

অনুবাদ

বিজয়ের জন্য সব চাইতে উপযুক্ত অভিজিৎ নামক শুভ যোগ, যা মধ্যাহ্নে শুরু হয়েছিল তা গতপ্রায়; তাই, আপনার সুহৃৎদের মঙ্গলের জন্য আপনি অচিরেই এই দুর্জয় শত্রুকে বধ করুন।

শ্লোক ২৮

দিষ্ট্যা ত্বাং বিহিতং মৃত্যুময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্ ।
বিক্রম্যৈনং মৃধে হত্বা লোকানাধেহি শর্মণি ॥ ২৮ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; ত্বাম্—আপনাকে; বিহিতম্—স্থির হয়েছে; মৃত্যুম্—মৃত্যু; অয়ম্—এই অসুরের; আসাদিতঃ—উপস্থিত হয়েছে; স্বয়ম্—সে নিজেই; বিক্রম্য—আপনার শৌর্য প্রদর্শন করে; এনম্—তাকে; মৃধে—দ্বন্দ্ব যুদ্ধে; হত্বা—বধ করে; লোকান্—জগৎকে; আধেহি—স্থাপন করুন; শর্মণি—শান্তিতে।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে এই দৈত্যটি স্বেচ্ছায় আপনার কাছে এসেছে, এবং আপনার দ্বারাই এর মৃত্যু হবে বলে স্থির হয়েছে; তাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ করে, আপনি একে যুদ্ধে বিনাশ করে জগতে শান্তি স্থাপন করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

হিরণ্যাক্ষ বধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

অবধার্য বিরিঞ্চস্য নির্ব্যলীকামৃতং বচঃ ।

প্রহস্য প্রেমগর্ভেণ তদপাঙ্গেন সোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **অবধার্য**—শ্রবণ করে; **বিরিঞ্চস্য**—শ্রীব্রহ্মার; **নির্ব্যলীক**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত; **অমৃতম্**—অমৃতময়; **বচঃ**—বাণী; **প্রহস্য**—হাস্য সহকারে; **প্রেম গর্ভেণ**—প্রেমপূর্ণ; **তৎ**—সেই বাণী; **অপাঙ্গেন**—কটাক্ষ দ্বারা; **সঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সেই নিষ্কপট এবং অমৃতের মতো মধুর বাণী শ্রবণ করে ভগবান আন্তরিকতার সঙ্গে হেসেছিলেন, এবং প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর সেই প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন।

তাৎপর্য

নির্ব্যলীক শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতা অথবা ভগবদ্ভক্তের প্রার্থনা সব রকম পাপময় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত, কিন্তু অসুরদের প্রার্থনা সব সময় পাপময় উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। হিরণ্যাক্ষ ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী হয়েছিল, এবং তার পাপময় উদ্দেশ্যের জন্য বর লাভ করার পর, সে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। অসুরদের প্রার্থনার সঙ্গে ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য দেবতাদের প্রার্থনার তুলনা করা যায় না। দেবতাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা; তাই ভগবান স্মিত হাস্য সহকারে সেই দৈত্যকে হত্যা করার প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন। অসুরেরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রশংসা করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, কেননা ভগবান সম্বন্ধে

তাদের কোন রকম জ্ঞান নেই, তাই তারা দেবতাদের শরণাপন্ন হয়, এবং *ভগবদ্গীতায়* এর নিন্দা করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি পাপময় কার্যকলাপের উন্নতি-সাধনের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অসুরেরা তাদের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলেছে, কেননা তারা জানে না তাদের প্রকৃত স্বার্থ কি। এমন কি তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে তথ্য লাভও করে, তবুও তারা তাঁর অনুগত হতে চায় না; তাদের পক্ষে ভগবানের কাছ থেকে ঈপ্সিত বর লাভ করা সম্ভব নয়, কেননা তাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বদা পাপময়। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশের ডাকাতেরা অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার পাপময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কালীর পূজা করত, কিন্তু তারা কখনও বিষ্ণুর মন্দিরে যেত না, কেননা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে, তাদের কার্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই দেবতা অথবা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের প্রার্থনা সর্বদাই সব রকম পাপময় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২

ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
জঘানোৎপত্য গদয়া হনাবসুরমক্ষজঃ॥ ২ ॥

ততঃ—তার পর; **সপত্নম্**—শত্রু; **মুখতঃ**—তাঁর সম্মুখে; **চরন্তম্**—বিচরণ করে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভীকভাবে; **জঘান**—আঘাত করেছিলেন; **উৎপত্য**—লাফ দিয়ে; **গদয়া**—তাঁর গদার দ্বারা; **হনৌ**—চিবুকে; **অসুরম্**—অসুরকে; **অক্ষ-জঃ**—ভগবান, ব্রহ্মার নাক থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান, যিনি ব্রহ্মার নাক থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি লাফ দিয়ে তাঁর সম্মুখে নির্ভীকভাবে বিচরণশীল তাঁর শত্রু হিরণ্যাক্ষের চিবুক লক্ষ্য করে, তাঁর গদার দ্বারা আঘাত করলেন।

শ্লোক ৩

সা হতা তেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ ।
বিঘূর্ণিতাপতদ্রেজে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

সা—সেই গদা; হতা—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; তেন—হিরণ্যাক্ষের দ্বারা; গদয়া—তার গদার দ্বারা; বিহতা—বিচ্যুত হয়েছিল; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; করাৎ—হাত থেকে; বিঘূর্ণিতা—ঘুরতে ঘুরতে; অপতৎ—পড়ে গিয়েছিল; রেজে—ঝলমল করছিল; তৎ—সেই; অদ্ভুতম্—আশ্চর্যজনক ইব—যথার্থই; অভবৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

কিন্তু দৈত্যের গদার আঘাতে ভগবানের হাত থেকে তাঁর গদা বিচ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নে পতিত হল, এবং তখন তা এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করছিল। তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, কেননা ভগবানের গদাটি অদ্ভুতভাবে দীপ্তি বিস্তার করে ঝলমল করছিল।

শ্লোক ৪

স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধম্ ।
মানয়ন্ স মৃধে ধর্মং বিষ্বক্‌সেনং প্রকোপয়ন্ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই হিরণ্যাক্ষ; তদা—তখন; লব্ধ-তীর্থঃ—এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করে; অপি—যদিও; ন—না; ববাধে—আক্রমণ করেছিল; নিরায়ুধম্—নিরস্ত্র; মানয়ন্—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; সঃ—হিরণ্যাক্ষ; মৃধে—যুদ্ধে; ধর্মম্—যুদ্ধনীতি; বিষ্বক্‌সেনম্—পরমেশ্বর ভগবানকে.; প্রকোপয়ন্—রাগান্বিত করেছিল।

অনুবাদ

দৈত্যটি যদিও তার নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করার এক অপূর্ব সুন্দর সুযোগ পেয়েছিল, তবুও সে যুদ্ধ-ধর্মের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল, তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে ।
মানয়ামাস তদ্ধর্মং সুনাভং চাস্মরদ্বিভুঃ ॥ ৫ ॥

গদায়াম্—তাঁর গদা যেমন; **অপবিদ্ধায়াম্**—পতিত হয়েছিল; **হাহা-কারে**—ভীতিসূচক শব্দ; **বিনির্গতে**—উত্থিত হয়েছিল; **মানয়াম্-আস**—স্বীকার করে ; **তস্য**—হিরণ্যাক্ষের ; **ধর্মম্**—ধর্ম আচরণ; **সুনাভম্**—সুদর্শন চক্র ; **চ**—এবং; **অস্মরৎ**—স্মরণ করেছিলেন; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ভগবানের গদা যখন ভূমিতে পড়ে গিয়েছিল, তখন যে-সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ তাঁদের সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন। তখন পরমেশ্বর ভগবানের দৈত্যের ধর্ম-আচরণের প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করে, তাঁর সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিপুত্রাধমেন
স্বপার্ষদমুখ্যেন বিষজ্জমানম্ ।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং
তত্র স্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি ॥ ৬ ॥

তম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ব্যগ্র**—ঘুরতে ঘুরতে; **চক্রম্**—যাঁর চক্র; **দিতি-পুত্র**—দিতির পুত্র; **অধমেন**—নীচ; **স্ব-পার্ষদ**—তাঁর পার্ষদদের; **মুখ্যেন**—প্রধান; **বিষজ্জমানম্**—খেলার ছলে; **চিত্রাঃ**—বিবিধ; **বাচঃ**—অভিব্যক্তি; **অ-তৎ-বিদাম্**—যারা জানত না তাদের; **খে-চরাণাম্**—আকাশে বিচরণ করে; **তত্র**—সেখানে; **স্ম আসন্**—ঘটেছিল; **স্বস্তি**—সৌভাগ্য; **তে**—আপনার; **অমুম্**—তার; **জহি**—দয়া করে হত্যা করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

চক্রটি যখন ভগবানের হাতে ঘুরতে লাগল, এবং দিতির অধম পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্ম-গ্রহণকারী তাঁর প্রধান পার্ষদের সঙ্গে ভগবান যখন মুখোমুখি যুদ্ধ করছিলেন, তখন যাঁরা তাঁদের বিমান থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরা চতুর্দিক থেকে বিচিত্র বাক্য বলতে লাগলেন। ভগবানের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তাঁদের জানা ছিল না, এবং তাঁরা বলেছিলেন—"আপনার জয় হোক! কৃপা করে একে হত্যা করুন। এর সঙ্গে আর খেলা করবেন না।"

শ্লোক ৭

স তং নিশাম্যাত্তরথাঙ্গমগ্রতো
ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্ ।
বিলোক্য চামর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো
রুষা স্বদন্তচ্ছদমাদশচ্ছ্বসন্ ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই দৈত্য; **তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নিশাম্য**—দেখে; **আত্ত-রথাঙ্গম্**—সুদর্শন চক্র গ্রহণ করে; **অগ্রতঃ**—তার সম্মুখে; **ব্যবস্থিতম্**—অবস্থিত হয়ে; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **পলাশ**—পাপড়ি; **লোচনম্**—নয়ন; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **চ**—এবং; **অমর্ষ**—ক্রোধের দ্বারা; **পরিপ্লুত**—বিক্ষুব্ধ হয়ে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তার ইন্দ্রিয়সমূহ; **রুষা**—অত্যন্ত ক্রোধে; **স্ব-দন্ত-ছদম্**—তার ওষ্ঠ; **আদশৎ**—দংশন করেছিল; **শ্বসন্**—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি পদ্ম-পলাশ-লোচন পরমেশ্বর ভগবানকে সুদর্শন চক্র হাতে তার সামনে অবস্থিত দেখে, অত্যন্ত ক্রোধে বিকলেন্দ্রিয় হয়েছিল। সে ভীষণ ক্রোধে তার দাঁতের দ্বারা অধর দংশন করে সাপের মতো দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৮

করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব ।
অভিপ্লুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যাহনদ্ধরিম্ ॥ ৮ ॥

করাল—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্রঃ**—দন্তযুক্ত; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—দুই চক্ষুর দ্বারা; **সঞ্চক্ষাণঃ**—নিরীক্ষণ করে; **দহন্**—দগ্ধ করে; **ইব**—যেন; **অভিপ্লুত্য**—আক্রমণ করে; **স্ব-গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **হতঃ**—নিহত; **অসি**—তুই হলি; **ইতি**—এইভাবে; **আহনৎ**—আঘাত করেছিল; **হরিম্**—হরিকে।

অনুবাদ

ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রযুক্ত সেই দৈত্য যেন ভগবানকে তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা দগ্ধ করবে, সেইভাবে নিরীক্ষণ করে, ভগবানের দিকে তার গদা উত্তোলন করে লাফ দিয়ে বলল, "তুই এখন নিহত হলি!"

শ্লোক ৯

পদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞসূকরঃ ।
লীলয়া মিষতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্বাতরংহসম্ ॥ ৯ ॥

পদা—তাঁর পায়ের দ্বারা; সব্যেন—বাম; তাম্—সেই গদা; সাধো—হে বিদুর; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; যজ্ঞ-সূকরঃ—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা সেই শূকর-রূপে; লীলয়া—অবলীলাক্রমে; মিষতঃ—দেখে; শত্রোঃ—তাঁর শত্রুর (হিরণ্যাক্ষের); প্রাহরৎ—ব্যর্থ করেছিলেন; বাত-রংহসম্—ঝড়ের বেগে।

অনুবাদ

হে সাধো বিদুর! সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, বরাহ-রূপধারী ভগবান শত্রুর নয়ন সমক্ষেই তাঁর বাম পায়ের দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই গদাকে নিবারণ করলেন, যদিও তা প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১০

আহ চায়ুধমাধৎস্ব ঘটস্ব ত্বং জিগীষসি ।
ইত্যুক্তঃ স তদা ভূয়স্তাড়য়ন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্ ॥ ১০ ॥

আহ—তিনি বললেন; চ—এবং; আয়ুধম্—অস্ত্র; আধৎস্ব—গ্রহণ কর; ঘটস্ব—চেষ্টা কর; ত্বম্—তুমি; জিগীষসি—জয় করতে আগ্রহী; ইতি—এইভাবে; উক্তঃ—প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে; সঃ—হিরণ্যাক্ষ; তদা—সেই সময়; ভূয়ঃ—পুনরায়; তাড়য়ন্—আঘাত করে; ব্যনদৎ—গর্জন করেছিল; ভৃশম্—অতি উচ্চস্বরে।

অনুবাদ

ভগবান তখন বললেন—"তুই যখন আমাকে জয় করতে এতই আগ্রহী, তখন আবার অস্ত্রধারণ করে চেষ্টা কর্।" এইভাবে আহূত হয়ে, সেই দৈত্য পুনরায় ভগবানকে লক্ষ্য করে গদা নিক্ষেপ করল, এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগল।

শ্লোক ১১

তাং স আপতন্তীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্থিতঃ ।
জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্ ॥ ১১ ॥

তাম্—সেই গদা; সঃ—তিনি; আপতন্তীম্—তাঁর দিকে উড়ে আসছে; বীক্ষ্য—দেখে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; সমবস্থিতঃ—দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থিত; জগ্রাহ—ধরে ফেললেন; লীলয়া—অনায়াসে; প্রাপ্তাম্—সমীপে আগত; গরুত্মান্—গরুড় ইব—যেমন; পন্নগীম্—সর্প।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, সেই গদা তাঁর দিকে ভীষণ বেগে আসছে, তখন তিনি সেখানেই অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবলীলাক্রমে তা ধরে ফেললেন, ঠিক যেভাবে পক্ষীরাজ গরুড় একটি সাপকে ধরে।

শ্লোক ১২

স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাসুরঃ ।
নৈচ্ছদ্‌গদাং দীয়মানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ ॥ ১২ ॥

স্ব-পৌরুষে—তার পৌরুষ; প্রতিহতে—ব্যাহত হওয়ায়; হত—বিনষ্ট; মানঃ—গর্ব; মহা-অসুরঃ—মহা দৈত্য; ন-ঐচ্ছৎ—(গ্রহণ করতে) ইচ্ছা না করে; গদাম্—গদা; দীয়মানাম্—দেওয়া হলেও; হরিণা—হরির দ্বারা; বিগত-প্রভঃ—গৌরবহীন।

অনুবাদ

এইভাবে তার পৌরুষ ব্যর্থ হওয়ায়, সেই মহা দৈত্য হত-গর্ব এবং অপ্রতিভ হয়েছিল। ভগবান তার গদা প্রত্যর্পণ করতে চাইলেও, সে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করল না।

শ্লোক ১৩

জগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্জ্বলনলোলুপম্ ।
যজ্ঞায় ধৃতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা ॥ ১৩ ॥

জগ্রাহ—গ্রহণ করেছিল; ত্রি-শিখম্—তিনটি ফলকযুক্ত; শূলম্—ত্রিশূল; জ্বলৎ—প্রজ্বলিত; জ্বলন—অগ্নি; লোলুপম্—গ্রাস করতে উদ্যত; যজ্ঞায়—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তার প্রতি; ধৃত-রূপায়—বরাহরূপী; বিপ্রায়—ব্রাহ্মণকে; অভিচরন্—অমঙ্গল কামনাকারী; যথা—যেমন।

অনুবাদ

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি যেমন পবিত্র ব্রাহ্মণের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তার তপস্যালব্ধ অভিচার (মারণ, উচ্চাটন আদি) প্রয়োগ করে, তেমনই সেই দৈত্য জ্বলন্ত অগ্নির মতো জাজ্বল্যমান এক ভয়ঙ্কর ত্রিশূল সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ১৪

তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং
চকাসদন্তঃখ উদীর্ণদীধিতি ।
চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা
হরির্যথা তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্ঝিতম্ ॥ ১৪ ॥

তৎ—সেই ত্রিশূল; **ওজসা**—তার সমস্ত শক্তি সহ; **দৈত্য**—দৈত্যদের মধ্যে; **মহা-ভট**—মহা শক্তিশালী যোদ্ধার দ্বারা; **অর্পিতম্**—নিক্ষিপ্ত; **চকাসৎ**—দীপ্তিমান; **অন্তঃ-খে**—আকাশের মধ্যে; **উদীর্ণ**—বর্ধিত হয়েছিল; **দীধিতি**—দীপ্তি; **চক্রেণ**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **চিচ্ছেদ**—তিনি তা খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিলেন; **নিশাত**—তীক্ষ্ণ ধার; **নেমিনা**—পরিধি; **হরিঃ**—ইন্দ্র; **যথা**—যেমন; **তার্ক্ষ্য**—গরুড়ের; **পতত্রম্**—পক্ষ; **উজ্ঝিতম্**—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

মহা বলবান সেই দৈত্য কর্তৃক প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত সেই ত্রিশূল আকাশে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তা তাঁর তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, ঠিক যেমন ইন্দ্র গরুড়ের পরিত্যক্ত একটি পক্ষ ছেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে ইন্দ্র এবং গরুড়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে—এক সময় ভগবানের বাহন গরুড় তাঁর মা বিনতাকে সর্পকুলের মাতা তাঁর বিমাতা কদ্রুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে অমৃত-ভাণ্ড হরণ করেছিলেন। সেই সংবাদ পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র গরুড়ের প্রতি তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করেন। স্বয়ং ভগবানের বাহন হওয়ার ফলে অজেয় গরুড় ইন্দ্রের অস্ত্রের

অব্যর্থতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে তাঁর একটি পালক ত্যাগ করেন, যা বজ্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল। স্বর্গলোকের অধিবাসীরা এতই সংবেদনশীল যে, যুদ্ধের ব্যাপারেও তাঁরা ভদ্রতার নিয়ম অনুসরণ করেন। এই ক্ষেত্রেও গরুড় ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলেন; যেহেতু তিনি জানতেন যে, ইন্দ্রের অস্ত্র অবশ্যই কিছু না কিছু ধ্বংস সাধন করবে, তাই তিনি তাঁর পালক ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

বৃক্ণে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ
প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ ।
প্রবৃদ্ধরোষঃ স কঠোরমুষ্টিনা
নদন্ প্রহৃত্যান্তরধীয়তাসুরঃ ॥ ১৫ ॥

বৃক্ণে—যখন ছিন্ন হয়েছিল; **স্ব-শূলে**—তার ত্রিশূল; **বহুধা**—বহু খণ্ডে; **অরিণা**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রত্যেত্য**—অভিমুখে অগ্রসর হয়ে; **বিস্তীর্ণম্**—প্রশস্ত; **উরঃ**—বক্ষ; **বিভূতি-মৎ**—লক্ষ্মীদেবীর নিবাস-স্থল; **প্রবৃদ্ধ**—বর্ধিত হয়ে; **রোষঃ**—ক্রোধ; **সঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **কঠোর**—কঠিন; **মুষ্টিনা**—মুষ্টির দ্বারা; **নদন্**—গর্জন করতে করতে; **প্রহৃত্য**—আঘাত করে; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত; **অসুরঃ**—দৈত্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের চক্রের দ্বারা তার ত্রিশূল খণ্ড খণ্ড হওয়ায়, দৈত্যটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাই সে প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়ে, শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত ভগবানের বক্ষে মুষ্টির দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করেছিল, এবং তার পর সে অন্তর্হিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীবৎস হচ্ছে ভগবানের বক্ষে কুঞ্চিত শ্বেত রোমাবলী, যা তাঁর পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার একটি বিশেষ চিহ্ন। বৈকুণ্ঠলোকে বা গোলোক-বৃন্দাবনে সেখানকার অধিবাসীদের দেখতে ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো, কিন্তু ভগবানের বক্ষে এই শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা ভগবানকে চেনা যায়।

শ্লোক ১৬

তেনেত্থমাহতঃ ক্ষত্তর্ভগবানাদিসূকরঃ ।
নাকম্পত মনাক্ ক্বাপি স্রজা হত ইব দ্বিপঃ ॥ ১৬ ॥

তেন—হিরণ্যাক্ষের দ্বারা; **ইত্থম্**—এইভাবে; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আদি-শূকরঃ**—প্রথম বরাহ; **ন অকম্পত**—বিচলিত হননি; **মনাক্**—স্বল্প মাত্রায়ও; **ক্ব অপি**—কোথাও; **স্রজা**—পুষ্প-মাল্যের দ্বারা; **হতঃ**—আহত; **ইব**—যেমন; **দ্বিপঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

হে বিদুর! আদি বরাহরূপ ভগবান দৈত্যটির দ্বারা এইভাবে আহত হলে, তাঁর দেহের কোন অঙ্গই স্বল্প-মাত্রায়ও বিচলিত হল না, ঠিক যেমন ফুলের মালার দ্বারা আহত হয়ে, হস্তী কখনও বিচলিত হয় না।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সেই দৈত্যটি ছিল বৈকুণ্ঠে ভগবানের সেবক, কিন্তু কোন কারণবশত সে অধঃপতিত হয়ে অসুর-যোনি প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তার মুক্তি। ভগবান তাঁর দিব্য শরীরে সেই আঘাতে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, ঠিক যেমন পিতা তাঁর শিশু-পুত্রের সঙ্গে লড়াই করে আনন্দ উপভোগ করেন। কখনও কখনও পিতা তাঁর শিশু-পুত্রের সঙ্গে খেলার ছলে যুদ্ধ করে আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনই হিরণ্যাক্ষের প্রহার ভগবানের কাছে তাঁর প্রতি নিবেদিত পূজার ফুলের মতো মনে হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করার জন্য ভগবান যুদ্ধ করেছিলেন; তাই সেই আক্রমণ তাঁর কাছে সুখকর ছিল।

শ্লোক ১৭

অথোরুধাসৃজন্মায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ ।
যাং বিলোক্য প্রজাস্ত্রস্তা মেনিরেঽস্যোপসংযমম্ ॥ ১৭ ॥

অথ—তার পর; **উরুধা**—অনেক প্রকারে; **অসৃজৎ**—সে বিস্তার করেছিল; **মায়াম্**—মায়া-জাল; **যোগ-মায়া-ঈশ্বরে**—যোগমায়ার ঈশ্বর; **হরৌ**—হরির প্রতি; **যাম্**—যা;

বিলোক্য—দর্শন করে; প্রজাঃ—মানুষেরা; ত্রস্তাঃ—ভয়ভীত; মেনিরে—মনে করেছিল; অস্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের; উপসংযমম্—প্রলয়।

অনুবাদ

তারপর সেই দৈত্য যোগমায়াধীশ শ্রীহরির প্রতি নানাবিধ মায়া-জাল বিস্তার করতে লাগল। তা দেখে সাধারণ মানুষেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিল, এবং মনে করেছিল যে, জগতের প্রলয়-কাল সমুপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

অসুরে পরিণত হয়েছে তাঁর যে ভক্ত, তার সঙ্গে যুদ্ধের আনন্দ এতই প্রবল হয়েছিল যে, সমগ্র জগতের প্রলয় হওয়ার অবস্থা হয়েছিল। এইটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা; এমন কি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির হেলনও জগৎবাসীর কাছে অত্যন্ত মহান এবং ভয়ঙ্কর বলে প্রতীত হয়।

শ্লোক ১৮

প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংসবমৈরয়ন্ ।
দিগ্‌ভ্যো নিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব ॥ ১৮ ॥

প্রববুঃ—প্রবাহিত হচ্ছিল; বায়বঃ—বায়ু; চণ্ডাঃ—প্রচণ্ড; তমঃ—অন্ধকার; পাংসবম্—ধূলা থেকে উৎপন্ন; ঐরয়ন্—বিস্তার করেছিল; দিগ্‌ভ্যঃ—সমস্ত দিক থেকে; নিপেতুঃ—পতিত হয়েছিল; গ্রাবাণঃ—পাথর; ক্ষেপণৈঃ—ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা; প্রহিতাঃ—নিক্ষিপ্ত; ইব—যেন।

অনুবাদ

চার দিক থেকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, তার ফলে ধূলি এবং শিলা-বৃষ্টির দ্বারা চতুর্দিক তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, এবং সর্বত্র পাথর পতিত হতে লাগল, যেন সেইগুলি ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

শ্লোক ১৯

দ্যৌর্নষ্টভগণাভ্রৌঘৈঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ ।
বর্ষদ্ভিঃ পূয়কেশাসৃগ্বিণ্মূত্রাস্থীনি চাসকৃৎ ॥ ১৯ ॥

দ্যৌঃ—আকাশ; **নষ্ট**—বিলুপ্ত; **ভ-গণ**—নক্ষত্রগণ; **অভ্র**—মেঘসমূহের; **ওঘৈঃ**—সমূহ; **স**—সহ; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **স্তনয়িত্নুভিঃ**—বজ্র; **বর্ষদ্ভিঃ**—বর্ষণ করছিল; **পূয়**—পুঁজ; **কেশ**—চুল; **অসৃক্**—রক্ত; **বিৎ**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **অস্থীনি**—অস্থি; **চ**—এবং; **অসকৃৎ**—বার বার।

অনুবাদ

নভোমণ্ডল বিদ্যুৎ এবং বজ্র সহ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হয়েছিল, এবং আকাশ থেকে পুঁজ, কেশ, রক্ত, মল, মূত্র ও অস্থি বর্ষণ হচ্ছিল।

শ্লোক ২০

গিরয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত নানায়ুধমুচোঽনঘ ।
দিগ্বাসসো যাতুধান্যঃ শূলিন্যো মুক্তমূর্ধজাঃ ॥ ২০ ॥

গিরয়ঃ—পর্বতগুলি; **প্রত্যদৃশ্যন্ত**—মনে হয়েছিল; **নানা**—অনেক প্রকার; **আয়ুধ**—অস্ত্রশস্ত্র; **মুচঃ**—নিক্ষেপ করছিল; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর; **দিক্-বাসসঃ**—উলঙ্গ; **যাতুধান্যঃ**—রাক্ষসীগণ; **শূলিন্যঃ**—ত্রিশূল হাতে; **মুক্ত**—আলুলায়িত; **মূর্ধজাঃ**—কেশ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর! তখন মনে হয়েছিল যেন পর্বতগুলি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করছিল, এবং তার পর আলুলায়িত কেশা শূল-ধারিণী কতগুলি নগ্ন রাক্ষসী এসে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২১

বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ ।
আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোঽতিবৈশসাঃ ॥ ২১ ॥

বহুভিঃ—অনেক; **যক্ষ-রক্ষোভিঃ**—যক্ষ এবং রাক্ষস; **পত্তি**—পদাতিক; **অশ্ব**—অশ্বারোহী; **রথ**—রথী; **কুঞ্জরৈঃ**—গজারোহী; **আততায়িভিঃ**—আততায়ী; **উৎসৃষ্টাঃ**—উচ্চারণ করেছিল; **হিংস্রাঃ**—নিষ্ঠুর; **বাচঃ**—বাক্য; **অতি-বৈশসাঃ**—অত্যন্ত উগ্র।

অনুবাদ

পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারোহী বহু আততায়ী যক্ষ এবং রাক্ষস হিংসাত্মক ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করতে লাগল।

শ্লোক ২২

প্রাদুষ্কৃতানাং মায়ানামাসুরীণাং বিনাশয়ৎ ।
সুদর্শনাস্ত্রং ভগবান্ প্রাযুঙ্ক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ ॥ ২২ ॥

প্রাদুষ্কৃতানাম্—প্রদর্শন করেছিল; **মায়ানাম্**—মায়াশক্তি; **আসুরীণাম্**—সেই অসুর কর্তৃক প্রদর্শিত; **বিনাশয়ৎ**—বিনাশ করার বাসনায়; **সুদর্শন-অস্ত্রম্**—সুদর্শন অস্ত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাযুঙ্ক্ত**—প্রয়োগ করেছিলেন; **দয়িতম্**—প্রিয়; **ত্রিপাৎ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।

অনুবাদ

সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান তখন সেই অসুর কর্তৃক প্রকাশিত মায়া বিনাশ করার জন্য তাঁর প্রিয় সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রসিদ্ধ যোগী এবং অসুরেরাও কখনও কখনও তাদের যোগ-শক্তির প্রভাবে ভেল্কিবাজি দেখাতে পারে, কিন্তু ভগবানের হস্ত নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্রের উপস্থিতিতে তাদের এই সমস্ত যাদু বিলুপ্ত হয়ে যায়। মহারাজ অম্বরীষের সঙ্গে দুর্বাসা মুনির কলহের ঘটনাটি তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। দুর্বাসা মুনি বহু অলৌকিক যাদু দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন সুদর্শন চক্র আবির্ভূত হয়, তখন দুর্বাসা মুনি অত্যন্ত ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকে পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন। এখানে ভগবানকে *ত্রিপাৎ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি তিন প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা। ভগবান তিন প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* আরও বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, সেইগুলি হচ্ছে দ্রব্য-যজ্ঞ, ধ্যান-যজ্ঞ এবং দার্শনিক চিন্তারূপ-যজ্ঞ। যারা জ্ঞান, যোগ এবং কর্মের মার্গ অনুসরণ করেন, তাদের সকলকেই চরমে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আসতে হবে, কেননা *বাসুদেবঃ সর্বমিতি* —পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সব কিছুর পরম ভোক্তা। সেইটি হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞের পূর্ণতা।

শ্লোক ২৩

তদা দিতেঃ সমভবৎসহসা হৃদি বেপথুঃ ।
স্মরন্ত্যা ভর্তুরাদেশং স্তনাচ্চাসৃক প্রসস্রবে ॥ ২৩ ॥

তদা—সেই সময়; দিতেঃ—দিতির; সমভবৎ—হয়েছিল; সহসা—হঠাৎ; হৃদি—হৃদয়ে; বেপথুঃ—কম্পন; স্মরন্ত্যাঃ—স্মরণ করে; ভর্তুঃ—তাঁর পতি কশ্যপের; আদেশম্—বাণী; স্তনাৎ—তাঁর স্তন থেকে; চ—এবং; অসৃক্—রক্ত; প্রসুস্রুবে—ক্ষরিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সময় হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতির হঠাৎ হৃৎকম্পন হয়েছিল, এবং পতি কশ্যপের বাক্য তাঁর স্মরণ হল, এবং তাঁর স্তন থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল।

তাৎপর্য

হিরণ্যাক্ষের অন্তিম সময়ে তার মা দিতির মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর পতির ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও তাঁর পুত্রেরা হবে দৈত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার সৌভাগ্য তারা লাভ করবে। ভগবানের কৃপায় তাঁর সেই কথা মনে পড়েছিল, এবং দুধের পরিবর্তে তাঁর স্তন থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে শুরু করেছিল। অনেক সময় দেখা যায় যে, মা যখন তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহ-পরায়ণা হন, তখন তাঁর স্তন থেকে দুধ পড়ে। কিন্তু দৈত্য হিরণ্যাক্ষের মাতা দিতির ক্ষেত্রে তাঁর রক্ত দুধে রূপান্তরিত হতে পারেনি, তাই তাঁর স্তন থেকে রক্তই ক্ষরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রক্ত দুধে রূপান্তরিত হয়। দুধ পান করা মঙ্গলজনক, কিন্তু রক্ত পান করা অশুভ, যদিও দুইটি একই বস্তু। এই সূত্রটি গাভীর দুধের বেলায়ও প্রযোজ্য।

শ্লোক ২৪

বিনষ্টাসু স্বমায়াসু ভূয়শ্চাব্রজ্য কেশবম্ ।
রুষোপগূহমানোঽমুং দদৃশেঽবস্থিতং বহিঃ ॥ ২৪ ॥

বিনষ্টাসু—যখন প্রতিহত হয়েছে; **স্ব-মায়াসু**—তার মায়াশক্তি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **চ**—এবং; **আব্রজ্য**—সম্মুখে উপস্থিত হয়ে; **কেশবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **রুষা**—ক্রোধভরে; **উপগূহমানঃ**—জাপটে ধরে; **অমুম্**—ভগবান্; **দদৃশে**—দেখেছিল; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান হয়ে; **বহিঃ**—বহির্দেশে।

অনুবাদ

দৈত্যটি যখন দেখল যে, তার মায়াশক্তি প্রতিহত হয়েছে, সে তখন পুনরায় পরমেশ্বর ভগবান কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হল, এবং ক্রোধভরে তার দুই বাহুর দ্বারা তাঁকে জাপটে ধরে পেষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সে দেখল যে, ভগবান তার বাহুদ্বয়ের বহির্দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবানকে কেশব বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা তিনি সৃষ্টির আদিতে কেশী নামক দানবকে সংহার করেছিলেন। কেশব কৃষ্ণের একটি নাম। কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারদের উৎস, এবং সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, এবং তিনি একাধারে তাঁর বিভিন্ন অবতারে ও প্রকাশে বিরাজ করেন। দৈত্যটির ভগবানকে মাপার প্রচেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। দৈত্যটি ভগবানকে তার বাহুর দ্বারা জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। সে মনে করেছিল যে, তার সীমিত বাহুর ভৌতিক শক্তির দ্বারা সে পরমেশ্বরকে ধরতে পারবে। সে জানত না যে, ভগবান হচ্ছেন *অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্* —'পরমাণু হতে ক্ষুদ্র, আবার মহৎ হতে মহান'। ভগবানকে কেউই বন্দী করতে পারে না, অথবা বশীভূত করতে পারে না। কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপার চেষ্টা করে। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা ভগবান বিরাটরূপে পরিণত হতে পারেন, যা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ভক্তের আরাধ্য বিগ্রহরূপে একটি ছোট বাক্সের মধ্যে থাকতে পারেন। অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা ভগবানের বিগ্রহকে একটি ছোট বাক্সে রেখে তাঁকে সর্বত্র বহন করেন, এবং প্রতিদিন সকালে তাঁরা সেই বাক্সে ভগবানের পূজা করেন। পরমেশ্বর ভগবান কেশব বা কৃষ্ণ আমাদের গণনার কোন মাপের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। তাঁর ভক্তের সঙ্গে তিনি যে-কোন রূপে থাকতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন রকম আসুরিক কার্যকলাপের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

শ্লোক ২৫

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥

তম্—হিরণ্যাক্ষ; **মুষ্টিভিঃ**—তার মুষ্টির দ্বারা; **বিনিঘ্নন্তম্**—আঘাত করে; **বজ্র-সারৈঃ**—বজ্রের মতো কঠিন; **অধোক্ষজঃ**—ভগবান অধোক্ষজ; **করেণ**—হাতের দ্বারা; **কর্ণ-মূলে**—কানের গোড়ায়; **অহন্**—আঘাত করেছিলেন; **যথা**—যেমন; **ত্বাষ্ট্রম্**—বৃত্রাসুর (ত্বষ্টার পুত্র); **মরুৎ-পতিঃ**—ইন্দ্র (মরুৎগণের পতি)।

অনুবাদ

দৈত্যটি তখন বজ্রসদৃশ কঠোর মুষ্টির দ্বারা ভগবানকে আঘাত করতে লাগল, কিন্তু ভগবান অধোক্ষজ তাঁর হস্ত দ্বারা তার কর্ণমূলে আঘাত করলেন, ঠিক যেভাবে মরুৎপতি ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আঘাত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানকে *অধোক্ষজ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক গণনার অতীত। *অক্ষজ* মানে হচ্ছে 'আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপ', এবং *অধোক্ষজ* মানে হচ্ছে 'যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপের অতীত'।

শ্লোক ২৬

স আহতো বিশ্বজিতা হ্যবজ্ঞয়া
পরিভ্রমদ্গাত্র উদস্তলোচনঃ ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্
যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **বিশ্ব-জিতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **হি**—যদিও; **অবজ্ঞয়া**—অবলীলাক্রমে; **পরিভ্রমৎ**—ঘুরতে লাগল; **গাত্রঃ**—শরীর; **উদস্ত**—বেরিয়ে এল; **লোচনঃ**—চক্ষু; **বিশীর্ণ**—ভগ্ন; **বাহু**—হস্ত; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **শিরঃ-রুহঃ**—চুল; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **যথা**—যেমন; **নগ-ইন্দ্রঃ**—বিশাল বৃক্ষ; **লুলিতঃ**—উৎপাটিত; **নভস্বতা**—বায়ুর দ্বারা।

অনুবাদ

বিশ্বজিৎ ভগবান যদিও অবলীলাক্রমে সেই দৈত্যকে আঘাত করেছিলেন, তার ফলেই সেই দৈত্যের শরীর ঘূর্ণিত হতে লাগল। তার চক্ষুদ্বয় অক্ষি-কোটর থেকে বেরিয়ে এল। তার হস্ত-পদ ভগ্ন হল, মাথার কেশ আলুলায়িত হল, এবং সে প্রচণ্ড বায়ু-বেগে সমূলে উৎপাটিত বিশাল বৃক্ষের মতো মৃত অবস্থায় পতিত হল।

তাৎপর্য

হিরণ্যাক্ষের মতো যে-কোন শক্তিশালী দৈত্যকে সংহার করতে ভগবানের এক পলকও লাগে না। ভগবান তাকে বহু পূর্বেই সংহার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই দৈত্যটিকে তার মায়াশক্তি পূর্ণরূপে প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। মানুষদের এইটি জানা উচিত যে, কোন যাদু-বিদ্যার দ্বারা, বৈজ্ঞানিক প্রগতির দ্বারা অথবা জড় শক্তির দ্বারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হওয়া যায় না। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁর একটি সংকেতের প্রভাবেই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে। এখানে যে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, তা এতই প্রবল যে, সেই দৈত্যটির সমস্ত আসুরিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, কেবল ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই অবলীলাক্রমে তাঁর এক চপেটাঘাতের ফলেই সে নিহত হয়েছিল।

শ্লোক ২৭

ক্ষিতৌ শয়ানং তমকুণ্ঠবর্চসং
করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্ ।
অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা
অহো ইমাং কো নু লভেত সংস্থিতিম্ ॥ ২৭ ॥

ক্ষিতৌ—ভূমিতে; **শয়ানম্**—শায়িত; **তম্**—হিরণ্যাক্ষ; **অকুণ্ঠ**—অমলিন; **বর্চসম্**—দীপ্তি; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্রম্**—দাঁত; **পরিদষ্ট**—দংশিত; **দৎ-ছদম্**—ঠোঁট; **অজ আদয়ঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যেরা; **বীক্ষ্য**—দেখে; **শশংসুঃ**—প্রশংসা সহকারে বলেছিলেন; **আগতাঃ**—সেখানে এসে; **অহো**—আহা; **ইমম্**—এই; **কঃ**—কে; **নু**—যথার্থই; **লভেত**—লাভ করতে পারে; **সংস্থিতিম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

অজ (ব্রহ্মা) এবং অন্যেরা সেখানে এসে দেখলেন যে, সেই ভীষণ দন্ত-বিশিষ্ট দৈত্যটি তার অধর দংশন করে ধরাশায়ী হয়েছে, অথচ তার দীপ্তি মলিন হয়নি। তখন ব্রহ্মা তার প্রশংসা করে বলেছিলেন—আহা। এই প্রকার সৌভাগ্যজনক মৃত্যু কে লাভ করতে পারে?

তাৎপর্য

দৈত্যটির মৃত্যু হলেও তার দেহের দীপ্তি মলিন হয়নি। এইটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কেননা যখন কোন মানুষ বা পশুর মৃত্যু হয়, তৎক্ষণাৎ তার দেহ দীপ্তিহীন হয়ে মলিন হয়ে যায়, এবং ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ হয়ে তা পচতে শুরু করে। কিন্তু এখানে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও, তার দেহের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়নি, কেননা পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবান তার দেহ স্পর্শ করেছিলেন। যতক্ষণ দেহে আত্মা বর্তমান থাকে, ততক্ষণই কেবল দেহের দীপ্তি থাকে। যদিও দৈত্যটির আত্মা তার দেহ ত্যাগ করেছিল, কিন্তু পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবান তার দেহ স্পর্শ করেছিলেন বলে তা নিষ্প্রভ হয়নি। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন। যিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করার সময় পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, এবং তাই ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা সেই দৈত্যের মৃত্যুর প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো
ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া ।
তস্যৈষ দৈত্যঋষভঃ পদাহতো
মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ হ ॥ ২৮ ॥

যম্—যাঁকে; **যোগিনঃ**—যোগীগণ; **যোগ-সমাধিনা**—যৌগিক সমাধিতে; **রহঃ**—নির্জনে; **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করেন; **লিঙ্গাৎ**—লিঙ্গ শরীর থেকে; **অসতঃ**—অবাস্তব; **মুমুক্ষয়া**—মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায়; **তস্য**—তাঁর; **এষঃ**—এই; **দৈত্য**—দিতির পুত্র; **ঋষভঃ**—মুকুট-মণি; **পদা**—পায়ের দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **মুখম্**—মুখ; **প্রপশ্যন্**—দর্শন করতে করতে; **তনুম্**—দেহ; **উৎসসর্জ**—ত্যাগ করেছিল; **হ**—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—যোগীরা নির্জন স্থানে যোগ-সমাধির দ্বারা অনিত্য জড় লিঙ্গ শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে শ্রীপাদ-পদ্মের ধ্যান করেন, সেই পায়ের দ্বারা আহত হয়ে দৈত্যশ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রীমুখ-পদ্ম দর্শন করতে করতে তার নশ্বর শরীর ত্যাগ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে যোগের পদ্ধতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যে-সমস্ত যোগীরা ধ্যানের অনুশীলন করেন, তাঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তাই তাঁরা যোগ-সমাধি লাভের জন্য নির্জন স্থানে ধ্যান করেন। যোগ অনুশীলন করতে হয় নির্জন স্থানে, জনসাধারণের সম্মুখে অথবা মঞ্চে প্রদর্শন করার জন্য নয়, যা আজকাল বহু তথাকথিত যোগী করছে। প্রকৃত যোগের লক্ষ্য হচ্ছে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি। কেবল দেহকে সমর্থ এবং তরুণ রাখার জন্য যোগাভ্যাস নয়। কোন প্রামাণ্য বিধি-বিধানে তথাকথিত যোগীদের এই প্রকার বিজ্ঞাপন অনুমোদন করা হয়নি। এই শ্লোকে বিশেষভাবে 'যম্' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে 'যাঁকে', অর্থাৎ ধ্যানের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। কেউ যদি ভগবানের বরাহরূপেও মনকে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে সেইটিও যোগ। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন নিরন্তর ভগবানের বিবিধ রূপের মধ্যে যে-কোন একটি রূপের ধ্যান করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এবং শুধু ভগবানের রূপের ধ্যান করেই তিনি অনায়াসে সমাধি লাভ করতে পারেন। কেউ যদি মৃত্যুর সময় এইভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান করতে পারেন, তা হলে তিনি নশ্বর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে উন্নীত হন। হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে ভগবান সেই সুযোগ দিয়েছিলেন, তাই ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অসুরেরাও কেবল ভগবানের পদাঘাতের প্রভাবেই যোগ অনুশীলনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৯

এতৌ তৌ পার্ষদাবস্য শাপাদ্যাতাবসদ্গতিম্ ।
পুনঃ কতিপয়ৈঃ স্থানং প্রপৎস্যেতে হ জন্মভিঃ ॥ ২৯ ॥

এতৌ—এই দুই; **তৌ**—উভয়ে; **পার্ষদৌ**—সেবকদ্বয়; **অস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শাপাৎ**—অভিশপ্ত হওয়ার ফলে; **যাতৌ**—গিয়েছিল; **অসৎ-গতিম্**—অসুর কুলে জন্মগ্রহণ; **পুনঃ**—পুনরায়; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকটি; **স্থানম্**—নিজস্ব স্থান; **প্রপৎস্যেতে**—ফিরে পাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **জন্মভিঃ**—জন্মের পর।

অনুবাদ

অভিশপ্ত হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের এই দুই পার্ষদকে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এই প্রকার কয়েক জন্মের পর, তারা তাদের স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।

শ্লোক ৩০

দেবা ঊচুঃ

নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে
স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্তয়ে ।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদ-
স্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্বৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **নমঃ**—প্রণতি; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অখিল-যজ্ঞ-তন্তবে**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **স্থিতৌ**—পালন করার উদ্দেশ্যে; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছেন; **অমল**—শুদ্ধ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **মূর্তয়ে**—রূপ; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যবশত; **হতঃ**—নিহত হয়েছে; **অয়ম্**—এই; **জগতাম্**—জগতের; **অরুন্তুদঃ**—যন্ত্রণাদায়ক; **ত্বৎ-পাদ**—আপনার চরণে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি-সহকারে; **বয়ম্**—আমরা; **ঈশ**—হে ভগবান; **নির্বৃতাঃ**—সুখ প্রাপ্ত হয়েছি।

অনুবাদ

ভগবানের উদ্দেশ্যে দেবতারা বললেন—হে ভগবান, আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, এবং জগতের পালনের জন্য আপনি শুদ্ধ সত্ত্বে বরাহরূপ ধারণ করেছেন। জগৎ-নির্যাতনকারী এই দৈত্যটি সৌভাগ্যক্রমে আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে, এবং আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তি-পরায়ণ আমরাও এখন আশ্বস্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

জড় জগৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ-সমন্বিত, কিন্তু চিৎ-জগৎ শুদ্ধ সত্ত্বময়। এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়, অর্থাৎ তা জড় নয়। জড় জগতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতে* শুদ্ধ সত্ত্ব স্তরকে *সত্ত্বং বিশুদ্ধম্* বলা হয়েছে। *বিশুদ্ধম্* মানে হচ্ছে নির্মল। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে রজ এবং তমোগুণের কলুষ নেই। তাই, যে বরাহরূপ নিয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেইটি জড়-জাগতিক নয়। ভগবানের অন্য অনেক রূপ রয়েছে, কিন্তু সেইগুলির কোনটিই জড়-জাগতিক নয়। সেই সমস্ত রূপ বিষ্ণুরূপ থেকে অভিন্ন, এবং বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।

বেদে যে-সমস্ত যজ্ঞের অনুশাসন দেওয়া হয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। অজ্ঞতার বশেই কেবল মানুষ ভগবানের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সন্তুষ্টি বিধান করতে চায়, কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা। সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। যে-সমস্ত জীব সেই সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, তাদের বলা হয় দেবতা, এবং তাঁরা প্রায় ভগবানেরই মতো। জীব যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। সমস্ত দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত, এবং তাঁদের সুখ বিধানের জন্য জগতের উৎপাত সৃষ্টিকারী দৈত্যটিকে সংহার করা হয়েছিল। বিশুদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং বিশুদ্ধ জীবনে অনুষ্ঠিত সমস্ত যজ্ঞগুলিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত হয়, তা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

মৈত্রেয় উবাচ
এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং
স সাদয়িত্বা হরিরাদিসূকরঃ ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং
সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **হিরণ্যাক্ষম্**—হিরণ্যাক্ষকে; **অসহ্য-বিক্রমম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **সঃ**—ভগবান; **সাদয়িত্বা**—সংহার করে;

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **আদি-সূকরঃ**—আদি বরাহ; **জগাম**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **লোকম্**—তাঁর ধামে; **স্বম্**—নিজস্ব; **অখণ্ডিত**—অনবরত; **উৎসবম্**—উৎসব; **সমীড়িতঃ**—প্রশংসিত; **পুষ্কর-বিষ্টর**—কমলাসন (কমল যাঁর আসন, সেই ব্রহ্মার দ্বারা); **আদিভিঃ**—এবং অন্যেরা।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে অত্যন্ত ভয়ানক হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সংহার করে, আদি বরাহ ভগবান শ্রীহরি তাঁর নিত্য আনন্দময় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা ভগবান সংস্তুত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানকে আদি বরাহ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *বেদান্ত-সূত্রে* (১/১/২) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সব কিছুরই উৎস। তাই বুঝতে হবে যে, চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির সব কয়টি রূপই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সর্বদাই আদি। *ভগবদ্‌গীতায়* অর্জুন ভগবানকে *আদ্যম্* বা আদি বলে সম্বোধন করেছেন। তেমনই, *ব্রহ্মসংহিতায়* ভগবানকে *আদিপুরুষম্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুত *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৮) ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমার থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়।"

এই পরিস্থিতিতে ভগবান হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করার জন্য এবং গর্ভ-সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি *আদিসূকর* হয়েছিলেন। জড় জগতে বরাহ বা শূকরকে সব চাইতে ঘৃণ্য বলে মনে করা হয়, কিন্তু *আদিসূকর* বা পরমেশ্বর ভগবানকে কোন সাধারণ শূকর বলে মনে করা হয়নি। এমন কি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারাও ভগবানের বরাহরূপের প্রশংসা করেছিলেন।

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান নিজে বলেছেন যে, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য তিনি তাঁর চিন্ময় ধাম থেকে অবতরণ করেন। সেই কথা এই শ্লোকেও প্রতিপন্ন হয়েছে। হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সংহার করে, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে, সর্বদা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের রক্ষা করার যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন, তা পূর্ণ হয়েছে। ভগবান স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এই উক্তি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর বিশেষ চিন্ময় বাসস্থান রয়েছে। যেহেতু তিনি সর্ব শক্তিমান, তাই গোলোক-বৃন্দাবনে নিবাস করা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত, ঠিক যেমন সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের

একটি বিশেষ স্থানে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও, তার কিরণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান।

ভগবানের যদিও বিশেষ বাসস্থান বা ধাম রয়েছে, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের রূপের একটি দিক, অর্থাৎ তাঁর সর্ব ব্যাপকত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তিনি যে তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করে সর্বদা তাঁর পূর্ণ চিন্ময় লীলা-বিলাস করেন, তা তারা বুঝতে পারে না। এই শ্লোকে বিশেষভাবে *অখণ্ডিতোৎসবম্* শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। উৎসব মানে 'আনন্দ'। আনন্দ প্রকাশের জন্য যখন কোন অনুষ্ঠান হয়, তাকে বলা হয় উৎসব। পরিপূর্ণ সুখের অভিব্যক্তি হচ্ছে উৎসব, তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও আরাধ্য ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে নিত্য বর্তমান। ব্রহ্মা আদি দেবতারাও যখন ভগবানের আরাধনা করেন, তখন নগণ্য মানুষদের কি আর কথা।

ভগবান তাঁর ধাম থেকে এই জগতে অবতরণ করেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় অবতার, অর্থাৎ যিনি 'অবতরণ করেন'। কখনও কখনও অবতার বলতে রক্ত-মাংসের নররূপধারী ভগবানের বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তিকেও বোঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবতার শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি উচ্চতর স্থান থেকে অবতরণ করেন। ভগবানের ধাম জড় আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত, এবং সেই উচ্চ স্থান থেকে তিনি অবতরণ করেন; তাই তাঁকে বলা হয় অবতার।

শ্লোক ৩২

ময়া যথানূক্তমবাদি তে হরেঃ
কৃতাবতারস্য সুমিত্র চেষ্টিতম্ ।
যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো
মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **যথা**—যেমন; **অনূক্তম্**—কথিত; **অবাদি**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **তে**—আপনাকে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃত-অবতারস্য**—যিনি অবতার গ্রহণ করেন; **সুমিত্র**—হে প্রিয় বিদুর; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **যথা**—যেমন; **হিরণ্যাক্ষ**—হিরণ্যাক্ষ; **উদার**—অত্যন্ত বিস্তৃত; **বিক্রমঃ**—শৌর্য; **মহা-মৃধে**—মহান যুদ্ধে; **ক্রীড়ন-বৎ**—ক্রীড়নকের মতো; **নিরাকৃতঃ**—নিহত হয়েছিল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে প্রিয় বিদুর। আমি তোমার কাছে আদি বরাহরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ এবং মহান যুদ্ধে অমিত বিক্রম হিরণ্যাক্ষকে ক্রীড়নকের মতো বধ করার কাহিনী বর্ণনা করলাম। আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যেভাবে তা শ্রবণ করেছিলাম, সেইভাবেই তা আমি বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

এখানে মৈত্রেয় ঋষি উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধের ঘটনাটি তিনি সরল আখ্যানরূপে বর্ণনা করেছেন; তিনি মনগড়া কোন কিছু তাতে যুক্ত করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি বর্ণনা করেছেন। এইভাবে তিনি পরম্পরা পন্থা, বা গুরু-শিষ্যের মাধ্যমে দিব্য জ্ঞান লাভ করার পন্থা স্বীকার করেছেন। যদি এইভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে প্রামাণিক বিধিতে শ্রবণ না করা হয়, তা হলে আচার্যের বাণী বৈধ হয় না।

এখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের শক্তি ছিল অপরিসীম, তবুও ভগবানের কাছে সে ছিল একটি খেলার পুতুলের মতো। একটি শিশু অবলীলাক্রমে কত খেলনা ভেঙ্গে ফেলে। তেমনই, কোন অসুর অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে, এবং এই জড় জগতের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসাধারণ হতে পারে, কিন্তু ভগবানের কাছে এই প্রকার অসুরদের সংহার করা মোটেই কঠিন নয়। একটি শিশু যেমন তার পুতুল নিয়ে খেলা করে এবং তাদের ভেঙ্গে ফেলতে পারে, ঠিক সেইভাবে ভগবান লক্ষ-লক্ষ অসুরদের সংহার করতে পারেন।

শ্লোক ৩৩

সূত উবাচ

ইতি কৌষারবাখ্যাতামাশ্রুত্য ভগবৎকথাম্ ।
ক্ষত্তানন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ ॥ ৩৩ ॥

সূতঃ—সূত গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **কৌষারব**—(কুষারুর পুত্র) মৈত্রেয় থেকে; **আখ্যাতাম্**—কথিত; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ভগবৎ-কথাম্**—ভগবান-বিষয়ক আখ্যান; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **আনন্দম্**—আনন্দ; **পরম্**—দিব্য; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **মহা-ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ (শৌনক)।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—হে ব্রাহ্মণ! পরম ভাগবত ক্ষত্তা (বিদুর) মহর্ষি কৌষারবের (মৈত্রেয় মুনির) কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যান শ্রবণ করে দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যান শ্রবণ করে দিব্য আনন্দ লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই প্রামাণিক সূত্র থেকে তা শ্রবণ করতে হবে। মৈত্রেয় ঋষি সেই বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন তাঁর সদ্‌গুরুর কাছ থেকে,এবং বিদুর তা শ্রবণ করেছিলেন মৈত্রেয়ের কাছ থেকে। কোন ব্যক্তি গুরুদেবের কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছেন, কেবল তা যথাযথভাবে পরিবেশন করার মাধ্যমেই একজন যথার্থ তত্ত্ববিদে পরিণত হতে পারেন, এবং যে-ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেনি, সে কখনও পারমার্থিক তত্ত্ব প্রদান করার অধিকার লাভ করতে পারে না। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ যদি দিব্য আনন্দ লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল মাত্র প্রামাণিক সূত্র থেকে হৃদয় এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে ভগবানের লীলা-রস আস্বাদন করা যায়, তা না হলে তা সম্ভব নয়। তাই সনাতন গোস্বামী বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ যেন কখনও অভক্তের মুখ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ না করে। অভক্তেরা সাপের মতো; সাপের স্পর্শে দুধ বিষে পরিণত হয়, তেমনই, ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা যদিও দুধের মতো পবিত্র, কিন্তু তা যদি সর্প-সদৃশ অভক্তদের দ্বারা পরিবেশিত হয়, তা হলে তা বিষে পরিণত হয়। তার যে কেবল দিব্য আনন্দ প্রদান করার ক্ষমতা থাকে না তাই নয়, উপরন্তু তা অত্যন্ত ভয়ঙ্করও। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মায়াবাদীদের কাছ থেকে ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করা উচিত নয়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ* —কেউ যদি ভগবানের লীলা সম্বন্ধে মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করে, অথবা *ভগবদ্‌গীতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত* বা অন্য কোন বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের ভাষ্য শ্রবণ করে, তা হলে তার সর্বনাশ হয়। কেউ যদি একবার মায়াবাদীর সঙ্গ করে, তা হলে সে কখনই ভগবানের সবিশেষ রূপ এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

সূত গোস্বামী শৌনক প্রমুখ ঋষিদের কাছে ভগবানের কথা বলছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁদের এই শ্লোকে *দ্বিজ* বলে সম্বোধন করেছেন। নৈমিষারণ্যে সমবেত যে-সমস্ত ঋষিরা সূত গোস্বামীর কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের গুণাবলী অর্জন করাই সব কিছু নয়। কেবল দ্বিজ হওয়াই জীবনের পরম পূর্ণতা নয়। জীবনের পূর্ণতা তখনই লাভ হয়, যখন মানুষ যথাযথ সূত্র থেকে ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন।

শ্লোক ৩৪

অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্ ।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্যেষাম্—অন্যদের; **পুণ্য-শ্লোকানাম্**—পবিত্র যশের; **উদ্দাম-যশসাম্**—যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে; **সতাম্**—ভক্তদের; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **ভবেৎ**—উদ্ভূত হতে পারে; **মোদঃ**—আনন্দ; **শ্রীবৎস-অঙ্কস্য**—শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণকারী ভগবানের; **কিম্ পুনঃ**—আর কি বলার আছে।

অনুবাদ

অমৃত-যশস্বী ভগবদ্ভক্তদের কার্যকলাপ শ্রবণ করে যখন দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা হয়, তখন শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা কি আর বলার আছে।

তাৎপর্য

ভাগবতের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের লীলা-বিলাস। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও মহারাজ অম্বরীষ আদি ভক্তদের লীলা-বিলাসের বর্ণনা রয়েছে। উভয় লীলাই পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে, কেননা ভক্তের লীলা-বিলাসও ভগবান সম্বন্ধীয়। যেমন *মহাভারত* হচ্ছে পাণ্ডবদের কার্যকলাপের ইতিহাস, এবং তা পবিত্র কেননা পাণ্ডবেরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যো গজেন্দ্রং ঝষগ্রস্তং ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজম্ ।
ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং কৃচ্ছ্রতোঽমোচয়দ্ দ্রুতম্ ॥ ৩৫ ॥

যঃ—যিনি; গজ-ইন্দ্রম্—গজেন্দ্রকে; ঝষ—কুমির; গ্রস্তম্—আক্রান্ত; ধ্যায়ন্তম্—ধ্যানরত; চরণ—পাদ; অম্বুজম্—পদ্ম; ক্রোশন্তীনাম্—ক্রন্দনরত; করেণূনাম্—হস্তিনীদের; কৃচ্ছ্রতঃ—সংকট থেকে; অমোচয়ৎ—উদ্ধার করেছিলেন; দ্রুতম্—শীঘ্রই।

অনুবাদ

কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্র যখন তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের ধ্যান করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সহগামিনী হস্তিনীরা কাতরভাবে আর্তনাদ করেছিল, এবং ভগবান তাদের আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বিপন্ন হস্তীর ভগবান কর্তৃক উদ্ধারের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভক্তির মাধ্যমে একটি পশুও ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে। কিন্তু ভক্ত না হলে, স্বর্গের দেবতাও ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে না।

শ্লোক ৩৬

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥ ৩৬ ॥

তম্—তাঁকে; সুখ—সহজে; আরাধ্যম্—পূজ্য; ঋজুভিঃ—নিষ্কপট ব্যক্তিদের দ্বারা; অনন্য—অন্য কেউ নয়; শরণৈঃ—শরণাগত; নৃভিঃ—মানুষদের দ্বারা; কৃত-জ্ঞঃ—কৃতজ্ঞ; কঃ—কি; ন—না; সেবেত—সেবা করবে; দুরারাধ্যম্—আরাধনা করা সম্ভব নয়; অসাধুভিঃ—অভক্তদের দ্বারা।

অনুবাদ

নির্মল চিত্ত অনন্য-শরণ ভক্তদের দ্বারা ভগবান সহজেই প্রসন্ন হন, কিন্তু অসাধুদের পক্ষে তিনি দুরারাধ্য। এমন কৃতজ্ঞ জীব কে আছে যে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান প্রভুকে প্রেমময়ী সেবা করবে না?

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবের, বিশেষ করে মানুষদের, ভগবানের কৃপাশীর্বাদের জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত। তাই, সরল চিত্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য

হচ্ছে, কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা করা। যারা আসলেই চোর এবং দুর্বৃত্ত, তারা ভগবানের করুণার দান চিনতে পারে না, এবং তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা পরায়ণ হয়ে, প্রেমময়ী সেবা নিবেদনও তারা করতে পারে না। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা বুঝতে পারে না ভগবানের ব্যবস্থায় তারা কত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। তারা সূর্যের কিরণ এবং চন্দ্রের আলো উপভোগ করে, তারা বিনামূল্যে জল পায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না, পক্ষান্তরে তারা ভগবানের এই সমস্ত উপহারগুলি উপভোগ করতেই থাকে। তাই তাদের চোর এবং দুর্বৃত্তই বলা উচিত।

শ্লোক ৩৭

যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধং মহাদ্ভুতং
বিক্রীড়িতং কারণসূকরাত্মনঃ ।
শৃণোতি গায়ত্যনুমোদতেঽঞ্জসা
বিমুচ্যতে ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥

যঃ—যিনি; **বৈ**—বাস্তবিক পক্ষে; **হিরণ্যাক্ষ-বধম্**—হিরণ্যাক্ষ বধের; **মহা-অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত বিস্ময়জনক; **বিক্রীড়িতম্**—লীলা-বিলাস; **কারণ**—সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার মতো কারণের জন্য; **সূকর**—শূকররূপে আবির্ভূত; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **গায়তি**—কীর্তন করেন; **অনুমোদতে**—আনন্দ উপভোগ করেন; **অঞ্জসা**—তৎক্ষণাৎ; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন; **ব্রহ্ম-বধাৎ**—ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে; **অপি**—ও; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য আদি বরাহরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধের এই অদ্ভুত আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন অথবা তাতে আনন্দ লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত মহা পাপ থেকেও মুক্তি লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পরম পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁর লীলা এবং তাঁর ব্যক্তিগত স্বরূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি ভগবানের লীলা শ্রবণ করেন, তিনি

সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করেন, এবং যিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত, এমন কি জড় জগতের সব চাইতে গর্হিত পাপ ব্রহ্মহত্যা থেকেও মুক্ত হন। শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া উচিত। কেউ যদি কেবল ভগবানের আখ্যান শ্রবণ করেন এবং ভগবানের মহিমা স্বীকার করেন, তা হলেই তিনি যোগ্য হন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের লীলা-বিলাসের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই মায়া; তাই তাদের বলা হয় মায়াবাদী। যেহেতু তাদের কাছে সব কিছুই মায়া, তাই এই সমস্ত আখ্যান তাদের জন্য নয়। কিছু মায়াবাদী *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করতেই চায় না, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই এখন কেবল আর্থিক লাভের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। পক্ষান্তরে, তারা তাদের নিজেদের মনগড়া অনুমানের ভিত্তিতে তা বর্ণনা করে। তাই, মায়াবাদীদের কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত নয়। আমাদের শ্রবণ করতে হবে সূত গোস্বামী অথবা মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে, যাঁরা যথাযথভাবে তা পরিবেশন করেন, এবং তা হলেই কেবল আমরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস আস্বাদন করতে পারব। তা না হলে, নবীন ভক্তদের উপর তার প্রভাব হবে বিষতুল্য।

শ্লোক ৩৮

এতন্মহাপুণ্যমলং পবিত্রং
ধন্যং যশস্যং পদমায়ুরাশিষাম্ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্যবর্ধনং
নারায়ণোঽন্তে গতিরঙ্গ শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৮ ॥

এতৎ—এই আখ্যান; মহা-পুণ্যম্—মহাপুণ্য; অলম্—অত্যন্ত; পবিত্রম্—পবিত্র; ধন্যম্—ধন প্রদানকারী; যশস্যম্—কীর্তিকর; পদম্—আধার; আয়ুঃ—আয়ু; আশিষাম্—ঈপ্সিত বস্তু; প্রাণ—প্রাণেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়াণাম্—কর্মেন্দ্রিয়-সমূহের; যুধি—যুদ্ধক্ষেত্রে; শৌর্য—বল; বর্ধনম্—বর্ধনকারী; নারায়ণঃ—শ্রীনারায়ণ; অন্তে—জীবনের শেষ সময়; গতিঃ—আশ্রয়; অঙ্গ—হে শৌনক; শৃণ্বতাম্—যাঁরা শ্রবণ করেন।

অনুবাদ

এই পরম পবিত্র আখ্যান মহাপুণ্য, সম্পদ, যশ, আয়ু, এবং সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তা প্রাণ এবং কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্ধিত করে। হে

শৌনক। কেউ যদি তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভক্তেরা সাধারণত ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যানের প্রতি আকৃষ্ট। যদিও তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধন অথবা ধ্যানের অনুশীলন করেন না, তবুও ভগবানের লীলা-বিলাস শ্রবণ করার এই পন্থাই তাঁদেরকে ধন-সম্পদ, যশ, আয়ু এবং জীবনের অন্যান্য বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সাধন করার বহুবিধ লাভ দান করবে। কেউ যদি ভগবানের লীলা-বিলাসের আখ্যানে পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অনবরত শ্রবণ করেন, তা হলে জীবনান্তে তাঁরা অবশ্যই ভগবানের নিত্য, চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে শ্রোতারা ইহলোকে এবং চরমে পরলোকে, উভয়ভাবেই লাভবান হন। ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার এইটি হচ্ছে পরম লাভ। ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তর হচ্ছে যথাযথ উৎস থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার জন্য কিছু সময় দেওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি অঙ্গ অনুমোদন করে গেছেন, যথা—ভগবদ্ভক্তদের সেবা, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা এবং পবিত্র তীর্থে বাস। কেবল এই পাঁচটি কার্য অনুষ্ঠান করার ফলে, জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'হিরণ্যাক্ষ বধ' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

বিংশতি অধ্যায়

মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যস্য সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
কান্যন্বতিষ্ঠদ্ দ্বারাণি মার্গায়াবরজন্মনাম্ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ—শৌনক; **উবাচ**—বললেন; **মহীম্**—পৃথিবী; **প্রতিষ্ঠাম্**—স্থিত; **অধ্যস্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **সৌতে**—হে সূত গোস্বামী; **স্বায়ম্ভুবঃ**—স্বায়ম্ভুব; **মনুঃ**—মনু; **কানি**—কি; **অন্বতিষ্ঠৎ**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দ্বারাণি**—পন্থা; **মার্গায়**—বের হওয়ার জন্য; **অবর**—পরে; **জন্মনাম্**—জন্ম-গ্রহণকারীদের।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—হে সূত গোস্বামী! পৃথিবী কক্ষপথে পুনরায় স্থাপিত হলে, জড় জগতে জন্ম-গ্রহণকারী জীবেদের মুক্তির জন্য স্বায়ম্ভুব মনু কি মার্গ প্রদর্শন করেছিলেন?

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান আদি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন, আর বর্তমান সময় হচ্ছে বৈবস্বত মন্বন্তর। প্রত্যেক মনুর কালের অবধি বাহাত্তর চতুর্যুগ, এবং এক চতুর্যুগের স্থিতি হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ সৌর বৎসর। অতএব এক-একজন মনুর রাজত্বকাল হচ্ছে ৪৩,২০,০০০×৭২ সৌর বৎসর। প্রত্যেক মন্বন্তরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয়, এবং ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এখানে বোঝা যায় যে, জড় সুখভোগের জন্য জড় জগতে আগত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধারের জন্য, মনু শাস্ত্র-বিধি প্রণয়ন করেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, কেউ যখন এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন তিনি তাদের সেই

মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি তাদের মুক্তির পথও প্রদর্শন করেন। তাই, শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পৃথিবীকে তার কক্ষপথে পুনঃস্থাপিত করা হলে, স্বায়ম্ভুব মনু কি করেছিলেন?"

শ্লোক ২

ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্যৈকান্তিকঃ সুহৃৎ ।
যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি ॥ ২ ॥

ক্ষত্তা—বিদুর; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের মহান ভক্ত; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **একান্তিকঃ**—ঐকান্তিক ভক্ত; **সুহৃৎ**—অন্তরঙ্গ সখা; **যঃ**—যিনি; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **অগ্র-জম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র); **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের প্রতি; **স-অপত্যম্**—তার শত পুত্র সহ; **অঘ-বান্**—অপরাধী; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলে, শত পুত্র সহ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ যিনি ত্যাগ করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সখা, সেই বিদুরের সম্বন্ধে শৌনক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে যে-ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় ত্যাগ করে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, এবং হরিদ্বারে মৈত্রেয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এখানে মৈত্রেয় ঋষি এবং বিদুরের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, শৌনক ঋষি সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। বিদুরের যোগ্যতা ছিল যে, তিনি কেবল ভগবানের সখাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ যখন জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন, তখন কৌরবেরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল; তাই তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ক্ষত্তা বা বিদুর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। ভক্তরূপে বিদুর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে, কোথাও যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্মান না করা হয়, তা হলে সেই স্থানটি মানুষের বসবাসের অযোগ্য । ভক্ত তাঁর নিজের ব্যাপারে সহিষ্ণু হতে পারেন, কিন্তু ভগবান অথবা ভগবানের ভক্তের প্রতি যদি

অনুচিত আচরণ করা হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে তা সহ্য করা উচিত নয়। এখানে *অঘবান্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র কৌরবেরা কৃষ্ণের উপদেশ লঙ্ঘন করার পাপে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩

দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্বে তস্য দেহজঃ ।
সর্বাত্মনা শ্রিতঃ কৃষ্ণং তৎপরাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ ॥ ৩ ॥

দ্বৈপায়নাৎ—ব্যাসদেব থেকে; **অনবরঃ**—কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়; **মহিত্বে**—মহিমায়; **তস্য**—তাঁর (ব্যাসদেবের); **দেহ-জঃ**—তাঁর দেহ থেকে জাত; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বান্তঃকরণে; **শ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ-পরান্**—তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **অনুব্রতঃ**—অনুসরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের দেহ থেকে বিদুরের জন্ম হয়েছিল, এবং তিনি তাঁর থেকে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। এইভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুরের ইতিহাস হল এই যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল এক শূদ্র মাতার গর্ভে, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন ব্যাসদেব; তার ফলে তিনি কোন অংশে ব্যাসদেব থেকে ন্যূন ছিলেন না। নারায়ণের অবতার এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রণেতা একজন মহান পিতার সন্তান হওয়ার ফলে, বিদুরও ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর আরাধ্য ভগবানরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর উপদেশ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ৪

কিমন্বপৃচ্ছন্মৈত্রেয়ং বিরজাস্তীর্থসেবয়া ।
উপগম্য কুশাবর্ত আসীনং তত্ত্ববিত্তমম্ ॥ ৪ ॥

কিম্—কি; **অন্বপৃচ্ছৎ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **মৈত্রেয়ম্**—মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে; **বিরজাঃ**—বিদুর, যিনি ছিলেন নিষ্কলুষ; **তীর্থ-সেবয়া**—পবিত্র তীর্থস্থানে ভ্রমণ করার দ্বারা; **উপগম্য**—মিলিত হয়ে; **কুশাবর্তে**—কুশাবর্ত (হরিদ্বার) নামক স্থানে; **আসীনম্**—স্থিত; **তত্ত্ব-বিৎ-তমম্**—পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি সব চাইতে অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

পবিত্র তীর্থ-স্থানসমূহে পর্যটন করে বিদুর সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত হয়েছিলেন, এবং অবশেষে হরিদ্বারে পৌঁছে, তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ মহর্ষি মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে নানা রকম প্রশ্ন করেছিলেন। তাই শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করেছেন—মৈত্রেয়ের কাছে বিদুর আর কি প্রশ্ন করেছিলেন?

তাৎপর্য

এখানে *বিরজাস্তীর্থসেবয়া* কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বিদুর তীর্থস্থানে ভ্রমণ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে শত-শত পবিত্র তীর্থস্থান রয়েছে, যার মধ্যে প্রয়াগ, হরিদ্বার, বৃন্দাবন এবং রামেশ্বরমকে মুখ্য বলে বিবেচনা করা হয়। রাজনীতি এবং কূটনীতিতে পূর্ণ তাঁর গৃহকে ত্যাগ করার পর, বিদুর সমস্ত পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করে নির্মল হতে চেয়েছিলেন। তীর্থস্থানগুলি এমনই যে, সেখানে গেলে আপনা থেকে পবিত্র হওয়া যায়। বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য; যে-কোন মানুষ সেখানে যেতে পারে, এবং তা তিনি যতই পাপী হোন না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এমন একটি চিন্ময় পরিবেশের সংস্পর্শে আসবেন, যার ফলে আপনা থেকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার নাম কীর্তন করতে থাকবেন। আমরা স্বচক্ষে তা দেখেছি এবং অনুভব করেছি। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কর্মবহুল জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে নিজেকে পবিত্র করার জন্য সমস্ত তীর্থ-স্থানগুলি ভ্রমণ করা উচিত। বিদুর সর্বতোভাবে সেই কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, এবং চরমে তিনি কুশাবর্ত বা হরিদ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে মৈত্রেয় ঋষি বিরাজ করছিলেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, কেবল স্নান করার জন্য পবিত্র তীর্থে যাওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে মৈত্রেয়ের মতো মহর্ষির অনুসন্ধান করে, তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করাই হচ্ছে তীর্থযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কেউ যদি তা না

করে, তা হলে তার তীর্থ-পর্যটন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। একজন মহান বৈষ্ণব-আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর বর্তমান কালে তীর্থ-পর্যটন করতে নিষেধ করেছেন, কেননা এই যুগে সময়ের এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে, তীর্থস্থানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার দেখে, ঐকান্তিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ ধারণার উদয় হতে পারে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তীর্থ-ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করার পরিবর্তে, কেবল গোবিন্দের চিন্তায় মনকে একাগ্রীভূত করা উচিত, এবং তার ফলে তার যথার্থ লাভ হবে। নিঃসন্দেহে, যে-কোন স্থানে গোবিন্দের চিন্তায় মনকে একাগ্রীভূত করার পন্থাটি হচ্ছে তাঁদের জন্য, যাঁরা পারমার্থিক দিক দিয়ে সব চাইতে উন্নত; তা সাধারণ মানুষদের জন্য নয়। তবে সাধারণ মানুষেরা প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন এবং হরিদ্বার আদি পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করে লাভবান হতে পারেন।

এই শ্লোকে ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা বা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তত্ত্ববিৎ মানে হচ্ছে 'যিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত'। অনেক কপট পরমার্থবাদী রয়েছে, এমন কি তীর্থ-স্থানগুলিতেও। এই প্রকার মানুষেরা সর্বদাই বর্তমান, এবং প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা সহকারে সেই ব্যক্তির অন্বেষণ করা উচিত, যাঁর কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে উপদেশ গ্রহণ করা যেতে পারে; তা হলেই তীর্থস্থানে ভ্রমণ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা সফল হবে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির অন্বেষণ করা। শ্রীকৃষ্ণ ঐকান্তিক ব্যক্তিদের সাহায্য করেন। যে-সম্বন্ধে *চৈতন্য-চরিতামৃততে* উল্লেখ করা হয়েছে, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে*—শ্রীগুরুদেব এবং কৃষ্ণের কৃপায় মুক্তির পন্থা বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে, পারমার্থিক মুক্তির অন্বেষণ করেন, তা হলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি একজন সদ্‌গুরুর সন্ধান পান। মৈত্রেয়ের মতো সদ্‌গুরুর কৃপায় উপযুক্ত উপদেশ লাভ করার মাধ্যমে পারমার্থিক প্রগতি সাধন সম্ভব হয়।

শ্লোক ৫

তয়োঃ সংবদতোঃ সূত প্রবৃত্তা হ্যমলাঃ কথাঃ ।
আপো গাঙ্গা ইবাঘঘ্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ॥ ৫ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুই জনে (মৈত্রেয় এবং বিদুর) যখন; **সংবদতোঃ**—বার্তালাপ করছিলেন; **সূত**—হে সূত; **প্রবৃত্তাঃ**—উদয় হয়েছিল; **হি**—নিশ্চয়ই; **অমলাঃ**—নির্মল;

কথাঃ—আখ্যান; আপঃ—জল; গাঙ্গাঃ—গঙ্গা নদীর; ইব—মতো; অঘ-ঘ্নীঃ—সমস্ত পাপ বিনাশকারী; হরেঃ—ভগবানের; পাদ-অম্বুজ—শ্রীপাদপদ্ম; আশ্রয়াঃ—আশ্রিত।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি প্রশ্ন করেছিলেন—বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে যে বার্তালাপ হয়েছিল, তখন তা নিশ্চয়ই ভগবানের নির্মল লীলা-বিলাসের আলোচনা হয়েছিল। সেই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করা ঠিক গঙ্গার জলে স্নান করার মতো, কেননা তার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

গঙ্গার জল পবিত্র কেননা তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে প্রবাহিত হয়। *ভগবদ্‌গীতা* গঙ্গার জলের মতোই পবিত্র, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত। ভগবানের যে কোন লীলা অথবা তাঁর দিব্য কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেক ঘটনার ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। ভগবান পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর বাণী, তাঁর স্বেদ অথবা তাঁর লীলা-বিলাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গঙ্গার জল, তাঁর লীলা-বিলাসের বর্ণনা এবং তাঁর শ্রীমুখের বাণী সবই পরম স্তরে, এবং তাই তাদের যে-কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করাই সমানভাবে মঙ্গলজনক। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোন বস্তুই দিব্য এবং অপ্রাকৃত। আমরা যদি আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক করতে পারি, তা হলে আমরা আর জড় স্তরে থাকব না, পক্ষান্তরে সর্বদা চিন্ময় স্তরে বিরাজ করব।

শ্লোক ৬

তা নঃ কীর্তয় ভদ্রং তে কীর্তন্যোদারকর্মণঃ ।
রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলামৃতং পিবন্ ॥ ৬ ॥

তাঃ—সেই কথা; নঃ—আমাদের কাছে; কীর্তয়—বর্ণনা করুন; ভদ্রম্ তে—আপনার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক; কীর্তন্য—কীর্তন করা উচিত; উদার—উদার; কর্মণঃ—কার্যকলাপ; রস-জ্ঞঃ—রসিক ভক্ত; কঃ—কে; নু—বাস্তবিক; তৃপ্যেত—তৃপ্তি অনুভব করবে; হরি-লীলা-অমৃতম্—ভগবানের লীলামৃত; পিবন্—পান করে।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী, আপনার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক! দয়া করে আপনি আমাদের কাছে অত্যন্ত উদার এবং কীর্তনীয় ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন। এমন কোন্ ভক্ত রয়েছেন যিনি ভগবানের এই অমৃতময়ী লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারেন?

তাৎপর্য

সর্বদা চিন্ময় স্তরে অনুষ্ঠিত ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের বর্ণনা ভগবদ্ভক্তদের শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করা উচিত। যাঁরা প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় স্তরে রয়েছেন, তাঁরা কখনও ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি *ভগবদ্গীতা* পাঠ করেন, তা হলে তিনি কখনই তৃপ্ত হতে পারবেন না। *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* কেউ হাজার হাজার বার পড়তে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্ত নিঃসন্দেহে নতুন নতুন বিষয় আস্বাদন করবেন।

শ্লোক ৭

এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ট ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ ।
ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **উগ্রশ্রবাঃ**—সূত গোস্বামী; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ কর্তৃক; **নৈমিষ-অয়নৈঃ**—যাঁরা নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়েছিলেন; **ভগবতি**—ভগবানকে; **অর্পিত**—সমর্পিত; **অধ্যাত্মঃ**—তাঁর মন; **তান্**—তাদের কাছে; **আহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

নৈমিষারণ্যের মহর্ষিগণ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, রোমহর্ষণের পুত্র সূত গোস্বামী, যাঁর চিত্ত সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসে মগ্ন ছিল, তিনি বললেন—আমি এখন যা বলব, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

হরের্ধৃতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া
নিশম্য গোরুদ্ধরণং রসাতলাৎ ।
লীলাং হিরণ্যাক্ষমবজ্ঞয়া হতং
সঞ্জাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত বললেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **ধৃত**—ধারণকারী; **ক্রোড়**—বরাহের; **তনোঃ**—শরীর; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর দৈবী শক্তির দ্বারা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **গোঃ**—পৃথিবীর; **উদ্ধরণম্**—উদ্ধার করে; **রসাতলাৎ**—সমুদ্র-গর্ভ থেকে; **লীলাম্**—খেলা; **হিরণ্যাক্ষম্**—হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে; **অবজ্ঞয়া**—অবলীলাক্রমে; **হতম্**—সংহার করেছিলেন; **সঞ্জাত-হর্ষঃ**—হর্ষোৎফুল্ল হয়ে; **মুনিম্**—(মৈত্রেয়) মুনিকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভারতঃ**—বিদুর।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—স্বীয় দৈবী মায়ার প্রভাবে বরাহ রূপধারী ভগবান কিভাবে লীলাচ্ছলে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, সেই কথা শুনে, ভরত বংশজ বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। বিদুর তখন মৈত্রেয় ঋষিকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর স্বীয় শক্তির প্রভাবে বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁর রূপ প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ জীবের রূপের মতো নয়। বদ্ধ জীবকে দৈবের বিধান অনুসারে বিশেষ শরীর ধারণ করতে হয়, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন বাহ্যিক শক্তির দ্বারা ভগবানকে জোর করে একটি বরাহের রূপ ধারণ করতে হয়নি। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা উপযুক্ত রূপ ধারণ করেন। তাই ভগবানের রূপ কখনই জড়া প্রকৃতি-সম্ভূত নয়। মায়াবাদীদের ধারণা হচ্ছে ব্রহ্ম যখন কোন রূপ ধারণ করে, তখন সেই রূপ মায়িক, তা কখনও স্বীকার করা যায় না, কেননা মায়া বদ্ধ জীবেদের থেকে উৎকৃষ্ট হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে উৎকৃষ্ট নয়; তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের

নিয়ন্ত্রণাধীন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। মায়া তাঁর অধ্যক্ষতার অধীন; মায়া কখনও ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। মায়াবাদীদের ধারণা, জীব হচ্ছে পরমতত্ত্ব কিন্তু তা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, তাদের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অবৈধ, কেননা মায়া কখনই এত মহান হতে পারে না, যার ফলে সে পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে। মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি কেবল ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ জীবের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে, পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে নয়।

শ্লোক ৯

বিদুর উবাচ

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্ ।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ ॥ ৯ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **প্রজাপতি-পতিঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করার পর; **প্রজা-সর্গে**—জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে; **প্রজাপতীন্**—প্রজাপতিদের; **কিম্**—কি; **আরভত**—শুরু হয়েছিল; **মে**—আমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে পবিত্র ঋষি; **প্রব্রূহি**—বলুন; **অব্যক্ত-মার্গ-বিৎ**—আমাদের অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে যিনি অবগত।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—হে পবিত্র ঋষি! যেহেতু আপনি আমাদের অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত, তাই দয়া করে আমাকে বলুন, জীবেদের আদি জনক প্রজাপতিদের উৎপন্ন করার পর, জীব সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা কি করেছিলেন?

তাৎপর্য

এখানে *অব্যক্তমার্গবিৎ* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই কথাটির অর্থ হচ্ছে 'আমাদের অনুভূতির অতীত বিষয় সম্বন্ধে যিনি অবগত'। ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় সম্বন্ধে জানতে হয় গুরু-পরম্পরা ধারায় মহাজনদের কাছ থেকে। আমাদের পিতা যে কে, সেই সম্বন্ধে জানাও আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। তা জানতে হয় মায়ের কাছ থেকে। তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে জানতে হয় তত্ত্ববেত্তা মহাজনদের কাছ থেকে। প্রথম *অব্যক্তমার্গবিৎ* বা মহাজন হচ্ছেন ব্রহ্মা, এবং সেই পরম্পরায় পরবর্তী মহাজন হচ্ছেন নারদ। মৈত্রেয় ঋষি সেই

গুরু-পরম্পরা ধারার অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনিও *অব্যক্তমার্গবিৎ*। গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় যিনি অবস্থিত, তিনি *অব্যক্তমার্গবিৎ*—সাধারণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যে বিষয়, সেই সম্বন্ধে তিনি অবগত।

শ্লোক ১০

যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎকথমেতদভাবয়ন্ ॥ ১০ ॥

যে—যাঁরা; **মরীচি-আদয়ঃ**—মরীচি আদি মহর্ষিগণ; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **যঃ**—যিনি; **তু**—বস্তুত; **স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ**—এবং স্বায়ম্ভুব মনু; **তে**—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **আদেশাৎ**—নির্দেশ অনুসারে; **কথম্**—কিভাবে; **এতৎ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **অভাবয়ন্**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

বিদুর প্রশ্ন করেছিলেন—মরীচি, স্বায়ম্ভুব মনু আদি প্রজাপতিগণ কিভাবে ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং কিভাবে তাঁরা এই জগৎকে প্রকাশ করেছিলেন?

শ্লোক ১১

সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কর্মসু।
আহোস্বিৎসংহতাঃ সর্ব ইদং স্ম সমকল্পয়ন্ ॥ ১১ ॥

স-দ্বিতীয়াঃ—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **কিম্**—কি; **অসৃজন্**—সৃষ্টি করেছিলেন; **স্বতন্ত্রাঃ**—স্বতন্ত্র থেকে; **উত**—অথবা; **কর্মসু**—তাঁদের কার্যকলাপে; **আহো স্বিৎ**—অথবা; **সংহতাঃ**—যৌথভাবে; **সর্বে**—সমস্ত প্রজাপতিগণ; **ইদম্**—এই; **স্ম সমকল্পয়ন্**—নির্মাণ করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁরা কি তাঁদের পত্নীদের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছিলেন? অথবা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছিলেন? কিংবা সকলে মিলিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন?

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

দৈবেন দুর্বিতর্ক্যেণ পরেণানিমিষেণ চ ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্ গুণত্রয়াৎ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **দৈবেন**—দৈব নামক উচ্চতর অধ্যক্ষতার দ্বারা; **দুর্বিতর্ক্যেণ**—মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার অতীত; **পরেণ**—মহাবিষ্ণুর দ্বারা; **অনিমিষেণ**—অনন্ত কালের শক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **জাত-ক্ষোভাৎ**—সাম্য অবস্থা ক্ষোভিত হয়েছিল; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহান্**—সমগ্র জড় উপাদান (মহত্তত্ত্ব); **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **গুণ-ত্রয়াৎ**—প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থা যখন জীবের অদৃষ্ট, মহাবিষ্ণু এবং কাল শক্তির দ্বারা ক্ষোভিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

এখানে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ভৌতিক সৃষ্টির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে *দৈব* বা বদ্ধ জীবের অদৃষ্ট। যে-সমস্ত বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের জন্য ভ্রান্তিবশত প্রভু হতে চায়, তাদেরই জন্য এই জড় সৃষ্টি বিদ্যমান। বদ্ধ জীব যে কখন জড়া প্রকৃতির উপর প্রথম প্রভুত্ব করার বাসনা করেছিল, তার ইতিবৃত্ত নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে আমরা সব সময় দেখতে পাই যে, বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। খুব সুন্দর একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব যখন ভগবানকে সেবা করার কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করতে চায়, তখন সে তার ইন্দ্রিয়-সুখের অনুকূল একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় মায়া, এবং সেইটি হচ্ছে জড় সৃষ্টির কারণ।

এখানে *দুর্বিতর্ক্যেণ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বদ্ধ জীব যে কখন কিভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেছিল, সেই সম্বন্ধে কেউ তর্ক করতে পারে না, কিন্তু তার কারণটি রয়েছে। বদ্ধ জীবেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই এই জড়া প্রকৃতি, এবং তা সৃষ্টি করেছেন পরমেশ্বর ভগবান। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক ক্ষোভিত হয়। তিনজন বিষ্ণুর উল্লেখ করা হয়েছে। এক জন হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, অপর জন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

এবং তৃতীয় জন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে এই তিনজন বিষ্ণুর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এবং এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিষ্ণু হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। *ভগবদ্‌গীতা* থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতরূপ অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সক্রিয় হয় এবং এখনও তার কার্যশীলতা বর্তমান, কিন্তু ভগবান অপরিবর্তনীয়। ভ্রান্তিবশত কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান থেকে জড় সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছে, তাই তিনি এই জড় জগতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর অপরিবর্তনীয় স্বরূপে বিরাজমান, কিন্তু জড় জগৎ তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই শক্তির ক্রিয়া উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, বদ্ধ জীব তার নিজের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে এবং পরমাত্মারূপে তার নিত্য সহচর পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির নিয়মে সে বিশেষ একটি শরীর প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৩

রজঃপ্রধানান্মহতস্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ ।
জাতঃ সসর্জ ভূতাদির্বিয়দাদীনি পঞ্চশঃ ॥ ১৩ ॥

রজঃ-প্রধানাৎ—যাতে রজোগুণের প্রাধান্য; **মহতঃ**—মহত্তত্ত্ব থেকে; **ত্রি-লিঙ্গঃ**—তিন প্রকারের; **দৈব-চোদিতাৎ**—দৈবের প্রেরণায়; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **সসর্জ**—বিকশিত হয়েছিল; **ভূত-আদিঃ**—অহঙ্কার (ভৌতিক তত্ত্বের উৎস); **বিয়ৎ**—আকাশ; **আদীনি**—ইত্যাদি; **পঞ্চশঃ**—পাঁচটি পাঁচটি করে।

অনুবাদ

জীবের অদৃষ্টের (দৈবের) প্রেরণায় রজোগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্ব থেকে তিন প্রকার অহঙ্কারের উদ্ভব হয়েছিল। সেই অহঙ্কার থেকে পাঁচটি পাঁচটি করে তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে।

তাৎপর্য

আদি প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, এবং তার থেকে চারটি ভাগে পাঁচটি করে তত্ত্বের উৎপন্ন হয়। প্রথম ভাগটিকে বলা হয় পঞ্চ-মহাভূত এবং তাতে রয়েছে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ। দ্বিতীয় বিভাগটিকে বলা হয় পঞ্চ-তন্মাত্র, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম উপাদান (ইন্দ্রিয়ের বিষয়)—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। তৃতীয় বিভাগটি হচ্ছে পঞ্চ-

জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। চতুর্থ বিভাগটি হচ্ছে পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। কেউ কেউ বলেন যে, পাঁচ পাঁচটি করে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। সেইগুলি হচ্ছে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চম বিভাগটি হচ্ছে এই সমস্ত বিভাগগুলির নিয়ন্ত্রণকারী পঞ্চ-দেবতা।

শ্লোক ১৪

তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্ ।
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্ ॥ ১৪ ॥

তানি—সেই সমস্ত উপাদানগুলি; **চ**—এবং; **এক-একশঃ**—পৃথক পৃথকভাবে; **স্রষ্টুম্**—উৎপাদন করতে; **অসমর্থানি**—অক্ষম; **ভৌতিকম্**—জড় জগৎ; **সংহত্য**—মিলিত হয়ে; **দৈব-যোগেন**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সহকারে; **হৈমম্**—স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল; **অণ্ডম্**—গোলক; **অবাসৃজন্**—সৃষ্টি করেছিল।

অনুবাদ

পৃথক পৃথকভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে, ঐ সমস্ত উপাদানগুলি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সহযোগে মিলিতভাবে একটি সুবর্ণময় অণ্ড সৃষ্টি করেছিল।

শ্লোক ১৫

সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে আণ্ডকোশো নিরাত্মকঃ ।
সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীত্তমীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তা; **অশয়িষ্ট**—শায়িত ছিল; **অব্ধি-সলিলে**—কারণ-সমুদ্রের জলে; **আণ্ড-কোশঃ**—অণ্ড; **নিরাত্মকঃ**—অচেতন অবস্থায়; **স-অগ্রম্**—কিঞ্চিৎ অধিক; **বৈ**—প্রকৃত পক্ষে; **বর্ষসাহস্রম্**—এক হাজার বৎসর; **অন্ববাৎসীৎ**—অবস্থিত হয়েছিল; **তম্**—অণ্ডে; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

সেই হিরণ্ময় অণ্ডটি অচেতন অবস্থায় এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল কারণ-সমুদ্রের জলে শায়িত ছিল। তার পর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে তাতে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে প্রতীত হয় যে, সব কটি ব্রহ্মাণ্ড কারণ-সমুদ্রে ভাসমান থাকে।

শ্লোক ১৬

তস্য নাভেরভূৎপদ্মং সহস্রার্কোরুদীধিতি ।
সর্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎস্বরাট্ ॥ ১৬ ॥

তস্য—ভগবানের; **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **অভূৎ**—নির্গত হয়েছিল; **পদ্মম্**—একটি পদ্ম; **সহস্র-অর্ক**—সহস্র সূর্য; **উরু**—অধিক; **দীধিতি**—দেদীপ্যমান; **সর্ব**—সমস্ত; **জীব-নিকায়**—বদ্ধ জীবের আশ্রয়; **ওকঃ**—স্থান; **যত্র**—যেখানে; **স্বয়ম্**—নিজে; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **স্ব-রাট্**—সর্ব শক্তিমান (ব্রহ্মা)।

অনুবাদ

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল। সেই পদ্মটি সমস্ত বদ্ধ জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ, এবং প্রথম জীব সর্ব শক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদ্মটি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে প্রতীত হয় যে, যে-সমস্ত বদ্ধ জীব পূর্ববর্তী সৃষ্টির প্রলয়ের পর ভগবানের শরীরে স্থিত হয়েছিল, তারা সমষ্টিগতভাবে পদ্মরূপে নির্গত হয়েছিল। তাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ। তাতে প্রথম জীব রূপে যিনি প্রকট হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের অবশিষ্টাংশ সৃষ্টি করতে সমর্থ। এখানে পদ্মটিকে সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা তাঁরই গুণে গুণান্বিত। ভগবানের দেহ থেকে যেমন ব্রহ্মজ্যোতি নামক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তেমনই জীবও জ্যোতির্ময়। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে যে বৈকুণ্ঠলোকের

বর্ণনা আছে, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। বৈকুণ্ঠলোক বা চিদাকাশে সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের আলো, বিদ্যুৎ অথবা অগ্নির প্রয়োজন হয় না। সেখানে প্রতিটি গ্রহলোকই সূর্যের মতো স্বতঃপ্রকাশিত।

শ্লোক ১৭

সোঽনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে।
লোকসংস্থাং যথাপূর্বং নির্মমে সংস্থয়া স্বয়া ॥ ১৭ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; **অনুবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **শেতে**—শয়ন করেন; **সলিল-আশয়ে**—গর্ভোদক সমুদ্রে; **লোক-সংস্থাম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **যথা পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **নির্মমে**—সৃষ্টি করেছিলেন; **সংস্থয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **স্বয়া**—তাঁর নিজের।

অনুবাদ

যখন গর্ভোদকশায়ী পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, তখন ব্রহ্মার বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছিল, এবং সেই বুদ্ধির দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্বের মতো সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, পরমেশ্বর ভগবান কারণোদকশায়ী বিষ্ণু কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন, এবং তাঁর নিঃশ্বাস থেকে হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন; তার পর তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং তাঁর স্বেদ-বারির দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধাংশ পূর্ণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের বাকি অর্ধাংশ খালি থাকে, এবং সেই শূন্য স্থানটিকে বলা হয় অন্তরীক্ষ। তার পর তাঁর নাভিদেশ থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়, এবং তাতে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। তার পর ভগবান পুনরায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ব্রহ্মা সহ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং আমার থেকে স্মৃতি এবং বিস্মৃতি সম্ভব হয়।" প্রতিটি জীবের কার্যকলাপের সাক্ষীরূপে, ভগবান প্রত্যেককে পূর্ব কল্পে তার জীবনের অন্তিম সময়ের বাসনা অনুসারে, তাকে স্মৃতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন। এই বুদ্ধি জীবের নিজের ক্ষমতা অথবা কর্মের নিয়মের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, এবং রজোগুণের অধ্যক্ষরূপে কার্য করার জন্য ভগবান তাঁকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন; তাই তিনি এত গভীর এবং ব্যাপক বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। ঠিক যেমন অতি উচ্চ পদস্থ কার্যাধ্যক্ষ প্রায় মালিকেরই মতো স্বতন্ত্র, তেমনই ভগবানের প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণের কার্যভার প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে এখানে প্রায় ভগবানেরই মতো স্বতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাত্মারূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান তাঁকে সৃষ্টি করার বুদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তাই প্রতিটি জীবের মধ্যে যে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, তা তার নিজের নয়, তা হচ্ছে ভগবানের দান। জড় জগতে বহু বৈজ্ঞানিক এবং মহান কর্মীদের আশ্চর্যজনক সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশেই কেবল কার্য করে এবং সৃষ্টি করে। কোন বৈজ্ঞানিক ভগবানের নির্দেশে আশ্চর্যজনক অনেক বস্তু আবিষ্কার করতে পারে অথবা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, অথবা ভগবানের কাছ থেকে এই প্রকার বুদ্ধিমত্তা লাভ করাও সম্ভব নয়, কেননা তা হলে ভগবানের প্রাধান্য ব্যাহত হত। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা পূর্ববৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি পূর্ব কল্পের ব্রহ্মাণ্ডের মতো একই নাম এবং রূপ অনুসারে সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সসর্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্বাণমগ্রতঃ ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥ ১৮ ॥

সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; **ছায়য়া**—তার ছায়া থেকে; **অবিদ্যাম্**—অজ্ঞান; **পঞ্চ-পর্বাণম্**—পাঁচ প্রকার; **অগ্রতঃ**—সর্ব প্রথমে; **তামিস্রম্**—তামিস্র; **অন্ধ-তামিস্রম্**—অন্ধতামিস্র; **তমঃ**—তম; **মোহঃ**—মোহ; **মহা-তমঃ**—মহাতম বা মহামোহ।

অনুবাদ

সর্ব প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর ছায়া থেকে বদ্ধ জীবেদের অবিদ্যার আবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তা পাঁচ প্রকার এবং সেইগুলিকে বলা হয়—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তম, মোহ এবং মহাতম।

তাৎপর্য

যে-সমস্ত বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড় জগতে আসে, তারা প্রথমে পাঁচটি বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে *তামিস্র* বা ক্রোধের আবরণ। স্বরূপত, প্রতিটি জীবের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার হয় তখন, যখন জীব মনে করে যে, সেও পরমেশ্বর ভগবানের মতো উপভোগ করতে পারে, অথবা সে মনে করে, "আমি কেন পরমেশ্বর ভগবানের মতো স্বাধীন ভোক্তা হতে পারব না?" ক্রোধ অথবা মাৎসর্যের ফলে জীবের এই স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব ভগবানের নিত্য দাস, এবং স্বরূপগতভাবে সে কখনও ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না, বা ভগবানের মতো ভোক্তা হতে পারে না। কিন্তু সে যখন সেই কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের মতো হতে চায়, তখন তার অবস্থাকে বলা হয় *তামিস্র* । এমন কি পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেও জীবের পক্ষে এই *তামিস্র* মনোভাব অতিক্রম করা কঠিন। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েও, অনেকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। এমন কি তাদের পারমার্থিক কার্যকলাপেও *তামিস্রের* এই নিকৃষ্ট মনোভাব থেকে যায়।

অন্ধতামিস্র হচ্ছে মৃত্যুকে চরম সমাপ্তি বলে মনে করা। নাস্তিকেরা সাধারণত মনে করে যে, তাদের জড় দেহটি হচ্ছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ, এবং যখন তাদের দেহাবসান হবে, তখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই যতদিন তাদের দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততদিন তারা যতখানি সম্ভব জীবনকে উপভোগ করতে চায়। তাদের মতবাদ হচ্ছে—"যত দিন বেঁচে আছ, তত দিন সুখে বেঁচে থাক। সেই জন্য যদি তথাকথিত পাপ কর্মও করতে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ভালভাবে খেয়ে-পরে থাকতে হবে, এবং সেই জন্য যদি ভিক্ষা করতে হয়, ঋণ করতে হয় অথবা চুরি করতে হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তুমি যদি মনে কর যে, চুরি করলে অথবা ঋণ করলে পাপ হবে, এবং সেই জন্য তোমাকে দণ্ডভোগ করতে হবে, তা হলে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কেননা মৃত্যুর সময় সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই জীবদ্দশায় মানুষ যা কিছু করে, তার জন্য সে কখনও দায়ী নয়।" এই নাস্তিক ধারণা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করছে, কেননা জীবনের নিত্যত্ব এবং জন্মান্তর সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই।

এই *অন্ধতামিস্রের* কারণ হচ্ছে *তমঃ* । আত্মা সম্বন্ধে কিছুই না জানাকে বলা হয় *তমঃ*। এই জড় জগৎকেও সাধারণত বলা হয় *তমঃ* ; কেননা এখানে প্রায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ জীবই তাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

প্রায় সকলেই মনে করছে যে, তার জড় দেহটি হচ্ছে তার স্বরূপ, এবং চিন্ময় আত্মা সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সর্বদা মনে করে, "এইটি আমার দেহ, এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তা সবই আমার।" এই প্রকার পথভ্রষ্ট জীবেদের জড় অস্তিত্বের ভিত্তি হচ্ছে যৌন জীবন। প্রকৃত পক্ষে, বদ্ধ জীব এই জড় জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং তারা কেবল যৌন জীবনের দ্বারা পরিচালিত হয়। যখনই তাদের সেই যৌন জীবনের সুযোগ লাভ হয়, তারা তখনই তাদের তথাকথিত গৃহ, মাতৃভূমি, সন্তান-সন্ততি, ধন ও ঐশ্বর্য ইত্যাদির প্রতি আসক্ত পড়ে। এই আসক্তি যতই বর্ধিত হতে থাকে, *মোহ* বা দেহাত্ম-বুদ্ধি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে, "আমি এই দেহ, এবং এই দেহের অধিকৃত যা কিছু তা সবই আমার"—এই ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমগ্র জগৎ যখন মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তখন সাম্প্রদায়িক সমাজ, পরিবার এবং জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। *মহামোহ* মানে হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি উন্মত্ত হওয়া। বিশেষ করে এই কলি যুগে সকলেই উন্মত্তের মতো জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী সঞ্চয়ে ব্যস্ত। তার একটি অত্যন্ত সুন্দর বর্ণনা *বিষ্ণু পুরাণে* দেওয়া হয়েছে—

তমোহবিবেকো মোহঃ স্যাদ্ অন্তঃকরণবিভ্রমঃ।
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা ॥
মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রং ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥

শ্লোক ১৯

বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ম্ ।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্ ॥ ১৯ ॥

বিসসর্জ—ফেলে দিয়ে; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; কায়ম্—দেহ; ন—না; অভিনন্দন্—প্রসন্ন হয়ে; তমঃ-ময়ম্—অজ্ঞান-প্রসূত; জগৃহুঃ—অধিকার করেছে; যক্ষ-রক্ষাংসি—যক্ষ এবং রাক্ষসেরা; রাত্রিম্—রাত্রি; ক্ষুৎ—ক্ষুধা; তৃট্—পিপাসা; সমুদ্ভবাম্—উৎস।

অনুবাদ

বিরক্ত হয়ে ব্রহ্মা সেই অবিদ্যাময় শরীর ত্যাগ করেছিলেন। সেই শরীর রাত্রিতে পরিণত হল, এবং যক্ষ ও রাক্ষসেরা তা অধিকার করার জন্য তৎপর হয়েছিল। সেই রাত্রি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্ভব-স্থল।

শ্লোক ২০

ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুপসৃষ্টাস্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ ।
মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ ক্ষুত্তৃড়র্দিতাঃ ॥ ২০ ॥

ক্ষুৎ-তৃড়্‌ভ্যাম্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **উপসৃষ্টাঃ**—অভিভূত হয়েছিল; **তে**—সেই যক্ষ এবং রাক্ষসেরা; **তম্**—শ্রীব্রহ্মাকে; **জগ্ধুম্**—ভক্ষণ করার জন্য; **অভিদুদ্রুবুঃ**—ধাবিত হয়েছিল; **মা**—করো না; **রক্ষত**—রক্ষা কর; **এনম্**—একে; **জক্ষধ্বম্**—ভক্ষণ কর; **ইতি**—এইভাবে; **উচুঃ**—বলেছিল; **ক্ষুৎ-তৃট্-অর্দিতাঃ**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে।

অনুবাদ

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তারা ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার জন্য চতুর্দিক থেকে ধাবিত হয়েছিল, এবং চিৎকার করে বলেছিল, "একে ছেড়ো না। একে খেয়ে ফেল।"

তাৎপর্য

পৃথিবীর কোন কোন দেশে এখনও যক্ষ এবং রাক্ষসদের প্রতিনিধিরা বর্তমান রয়েছে। এই সমস্ত অসভ্য মানুষেরা তাদের পিতামহদের হত্যা করে, তাদের মাংস আগুনে পুড়িয়ে, 'প্রীতি ভোজের' আয়োজন করে আনন্দ উপভোগ করে।

শ্লোক ২১

দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মাং জক্ষত রক্ষত ।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ ॥ ২১ ॥

দেবঃ—ব্রহ্মা; **তান্**—তাদের; **আহ**—বলেছিলেন; **সংবিগ্নঃ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **মা**—না; **মাম্**—আমাকে; **জক্ষত**—খাও, **রক্ষত**—রক্ষা কর; **অহো**—হে; **মে**—আমার; **যক্ষ-**

রক্ষাংসি—হে যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; প্রজাঃ—পুত্রগণ; যূয়ম্—তোমরা; বভূবিথ—জাত।

অনুবাদ

দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে তাদের বললেন, "আমাকে খেয়ো না, আমাকে তোমরা রক্ষা কর। তোমরা আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তোমরা আমার পুত্র। তাই তোমরা যক্ষ এবং রাক্ষস নামে পরিচিত হও।"

তাৎপর্য

ব্রহ্মার শরীর থেকে উৎপন্ন অসুরেরা যক্ষ এবং রাক্ষস নামে পরিচিত হয়েছিল, যেহেতু তাদের কেউ কেউ বলেছিল যে, ব্রহ্মাকে ভক্ষণ কর, আর অন্যেরা চিৎকার করে বলেছিল যে, তাকে রক্ষা করো না। তাদের মধ্যে যারা 'ভক্ষণ কর' বলেছিল তারা 'যক্ষ', এবং যারা 'রক্ষা করো না' বলেছিল, তারা 'রাক্ষস' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই দুই প্রকার যক্ষ এবং রাক্ষস মূলত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন, এবং আজও অসভ্য সমাজে তাদের প্রতিনিধিরা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের জন্ম হয়েছিল তমোগুণ থেকে এবং তাই তাদের আচরণের জন্য, তাদের রাক্ষস বা নরখাদক বলা হয়।

শ্লোক ২২

দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ ।
তে অহার্ষুর্দেবয়ন্তো বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ ॥ ২২ ॥

দেবতাঃ—দেবতাগণ; **প্রভয়া**—আলোকের প্রভা থেকে; **যাঃ যাঃ**—যাঁরা; **দীব্যন্**—উজ্জ্বল; **প্রমুখতঃ**—মুখ্যরূপে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তে**—তাঁরা; **অহার্ষুঃ**—অধিকার করেছিলেন; **দেবয়ন্তঃ**—সক্রিয় হয়ে; **বিসৃষ্টাম্**—পৃথক; **তাম্**—তা; **প্রভাম্**—জ্যোতির্ময় রূপ; **অহঃ**—দিন।

অনুবাদ

তার পর তিনি সত্ত্বগুণের প্রভাব দ্বারা দীপ্তিমান মুখ্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি দিবসের জ্যোতির্ময় রূপ পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁরা ক্রীড়াচ্ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাত্রির সৃষ্টি থেকে অসুরেরা উৎপন্ন হয়েছিল, এবং দিনের সৃষ্টি থেকে দেবতারা উৎপন্ন হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যক্ষ, রাক্ষস আদি অসুরেরা তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, এবং সত্ত্বগুণ থেকে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

দেবোঽদেবাঞ্জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্ ।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে ॥ ২৩ ॥

দেবঃ—শ্রীব্রহ্মা; **অদেবান্**—অসুরদের; **জঘনতঃ**—তাঁর জঘনদেশ থেকে; **সৃজতি স্ম**—সৃষ্টি করেছিলেন; **অতি-লোলুপান্**—অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত; **তে**—তারা; **এনম্**—শ্রীব্রহ্মা; **লোলুপতয়া**—কামোন্মত্ত হয়ে; **মৈথুনায়**—মৈথুনের জন্য; **অভিপেদিরে**—তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন তাঁর জঘনদেশ থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তারা অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত ছিল। অত্যন্ত কামোন্মত্ত হয়ে, তারা মৈথুনের জন্য ব্রহ্মার প্রতি ধাবমান হয়েছিল।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের পটভূমি হচ্ছে যৌন জীবন। এখানেও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, অসুরেরা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। মানুষ যতই যৌন বাসনা থেকে মুক্ত হয়, ততই সে দেবত্বের স্তরে উন্নীত হয়, আর যৌন সুখ উপভোগের প্রতি যারা যত বেশি আসক্ত, ততই তারা আসুরিক স্তরে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ২৪

ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ ।
অন্বীয়মানস্তরসা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতৎ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তখন; **হসন্**—হেসে; **সঃ ভগবান্**—পূজনীয় শ্রীব্রহ্মা; **অসুরৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **নিরপত্রপৈঃ**—নির্লজ্জ; **অন্বীয়মানঃ**—পশ্চাৎ ধাবিত হয়ে; **তরসা**—দ্রুত বেগে; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **পরাপতৎ**—পলায়ন করেছিলেন।

অনুবাদ

পূজনীয় ব্রহ্মা প্রথমে তাদের দুষ্প্রবৃত্তি দেখে হেসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে, নির্লজ্জ অসুরেরা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভীত হয়ে দ্রুত বেগে পলায়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৈথুন-পরায়ণ অসুরদের তাদের পিতার প্রতিও কোন রকম শ্রদ্ধা নেই, এবং তাই ব্রহ্মার মতো সাধু পিতার পক্ষে সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে, সেই সমস্ত আসুরিক পুত্রদের পরিত্যাগ করা।

শ্লোক ২৫

স উপব্রজ্য বরদং প্রপন্নার্তিহরং হরিম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; **উপব্রজ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **বর-দম্**—সমস্ত বর প্রদানকারী; **প্রপন্ন**—যারা তাঁর শ্রীপাদ-পদ্মের শরণাগত হয়েছেন; **আর্তি**—ক্লেশ; **হরম্**—যিনি দূর করেন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরি; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—তাঁর ভক্তদের প্রতি; **অনুরূপ**—উপযুক্ত রূপে; **আত্ম-দর্শনম্**—যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

অনুবাদ

তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হলেন, যিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তদের সমস্ত ক্লেশ দূর করেন এবং অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য তাঁর অসংখ্য দিব্য রূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এখানে *ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর বিবিধ রূপ প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, হনুমানজী (বজ্রাঙ্গজী) পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্য বৈষ্ণবেরা তাঁর রাধা-কৃষ্ণ রূপ দর্শন করতে চান। তাঁর অন্যান্য ভক্তেরা আবার তাঁকে লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে দর্শন করতে চান। মায়াবাদী দার্শনিকেরা মনে করে যে, প্রকৃত পক্ষে ভগবান নিরাকার কিন্তু ভক্তদের বাসনা

অনুসারে তিনি এই সমস্ত রূপ ধারণ করেন। কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রকৃত পক্ষে তা সত্য নয়, কেননা ভগবানের নিজস্ব বিবিধ রূপ রয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *অদ্বৈতমচ্যুতম্* । ভগবান ভক্তদের কল্পনার ফলে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন না। *ব্রহ্মসংহিতায়* আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে—*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্* । তিনি কোটি-কোটি রূপে বিরাজ করেন। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার জীব-দেহ রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার অসংখ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ রয়েছে এবং সেইগুলি নিরন্তর দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়, তেমনই ভগবানের রূপ এবং অবতার অসংখ্য। ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত হন, এবং সেই রূপে তাঁরা তাঁর পূজা করেন। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি কিভাবে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে বরাহরূপে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বরাহরূপ এখনও বর্তমান। ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য। ভক্ত ভগবানের কোন্ রূপে তাঁর পূজা করবেন এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হবেন, তা নির্ভর করে তাঁর নিজের রুচির উপর। *রামায়ণের* একটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত হনুমান বলেছেন, "আমি জানি যে, সীতা-রাম এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনুরাগের সাথে রাম এবং সীতার প্রেমে আমি সর্বদাই মগ্ন থাকি। তাই আমি ভগবানকে রাম এবং সীতা রূপেই দর্শন করতে চাই।" তেমনই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি, এবং দ্বারকায় কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রতি। *ভক্তানাম্ অনুরূপাত্মদর্শনম্* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, ভক্ত যেভাবে ভগবানের সেবা এবং পূজা করতে চান, সেই বিশেষ রূপে ভগবান তাঁর ভক্তদের কৃপা করেন। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সমীপবর্তী হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপটি হচ্ছে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপ। ব্রহ্মা যখনই বিপদে পড়েন, তখনই তাঁকে ভগবানের সমীপবর্তী হতে হয়, এবং তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর শরণাগত হন। ব্রহ্মাণ্ডের সংকট উপস্থিত হলে, ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা যখনই ভগবানের সমীপবর্তী হন, ভগবানও তখন নানাভাবে তাঁর সংকট মোচন করেন।

শ্লোক ২৬

পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ ।
তা ইমা যভিতুং পাপা উপাক্রামন্তি মাং প্রভো ॥ ২৬ ॥

পাহি—রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **পরম-আত্মন্**—হে পরমেশ্বর; **তে**—আপনার; **প্রেষণেন**—আজ্ঞা অনুসারে; **অসৃজম্**—আমি সৃষ্টি করেছি; **প্রজাঃ**—জীবসমূহ; **তাঃ ইমাঃ**—তারাই; **যভিতুম্**—মৈথুনের জন্য; **পাপাঃ**—পাপিষ্ঠ জীবসমূহ; **উপাক্রামন্তি**—আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে; **মাম্**—আমাকে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন—হে প্রভু! এই সমস্ত পাপিষ্ঠ অসুরদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন, যাদের আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তারা মৈথুনাসক্ত হয়ে এখন আমাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে প্রতীত হয় যে, পুরুষদের সমলিঙ্গের প্রতি যৌন ক্ষুধার উদ্ভব হয়েছিল সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যখন অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন তখন থেকে। অর্থাৎ পুরুষদের প্রতি পুরুষদের যে সমলিঙ্গ আকর্ষণ তা আসুরিক, এবং তা সাধারণ জীবনে কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের জন্য নয়।

শ্লোক ২৭

ত্বমেকঃ কিল লোকানাং ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনঃ ।
ত্বমেকঃ ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—একা; **কিল**—বাস্তবিক; **লোকানাম্**—মানুষদের; **ক্লিষ্টানাম্**—দুর্দশাগ্রস্ত; **ক্লেশ**—দুঃখ-কষ্ট; **নাশনঃ**—নাশ করে; **ত্বম্ একঃ**—কেবল আপনি; **ক্লেশ-দঃ**—ক্লেশদায়ক; **তেষাম্**—তাদের; **অনাসন্ন**—যারা শরণ গ্রহণ করেনি; **পদাম্**—চরণ; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনিই কেবল ক্লেশ প্রাপ্ত জনগণের ক্লেশ-সংহারক এবং যারা আপনার চরণারবিন্দে শরণ গ্রহণ করে না, তাদের আপনিই ক্লেশ দান করেন।

তাৎপর্য

ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব কথাগুলি সূচিত করে যে, ভগবানের দুইটি কার্য রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে যাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন তাঁদের রক্ষা

করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যারা আসুরিক ভাবাপন্ন এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ তাদের ক্লেশ প্রদান করা। মায়ার কাজ হচ্ছে অভক্তদের দুঃখ-কষ্ট দেওয়া। এখানে ব্রহ্মা বলেছেন, "আপনি শরণাগত ব্যক্তিদের রক্ষাকর্তা; তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করছি। দয়া করে আপনি এই অসুরদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্লোক ২৮

সোঽবধার্যাস্য কার্পণ্যং বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ ।
বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ ॥ ২৮ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **অবধার্য**—অবলোকন করে; **অস্য**—শ্রীব্রহ্মার; **কার্পণ্যম্**—ক্লেশ; **বিবিক্ত**—নিঃসন্দেহে; **অধ্যাত্ম**—অন্যের মন; **দর্শনঃ**—যিনি দেখতে পান; **বিমুঞ্চ**—পরিত্যাগ কর; **আত্ম-তনুম্**—তোমার দেহ; **ঘোরাম্**—কলুষিত; **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে নির্দেশ দিয়ে; **বিমুমোচ হ**—শ্রীব্রহ্মা পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

অন্যের মন যিনি সম্যকরূপে দর্শন করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মার ক্লেশ দর্শন করে তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার এই কলুষিত শরীর ত্যাগ কর।" এইভাবে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে *বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি সম্যকরূপে অপরের দুঃখ-দুর্দশা নিঃসন্দেহে দর্শন করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান। কেউ যখন দুর্দশা-ক্লিষ্ট হয়ে তার বন্ধুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন প্রায়ই তার বন্ধু তার দুঃখ-দুর্দশার মাত্রা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে তা কঠিন নয়। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে তার দুঃখ-দুর্দশার কারণ দর্শন করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়।" এইভাবে কেউ যখন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি দেখতে পান যে, ভগবান তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

তিনি আমাদের নির্দেশ দিতে পারেন কিভাবে আমরা এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারি, কিংবা কিভাবে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর সমীপবর্তী হতে পারি। ভগবান ব্রহ্মাকে তাঁর বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে বলেছিলেন, কেননা তা আসুরিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। শ্রীধর স্বামীর মতে, ব্রহ্মা যে বার বার শরীর ত্যাগ করেছিলেন, তা তাঁর প্রকৃত শরীর ত্যাগ নয়, পক্ষান্তরে, তিনি মন্তব্য করেন যে, ব্রহ্মা তাঁর বিশেষ মনোভাব পরিত্যাগ করেছিলেন। মন হচ্ছে জীবের সূক্ষ্ম শরীর। আমরা কখনও কখনও পাপ চিন্তায় মগ্ন হই, কিন্তু আমরা যদি সেই পাপ চিন্তা ত্যাগ করি, তখন বলা যেতে পারে যে, আমরা দেহ ত্যাগ করেছি। ব্রহ্মা যখন অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর মন সঠিক অবস্থায় ছিল না। তা নিশ্চয়ই রজোগুণে পূর্ণ ছিল কেননা তাঁর সমস্ত সৃষ্টি ছিল কামময়; তাই এই রকম কামুক পুত্রদের জন্ম হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, সন্তান প্রজননের সময় পিতা-মাতাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। সন্তানের মনোভাব নির্ভর করে গর্ভাধানের সময় পিতা-মাতার মনোভাবের উপর। তাই বৈদিক ব্যবস্থায় সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভাধান সংস্কারের পদ্ধতি রয়েছে। সন্তান উৎপাদনের পূর্বে, পিতা-মাতাকে তাঁদের মোহাচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তি পবিত্র করতে হয়। পিতা-মাতা যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনোনিবেশ করেন এবং সেই অবস্থায় যদি সন্তানের জন্ম হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত সুসন্তান লাভ হয়। সমাজ যখন এই প্রকার সাধু প্রকৃতির মানুষে পূর্ণ হয়, তখন আর আসুরিক প্রবৃত্তির দ্বারা উৎপাত হয় না।

শ্লোক ২৯

তাং ক্বণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্ ।
কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসম্ ॥ ২৯ ॥

তাম্—সেই শরীর; **ক্বণৎ**—নূপুরের কিঙ্কিণি; **চরণ-অম্ভোজাম্**—চরণ-কমলের দ্বারা; **মদ**—নেশা; **বিহ্বল**—বিভোর; **লোচনাম্**—নেত্রদ্বয়; **কাঞ্চী-কলাপ**—স্বর্ণ-মেখলার দ্বারা অলঙ্কৃত; **বিলসৎ**—উজ্জ্বল; **দুকূল**—সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা; **ছন্ন**—আচ্ছাদিত; **রোধসম্**—কটিদেশ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দেহ সন্ধ্যার রূপ ধারণ করল, যা দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ, এবং যা কামকে উদ্দীপ্ত করে। সমস্ত অসুরেরা, যারা স্বভাবত কামুক এবং

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল, যাঁর চরণ-পদ্ম নূপুরের ধ্বনিতে শব্দায়মান, যাঁর নেত্রদ্বয় মদ-বিহ্বল, যাঁর কটিদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণ-মেখলার দ্বারা বেষ্টিত।

তাৎপর্য

ঊষাকাল যেমন পারমার্থিক অনুশীলনের সময়, তেমনই সন্ধ্যা হচ্ছে কাম আচরণের সময়। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা সাধারণত যৌন সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; তাই সন্ধ্যার আগমনে তারা অত্যন্ত প্রীত হয়। অসুরেরা সন্ধ্যাকে এক সুন্দরী রমণীরূপে কল্পনা করেছিল, এবং বিভিন্নভাবে তারা তার স্তুতি করতে শুরু করেছিল। তারা মনে করেছিল যে, তার চরণ-পদ্ম নূপুরের ধ্বনিতে শব্দায়মান, তার কটিদেশ মেখলা বেষ্টিত, তার স্তনযুগল অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাদের কামের তৃপ্তি-সাধনের জন্য তারা তাদের সম্মুখে সেই সুন্দরী রমণীকে কল্পনা করেছিল।

শ্লোক ৩০

অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গনিরন্তরপয়োধরাম্ ।
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্যোন্য—পরস্পরের প্রতি; শ্লেষয়া—জড়িয়ে থাকার ফলে; উত্তুঙ্গ—উন্নত; নিরন্তর—অন্তরাল-রহিত; পয়ঃ-ধরাম্—স্তনযুগল; সু-নাসাম্—সুন্দর নাসিকা; সু-দ্বিজাম্—সুন্দর দন্ত; স্নিগ্ধ—সুন্দর; হাস—হাস্য; লীলা-অবলোকনাম্—বিলাসময়ী কটাক্ষ।

অনুবাদ

তাঁর পয়োধরদ্বয় পরস্পর উপমর্দনের ফলে অত্যন্ত উন্নত এবং ব্যবধান শূন্য হয়ে শোভিত, তাঁর নাসিকা ও দন্ত অতি সুন্দর; তাঁর অধরে অতি সুন্দর এক হাসি খেলা করছিল, এবং তিনি লীলাচ্ছলে অসুরদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

গূহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালকবরূথিনীম্ ।
উপলভ্যাসুরা ধর্ম সর্বে সম্মুমুহুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

গূহন্তীম্—লুকিয়ে রেখে; **ব্রীড়য়া**—লজ্জাবশত ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **নীল**—ঘন শ্যাম বর্ণ; **অলক**—কেশ; **বরূথিনীম্**—গুচ্ছ; **উপলভ্য**—কল্পনা করে; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **ধর্ম**—হে বিদুর; **সর্বে**—সকলে; **সম্মুমুহুঃ**—মোহিত হয়েছিল; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী।

অনুবাদ

তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম ঘন শ্যাম বর্ণ, এবং তিনি যেন লজ্জিত হয়ে নিজেকে আবৃত করেছিলেন। সেই রমণীকে দর্শন করে অসুরেরা যৌন ক্ষুধাবশত তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, সুন্দরী রমণী সহজেই অসুরদের চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু দিব্য ভাবাপন্ন মানুষদের তারা আকর্ষণ করতে পারে না। দিব্য ভাবাপন্ন মানুষ জ্ঞানে পূর্ণ, আর আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। ঠিক যেমন একটি শিশু সুন্দর পুতুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন নির্বোধ অসুর যৌন ক্ষুধার বশে জাগতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দিব্য ভাবাপন্ন মানুষ জানেন যে, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত এবং অলঙ্কৃত উন্নত স্তন, সুডৌল নিতম্ব, সুন্দর নাসিকা এবং সুন্দর গায়ের রঙের আকর্ষণ হচ্ছে মায়া। স্ত্রীলোকেরা যে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, তা কেবল রক্ত-মাংসের সমন্বয় মাত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য সমস্ত মানুষদের উপদেশ দিয়েছেন, রক্ত-মাংসের এই সমন্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, পারমার্থিক জীবনের প্রকৃষ্ট সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে। প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে কৃষ্ণ এবং রাধা। যিনি রাধা এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনি কখনও এই জড় জগতের মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন না। এইটি হচ্ছে অসুর এবং দিব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তি বা ভগবদ্ভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩২

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো অস্যা নবং বয়ঃ ।
মধ্যে কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি ॥ ৩২ ॥

অহো—আহা; **রূপম্**—কি সুন্দর; **অহো**—আহা; **ধৈর্যম্**—কি প্রকার আত্ম-সংযম; **অহো**—আহা; **অস্যাঃ**—তাঁর; **নবম্**—মুকুলিত; **বয়ঃ**—যৌবন; **মধ্যে**—মধ্যে; **কাময়মানানাম্**—কামার্তদের; **অকামা**—কাম থেকে মুক্ত; **ইব**—মতো; **বিসর্পতি**—আমাদের সঙ্গে বিচরণ করছে।

অনুবাদ

তাঁর প্রশংসা করে অসুরেরা বলতে লাগল—আহা, কি অপূর্ব সৌন্দর্য! কি অস্বাভাবিক আত্ম-সংযম! কি মনোহর নবীন যৌবন! তার প্রতি কামাসক্ত আমাদের সকলের মধ্যে সে সম্পূর্ণরূপে কাম-মুক্তের মতো বিচরণ করছে।

শ্লোক ৩৩

বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সন্ধ্যাং প্রমদাকৃতিম্ ।
অভিসম্ভাব্য বিশ্রম্ভাৎপর্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কয়ন্তঃ—তর্ক-বিতর্ক করে; **বহুধা**—বহু প্রকার; **তাম্**—তাঁর; **সন্ধ্যাম্**—সন্ধ্যাবেলার; **প্রমদা**—যুবতী স্ত্রী; **আকৃতিম্**—রূপের; **অভিসম্ভাব্য**—গভীর শ্রদ্ধা-সহকারে; **বিশ্রম্ভাৎ**—প্রণয়াসক্তভাবে; **পর্যপৃচ্ছন্**—জিজ্ঞাসা করেছিল; **কু-মেধসঃ**—দুষ্ট বুদ্ধি।

অনুবাদ

সেই কুবুদ্ধিসম্পন্ন অসুরেরা প্রমদাকৃতি সন্ধ্যাকে একজন যুবতী স্ত্রীরূপে বিবেচনা করে, বহু প্রকার তর্ক-বিতর্ক করেছিল। তার পর প্রণয়বশত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্লোক ৩৪

কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কো বার্থস্তেঽত্র ভামিনি ।
রূপদ্রবিণপণ্যেন দুর্ভগান্নো বিবাধসে ॥ ৩৪ ॥

কা—কে; **অসি**—তুমি হও; **কস্য**—কার; **অসি**—তুমি হও; **রম্ভোরু**—হে সুন্দরী; **কঃ**—কি; **বা**—অথবা; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **তে**—তোমার; **অত্র**—এখানে; **ভামিনি**—হে কামিনী; **রূপ**—সৌন্দর্য; **দ্রবিণ**—অমূল্য; **পণ্যেন**—পণ্য দ্রব্যের দ্বারা; **দুর্ভগান্**—দুর্ভাগা; **নঃ**—আমাদের; **বিবাধসে**—প্রলুব্ধ করছ।

অনুবাদ

হে সুন্দরী বালিকা! তুমি কে? তুমি কার পত্নী অথবা কার কন্যা? আর কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের সম্মুখে এখানে প্রকট হয়েছ? তোমার এই অমূল্য সৌন্দর্যরূপ পণ্য দ্রব্যের দ্বারা কেন তুমি দুর্ভাগা আমাদের প্রলুব্ধ করছ?

তাৎপর্য

এখানে অসুরদের মন জড় জগতের মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি যে কিভাবে বিমোহিত হয় তা ব্যক্ত হয়েছে। অসুরেরা এই জড় জগতের ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য যে-কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। তারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন জীবন উপভোগ করা। কখনও কখনও তারা *যোগ* শব্দটির অর্থ না জেনে, নিজেদের কর্মযোগী বলে প্রচার করে। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, বা কৃষ্ণ-ভাবনাময় হয়ে কর্ম করা। কেউ যখন তার বৃত্তি নির্বিশেষে কঠোর পরিশ্রম করে, এবং তার কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, তাকে বলা হয় কর্মযোগী।

শ্লোক ৩৫

যা বা কাচিত্ত্বমবলে দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব ।
উৎসুনোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ ॥ ৩৫ ॥

যা—যে-ই; **বা**—অথবা; **কাচিৎ**—যে কেউ; **ত্বম্**—তুমি; **অবলে**—হে সুন্দরী বালিকা; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যক্রমে; **সন্দর্শনম্**—দর্শন করে; **তব**—তোমার; **উৎসুনোষি**—বিচলিত করছ; **ঈক্ষমাণানাম্**—দর্শনকারীদের; **কন্দুক**—একটি গোলক নিয়ে; **ক্রীড়য়া**—খেলার দ্বারা; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

হে অবলে! তুমি যেই হও না কেন, আমাদের ভাগ্যবশে তোমার দর্শন পেয়েছি। তুমি যখন কন্দুক নিয়ে খেলা কর, তখন সমস্ত দর্শকদের মন তুমি বিচলিত কর।

তাৎপর্য

অসুরেরা সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্য দর্শন করার জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সেই বালিকাটিকে একটি কন্দুক নিয়ে খেলতে দেখেছিল। কখনও কখনও অসুরেরা স্ত্রীদের নিয়ে টেনিস ইত্যাদি খেলার আয়োজন করে। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্দরী রমণীদের শারীরিক সৌন্দর্য দর্শন করে সূক্ষ্ম যৌন সুখ উপভোগ করা। কখনও কখনও তথাকথিত যোগীরা জড় সুখভোগের এই আসুরিক যৌন মনোভাব অনুমোদন করে

জনসাধারণকে বিভিন্নভাবে যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে, আবার সেই সঙ্গে ঘোষণা করে যে, তারা যদি তাদের মনগড়া মন্ত্রের ধ্যান করে, তা হলে ছয় মাসের মধ্যে তারা ভগবান হতে পারবে। জনসাধারণ প্রতারিত হতে চায়, এবং কৃষ্ণ তাই তাদের প্রবঞ্চনা করার জন্য এই সমস্ত প্রতারকদের সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা প্রকৃত পক্ষে যোগীর বেশধারী জড় জগতের ভোক্তা। *ভগবদ্গীতায়* কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি তার জীবন উপভোগ করতে চায়, তা হলে এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা কখনই সম্ভব হবে না। রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তার উপদেশ দেন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় সাধারণ উপভোগ থেকে বিরত থাকতে। রোগী তখন কোন কিছুই উপভোগ করতে পারে না। রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য তাকে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ এবং সুখভোগ থেকে বিরত থাকতে হয়। তেমনই, জড় জগতে আমাদের বদ্ধ অবস্থা হচ্ছে এক রোগগ্রস্ত অবস্থা। কেউ যদি প্রকৃতই ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। চিন্ময় জীবনে অন্তহীনভাবে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়। জড় সুখ এবং চিন্ময় আনন্দের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জড় সুখ সীমিত কিন্তু চিন্ময় আনন্দ অন্তহীন। কোন মানুষ যদি যৌন সুখ উপভোগে লিপ্ত হয়, সেই সুখ সে বেশি ক্ষণ উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু যখন যৌন সুখভোগ ত্যাগ করা হয়, তখন চিন্ময় জীবনে প্রবেশ করা যায়, যা হচ্ছে অন্তহীন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, *ব্রহ্মসৌখ্য* বা চিন্ময় আনন্দ হচ্ছে অনন্ত। মূর্খ জীবেরা জড় বস্তুর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মনে করে যে, এর থেকে যে সুখ পাওয়া যায় তা বাস্তব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তব সুখভোগ নয়।

শ্লোক ৩৬

নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং
ঘ্নন্ত্যা মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্ ।
মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং
শান্তেব দৃষ্টিরমলা সুশিখাসমূহঃ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **একত্র**—এক স্থানে; **তে**—তোমার; **জয়তি**—স্থিরভাবে অবস্থান করে; **শালিনি**—হে সুন্দরী রমণী; **পাদ-পদ্মম্**—চরণ-কমল; **ঘ্নন্ত্যাঃ**—আঘাত করে; **মুহুঃ**—বার বার; **কর-তলেন**—করতলের দ্বারা; **পতৎ**—লাফাচ্ছে; **পতঙ্গম্**—কন্দুক;

মধ্যম্—কটি; বিষীদতি—শ্রান্ত হয়; বৃহৎ—পূর্ণ বিকশিত; স্তন—তোমার স্তনের; ভার—ভারের দ্বারা; ভীতম্—ভারাক্রান্ত; শান্তা ইব—যেন পরিশ্রান্ত হয়েছে; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টি; অমলা—স্বচ্ছ; সু—সুন্দর; শিখা—তোমার চুল; সমূহঃ—গুচ্ছ।

অনুবাদ

হে সুন্দরী! তুমি যখন বার বার তোমার করতলের দ্বারা কন্দুকটিকে মাটিতে আঘাত করছ, তখন তোমার চরণ-কমল এক জায়গায় স্থির থাকছে না। তোমার পূর্ণবিকশিত স্তনের ভারে যেন তোমার কটিদেশ শ্রান্ত হয়েছে, এবং তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টি মন্থর হয়েছে। আহা, তোমার সুন্দর কেশদাম কি শোভা বিস্তার করছে!

তাৎপর্য

অসুরেরা সেই রমণীর প্রতি পদক্ষেপে সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দর্শন করছিল। এখানে তারা তাঁর পূর্ণবিকশিত পয়োধরের, বিক্ষিপ্ত কেশদামের এবং সেই কন্দুক নিয়ে খেলার সময় তাঁর চঞ্চল গতির প্রশংসা করছিল। প্রতি পদক্ষেপে তারা তাঁর রমণীসুলভ সৌন্দর্য উপভোগ করছিল, এবং সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার সময়, তাদের মন যৌন বাসনার দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিল। পতঙ্গ যেমন রাত্রিবেলায় আগুনের প্রতি ধাবিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনই অসুরেরা সুন্দরী রমণীর কন্দুকসদৃশ স্তন-যুগলের আন্দোলনের শিকার হয়। সুন্দরী রমণীর বিক্ষিপ্ত কেশও কামার্ত অসুরদের হৃদয় জর্জরিত করে।

শ্লোক ৩৭

ইতি সায়ন্তনীং সন্ধ্যামসুরাঃ প্রমদায়তীম্ ।
প্রলোভয়ন্তীং জগৃহুর্মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; সায়ন্তনীম্—সায়ংকাল ; সন্ধ্যাম্—সন্ধ্যাকে; অসুরাঃ—অসুরেরা; প্রমদায়তীম্—রঙ্গপ্রিয় রমণীর মতো আচরণকারিণী; প্রলোভয়ন্তীম্—প্রলুব্ধ করে; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিল; মত্বা—মনে করে; মূঢ়-ধিয়ঃ—মূর্খ; স্ত্রিয়ম্—স্ত্রী।

অনুবাদ

মূঢ় বুদ্ধি অসুরেরা এইভাবে সেই সায়ংকাল সন্ধ্যাকে তার মোহময়ীরূপে নিজেকে প্রকাশকারিণী এক সুন্দরী রমণী বলে মনে করেছিল, এবং তারা তাঁকে বলপূর্বক অধিকার করেছিল।

তাৎপর্য

এখানে অসুরদের *মূঢ়ধিয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তারা ঠিক একটি গর্দভের মতো মোহাচ্ছন্ন। অসুরেরা জড় রূপের মিথ্যা সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়ে, তাঁকে আলিঙ্গন করেছিল।

শ্লোক ৩৮

প্রহস্য ভাবগম্ভীরং জিঘ্রন্ত্যাত্মানমাত্মনা ।
কান্ত্যা সসর্জ ভগবান্ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণান্ ॥ ৩৮ ॥

প্রহস্য—হেসে; **ভাব-গম্ভীরম্**—গভীর উদ্দেশ্য সহকারে; **জিঘ্রন্ত্যা**—বুঝতে পেরে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **আত্মনা**—নিজে; **কান্ত্যা**—তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভগবান্**—পূজনীয় শ্রীব্রহ্মা; **গন্ধর্ব**—স্বর্গলোকের গায়ক; **অপ্সরসাম্**—এবং স্বর্গের নর্তকীদের; **গণান্**—সমূহ।

অনুবাদ

তার পর পূজনীয় ব্রহ্মা গভীর ভাব-ব্যঞ্জক হাস্য সহকারে, যেন তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে নিজে উপভোগ করে, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

উচ্চতর লোকের সঙ্গীতজ্ঞদের বলা হয় গন্ধর্ব, এবং নর্তকীদের বলা হয় অপ্সরা। যক্ষ ও রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং এক সুন্দর রমণীরূপে সন্ধ্যাকে প্রকাশ করে, পরে ব্রহ্মা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন। যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রয়োগ হয়, তখন তা আসুরিক, কিন্তু সেই একই সঙ্গীত ও নৃত্য যখন পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে প্রযুক্ত হয়, তখন তা দিব্য, এবং তা পারমার্থিক আনন্দপূর্ণ জীবন দান করে।

শ্লোক ৩৯

বিসসর্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্ ।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥ ৩৯ ॥

বিসসর্জ—ত্যাগ করেছিলেন; তনুম্—রূপ; তাম্—সেই; বৈ—প্রকৃত পক্ষে; জ্যোৎস্নাম্—চন্দ্র-কিরণ; কান্তি-মতীম্—উজ্জ্বল; প্রিয়াম্—প্রিয়া; তে—গন্ধর্বেরা; এব—নিশ্চয়ই; চ—এবং; আদদুঃ—গ্রহণ করেছিলেন; প্রীত্যা—প্রীতি সহকারে; বিশ্বাবসু-পুরঃ-গমাঃ—বিশ্বাবসু প্রমুখ।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা সেই কান্তিমতী প্রিয়া জ্যোৎস্নার রূপ পরিত্যাগ করলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্বেরা তখন তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

সৃষ্টা ভূতপিশাচাংশ্চ ভগবানাত্মতন্দ্রিণা ।
দিগ্বাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামীলয়দ্দৃশৌ ॥ ৪০ ॥

সৃষ্টা—সৃষ্টি করে; ভূত—ভূত; পিশাচান্—পিশাচদের; চ—এবং; ভগবান্—শ্রীব্রহ্মা; আত্ম—তাঁর; তন্দ্রিণা—আলস্য থেকে; দিক্-বাসসঃ—উলঙ্গ; মুক্ত—এলোমেলো; কেশান্—চুল; বীক্ষ্য—দর্শন করে; চ—এবং; অমীলয়ৎ—নিমীলিত করেছিলেন; দৃশৌ—নেত্রদ্বয়।

অনুবাদ

তার পর ভগবান ব্রহ্মা তাঁর আলস্য থেকে ভূত এবং পিশাচদের সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সকলকে নগ্ন এবং মুক্ত কেশ দেখে, তিনি তাঁর নেত্রদ্বয় নিমীলিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনিষ্টকারী ভূত-প্রেত এবং পিশাচেরাও ব্রহ্মার সৃষ্টি; তারা মিথ্যা নয়। তাদের কাজ হচ্ছে বদ্ধ জীবেদের জন্য নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করা। পরমেশ্বর ভগাবানের নির্দেশে ব্রহ্মা তাদেরও সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

জগৃহুস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জৃম্ভণাখ্যাং তনুং প্রভোঃ ।
নিদ্রামিন্দ্রিয়বিক্লেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে ।
যেনোচ্ছিষ্টান্ধর্ষয়ন্তি তমুন্মাদং প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিল; **তৎ-বিসৃষ্টাম্**—তাঁর পরিত্যক্ত; **তাম্**—সেই; **জৃম্ভণ-আখ্যাম্**—জৃম্ভণ নামক; **তনুম্**—শরীর; **প্রভোঃ**—শ্রীব্রহ্মার; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **ইন্দ্রিয়-বিক্লেদঃ**—মুখ থেকে লালা পড়া; **যয়া**—যার দ্বারা; **ভূতেষু**—জীবেদের মধ্যে; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **যেন**—যার দ্বারা; **উচ্ছিষ্টান্**—মল-মূত্রের দ্বারা লিপ্ত; **ধর্ষয়ন্তি**—বিভ্রান্ত করে; **তম্**—তা; **উন্মাদম্**—উন্মাদ; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মা জৃম্ভণরূপ শরীর ত্যাগ করলে, ভূত ও পিশাচেরা সেই শরীর গ্রহণ করল। এইটি লালা ঝরা নিদ্রা নামেও পরিচিত। যে-সমস্ত মানুষ অপবিত্র তাদের ভূত ও পিশাচেরা আক্রমণ করে এবং তাদের সেই আক্রমণকে বলা হয় উন্মাদগ্রস্ত অবস্থা।

তাৎপর্য

অশুদ্ধ অবস্থায় থাকলে উন্মাদ রোগ হয় বা ভূতে পায়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং তার মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ে এবং অশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন তার অশুদ্ধ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, ভূতেরা তার শরীরকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ, নিদ্রিত অবস্থায় যাদের মুখ দিয়ে লালা পড়ে তারা অশুদ্ধ, এবং তাদের ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৪২

উর্জস্বন্তং মন্যমান আত্মানং ভগবানজঃ ।
সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ পরোক্ষেণাসৃজৎপ্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

উর্জঃ-বন্তম্—শক্তিতে পূর্ণ; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **ভগবান্**—পরম পূজ্য; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **সাধ্যান্**—দেবতা ; **গণান্**—সমূহ; **পিতৃ-গণান্**—এবং পিতৃদের; **পরোক্ষেণ**—তাঁর অদৃশ্য রূপ থেকে; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **প্রভুঃ**—জীবেদের প্রভু।

অনুবাদ

জীবস্রষ্টা পূজনীয় ব্রহ্মা নিজেকে বাসনা এবং শক্তিতে পূর্ণ বলে মনে করে, তাঁর অদৃশ্য রূপের নাভি থেকে সাধ্য এবং পিতাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধ্য এবং পিতাগণ হচ্ছেন পরলোকগত আত্মাদের অদৃশ্য রূপ, এবং তাঁরাও ব্রহ্মার সৃষ্টি।

শ্লোক ৪৩

ত আত্মসর্গং তং কায়ং পিতরঃ প্রতিপেদিরে ।
সাধ্যেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতন্বতে ॥ ৪৩ ॥

তে—তাঁরা; **আত্ম-সর্গম্**—তাঁদের অস্তিত্বের উৎস; **তম্**—সেই; **কায়ম্**—শরীর; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **প্রতিপেদিরে**—গ্রহণ করেছিলেন; **সাধ্যেভ্যঃ**—সাধ্যদের; **চ**—এবং; **পিতৃভ্যঃ**—পিতৃদের; **চ**—ও; **কবয়ঃ**—যারা কর্মকাণ্ডে পণ্ডিত; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিতন্বতে**—পিণ্ড দান করে।

অনুবাদ

পিতৃগণ তাঁদের অস্তিত্বের উৎস সেই অদৃশ্য শরীর গ্রহণ করেছিলেন। সেই অদৃশ্য শরীরের মাধ্যমে কর্মমার্গে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধ্য এবং পিতৃদের (পরলোকগত পূর্বপুরুষদের) শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে পিণ্ড দান করে।

তাৎপর্য

শ্রাদ্ধ হচ্ছে একটি কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান, যা বেদের অনুগামী ব্যক্তিরা পালন করেন। প্রতি বছর পনের দিনের এক পর্ব আসে, যখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-পরায়ণ ব্যক্তিরা পরলোকগত আত্মাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেন। তার ফলে পূর্বপুরুষেরা যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে জড় সুখভোগের জন্য স্থূল শরীর থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে তাদের বংশধর কর্তৃক প্রদত্ত এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের ফলে, তারা পুনরায় স্থূল দেহ লাভ করতে পারে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রসাদ নিবেদন করার প্রথা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে গয়ায় আজও প্রচলিত রয়েছে, যেখানে একটি প্রসিদ্ধ মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড নিবেদন করা হয়। এইভাবে বংশধরদের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে, ভগবান কৃপাপূর্বক যে-সমস্ত পতিত পূর্ব পুরুষ স্থূল দেহ লাভে বঞ্চিত হয়েছিল তাদের মুক্ত করেন, এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তাদের পুনরায় স্থূল দেহ দান করেন।

দুর্ভাগ্যবশত মায়ার বশীভূত হয়ে বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য তার শরীরকে নিয়োজিত করে, এবং সে ভুলে যায় যে, সেই প্রকার কর্মের ফলে, তাকে

পুনরায় এক অদৃশ্য শরীর ধারণ করতে হতে পারে। কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, তাঁদের এই প্রকার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করতে হয় না, কেননা তাঁরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করছেন; তাই তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা যদি কোন অসুবিধায় পড়েও থাকে, তা হলেও তারা আপনা থেকেই উদ্ধার লাভ করবে। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পাপী পিতাকে উদ্ধার করার জন্য, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বহু অপরাধ করেছিলেন। ভগবান তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে, যেই বংশে প্রহ্লাদের মতো বৈষ্ণবের জন্ম হয়, সেই বংশে কেবল তাঁর পিতাই নন, তাঁর পিতার পিতা এবং তাঁরও পিতা—এইভাবে চোদ্দ পুরুষ আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে পরিবার, সমাজ এবং সমস্ত জীবের জন্য সমস্ত উপকারের সমষ্টি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃততে* গ্রন্থকার বলেছেন যে, কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি কোন রকম কর্ম-মার্গের অনুষ্ঠান করেন না, কেননা তিনি জানেন যে, পূর্ণ ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, আপনা থেকেই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৪

সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ ।
তেভ্যোঽদদাত্তমাত্মানমন্তর্ধানাখ্যমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥

সিদ্ধান্—সিদ্ধগণ; **বিদ্যাধরান্**—বিদ্যাধরগণ; **চ এব**—এবং; **তিরোধানেন**—অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা দ্বারা; **সঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তেভ্যঃ**—তাদের; **অদদাৎ**—দিয়েছিলেন; **তম্-আত্মানম্**—তাদের সেই রূপ; **অন্তর্ধান-আখ্যম্**—অন্তর্ধান নামক; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

তার পর ব্রহ্মা তাঁর অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা দ্বারা সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরদের সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাঁদের 'অন্তর্ধান' নামক অতি অদ্ভুত দেহ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অন্তর্ধান মানে হচ্ছে সেই সমস্ত জীবেদের উপস্থিতি অনুভব করা গেলেও, চোখ দিয়ে তাদের দেখা যায় না।

শ্লোক ৪৫

স কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎপ্রভুঃ ।
মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; কিন্নরান্—কিন্নরদের; কিম্পুরুষান্—কিম্পুরুষদের; প্রত্যাত্ম্যেন—(জলে) তার প্রতিবিম্ব থেকে; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; প্রভুঃ—জীবেদের প্রভু (ব্রহ্মা); মানয়ন্—প্রশংসা করে; আত্মনা আত্মানম্—নিজেকে নিজের দ্বারা; আত্ম-আভাসম্—তাঁর প্রতিবিম্ব; বিলোকয়ন্—দর্শন করে।

অনুবাদ

এক দিন জীব স্রষ্টা ব্রহ্মা জলে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করেছিলেন, এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করে, সেই প্রতিবিম্ব থেকে কিম্পুরুষ এবং কিন্নরদের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

তে তু তজ্জগৃহূ রূপং ত্যক্তং যৎপরমেষ্ঠিনা ।
মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তে—তারা (কিন্নর এবং কিম্পুরুষেরা); তু—কিন্তু; তৎ—সেই; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিল; রূপম্—সেই প্রতিবিম্বিত রূপ; ত্যক্তম্—ত্যাগ করেছিলেন; যৎ—যা; পরমেষ্ঠিনা—ব্রহ্মার দ্বারা; মিথুনী-ভূয়—তাদের পত্নীগণ সহ; গায়ন্তঃ—স্তব করে; তম্—তাকে; এব—কেবল; উষসি—ঊষাকালে; কর্মভিঃ—তাঁর কার্যকলাপ সহ।

অনুবাদ

কিম্পুরুষ এবং কিন্নরেরা ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই প্রতিবিম্বিত রূপটি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পত্নীগণ সহ প্রতিদিন ঊষাকালে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা করে তাঁর গুণগান করেন।

তাৎপর্য

সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে প্রাতঃকালকে বলা হয় *ব্রাহ্ম-মুহূর্ত*। এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পারমার্থিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃকালে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল দিনের অন্য যে-কোন সময়ে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক কার্যকলাপের ফল থেকে অনেক বেশি।

শ্লোক ৪৭

**দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিন্তয়া ।
সর্গেঽনুপচিতে ক্রোধাদুৎসসর্জ হ তদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥**

দেহেন—তাঁর দেহের দ্বারা; বৈ—যথার্থই; ভোগবতা—পূর্ণরূপে প্রসারণ করে; শয়ানঃ—শয়ন করেছিলেন; বহু—অত্যন্ত; চিন্তয়া—চিন্তিত হয়ে; সর্গে—সৃষ্টি; অনুপচিতে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়ায়; ক্রোধাৎ—ক্রোধবশত; উৎসসর্জ—ত্যাগ করেছিলেন; হ—প্রকৃতই; তৎ—সেই; বপুঃ—শরীর।

অনুবাদ

এক সময় ব্রহ্মা তাঁর দেহ পূর্ণ মাত্রায় প্রসারণ করে শয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে না দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, এবং ক্রোধবশত তিনি তখন তাঁর সেই শরীরও পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

**যেঽহীয়ন্তামুতঃ কেশা অহয়স্তেঽঙ্গ জজ্ঞিরে ।
সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রূরা নাগা ভোগোরুকন্ধরাঃ ॥ ৪৮ ॥**

যে—যে; অহীয়ন্ত—পতিত হয়েছিল; অমুতঃ—তা থেকে; কেশাঃ—কেশ; অহয়ঃ—সর্পগণ; তে—তারা; অঙ্গ—হে বিদুর; জজ্ঞিরে—জন্ম গ্রহণ করেছিল; সর্পাঃ—সর্পগণ; প্রসর্পতঃ—সর্পিল শরীর থেকে; ক্রূরাঃ—ঈর্ষা পরায়ণ; নাগাঃ—কাল নাগ; ভোগ—ফণা; উরু—বিশাল; কন্ধরাঃ—কাঁধ।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর! ব্রহ্মার সেই শরীরের কেশ চ্যুত হয়ে সর্পে রূপান্তরিত হল, এবং হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত হয়ে সেই দেহ যখন সর্পিল গতিতে গমন করছিল, তখন বিস্তৃত ফণা-বিশিষ্ট অত্যন্ত হিংস্র নাগদের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

**স আত্মানং মন্যমানঃ কৃতকৃত্যমিবাত্মভূঃ ।
তদা মনূন্ সসর্জান্তে মনসা লোকভাবনান্ ॥ ৪৯ ॥**

সঃ—শ্রীব্রহ্মা; আত্মানম্—নিজেকে; মন্যমানঃ—বিবেচনা করে; কৃত-কৃত্যম্—জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য; ইব—যেন; আত্ম-ভূঃ—পরমেশ্বর ভগবান থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল; তদা—তখন; মনূন্—মনুদের; সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অন্তে—অবশেষে; মনসা—তাঁর মন থেকে; লোক—জগতের; ভাবনান্—কল্যাণকারী।

অনুবাদ

এক দিন প্রথম সৃষ্ট জীব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তাঁর মনের দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধনকারী মনুদের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

তেভ্যঃ সোঽসৃজৎস্বীয়ং পুরং পুরুষমাত্মবান্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা যে পুরা সৃষ্টাঃ প্রশশংসুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫০ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের; সঃ—শ্রীব্রহ্মা; অসৃজৎ—প্রদান করেছিলেন; স্বীয়ম্—তার নিজের; পুরম্—শরীর; পুরুষম্—মানুষ; আত্ম-বান্—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ; তান্—তাঁদের; দৃষ্ট্বা—দেখে; যে—যাঁরা; পুরা—পূর্বে; সৃষ্টাঃ—সৃষ্টি হয়েছিল (দেবতা, গন্ধর্ব, প্রভৃতি, যাঁদের সৃষ্টি পূর্বে হয়েছিল); প্রশশংসুঃ—প্রশংসা করেছিলেন; প্রজাপতিম্—ব্রহ্মাকে (সৃষ্ট জীবেদের প্রভু)।

অনুবাদ

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ স্রষ্টা ব্রহ্মা মানুষদের তাঁর স্বীয় রূপ দান করেছিলেন। মনুদের দর্শন করে, দেবতা গন্ধর্ব আদি পূর্বে যাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫১

অহো এতজ্জগৎস্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতম্ ।
প্রতিষ্ঠিতাঃ ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদামহে ॥ ৫১ ॥

অহো—আহা; এতৎ—এই; জগৎ-স্রষ্টঃ—হে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; সু-কৃতম্—উত্তম কার্য করেছেন; বত—বস্তুত; তে—আপনার দ্বারা; কৃতম্—উৎপন্ন; প্রতিষ্ঠিতাঃ—

প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিত; **ক্রিয়াঃ**—কর্মসমূহের অনুষ্ঠান; **যস্মিন্**—যাতে; **সাকম্**—এর সঙ্গে; **অন্নম্**—যজ্ঞভাগ; **অদাম**—আমরা নিজেদের ভাগ গ্রহণ করব; **হে**—হে।

অনুবাদ

তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা! আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তা অতি উত্তম। যেহেতু এই কর্মসমূহ মনুষ্য-জীবনে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই আমরা সকলে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকে ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যজ্ঞ সহ মনুদের সৃষ্টি করে, তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"এই যজ্ঞ-বিধি অনুষ্ঠান কর, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তোমরা আত্ম-উপলব্ধির আদর্শ স্তরে উন্নীত হবে এবং সেই সঙ্গে জড়জাগতিক সুখও ভোগ করবে।" ব্রহ্মার সৃষ্ট সমস্ত জীবেরা হচ্ছে বদ্ধ জীব, এবং জড় জগতের উপর আধিপত্য করার স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের রয়েছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে জীবকে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করা। এই ব্রহ্মাণ্ডে সেইটি হচ্ছে জীবনের শুরু। তবে, এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট না করলে, অথবা কৃষ্ণ-ভাবনায় ভাবিত না হলে, কেউই জড়-জাগতিক সুখভোগের ব্যাপারে অথবা পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সুখী হতে পারে না।

শ্লোক ৫২

তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা ।
ঋষীনৃষির্হৃষীকেশঃ সসর্জাভিমতাঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—উপাসনার দ্বারা; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা মনকে একাগ্র করার দ্বারা; **সু-সমাধিনা**—সুন্দর ধ্যানের দ্বারা; **ঋষীন্**—ঋষিগণ; **ঋষিঃ**—প্রথম তত্ত্বদ্রষ্টা (ব্রহ্মা); **হৃষীকেশঃ**—ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **অভিমতাঃ**—প্রিয়; **প্রজাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

তপস্যা, উপাসনা, ধ্যান এবং ভক্তিযুক্ত সমাধির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন; অর্থাৎ, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য দেহকে সুস্থ এবং সক্ষম রাখা। কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অন্যান্য যোগ্যতার প্রয়োজন। যা অপরিহার্য তা হচ্ছে বিদ্যা বা ভগবানের আরাধনা। কখনও কখনও মনের একাগ্রতা সম্পাদনে সহায়ক যে বিভিন্ন দৈহিক ব্যায়াম রয়েছে, সেইগুলিকে যোগ বলে মনে করা হয়। সাধারণত, অল্পজ্ঞ মানুষেরা দৈহিক বিভিন্ন আসনকে যোগের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই সমস্ত আসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে পরমাত্মার ধ্যানে একাগ্রীভূত করা। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষদের সৃষ্টি করার পর, ব্রহ্মা পারমার্থিক উপলব্ধির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্য দেহস্যাংশমদাদজঃ ।
যত্তৎসমাধিযোগর্দ্ধিতপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ ॥ ৫৩ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের; **চ**—এবং; **একৈকশঃ**—প্রত্যেককে; **স্বস্য**—তাঁর নিজের; **দেহস্য**—দেহের; **অংশম্**—অংশ; **অদাৎ**—দিয়েছিলেন; **অজঃ**—জন্ম-রহিত ব্রহ্মা; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সমাধি**—গভীর ধ্যান; **যোগ**—মনের একাগ্রতা; **ঋদ্ধি**—অলৌকিক শক্তি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **বিরক্তি**—বৈরাগ্য; **মৎ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অজ ব্রহ্মা তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে তাঁর দেহের এক-একটি অংশ দান করেছিলেন, যা গভীর ধ্যান, মনের সমাধি, অলৌকিক শক্তি, তপশ্চর্যা, ঋদ্ধি এবং বৈরাগ্যযুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিরক্তিমৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বৈরাগ্যযুক্ত'। জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ীরা কখনও পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাদের পক্ষে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। *ভগবদ্‌গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা জড় বিষয় এবং জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কখনও যোগ-সমাধি বা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হতে পারে না। যারা বলে যে, এই জীবনে জড় সুখ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়, তাদের সেই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈরাগ্যের তত্ত্ব হচ্ছে চারটি—(১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন, (২) আমিষ আহার বর্জন, (৩) মাদক দ্রব্য বর্জন এবং (৪) দ্যূত ক্রীড়া বর্জন। এই চারটি অনুষ্ঠানকে বলা হয় তপস্যা। মনকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন করাই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একবিংশতি অধ্যায়

মনু-কর্দম সংবাদ

শ্লোক ১

বিদুর উবাচ

স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোর্বংশঃ পরমসম্মতঃ ।
কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ ॥ ১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুবের; **চ**—এবং; **মনোঃ**—মনুর; **বংশঃ**—বংশ; **পরম**—সর্বাধিক; **সম্মতঃ**—আদৃত; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **ভগবন্**—হে পূজ্য ঋষি; **যত্র**—যাতে; **মৈথুনেন**—মিথুন ধর্মের দ্বারা; **এধিরে**—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে; **প্রজাঃ**—সন্ততি।

অনুবাদ

বিদুর বললেন, হে পূজ্য ঋষি, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ অত্যন্ত সম্মানযুক্ত। এই বংশে মিথুন-ধর্মের দ্বারা যেভাবে প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

সু-সন্তান উৎপাদনের জন্য যে নিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন তা গ্রহণীয়। প্রকৃত পক্ষে বিদুর যৌন জীবনে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইতিহাস শুনতে চাননি, পক্ষান্তরে তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন, কেননা এই বংশে বহু ভগবদ্ভক্ত নৃপতির আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রজা পালন করেছিলেন। তাই, তাঁদের কার্যকলাপের ইতিহাস শুনে মানুষ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে *পরমসম্মত*—এই মহত্ত্বপূর্ণ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিরা মহাজন কর্তৃক সম্মত ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আদর্শ সন্তান উৎপাদনের জন্য যৌন জীবন সমস্ত ঋষি এবং বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্ববেত্তা মহাজনগণ কর্তৃক স্বীকৃত।

শ্লোক ২

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ ।
যথাধর্মং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥ ২ ॥

প্রিয়ব্রত—মহারাজ প্রিয়ব্রত; **উত্তানপাদৌ**—এবং মহারাজ উত্তানপাদ; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **বৈ**—যথার্থই; **যথা**—যেভাবে; **ধর্মম্**—ধর্মীয় অনুশাসন; **জুগুপতুঃ**—শাসন করেছিলেন; **সপ্ত-দ্বীপ-বতীম্**—সপ্ত-দ্বীপ-সমন্বিত; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই মহান পুত্র—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সপ্ত-দ্বীপবতী পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন খণ্ডের মহান রাজাদের ইতিহাসও। এই শ্লোকে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা সাতটি দ্বীপে বিভক্ত এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। এই সাতটি দ্বীপ এখনও বর্তমান, যথা—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। যদিও *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভারতের সমস্ত রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি, তবুও প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহান রাজাদের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কেননা এই প্রকার পুণ্যবান রাজাদের কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য, এবং তাঁদের ইতিহাস পাঠ করে মানুষ লাভবান হতে পারে।

শ্লোক ৩

তস্য বৈ দুহিতা ব্রহ্মন্দেবহূতীতি বিশ্রুতা ।
পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দমস্য ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥

তস্য—সেই মনুর; **বৈ**—বস্তুতই; **দুহিতা**—কন্যা; **ব্রহ্মন্**—হে পবিত্র ব্রাহ্মণ; **দেবহূতি**—দেবহূতি নামক; **ইতি**—এইভাবে; **বিশ্রুতা**—প্রসিদ্ধ ছিলেন; **পত্নী**—পত্নী; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **উক্তা**—বলা হয়েছে; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে পবিত্র ব্রাহ্মণ! হে নিষ্পাপ! আপনি দেবহূতি নামক তাঁর কন্যার বিষয় বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন প্রজাপতি কর্দমের পত্নী।

তাৎপর্য

এখানে স্বায়ম্ভুব মনুর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু *ভগবদ্‌গীতায়* আমরা বৈবস্বত মনুর সম্বন্ধে শুনেছি। বর্তমান যুগটি বৈবস্বত মনুর যুগ। স্বায়ম্ভুব মনু পূর্বে পৃথিবী শাসন করেছিলেন, এবং তাঁর ইতিহাস বরাহ কল্প থেকে বা যখন ভগবান শ্রীবরাহরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন থেকে শুরু হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং প্রতিটি মনুর জীবদ্দশায় কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে। *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত বৈবস্বত মনু স্বায়ম্ভুব মনু থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৪

তস্যাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ ।
সসর্জ কতিধা বীর্যং তন্মে শুশ্রূষবে বদ ॥ ৪ ॥

তস্যাম্—তার মধ্যে; **সঃ**—কর্দম মুনি; **বৈ**—প্রকৃত পক্ষে; **মহা-যোগী**—পরম যোগী; **যুক্তায়াম্**—সমন্বিত; **যোগ-লক্ষণৈঃ**—যোগ-সিদ্ধির আট প্রকার লক্ষণ-সমন্বিত; **সসর্জ**—উৎপাদন করেছিলেন; **কতিধা**—কত বার; **বীর্যম্**—সন্তোষ; **তৎ**—সেই বর্ণনা; **মে**—আমাকে; **শুশ্রূষবে**—শুনতে আগ্রহী; **বদ**—বলুন।

অনুবাদ

সেই মহা যোগী যোগের অষ্ট সিদ্ধি সমন্বিতা রাজকন্যার মাধ্যমে কত সন্তান উৎপাদন করেছিলেন? শ্রবণেচ্ছু আমাকে দয়া করে আপনি তা বলুন।

তাৎপর্য

এখানে বিদুর কর্দম মুনি, তাঁর পত্নী দেবহূতি এবং তাঁদের সন্তানদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবহূতিও অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধনে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। অষ্টাঙ্গ-যোগের আটটি অঙ্গ হচ্ছে— (১) যম বা ইন্দ্রিয় সংযম, (২) নিয়ম বা নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্র-বিধি অনুশীলন, (৩) আসন বা বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গির অভ্যাস (৪) প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, (৫) প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার, (৬) ধ্যান বা মনের একাগ্রতা,

(৭) ধারণা বা মনোনিবেশ এবং (৮) সমাধি বা আত্ম উপলব্ধি। সমাধির পর আটটি পূর্ণ অবস্থা রয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় যোগ-সিদ্ধি। পতি এবং পত্নী, কর্দম এবং দেবহূতি, উভয়েই যোগ অনুশীলনে পারদর্শী ছিলেন। পতি ছিলেন *মহা-যোগী* এবং পত্নী ছিলেন *যোগলক্ষণ* বা যোগ-সিদ্ধির লক্ষণ সমন্বিতা। তাঁরা যুক্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। পূর্বে, মহর্ষি এবং মহাত্মাগণ জীবনের সিদ্ধি লাভের পর, সন্তান উৎপাদন করতেন, তা ছাড়া তাঁরা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করতেন। আত্ম উপলব্ধি এবং যোগের সিদ্ধি লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা পরম আবশ্যক। নিজের, খেয়াল-খুশি মতো ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে কোন প্রতারককে ধন-সম্পদ দান করার মাধ্যমে মহা যোগী হওয়ার কথা বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি।

শ্লোক ৫

রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মন্দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
যথা সসর্জ ভূতানি লব্ধা ভার্যাং চ মানবীম্ ॥ ৫ ॥

রুচিঃ—রুচি; **যঃ**—যিনি; **ভগবান্**—পূজনীয়; **ব্রহ্মন্**—হে পবিত্র ঋষি; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **বা**—এবং; **ব্রহ্মণঃ**—শ্রীব্রহ্মার; **সুতঃ**—পুত্র; **যথা**—কিভাবে; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ভূতানি**—সন্তান-সন্ততি; **লব্ধা**—লাভ করার পর; **ভার্যাম্**—তাঁদের পত্নীরূপে; **চ**—এবং; **মানবীম্**—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাগণ।

অনুবাদ

হে পবিত্র ঋষি! কৃপা করে আমাকে বলুন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর অন্য দুই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির আদিতে যে-সমস্ত মহা পুরুষেরা প্রজা বৃদ্ধি করেছিলেন তাদের বলা হয় প্রজাপতি। ব্রহ্মাও তাঁর কয়েকজন পুত্রের মতো প্রজাপতি নামে পরিচিত। স্বায়ম্ভুব মনুও ব্রহ্মার আর এক পুত্র দক্ষের মতো প্রজাপতি নামে পরিচিত। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই কন্যা হচ্ছেন আকূতি এবং প্রসূতি। প্রজাপতি রুচি আকূতিকে বিবাহ করেন এবং দক্ষ প্রসূতিকে বিবাহ করেন। এই দুই দম্পতি এবং তাঁদের সন্তানেরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করার জন্য অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি করেন। বিদুরের প্রশ্ন ছিল, "সৃষ্টির আদিতে কিভাবে তাঁরা প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন?"

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলেছিলেন; **প্রজাঃ**—সন্তান; **সৃজ**—উৎপন্ন কর; **ইতি**—এইভাবে; **ভগবান**—পূজনীয়; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **ব্রহ্মণা**—শ্রীব্রহ্মার দ্বারা; **উদিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **সরস্বত্যাম্**—সরস্বতী নদীর তীরে; **তপঃ**—তপস্যা; **তেপে**—অনুশীলন করেছিলেন; **সহস্রাণাম্**—বহু সহস্র; **সমাঃ**—বৎসর; **দশ**—দশ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিয়েছিলেন—প্রজা সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, পরম পূজ্য কর্দম মুনি দশ হাজার বছর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, কর্দম মুনি সিদ্ধি লাভের পূর্বে দশ হাজার বছর ধরে যোগ অনুশীলন করেছিলেন। তেমনই আমাদের জানা আছে যে, বাল্মীকি মুনিও সিদ্ধি লাভের পূর্বে ষাট হাজার বছর ধরে ধ্যান-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। অতএব, যাঁদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, প্রায় এক লক্ষ বছর, তাঁরাই কেবল সার্থকভাবে যোগ অনুশীলন করে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। তা না হলে প্রকৃত সিদ্ধি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। নিয়ম পালন করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা এবং কয়েকটি আসন অভ্যাস করার যে প্রচেষ্টা, তা কেবল যোগ অভ্যাসের প্রাথমিক স্তর। কতগুলি ভণ্ড যোগী আজকাল প্রচার করছে যে, পনের মিনিট ধ্যান করার মাধ্যমেই কেবল সিদ্ধি লাভ করে ভগবান হওয়া সম্ভব। তাদের এই অপপ্রচারে মানুষ যে কি করে আকৃষ্ট হয়, তা আমরা বুঝতে পারি না। এই যুগ (কলি যুগ) হচ্ছে প্রতারণা এবং কলহের যুগ। প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার ঠুনকো প্রস্তাবে যোগ-সিদ্ধি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। জোর দেওয়ার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে, স্পষ্টভাবে তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে, *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব*—এই কলি যুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।

শ্লোক ৭

ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ ।
সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর, সেই তপস্যায়; **সমাধি-যুক্তেন**—সমাধিস্থ অবস্থায়; **ক্রিয়া-যোগেন**—ভক্তিযোগের আরাধনার দ্বারা; **কর্দমঃ**—মহর্ষি কর্দম; **সম্প্রপেদে**—সেবা করেছিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে ; **প্রপন্ন**—শরণাগত জীবেদের; **বরদাশুষম্**—সমস্ত বর প্রদাতা।

অনুবাদ

মহর্ষি কর্দম সমাধিস্থ হয়ে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে সেই তপশ্চর্যা অনুশীলন করার সময়, শরণাগতদের সমস্ত বর আশু প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্যান করার উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কর্দম মুনি দশ হাজার বছর ধরে ধ্যান-যোগের অনুশীলন করেছিলেন, কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য। তাই, কেউ যোগ অনুশীলন করুন অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অনুশীলন করুন, তাদের সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি সমন্বিত হওয়া কর্তব্য। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কোন কিছুই পূর্ণ হতে পারে না। সিদ্ধি এবং আত্ম উপলব্ধির লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ, তিনিই হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর শরণাগত ভক্তদের সমস্ত বাসনাও পূর্ণ করেন। যথার্থ সিদ্ধি লাভ করার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ হচ্ছে সরাসরি পন্থা, এবং অন্যান্য সমস্ত পন্থা যদিও বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু সেইগুলি পরোক্ষ। এই কলি যুগের মানুষেরা যেহেতু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, দরিদ্র, এবং নানা রকম দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, তাই সরাসরি পন্থাটি পরোক্ষ পন্থা থেকে বিশেষভাবে অধিক কার্যকর। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব শ্রেষ্ঠ উপহার দান করে গেছেন—এই কলি যুগে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে হবে।

সম্প্রপেদে হরিম্ কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তিকে *ক্রিয়াযোগেন* শব্দের দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়েছে। কর্দম মুনি কেবল ধ্যানই করেননি, তিনি ভক্তিমূলক সেবাতেও যুক্ত ছিলেন। যোগ অনুশীলন বা ধ্যানে সিদ্ধি লাভের জন্য অবশ্যই শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি ভগবদ্ভক্তির অঙ্গগুলির অনুশীলন করতে হয়। স্মরণও হচ্ছে ধ্যান। কিন্তু কাকে স্মরণ করতে হবে? স্মরণ করতে হবে পরমেশ্বর ভগবানকে। কেবল ভগবানকে স্মরণ করাই নয়, তাঁর কার্যকলাপের কথা অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করতে হবে। এই সমস্ত তত্ত্ব প্রামাণিক শাস্ত্রে রয়েছে। দশ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রকার ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনের পর, কর্দম মুনি ধ্যানের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা এই কলি যুগে সম্ভব নয়, কেননা এই যুগে মানুষের পক্ষে একশ বছর বাঁচাও দুষ্কর। বর্তমান সময়ে, যোগের বিভিন্ন বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করে সিদ্ধি লাভ করা কার পক্ষে সম্ভব? অধিকন্তু, সিদ্ধি তাঁরাই লাভ করতে পারেন, যাঁরা হচ্ছেন শরণাগত আত্মা। যেখানে ভগবানের কোন উল্লেখ নেই, সেখানে শরণাগতি কিভাবে সম্ভব? আর যদি পরমেশ্বর ভগবানেরই ধ্যান না করা হয়, তা হলে যোগ অনুশীলনের সম্ভাবনা কোথায়? দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগের মানুষেরা, বিশেষ করে যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা প্রতারিত হতে চায়। তাই পরমেশ্বর ভগবান তাদের সেই বাসনা পূর্ণ করার জন্য বড় বড় প্রতারকদের প্রেরণ করেন, যারা যোগের নামে তাদের বিপথে পরিচালিত করে, তাদের জীবন ব্যর্থ করে তাদের সর্বনাশ করে। তাই *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ পরিচ্ছেদের সপ্তদশ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহঙ্কারে মত্ত দুষ্কৃতকারীরা অবৈধভাবে সঞ্চিত ধনের গর্বে গর্বিত হয়ে, প্রামাণিক শাস্ত্রের অনুসরণ না করে যোগের অনুশীলন করে। তারা প্রতারিত হতে অভিলাষী নিরীহ মানুষদের থেকে চুরি করা ধনের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত।

শ্লোক ৮

তাবৎপ্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে ।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥ ৮ ॥

তাবৎ—তখন; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুষ্কর-অক্ষঃ**—পদ্ম-সদৃশ নয়ন; **কৃতে যুগে**—সত্য যুগে ; **দর্শয়াম্ আসঃ**—দেখিয়েছিলেন; **তম্**—কর্দম মুনিকে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **শাব্দম্**—যা কেবল বেদের মাধ্যমেই জানা যায়; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **দধৎ**—প্রদর্শন করে; **বপুঃ**—তাঁর দিব্য শরীর।

অনুবাদ

তখন সত্য যুগে, পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবান কর্দম মুনির প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা কেবল বেদের মাধ্যমেই জানা যায়।

তাৎপর্য

এখানে দুইটি বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে যে, কর্দম মুনি সত্য যুগের শুরুতে যখন মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর, তখন যোগ-সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কর্দম মুনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁর কাছে তাঁর রূপ প্রকাশ করেছিলেন, যা কোন রকম কাল্পনিক নয়। কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা পরামর্শ দেয় যে, মানুষ তার কল্পনা অনুসারে অথবা যে রূপ তার ভাল লাগে, সেই অনুসারে কোন রূপের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান কর্দম মুনিকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন, তা বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। *শাব্দং ব্রহ্ম*—ভগবানের রূপ বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্দম মুনি ভগবানের কোন কাল্পনিক রূপ সৃষ্টি করেননি, যে কথা পাষণ্ডীরা ঘোষণা করে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজম্ ।
স্নিগ্ধনীলালকব্রাতবক্ত্রাব্জং বিরজোঽম্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঃ—কর্দম মুনি; **তম্**—তাঁকে; **বিরজম্**—নিষ্কলুষ; **অর্ক-আভম্**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল; **সিত**—শ্বেত; **পদ্ম**—কমল; **উৎপল**—কুমুদ; **স্রজম্**—মালা; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **নীল**—গাঢ় নীল; **অলক**—কেশগুচ্ছ; **ব্রাত**—প্রচুর; **বক্ত্র**—মুখ; **অব্জম্**—পদ্ম-সদৃশ; **বিরজঃ**—নির্মল; **অম্বরম্**—বস্ত্র।

অনুবাদ

কর্দম মুনি জড় কলুষ-রহিত, সূর্যের মতো উজ্জ্বল শ্বেত পদ্ম এবং কুমুদ মালায় বিভূষিত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের পরনে ছিল নির্মল পীত বসন, এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কাল কেশদামের দ্বারা সুশোভিত ছিল।

শ্লোক ১০

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

কিরীটিনম্—মুকুটের দ্বারা শোভিত ; **কুণ্ডলিনম্**—কর্ণ-কুণ্ডলমণ্ডিত; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **ধরম্**—ধারণকারী; **শ্বেত**—শুভ্র; **উৎপল**—কুমুদ; **ক্রীড়নকম্**—খেলনা; **মনঃ**—হৃদয়; **স্পর্শ**—স্পর্শকারী; **স্মিত**—হাস্যোজ্জ্বল; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত।

অনুবাদ

তিনি কিরীট এবং কর্ণ-কুণ্ডলে শোভিত, তাঁর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা বিরাজমান এবং চতুর্থ হস্তে শ্বেত উৎপলরূপ ক্রীড়নক শোভমান। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি সমস্ত ভক্তের হৃদয় হরণ করে।

শ্লোক ১১

বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংসদেশে গরুত্মতঃ ।
দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তুভকন্ধরম্ ॥ ১১ ॥

বিন্যস্ত—স্থাপিত হয়েছে; **চরণ-অম্ভোজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **অংস-দেশে**—স্কন্ধদেশে; **গরুত্মতঃ**—গরুড়ের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **খে**—আকাশে; **অবস্থিতম্**—দণ্ডায়মান; **বক্ষ**—তাঁর বক্ষে; **শ্রিয়ম্**—শ্রীবৎস চিহ্ন; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **কন্ধরম্**—গলা।

অনুবাদ

তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি, এবং তিনি গরুড়ের স্কন্ধে তাঁর চরণদ্বয় স্থাপন করে আকাশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

তাৎপর্য

নবম থেকে একাদশ শ্লোকে ভগবানের চিন্ময় নিত্য রূপের যে বর্ণনা, তা প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা বলে বুঝতে হবে। এই বর্ণনা অবশ্যই কর্দম মুনির কল্পনা নয়। ভগবানের অলঙ্করণ জড় ধারণার অতীত, যে-কথা শঙ্করাচার্যের মতো নির্বিশেষবাদীও স্বীকার করেছেন—জড় সৃষ্টির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের

কোন সম্পর্ক নেই। ভগবানের চিন্ময় বৈচিত্র্য, তাঁর দেহ, তাঁর রূপ, তাঁর বসন, তাঁর নির্দেশ, তাঁর বাণী—জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, তা সবই বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। যোগ অনুশীলনের দ্বারা কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর স্বরূপে দর্শন করেছিলেন। দশ হাজার বছর ধরে যোগ অনুশীলন করার পর, ভগবানের কোন কাল্পনিক রূপ দর্শন করার কোন অর্থ হয় না। তাই যোগ-সিদ্ধির চরম পরিণতি শূন্য বা নির্বিশেষ নয়; পক্ষান্তরে, যোগের সিদ্ধি তখনই লাভ হয়, যখন বাস্তবিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করা যায়। কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করা। প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর ধাম চিন্তামণির দ্বারা রচিত, এবং ভগবান সেখানে শত-সহস্র গোপীগণ দ্বারা সেবিত হয়ে, একজন গোপ-বালক রূপে তাঁর লীলা-বিলাস করেন। এই বর্ণনা প্রামাণিক, এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্যক্তি তা প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করেন, সেই অনুসারে কার্য করেন, সেই বাণী প্রচার করেন এবং প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন।

শ্লোক ১২

জাতহর্ষোঽপতন্মূর্ধ্না ক্ষিতৌ লব্ধমনোরথঃ ।
গীর্ভিস্ত্বভ্যগৃণাৎপ্রীতিস্বভাবাত্মা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

জাত-হর্ষঃ—স্বাভাবিকভাবে আনন্দিত; **অপতৎ**—তিনি পতিত হয়েছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তক সহ; **ক্ষিতৌ**—মাটিতে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **মনঃ-রথঃ**—তাঁর মনোবাসনা; **গীর্ভিঃ**—প্রার্থনা সহকারে; **তু**—এবং; **অভ্যগৃণাৎ**—তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; **প্রীতি-স্বভাব-আত্মা**—যার হৃদয় স্বাভাবিকভাবে সর্বদা প্রেমে পূর্ণ; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—যুক্ত করে।

অনুবাদ

কর্দম মুনি যখন সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর দিব্য মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মস্তক অবনত করে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ ছিল, এবং তিনি কৃতাঞ্জলিপূর্বক ভগবানের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শন করা যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যোগ-সাধনার বর্ণনা করে সব শেষে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপের উপলব্ধি হচ্ছে যোগের সিদ্ধি। আসন তথা অন্যান্য পন্থা অভ্যাস করার পর, অবশেষে সমাধির স্তর লাভ হয়। এই সমাধির স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক রূপ পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়, অথবা তাঁর যথাযথ রূপের দর্শন হয়। *পতঞ্জলি-সূত্র* আদি যোগের প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে সমাধির বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা হচ্ছে দিব্য আনন্দ। পতঞ্জলির *যোগ-সূত্র* প্রামাণিক, আর আধুনিক যুগের তথাকথিত যোগীরা মহাজনদের নির্দেশ আলোচনা না করে, তাদের মনগড়া যে-সমস্ত পন্থা সৃষ্টি করছে, সেইগুলি হাস্যকর। পতঞ্জলির যোগের পন্থাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গ-যোগ। কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা পতঞ্জলির যোগের পন্থাকে কলুষিত করে, কেননা তারা হচ্ছে অদ্বৈতবাদী। পতঞ্জলি বর্ণনা করেছেন যে, আত্মা যখন পরমাত্মাকে দর্শন করে, তখন সে দিব্য আনন্দ অনুভব করে। যদি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তা হলে নির্বিশেষবাদীদের অদ্বৈতবাদ আপনা থেকেই নিরস্ত হয়ে যায়। তাই কখনও কখনও নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদী দার্শনিকেরা পতঞ্জলির সূত্রকে তাদের মনগড়া মতবাদের দ্বারা বিকৃত করে, সমস্ত যোগের পন্থাকে কলুষিত করে দেয়।

পতঞ্জলির মতে, কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি প্রকৃত দিব্য স্থিতি লাভ করেন, এবং সেই অবস্থার উপলব্ধিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক শক্তি। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মানুষ জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়। সেই সমস্ত মানুষদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে (১) ধার্মিক হওয়া, (২) অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হওয়া, (৩) ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হওয়া, এবং অবশেষে, (৪) ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। নির্বিশেষবাদীদের মতে, যোগী যখন তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তখন সে কৈবল্য নামক সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কৈবল্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির স্তর। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং পূর্ণ আত্ম উপলব্ধির স্তরেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তা হৃদয়ঙ্গম করার নাম হচ্ছে কৈবল্য; পতঞ্জলির ভাষায় তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক শক্তির উপলব্ধি। তাঁর মতে মানুষ যখন জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, আত্মা এবং পরমাত্মার উপলব্ধিতে স্থিত হয়, তাকে বলা হয় চিৎ-শক্তি। পূর্ণ চিন্ময় উপলব্ধিতে দিব্য আনন্দের অনুভব হয়, এবং *ভগবদ্গীতায়* সেই আনন্দকে পরম সুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা জড় ইন্দ্রিয়

অনুভূতির অতীত। সমাধি দুই প্রকার—*সম্প্রজ্ঞাত* আর *অসম্প্রজ্ঞাত*, অর্থাৎ মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং আত্ম উপলব্ধি। সমাধিতে অথবা অসম্প্রজ্ঞাত স্তরে চিন্ময়-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের চিন্ময় রূপকে উপলব্ধি করা যায়। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির চরম লক্ষ্য।

পতঞ্জলির মতে কেউ যখন ভগবানের পরম রূপ নিরন্তর দর্শন করেন, সেইটি হচ্ছে সিদ্ধ অবস্থা, যা কর্দম মুনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগের প্রাথমিক সিদ্ধির স্তর অতিক্রম করে, এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চরম উপলব্ধি হয় না। অষ্টাঙ্গ-যোগের আটটি সিদ্ধি রয়েছে। যিনি সেইগুলি লাভ করেছেন, তিনি হালকা থেকে হালকা এবং ভারি থেকে ভারি হতে পারেন, এবং তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি পেতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত জড় সাফল্য লাভ করা যোগের চরম সিদ্ধি বা অন্তিম লক্ষ্য নয়। যোগের অন্তিম লক্ষ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে—কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর নিত্য স্বরূপে দর্শন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি শুরু হয় জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, এবং কেউ যখন সেই স্তর প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁর অধঃপতনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে কেউ যদি সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে চান, অথচ সেই সঙ্গে কোন রকম ভৌতিক শক্তি লাভ করার প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, তা হলে তাঁর প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ভণ্ড যোগীরা যে জড় সুখভোগের জন্য মানুষদের অনুপ্রাণিত করে, তার সঙ্গে চিন্ময় আনন্দের দিব্য উপলব্ধির কোন সম্বন্ধ নেই। ভক্তিযোগের প্রকৃত ভক্তেরা দেহ ধারণের জন্য যতটুকু ভৌতিক বস্তুর প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই গ্রহণ করেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের সমস্ত আড়ম্বর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার জন্য তাঁরা সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন।

শ্লোক ১৩

ঋষিরুবাচ

জুষ্টং বতাদ্যাখিলসত্ত্বরাশেঃ
সাংসিদ্ধ্যমক্ষোস্তব দর্শনান্নঃ ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভি-
রাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি বললেন; **জুষ্টম্**—প্রাপ্ত হয়; **বত**—আহা; **অদ্য**—এখন; **অখিল**—সমস্ত; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের; **রাশেঃ**—যিনি আধার-স্বরূপ; **সাংসিদ্ধ্যম্**—পূর্ণ

সফলতা; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুদ্বয়ের; **তব**—আপনার; **দর্শনাৎ**—দর্শনের ফলে; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **যৎ**—যার; **দর্শনম্**—দর্শন; **জন্মভিঃ**—জন্মের দ্বারা; **ইড্য**—হে পূজ্য ভগবান; **সদ্ভিঃ**—ক্রমশ পদোন্নতি; **আশাসতে**—আকাঙ্ক্ষা করে; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **রূঢ়-যোগাঃ**—যোগ-সিদ্ধি লাভ করে।

অনুবাদ

মহর্ষি কর্দম বললেন—হে পরম আরাধ্য ভগবান! সমস্ত অস্তিত্বের উৎস, আপনাকে দর্শন করে আমার চক্ষুদ্বয় আজ পূর্ণরূপে সার্থক হল। মহান যোগীরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আপনার চিন্ময় রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে সমস্ত সত্ত্বগুণ এবং সমস্ত আনন্দের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সত্ত্বগুণে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই যখন কারও দেহ, মন এবং কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তিনি সত্ত্বগুণের সর্বোচ্চ পূর্ণতার স্তর প্রাপ্ত হন। কর্দম মুনি বলছেন—"হে প্রভু, আপনি যে সব কিছুর উৎস, তা সত্ত্বগুণের প্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার ফলে, আমার দৃষ্টি আজ সার্থক হয়েছে।" এই ধরনের উক্তি শুদ্ধ ভক্তি-ব্যঞ্জক; ভগবদ্ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা সাধন হয়, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে। দর্শন ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে, তখন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; শ্রবণেন্দ্রিয় যখন ভগবানের মহিমা শ্রবণে যুক্ত হয়, তখন তা সার্থক হয়; রসনেন্দ্রিয় যখন ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করে, তখন তা সার্থক হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে যুক্ত হয়, তখন তাঁর সেই পূর্ণতাকে বলা হয় ভক্তিযোগ, যার অর্থ হচ্ছে জড় বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করে, ভগবানের সেবায় সেইগুলিকে যুক্ত করা। কেউ যখন জীবনের বদ্ধ অবস্থা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে, পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর সেই সেবাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। কর্দম মুনি স্বীকার করেছেন যে, ভক্তিযোগে সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করাই হচ্ছে দৃষ্টির সার্থকতা। কর্দম মুনি দর্শনের এই সর্বোচ্চ পূর্ণতা সম্বন্ধে অতি স্তুতি করেননি। তিনি প্রমাণ দিয়েছেন যে, যাঁরা প্রকৃত পক্ষে যোগে উন্নত, তাঁরা জন্ম-জন্মান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ দর্শন করার অভিলাষ করেন। তিনি কোন মিথ্যা যোগী ছিলেন না। যাঁরা প্রকৃতই মহান, তাঁরা কেবল ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করার কামনা করেন।

শ্লোক ১৪

যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎ-
পাদারবিন্দং ভবসিন্ধুপোতম্ ।
উপাসতে কামলবায় তেষাং
রাসীশ কামান্নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

যে—যারা; **মায়য়া**—মোহিনী শক্তির দ্বারা; **তে**—আপনার; **হত**—ভ্রষ্ট হয়েছে; **মেধসঃ**—যাদের বুদ্ধি; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **সিন্ধু**—সমুদ্র; **পোতম্**—তরণি; **উপাসতে**—পূজা করে; **কাম-লবায়**—নগণ্য সুখের জন্য; **তেষাম্**—তাদের; **রাসি**—আপনি দান করেন; **ঈশ**—হে ভগবান; **কামান্**—বাসনাসমূহ; **নিরয়ে**—নরকে; **অপি**—ও; **যে**—যে-বাসনা; **স্যুঃ**—লাভ করা যায়।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আদর্শ তরণি। মায়ার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, কেবল তারাই নারকীদেরও প্রাপ্য অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সেই পাদপদ্মের আরাধনা করে। কিন্তু, হে প্রভু! আপনি এতই দয়াময় যে, এমন কি তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন—যাঁরা জড় সুখ কামনা করেন, এবং যাঁরা ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। নারকীয় অবস্থায় জীবন যাপনকারী কুকুর এবং শূকরেরাও জড় সুখ প্রাপ্ত হয়। শূকরও পূর্ণমাত্রায় আহার, নিদ্রা, এবং মৈথুন-সুখ উপভোগ করে, এবং জড় অস্তিত্বের এই প্রকার নারকীয় সুখ উপভোগ করে, তারা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। আধুনিক যুগের যোগীরা উপদেশ দেয় যে, যেহেতু ইন্দ্রিয় রয়েছে, তাই সেইগুলিকে কুকুর-বিড়ালের মতো পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ যোগ অনুশীলন করে যেতে পারে। কর্দম মুনি এখানে সেই প্রকার মতবাদের নিন্দা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, এই প্রকার জড় সুখ নারকীয় পরিবেশে কুকুর-বিড়ালেরাও লাভ করে থাকে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তথাকথিত যোগীরা যদি এই প্রকার নারকীয় সুখের ফলে তৃপ্ত হয়, তা হলে

তিনি তাদের বাসনা অনুসারে, জড় সুখভোগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দান করেন, কিন্তু তারা কর্দম মুনির মতো সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

নারকীয় এবং আসুরিক ব্যক্তিরা পরম সিদ্ধি যে কি তা জানে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। তারা উপদেশ দেয় যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং কয়েকটি অভ্যাসের অনুশীলন করে, সহজেই সিদ্ধি লাভ করা যেতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তিদের এখানে *হতমেধসঃ*, অর্থাৎ 'যাদের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা যোগ অথবা ধ্যানের সিদ্ধির মাধ্যমে জড় সুখভোগ করতে চায়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। তেমনই এখানেও কর্দম মুনি বলেছেন যে, যারা যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে জড় সুখ উপভোগ করতে চায়, তাদের মেধা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা হচ্ছে এক নম্বরের মূর্খ। প্রকৃত পক্ষে, বুদ্ধিমান যোগ-সাধকের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার মাধ্যমে ভব-সাগর অতিক্রম করা, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন করা ছাড়া অন্য আর কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করা। কিন্তু, ভগবান এতই কৃপাময় যে, এমন কি আজও যাদের মেধা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারাও বিড়াল, কুকুর অথবা শূকর শরীর লাভ করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধন এবং যৌন সুখ উপভোগ করার বর লাভ করে। *ভগবদ্গীতায়* তাঁর সেই আশীর্বাদ প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন—"মানুষ আমার কাছ থেকে যা পেতে চায়, আমি তার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ করি।"

শ্লোক ১৫

তথা স চাহং পরিবোঢুকামঃ
সমানশীলাং গৃহমেধধেনুম্ ।
উপেয়িবান্মূলমশেষমূলং
দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য ॥ ১৫ ॥

তথা—তেমনই; **সঃ**—আমি স্বয়ং; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **পরিবোঢুকামঃ**—বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে; **সমান-শীলাম্**—অনুরূপ কন্যা; **গৃহ-মেধ**—বিবাহিত জীবনে; **ধেনুম্**—কামধেনু; **উপেয়িবান্**—উপগত হয়েছি; **মূলম্**—মূল (পাদপদ্ম); **অশেষ**—প্রত্যেক বস্তুর; **মূলম্**—উৎস; **দুরাশয়ঃ**—কামপূর্ণ বাসনা সহকারে; **কাম-দুঘ**—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; **অঙ্ঘ্রিপস্য**—বৃক্ষ-স্বরূপ আপনার।

অনুবাদ

তাই কামধেনুর মতো যে আমার সমস্ত কাম-বাসনা পূর্ণ করবে, সেই প্রকার আমারই মতো স্বভাব-বিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করার বাসনায় আমিও আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছি, কেননা আপনি কল্পবৃক্ষ-সদৃশ।

তাৎপর্য

যারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয় তাদের নিন্দা করা সত্ত্বেও, কর্দম মুনি ভগবানের কাছে তাঁর নিজের অক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে বলছেন, "আমি যদিও জানি যে, আপনার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক কিছু চাওয়া উচিত নয়, তবুও আমি আমার মতো স্বভাব-বিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করতে চাই।" 'আমার মতো স্বভাব-বিশিষ্টা' কথাটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বে সম স্বভাব-বিশিষ্ট বালক-বালিকার বিবাহ হত; সম স্বভাব-বিশিষ্ট বালক-বালিকার এই মিলনের ফলে, তারা উভয়েই সুখী হত। প্রায় পঁচিশ বছর আগেও, এবং হয়তো এখনও, ভারতবর্ষে পিতা-মাতারা কুষ্ঠি বিচার করে দেখতেন বালক এবং বালিকার মনোভাব এক রকম কি না, এবং তাদের মিলন সত্যি সত্যি সম্ভব কি না। এই বিবেচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আজকাল এই প্রকার বিবেচনা ব্যতীতই বিবাহ হচ্ছে, এবং তাই বিবাহের অল্প কাল পরেই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হচ্ছে। পূর্বে স্বামী এবং স্ত্রী একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সারা জীবন যাপন করতেন, কিন্তু আজকাল তা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

কর্দম মুনি সম স্বভাব-বিশিষ্টা পত্নী আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কেননা পারমার্থিক এবং জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য পত্নীর সহযোগিতা প্রয়োজন। বলা হয় যে, পত্নী ধর্ম, অর্থ এবং কাম সম্বন্ধীয় সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। সুপত্নী-সমন্বিত পুরুষকে ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে, যে পুরুষের বহু ধন-সম্পদ, সৎ পুত্র এবং সুপত্নী আছে, তাকে ভাগ্যবান বলে গণনা করা হয়েছে। এই তিনের মধ্যে আবার সুপত্নী-সমন্বিত পুরুষকে সব চাইতে ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বিবাহের পূর্বে, তথাকথিত সৌন্দর্য অথবা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের অন্যান্য আকর্ষণগুলির দ্বারা মোহিত না হয়ে, সম স্বভাবশীলা পত্নী মনোনয়ন করা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কলি যুগে যৌন জীবনের ভিত্তিতে বিবাহ হবে; এবং যৌন জীবন ব্যাহত হলেই, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন উঠবে।

কর্দম মুনি উমার কাছে বর প্রার্থনা করতে পারতেন, কেননা উত্তম পত্নী লাভের আশায় উমার পূজা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্দম মুনি পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করাকে শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন, কেননা *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকাম, নিষ্কাম অথবা মুক্তিকামী ব্যক্তিরা সকলেই যেন পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে এক শ্রেণী জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, দ্বিতীয়টি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, এবং অপরটি, যাঁরা হচ্ছেন আদর্শ মানুষ, তাঁরা ভগবানের ভক্ত হতে চান। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবা করার বিনিময়ে কোন কিছু প্রত্যাশা করেন না; তিনি কেবল ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করতে চান। সর্ব অবস্থাতেই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা, কেননা তিনি সকলের বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার লাভ এই যে, জড় সুখভোগের বাসনা থাকলেও, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার ফলে, তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবেন এবং তাঁর আর কোন জড়-জাগতিক বাসনা থাকবে না।

শ্লোক ১৬

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্যা
লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ ।
অহং চ লোকানুগতো বহামি
বলিং চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥ ১৬ ॥

প্রজাপতেঃ—সমস্ত জীবাত্মার প্রভু; **তে**—আপনার; **বচসা**—নির্দেশ অনুসারে; **অধীশ**—হে ভগবান; **তন্ত্যা**—রজ্জুর দ্বারা; **লোকঃ**—বদ্ধ জীব; **কিল**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই সমস্ত; **কাম-হতঃ**—কামনা-বাসনার দ্বারা পরাভূত; **অনুবদ্ধঃ**—বদ্ধ; **অহম্**—আমি; **চ**—এবং; **লোক-অনুগতঃ**—বদ্ধ জীবেদের অনুসরণ করে; **বহামি**—নিবেদন করি; **বলিম্**—পূজার উপচার; **চ**—এবং; **শুক্ল**—হে ধর্ম-মূর্তে; **অনিমিষায়**—শাশ্বত কালরূপে বর্তমান; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সমস্ত জীবাত্মাদের প্রভু এবং নেতা। আপনার পরিচালনায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরা রজ্জুবদ্ধের মতো নিরন্তর তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের

চেষ্টায় যুক্ত। হে ধর্ম-মূর্তে! তাদের অনুসরণ করে, আমিও শাশ্বত কালরূপী আপনাকে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করছি।

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবেদের নায়ক। তিনি তাদের পালক এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজন এবং বাসনা পূরণকারী। কোন জীবই স্বতন্ত্র নয়; সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের করুণার উপর নির্ভরশীল। তাই বেদের নির্দেশ হচ্ছে, সকলেই যেন পরম নায়ক পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেন। *ঈশোপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সব কিছুই যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের, তাই কখনও অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার নিজের বরাদ্দ উপভোগ করা। প্রতিটি জীবের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করা, এবং জাগতিক অথবা পারমার্থিক জীবন উপভোগ করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে—পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন কর্দম মুনি ভগবানের কাছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেননি? প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা সত্ত্বেও কেন তিনি জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করতে চেয়েছিলেন? তার উত্তরে বলা যায় যে, সকলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে তার বর্তমান অবস্থা অনুসারে সুখভোগ করা, কিন্তু তা করতে হবে পরমেশ্বর ভগবান অথবা বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে। বৈদিক শাস্ত্রসমূহকে পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবান আমাদের ইচ্ছা অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করার সুযোগ-সুবিধা দান করেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করার পন্থা প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যে-সমস্ত বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এই জড় জগতে এসেছে, তারা সকলেই প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে বৈদিক অনুশাসনগুলি অনুসরণ করা; তা হলে তা ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করে মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

কর্দম মুনি ভগবানকে *শুক্ল* বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে 'ধর্মের নায়ক'। পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মের অনুশাসনগুলি পালন করা উচিত, কেননা সেই অনুশাসনগুলি ভগবান স্বয়ং দান করেছেন। কেউই ধর্ম তৈরি করতে পারে না; 'ধর্ম' মানে হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন এবং অনুশাসন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, ধর্ম মানে হচ্ছে তাঁর শরণাগত হওয়া। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে

বৈদিক বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া, কেননা মানব-জীবনের পূর্ণতার সেইটি হচ্ছে চরম লক্ষ্য। ধর্মের বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে পুণ্য-জীবন যাপন করা, এবং বিবাহ করে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা উচিত।

শ্লোক ১৭

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ
হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্ ।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধু-
পীযূষনির্যাপিতদেহধর্মাঃ ॥ ১৭ ॥

লোকান্—জড়-জাগতিক বিষয়; **চ**—এবং; **লোক-অনুগতান্**—জড়-জাগতিক বিষয়ের অনুগামী; **পশূন্**—পাশবিক; **চ**—এবং; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **শ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছে; **তে**—আপনার; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্মের; **আতপত্রম্**—ছত্র; **পরস্পরম্**—পরস্পরের সঙ্গে; **ত্বৎ**—আপনার; **গুণ**—গুণাবলীর; **বাদ**—আলোচনার দ্বারা; **সীধু**—মাদকতা সৃষ্টিকারী; **পীযূষ**—অমৃতের দ্বারা; **নির্যাপিত**—নির্বাপিত; **দেহ-ধর্মাঃ**—দেহের মৌলিক আবশ্যকতা সমূহ।

অনুবাদ

কিন্তু, যাঁরা বাঁধাধরা জড়-জাগতিক বিষয়কে এবং এই সকল বিষয়ের পশুতুল্য অনুগামীদের পরিত্যাগ করেছে, এবং পরস্পরের সঙ্গে আপনার গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মাদকতা সৃষ্টিকারী অমৃত আস্বাদন করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জড় দেহের মৌলিক আবশ্যকতাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

বিবাহিত জীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বর্ণনা করার পর, কর্দম মুনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারগুলি জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের জন্য কতগুলি বাঁধাধরা নিয়ম। চারটি পশু প্রবৃত্তি—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—প্রকৃত পক্ষে দেহের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু যাঁরা চিন্ময় কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এই জড় জগতের সমস্ত বাঁধাধরা কার্যকলাপগুলি পরিত্যাগ করে, সব রকম সামাজিক রীতিনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। বদ্ধ জীবেরা

জড়া প্রকৃতি বা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সমন্বিত নিত্য কালের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, আত্মার শাশ্বত বৃত্তিতে অবস্থিত হন। ভৌতিক জীবনের সুখভোগ করার জন্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা, কিন্তু যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের আর এই জড় জগতের বিধি-নিষেধের ভয় থাকে না। এই প্রকার ভক্তেরা জড় কার্যকলাপের রীতিনীতির ধার ধারেন না; তাঁরা নির্ভীকভাবে সেই আশ্রয় অবলম্বন করেন, যা জন্ম-মৃত্যুর চক্ররূপী রৌদ্র থেকে রক্ষাকারী এক ছত্র-স্বরূপ।

জড় জগতে দুঃখভোগ করার আর একটি কারণ হচ্ছে, নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তর। জড় জগতে বদ্ধ জীবের এই অবস্থাকে বলা হয় সংসার। কেউ পুণ্য কর্ম করার ফলে, অত্যন্ত সুন্দর জড় পরিবেশে জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু যেই পন্থায় জন্ম এবং মৃত্যু হয়, তা ভয়ঙ্কর অগ্নির সমান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুরু-বন্দনায় তা বর্ণনা করেছেন। সংসার বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে তিনি দাবানলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারও প্রচেষ্টা ব্যতীত আপনা থেকেই শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে দাবানল জ্বলে উঠে, এবং সেই আগুন কোন অগ্নি-নির্বাপণী বিভাগ বা সহানুভূতিশীল ব্যক্তি নেভাতে পারে না। প্রচণ্ড দাবানল কেবল মুষলধারায় বারি বর্ষণের ফলেই নির্বাপিত হতে পারে। শ্রীগুরুদেবের করুণাকে সেই বারি-বর্ষণকারী মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গুরুদেবের কৃপার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাবারি বর্ষিত হয়, এবং তখনই কেবল কৃষ্ণভক্তিরূপ বারি বর্ষণের ফলে, সংসাররূপী দাবানল নির্বাপিত হয়। সেই কথা এখানেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড়-জাগতিক জীবনের বাঁধাধরা অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে নির্বিশেষবাদীদের মতো তা করলে কোন কাজ হবে না, পক্ষান্তরে ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করলেই কেবল জড় অস্তিত্বের কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যে-সমস্ত মানুষ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের বাঁধাধরা পশু প্রবৃত্তিগুলিকেই মার্জিতভাবে অনুসরণ করে, তথাকথিত সেই সমস্ত সভ্য মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ করে, এই জড় জগতের বদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনকে এখানে *ত্বদ্‌গুণবাদসীধু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের লীলা শ্রবণ এবং কীর্তনরূপ অমৃত পান করার ফলেই কেবল মানুষ এই সংসারের মাদকতা ভুলতে পারে।

শ্লোক ১৮

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং
ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব ।
ষণ্নেম্যনন্তচ্ছদি যৎত্রিণাভি
করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; তে—আপনার; **অজর**—অক্ষয় ব্রহ্মের; **অক্ষ**—অক্ষদণ্ডের উপর; **ভ্রমিঃ**—ঘুরছে; **আয়ুঃ**—আয়ুষ্কাল; **এষাম্**—ভক্তদের; **ত্রয়োদশ**—তের; **অরম্**—চাকার দণ্ড; **ত্রিশতম্**—তিন শত; **ষষ্টি**—ষাট; **পর্ব**—পর্ব; **ষট্**—ছয়; **নেমি**—পরিধি; **অনন্ত**—অসংখ্য; **ছদি**—পাতা; **যৎ**—যা; **ত্রি**—তিন; **নাভি**—নাভি; **করাল-স্রোতঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **আচ্ছিদ্য**—ছেদন করে; **ধাবৎ**—ধাবিত হচ্ছে।

অনুবাদ

আপনার তিন নাভি-সমন্বিত চক্র অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। তার তেরটি দণ্ড (অর), তিন শত ষাটটি পর্ব, ছয়টি পরিধি এবং তাতে অসংখ্য পত্র খচিত রয়েছে। যদিও তার আবর্তন সমগ্র সৃষ্টির আয়ু হরণ করছে, কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবদ্ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কাল ভগবদ্ভক্তের আয়ু প্রভাবিত করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির স্বল্প আচরণের ফলে মহা ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে আত্মার এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তর, এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল তার নিবৃত্তি সম্ভব। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*—ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম-মৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের দিব্য প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। কালকে নিমেষ, ঘণ্টা, মাস, বৎসর, ঋতু, ইত্যাদি অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের জ্যোতিষ বিভাগীয় গণনা অনুসারে এই শ্লোকের বিভাগগুলি বর্ণিত হয়েছে। ছয়টি ঋতু রয়েছে, এবং চার মাস নিয়ে একটি সময় রয়েছে, যাকে

বলা হয় চাতুর্মাস্য। এই প্রকার তিনটি চাতুর্মাস্যে এক বছর হয়। বৈদিক জ্যোতিষ-গণনা অনুসারে, তেরটি মাস রয়েছে। ত্রয়োদশ মাসটিকে বলা হয় আদি মাস বা মল মাস এবং প্রতি তিন বছরে তা যোগ করা হয়। কাল কিন্তু কখনও ভগবদ্ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না। অন্য একটি শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের উদয় এবং অস্তের ফলে, সমস্ত জীবের আয়ু ক্ষয় হয়, কিন্তু তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের আয়ু হরণ করতে পারে না। এখানে কালকে একটি বিরাট চক্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার ৩৬০টি পর্ব, ছয়টি ঋতু হচ্ছে তার ছয়টি পরিধি, এবং ক্ষণরূপে তাতে অসংখ্য পত্র রয়েছে। এই চক্রটি নিত্য ব্রহ্মরূপ অক্ষের উপর আবর্তিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

একঃ স্বয়ং সঞ্জগতঃ সিসৃক্ষয়া-
দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া ।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে
যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

একঃ—এক; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **সন্**—হয়ে; **জগতঃ**—বিশ্বসমূহ; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়; **অদ্বিতীয়য়া**—অদ্বিতীয়; **আত্মন্**—আপনার নিজের; **অধি**—নিয়ন্ত্রণকারী; **যোগ-মায়য়া**—যোগমায়ার দ্বারা; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করেন; **অদঃ**—এই বিশ্ব; **পাসি**—আপনি পালন করেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **গ্রসিষ্যসে**—আপনি বিনাশ করবেন; **যথা**—যেমন; **ঊর্ণ-নাভিঃ**—মাকড়সা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **স্ব-শক্তিভিঃ**—স্বীয় শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি একলাই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃষ্টি করেন। হে পরমেশ্বর! এই জগৎ সৃষ্টি করার বাসনায়, আপনার অন্তরঙ্গা তথা দ্বিতীয়া শক্তি, যোগমায়ার অধীনস্থ শক্তির দ্বারা আপনি তাদের সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং পুনরায় বিনাশ করেন, ঠিক যেমন একটি ঊর্ণনাভ তার শক্তির দ্বারা জাল বোনে এবং পুনরায় তা গ্রাস করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ নির্বিশেষবাদীদের সব কিছুই ঈশ্বর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিরস্ত করে। এখানে কর্দম মুনি বলেছেন, "হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনি একা,

কিন্তু আপনার বহু শক্তি রয়েছে।" এখানে ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঊর্ণনাভ একটি স্বতন্ত্র জীব, এবং তার শক্তির দ্বারা সে জাল বুনে, তাতে খেলা করে এবং তার পর তার ইচ্ছা অনুসারে, তার খেলা সংবরণ করে জালটি গুটিয়ে নেয়। মাকড়সাটি যখন তার লালা দিয়ে জালটি তৈরি করে, তখন সে নির্বিশেষ হয়ে যায় না। তেমনই, জড় এবং পরা প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকাশের দ্বারা সৃষ্টিকর্তা নির্বিশেষ হয়ে যান না। এই প্রার্থনাটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান সচেতন এবং তিনি তাঁর ভক্তের প্রার্থনা শোনেন এবং তা পূর্ণ করেন। তাই, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অর্থাৎ তাঁর রূপ আনন্দময়, জ্ঞানময় এবং নিত্য।

শ্লোক ২০

নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং
যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্ ।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া
লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **বত**—বস্তুত; **অধীশ**—হে ভগবান; **পদম্**—জড় জগৎ; **তব**—আপনার; **ঈপ্সিতম্**—বাসনা; **যৎ**—যা; **মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **তনুষে**—আপনি প্রকাশ করেন; **ভূত-সূক্ষ্মম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ; **অনুগ্রহায়**—কৃপা বর্ষণ করার জন্য; **অস্তু**—হোক; **অপি**—ও; **যর্হি**—যখন; **মায়য়া**—আপনার অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে; **লসৎ**—শোভিত; **তুলস্যা**—তুলসী পত্রের মালার দ্বারা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিলক্ষিতঃ**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার ইচ্ছা না থাকলেও, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আপনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদান-সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেন। আপনার অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হোক। কেননা তুলসী পত্রের মালায় শোভিত আপনার শাশ্বত রূপে আপনি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান স্বেচ্ছায় এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেননি; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তা সৃষ্টি হয়েছে, কেননা বদ্ধ জীবেরা তা

উপভোগ করতে চেয়েছে। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের পরিবর্তে নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকতে চান, তাঁদের জন্য এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের জন্য চিন্ময় জগৎ নিত্য বিরাজমান, এবং তাঁরা সেখানে আনন্দ উপভোগ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের জন্য এই জড় জগৎ নিরর্থক; কেননা এই জড় জগৎ প্রতি পদক্ষেপে বিপদে পূর্ণ। এই জড় জগৎ ভক্তদের জন্য নয়, কিন্তু যারা নিজেদের দায়িত্বে এই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় তাদের জন্য। কৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের অভিলাষী জীবেদের জন্য আর একটি জগৎ সৃষ্টি করেন, যেখানে তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে তা উপভোগ করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বরূপে সেখানে আবির্ভূত হন। ভগবান অনিচ্ছাকৃতভাবে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপে তিনি অবতরণ করেন, অথবা তাঁর প্রিয় পুত্র কিংবা বিশ্বস্ত সেবক বা ব্যাসদেবের মতো মহাজনকে প্রেরণ করেন জীবেদের উপদেশ দেওয়ার জন্য। *ভগবদ্‌গীতার* মাধ্যমে তিনি নিজেও উপদেশ দেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রচার কার্যও চলতে থাকে, যাতে জড় জগতে দুর্দশা-ক্লিষ্ট, পথভ্রষ্ট জীবেরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, পুনরায় তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে। তাই *ভগবদ্‌গীতার* শেষ উপদেশ হচ্ছে—"এই জড় জগতে তোমার মনগড়া সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে, আমার শরণাগত হও। তোমার সমস্ত পাপ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব।"

শ্লোক ২১

তং ত্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং
স্বমায়য়া বর্তিতলোকতন্ত্রম্ ।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদ-
সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ২১ ॥

তম্—সেই; **ত্বা**—আপনি; **অনুভূত্যা**—অনুভূতির দ্বারা; **উপরত**—উপেক্ষিত; **ক্রিয়া**—সকাম কর্মের সুখ; **অর্থম্**—যার ফলে; **স্ব-মায়য়া**—আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা; **বর্তিত**—সম্পাদিত; **লোক-তন্ত্রম্**—জড় জগৎ; **নমামি**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **নমনীয়**—পূজনীয়; **পাদ-সরোজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **অল্পীয়সি**—নগণ্য; **কাম**—বাসনাসমূহ; **বর্ষম্**—বর্ষণ করে।

অনুবাদ

আমি নিরন্তর শরণ গ্রহণের যোগ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা আপনি নগণ্য ব্যক্তিদের উপরও সর্বদা আপনার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আপনার মায়া শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ বিস্তার করেছেন, যাতে সমস্ত জীব আপনাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সকাম কর্ম থেকে বিরক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া, তা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষীই হন, মুক্তিকামীই হন কিংবা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার অভিলাষীই হন, কেননা ভগবান সকলকে তাঁর ঈপ্সিত বর প্রদান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*—যারা সাফল্যের সঙ্গে জড় জগৎকে ভোগ করতে অভিলাষী, ভগবান তাদের সেই বর প্রদান করেন, যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়, ভগবান তাদের মুক্তি দান করেন, আবার যাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হতে চান, তিনি তাঁদের সেই বর দান করেন। জড় সুখভোগের জন্য তিনি বেদে বহু কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন, যাতে মানুষ সেই সমস্ত নির্দেশের অনুসরণ করে, স্বর্গলোকে অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে জড় সুখ উপভোগ করতে পারে। বেদে এই সমস্ত পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। যারা এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদেরও অনুরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন না। যাঁরা জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন, মুক্তি তাঁদেরই জন্য। তাই, *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—যাঁরা এই জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা বর্জন করেছেন, তাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন। যাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চান, তাঁদের জন্য *বেদান্ত-সূত্র* রয়েছে, এবং *বেদান্ত-সূত্রের* প্রকৃত ব্যাখ্যা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* রয়েছে। যেহেতু *ভগবদ্গীতাও বেদান্ত-সূত্র*, তাই *শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্ত-সূত্র* অথবা *ভগবদ্গীতা* হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি তত্ত্বত ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং যখন তিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ব্রহ্ম বা কৃষ্ণের সেবা করতে শুরু করেন, তখন তিনি

কেবল মুক্তই হন না, উপরন্তু তিনি চিন্ময় জীবনে স্থিত হন। তেমনই, যারা জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, তাদের জন্য জড় সুখভোগের বহু বিভাগ রয়েছে; ভৌতিক জ্ঞান এবং জাগতিক বিজ্ঞান রয়েছে, এবং যারা তা উপভোগ করতে চায়, ভগবান তাদের সেই সুযোগ দেন। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যে-কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এখানে *কামবর্ষম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, যাঁরাই ভগবানের অনুগত হন, ভগবান তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন। আর যাঁরা ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসা সত্ত্বেও জড় সুখ উপভোগ করতে চান, তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, কৃষ্ণ তাঁদের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁদের মোহ মুক্ত করেন।

শ্লোক ২২

ঋষিরুবাচ

ইত্যব্যলীকং প্রণুতোহব্জনাভ-
স্তমাবভাষে বচসামৃতেন ।
সুপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ
প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্ভ্রূঃ ॥ ২২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অব্যলীকম্**—নিষ্ঠাপূর্বক; **প্রণুতঃ**—প্রশংসিত হয়ে; **অব্জ-নাভঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **তম্**—কর্দম মুনিকে; **আবভাষে**—উত্তর দিয়েছিলেন; **বচসা**—বাণীর দ্বারা; **অমৃতেন**—অমৃতের মতো মধুর; **সুপর্ণ**—গরুড়ের; **পক্ষ**—স্কন্ধে; **উপরি**—উপর; **রোচমানঃ**—শোভমান; **প্রেম**—স্নেহের; **স্মিত**—হাসা সহকারে; **উদ্বীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত করে; **বিভ্রমৎ**—সঞ্চালন করে; **ভ্রূঃ**—ভ্রূযুগল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—সেই বাক্যের দ্বারা ঐকান্তিকভাবে সংস্তুত হয়ে, গরুড়ের স্কন্ধে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণু অমৃত মধুর বাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন। স্নেহপূর্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে ঋষির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময়, গভীর স্নেহে তাঁর ভ্রূযুগল সঞ্চালিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

বচসামৃতেন শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যখনই ভগবান কিছু বলেন, তিনি চিন্ময় জগৎ থেকে তা বলেন, এই জড় জগৎ থেকে নয়। যেহেতু তিনি চিন্ময়, তাঁর বাণীও চিন্ময়, এবং তাঁর কার্যকলাপও চিন্ময়; তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই চিন্ময়। অমৃত শব্দটির অর্থ হচ্ছে যার কখনও মৃত্যু হয় না। ভগবানের বাণী এবং কার্যকলাপ মৃত্যুহীন; তাই তা জড় জগতের সৃষ্টি নয়। জড় জগতের শব্দ এবং চিন্ময় জগতের শব্দ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। চিন্ময় জগতের শব্দ অমৃত মধুর এবং নিত্য, কিন্তু জড় জগতের শব্দ নীরস এবং নশ্বর। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের ধ্বনি—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—কীর্তনকারীর উৎসাহ নিরন্তর বর্ধন করে। কেউ যদি কোন জড় শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তা হলে কিছুক্ষণ পরেই তার কাছে তা একঘেয়ে লাগবে এবং সে ক্লান্তি অনুভব করবে, কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জপ করলেও কোন রকম ক্লান্তি আসে না; পক্ষান্তরে, কীর্তনকারী আরও অধিক কীর্তন করার অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। ভগবান যখন কর্দম মুনির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, তখন *বচসামৃতেন* শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তিনি চিন্ময় জগৎ থেকে তা বলেছিলেন। তিনি চিন্ময় শব্দের দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন, এবং তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন গভীর স্নেহে তাঁর ভ্রূযুগল সঞ্চালিত হচ্ছিল। ভক্ত যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তিনি অকাতরে তাঁর ভক্তের উপর তাঁর দিব্য আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, কেননা তিনি তাঁর ভক্তের প্রতি সর্বদাই অহৈতুকী কৃপা-পরায়ণ।

শ্লোক ২৩

শ্রীভগবানুবাচ

বিদিত্বা তব চৈত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ ।
যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বিদিত্বা**—অবগত হয়ে; **তব**—তোমার; **চৈত্যম্**—মনোভাব; **মে**—আমার দ্বারা; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—নিশ্চয়ই; **সমযোজি**—আয়োজিত হয়েছিল; **তৎ**—তা; **যৎ-অর্থম্**—যার জন্য; **আত্ম**—মন এবং ইন্দ্রিয়ের; **নিয়মৈঃ**—সংযমের দ্বারা; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **এব**—কেবল; **অহম্**—আমি; **সমর্চিতঃ**—পূজিত হয়েছি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যে জন্য তুমি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা আমার আরাধনা করেছ, তোমার সেই মনোভাব অবগত হয়ে, আমি পূর্বেই তার ব্যবস্থা করেছি।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তাই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি তাদের মনোবাসনা, কার্যকলাপ এবং সব কিছু সম্বন্ধে অবগত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সাক্ষীরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পরমেশ্বর ভগবান কর্দম মুনির হৃদয়ের বাসনা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করার সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে কখনও নিরাশ করেন না—তা তিনি যাই চান না কেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তিপথের প্রতিবন্ধক কোন বিষয়কেই তিনি কখনও অনুমোদন করেন না।

শ্লোক ২৪

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎপ্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্ ।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥

ন—না; বৈ—নিঃসন্দেহে; জাতু—কখনও; মৃষা—নিষ্ফল; এব—কেবল; স্যাৎ—হতে পারে; প্রজা—জীবেদের; অধ্যক্ষ—হে নায়ক; মৎ-অর্হণম্—আমার পূজা; ভবৎ-বিধেষু—আপনার মতো ব্যক্তিদের; অতিতরাম্—সম্পূর্ণরূপে; ময়ি—আমাতে; সংগৃভিত—স্থির; আত্মনাম্—যাদের মন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে জীবাধ্যক্ষ ঋষি! যারা আমার আরাধনার দ্বারা ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে, বিশেষ করে তোমার মতো ব্যক্তিরা, যারা তাদের সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করেছে, তাদের নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাৎপর্য

যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর যদি কোন বাসনা থেকেও থাকে, তা কখনও নিরাশ হয় না। যাঁরা তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁদের বলা হয় *সকাম* এবং

অকাম। যারা জড় সুখভোগের বাসনা নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তাদের বলা হয় সকাম, আর জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা-রহিত যে সমস্ত ভক্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে কেবল ভগবানেরই সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় অকাম। সকাম ভক্তদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। দেহের অথবা মনের ক্লেশের জন্য কেউ ভগবানের আরাধনা করেন, কেউ আবার অর্থ লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, অন্য কেউ তাঁকে যথাযথভাবে জানবার জন্য জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর আরাধনা করেন, এবং অন্য আর কেউ দার্শনিকের মতো গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানতে চান। এই চার শ্রেণীর ব্যক্তিরাই কখনও নিরাশ হন না; তাঁদের আরাধনা অনুসারে তাঁরা অভীষ্ট ফল লাভ করেন।

শ্লোক ২৫

প্রজাপতিসুতঃ সম্রাণ্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্ ॥ ২৫ ॥

প্রজাপতি-সুতঃ—ব্রহ্মার পুত্র; **সম্রাট্**—সম্রাট; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **বিখ্যাত**—সুপ্রসিদ্ধ; **মঙ্গলঃ**—যাঁর শুভ কার্য; **ব্রহ্মাবর্তম্**—ব্রহ্মাবর্ত; **যঃ**—যিনি; **অধিবসন্**—বাস করে; **শাস্তি**—শাসন করেন; **সপ্ত**—সাত; **অর্ণবাম্**—সমুদ্র; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

ব্রহ্মার পুত্র সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু, যিনি তাঁর ধর্ম আচরণের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মাবর্তে অবস্থান করে, সপ্ত সাগর-সমন্বিতা এই পৃথিবী শাসন করছেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও বলা হয় যে, ব্রহ্মাবর্ত হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের একটি অংশ অথবা কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে অবস্থিত, কেননা কুরুক্ষেত্রে দেবতাদের পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য মতে, ব্রহ্মাবর্ত হচ্ছে ব্রহ্মালোকের একটি স্থান, যেখানে স্বায়ম্ভুব মনু শাসন করেছিলেন। এই পৃথিবীর উপর এমন অনেক স্থান রয়েছে, যা উচ্চলোকেও রয়েছে; উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরা আদি স্থান রয়েছে, যেগুলি কৃষ্ণলোকেও নিত্য বিরাজমান। পৃথিবীর উপর এমনই অনেক নাম রয়েছে, এবং এই বর্ণনা অনুসারে, হয়তো বরাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু এই পৃথিবীও শাসন করেছিলেন।

মঙ্গলঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *মঙ্গল* মানে হচ্ছে যিনি ধর্ম অনুষ্ঠান, শাসন ক্ষমতা, শুচিতা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের দ্বারা ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হয়ে সর্বতোভাবে উন্নত। *বিখ্যাত* মানে হচ্ছে 'সুপ্রসিদ্ধ'। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণাবলী এবং ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ২৬

স চেহ বিপ্র রাজর্ষির্মহিষ্যা শতরূপয়া ।
আয়াস্যতি দিদৃক্ষুস্ত্বাং পরশ্বো ধর্মকোবিদঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে; **বিপ্র**—হে পবিত্র ব্রাহ্মণ; **রাজ-ঋষিঃ**—ঋষি-সদৃশ রাজা; **মহিষ্যা**—তাঁর মহিষী সহ; **শতরূপয়া**—শতরূপা নামক; **আয়াস্যতি**—আসবে; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **ত্বাম্**—তোমাকে; **পরশ্বঃ**—পরশু দিন; **ধর্ম**—ধর্মানুষ্ঠানে; **কোবিদঃ**—সুদক্ষ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ। ধর্ম অনুষ্ঠানে সুদক্ষ, সেই বিখ্যাত সম্রাট তার পত্নী শতরূপা সহ তোমাকে দর্শন করার জন্য পরশু দিন এখানে আসবে।

শ্লোক ২৭

আত্মজামসিতাপাঙ্গীং বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্ ।
মৃগয়ন্তীং পতিং দাস্যত্যনুরূপায় তে প্রভো ॥ ২৭ ॥

আত্ম-জাম্—তার কন্যা; **অসিত**—কৃষ্ণ; **অপাঙ্গীম্**—চক্ষু; **বয়ঃ**—বয়ঃপ্রাপ্তা; **শীল**—স্বভাব; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **অন্বিতাম্**—সমন্বিতা; **মৃগয়ন্তীম্**—অন্বেষণ করে; **পতিম্**—পতি; **দাস্যতি**—দান করবে; **অনুরূপায়**—উপযুক্ত; **তে**—তোমাকে; **প্রভো**—হে মহোদয়।

অনুবাদ

তার এক বয়ঃপ্রাপ্তা, সুন্দর স্বভাব এবং সৎ গুণাবলী সমন্বিতা কৃষ্ণ-নয়না কন্যা রয়েছে। সে তার উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। হে মহোদয়! তার পিতা-মাতা সর্বতোভাবে তার যোগ্য প্রার্থী তোমার হস্তে তাদের কন্যাকে তোমার পত্নীরূপে অর্পণ করার জন্য তোমাকে দর্শন করতে আসবে।

তাৎপর্য

কন্যার জন্য সৎ পাত্রের অন্বেষণ করার দায়িত্ব সর্বদাই মাতা-পিতার উপর ন্যস্ত থাকে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনু এবং তাঁর পত্নী তাঁদের কন্যাকে সম্প্রদান করার জন্য কর্দম মুনিকে দেখতে আসছিলেন, কেননা তাঁদের সুযোগ্যা কন্যার উপযুক্ত গুণ-সমন্বিত পাত্রের অন্বেষণ তাঁরা করছিলেন। এটিই হচ্ছে পিতা-মাতার কর্তব্য। পতির অন্বেষণ করার জন্য মেয়েদের কখনও রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হত না, কেননা বয়স্থা মেয়েরা যখন পুরুষের অন্বেষণ করে, তখন পাত্রটি সত্যি সত্যি তাদের উপযুক্ত কি না তা বিবেচনা করতে তারা ভুলে যায়। যৌন বাসনার বশবর্তী হয়ে মেয়েরা যে-কোন মানুষকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু পিতা-মাতারা যদি পতি মনোনয়ন করেন, তা হলে তাঁরা বিবেচনা করেন কাকে মনোনয়ন করা উচিত এবং কাকে উচিত নয়। বৈদিক প্রথায় তাই পিতা-মাতা তাঁদের কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পণ করতেন; কন্যাকে কখনও স্বতন্ত্রভাবে তার পতি মনোনয়ন করতে দেওয়া হত না।

শ্লোক ২৮

সমাহিতং তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্ ।
সা ত্বাং ব্রহ্মন্নৃপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

সমাহিতম্—স্থির হয়েছে; **তে**—তোমার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যত্র**—যার প্রতি; **ইমান্**—এই সবের জন্য; **পরিবৎসরান্**—বহু বৎসর; **সা**—সে; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **নৃপ-বধূঃ**—রাজকন্যা; **কামম্**—তোমার বাসনা অনুসারে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **ভজিষ্যতি**—সেবা করবে।

অনুবাদ

হে পবিত্র ঋষি। তুমি এত বছর ধরে যার কথা তোমার হৃদয়ে চিন্তা করেছ, সেই রাজকুমারী ঠিক সেই রকমই হবে। অচিরেই সে তোমার হবে এবং পূর্ণ তৃপ্তি সম্পাদনপূর্বক তোমার সেবা করবে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্তের হৃদয়ের বাসনা অনুসারে তাঁকে সমস্ত বর দান করেন, তাই ভগবান কর্দম মুনিকে বলেছেন, "যে বালিকাটির সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে, সে

এক রাজকন্যা, সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, তাই সে তোমার যোগ্য।" ভগবানের কৃপার ফলেই কেবল মনোবাসনা অনুসারে পত্নী লাভ হয়। তেমনই, ভগবানের কৃপার প্রভাবেই বালিকার হৃদয়ের বাসনা অনুসারে যোগ্য পতি লাভ হয়। তাই বলা হয় যে, আমরা যদি আমাদের জড়-জাগতিক সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদনের ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তা হলে সব কিছুই আমাদের হৃদয়ের বাসনা অনুসারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, সমস্ত অবস্থাতেই আমাদের অবশ্যই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হবে। মানুষ আবেদন করে আর ভগবান তা অনুমোদন করেন। তাই, বাসনার চরিতার্থতা পরমেশ্বর ভগবানের উপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত; সেটিই হচ্ছে সর্বোত্তম সমাধান। কর্দম মুনি কেবল এক পত্নী লাভের বাসনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তাঁর জন্য সম্রাটের দুহিতা রাজকুমারীকে মনোনয়ন করেছিলেন। এইভাবে কর্দম মুনি এক আশাতীত পত্নী লাভ করেছিলেন। আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করি, তা হলে আমরা যা লাভ করব তার ঐশ্বর্য আমাদের বাসনার অতীত হবে।

এখানে এইটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কর্দম মুনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন ক্ষত্রিয়। অতএব, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের প্রচলন তখনও ছিল। সেই প্রথায় ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করতে পারতো, কিন্তু ব্রাহ্মণের কন্যাকে ক্ষত্রিয় বিবাহ করতে পারতো না। বৈদিক ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতিকে তাঁর কন্যা দান করেছিলেন, কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন; ব্রাহ্মণের বিশেষ অনুমতির ফলেই কেবল তাঁরা বিবাহ করতে পেরেছিলেন। তাই পুরাকালে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে, ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের প্রথা বর্জিত ছিল না, তবে তা সামাজিক প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

শ্লোক ২৯

যা ত আত্মভৃতং বীর্যং নবধা প্রসবিষ্যতি ।
বীর্যে ত্বদীয়ে ঋষয় আধাস্যন্ত্যঞ্জসাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

যা—সে; **তে**—তোমার দ্বারা; **আত্ম-ভৃতম্**—তার মধ্যে স্থাপিত; **বীর্যম্**—বীর্য; **নব-ধা**—নয় কন্যা; **প্রসবিষ্যতি**—প্রসব করবে; **বীর্যে ত্বদীয়ে**—তোমার

দ্বারা উৎপন্ন কন্যাদের; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **আধাস্যন্তি**—আধান করবে; **অঞ্জসা**—সমগ্র; **আত্মনঃ**—সন্তান।

অনুবাদ

তোমার বীর্য ধারণ করে সে নয়টি কন্যা প্রসব করবে, এবং তোমার সেই কন্যাদের মাধ্যমে ঋষিরা সন্তান উৎপাদন করবেন।

শ্লোক ৩০

ত্বং চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—তুমি; **চ**—এবং; **সম্যক্**—সুষ্ঠুভাবে; **অনুষ্ঠায়**—সম্পাদন করে; **নিদেশম্**—আদেশ; **মে**—আমার; **উশত্তমঃ**—সম্পূর্ণরূপে নির্মল; **ময়ি**—আমাকে; **তীর্থী-কৃত**—সমর্পণ করে; **অশেষ**—সমস্ত; **ক্রিয়া**—কর্মের; **অর্থঃ**—ফল; **মাম্**—আমাকে; **প্রপৎস্যসে**—তুমি লাভ করবে।

অনুবাদ

আমার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার ফলে তুমি নির্মল হৃদয়-সম্পন্ন হয়ে, তোমার সমস্ত কর্মের ফল আমাকে সমর্পণ করে, তুমি অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

এখানে *তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থ* — কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *তীর্থ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সেই পবিত্র স্থান, যেখানে দান করা হয়। মানুষ তীর্থস্থানগুলিতে গিয়ে মুক্ত হস্তে দান করতেন। এই প্রথাটি এখনও প্রচলিত রয়েছে। তাই ভগবান বলেছেন, "তোমার কর্ম এবং তোমার কর্মের ফল পবিত্র করার জন্য, তুমি সব কিছু আমাকে নিবেদন করবে।" সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন করা হয়েছে—"তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যে যজ্ঞ কর, সেই সবের ফল আমাকে দান কর।" *ভগবদ্গীতায়* অন্য আর এক জায়গায় ভগবান বলেছেন, "সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তপস্যা, এবং মানব-জাতি অথবা সমাজের কল্যাণের জন্য যা কিছু করা হয়, তা

সবেরই ভোক্তা হচ্ছি আমি।" তাই, পরিবার, সমাজ, দেশ অথবা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য যা কিছু করা হয়, তা সবই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। সেই উপদেশ ভগবান কর্দম মুনিকে দিয়েছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, "যেখানেই আপনি উপস্থিত, সেই স্থানটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই আপনার হৃদয়ে বিরাজমান।" তেমনই, আমরা যদি ভগবান এবং তাঁর ভক্তের পরিচালনায় কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করি, তা হলে সব কিছুই পবিত্র হয়ে যায়। সেই ইঙ্গিত কর্দম মুনিকে দেওয়া হয়েছিল, যিনি সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সর্বোত্তম পত্নী এবং পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৩১

কৃত্বা দয়াং চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্ ।
ময্যাত্মানং সহ জগদ্ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্ ॥ ৩১ ॥

কৃত্বা—প্রদর্শন করে; **দয়াম্**—অনুকম্পা; **চ**—এবং; **জীবেষু**—জীবেদের প্রতি; **দত্ত্বা**—দান করে; **চ**—এবং; **অভয়ম্**—নিরাপত্তার আশ্বাস; **আত্ম-বান্**—আত্মতত্ত্ববেত্তা; **ময়ি**—আমাতে; **আত্মানম্**—তুমি নিজেকে; **সহ জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড সহ; **দ্রক্ষ্যসি**—দর্শন করবে; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তুমি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবে। সকলকে অভয় প্রদান করে, তুমি নিজেকে এবং সমগ্র জগৎকে আমার মধ্যে দর্শন করবে, এবং আমাকেও তোমার মধ্যে দেখতে পাবে।

তাৎপর্য

এখানে প্রতিটি জীবের পক্ষে আত্ম উপলব্ধির সরল পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম যে তত্ত্বটি জানতে হবে তা হচ্ছে, এই জগৎ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এই জগতের একটি সম্পর্ক রয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তভাবে এই সম্পর্কটি স্বীকার করে; তারা বলে যে, পরমতত্ত্ব

এই জগৎরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করার ফলে, তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। তাই, তারা মনে করে যে, এই জগৎ এবং এখানকার সব কিছুই হচ্ছে ভগবান। সেইটি হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ, যাতে সব কিছুকেই ভগবান বলে মনে করা হয়। সেইটি নির্বিশেষবাদীদের মতবাদ। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি বলে মনে করেন। আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ; তাই, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। সেইটি হচ্ছে একত্ব। নির্বিশেষবাদী এবং সবিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু সবিশেষবাদীরা ভগবানকে স্বীকার করেন; তাঁরা জানেন যে, যদিও তিনি নিজেকে এতরূপে বিস্তার করেছেন, তবুও তাঁর স্বতন্ত্র সবিশেষ অস্তিত্ব রয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে—"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই।" এই সম্পর্কে সূর্য এবং সূর্য-কিরণেব খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূর্য-কিরণের মাধ্যমে সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত, এবং সমস্ত গ্রহগুলি সূর্য-কিরণকে আশ্রয় করে রয়েছে; কিন্তু সমস্ত গ্রহগুলি সূর্যলোক থেকে ভিন্ন। কেউই বলতে পারে না যে, যেহেতু গ্রহগুলি সূর্য-কিরণের আশ্রয়ে রয়েছে, তাই গ্রহগুলিও সূর্য। তেমনই, নির্বিশেষবাদী বা সর্বেশ্বরবাদীদের যে-ধারণা—সব কিছুই ভগবান, তা খুব একটা বুদ্ধিমানের প্রস্তাব নয়। প্রকৃত অবস্থা যা ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন তা হচ্ছে—যদিও ভগবান ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবান। তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন। তাই এখানেও ভগবান বলেছেন, "তুমি এই জগতে প্রতিটি বস্তুকে আমার থেকে অভিন্ন দেখবে।" তার অর্থ হচ্ছে সব কিছুই ভগবানের শক্তির প্রকাশ বলে বুঝতে হবে, এবং তাই সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। শক্তিকে শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত করাই কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে শক্তির সার্থকতা।

এই শক্তিকে আত্ম-হিতার্থে যথাযথভাবে তিনিই উপযোগ করতে পারেন, যিনি দয়ালু। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই দয়াপরবশ। তিনি নিজে ভক্ত হয়ে তৃপ্ত হন না, তিনি সকলের কাছে সেই ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করেন। অনেক ভগবদ্ভক্ত আছেন যাঁরা জনসাধারণের কাছে সেই ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করতে গিয়ে বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সেইটি করা কর্তব্য।

আরও বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ভগবানের মন্দিরে গিয়ে গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না

অথবা অন্য ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, তিনি হচ্ছেন কনিষ্ঠ ভক্ত মধ্যম অধিকারী ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যিনি পতিত জীবেদের প্রতি দয়া এবং করুণ প্রদর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী ভক্ত সর্বদাই নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে জানেন; তাই তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ, সাধারণ মানুষদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, তাদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, এবং অভক্তদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না অথবা তাদের সঙ্গ করেন না। ভগবদ্ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও যিনি সাধারণ মানুষদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন না, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। উত্তম ভক্ত সমস্ত জীবেদের আশ্বাস দেন যে, এই জড় জগতে ভয় করার কিছু নেই— "এসো আমরা কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করি এবং জড় অস্তিত্বের অজ্ঞানকে জয় করি।"

এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, কর্দম মুনি তাঁর গৃহস্থ জীবনে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে এবং সন্ন্যাস আশ্রমে সকলকে অভয় দান করতে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সকলকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করা। তাঁর কর্তব্য সর্বত্র ভ্রমণ করে, ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে জ্ঞানের আলো প্রদান করা। গৃহস্থেরা মায়ার বশীভূত হয়ে পারিবারিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পড়ে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। এই বিস্মৃতিতে যদি কুকুর-বিড়ালের মতো তার মৃত্যু হয়, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। তাই, সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে, বিস্মৃত জীবেদের ভগবানের সঙ্গে তাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে, তাদেরকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করে জাগরিত করা। ভক্তের কর্তব্য পতিত জীবেদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে অভয় দান করা। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তাঁর প্রত্যয় হয় যে, ভগবান সর্বদাই তাঁকে রক্ষা করছেন। ভয় স্বয়ং ভগবানকে ভয় করে; তাই ভগবদ্ভক্তের আর কিসের ভয়?

সাধারণ মানুষদের অভয় দান করাই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ পরোপকার। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এবং দেশে দেশে, পৃথিবীর সর্বত্র সাধ্যমতো ভ্রমণ করে, গৃহস্থদের কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান দান করা। সন্ন্যাসী কর্তৃক যে-গৃহস্থ দীক্ষিত, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে, এবং কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক পাঠের আয়োজন করে, গৃহে থেকে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। পাঠ করা মানে হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা এবং *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনা করা। কৃষ্ণভাবনা প্রচার করার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে, এবং প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসী গুরুর কাছ থেকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা। ভগবানের সেবায়

শ্রম-বিভাগ রয়েছে। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন করা, কেননা সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে অর্থ উপার্জন না করে, সর্বতোভাবে গৃহস্থদের উপর নির্ভর করা। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা, এবং তাঁর আয়ের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কৃষ্ণভক্তির প্রচার কার্যে ব্যয় করা; শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা এবং বাকি পঁচিশ ভাগ কোন জরুরী অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রাখা। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে গেছেন, তাই ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে তা অনুসরণ করা।

প্রকৃত পক্ষে, ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ভগবানের স্বার্থের সঙ্গে এক হওয়া। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থ ভগবানের মতো মহান হওয়া নয়। তা কখনও সম্ভব নয়। অংশ কখনই পূর্ণের সমান হতে পারে না। জীব সর্বদাই ভগবানের অণুসদৃশ একটি অংশ। তাই ভগবানের সঙ্গে তার একত্বের অর্থ হচ্ছে, তার স্বার্থ ভগবানের স্বার্থের সঙ্গে এক। ভগবান চান যে, প্রতিটি জীব যেন সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করে, যেন তাঁর ভক্ত হয় এবং তাঁকে পূজা করে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্ত* । শ্রীকৃষ্ণ চান সকলেই যেন সর্বদা তাঁর চিন্তা করেন এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন। এই হচ্ছে পরমেশ্বরের ইচ্ছা, ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করা।

ভগবান যেহেতু অসীম, তাই তাঁর ইচ্ছাও অসীম। তার কোন সমাপ্তি নেই, এবং তাই ভক্তের সেবাও অসীম। চিৎ-জগতে ভগবান এবং তাঁর সেবকের মধ্যে এক অন্তহীন প্রতিযোগিতা হয়। ভগবান অন্তহীনভাবে তাঁর বাসনা চরিতার্থ করতে চান এবং ভক্তও তাঁর সেই অন্তহীন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর সেবা করেন। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে এক অন্তহীন স্বার্থের ঐক্য রয়েছে।

শ্লোক ৩২

সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্যেণ মহামুনে।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্ ॥ ৩২ ॥

সহ—সহ; **অহম্**—আমি; **স্ব-অংশ-কলয়া**—আমার অংশ-কলায়; **তৎ-বীর্যেণ**—তোমার বীর্যের দ্বারা; **মহা-মুনে**—হে মহর্ষি; **তব ক্ষেত্রে**—তোমার পত্নীতে; **দেবহূত্যাম্**—দেবহূতিতে; **প্রণেষ্যে**—আমি উপদেশ দেব; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্বের; **সংহিতাম্**—নির্দিষ্ট শিক্ষার বিষয়বস্তু।

অনুবাদ

হে মহর্ষি! তোমার পত্নী দেবহূতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা সহ আমি আমার অংশ-কলা প্রকাশ করব, এবং দেবহূতিকে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করব।

তাৎপর্য

এখানে *স্বাংশকলয়া* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান সাংখ্য দর্শনের প্রথম প্রণেতা কপিলদেবরূপে দেবহূতি এবং কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। এখানে সাংখ্য দর্শনকে বলা হয়েছে *তত্ত্বসংহিতা*। ভগবান কর্দম মুনিকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি কপিলদেবরূপে অবতরণ করে সাংখ্য দর্শন প্রচার করবেন। এই পৃথিবীতে আর একজন কপিলদেব কর্তৃক প্রচারিত এক সাংখ্য দর্শন প্রসিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই সাংখ্য দর্শন ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত সাংখ্য দর্শন থেকে ভিন্ন। দুই রকমের সাংখ্য দর্শন রয়েছে—একটি হচ্ছে নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শন এবং অন্যটি হচ্ছে সেশ্বর সাংখ্য দর্শন। দেবহূতি পুত্র কপিলদেব কর্তৃক প্রচারিত সাংখ্য দর্শন হচ্ছে সেশ্বর দর্শন।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ রয়েছে। তিনি এক, কিন্তু তিনি বহু হয়েছেন। তিনি নিজেকে দুইভাবে বিস্তার করেন, তার একটিকে বলা হয় *কলা* এবং অন্যটিকে বলা হয় *বিভিন্নাংশ*। সাধারণ জীবেরা তাঁর *বিভিন্নাংশ*; এবং বামন, গোবিন্দ, নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, বাসুদেব ও অনন্ত আদি তাঁর অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকাশদের বলা হয় *স্বাংশ-কলা*। *স্বাংশ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের প্রকাশ, আর *কলা* মানে হচ্ছে ভগবানের অংশের অংশ। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং বলদেব থেকে পরবর্তী প্রকাশ হয়েছেন সঙ্কর্ষণ; তাই সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন *কলা*, কিন্তু বলদেব হচ্ছেন *স্বাংশ*। তবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৬)—*দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য*। একটি দীপ থেকে যেমন আর একটি দীপ জ্বালানো যায়, এবং সেই দ্বিতীয় দীপটি থেকে তৃতীয় ও তার পর চতুর্থ, এবং এইভাবে হাজার হাজার দীপ জ্বালানো যায়, কিন্তু কোন দীপই কিরণ বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যটির থেকে নিকৃষ্ট নয়। প্রতিটি দীপেরই পূর্ণ কিরণ বিতরণের শক্তি রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ, এইভাবে দীপগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেমনই ভগবানের স্বাংশ এবং কলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের নামসমূহও ঠিক এইভাবে বিবেচনা করা হয়েছে; যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম, তাই তাঁর নাম, রূপ, লীলা, পরিকর এবং তাঁর গুণ সবই সম শক্তিসম্পন্ন। চিৎ জগতে, শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্ময় ধ্বনিরূপে শ্রীকৃষ্ণের

প্রকাশ। তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মধ্যে কোন শক্তিগত পার্থক্য নেই। আমরা যদি ভগবানের নাম 'হরেকৃষ্ণ' কীর্তন করি, তা ভগবানেরই মতো শক্তি সমন্বিত। আমাদের আরাধ্য ভগবানের রূপ এবং মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মধ্যে শক্তিগত কোন পার্থক্য নেই। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের মূর্তি বা পুতুল পূজা করা হচ্ছে, যদিও অন্যেরা সেইটিকে একটি সাধারণ মূর্তি বলে মনে করতে পারে। যেহেতু শক্তিগতভাবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ এবং স্বয়ং ভগবানকে পূজা করার ফল একই। এইটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান।

শ্লোক ৩৩

মৈত্রেয় উবাচ

এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ ॥ ৩৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **তম্**—তাকে; **অনুভাষ্য**—উপদেশ দিয়ে; **অথ**—তার পর; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রত্যক্**—সরাসরিভাবে; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **জঃ**—উপলব্ধ; **জগাম**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **বিন্দু-সরসঃ**—বিন্দু সরোবর থেকে; **সরস্বত্যা**—সরস্বতী নদীর তীরে; **পরিশ্রিতাৎ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বলতে লাগলেন—এইভাবে কর্দম মুনিকে উপদেশ দিয়ে, কেবল কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির নয়ন-গোচর পরমেশ্বর ভগবান সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিন্দু সরোবর থেকে অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রত্যগক্ষজ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যদিও জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তবুও তাকে দেখা যায়। এই উক্তিটি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় রয়েছে, কিন্তু ভগবানকে আমরা কিভাবে দেখতে পারি? তাঁকে বলা হয় *অধোক্ষজ*, অর্থাৎ তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। *অক্ষজ* শব্দটির

অর্থ হচ্ছে, 'জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান।' ভগবান যেহেতু আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের জল্পনা-কল্পনার উপলব্ধ বস্তু নন, তাই তাঁর আর একটি নাম হচ্ছে অজিত; তিনি সকলকে জয় করতে পারেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জয় করতে পারে না। তা হলে কি অর্থ দাঁড়ায়, তা সত্ত্বেও কি তাঁকে দেখা যায়? তার বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম কেউ শুনতে পারে না, তাঁর অপ্রাকৃত রূপ কেউ দেখতে পারে না, এবং তাঁর চিন্ময় লীলা-বিলাস কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা কখনই সম্ভব নয়। তা হলে কিভাবে তাঁকে দেখা যায় এবং বোঝা যায়? কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা লাভ করে তাঁর সেবা করেন, তখন ধীরে ধীরে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন এইভাবে পবিত্র হয়, তখন তাঁকে দেখা যায়, তাঁকে বোঝা যায় এবং তাঁর কথা শোনা যায়। জড় ইন্দ্রিয়ের পবিত্রীকরণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ এবং গুণের অনুভবকে একটি শব্দে সংযোজিত করে এখানে *প্রত্যগক্ষজ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

নিরীক্ষতস্তস্য যযাবশেষ
সিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ ।
আকর্ণয়ন্ পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈ-
রুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম ॥ ৩৪ ॥

নিরীক্ষতঃ তস্য—তিনি যখন দেখছিলেন; **যযৌ**—তিনি অন্তর্হিত হলেন; **অশেষ**—সমস্ত; **সিদ্ধ-ঈশ্বর**—মুক্ত পুরুষদের দ্বারা; **অভিষ্টুত**—প্রশংসিত; **সিদ্ধ-মার্গঃ**—বৈকুণ্ঠলোকের পথ; **আকর্ণয়ন্**—শ্রবণ করে; **পত্র-রথ-ইন্দ্র**—(পক্ষীরাজ) গরুড়ের; **পক্ষৈঃ**—পক্ষদ্বয়ের দ্বারা; **উচ্চারিতম্**—স্পন্দিত; **স্তোমম্**—মন্ত্রসমূহ; **উদীর্ণ-সাম**—সাম বেদ রচনা করে।

অনুবাদ

কর্দম ঋষি দেখতে লাগলেন, মহান মুক্ত পুরুষেরাও যে-পথের বন্দনা করেন, সেই বৈকুণ্ঠ মার্গে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে শ্রবণ করলেন, ভগবানের বাহন গরুড় যখন তাঁকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষ সঞ্চালনের ফলে সামবেদের মন্ত্রসমূহ স্পন্দিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের বাহন অপ্রাকৃত পক্ষী গরুড়ের দুইটি পাখা হচ্ছে বৃহৎ এবং *রথান্তর* নামক সামবেদের দুটি বিভাগ। গরুড় ভগবানের বাহন, তাই তাঁকে সমস্ত বাহনদের মধ্যে অপ্রাকৃত রাজপুত্র বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর দুইটি পক্ষের দ্বারা গরুড় সামবেদ স্পন্দিত করেন, যা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মহর্ষিরা গেয়ে থাকেন। ব্রহ্মা, শিব, গরুড় এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা নির্বাচিত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান পূজিত হন, এবং মহান ঋষিগণ উপনিষদ ও সামবেদ প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। ভগবানের এক মহান ভক্ত গরুড় যখন তাঁর পক্ষ সঞ্চালন করেন, তখন ভগবানের ভক্তেরা আপনা থেকেই সামবেদের মন্ত্রের উচ্চারণ শ্রবণ করেন।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গরুড় যে-পথে ভগবানকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, মহর্ষি কর্দম সেই পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান চিৎ-জগতে তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠ থেকে গরুড় কর্তৃক বাহিত হয়ে এই জগতে অবতরণ করেন। এই বৈকুণ্ঠ-মার্গ কোন সাধারণ পরমার্থবাদীদের দ্বারা পূজিত হয় না। কেবল যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই ভগবানের ভক্ত হতে পারেন। যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়নি, তারা চিন্ময় ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *যততামপি সিদ্ধানাম্*। বহু ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন, এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের বলা হয় ব্রহ্মভূত বা সিদ্ধ। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত অথবা সিদ্ধগণই কেবল ভগবানের ভক্ত হতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন করা হয়েছে—যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত। এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বদ্ধ জীবেরা নয়, মুক্ত পুরুষেরাই কেবল ভগবদ্ভক্তির পন্থার আরাধনা করেন। বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কর্দম মুনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ, যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তিনি যে মুক্ত ছিলেন সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই, এবং তার ফলে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, গরুড় কিভাবে বৈকুণ্ঠ-মার্গে ভগবানকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর পক্ষ সঞ্চালনের ফলে কিভাবে সামবেদের সারাতিসার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র স্পন্দিত হচ্ছিল, তাও তিনি শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

অথ সম্প্রস্থিতে শুক্লে কর্দমো ভগবানৃষিঃ ।
আস্তে স্ম বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

অথ—তার পর; **সম্প্রস্থিতে শুক্লে**—ভগবানের অন্তর্ধানের পর; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ঋষিঃ**—ঋষি; **আস্তে স্ম**—অবস্থান করেছিলেন; **বিন্দু-সরসি**—বিন্দু-সরোবরের তীরে; **তম্**—সেই; **কালম্**—সময়; **প্রতিপালয়ন্**—প্রতীক্ষা করে।

অনুবাদ

তার পর, ভগবানের অন্তর্ধানের পর, পূজনীয় কর্দম মুনি বিন্দু-সরোবরের তীরে, ভগবান যে-কথা বলেছিলেন তার প্রতীক্ষা করে অবস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

মনুঃ স্যন্দনমাস্থায় শাতকৌম্ভপরিচ্ছদম্ ।
আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্যঃ পর্যটন্মহীম্ ॥ ৩৬ ॥

মনুঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **স্যন্দনম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **শাতকৌম্ভ**—স্বর্ণ-নির্মিত; **পরিচ্ছদম্**—বহিরাভরণ; **আরোপ্য**—মণ্ডিত; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **পর্যটন্**—সর্বত্র পরিভ্রমণ করে; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর ভার্যা সহ স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে আরোহণ করেছিলেন। তার পর, তাঁর কন্যাকে তাঁর উপর সংস্থাপন করে, পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

পৃথিবীর মহান অধিপতি সম্রাট মনু তাঁর কন্যার উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করার জন্য কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু পিতৃবৎ বাৎসল্যহেতু তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর উপযুক্ত পতির অন্বেষণের জন্য নিজেই কেবল তাঁর পত্নী সহ এক স্বর্ণময় রথে চড়ে তাঁর রাজ্য থেকে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

তস্মিন্ সুধন্বন্নহনি ভগবান্ যৎসমাদিশৎ ।
উপায়াদাশ্রমপদং মুনেঃ শান্তব্রতস্য তৎ ॥ ৩৭ ॥

তস্মিন্—তাতে; **সু-ধন্বন্**—হে মহা ধনুর্ধর বিদুর; **অহনি**—দিনে; **ভগবান**—ভগবান্; **যৎ**—যা; **সমাদিশৎ**—ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; **উপায়াৎ**—তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন; **আশ্রম-পদম্**—পবিত্র আশ্রমে; **মুনেঃ**—ঋষির; **শান্ত**—পূর্ণ; **ব্রতস্য**—ব্রতপরায়ণ; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

হে বিদুর! ভগবান কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে ঋষির তপশ্চর্যা ব্রত সম্পূর্ণ হলে, তাঁরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৮-৩৯

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্নশ্রুবিন্দবঃ ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥
তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্ ।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩৯ ॥

যস্মিন্—যাতে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নেত্রাৎ**—নয়ন থেকে; **ন্যপতন্**—পতিত হয়েছিল; **অশ্রু-বিন্দবঃ**—অশ্রুবিন্দু; **কৃপয়া**—কৃপার দ্বারা; **সম্পরীতস্য**—অভিভূত হয়ে; **প্রপন্নে**—শরণাগত ব্যক্তির (কর্দম) প্রতি; **অর্পিতয়া**—অর্পিত হয়েছিল; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **তৎ**—তা; **বৈ**—বস্তুত; **বিন্দু-সরঃ**—অশ্রুবিন্দুর সরোবর; **নাম**—নামক; **সরস্বত্যা**—সরস্বতী নদীর দ্বারা; **পরিপ্লুতম্**—পরিব্যাপ্ত; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শিব**—মঙ্গলপ্রদ; **অমৃত**—অমৃততুল্য; **জলম্**—জল; **মহর্ষি**—মহান ঋষি; **গণ**—সমূহ; **সেবিতম্**—সেবিত।

অনুবাদ

সেই পবিত্র বিন্দুসরোবর সরস্বতী নদীর জলের দ্বারা পরিপ্লুত ছিল, এবং তা মহর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত ছিল। তার পবিত্র জল কেবল মঙ্গলপ্রদই ছিল না, তা ছিল অমৃতের মতো মধুর। সেই সরোবরের নাম ছিল বিন্দুসরোবর, কেননা

শরণাগত ঋষির প্রতি গভীর করুণায় অভিভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের নেত্র থেকে সেখানে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করার জন্য তপস্যা করেছিলেন, এবং যখন ভগবান সেখানে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাঁর প্রতি এতই কৃপাপরবশ হয়েছিলেন যে, তাঁর নয়ন থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছিল, এবং তা বিন্দুসরোবরে পরিণত হয়েছিল। তাই, বিন্দুসরোবর মহর্ষি এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বারা পূজিত, কেননা পরমতত্ত্বের দর্শন অনুসারে, ভগবান এবং তাঁর চোখের জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঠিক যেমন ভগবানের পদ-নখাগ্রের স্বেদ-বিন্দু পবিত্র গঙ্গায় পরিণত হয়েছে, তেমনই তাঁর চিন্ময় চক্ষু থেকে নির্গত অশ্রুবিন্দু বিন্দুসরোবরে পরিণত হয়েছে। উভয়ই চিন্ময় তত্ত্ব এবং মহর্ষিগণ ও পণ্ডিতগণ দ্বারা পূজিত। এখানে বিন্দু সরোবরের জলকে *শিবামৃতজল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *শিব* মানে হচ্ছে 'নিরাময়কারী'। বিন্দু সরোবরের জল পান করলে, সব রকম জড় রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; তেমনই, গঙ্গার জলে স্নান করলে, সব রকম জড় রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই দাবি মহা পণ্ডিত ও মহাজনগণ স্বীকার করেছেন এবং এই অধঃপতিত কলি যুগে আজও তা সেইভাবে কাজ করছে।

শ্লোক ৪০

পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ ।
সর্বর্তুফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪০ ॥

পুণ্য—পুণ্যবাণ; **দ্রুম**—বৃক্ষরাজির; **লতা**—লতার; **জালৈঃ**—জালে; **কূজৎ**—কাকলি; **পুণ্য**—পবিত্র; **মৃগ**—পশু; **দ্বিজৈঃ**—পক্ষীদের দ্বারা; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋতু**—ঋতুসমূহ; **ফল**—ফলে; **পুষ্প**—ফুলে; **আঢ্যম্**—সমৃদ্ধ; **বন-রাজি**—বৃক্ষরাজির; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্যের দ্বারা; **অন্বিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

সেই সরোবরের তট পবিত্র বৃক্ষরাজি ও লতার দ্বারা সুশোভিত ছিল, এবং সমস্ত ঋতুর ফল ও ফুলের দ্বারা সেইগুলি সমৃদ্ধ ছিল। তা বিবিধভাবে কূজনরত পবিত্র পশু-পাখিদের আশ্রয় দান করেছিল। তা বন্য বৃক্ষরাজির কুঞ্জের শোভার দ্বারা বিভূষিত ছিল।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিন্দুসরোবর পবিত্র বৃক্ষ এবং পশু-পাখির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মানব-সমাজে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ পুণ্যবান এবং ধার্মিক, আবার অন্য অনেকে পাপী এবং অধার্মিক, তেমনই বৃক্ষ এবং পশু-পাখিদের মধ্যেও পবিত্র এবং অপবিত্র রয়েছে। যে-সমস্ত বৃক্ষ সুন্দর ফল-ফুল ধারণ করে না, তাদের অপবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়, আর যে সমস্ত পাখি অত্যন্ত নোংরা যেমন কাক, তাদেরও অপবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। বিন্দু সরোবরের চারপাশে একটি বৃক্ষ অথবা পাখিও অপবিত্র ছিল না। প্রতিটি বৃক্ষ ফল-ফুল ধারণ করতো, এবং প্রতিটি পাখি ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গাইতো—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

শ্লোক ৪১

মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং মত্তভ্রমরবিভ্রমম্ ।
মত্তবর্হিনটাটোপমাহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্ ॥ ৪১ ॥

মত্ত—আনন্দে বিহ্বল; দ্বিজ—পক্ষীর; গণৈঃ—সমূহ; ঘুষ্টম্—প্রতিধ্বনিত; মত্ত—মদমত্ত; ভ্রমর—ভ্রমরদের; বিভ্রমম্—বিচরণ; মত্ত—উন্মত্ত; বর্হি—ময়ূরদের; নট—নর্তক; আটোপম্—গর্ব; আহ্বয়ৎ—পরস্পরকে আহ্বান; মত্ত—আনন্দোচ্ছল; কোকিলম্—কোকিল।

অনুবাদ

সেই স্থান আনন্দে বিহ্বল পক্ষীদের কূজনে প্রতিধ্বনিত হত। মদমত্ত ভ্রমরেরা সেখানে আনন্দে বিচরণ করতো, উন্মত্ত ময়ূরেরা গর্বভরে নৃত্য করতো, এবং আনন্দোচ্ছল কোকিলেরা পরস্পরকে আহ্বান করতো।

তাৎপর্য

এখানে বিন্দু সরোবরের পার্শ্ববর্তী স্থানে যে-মধুর ধ্বনি শোনা যেতো তার বর্ণনা করা হয়েছে। মধুপানে মত্ত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করতো। আনন্দোচ্ছল ময়ূরেরা নট-নটীর মতো নৃত্য করতো, এবং কোকিলেরা আনন্দে তাদের সঙ্গিনীদের আহ্বান করতো।

শ্লোক ৪২-৪৩

কদম্বচম্পকাশোককরঞ্জবকুলাসনৈঃ ।
কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চূতপোতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ ।
সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্বল্গু কূজিতম্ ॥ ৪৩ ॥

কদম্ব—কদম্ব ফুল; **চম্পক**—চাঁপা ফুল; **অশোক**—অশোক ফুল; **করঞ্জ**—করঞ্জ ফুল; **বকুল**—বকুল ফুল; **আসনৈঃ**—আসন বৃক্ষের দ্বারা; **কুন্দ**—কুন্দ; **মন্দার**—মন্দার; **কুটজৈঃ**—এবং কুটজ বৃক্ষের দ্বারা; **চূত-পোতৈঃ**—তরুণ আম্র বৃক্ষের দ্বারা; **অলঙ্কৃতম্**—সুশোভিত; **কারণ্ডবৈঃ**—কারণ্ডব হংসের দ্বারা; **প্লবৈঃ**—প্লবের দ্বারা; **হংসৈঃ**—হংসের দ্বারা; **কুররৈঃ**—কুররের দ্বারা; **জল-কুক্কুটৈঃ**—জলকুক্কুটের দ্বারা; **সারসৈঃ**—সারসদের দ্বারা; **চক্রবাকৈঃ**—চক্রবাক পক্ষীর দ্বারা; **চ**—এবং; **চকোরৈঃ**—চকোর পক্ষীর দ্বারা; **বল্গু**—মনোহর; **কূজিতম্**—পক্ষীর কূজন।

অনুবাদ

বিন্দু সরোবর কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ আদি পুষ্পে ভরা বৃক্ষ এবং তরুণ আম্র বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার বায়ু কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর প্রভৃতি পক্ষীদের মনোহর কূজনে নিনাদিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত বৃক্ষ পরম পবিত্র এবং সেইগুলিতে চম্পক, কদম্ব ও বকুল আদি নানা রকম সুগন্ধিত পুষ্প ফুটত। জলকুক্কুট, সারস আদি পক্ষীর মধুর কূজনে সেখানে এক চিন্ময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ৪৪

তথৈব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ ।
গোপুচ্ছৈর্হরিভির্মর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভির্বৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

তথা এব—তেমনই; **হরিণৈঃ**—হরিণদের দ্বারা; **ক্রোড়ৈঃ**—শূকরদের দ্বারা; **শ্বাবিৎ**—শজারু; **গবয়**—গাভী-সদৃশ এক প্রকার বন্য জন্তু; **কুঞ্জরৈঃ**—হস্তীদের দ্বারা;

গোপুচ্ছৈঃ—গোপুচ্ছ নামক বানরদের দ্বারা; **হরিভিঃ**—সিংহের দ্বারা; **মর্কৈঃ**—বানরদের দ্বারা; **নকুলৈঃ**—বেজিদের দ্বারা; **নাভিভিঃ**—কস্তুরী মৃগের দ্বারা; **বৃতম্**—পরিবৃত।

অনুবাদ

বিন্দু সরোবরের তট হরিণ, বরাহ, শজারু, গবয়, হস্তী, গোপুচ্ছ বানর, সিংহ, মর্কট, নকুল, কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ পরিবৃত ছিল।

তাৎপর্য

কস্তুরী মৃগ সমস্ত বনে পাওয়া যায় না, তাদের কেবল বিন্দু সরোবরের মতো স্থানে পাওয়া যায়। তারা তাদের নাভি থেকে নির্গত কস্তুরীর গন্ধে উন্মত্ত হয়ে থাকে। গবয় নামক যে এক প্রকার গাভী এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের পুচ্ছের প্রান্তভাগে একগাছা চুল থাকে। সেই পুচ্ছ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের ব্যজনের জন্য ব্যবহার করা হয়। গবয়দের কখনও কখনও *চমরী* বলা হয়, এবং তাদের অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। আজও ভারতবর্ষে যাযাবর জাতির লোক রয়েছে, যারা চমরী গাভীর লেজের চুল এবং কস্তুরীর ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সব সময় সেইগুলির অত্যধিক চাহিদা রয়েছে, এবং ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে এবং গ্রামে আজও এই ব্যবসা চলছে।

শ্লোক ৪৫-৪৭

প্রবিশ্য তত্তীর্থবরমাদিরাজঃ সহাত্মজঃ ।
দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ হুতহুতাশনম্ ॥ ৪৫ ॥
বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্যুগ্রযুজা চিরম্ ।
নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ ।
তদ্ব্যাহৃতামৃতকলাপীযূষশ্রবণেন চ ॥ ৪৬ ॥
প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষং জটিলং চীরবাসসম্ ।
উপসংশ্রিত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রবিশ্য—প্রবেশ করে; **তৎ**—সেই; **তীর্থ-বরম্**—সর্ব শ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থানে; **আদি-রাজঃ**—প্রথম রাজা (স্বায়ম্ভুব মনু); **সহ-আত্মজঃ**—তাঁর কন্যা সহ; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **মুনিম্**—ঋষিকে; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **তস্মিন্**—সেই আশ্রমে;

হুত—আহুতি নিবেদন করে; **হুত-আশনম্**—পবিত্র অগ্নিতে; **বিদ্যোতমানম্**—উজ্জ্বলভাবে শোভমান; **বপুষা**—তাঁর দেহের দ্বারা; **তপসি**—তপস্যায়; **উগ্র**—কঠোর; **যুজা**—যোগযুক্ত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল; **ন**—না; **অতিক্ষামম্**—অত্যন্ত ক্ষীণ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **স্নিগ্ধ**—স্নেহযুক্ত; **অপাঙ্গ**—কটাক্ষ; **অবলোকনাৎ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **ব্যাহৃত**—বাণী থেকে; **অমৃত-কলা**—চন্দ্র-সদৃশ; **পীযূষ**—অমৃত; **শ্রবণেন**—শ্রবণ করে; **চ**—এবং; **প্রাংশুম্**—দীর্ঘ; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **পলাশ**—পাপড়ি; **অক্ষম্**—চক্ষু; **জটিলম্**—জটা; **চীর-বাসসম্**—জীর্ণ বসন; **উপসংশ্রিত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **মলিনম্**—মলিন; **যথা**—যেমন; **অর্হণম্**—মণি; **অসংস্কৃতম্**—অসংস্কৃত।

অনুবাদ

সেই পবিত্র স্থানে আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা সহ প্রবিষ্ট হয়ে এবং ঋষির নিকট গিয়ে দেখলেন যে, পবিত্র অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে সেই ঋষি তাঁর আশ্রমে উপবিষ্ট রয়েছেন। যদিও তিনি দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তবুও তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময় এবং তা ক্ষীণ হয়ে পড়েনি, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহযুক্ত কটাক্ষপাত করেছিলেন, এবং তিনি ভগবানের চন্দ্র-সদৃশ সুমধুর কথামৃত পান করেছিলেন। সেই ঋষির শরীর ছিল দীর্ঘ, নয়ন কমলদলের মতো বিস্তৃত, তাঁর মস্তকে জটাভার এবং পরনে চীর বসন। তাঁর সমীপবর্তী হয়ে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে অশোধিত মণির মতো মলিন দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মচারী যোগীর কিছু বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। ব্রহ্মচারীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকাল বেলায় পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আহুতি বা *হুতহুতাশন* নিবেদন করা। যারা ব্রহ্মচর্য পালনে রত, তারা কখনও সকাল সাতটা বা নটা পর্যন্ত ঘুমাতে পারে না। তাদের খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠা অবশ্যই কর্তব্য, অন্ততপক্ষে সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্বে, এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে আহুতি নিবেদন করা অথবা এই যুগে, তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বর্ণনা অনুসারে, *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা* —এই কলি যুগে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা ব্যতীত আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই। ব্রহ্মচারীকে অবশ্যই খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে

উঠতে হয়, এবং সুস্থির হয়ে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে হয়। ঋষির আকৃতি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন; সেইটি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালনের লক্ষণ। কেউ যদি ভিন্নভাবে জীবন যাপন করে, তা হলে তার মুখ এবং শরীরে কাম-ভাব দেখা দেবে। *বিদ্যোতমানম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর শরীরে ব্রহ্মচারীর লক্ষণ প্রকাশিত ছিল। যোগে কঠিন তপস্যা করার এটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রমাণপত্র। নেশাখোর, ধূমপানাসক্ত এবং লম্পটেরা কখনও যোগ অনুশীলনের যোগ্য নয়। সাধারণত যোগীদের দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ কেননা তারা আরামদায়ক জীবন যাপন করে না, কিন্তু কর্দম মুনি ক্ষীণকায় ছিলেন না, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন। এখানে *স্নিগ্ধাপাঙ্গা-বলোকনাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য সুন্দর ছিল কেননা তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অমৃতময় বাণী শ্রবণ করেছিলেন। তেমনই, যিনি ভগবানের পবিত্র নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য ধ্বনি শ্রবণ করেন, তাঁর স্বাস্থ্যও সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি যে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সঙ্গে যুক্ত বহু ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনে যুক্ত ব্রহ্মচারীর স্বাস্থ্য সুন্দর এবং উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। একটি অসংস্কৃত মণির সঙ্গে যে ঋষির তুলনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সমীচীন হয়েছে। যদিও খনি থেকে বার করে আনা মণি অশোধিত বলে প্রতিভাত হয়, তবুও তার ঔজ্জ্বল্য রোধ করা যায় না। তেমনই, কর্দম মুনি যদিও যথাযথভাবে সজ্জিত ছিলেন না এবং তাঁর দেহ ভালমতো পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর অবয়ব ছিল একটি মণির মতো।

শ্লোক ৪৮

অথোটজমুপায়াতং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ ।
সপর্যয়া পর্যগৃহ্ণাৎপ্রতিনন্দ্যানুরূপয়া ॥ ৪৮ ॥

অথ—তার পর; **উটজম্**—আশ্রম; **উপায়াতম্**—উপস্থিত হয়ে; **নৃদেবম্**—সম্রাট; **প্রণতম্**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **পুরঃ**—সম্মুখে; **সপর্যয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পর্যগৃহ্ণাৎ**—তাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন; **প্রতিনন্দ্য**—তাকে অভিনন্দন করে; **অনুরূপয়া**—রাজার যোগ্য।

অনুবাদ

রাজাকে তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হতে দেখে এবং তাঁর সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করতে দেখে, ঋষি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আশীর্বাদপূর্বক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনির পর্ণকুটীরেই কেবল যাননি, তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতিও নিবেদন করেছিলেন। তেমনই, সেই তপস্বীর কর্তব্য ছিল, যাঁরা অরণ্যে তাঁর আশ্রমে আসতেন, সেই রাজাদের আশীর্বাদ করা।

শ্লোক ৪৯

গৃহীতার্হণমাসীনং সংযতং প্রীণয়ন্মুনিঃ ।
স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৯ ॥

গৃহীত—গ্রহণ করেছিলেন; **অর্হণম্**—সম্মান; **আসীনম্**—আসন গ্রহণ করেছিলেন; **সংযতম্**—মৌন ভাব অবলম্বন করেছিলেন; **প্রীণয়ন্**—প্রীতি উৎপাদন করে; **মুনিঃ**—ঋষি; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ভগবৎ**—ভগবানের; **আদেশম্**—নির্দেশ; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—বলেছিলেন; **শ্লক্ষ্ণয়া**—মধুর; **গিরা**—বচনে।

অনুবাদ

ঋষির সম্মান গ্রহণ করে, রাজা মৌনীভাব অবলম্বনপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। তখন কর্দম মুনি ভগবানের আদেশ স্মরণ করে, রাজার প্রীতি উৎপাদনপূর্বক সুমধুর বাক্যে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৫০

নূনং চঙ্‌ক্রমণং দেব সতাং সংরক্ষণায় তে ।
বধায় চাসতাং যস্ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী ॥ ৫০ ॥

নূনম্—নিশ্চয়ই; **চঙ্‌ক্রমণম্**—পর্যটন; **দেব**—হে দেব; **সতাম্**—সাধুদের; **সংরক্ষণায়**—রক্ষা করার জন্য; **তে**—আপনার; **বধায়**—বধ করার জন্য; **চ**—এবং; **অসতাম্**—অসাধুদের; **যঃ**—যিনি; **ত্বম্**—আপনি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শক্তিঃ**—শক্তি; **হি**—যেহেতু; **পালিনী**—পালনকারী।

অনুবাদ

হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই সাধুদের সংরক্ষণ এবং অসাধুদের বিনাশের জন্য এইভাবে পর্যটন করছেন, কেননা আপনি ভগবান শ্রীহরির পালনকারী শক্তির মূর্ত প্রকাশ।

তাৎপর্য

বহু বৈদিক শাস্ত্র থেকে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *পুরাণ* আদি ঐতিহাসিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, পুরাকালে ধার্মিক রাজারা সৎ নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য এবং অসাধুদের দণ্ডদান করার জন্য অথবা সংহার করার জন্য তাঁদের রাজ্যে পর্যটন করতেন। কখনও কখনও তাঁরা শত্রু সংহার করার কলা অভ্যাস করার জন্য অরণ্যে পশু শিকার করতেন, কেননা এই প্রকার অভ্যাস ব্যতীত তাঁরা দুষ্টদের সংহার করতে সক্ষম হতেন না। ক্ষত্রিয়দের এইভাবে শিক্ষাপরায়ণ হবার অনুমোদন ছিল, কেননা সৎ উদ্দেশ্য সাধনে হিংসা অবলম্বন করাই ছিল তাঁদের ধর্মের একটি অঙ্গ। এখানে দুইটি শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*বধায়*, 'বধ করার উদ্দেশ্যে', এবং *অসতাম্*, 'যারা অবাঞ্ছিত'। রাজার পালনকারী শক্তিকে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি বলে মনে করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) ভগবান বলেছেন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্* । সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। তাই সাধুদের রক্ষা করা এবং অসুরদের বা দুষ্টদের সংহার করার যে শক্তি তা ভগবানেরই শক্তি, এবং রাজা অথবা রাষ্ট্র-প্রধানদের সেই শক্তি-সমন্বিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই যুগে দুষ্টদের সংহার করতে দক্ষ রাষ্ট্র-প্রধান খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র-নেতারা খুব আরামে তাদের প্রাসাদে বাস করে এবং অকারণে অসহায় ব্যক্তিদের সংহার করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৫১

যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্মপ্রচেতসাম্ ।
রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তে নমঃ ॥ ৫১ ॥

যঃ—আপনি; **অর্ক**—সূর্যের; **ইন্দু**—চন্দ্রের; **অগ্নি**—অগ্নিদেবের; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **বায়ূনাম্**—পবনদেবের; **যম**—যমের; **ধর্ম**—ধর্মের; **প্রচেতসাম্**—জলের দেবতা বরুণের; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **স্থানে**—প্রয়োজন অনুসারে; **আধৎসে**—আপনি ধারণ করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **শুক্লায়**—শ্রীবিষ্ণুকে; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—নমস্কার।

অনুবাদ

আবশ্যকতা অনুসারে, আপনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, স্বর্গরাজ ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করেন। আপনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ নন, তাই আপনাকে আমি সর্বতোভাবে নমস্কার করি।

তাৎপর্য

যেহেতু কর্দম মুনি ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাই কর্দম মুনির রাজাকে প্রণতি নিবেদন করার কথা ছিল না, কেননা সামাজিক বিচারে তাঁর স্থান ছিল রাজার থেকে উর্ধ্বে। কিন্তু তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কেননা রাজা এবং সম্রাটরূপে তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র নির্বিশেষে সকলেরই পূজনীয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজা সকলেরই প্রণম্য।

শ্লোক ৫২-৫৪

ন যদা রথমাস্থায় জৈত্রং মণিগণার্পিতম্ ।
বিস্ফূর্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্ ॥ ৫২ ॥
স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্মণ্ডলং ভুবঃ ।
বিকর্ষণ্ বৃহতীং সেনাং পর্যটস্যংশুমানিব ॥ ৫৩ ॥
তদৈব সেতবঃ সর্বে বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ ।
ভগবদ্রচিতা রাজন্ ভিদ্যেরন্ বত দস্যুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

ন—না; **যদা**—যখন; **রথম্**—রথ; **আস্থায়**—আরোহণ করে; **জৈত্রম্**—বিজয়ী; **মণি**—মণিসমূহের; **গণ**—সমূহ; **অর্পিতম্**—সজ্জিত; **বিস্ফূর্জৎ**—টঙ্কার করে; **চণ্ড**—অপরাধীদের দণ্ডদান করার জন্য ভয়ঙ্কর শব্দ; **কোদণ্ডঃ**—ধনুক; **রথেন**—এই প্রকার রথের উপস্থিতির ফলে; **ত্রাসয়ন্**—সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভীতি উৎপাদন করা; **অঘান্**—সমস্ত অপরাধীদের; **স্ব-সৈন্য**—আপনার সৈন্যদের; **চরণ**—পায়ের দ্বারা; **ক্ষুণ্ণম্**—দলিত; **বেপয়ন্**—কম্পিত করে; **মণ্ডলম্**—গোলক; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বিকর্ষণ্**—পরিচালনা করে; **বৃহতীম্**—বিশাল; **সেনাম্**—সৈন্য; **পর্যটসি**—পর্যটন করেন; **অংশুমান্**—উজ্জ্বল সূর্য; **ইব**—মতো; **তদা**—তখন; **এব**—নিশ্চয়ই;

সেতবঃ—ধর্মনীতি; সর্বে—সমস্ত; বর্ণ—বর্ণসমূহের; আশ্রম—আশ্রমসমূহের; নিবন্ধনাঃ—মর্যাদা; ভগবৎ—ভগবানের দ্বারা; রচিতাঃ—প্রবর্তিত; রাজন্—হে রাজন্; ভিদ্যেরন্—ভঙ্গ হত; বত—হায়; দস্যুভিঃ—দুর্বৃত্তদের দ্বারা।

অনুবাদ

আপনি যদি রত্নরাজি বিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ করে, ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা ভয়ঙ্কর শব্দ করে, ধর্ম-বিরোধী পাষণ্ডীদের ভয় উৎপাদন করে, আপনার বিশাল সেনাবাহিনীর পদ-প্রহারের দ্বারা ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে সূর্যের মতো এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করতেন, তা হলে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপক সমস্ত ধর্মনীতিই দুর্বৃত্ত অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট হত।

তাৎপর্য

দায়িত্বশীল রাজার কর্তব্য হচ্ছে মানব-সমাজের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা রক্ষা করা। পারমার্থিক ব্যবস্থা চারটি আশ্রমে বিভক্ত—ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এবং কর্ম ও গুণ অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি ভাগে বিভক্ত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে এই সামাজিক বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, দায়িত্বশীল রাজাদের দ্বারা উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিভাগের প্রথাটি এখন বংশগত জাতি-প্রথায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থাটি সেই রকম ছিল না। মানব-সমাজ মানে হচ্ছে সেই সমাজ যা পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সব চাইতে উন্নত মানব-সমাজ আর্য নামে পরিচিত ছিল। আর্য মানে হচ্ছে যাঁরা প্রগতিশীল। অতএব প্রশ্ন ওঠে, "কোন্ সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে?" প্রগতি মানে অনর্থক জড়-জাগতিক আবশ্যকতা সৃষ্টি করে, তথাকথিত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মানুষের শক্তির অপচয় করা নয়। প্রকৃত প্রগতি হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির উন্নতি সাধন, এবং যে সমাজ সেই উদ্দেশ্য সাধনে রত, তাকে বলা হয় আর্য-সভ্যতা। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, ব্রাহ্মণেরা, যাঁদের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন কর্দম মুনি, তাঁরা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যে যুক্ত থাকতেন, এবং সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর মতো ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য শাসন করতেন এবং নজর রাখতেন যে, পারমার্থিক উপলব্ধির পথে প্রয়োজনগুলি যাতে যথাযথভাবে সকলে লাভ করে। রাজার কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে দেখা যে, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা। বিদেশীদের উপর বা যারা

বর্ণাশ্রম সভ্যতা অনুসরণ করে না, তাদের উপর নির্ভর করার জন্য, বর্ণ এবং আশ্রম-ভিত্তিক ভারতীয় সভ্যতার অবনতি হয়েছে। তাই আজ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অধঃপতিত হয়ে, জাতি প্রথায় পরিণত হয়েছে।

এখানে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা *ভগবদ্রচিত* বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান তা রচনা করেছেন।' *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্* । ভগবান বলেছেন যে, চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম "আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে"। ভগবান যা সৃষ্টি করেন তা কখনও সমাপ্ত করা যায় না অথবা আচ্ছাদন করা যায় না। মূল স্বরূপে হোক অথবা বিকৃতরূপেই হোক, বর্ণাশ্রম বিভাগ বর্তমান থাকবেই। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান তা সৃষ্টি করেছেন, তাই কখনও তার সমাপ্তি হবে না। তা ঠিক ভগবানের সৃষ্ট সূর্যের মতো, তাই তা থাকবে। সূর্য মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় হোক অথবা মেঘশূন্য অবস্থায় হোক, সব সময়ই আকাশে বিরাজমান। তেমনই, বর্ণাশ্রম ধর্ম বিকৃত হয়ে বংশগত জাতি-প্রথায় পরিণত হলেও, প্রতিটি সমাজে বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, সামরিক শ্রেণীর মানুষ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শ্রমিক সম্প্রদায় থাকবে। তা যখন পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার জন্য বৈদিক নিয়মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু জাতি-প্রথা যখন ঘৃণা, অন্যায় আচরণ এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসে ভরে ওঠে, তখন সেই ব্যবস্থাটি বিকৃত হয়ে যায়, এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ফলে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে, সারা পৃথিবী এক শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, কেননা তা অসংখ্য অপ-স্বার্থকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অধঃপতনের ফলেই তা হয়েছে।

শ্লোক ৫৫

অধর্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নৃভিঃ ।
শয়ানে ত্বয়ি লোকোঽয়ং দস্যুগ্রস্তো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

অধর্মঃ—অধর্ম; **চ**—এবং; **সমেধেত**—বিস্তার লাভ করবে; **লোলুপৈঃ**—অর্থ-লালসা; **ব্যঙ্কুশৈঃ**—অনিয়ন্ত্রিত; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **শয়ানে ত্বয়ি**—আপনি যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন; **লোকঃ**—পৃথিবী; **অয়ম্**—এই; **দস্যু**—দুর্বৃত্তদের দ্বারা; **গ্রস্তঃ**—আক্রান্ত; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হয়ে যাবে।

অনুবাদ

আপনি যদি পৃথিবীর পরিস্থিতির চিন্তা ত্যাগ করেন, তা হলে অধর্মের বিস্তার হবে, কেননা তখন ধন-লোলুপ মানুষদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সেই সমস্ত দুর্বৃত্তেরা আক্রমণ করবে, এবং এই বিশ্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

যেহেতু চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের বিজ্ঞান-সম্মত বিভাগ আজ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই সারা বিশ্ব এখন দুর্বৃত্তদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, যাদের ধর্ম, রাজনীতি অথবা সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন শিক্ষা নেই। তার ফলে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের এবং আশ্রমের জন্য যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, আধুনিক যুগে, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং ইলেকট্রিসিয়ানদের প্রয়োজন রয়েছে, এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা এবং বিদ্যালয়ে তাদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনই পুরাকালে উচ্চ বর্ণের মানুষদের, যথা বুদ্ধিমান শ্রেণী (ব্রাহ্মণ), শাসক শ্রেণী (ক্ষত্রিয়) এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী (বৈশ্য), তাঁদের বর্ণের অনুকূল শিক্ষা দান করা হত। *ভগবদ্গীতায়* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন এই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে না, তখন মানুষ দাবি করে যে, যেহেতু তার ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম হয়েছে, তাই সে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়, যদিও সে প্রকৃত পক্ষে শূদ্রের ধর্ম আচরণ করছে। এই প্রকার অসঙ্গত দাবির ফলে, বিজ্ঞান-সম্মত মূল বর্ণাশ্রম প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে জাতি প্রথায় পরিণত হয়েছে। তাই, আজ মানব-সমাজের এই দুরবস্থা, এবং সেখানে না আছে শান্তি, না আছে সমৃদ্ধি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তিশালী রাজার সতর্ক শাসন-ব্যবস্থা না থাকলে, অসৎ এবং অযোগ্য মানুষেরা সমাজে উচ্চ পদ দাবি করবে, এবং তার ফলে সমাজ-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

শ্লোক ৫৬

অথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
তদ্বয়ং নির্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা ॥ ৫৬ ॥

অথ অপি—এই সব কিছু সত্ত্বেও; **পৃচ্ছে**—আমি জিজ্ঞাসা করি; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বীর**—হে পরাক্রমশালী রাজা; **যৎ-অর্থম্**—যেই উদ্দেশ্যে; **ত্বম্**—আপনি;

ইহ—এখানে; আগতঃ—এসেছেন; তৎ—তা; বয়ম্—আমরা; নির্ব্যলীকেন—নিষ্কপটে; প্রতিপদ্যামহে—আমরা সম্পাদন করবো; হৃদা—সর্বান্তঃকরণে।

অনুবাদ

তা সত্ত্বেও, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, হে পরাক্রমশালী রাজা। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন, তা বলুন; আমি সর্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে তা সম্পাদন করবো।

তাৎপর্য

কেউ যখন তার বন্ধুর গৃহে অতিথি হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। কর্দম মুনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর মতো একজন মহান রাজা, যদিও তাঁর রাজ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভ্রমণ করতে করতে তাঁর আশ্রমে এসেছেন, তবুও নিশ্চয়ই তাঁর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি রাজার বাসনা পূর্ণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। পূর্বে ঋষিরা রাজার কাছে যেতেন এবং রাজারাও তাঁদের আশ্রমে আসতেন, সেইটি ছিল প্রচলিত প্রথা; তাঁরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সাধন করে আনন্দিত হতেন। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানকে বলা হত *ভক্তি-কার্য*। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা একটি শ্লোকে *(ক্ষত্রং দ্বিজত্বম্)* খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *ক্ষত্রং* মানে 'রাজন্যবর্গ,' এবং *দ্বিজত্বম্* মানে 'ব্রাহ্মণ'। এই দুইয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের হিত সাধন করা। রাজন্যবর্গ সমাজের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্রাহ্মণদের সুরক্ষা প্রদান করতেন, এবং কিভাবে রাজ্য তথা নাগরিকদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে ব্রাহ্মণেরা রাজন্যবর্গকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করতেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'মনু-কর্দম সংবাদ' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এবমাবিষ্কৃতাশেষগুণকর্মোদয়ো মুনিম্ ।
সব্রীড় ইব তং সম্রাড়ুপারতমুবাচ হ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; উবাচ—বললেন; এবম্—এইভাবে; আবিষ্কৃত—বর্ণনা করার পর; অশেষ—সমস্ত; গুণ—গুণের; কর্ম—কার্যকলাপের; উদয়ঃ—মহিমা; মুনিম্—মহর্ষি; সব্রীড়ঃ—লজ্জিত হয়ে; ইব—যেন; তম্—তাঁকে (কর্দম); সম্রাট্—সম্রাট মনু; উপারতম্—মৌন; উবাচ হ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—সম্রাটের অশেষ গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা বর্ণনা করে, ঋষি মৌন হলেন, এবং সম্রাট মনু নিজের প্রশংসা শ্রবণ করে, লজ্জিত হয়ে ঋষিকে বললেন।

শ্লোক ২

মনুরুবাচ

ব্রহ্মাসৃজৎস্বমুখতো যুষ্মানাত্মপরীপ্সয়া ।
ছন্দোময়স্তপোবিদ্যাযোগযুক্তানলম্পটান্ ॥ ২ ॥

মনুঃ—মনু; উবাচ—বললেন; ব্রহ্মা—শ্রীব্রহ্মা; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; স্ব-মুখতঃ—তাঁর মুখ থেকে; যুষ্মান্—আপনাদের (ব্রাহ্মণদের); আত্ম-পরীপ্সয়া—নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিস্তার করে; ছন্দঃ-ময়ঃ—বেদরূপ; তপঃ-বিদ্যা-যোগ-যুক্তান্—তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত; অলম্পটান্—ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি বিমুখ।

অনুবাদ

মনু উত্তর দিলেন, বেদরূপ ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করার জন্য তাঁর মুখ থেকে আপনার মতো ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি পরাঙ্মুখ।

তাৎপর্য

বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিন্ময় জ্ঞানের বিস্তার করা। ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছিল পরম পুরুষের মুখ থেকে, এবং তাই তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার করা। *ভগবদ্গীতাতেও* ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *(যোগযুক্তানলম্পটান্)* ব্রাহ্মণেরা যোগ-শক্তি সমন্বিত এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। প্রকৃত পক্ষে দুই প্রকার বৃত্তি রয়েছে। তার একটি হচ্ছে জাগতিক, এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন, এবং অপরটি হচ্ছে পারমার্থিক—পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা। যারা ইন্দ্রিয় সুখভোগে লিপ্ত তাদের বলা হয় অসুর, এবং যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, অথবা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেন, তাঁদের বলা হয় সুর। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে বিরাট পুরুষের মুখ থেকে; তেমনই ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্যদের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর জঘন থেকে, এবং শূদ্রদের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর পা থেকে। ব্রাহ্মণদের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে তপশ্চর্যা ও জ্ঞান আহরণ করা, এবং সব রকম ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে বিমুখ থাকা।

শ্লোক ৩

তৎত্রাণায়াসৃজচ্চাস্মান্দোঃসহস্রাৎসহস্রপাৎ ।
হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম ক্ষত্রমঙ্গং প্রচক্ষতে ॥ ৩ ॥

তৎ-ত্রাণায়—ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **চ**—এবং; **অস্মান্**—আমাদের (ক্ষত্রিয়দের); **দোঃ-সহস্রাৎ**—তাঁর সহস্র বাহু থেকে; **সহস্র-পাৎ**—সহস্র পদ-বিশিষ্ট পরম পুরুষ (বিশ্বরূপ); **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **তস্য**—তাঁর; **হি**—জন্য; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়; **অঙ্গম্**—বাহু; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য, সহস্রপাৎ পরমেশ্বর তাঁর সহস্র বাহু থেকে আমাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণদের বলা হয় তাঁর হৃদয় এবং ক্ষত্রিয়দের বলা হয় তাঁর বাহু।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা, কেননা ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা হলে সমাজের মাথাকে রক্ষা করা হয়। ব্রাহ্মণদের সমাজরূপ শরীরের মস্তক বলে মনে করা হয়। মাথা যদি খারাপ না হয়ে গিয়ে সুস্থ এবং স্বচ্ছ থাকে, তা হলে সব কিছুই ঠিক থাকে। তাই ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ*। এই প্রার্থনার তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভগবান বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের রক্ষা করেন, তার পর তিনি সমাজের অন্য সদস্যদের *(জগদ্ধিতায়)* রক্ষা করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জগতের মঙ্গল নির্ভর করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার উপর; তাই মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গো-রক্ষা। ক্ষত্রিয়দের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের পরম ইচ্ছা অনুসারে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা—*গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ*। শরীরের মধ্যে যেমন হৃদয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তেমনই মানব-সমাজে ব্রাহ্মণেরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছেন অনেকটা সমস্ত শরীরের মতো; যদিও সমস্ত শরীরটির আয়তন হৃদয় থেকে বড়, তবুও হৃদয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শ্লোক ৪

অতো হ্যন্যোন্যমাত্মানং ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ রক্ষতঃ ।
রক্ষতি স্মাব্যয়ো দেবঃ স যঃ সদসদাত্মকঃ ॥ ৪ ॥

অতঃ—অতএব; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয়; **চ**—এবং; **রক্ষতঃ**—রক্ষা করে; **রক্ষতি স্ম**—রক্ষা করে; **অব্যয়ঃ**—নির্বিকার; **দেবঃ**—ভগবান; **সঃ**—তিনি; **যঃ**—যিনি; **সৎ-অসৎ-আত্মকঃ**—কার্য-কারণরূপ।

অনুবাদ

সেই জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পরস্পরকে রক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করেন; এবং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি কার্য ও কারণরূপ হওয়া সত্ত্বেও অব্যয়, প্রকৃত পক্ষে তিনিই পরস্পরের মাধ্যমে তাঁদেরকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

বর্ণ এবং আশ্রম-ভিত্তিক সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা সকলকে পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার একটি সহযোগিতাপূর্ণ পন্থা। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা, এবং ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের জ্ঞান দান করা। যখন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা পরস্পরের সঙ্গে সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেন, তখন অন্যান্য ন্যূনতর বর্ণগুলি, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা, আপনা থেকেই উন্নতি লাভ করে। সমগ্র বৈদিক সমাজ তাই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা, কিন্তু তিনি এই রক্ষা-কার্যের প্রতি অনাসক্ত। তিনি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করার জন্য, এবং ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য। তিনি নিজে এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন; তাই, তাঁকে বলা হয় *নির্বিকার* । তাঁর করণীয় কিছু নেই। তিনি এতই মহান যে, তিনি নিজে কোন কর্ম সম্পাদন করেন না, কিন্তু তাঁর শক্তির দ্বারা তিনি সব কিছু করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এবং আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তি।

যদিও জীবাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ব্যক্তিগতভাবে একটি জীবাত্মা অপর জীবাত্মা থেকে গুণ অনুসারে ভিন্ন হতে পারে অথবা ভিন্ন কার্য করতে পারে, যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কিন্তু যখন এই বিভিন্ন আত্মাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেক আত্মার সঙ্গে বিরাজমান, তিনি প্রসন্ন হন এবং সর্বতোভাবে তাঁদের রক্ষা করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ভগবানের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বক্ষ থেকে অথবা বাহু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। যদি বিভিন্ন বর্ণ বা সমাজের বিভাগগুলি, আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণরূপে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তা হলে ভগবান প্রসন্ন হন। এইটি হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য। যদি বিভিন্ন আশ্রম এবং বর্ণের সদস্যেরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেন, তখন ভগবান সেই সমাজকে রক্ষা করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দেহের মালিক। জীবাত্মা তার নিজের দেহের মালিক, কিন্তু ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, "হে ভারত! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ।" ক্ষেত্রজ্ঞ মানে হচ্ছে শরীরের জ্ঞাতা অথবা স্বামী। জীবাত্মা তার নিজের শরীরটির মালিক, কিন্তু পরমাত্মা বা

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র সমস্ত শরীরের মালিক। তিনি কেবল মনুষ্য শরীরেরই মালিক নন, উপরন্তু পক্ষী, পশু এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের মালিক। কেবল এই গ্রহেই নয়, অন্যান্য সমস্ত গ্রহেও। তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর; তাই পৃথক পৃথক জীবেদের রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে বিভক্ত হতে হয় না। তিনি একই থাকেন। মধ্যাহ্নে সূর্য সকলের মাথার উপরে থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সূর্য বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ মনে করতে পারে যে, সূর্য কেবল তার মাথার উপরেই রয়েছে, কিন্তু পাঁচ হাজার মাইল দূরে আর এক ব্যক্তিও মনে করতে পারে যে, সূর্য কেবল তারই মাথার উপরে রয়েছে। তেমনই, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এক, কিন্তু মনে হয় যেন তিনি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি জীবের তত্ত্বাবধান করছেন। তার অর্থ এই নয় যে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক। তাঁরা উভয়েই আত্মা, অতএব গুণগতভাবে তাঁরা এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে তাঁরা ভিন্ন।

শ্লোক ৫

তব সন্দর্শনাদেবচ্ছিন্না মে সর্বসংশয়াঃ ।
যৎস্বয়ং ভগবান্ প্রীত্যা ধর্মমাহ রিরক্ষিষোঃ ॥ ৫ ॥

তব—আপনার; সন্দর্শনাৎ—দর্শনের ফলে; এব—কেবল; ছিন্নাঃ—দূর হয়েছে; মে—আমার; সর্ব-সংশয়াঃ—সমস্ত সন্দেহ; যৎ—যতখানি; স্বয়ম্—ব্যক্তিগতভাবে; ভগবান্—আপনি; প্রীত্যা—প্রীতিপূর্বক; ধর্মম্—কর্তব্য; আহ—বিশ্লেষণ করেছেন; রিরক্ষিষোঃ—প্রজাপালনে উৎসুক রাজার।

অনুবাদ

আপনার দর্শনের ফলেই কেবল আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, কেননা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক প্রজাপালনে আগ্রহী রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তাৎপর্য

মনু এখানে সাধু মহাপুরুষের দর্শনের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা সাধু-সঙ্গ করার চেষ্টা করা, কেননা যদি ক্ষণিকের জন্যও যথাযথভাবে সাধু ব্যক্তির সঙ্গ হয়, তা হলে সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়। যেভাবেই হোক না কেন, যদি সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কৃপা

লাভ হয়, তা হলে মনুষ্য-জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হয়। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনুর এই উক্তির প্রমাণ আমরা পেয়েছি। একবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল, এবং প্রথম দর্শনেই তিনি তাঁর বিনীত দাসকে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই ব্যাপারে আমার কোন প্রস্তুতি ছিল না, কিন্তু যেহেতু কোন কারণে তিনি সেই বাসনা করেছিলেন, তাই তাঁর কৃপায় তাঁর সেই আদেশ পালনে আমরা এখন যুক্ত হয়েছি। তার ফলে আমরা এক দিব্য কার্য পেয়েছি এবং তিনি আমাদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। তাই, সর্বতোভাবে চিন্ময় সেবায় প্রবৃত্ত কোন সাধুর সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কৃপা লাভ হয়, তা হলে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়। যদি সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সৌভাগ্য হয়, তা হলে সহস্র জন্মেও যা সম্ভব নয়, তা এক পলকের মধ্যে লাভ হয়ে যায়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা সাধু-সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত এবং বিষয়ী ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, কেননা সাধুর একটি কথাতেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারা যায়। তাঁর পারমার্থিক প্রগতির ফলে, বদ্ধ জীবকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করার ক্ষমতা সাধুর রয়েছে। এখানে মনু স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়েছে কেননা কর্দম মুনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক জীবাত্মার বিভিন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬

দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দর্শো যোঽকৃতাত্মনাম্ ।
দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্ ॥ ৬ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যের ফলে; **মে**—আমার; **ভগবান্**—সর্ব শক্তিমান; **দৃষ্টঃ**—দর্শন হয়েছে; **দুর্দর্শঃ**—যাঁকে সহজে দেখা যায় না; **যঃ**—যিনি; **অকৃত-আত্মনাম্**—যাদের মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত নয়; **দিষ্ট্যা**—আমার সৌভাগ্যের ফলে; **পাদ-রজঃ**—পদধূলি; **স্পৃষ্টম্**—স্পর্শ করে; **শীর্ষ্ণা**—মস্তকের দ্বারা; **মে**—আমার; **ভবতঃ**—আপনার; **শিবম্**—সর্ব মঙ্গলপ্রদ।

অনুবাদ

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন লাভ করেছি, কেননা যারা তাদের মনকে দমন করেনি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেনি, তাদের পক্ষে আপনার

দর্শন লাভ করা দুষ্কর। এইটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার পবিত্র পদধূলি আমার মস্তক দ্বারা স্পর্শ করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের পবিত্র ধূলি স্পর্শ করার মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনের সিদ্ধি লাভ হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *মহৎপাদরজোঽভিষেকম্*, অর্থাৎ, মহৎ বা মহান ভক্তের চরণের পবিত্র ধূলির দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার ফলে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *মহাত্মানস্তু*—যাঁরা মহাত্মা তাঁরা ভগবানের দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, এবং তাঁদের লক্ষণ হচ্ছে যে, তাঁরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাই তাদের বলা হয় মহৎ। মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য না হলে, পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

পারমার্থিক সাফল্যের জন্য গুরু-পরম্পরা অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। মহৎ গুরুদেবের কৃপার ফলেই কেবল মহৎ হওয়া যায়। কেউ যদি মহাত্মার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে মহাত্মায় পরিণত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা থাকে। মহারাজ রহূগণ যখন জড়ভরতকে তাঁর আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিক সাফল্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি রাজাকে উত্তর দিয়েছিলেন যে, কেবল ধর্ম আচরণ অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ অথবা শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করা যায় না। এই সমস্ত পন্থাগুলি নিঃসন্দেহে পারমার্থিক উপলব্ধির সহায়ক, কিন্তু প্রকৃত সাফল্য লাভ হয় মহাত্মার কৃপায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গুর্বষ্টকমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল গুরুদেবের প্রসাদেই জীবনের পরম সাফল্য লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করা সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীগুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করতে না পারেন, তা হলে তাঁর পক্ষে পারমার্থিক সাফল্য লাভ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এখানে *অকৃতাত্মনাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *আত্মা* মানে হচ্ছে 'দেহ', 'আত্মা' অথবা 'মন', এবং *অকৃতাত্মা* মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা তাদের ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করতে পারে না। যেহেতু সাধারণ মানুষেরা তাদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে অক্ষম, তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে মহাত্মা অথবা ভগবানের মহান ভক্তের আশ্রয় অন্বেষণ করা এবং তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা। তার ফলে তাদের জীবন সার্থক হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে বিধি-নিষেধ এবং ধর্মনীতি অনুশীলন করার ফলে, পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। তাকে সদ্গুরুর আশ্রয় অবলম্বন করে, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হবে; তা হলেই সে নিঃসন্দেহে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ৭

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোঽহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্ ।
অপাবৃতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুষ্টা দিষ্ট্যোশতীর্গিরঃ ॥ ৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অনুশিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **অহম্**—আমি; **কৃতঃ**—অর্পিত; **চ**—এবং; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **মহান্**—মহান; **অপাবৃতৈঃ**—অনাবৃত; **কর্ণ-রন্ধ্রৈঃ**—কর্ণ-কুহরের দ্বারা; **জুষ্টাঃ**—গ্রহণ করা হয়েছে; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের ফলে; **উশতীঃ**—শুদ্ধ; **গিরঃ**—বাণী।

অনুবাদ

আমার সৌভাগ্যের ফলে আমি আপনার উপদেশ লাভ করেছি, এবং এইভাবে আপনি আমার উপর মহৎ কৃপা বর্ষণ করেছেন। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে, আমি অনাবৃত কর্ণ-কুহরের দ্বারা আপনার বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে নির্দেশ দিয়েছেন, কিভাবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর সঙ্গে আচরণ করতে হয়। প্রথমে, পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তিকে এক সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করতে হয়, এবং তার পর আগ্রহ সহকারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে হয় এবং তা সম্পাদন করতে হয়। এইটি পারস্পরিক সেবা। সদ্‌গুরু অথবা মহাত্মা সর্বদা তাঁর কাছে আগত সাধারণ মানুষের উন্নতি সাধন করতে চান। যেহেতু সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তাদের প্রকৃত কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির কথা ভুলে গেছে, তাই সাধুরা সর্বদাই চান যে, অন্য সকলেই যেন সাধুতে পরিণত হয়। সাধুর কাজ হচ্ছে প্রতিটি আত্ম-বিস্মৃতি-পরায়ণ মানুষের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করা।

মনু বলেছেন যে, যেহেতু তিনি কর্দম মুনি কর্তৃক আদিষ্ট এবং উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ বলে মনে করেছেন। তিনি তাঁর বাণী শ্রবণ করার ফলে, নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্মুক্ত কর্ণ-বিবরের দ্বারা সদ্‌গুরু মহাজনের কাছ থেকে শ্রবণ করার জন্য অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হওয়া উচিত। তা কিভাবে গ্রহণ করা উচিত? সেই চিন্ময় বাণী শ্রবণের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত। *কর্ণরন্ধ্রৈঃ* শব্দটির

অর্থ হচ্ছে 'কর্ণ-বিবরের দ্বারা'। গুরুদেবের কৃপা কর্ণ ব্যতীত দেহের অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা লাভ করা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গুরুদেব কয়েকটি ডলারের বিনিময়ে কানে কানে বিশেষ মন্ত্র দেন, এবং সেই মন্ত্রের ধ্যান করার ফলে, মানুষ ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধি লাভ করে ভগবান হয়ে যায়। কর্ণের দ্বারা এইরূপ গ্রহণ সম্পূর্ণ মেকি। প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, সদ্‌গুরু কোন বিশেষ মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে জানেন এবং কিভাবে তাকে কৃষ্ণ-সেবায় কোন কর্তব্যে নিযুক্ত করতে হবে তাও তিনি জানেন, এবং সেই অনুসারে তিনি তাকে নির্দেশ দেন। তিনি সেই নির্দেশ দেন তার কর্ণের মাধ্যমে, গোপনে নয়, সর্বসমক্ষে। "কৃষ্ণের জন্য তুমি এই ধরনের সেবা করার উপযুক্ত, অতএব তুমি এইভাবে সেবা কর।" তিনি একজনকে আদেশ দেন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবা করতে, অন্য আর একজনকে উপদেশ দেন কৃষ্ণভাবনায় সম্পাদকের কাজ করতে, আর একজনকে আদেশ দেন প্রচার করতে, এবং অন্য আর একজনকে নির্দেশ দেন কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের ভোগ রন্ধন করতে। কৃষ্ণভক্তির বহু বিভাগ রয়েছে, এবং সদ্‌গুরুদেব বিশেষ মানুষের বিশেষ যোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত হয়ে, তাকে এমনভাবে শিক্ষা দেন যে, তার প্রবণতা অনুসারে আচরণ করেই সে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। *ভগবদ্‌গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিজের যোগ্যতা অনুসারে সেবা করার মাধ্যমেই কেবল পারমার্থিক জীবনে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়, ঠিক যেমন অর্জুন তাঁর সামরিক দক্ষতার মাধ্যমে কৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। অর্জুন একজন পূর্ণ সৈনিকরূপে তাঁর সেবা নিবেদন করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তেমনই, একজন শিল্পী তার গুরুর নির্দেশ অনুসারে শিল্প-চর্চার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। কেউ যদি লেখক হন, তা হলে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করতে পারেন। কিভাবে নিজের ক্ষমতা অনুসারে কার্য করা উচিত, সেই নির্দেশ গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হবে, কেননা গুরুদেব সেই প্রকার উপদেশ দানে অত্যন্ত পারদর্শী।

গুরুদেবের নির্দেশ এবং শ্রদ্ধা সহকারে শিষ্যের সেই নির্দেশ পালন, এই দুয়ের সমন্বয়ে এই পন্থাটি সার্থক হয়। *ভগবদ্‌গীতার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ* শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যখন পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁকে অবশ্যই তাঁর বিশেষ সেবা সম্বন্ধে গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে সেই বিশেষ নির্দেশ সম্পাদন করতে চেষ্টা করতে হবে এবং সেই নির্দেশটিকে তাঁর জীবন-সর্বস্ব বলে মনে করতে হবে। শ্রদ্ধা সহকারে গুরুর নির্দেশ পালন

করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য, এবং তার ফলে তাঁর সর্ব সিদ্ধি লাভ হবে। শ্রীগুরুদেবের বাণী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে শ্রবণের মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তা সম্পাদন করা উচিত। তা হলেই জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৮

স ভবান্দুহিতৃস্নেহপরিক্লিষ্টাত্মনো মম ।
শ্রোতুমর্হসি দীনস্য শ্রাবিতং কৃপয়া মুনে ॥ ৮ ॥

সঃ—আপনি স্বয়ং; **ভবান্**—আপনি; **দুহিতৃ-স্নেহ**—কন্যার প্রতি স্নেহবশত; **পরিক্লিষ্ট-আত্মনঃ**—যাঁর মন ব্যাকুল হয়েছে; **মম**—আমার; **শ্রোতুম্**—শুনে; **অর্হসি**—প্রসন্ন হন; **দীনস্য**—দীন আমার প্রতি; **শ্রাবিতম্**—প্রার্থনা; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **মুনে**—হে ঋষি।

অনুবাদ

হে মহর্ষি। কৃপাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আপনি আমার বিনীত নিবেদন শ্রবণ করুন, কেননা আমার কন্যার প্রতি স্নেহবশত আমার মন ব্যাকুল হয়েছে।

তাৎপর্য

শিষ্য যখন তার গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিষ্ঠাপূর্বক তা সম্পাদন করে, তখন তার গুরুদেবের কাছ থেকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা করার অধিকার তার হয়। সাধারণত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অথবা সদ্‌গুরুর শুদ্ধ শিষ্য ভগবান অথবা গুরুদেবের কাছ থেকে কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না, কিন্তু যদি গুরুদেবের কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করার প্রয়োজনও হয়, তা হলেও গুরুদেবকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট না করে, তা প্রার্থনা করা যায় না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহবশত যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তাঁর মনের সেই কথা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম ।
অন্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

প্রিয়ব্রত-উত্তানপদোঃ—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের; **স্বসা**—ভগ্নী; **ইয়ম্**—এই; **দুহিতা**—কন্যা; **মম**—আমার; **অন্বিচ্ছতি**—অন্বেষণ করছে; **পতিম্**—পতির; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **বয়ঃ-শীল-গুণ-আদিভিঃ**—বয়স, চরিত্র, সদ্‌গুণাবলী ইত্যাদি সমন্বিত।

অনুবাদ

আমার এই কন্যাটি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী। সে বয়স, চরিত্র এবং সদ্‌গুণ-সমন্বিত উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনুর যুবতী কন্যা দেবহূতি ছিলেন সৎ চরিত্রা এবং সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিতা; তাই তিনি বয়সে, গুণাবলীতে এবং চরিত্রে তাঁর উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছিলেন। মনু তাঁর কন্যাকে দুই মহান রাজা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী বলে পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মুনিকে আশ্বস্ত করা যে, সেই কন্যাটি ছিলেন অতি উচ্চ কুলোদ্ভূতা। দেবহূতি ছিলেন তাঁর কন্যা এবং দুই ক্ষত্রিয় মহান রাজার ভগ্নী; তিনি কোন নীচ কুলোদ্ভূতা ছিলেন না। মনু তাই কর্দমের উপযুক্ত বলে মনে করে, তাঁর কন্যাটিকে তাঁর হস্তে অর্পণ করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, যদিও কন্যাটি বয়সে এবং গুণে পরিণত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রভাবে পতির অন্বেষণে বের হননি। তিনি তাঁর বয়স, চরিত্র, এবং গুণের অনুকূলে উপযুক্ত পতির বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং তাঁর পিতা নিজে তাঁর কন্যার প্রতি স্নেহ-পরবশ হয়ে, উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

যদা তু ভবতঃ শীলশ্রুতরূপবয়োগুণান্ ।
অশৃণোন্নারদাদেষা ত্বয্যাসীৎকৃতনিশ্চয়া ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **তু**—কিন্তু; **ভবতঃ**—আপনার; **শীল**—উন্নত চরিত্র; **শ্রুত**—বিদ্যা; **রূপ**—সুন্দর রূপ; **বয়ঃ**—যৌবন; **গুণান্**—গুণাবলী; **অশৃণোৎ**—শুনেছিল; **নারদাৎ**—নারদ মুনির কাছ থেকে; **এষা**—দেবহূতি; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কৃত-নিশ্চয়া**—দৃঢ়সঙ্কল্প।

অনুবাদ

যে মুহূর্তে সে নারদ মুনির কাছ থেকে আপনার উন্নত চরিত্র, বিদ্যা, রূপ, বয়স ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করে, তখন থেকে সে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করবে বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে।

তাৎপর্য

দেবহূতি কর্দম মুনিকে চাক্ষুষ দর্শন করেননি, এমন কি তাঁর চরিত্র এবং গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না, কেননা সে-সম্বন্ধে জানবার মতো কোন সামাজিক সাক্ষাৎকার তাঁদের মধ্যে হয়নি। কিন্তু তিনি নারদ মুনির কাছে কর্দম মুনির কথা শ্রবণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকেও মহাজনের কাছ থেকে শ্রবণ করাই হচ্ছে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি নারদ মুনির কাছে শুনেছিলেন যে, কর্দম মুনি তাঁর পতি-হবার উপযুক্ত; তাই তিনি তাঁর অন্তর থেকে তাঁকেই বিবাহ করার সঙ্কল্প করেছিলেন, এবং তাঁর সেই বাসনা তিনি তাঁর পিতার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, এবং তাঁর পিতা তখন তাঁকে কর্দম মুনির কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১১

তৎপ্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপহৃতাং ময়া ।
সর্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্মসু ॥ ১১ ॥

তৎ—তাই; **প্রতীচ্ছ**—দয়া করে গ্রহণ করুন; **দ্বিজ-অগ্র্য**—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; **ইমাম্**—তাকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপহৃতাম্**—পুরস্কার-স্বরূপ প্রদত্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **অনুরূপাম্**—উপযুক্ত; **তে**—আপনার জন্য; **গৃহ-মেধিষু**—গৃহস্থের উপযুক্ত; **কর্মসু**—কর্তব্য কর্মের।

অনুবাদ

অতএব, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি একে গ্রহণ করুন, কেননা আমি শ্রদ্ধা সহকারে আপনার কাছে একে নিবেদন করছি। আমার এই কন্যা সর্বতোভাবে আপনার পত্নী হওয়ার উপযুক্ত এবং সে আপনার গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

তাৎপর্য

গৃহমেধিষু কর্মসু কথাটির অর্থ হচ্ছে 'গৃহস্থালির কর্তব্য কর্মে।' এখানে আর একটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে—*সর্বাত্মনানুরূপাম্* । এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, কেবল বয়স এবং গুণাবলীতেই পতির উপযুক্ত হলে হবে না, তাকে অবশ্যই তার গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনেও সহায়ক হতে হবে। মানুষের গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা নয়, উপরন্তু স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা সহ অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা। যারা তা করে না, তারা গৃহস্থ নয়, তারা হচ্ছে *গৃহমেধী*। সংস্কৃত ভাষায় দুইটি শব্দের ব্যবহার হয়—একটি হচ্ছে *গৃহস্থ* এবং অন্যটি হচ্ছে *গৃহমেধী*। গৃহমেধী এবং গৃহস্থের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, গৃহস্থ একটি আশ্রম বা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের স্থান, কিন্তু কেউ যদি গৃহে বসবাস করে কেবল তার ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধন করে, তা হলে সে হচ্ছে *গৃহমেধী*। *গৃহমেধীর* পক্ষে পত্নীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে উপযুক্ত পত্নী হচ্ছেন পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যকলাপে সর্বতোভাবে সহায়ক একজন সহকারী। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থালির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা, এবং পতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে সাহায্য করা, কিন্তু বয়সে, শীলে এবং গুণে যদি তিনি তাঁর স্বামীর সমকক্ষ না হন, তা হলে তিনি তাঁর পতিকে সাহায্য করতে পারেন না।

শ্লোক ১২

উদ্যতস্য হি কামস্য প্রতিবাদো ন শস্যতে ।
অপি নির্মুক্তসঙ্গস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ ॥ ১২ ॥

উদ্যতস্য—যা আপনা থেকেই এসেছে; **হি**—প্রকৃত পক্ষে; **কামস্য**—জড় বাসনার; **প্রতিবাদঃ**—প্রত্যাখ্যান; **ন**—না; **শস্যতে**—প্রশংসনীয়; **অপি**—যদিও; **নির্মুক্ত**—মুক্ত ব্যক্তির; **সঙ্গস্য**—আসক্তি থেকে; **কাম**—ইন্দ্রিয় সুখ; **রক্তস্য**—আসক্ত; **কিম্ পুনঃ**—কি বলার আছে।

অনুবাদ

যেহেতু বিষয়ের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিরও আপনা থেকে উপস্থিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, অতএব যে কামাসক্ত তার সম্বন্ধে আর কি বলার আছে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবনে সকলেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে অভিলাষী; তাই, কেউ যখন ইন্দ্রিয় উপভোগের কোন বস্তু বিনা প্রচেষ্টায় লাভ করেন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কর্দম মুনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, তবুও তিনি বিবাহ করার বাসনা করেছিলেন এবং ভগবানের কাছে উপযুক্ত পত্নীর প্রার্থনা করেছিলেন।

সেই কথা স্বায়ম্ভুব মনু জানতেন। তাই তিনি পরোক্ষভাবে কর্দম মুনিকে আশ্বাস দিয়েছেন—"আপনি আমার কন্যার মতো এক উপযুক্ত পত্নী আকাঙ্ক্ষা করেছেন, এবং এখন সে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনার প্রার্থনা এখন পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং তা প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নয়; আমার কন্যাকে আপনার গ্রহণ করা উচিত।"

শ্লোক ১৩

য উদ্যতমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে ।
ক্ষীয়তে তদ্‌যশঃ স্ফীতং মানশ্চাবজ্ঞয়া হতঃ ॥ ১৩ ॥

যঃ—যে; **উদ্যতম্**—কাম্য বস্তু; **অনাদৃত্য**—প্রত্যাখ্যান করে; **কীনাশম্**—কৃপণের কাছ থেকে; **অভিযাচতে**—ভিক্ষা করে; **ক্ষীয়তে**—নষ্ট হয়; **তৎ**—তার; **যশঃ**—যশ; **স্ফীতম্**—বিস্তৃত; **মানঃ**—সম্মান; **চ**—এবং; **অবজ্ঞয়া**—অবহেলা করার ফলে; **হতঃ**—বিনষ্ট।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আপনা থেকে আগত কাম্য বস্তুর অনাদর করে, পরে কৃপণের কাছে ভিক্ষা করে, তিনি মহা প্রতিষ্ঠাশালী হলেও তাঁর যশ ক্ষয় হয়, এবং অন্যদের অবজ্ঞা করার জন্য তাঁর সম্মানও বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

বৈদিক বিবাহের প্রথায় সাধারণত পিতা তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের কাছে দান করেন। এইটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিবাহ। পাত্রপক্ষ বিবাহ করার জন্য কন্যার পিতার কাছে গিয়ে কন্যাকে প্রার্থনা করা উচিত নয়। তাতে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় বলে মনে করা হয়। স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনিকে রাজী করাতে চেয়েছিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে, মুনিবর এক উপযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন—"আমি আপনাকে ঠিক সেই ধরনের এক উপযুক্ত পত্নী দান করছি। এই দান প্রত্যাখ্যান করবেন না, অন্যথায়, যেহেতু আপনি পত্নী গ্রহণে ইচ্ছুক, তাই আপনাকে সেই জন্য অন্য কারও কাছে পত্নী ভিক্ষা করতে হতে পারে, যাঁরা আপনার সঙ্গে এত ভালভাবে আচরণ নাও করতে পারেন। তখন আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।"

এই ঘটনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন সম্রাট, কিন্তু তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর গুণবতী কন্যাকে সম্প্রদান করতে গিয়েছিলেন। কর্দম মুনির কোন জাগতিক সম্পত্তি ছিল না—তিনি ছিলেন একজন বনবাসী তপস্বী—কিন্তু তিনি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাই, কন্যা দানের ব্যাপারে জাগতিক বিষয়-সম্পত্তির থেকে সংস্কৃতি এবং গুণাবলীর গুরুত্ব অধিক।

শ্লোক ১৪

অহং ত্বাশৃণবং বিদ্বন্ বিবাহার্থং সমুদ্যতম্ ।
অতস্ত্বমুপকুর্বাণঃ প্রত্তাং প্রতিগৃহাণ মে ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; **ত্বা**—আপনি; **অশৃণবম্**—শুনেছি; **বিদ্বন্**—হে জ্ঞানবান; **বিবাহ-অর্থম্**—বিবাহ করার জন্য; **সমুদ্যতম্**—প্রস্তুত হয়েছেন; **অতঃ**—অতএব; **ত্বম্**—আপনি; **উপকুর্বাণঃ**—যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করেননি; **প্রত্তাম্**—প্রদান করা হয়েছে; **প্রতিগৃহাণ**—দয়া করে অঙ্গীকার করুন; **মে**—আমার।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু বললেন—হে জ্ঞানবান। আমি শুনেছি যে, আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন। দয়া করে আপনি আমার দ্বারা অর্পিত এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, কেননা আপনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেননি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্যের তত্ত্ব হচ্ছে কৌমার্য। দুই প্রকার ব্রহ্মচারী রয়েছেন—তার একটি হচ্ছে *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী*, যার অর্থ হচ্ছে আজীবন কৌমার্য অবলম্বনের ব্রত গ্রহণ করা, এবং অন্যটি হচ্ছে *উপকুর্বাণ-ব্রহ্মচারী*, অর্থাৎ কোন বিশেষ বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের ব্রত অবলম্বন করা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করতে পারেন, এবং তার পর তাঁর গুরুর অনুমতিক্রমে তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারেন। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে বিদ্যার্থীর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম আশ্রম, এবং ব্রহ্মচর্যের নীতি হচ্ছে কৌমার্য। গৃহস্থই কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগ বা যৌন জীবনে লিপ্ত হতে পারেন, ব্রহ্মচারীর পক্ষে তার অনুমোদন নেই। স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করার জন্য, কেননা কর্দম মুনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত অবলম্বন করেননি। তিনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং এক অতি সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের উপযুক্ত কন্যাকে তাঁর কাছে সম্প্রদান করা হচ্ছিল।

শ্লোক ১৫

ঋষিরুবাচ

বাঢ়মুদ্বোঢুকামোঽহমপ্রত্তা চ তবাত্মজা ।
আবয়োরনুরূপোঽসাবাদ্যো বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ১৫ ॥

ঋষিঃ—মহর্ষি কর্দম; **উবাচ**—বলেছিলেন; **বাঢ়ম্**—অতি উত্তম; **উদ্বোঢু-কামঃ**—বিবাহ করতে ইচ্ছুক; **অহম্**—আমি; **অপ্রত্তা**—অন্য কারও কাছে প্রতিশ্রুতা নয়; **চ**—এবং; **তব**—আপনার; **আত্ম-জা**—কন্যা; **আবয়োঃ**—আমাদের দুই জনের; **অনুরূপঃ**—উপযুক্ত; **অসৌ**—এই; **আদ্যঃ**—প্রথম; **বৈবাহিকঃ**—বিবাহের; **বিধিঃ**—অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

মহর্ষি উত্তর দিলেন, আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সেই কথা সত্য। আপনার কন্যাও অন্য কারও কাছে প্রতিশ্রুতা নয় কিংবা বিবাহিতা নয়। অতএব বৈদিক বিধি অনুসারে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাকে গ্রহণ করার পূর্বে অনেক কিছু বিবেচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল যে, দেবহূতি প্রথমে তাঁকেই বিবাহ করতে সংকল্প করেছিলেন। তিনি অন্য কোনও পুরুষকে তাঁর পতিরূপে বরণ করতে মনস্থ করেননি। এইটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় ছিল, কেননা রমণীদের মনোভাব হচ্ছে এমনই যে, প্রথম যে-পুরুষকে তাঁরা তাঁদের হৃদয় অর্পণ করেন, তা ফিরিয়ে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়। আর তা ছাড়া, তিনি ছিলেন অবিবাহিতা; তিনি কুমারী ছিলেন। এই সমস্ত বিচার করে, কর্দম মুনি তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহের ধর্মনীতি অনুসারে গ্রহণ করব।" বিভিন্ন প্রকার বিবাহ রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে উপযুক্ত পাত্রকে নিমন্ত্রণ করে এনে, তাঁর হস্তে বস্ত্র এবং অলঙ্কারে বিভূষিতা কন্যাকে পিতার সামর্থ্য অনুসারে যৌতুক সহ দান করা। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রকার বিবাহ রয়েছে, যেমন গান্ধর্ব বিবাহ বা পরস্পরের প্রতি প্রেম-পরায়ণ হয়ে নিজে নিজে বিবাহ করা, এই বিবাহও স্বীকৃত। এমন কি কন্যাকে যদি বলপূর্বক হরণ করার পর পত্নীরূপে

গ্রহণ করা হয়, সেইটিও স্বীকৃত। কিন্তু কর্দম মুনি যেভাবে বিবাহ করেছিলেন তা হচ্ছে সর্বোত্তম, কেননা তাতে পিতার সম্মতি ছিল এবং কন্যাও ছিলেন উপযুক্ত। তিনি পূর্বে অন্য কাউকে তাঁর হৃদয় অর্পণ করেননি। এই সমস্ত বিবেচনা করার পর, কর্দম মুনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যাকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ
পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত
স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

কামঃ—বাসনা; **সঃ**—তা; **ভূয়াৎ**—তা পূর্ণ হোক; **নর-দেব**—হে রাজন্; **তে**—আপনার; **অস্যাঃ**—এই; **পুত্র্যাঃ**—কন্যার; **সমাম্নায়-বিধৌ**—বৈদিক শাস্ত্র-বিধি অনুসারে; **প্রতীতঃ**—অনুমোদিত; **কঃ**—কে; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **তে**—আপনার; **তনয়াম্**—কন্যাকে; **ন আদ্রিয়েত**—আদর না করবেন; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **এব**—কেবল; **কান্ত্যা**—অঙ্গকান্তি; **ক্ষিপতীম্**—তিরস্কার করে; **ইব**—যেন; **শ্রিয়ম্**—অলঙ্কার সমূহ।

অনুবাদ

আপনার কন্যার বিবাহের বাসনা, যা বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, তা পূর্ণ হোক। তিনি এতই সুন্দরী যে, তাঁর অঙ্গকান্তির দ্বারা তাঁর অলঙ্কারেরও শোভা তিরস্কৃত হয়, সুতরাং কোন্ পুরুষ সমাদরপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ না করবে?

তাৎপর্য

কর্দম মুনি দেবহূতিকে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। বৈদিক শাস্ত্র-বিধি অনুসারে সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে, বরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করে এনে, প্রয়োজনীয় অলঙ্কার, স্বর্ণ, আসবাবপত্র এবং গৃহস্থালির অন্যান্য সামগ্রী সহ কন্যাকে তাঁর হস্তে সম্প্রদান করা। বিবাহের এই প্রথা আজও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, এবং শাস্ত্রে বলা হয় যে, তার ফলে কন্যার পিতার প্রভূত পুণ্য অর্জন হয়। উপযুক্ত জামাতার হস্তে কন্যাকে দান করা গৃহস্থের পক্ষে অন্যতম পুণ্য কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। *মনুস্মৃতিতে* আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করা

হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল ব্রাহ্ম বা রাজসিক—এই একটি বিবাহই বর্তমানে প্রচলিত। অন্যান্য বিবাহ—ভালবেসে, মালা বদল করে অথবা বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করে বিবাহ—এই কলিযুগে নিষিদ্ধ। পূর্বে, ক্ষত্রিয়েরা সানন্দে অন্য কোন রাজপরিবারের রাজকন্যাকে হরণ করতেন, এবং তার ফলে সেই ক্ষত্রিয় এবং কন্যার পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ হত; সেই যুদ্ধে যদি অপহরণকারী জয়ী হতেন, তা হলে সেই কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হত। শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে রুক্মিণীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁর কয়েকজন পুত্র এবং পৌত্রেরাও এইভাবে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র দুর্যোধনের কন্যাকে হরণ করেছিলেন, যার ফলে কুরু এবং যদু বংশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। অবশেষে, কুরুবংশের প্রবীণ সদস্যেরা তার মীমাংসা করেছিলেন। পুরাকালে এই প্রকার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে তা অসম্ভব কেননা ক্ষত্রিয়-জীবনের অতি উন্নত আদর্শ আজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু ভারতবর্ষ বিদেশীদের অধীন হয়ে গেছে, তাই তার সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাবও নষ্ট হয়ে গেছে ; এখন, শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সকলেই হচ্ছে শূদ্র। তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা তাদের ঐতিহ্যগত আচরণের কথা ভুলে গেছে, এবং সেই আচরণের অনুপস্থিতিতে তারা সকলে শূদ্রে পরিণত হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *কলৌ শূদ্রসম্ভবঃ*। কলিযুগে সকলেই শূদ্রের মতো হয়ে যাবে। ঐতিহ্যপূর্ণ সামাজিক প্রথাগুলি এই যুগে আর অনুশীলন করা হয় না, যদিও পূর্বে সেইগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করা হত।

শ্লোক ১৭

যাং হর্ম্যপৃষ্ঠে ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং
বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীম্ ।
বিশ্বাবসুর্ন্যপতৎস্বাদ্বিমানা-
দ্বিলোক্য সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ ॥ ১৭ ॥

যাম্—যাঁকে; **হর্ম্য-পৃষ্ঠে**—প্রাসাদের ছাদে; **ক্বণৎ-অঙ্ঘ্রি-শোভাম্**—পায়ের নূপুরের শব্দে যে আরও সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল; **বিক্রীড়তীম্**—খেলা করছিল; **কন্দুক-বিহ্বল-অক্ষীম্**—কন্দুকের প্রতি নিবদ্ধ চঞ্চল আঁখি; **বিশ্বাবসুঃ**—বিশ্বাবসু; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **স্বাৎ**—তাঁর; **বিমানাৎ**—বিমান থেকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **সম্মোহ-বিমূঢ়-চেতাঃ**—সম্মোহবশত বিমূঢ় চিত্ত।

অনুবাদ

আমি শুনেছি যে, আপনার কন্যা যখন প্রাসাদের ছাদের উপর কন্দুক নিয়ে খেলা করছিল, তখন তাঁর পায়ের নূপুরের শব্দে তাঁর সৌন্দর্য আরও অধিক শোভাযুক্ত হয়েছিল এবং কন্দুকের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল হয়েছিল, তখন বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব তাঁকে দর্শন করে, সম্মোহবশত বিমূঢ় চিত্ত হয়ে তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কেবল বর্তমান সময়েই নয়, তখনকার দিনেও গগনচুম্বী প্রাসাদ ছিল। এখানে আমরা *হর্ম্যপৃষ্ঠে* শব্দটি পেয়েছি। *হর্ম্য* মানে হচ্ছে বিশাল প্রাসাদ। *স্ববিমানাৎ* মানে 'তাঁর নিজের বিমান থেকে'। তা থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার দিনেও ব্যক্তিগত বিমান বা হেলিকপ্টার ছিল। গন্ধর্ব বিশ্বাবসু যখন গগন-মার্গে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি প্রাসাদের ছাদে দেবহূতিকে একটি কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখেন। তখনকার দিনে কন্দুক নিয়ে খেলা করার প্রচলনও ছিল, তবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা সার্বজনীন স্থানে খেলতেন না। কন্দুক নিয়ে খেলা এবং এই ধরনের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ সাধারণ স্ত্রী অথবা বালিকাদের জন্য ছিল না, কেবল দেবহূতির মতো রাজকন্যারাই এই ধরনের খেলা খেলতে পারতেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁকে উড়ন্ত বিমান থেকে দেখা গিয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, প্রাসাদটি ছিল অত্যন্ত উচ্চ, তা না হলে কিভাবে বিমান থেকে তাঁকে দেখা গিয়েছিল? এই দৃশ্য এতই স্পষ্ট ছিল যে, গন্ধর্ব বিশ্বাবসু তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করে এবং তাঁর পায়ের নূপুরের শব্দ শুনে এতই মোহিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। কর্দম মুনি যেভাবে তা শুনেছিলেন, সেইভাবে তার বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললাম-
মসেবিতশ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্ ।
বৎসাং মনোরুচ্চপদঃ স্বসারং
কো নানুমন্যেত বুধোঽভিযাতাম্ ॥ ১৮ ॥

তাম্—তাঁর; **প্রার্থয়ন্তীম্**—অন্বেষণ করে; **ললনা-ললামম্**—রমণীকুলের ভূষণ-স্বরূপ; **অসেবিত-শ্রী-চরণৈঃ**—যারা কখনও লক্ষ্মীদেবীর শ্রীচরণের সেবা করেনি; **অদৃষ্টাম্**—দর্শনের অযোগ্য; **বৎসাম্**—প্রিয় কন্যা; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **উচ্চপদঃ**—উত্তানপাদের; **স্বসারম্**—ভগিনী; **কঃ**—কি; **ন অনুমন্যেত**—স্বাগত জানাবে না; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **অভিযাতাম্**—স্বেচ্ছায় যিনি আগমন করেছেন।

অনুবাদ

রমণীকুলের ভূষণ-স্বরূপ, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং উত্তানপাদের ভগিনী এই কন্যাটিকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাদরে গ্রহণ করবে না? যারা লক্ষ্মীদেবীর চরণ-কমলের সেবা করেনি, তারা এঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না, অথচ ইনি স্বেচ্ছায় আমাকে পতিরূপে বরণ করার জন্য এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি বিভিন্নভাবে দেবহূতির সৌন্দর্য এবং যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন। দেবহূতি বাস্তবিকই ছিলেন রত্ন আভরণে বিভূষিতা সমস্ত রমণীর ভূষণ-স্বরূপ। অলঙ্কার পরে মেয়েরা সুন্দর হয়, কিন্তু দেবহূতি ছিলেন সমস্ত অলঙ্কারের থেকেও সুন্দর; তাঁকে সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিতা সুন্দরী রমণীদের ভূষণ-স্বরূপ বিবেচনা করা হয়েছিল। দেবতা এবং গন্ধর্বেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কর্দম মুনি যদিও ছিলেন একজন মহর্ষি, তবুও তিনি স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন না, কিন্তু পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্গ থেকে আগত বিশ্বাবসুও দেবহূতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর দেহের সৌন্দর্য ছাড়াও তিনি ছিলেন সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং মহারাজ উত্তানপাদের ভগিনী। এই প্রকার কন্যাকে কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

শ্লোক ১৯

অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং
যাবত্তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে ।
অতো ধর্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্
শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্ ॥ ১৯ ॥

অতঃ—অতএব; **ভজিষ্যে**—আমি গ্রহণ করব; **সময়েন**—শর্ত সহ; **সাধ্বীম্**—সাধ্বী কন্যা; **যাবৎ**—যে পর্যন্ত ; **তেজঃ**—বীর্য; **বিভৃয়াৎ**—ধারণ করে; **আত্মনঃ**—আমার শরীর থেকে; **মে**—আমার; **অতঃ**—তার পর; **ধর্মান্**—কর্তব্য; **পারমহংস্য-মুখ্যান্**—

পরমহংসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **শুক্ল-প্রোক্তান্**—শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক কথিত; **বহু**—অধিক; **মন্যে**—আমি বিবেচনা করি; **অবিহিংস্রান্**—হিংসাশূন্য।

অনুবাদ

অতএব এই সাধ্বী কন্যাকে আমি একটি শর্তে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করব—যতদিন পর্যন্ত না তিনি আমার বীর্য ধারণ করেন, ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর ভজনা করব, এবং তার পর পরমহংসেরা ভগবদ্ভক্তির যে-পন্থা অবলম্বন করেন, আমি সেই জীবন গ্রহণ করব। সেই পন্থা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বর্ণনা করেছিলেন, এবং তা হিংসা-রহিত।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কাছে অত্যন্ত সুন্দরী পত্নীর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং তিনি সম্রাটের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে স্বীকার করেছিলেন। কর্দম মুনি তাঁর আশ্রমে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করছিলেন, এবং যদিও তাঁর বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল, তবুও তিনি সারা জীবন গৃহস্থ হয়ে থাকতে চাননি, কেননা তিনি মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, জীবনের প্রথম ভাগ চরিত্র তথা গুণের বিকাশের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য পালন করার মাধ্যমে উপযোগ করা উচিত। জীবনের পরবর্তী অংশে কোন ব্যক্তি গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করার মাধ্যমে, পত্নীর পাণিগ্রহণ করতে পারেন এবং সন্তান উৎপাদন করতে পারেন, কিন্তু তা বলে কুকুর-বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়।

কর্দম মুনি এমনই এক সন্তান কামনা করেছিলেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের একটি কিরণ হবে। মানুষের কর্তব্য এমন সন্তান উৎপাদন করা, যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করতে পারে, তা না হলে সন্তান উৎপাদনের কোন প্রয়োজন নেই। উত্তম পিতা দুই প্রকার সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন—এক হচ্ছেন তিনি, যিনি কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে, সেই জন্মেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, এবং অন্যটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের কিরণ, যিনি সারা বিশ্বে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে পারেন। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে, কিভাবে কর্দম মুনি জন্ম দান করেছিলেন সেই রকম এক পুত্র—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার কপিল মুনিকে, যিনি সাংখ্য দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন। মহান গৃহস্থেরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, যাতে মানব-সমাজে এক কল্যাণকারী আন্দোলনের সৃষ্টি হতে পারে। সেইটি সন্তান

উৎপাদনের একটি কারণ। অন্য কারণটি হচ্ছে, অতি উন্নত তত্ত্বদর্শী পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারেন, যাতে তাঁদের সেই সন্তানটিকে দুঃখ-দুর্দশাময় এই জগতে আর ফিরে আসতে না হয়। পিতা-মাতাদের তাঁদের সন্তানদের প্রতি একটি কর্তব্য রয়েছে, এবং তা হচ্ছে তাদের যেন পুনরায় মাতৃজঠরে প্রবেশ করতে না হয়। এই জীবনে যদি শিশুকে মুক্তির শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে বিবাহ করার অথবা সন্তান উৎপাদন করার কোন প্রয়োজন নেই। মানব-সমাজ যদি সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাত সৃষ্টি করার জন্য কুকুর এবং বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে, তা হলে এই পৃথিবী নরকে পরিণত হবে, যা এই কলিযুগে ইতিমধ্যেই হয়েছে। এই যুগে, মাতা-পিতা এবং সন্তান-সন্ততি কেউই শিক্ষিত নয়; তারা উভয়েই পশুবৎ, এবং আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজ-জীবনে এই বিশৃঙ্খলা কখনও মানব-সমাজে শান্তি আনতে পারে না। কর্দম মুনি পূর্বে বিশ্লেষণ করেছেন যে, তিনি দেবহূতির সঙ্গে সারা জীবন সঙ্গ করবেন না। তিনি কেবল তাঁর সন্তান লাভ করা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যৌন জীবন কেবল সুসন্তান উৎপাদনের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। মানব-জীবন বিশেষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, পূর্ণ ভক্তি লাভ করার জন্য। সেইটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন।

উত্তম সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব সম্পাদন করার পর, মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত এবং পরমহংস স্তরের সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করা উচিত। পরমহংস বলতে বোঝায় জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর। সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি স্তর রয়েছে, এবং তার মধ্যে পরমহংস স্তরটি হচ্ছে সর্বোচ্চ। *শ্রীমদ্ভাগবতকে* বলা হয় *পরমহংস সংহিতা,* অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের মানুষদের জন্য রচিত গ্রন্থ। পরমহংসেরা নির্মৎসর। জীবনের অন্যান্য স্তরে, এমন কি গৃহস্থ আশ্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মৎসরতা রয়েছে, কিন্তু পরমহংস স্তরে মানুষ যেহেতু সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন, অথবা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তাই সেই স্তরে মৎসরতার কোন অবকাশ নেই। প্রায় একশ বছর আগে, কর্দম মুনির মতো ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এমন একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন, যিনি পূর্ণ মাত্রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন এবং শিক্ষা প্রচার করতে পারবেন। ভগবানের কাছে তাঁর এই প্রার্থনার ফলে, তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে তাঁর পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, যিনি আজ তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মাধ্যমে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন প্রচার করছেন।

শ্লোক ২০

যতোঽভবদ্বিশ্বমিদং বিচিত্রং
সংস্থাস্যতে যত্র চ বাবতিষ্ঠতে ।
প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহ্যং
পরং প্রমাণং ভগবাননন্তঃ ॥ ২০ ॥

যতঃ—যাঁর থেকে; অভবৎ—প্রকট হয়েছে; বিশ্বম্—সৃষ্টি; ইদম্—এই; বিচিত্রম্—আশ্চর্যজনক; সংস্থাস্যতে—বিলীন হয়ে যাবে; যত্র—যাতে; চ—এবং; বা—অথবা; অবতিষ্ঠতে—বর্তমানে অবস্থান করছে; প্রজা-পতীনাম্—প্রজাপতিদের; পতিঃ—ঈশ্বর; এষঃ—এই; মহ্যম্—আমাকে; পরম্—সর্বোচ্চ; প্রমাণম্—প্রমাণ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অনন্তঃ—অসীম।

অনুবাদ

যাঁর থেকে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, যিনি তা পালন করছেন এবং অন্তে যাঁর মধ্যে তা লীন হয়ে যাবে, সেই অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান আমার পরম প্রভু। তিনি এই জগতে জীবেদের জন্মদানকারী প্রজাপতিদেরও উৎস।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁর পিতা প্রজাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। সৃষ্টির আদিতে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহলোকগুলিতে বসবাস করার জন্য প্রজা সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল প্রজাপতিদের। কিন্তু কর্দম মুনি বলছেন যে, যদিও তাঁর পিতা ছিলেন প্রজাপতি, যিনি তাঁকে সন্তান উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরও উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কেননা শ্রীবিষ্ণু সব কিছুরই উৎস; এবং তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্রষ্টা, প্রকৃত পালনকর্তা এবং বিনাশের পর সব কিছু তাঁর মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করে। এটিই *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি-কার্য, পালন-কার্য এবং বিনাশ-কার্যের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব) রয়েছেন, কিন্তু ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর হচ্ছেন বিষ্ণুরই গুণাবতার। বিষ্ণু হচ্ছেন প্রধান পুরুষ। তাই, বিষ্ণু পালন-কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছাড়া আর কেউই সমগ্র সৃষ্টি পালন করতে পারেন না। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তাদের অনন্ত চাহিদাও রয়েছে, এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ অসংখ্য জীবের এই অনন্ত চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে না। ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার এবং শিবকে ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মাঝখানের কার্য, পালন করার দায়িত্বটি বিষ্ণু স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। কর্দম

মুনি তাঁর অতি উন্নত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে ভালভাবেই জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন তাঁর আরাধ্য দেব। বিষ্ণুর বাসনাই ছিল তাঁর কর্তব্য, এবং তা ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন না। তিনি বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করতে চাননি। তিনি কেবল একটিই সন্তান উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন, যিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবেন। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় বা ধর্মীয় সংকট দেখা দেয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবতরণ করে ধার্মিকদের রক্ষা করেন এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করেন।

বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করা পূর্বপুরুষদের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার একটি উপায় বলে বিবেচনা করা হয়। শিশুর জন্মের পরেই বহুভাবে তাকে ঋণী হতে হয়। সেইগুলি হচ্ছে পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণ, দেবতাদের কাছে ঋণ, পিতৃদের কাছে ঋণ, ঋষিদের কাছে ঋণ ইত্যাদি। কিন্তু কেউ যদি পরমারাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে অন্য ঋণগুলি শোধ করার চেষ্টা না করা সত্ত্বেও, তিনি সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। কর্দম মুনি চেয়েছিলেন পরমহংস স্তর লাভ করে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে, এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবল একটি সন্তান উৎপাদন করতে, ব্রহ্মাণ্ডের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য তিনি অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করতে চাননি।

শ্লোক ২১

মৈত্রেয় উবাচ

স উগ্রধন্বন্নিয়দেবাবভাষে
আসীচ্চ তূষ্ণীমরবিন্দনাভম্‌ ।
ধিয়োপগৃহ্নন্ স্মিতশোভিতেন
মুখেন চেতো লুলুভে দেবহূত্যাঃ ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; উবাচ—বললেন; সঃ—তিনি (কর্দম); উগ্র-ধন্বন্—হে মহান যোদ্ধা বিদুর; ইয়ৎ—এই পর্যন্ত; এব—কেবল; আবভাষে—বলেছিলেন; আসীৎ—হয়েছিলেন; চ—এবং; তূষ্ণীম্—মৌন; অরবিন্দ-নাভম্—ভগবান শ্রীবিষ্ণু (যাঁর নাভি কমল দ্বারা ভূষিত); ধিয়া—চিন্তার দ্বারা; উপগৃহ্নন্—অধিকার করে;

স্মিত-শোভিতেন—তাঁর হাসির দ্বারা শোভিত; **মুখেন**—তাঁর মুখের দ্বারা; **চেতঃ**—মন; **লুলুভে**—মোহিত হয়েছিল; **দেবহূত্যাঃ**—দেবহূতির।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে মহান যোদ্ধা বিদুর! মহর্ষি কর্দম কেবল এই পর্যন্ত বলেই তাঁর আরাধ্য অরবিন্দনাভ ভগবান বিষ্ণুর চিন্তা করে মৌন হলেন। তাঁর স্মিত হাস্যের দ্বারা শোভিত মুখমণ্ডল তখন দেবহূতির মন হরণ করেছিল, এবং তিনি তখন সেই মহর্ষির ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কর্দম মুনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন, কেননা মৌন হওয়া মাত্রই তিনি শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পন্থা। শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ-চিন্তায় এতই মগ্ন থাকেন যে, তাঁরা অন্য কিছু চিন্তা করছেন অথবা অন্যভাবে কর্ম করছেন বলে মনে হলেও, তাঁদের কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর অন্য কিছু করণীয় নেই। তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের কথাই কেবল চিন্তা করেন। এই প্রকার কৃষ্ণভক্তের হাসি এতই আকর্ষণীয় যে, তিনি কেবল তাঁর হাসির দ্বারা বহু গুণগ্রাহী, শিষ্য এবং অনুগামীদের হৃদয় জয় করে নেন।

শ্লোক ২২

সোঽনুজ্ঞাত্বা ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ স্ফুটম্ ।
তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহর্ষিতঃ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি (সম্রাট মনু); **অনু**—পরে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **ব্যবসিতম্**—দৃঢ় সংকল্প; **মহিষ্যাঃ**—রানীর; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **স্ফুটম্**—স্পষ্টরূপে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **গুণ-গণ-আঢ্যায়**—বহু গুণসম্পন্ন; **দদৌ**—সম্প্রদান করেছিলেন; **তুল্যাম্**—(সদ্‌গুণাবলীতে) সমতুল্য; **প্রহর্ষিতঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

সম্রাট তাঁর মহিষী এবং তাঁর কন্যার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হয়ে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহু গুণান্বিত সেই মুনিকে তাঁর উপযুক্ত কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্মহাধনান্ ।
দম্পত্যোঃ পর্যদাৎপ্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্ ॥ ২৩ ॥

শতরূপা—সম্রাজ্ঞী শতরূপা; **মহা-রাজ্ঞী**—মহারানী; **পারিবর্হান্**—যৌতুক; **মহা-ধনান্**—বহু মূল্যবান উপহার; **দম্-পত্যোঃ**—বর-বধূকে; **পর্যদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **প্রীত্যা**—প্রীতিভরে; **ভূষা**—অলঙ্কার; **বাসঃ**—বসন; **পরিচ্ছদান্**—গৃহের উপকরণ সমূহ।

অনুবাদ

মহারানী শতরূপা প্রীতিভরে বহুমূল্য অলঙ্কার, বসন এবং গৃহের বিবিধ উপকরণ যৌতুক-স্বরূপ দম্পতিকে প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

যৌতুক সহ কন্যাদের সম্প্রদান করার প্রথা আজও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। উপহার সমূহ দেওয়া হয় কন্যার পিতার অবস্থা অনুসারে। *পারিবর্হান্ মহাধনান্* মানে হচ্ছে বিবাহের সময় বরকে যে যৌতুক দান করা অবশ্য কর্তব্য। এখানে *মহাধনান্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্রাজ্ঞীর যৌতুকের উপযুক্ত মহা মূল্যবান উপহার সমূহ। এখানে *ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্* শব্দগুলির প্রয়োগ হয়েছে। *ভূষা* মানে 'অলঙ্কার', *বাসঃ* মানে 'বসন', এবং *পরিচ্ছদান্* মানে 'গৃহের বিবিধ উপকরণ'। সম্রাটের কন্যার বিবাহের উপযুক্ত সব কিছু কর্দম মুনিকে দান করা হয়েছিল, যিনি তখনও পর্যন্ত ব্রতধারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। কন্যা দেবহূতি অত্যন্ত মূল্যবান অলঙ্কার এবং বেশভূষায় সজ্জিতা ছিলেন।

এইভাবে পূর্ণ ঐশ্বর্য সহকারে গুণান্বিতা পত্নীর সঙ্গে কর্দম মুনির বিবাহ হয়েছিল, এবং গৃহস্থালির সমস্ত আবশ্যকীয় উপকরণগুলি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৈদিক প্রথায় কন্যার পিতা জামাতাকে আজও এইভাবে যৌতুক দিয়ে থাকেন; এমন কি ভারতবর্ষে দরিদ্র পরিবারও বিবাহে যৌতুক-স্বরূপ শত-সহস্র টাকা ব্যয় করে। যৌতুক দেওয়ার প্রথা অবৈধ নয়, যা অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যৌতুক হচ্ছে পিতার সদিচ্ছার প্রতীক-স্বরূপ কন্যাকে প্রদত্ত দান, যা অনিবার্য। পিতা যদি যৌতুক দানে সম্পূর্ণ অক্ষমও হয়, তা হলেও অন্তত কিছু ফল এবং ফুল দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফল এবং ফুল দান করলে

ভগবানও প্রসন্ন হন। আর্থিক অক্ষমতার জন্য যৌতুক না দিতে পারলে, অন্য কোন উপায়ে যৌতুক সংগ্রহ করার প্রশ্ন ওঠে না, তখন জামাতার প্রসন্নতার জন্য তাঁকে ফল এবং ফুল দেওয়া যেতে পারে।

শ্লোক ২৪

প্রত্তাং দুহিতরং সম্রাট্ সদৃক্ষায় গতব্যথঃ ।
উপগুহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রত্তাম্—দান করে; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **সম্রাট্**—সম্রাট (মনু); **সদৃক্ষায়**—উপযুক্ত পাত্রে; **গত-ব্যথঃ**—তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **চ**—এবং; **বাহুভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহুর দ্বারা; **ঔৎকণ্ঠ্য-উন্মথিত-আশয়ঃ**—উৎকণ্ঠা এবং ক্ষুব্ধ মন।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন তখন বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়েছিল এবং তখন তিনি স্নেহভরে তাঁর দুই বাহুর দ্বারা তাঁর কন্যাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতা তাঁর বয়স্থা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ না দেওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার উপর কন্যার দায়িত্ব থাকে; এবং যখন পিতা সেই দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হন, তখন তিনি স্বস্তি অনুভব করেন।

শ্লোক ২৫

অশক্নুবংস্তদ্বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ ।
আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ ॥ ২৫ ॥

অশক্নুবন্—সহ্য করতে অক্ষম হয়ে; **তৎ-বিরহম্**—তাঁর বিচ্ছেদ; **মুঞ্চন্**—বর্ষণ করে; **বাষ্প-কলাম্**—অশ্রু; **মুহুঃ**—বার বার; **আসিঞ্চৎ**—সিক্ত করেছিলেন; **অম্ব**—হে মাতঃ; **বৎস**—হে বৎসে; **ইতি**—এইভাবে; **নেত্র-উদৈঃ**—চোখের জলে; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **শিখাঃ**—কেশদাম।

অনুবাদ

কন্যার বিরহ সহ্য করতে না পেরে, সম্রাট "হে মাত। হে বৎসে।" এইভাবে সম্বোধন করতে করতে অশ্রুজলে তাঁর কন্যার মস্তক সিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

অম্ব শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পিতা কখনও কখনও স্নেহবশত কন্যাকে মাতা বলে সম্বোধন করেন এবং কখনও কখনও 'প্রিয়তমা' বলে সম্বোধন করেন। বিরহ বেদনার অনুভূতি হয় কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না কন্যার বিবাহ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পিতার কন্যারূপে গৃহে থাকে, কিন্তু বিবাহের পর আর তাকে পরিবারের কন্যা বলে দাবি করা যায় না; তাকে পতিগৃহে গমন করতে হয়, কেননা বিবাহের পর সে তার পতির সম্পত্তি হয়ে যায়। *মনুসংহিতা* অনুসারে, নারী কখনও স্বতন্ত্র নয়। তার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে তার পিতার সম্পত্তি, বিবাহের পর তার নিজের সন্তান উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং বার্ধক্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সে তার পতির সম্পত্তি। বৃদ্ধ বয়সে, পতি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের সম্পত্তিরূপে অবস্থান করেন। নারী সর্বদাই পিতা, পতি অথবা উপযুক্ত পুত্রের উপর নির্ভরশীল থাকেন। দেবহূতির জীবনে তা প্রদর্শিত হবে। দেবহূতির পিতা তাঁর দায়িত্ব তাঁর পতি কর্দম মুনির হস্তে অর্পণ করেছিলেন, এবং কর্দম মুনি যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি সেই দায়িত্ব তাঁর পুত্র কপিলদেবের উপর অর্পণ করেন। সেই ঘটনাগুলি ক্রমশ বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২৬-২৭

আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজ্ঞাতঃ সহানুগঃ ।
প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্যঃ স্বপুরং নৃপঃ ॥ ২৬ ॥
উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ ।
ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ ॥ ২৭ ॥

আমন্ত্র্য—যাওয়ার অনুমতি নিয়ে; **তম্**—তাঁর (কর্দম) থেকে; **মুনি-বরম্**—মুনিশ্রেষ্ঠ; **অনুজ্ঞাতঃ**—প্রস্থান করার অনুমতি পেয়ে; **সহ-অনুগঃ**—তাঁর অনুগামীগণ সহ; **প্রতস্থে**—প্রস্থান করলেন; **রথম্ আরুহ্য**—রথে আরোহণ করে; **স-ভার্যঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **স্ব-পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে; **নৃপঃ**—সম্রাট; **উভয়োঃ**—দুই জনের উপর; **ঋষি-কুল্যায়াঃ**—ঋষিকুলের হিতসাধিনী; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **সু-রোধসোঃ**

—সুন্দর তটে; ঋষীনাম্—মহান ঋষিদের; উপশান্তানাম্—প্রশান্ত; পশ্যন্—দর্শন করে; আশ্রম-সম্পদঃ—আশ্রমসমূহের শোভা-সম্পদ।

অনুবাদ

মহর্ষির অনুমতি নিয়ে সম্রাট তাঁর পত্নী সহ রথে আরোহণ করে, তাঁর অনুগামীগণ সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি ঋষিদের হিতসাধিনী সরস্বতী নদীর উভয় তটে প্রশান্ত ঋষিদের আশ্রমের শোভা-সম্পদ দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগে যেমন প্রভূত যন্ত্রবিদ্যা এবং স্থাপত্য শিল্পের দক্ষতা সহকারে শহরগুলি তৈরি হয়, তেমনই প্রাচীন কালে ঋষিকুল নামক জনপদ ছিল, যেখানে মহাত্মারা বাস করতেন। ভারতবর্ষে এখনও পরমার্থ উপলব্ধির অপূর্ব সুন্দর অনেক স্থান রয়েছে; ঋষি এবং মহাত্মারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য গঙ্গা এবং যমুনার তীরে সুন্দর কুটীরে বাস করেন। অনুগামীগণ সহ রাজা যখন ঋষিকুলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা সেখানকার কুটির এবং আশ্রমের সৌন্দর্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ*। মহান ঋষিদের গগনচুম্বী প্রাসাদ ছিল না, কিন্তু তাঁদের আশ্রম এতই সুন্দর ছিল যে, তা দেখে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্তাৎপ্রজাঃ পতিম্ ।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; আয়ান্তম্—আগত; অভিপ্রেত্য—জেনে; ব্রহ্মাবর্তাৎ—ব্রহ্মাবর্ত থেকে; প্রজাঃ—তাঁর প্রজারা; পতিম্—তাদের প্রভু; গীত-সংস্তুতি-বাদিত্রৈঃ—সংগীত, স্তব এবং বাদ্য; প্রত্যুদীয়ুঃ—স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন; প্রহর্ষিতাঃ—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে, ব্রহ্মাবর্ত থেকে তাঁর প্রজারা তাঁদের প্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য সংগীত, বাদ্য এবং স্তুতি সহকারে এগিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা যখন ভ্রমণান্তে ফিরে আসেন, তখন রাজধানীর নাগরিকেরা প্রথা অনুসারে রাজাকে অভিনন্দন জানান। শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখনও তাঁকে এইভাবে সংবর্ধনা করার বর্ণনা রয়েছে। সমস্ত বর্ণের মানুষেরা তখন পুরদ্বারে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পূর্বে রাজধানীগুলি প্রাচীর বেষ্টিত থাকত এবং নগরে প্রবেশের বিভিন্ন দ্বার থাকত। এমন কি আজও দিল্লীতে বহু পুরাতন দ্বার দেখতে পাওয়া যায়, এবং প্রাচীন শহরগুলিতে সেই রকম দ্বার ছিল যেখানে নাগরিকেরা সমবেত হয়ে রাজাকে স্বাগত জানাত। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, স্বায়ম্ভুব মনুর রাজা ব্রহ্মাবর্তের রাজধানী বর্হিষ্মতীর নাগরিকেরা সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, সম্রাটকে সংগীত, বাদ্য এবং স্তব করার মাধ্যমে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন।

শ্লোক ২৯-৩০

বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্বসম্পৎসমন্বিতা ।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ ॥ ২৯ ॥
কুশাঃ কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চসঃ ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে ॥ ৩০ ॥

বর্হিষ্মতী—বর্হিষ্মতী; **নাম**—নামক; **পুরী**—নগরী; **সর্ব-সম্পৎ**—সর্ব প্রকার ঐশ্বর্য; **সমন্বিতা**—পূর্ণ; **ন্যপতন্**—পতিত হয়েছিল; **যত্র**—যেখানে; **রোমাণি**—কেশ; **যজ্ঞস্য**—বরাহদেবের; **অঙ্গম্**—তাঁর শরীরের; **বিধুন্বতঃ**—কম্পিত; **কুশাঃ**—কুশ ঘাস; **কাশাঃ**—কাশ ঘাস; **তে**—তারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **আসন্**—হয়েছিল; **শশ্বৎ-হরিত**—চির হরিতের; **বর্চসঃ**—বর্ণ-সমন্বিত; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **পরাভাব্য**—পরাভূত করে; **যজ্ঞ-ঘ্নান্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী; **যজ্ঞম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ঈজিরে**—তাঁরা আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

সর্ব সম্পদ-সমন্বিত বর্হিষ্মতী নগরী এই নাম প্রাপ্ত হয়েছিল কেননা ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বরাহরূপে প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়। তিনি যখন দেহ কম্পন করেছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়ে, চির হরিৎ কুশ এবং কাশ ঘাসে রূপান্তরিত হয়, যার দ্বারা ঋষিরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের পরাভূত করার পর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যে স্থান প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত তাকে বলা হয় পীঠস্থান। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজধানী বর্হিষ্মতী কেবল অতুল ঐশ্বর্য এবং সম্পদশালী হওয়ার জন্যই মহিমান্বিত ছিল না, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবরাহদেবের রোম এখানে পতিত হয়েছিল বলে তা মহিমান্বিত ছিল। ভগবানের সেই রোমরাজি সবুজ ঘাসে পরিণত হয় এবং হিরণ্যাক্ষকে বধ করার পর, তাঁরা ভগবানকে সেই ঘাস দিয়ে আরাধনা করেছিলেন। যজ্ঞ মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, *যজ্ঞার্থকর্ম* —"বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবল সম্পাদিত কর্ম।" ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যখন কিছু করা হয়, সেই কর্ম কর্মকর্তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে। কেউ যদি কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই শ্রীবিষ্ণু বা যজ্ঞের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু করতে হবে। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজধানী বর্হিষ্মতী নগরীতে, মহান ঋষিগণ এবং মহাত্মাগণ সেই বিশেষ কর্মেরই অনুষ্ঠান করতেন।

শ্লোক ৩১

কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য ভগবান্মনুঃ ।
অযজদ্‌যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্ ॥ ৩১ ॥

কুশ—কুশ ঘাসের; **কাশ**—এবং কাশ ঘাসের; **ময়ম্**—নির্মিত; **বর্হিঃ**—আসন; **আস্তীর্য**—বিস্তার করে; **ভগবান্**—মহা ভাগ্যবান; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—ভগবান বিষ্ণুর; **লব্ধা**—লাভ করেছিলেন; **স্থানম্**—আবাস; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **ভুবম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

যাঁর কৃপায় মনু এই ভূমণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন, কুশ এবং কাশ নির্মিত আসন বিছিয়ে তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

মনু হচ্ছেন মানব-জাতির পিতা, এবং তাই মনু থেকে ইংরেজী শব্দ ম্যান অথবা সংস্কৃত মনুষ্য শব্দটি এসেছে। এই জগতে যাঁরা প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করে উচ্চ পদে আসীন রয়েছেন, তাঁদের বিশেষ করে মনুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করা উচিত, যিনি তাঁর রাজ্য এবং ঐশ্বর্যকে পরমেশ্বর ভগবানের দান বলে মনে করে সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। তেমনই, মনুর বংশধর বা মানুষেরা, যাঁরা বিশেষভাবে সমৃদ্ধিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের উপহার। সেই ধন-সম্পদ পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা উচিত। সেটিই সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করার উপায়। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই ঐশ্বর্য, উচ্চ কুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য অথবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই, যাঁরা এই সমস্ত মূল্যবান সুযোগ-সুবিধাগুলি পেয়েছেন, তাঁদের পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে এবং তাঁর কাছ থেকে তাঁরা যা পেয়েছেন, তা তাঁকে নিবেদন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। যখন এই প্রকার কৃতজ্ঞতা কোন পরিবার, রাষ্ট্র বা সমাজের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তখন তাঁদের বাসস্থান জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে প্রায় বৈকুণ্ঠের মতো হয়ে ওঠে। এই যুগে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাকে স্বীকার করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করা। যার কাছে যা কিছু আছে তা সবই ভগবানের কৃপার দান বলে মনে করা উচিত। তাই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। কেউ যদি গৃহস্থরূপে, নাগরিকরূপে, মানব-সমাজের সদস্যরূপে সুখী হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে হবে।

শ্লোক ৩২

বর্হিষ্মতীং নাম বিভুর্যাং নির্বিশ্য সমাবসৎ ।
তস্যাং প্রবিষ্টো ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৩২ ॥

বর্হিষ্মতীম্—বর্হিষ্মতী নগরী; **নাম**—নামক; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী স্বায়ম্ভুব মনু; **যাম্**—যা; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **সমাবসৎ**—পূর্বে যেখানে তিনি বাস করেছিলেন; **তস্যাম্**—সেই নগরীতে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ভবনম্**—প্রাসাদে; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ; **বিনাশনম্**—বিনাশ করে।

অনুবাদ

যে বর্হিষ্মতী নগরীতে মনু পূর্বে বাস করতেন, সেখানে আগমন করে তিনি ত্রিতাপ দুঃখ-নাশক প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

জড় জগৎ বা জড়-জাগতিক অস্তিত্ব—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ দুঃখে পূর্ণ। মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করার মাধ্যমে এক চিন্ময় পরিবেশের সৃষ্টি করা। জড়-জাগতিক ক্লেশ কৃষ্ণভাবনাকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না। এমন নয় যে, কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করলে, জড়-জাগতিক তাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়; প্রকৃত পক্ষে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা কৃষ্ণভক্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা বন্ধ করা যায় না, কিন্তু কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে এক বীজাণু নিবারক পদ্ধতি, যা জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্টের প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করে। কৃষ্ণভক্তের কাছে স্বর্গে বাস করা অথবা নরকে বাস করা সমান। স্বায়ম্ভুব মনু কিভাবে জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্টের প্রভাব থেকে মুক্ত এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

সভার্যঃ সপ্রজঃ কামান্ বুভুজেঽন্যাবিরোধতঃ ।
সঙ্গীয়মানসৎকীর্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ ।
প্রত্যূষেষ্বনুবদ্ধেন হৃদা শৃণ্বন্ হরেঃ কথাঃ ॥ ৩৩ ॥

স-ভার্যঃ—তাঁর পত্নী সহ; স-প্রজঃ—তাঁর প্রজাগণ সহ; কামান্—জীবনের আবশ্যকতাগুলি; **বুভুজে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **অন্য**—অন্যদের থেকে; **অবিরোধতঃ**—বিরোধিতা-শূন্য; **সঙ্গীয়মান**—প্রশংসিত হয়ে; **সৎ-কীর্তিঃ**—পুণ্য কর্মের জন্য খ্যাতি; **স-স্ত্রীভিঃ**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **সুর-গায়কৈঃ**—স্বর্গীয় গায়কদের দ্বারা; **প্রতি-উষেষু**—প্রতিদিন প্রাতঃকালে; **অনুবদ্ধেন**—আসক্ত হয়ে; **হৃদা**—হৃদয়ের দ্বারা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **কথাঃ**—বর্ণনা।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী এবং প্রজাগণ সহ জীবন উপভোগ করেছিলেন, এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, তিনি তাঁর বাসনাসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। সস্ত্রীক সুরগায়কেরা তাঁর সৎ কীর্তিসমূহের গান করতেন, এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে, তিনি প্রেমাসক্ত চিত্তে ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করতেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পূর্ণতা উপলব্ধি করা। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা সহ বাস করায় কোন আপত্তি নেই, তবে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের বিরোধী জীবন যাপন করা উচিত নয়। বৈদিক নিয়ম এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, এই জড় জগতে আগত জীবেরা তাদের জড় কামনা-বাসনাগুলি চরিতার্থ করে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

এখানে বোঝা যায় যে, সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু এই সমস্ত নিয়ম পালন করে, গার্হস্থ্য জীবন উপভোগ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিদিন প্রত্যূষে গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন, এবং সম্রাট সপরিবারে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ শ্রবণ করতেন। ভারতবর্ষে কোন কোন রাজপরিবারে এবং মন্দিরে এই প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে। পেশাদারি সঙ্গীতজ্ঞেরা সানাই বাজিয়ে গান করেন, এবং গৃহের সদস্যেরা এক মনোরম পরিবেশে ঘুম থেকে জেগে উঠে শয্যা ত্যাগ করেন। ঘুমোতে যাওয়ার সময়েও সঙ্গীতজ্ঞেরা সানাই বাজিয়ে ভগবানের লীলা-বিষয়ক গান করেন, এবং গৃহবাসীরা ভগবানের মহিমা স্মরণ করতে করতে নিদ্রিত হন। এই সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও, প্রতিটি গৃহে, সন্ধ্যায় *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের ব্যবস্থা থাকে; এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে পরিবারের সদস্যেরা একত্রিত হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করেন, *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা শ্রবণ করেন এবং সুন্দর সঙ্গীত উপভোগ করেন। এই সংকীর্তনের প্রভাবে যে-পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা তাঁদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে, এবং নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনের স্বপ্ন দেখেন। এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণতা লাভ করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি থেকে জানা যায় যে, এই প্রথা অতি প্রাচীন, লক্ষ-লক্ষ বছর আগেও স্বায়ম্ভুব মনু কৃষ্ণভাবনামৃতের শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ পরিবেশে গৃহস্থ-জীবন যাপন করার এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিটি রাজপ্রাসাদে এবং ধনী ব্যক্তির গৃহে একটি সুন্দর মন্দির থাকত, এবং গৃহের সদস্যেরা প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে মন্দিরে গিয়ে ভগবানের মঙ্গল আরতি দর্শন করতেন। মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠানটি হচ্ছে প্রত্যূষে ভগবানের প্রথম পূজা। আরতি অনুষ্ঠানে ভগবানকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদীপ দেখানো হয়, এবং শঙ্খ, পুষ্প ও চামর নিবেদন করা হয়। ভগবান প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে হালকা কিছু খাবার খেয়ে, তাঁর ভক্তদের দর্শন দান করেন। তার

পর ভক্তেরা তাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন কিংবা মন্দিরে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। প্রাতঃকালীন এই অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের মন্দির এবং প্রাসাদগুলিতে এখনও অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরগুলি হচ্ছে জনসাধারণের সমবেত হওয়ার স্থান। প্রাসাদের ভিতরে যে মন্দির, সেইগুলি বিশেষভাবে রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য, কিন্তু অনেক প্রাসাদের মন্দিরে সাধারণ জনগণও যেতে পারে। জয়পুরের রাজার মন্দির প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু জনসাধারণ সেখানেও সমবেত হতে পারে; কেউ যদি সেখানে যান, তা হলে তিনি দেখবেন যে, মন্দিরে সব সময় প্রায় পাঁচশ ভক্ত ভিড় করে থাকেন। মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠানের পর, তাঁরা একত্রে বসে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন। *ভগবদ্গীতাতেও* রাজপরিবারের মন্দিরে ভগবানের পূজা করার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি এই জীবনে ভক্তিযোগের পূর্ণ সাফল্য অর্জন নাও করতে পারেন, তা হলে তিনি পরবর্তী জীবনে ধনী বণিকের গৃহে অথবা রাজপরিবারে অথবা ব্রাহ্মণ বা ভক্তের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। কেউ যদি এই সমস্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল পরিবেশের সুযোগ লাভ করেন। কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে যখন কোন শিশুর জন্ম হয়, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করতে পারে। যে-সাফল্য তিনি পূর্বজন্মে লাভ করতে পারেননি, এই জীবনে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

নিষ্ণাতং যোগমায়াসু মুনিং স্বায়ম্ভুবং মনুম্ ।
যদাভ্রংশয়িতুং ভোগা ন শেকুর্ভগবৎপরম্ ॥ ৩৪ ॥

নিষ্ণাতম্—মগ্ন; **যোগ-মায়াসু**—ক্ষণিক সুখভোগে; **মুনিম্**—মুনিতুল্য; **স্বায়ম্ভুবম্**—স্বায়ম্ভুব; **মনুম্**—মনু; **যৎ**—যা থেকে; **আভ্রংশয়িতুম্**—অভিভূত হয়ে; **ভোগাঃ**—জড় ভোগ; **ন**—না; **শেকুঃ**—সক্ষম হয়েছিল; **ভগবৎ-পরম্**—যিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান ভক্ত।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন একজন রাজর্ষি। যদিও তিনি জড় সুখভোগে লিপ্ত ছিলেন, তবুও সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে জড় সুখ উপভোগ করার জন্য তিনি নিকৃষ্টতম জীবনে অধঃপতিত হননি।

তাৎপর্য

রাজকীয় জড় সুখ সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের ফলে কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের জীবনে অর্থাৎ পশু-জীবনে অধঃপতিত করে। কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনুকে একজন রাজর্ষি বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কেননা তাঁর রাজ্যে এবং তাঁর গৃহে তিনি যে-পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছিল পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়। সাধারণত বদ্ধ জীবের অবস্থাও তেমনই; তারা এই জড় জগতে এসেছে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য, কিন্তু এখানকার বর্ণনা অনুসারে অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, মন্দিরে অথবা গৃহে ভগবানের আরাধনা করার মাধ্যমে তারা যদি এক কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে তারা নিঃসন্দেহে জড় সুখভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় জীবনে প্রগতি লাভ করতে পারে। বর্তমান সভ্যতা জড় জাগতিক জীবন এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সাধারণ মানুষকে জড় সুখভোগের মধ্যেও মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার করার সর্ব শ্রেষ্ঠ সুযোগ দান করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত তাদের জড় সুখভোগের প্রবণতাকে রোধ করে না, পক্ষান্তরে তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের জীবনের অভ্যাসগুলিকে কেবল নিয়ন্ত্রণ করে। জড় সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করা সত্ত্বেও, তারা এই জীবনেই, কেবল মাত্র ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' কীর্তন করার সরল পন্থার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ৩৫

অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ ॥ ৩৫ ॥

অযাত-যামাঃ—সময় নষ্ট হয়নি; **তস্য**—মনুর; **আসন্**—ছিল; **যামাঃ**—ঘণ্টা; **স্ব-অন্তর**—তাঁর আয়ু; **যাপনাঃ**—যাপন করে; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করে; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কুর্বতঃ**—আচরণ করে; **ব্রুবতঃ**—বলে; **কথাঃ**—লীলা-বিলাসের বর্ণনা।

অনুবাদ

তার ফলে, যদিও ধীরে ধীরে এক মন্বন্তর-ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ আয়ু সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্যও তার ব্যর্থ অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণ, মনন, লেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন।

তাৎপর্য

তাজা খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু তা যদি তিন চার ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়, তা হলে তা বাসি এবং বিস্বাদ হয়ে যায়, তেমনই জড় সুখ ততক্ষণই কেবল থাকে, যতক্ষণ দেহে যৌবন থাকে, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে সব কিছুই বিস্বাদ হয়ে যায়, এবং সব কিছুই অর্থহীন এবং বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর জীবন কিন্তু বিস্বাদ ছিল না; বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন নিরন্তর কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হওয়ার ফলে, প্রথম যৌবনের মতোই সজীব ছিল। কৃষ্ণভক্তের জীবন সর্বদাই নবীন। বলা হয় যে, সকালে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত মানুষের আয়ু হরণ করে। কিন্তু সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত মানুষের জীবন ক্ষয় করতে পারে না। স্বায়ম্ভুব মনু যেহেতু সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে এবং ভগবানের লীলা স্মরণে যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর জীবন কিছুকাল পরে বিস্বাদ হয়ে যায়নি। তিনি ছিলেন সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী, কেননা কখনও তাঁর সময়ের অপচয় করেননি। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিষ্ণোঃ কুর্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ*। যখন তিনি কথা বলতেন, তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর কথাই বলতেন; তিনি যখন কিছু শ্রবণ করতেন, তিনি কেবল কৃষ্ণেরই কথা শ্রবণ করতেন; তিনি যখন ধ্যান করতেন, তখন কেবল শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর লীলা-বিলাসেরই ধ্যান করতেন।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর আয়ু ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, একাত্তর চতুর্যুগ। এক চতুর্যুগের স্থিতি হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ বৎসর, এবং এই রকম একাত্তরটি যুগ-ব্যাপী ছিল মনুর আয়ু। ব্রহ্মার এক দিনে এই রকম চৌদ্দজন মনুর আগমন হয়। মনু তাঁর সারা জীবন—৪৩,২০,০০০×৭১ বৎসর—কৃষ্ণের কথা কীর্তন করে, শ্রবণ করে, প্রচার করে এবং ধ্যান করে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়নি, এবং কখনও বিস্বাদও হয়ে যায়নি।

শ্লোক ৩৬

স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্ ।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (স্বায়ম্ভুব মনু); **এবম্**—এইভাবে; **স্ব-অন্তরম্**—তাঁর জীবন কাল; **নিন্যে**—অতিক্রম করেছিলেন; **যুগানাম্**—চতুর্যুগের; **এক-সপ্ততিম্**—একাত্তর; **বাসুদেব**—বাসুদেবের; **প্রসঙ্গেন**—সম্পর্কিত বিষয়ের; **পরিভূত**—অতিক্রম করেছিলেন; **গতি-ত্রয়ঃ**—তিনটি অবস্থা।

অনুবাদ

তিনি সর্বদা বাসুদেবের কথা চিন্তা করে এবং বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে যুক্ত থেকে, তাঁর জীবন কাল একাত্তর চতুর্যুগ (৭১×৪৩,২০,০০০ বৎসর) অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে তিনি গতিত্রয় অতিক্রম করেছিলেন।

তাৎপর্য

যারা জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন, গতিত্রয় তাদেরই জন্য। এই তিনটি গতিকে কখনও কখনও জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই তিনটি গতিকে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের গন্তব্য স্থল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়ে অধিক সুখময় জীবন লাভ করে, যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে অবস্থান করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা অধঃলোকে মনুষ্যেতর পাশবিক জীবনে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভাবনাময়, তিনি জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণের অতীত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই জড়া প্রকৃতির গতিত্রয়ের অতীত হয়ে, ব্রহ্মভূত স্তরে বা আত্ম উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হন। স্বায়ম্ভুব মনু যদিও এই জড় জগতের শাসক ছিলেন, এবং আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে জড় সুখভোগে লিপ্ত বলে মনে হয়েছিল, তবুও তিনি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ অথবা তমোগুণে ছিলেন না, তিনি সেই সমস্ত অবস্থার অতীত ছিলেন।

তাই, যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত, তিনি সর্বদাই মুক্ত। ভগবানের এক মহান ভক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, "ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার যদি একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে, তা হলে মুক্তিদেবী সর্বদাই আমার সেবায় যুক্ত থাকবেন। ধর্ম, অর্থ আদি জড় সিদ্ধিগুলি আমার বশীভূত হবে।" মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে। সাধারণত তারা ধর্ম আচরণ করে জাগতিক অর্থ লাভের জন্য, এবং তারা তখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে, তারা মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য এই চতুর্বর্গ হচ্ছে পারমার্থিক পথ। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান, তাঁরা এই চতুর্বর্গের তথাকথিত পরমার্থ সাধনে কোন রকম চেষ্টা না করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ মুক্তিরও অতীত চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। ভক্তের কাছে মুক্তি খুব একটা

বড় প্রাপ্তি নয়, অতএব ধর্ম, অর্থ এবং কামের চরিতার্থতার কথা কি আর বলার আছে? ভগবদ্ভক্ত কখনও এইগুলির অপেক্ষা করেন না। তাঁরা সর্বদাই আত্ম উপলব্ধির ব্রহ্মভূত অবস্থার চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৩৭

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ম্‌ ॥ ৩৭ ॥

শারীরাঃ—দেহ সম্বন্ধীয়; **মানসাঃ**—মন সম্বন্ধীয়; **দিব্যাঃ**—দিব্য শক্তি সম্বন্ধীয়; **বৈয়াসে**—হে বিদুর; **যে**—যারা; **চ**—এবং; **মানুষাঃ**—অন্য মানুষদের সম্বন্ধীয়; **ভৌতিকাঃ**—অন্যান্য জীব সম্বন্ধীয়; **চ**—এবং; **কথম্**—কিভাবে; **ক্লেশাঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **বাধন্তে**—পীড়া দিতে পারে; **হরি-সংশ্রয়ম্**—যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

অতএব, হে বিদুর! যাঁরা ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শারীরিক, মানসিক, দৈবিক এবং অন্যান্য মানুষ ও জীবদের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ কিভাবে পীড়া দিতে পারে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই দৈহিক, মানসিক, অথবা প্রাকৃতিক ক্লেশের দ্বারা প্রতিনিয়তই পীড়িত। শীতকালের প্রচণ্ড শীত এবং গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম এই জড় জগতের জীবদের সর্বদাই ক্লেশ প্রদান করে, কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তিনি এই সমস্ত অবস্থার অতীত; তিনি কখনই কোন দৈহিক, মানসিক, অথবা শীত এবং গ্রীষ্ম আদি প্রাকৃতিক ক্লেশের দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি এই সমস্ত ক্লেশের অতীত।

শ্লোক ৩৮

যঃ পৃষ্টো মুনিভিঃ প্রাহ ধর্মান্নানাবিধাঞ্ছুভান্ ।
নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাং চ সর্বভূতহিতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

যঃ—যিনি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **মুনিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **ধর্মান্**—কর্তব্যসমূহ; **নানা-বিধান্**—বিভিন্ন প্রকার; **শুভান্**—মঙ্গলজনক; **নৃণাম্**—মানব-সমাজে; **বর্ণ-আশ্রমাণাম্**—বর্ণ এবং আশ্রমের; **চ**—এবং; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবেদের; **হিতঃ**—মঙ্গল সাধনকারী; **সদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে তিনি (স্বায়ম্ভুব মনু) সাধারণ মানুষের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের নানাবিধ পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

এতত্ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥ ৩৯ ॥

এতৎ—এই; **তে**—আপনাকে; **আদি-রাজস্য**—প্রথম সম্রাটের; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **চরিতম্**—চরিত্র; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **বর্ণিতম্**—বর্ণনা করা হয়েছে; **বর্ণনীয়স্য**—যাঁর যশ বর্ণনার যোগ্য; **তৎ-অপত্য**—তাঁর কন্যার; **উদয়ম্**—প্রভাব; **শৃণু**—দয়া করে শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

আমি কীর্তনের যোগ্য আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন তাঁর কন্যা দেবহূতির প্রভাবের বর্ণনা শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবহূতির অনুতাপ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা ।
নিত্যং পর্যচরৎপ্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় ঋষি বললেন; **পিতৃভ্যাম্**—পিতা-মাতার দ্বারা; **প্রস্থিতে**—প্রস্থান করলে; **সাধ্বী**—সাধ্বী রমণী; **পতিম্**—তাঁর পতির; **ইঙ্গিত-কোবিদা**—মনোভাব জেনে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করেছিলেন; **প্রীত্যা**—গভীর প্রীতি সহকারে; **ভবানী**—পার্বতী দেবী; **ইব**—মতো; **ভবম্**—শিবকে; **প্রভুম্**—তাঁর পতি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—তাঁর পিতা-মাতা প্রস্থান করলে, সাধ্বী দেবহূতি, যিনি তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন, নিরন্তর গভীর প্রীতি সহকারে তাঁর পতির সেবা করেছিলেন, ঠিক যেমন পার্বতী দেবী তাঁর পতি শিবের সেবা করেন।

তাৎপর্য

এখানে ভবানীর দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ভবানী* মানে হচ্ছে ভব বা শিবের পত্নী। হিমালয় রাজার কন্যা ভবানী বা পার্বতী শিবকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন, যিনি আপাত দৃষ্টিতে ঠিক একজন ভিক্ষুকের মতো। রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও, তিনি শিবকে পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, যাঁর একটি ঘর পর্যন্ত ছিল না এবং যিনি একটি গাছের নীচে বসে ধ্যান করে তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। যদিও ভবানী ছিলেন একজন মহান রাজার কন্যা, তবুও তিনি একজন দরিদ্র রমণীর মতো শিবের সেবা করতেন। তেমনই দেবহূতি ছিলেন সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, তবুও তিনি কর্দম মুনিকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন। তিনি

গভীর প্রীতি এবং অনুরাগ সহকারে তাঁর সেবা করতেন, এবং তিনি জানতেন কিভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করতে হয়। তাই তাঁকে এখানে *সাধ্বী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সতী বা পতিব্রতা স্ত্রী'। তাঁর এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত বৈদিক সভ্যতার আদর্শ। প্রত্যেক স্ত্রীকে দেবহূতি বা ভবানীর মতো পতি-পরায়ণা হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। আজও হিন্দু-সমাজে অবিবাহিতা কন্যাদের শিবের মতো পতি পাওয়ার বাসনায় শিবের পূজা করার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিব হচ্ছেন আদর্শ পতি, ধন-সম্পদ বা ইন্দ্রিয় সুখের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—'শম্ভু বা শিব হচ্ছেন আদর্শ বৈষ্ণব'। তিনি নিরন্তর শ্রীরামের ধ্যান করেন এবং হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করেন। শিবের একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যাকে বলা হয় রুদ্র সম্প্রদায় বা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়। অবিবাহিতা বালিকারা শিবের পূজা করে, যাতে তারা তাঁর মতো বৈষ্ণব পতি লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষে মেয়েদের জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অতি সম্রান্ত বা ঐশ্বর্যশালী পতি বরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয় না; পক্ষান্তরে, কোন কন্যা যদি শিবের মতো ভগবদ্ভক্ত পতি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। পত্নী পতির উপর নির্ভরশীল, এবং পতি যদি বৈষ্ণব হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে তাঁর পতির ভগবৎ সেবায় অংশ গ্রহণ করে, কেননা সে তাঁর সেবা করে। পতি-পত্নীর মধ্যে এই প্রকার ভক্তি তথা প্রেমের আদান-প্রদান গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ।

শ্লোক ২

বিশ্রম্ভেণাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ ।
শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ ভোঃ ॥ ২ ॥

বিশ্রম্ভেণ—অন্তরঙ্গতা সহকারে; **আত্ম-শৌচেন**—মন এবং দেহের পবিত্রতা সহকারে; **গৌরবেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **দমেন**—ইন্দ্রিয় সংযম সহকারে; **চ**—এবং; **শুশ্রূষয়া**—সেবা সহকারে; **সৌহৃদেন**—সৌহার্দ সহকারে; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **মধুরয়া**—মধুর; **চ**—এবং; **ভোঃ**—হে বিদুর।

অনুবাদ

হে বিদুর! দেবহূতি অন্তরে এবং বাহিরে পবিত্র হয়ে, অন্তরঙ্গভাবে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, সংযত চিত্তে, প্রীতি এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দুইটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবহূতি *বিশ্রম্ভেণ* এবং *গৌরবেণ*, এই দুইভাবে তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। পতি অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করার এই দুইটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। *বিশ্রম্ভেণ* মানে হচ্ছে 'অন্তরঙ্গতা সহকারে' এবং *গৌরবেণ* মানে হচ্ছে 'গভীর শ্রদ্ধা সহকারে'। পতি হচ্ছেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; তাই, পত্নী একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তার সেবা করবে, আবার সেই সঙ্গে তার পতিকে গুরুরূপে জেনে, তার প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ হতে হবে। পুরুষের এবং নারীর মনস্তত্ত্ব ভিন্ন। দৈহিক গঠন অনুসারে, পুরুষ সর্বদা তার পত্নীর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে চায়, এবং নারী তার দেহের গঠন অনুসারে, স্বাভাবিকভাবে তার পতির থেকে নিকৃষ্ট। তাই স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে, পতি তার পত্নী থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, এবং তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। পতি যদি কোন ভুলও করে, পত্নীকে তা সহ্য করতে হবে, এবং তা হলেই পতি-পত্নীর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না। *বিশ্রম্ভেণ* মানে হচ্ছে 'অন্তরঙ্গতা সহকারে', তবে এই অন্তরঙ্গতা যেন 'বেশি মাখামাখির ফলে মান থাকে না', এতে পর্যবসিত না হয়। বৈদিক সভ্যতায়, পত্নী তাঁর পতিকে নাম ধরে ডাকেন না। বর্তমান সভ্যতায়, পত্নী তার পতিকে নাম ধরে ডাকে, কিন্তু হিন্দু সমাজে তা হয় না। এইভাবে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের সম্পর্ক বজায় থাকে। *দমেন চ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি হলেও পত্নীকে সংযত থাকতে হয়। *সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া* মানে হচ্ছে, সর্বদা পতির শুভ কামনা করা এবং মধুর বাক্যে তার সঙ্গে কথা বলা। বহির্জগতে জড় বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে পুরুষ মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে; তাই, তার গৃহে অন্তত মধুর বাক্যের দ্বারা তাকে সম্ভাষণ করা তার পত্নীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩

বিসৃজ্য কামং দম্ভং চ দ্বেষং লোভমঘং মদম্ ।
অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং তেজীয়াংসমতোষয়ৎ ॥ ৩ ॥

বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; **কামম্**—কাম; **দম্ভম্**—গর্ব; **চ**—এবং; **দ্বেষম্**—দ্বেষ; **লোভম্**—লোভ; **অঘম্**—পাপ আচরণ; **মদম্**—অহঙ্কার; **অপ্রমত্তা**—অবিচলিত; **উদ্যতা**—উদ্যম সহকারে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **তেজীয়াংসম্**—তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতি; **অতোষয়ৎ**—তিনি তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

অনুবাদ

অবিচলিতভাবে এবং উদ্যম সহকারে কার্য করে, সমস্ত কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, পাপাচরণ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করে, তিনি তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মহান পতির মহান পত্নীর কয়েকটি গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। কর্দম মুনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বলে মহান ছিলেন। এই প্রকার পতিকে বলা হয় *তেজীয়াংসম্*, বা অত্যন্ত তেজস্বী। পারমার্থিক চেতনায় পত্নী পতির সমকক্ষ হলেও, তাঁর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, পত্নী হচ্ছেন অত্যন্ত ধনী পরিবারের কন্যা, ঠিক যেমন দেবহূতি ছিলেন সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। তাঁর বংশের গর্বে তিনি অত্যন্ত গর্বিত হতে পারতেন, কিন্তু তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। পত্নীকে পিতৃকুলের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা পতির অনুগত থাকা এবং সর্ব প্রকার অহঙ্কার পরিত্যাগ করা। পত্নী যদি তার পিতৃকুলের গর্বে গর্বিতা হয়, তা হলে পতি-পত্নীর মধ্যে বিরাট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে, এবং তার ফলে তাদের বৈবাহিক জীবন ছারখার হয়ে যাবে। দেবহূতি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, এবং তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্ণরূপে তাঁর গর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবহূতি তাঁর পতির প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। পত্নীর পক্ষে সব চাইতে পাপ কর্ম হচ্ছে, অন্য পতি অথবা অন্য প্রেমিক গ্রহণ করা। চাণক্য পণ্ডিত গৃহে চার প্রকার শত্রুর কথা বর্ণনা করেছেন। পিতা যদি ঋণ করে থাকে, তা হলে তাকে শত্রু বলে মনে করা হয়; মাতা যদি বয়স্ক সন্তান থাকা সত্ত্বেও অন্য পতি গ্রহণ করে, তা হলে তাকে শত্রু বলে মনে করা হয়; পত্নী যদি পতির সঙ্গে না থাকে এবং অভদ্র আচরণ করে, তা হলে তাকে শত্রু বলে মনে করা হয়; আর পুত্র যদি মূর্খ হয়, তা হলে তাকেও শত্রু বলে মনে করা হয়। পারিবারিক জীবনে সম্পত্তি হচ্ছে পিতা, মাতা, পত্নী এবং সন্তান, কিন্তু পত্নী অথবা মাতা যদি পতি এবং পুত্র থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন পতি গ্রহণ করে, তা হলে বৈদিক সভ্যতায় তাকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয়। সতী সাধ্বী রমণীর কখনও ব্যভিচারী হওয়া উচিত নয়—সেইটি হচ্ছে একটি মস্ত বড় পাপ।

শ্লোক ৪-৫

স বৈ দেবর্ষিবর্যস্তাং মানবীং সমনুব্রতাম্ ।
দৈবাদ্গরীয়সঃ পত্যুরাশাসানাং মহাশিষঃ ॥ ৪ ॥

কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্যয়া ।
প্রেমগদ্‌গদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (কর্দম); **বৈ**—নিশ্চয়ই; **দেব-ঋষি**—স্বর্গের ঋষিরা; **বর্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **তাম্**—তাঁকে; **মানবীম্**—মনুর কন্যা; **সমনুব্রতাম্**—পূর্ণরূপে অনুরক্ত; **দৈবাৎ**—বিধাতা থেকেও; **গরীয়সঃ**—মহান; **পত্যুঃ**—তাঁর পতি থেকে; **আশাসানাম্**—প্রত্যাশা করে; **মহা-আশিষঃ**—মহা আশীর্বাদ; **কালেন ভূয়সা**—দীর্ঘ কাল ব্যাপী; **ক্ষামাম্**—দুর্বল; **কর্শিতাম্**—কৃশ; **ব্রত-চর্যয়া**—ব্রত আচরণের দ্বারা; **প্রেম**—প্রীতি সহকারে; **গদ্‌গদয়া**—গদগদ বচনে; **বাচা**—স্বরে; **পীড়িতঃ**—ব্যথিত; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **অব্রবীৎ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

মনুর কন্যা, যিনি ছিলেন তাঁর পতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত, তিনি তাঁর পতিকে বিধাতার থেকেও বড় বলে মনে করতেন। তাই, তিনি তাঁর কাছ থেকে মহা আশীর্বাদ প্রত্যাশা করেছিলেন। দীর্ঘ কাল ব্রত আচরণপূর্বক তাঁর সেবা করার ফলে, তাঁর শরীর দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়েছিল। তাঁর সেই অবস্থা দেখে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ কর্দম ব্যথিত হয়েছিলেন এবং গভীর প্রেমে গদগদ স্বরে তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পত্নী পতির সমশ্রেণীভুক্ত হবে—তাই প্রত্যাশা করা হয়। তাকে পতির আদর্শ পালন করতে প্রস্তুত থাকা কর্তব্য, এবং তা হলেই তাদের জীবন সুখী হয়। পতি যদি ভগবদ্ভক্ত হন আর পত্নী যদি বিষয়াসক্ত হয়, তা হলে গৃহে শান্তি থাকতে পারে না। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতির রুচি দেখে, সেই অনুসারে আচরণ করা। *মহাভারত* থেকে আমরা জানতে পারি, গান্ধারী যখন অবগত হয়েছিলেন যে, তাঁর ভাবী পতি ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্ধত্বের আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি তাঁর চোখ বেঁধে একজন অন্ধ রমণীর মতো আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর পতি হচ্ছেন অন্ধ, তাই তিনিও একজন অন্ধ রমণীর মতো আচরণ করবেন, তা না হলে, তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তির গর্বে গর্বিত হতে পারেন এবং তাঁর পতিকে তাঁর থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করতে পারেন। *সমনুব্রত* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতি যে অবস্থায় রয়েছেন, সেই বিশেষ অবস্থাটি গ্রহণ করা। অবশ্যই পতি যখন কর্দম মুনির মতো একজন মহাত্মা, তখন তাঁকে অনুসরণ করার ফলে সুফল অবশ্যই লাভ হবে। কিন্তু

পতি যদি কর্দম মুনির মতো মহান ভগবদ্ভক্ত নাও হন, তবুও পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে তার মনোভাব অনুসারে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। তার ফলে বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সতীত্বের ব্রত অবলম্বন করার ফলে, রাজকন্যা দেবহূতি অত্যন্ত কৃশ হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর পতি দয়া-পরবশ হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, দেবহূতি হচ্ছেন একজন মহান রাজার কন্যা, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ রমণীর মতো তিনি তাঁর সেবা করছেন। তার ফলে তাঁর শরীর দুর্বল হয়েছিল, এবং তিনি তাই তাঁর প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে, তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ৬

কর্দম উবাচ

তুষ্টোঽহমদ্য তব মানবি মানদায়াঃ
শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা ।
যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ স দেহো
নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে ॥ ৬ ॥

কর্দমঃ উবাচ—মহর্ষি কর্দম বলেছিলেন; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি হয়েছি; **অদ্য**—আজ; **তব**—তোমার প্রতি; **মানবি**—হে মনু-কন্যা; **মান-দায়াঃ**—যাঁরা শ্রদ্ধাবান; **শুশ্রূষয়া**—সেবার দ্বারা; **পরময়া**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পরয়া**—সর্বোচ্চ; **চ**—এবং; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **যঃ**—যা; **দেহিনাম্**—দেহধারীদের; **অয়ম্**—এই; **অতীব**—অত্যন্ত; **সুহৃৎ**—প্রিয়; **সঃ**—তা; **দেহঃ**—দেহ; **ন**—না; **অবেক্ষিতঃ**—যত্ন করা হয়েছে; **সমুচিতঃ**—যথাযথভাবে; **ক্ষপিতুম্**—ক্ষয় হওয়া; **মৎ-অর্থে**—আমার জন্য।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—হে স্বায়ম্ভুব মনুর সম্মানীয়া কন্যা। আজ আমি তোমার গভীর অনুরাগময়ী ভক্তি এবং প্রেমপূর্ণ সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। দেহধারীদের কাছে তাদের দেহ অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তুমি সেই দেহকেও আমার জন্য ক্ষয় করতে দ্বিধাবোধ করনি দেখে, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, সকলেরই কাছে তার দেহ অত্যন্ত প্রিয়, তবুও দেবহূতি এতই পতি-পরায়ণা ছিলেন যে, তিনি কেবল গভীর ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবাই করেননি, তিনি তাঁর নিজের শরীরের প্রতি কোন রকম যত্ন নেননি।

একেই বলা হয় নিঃস্বার্থ সেবা। এখানে বোঝা যায় যে, দেবহূতির কোন রকম ইন্দ্রিয় সুখ ছিল না, এমন কি তাঁর পতির থেকেও নয়, তা না হলে তাঁর দেহ এইভাবে ক্ষীণ হত না। তিনি তাঁর দেহ-সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থেকে, কর্দম মুনির পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যে, নিরন্তর তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। পতি-পরায়ণা সতীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে তাঁর পতির সহায়তা করা, বিশেষ করে পতি যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকেন। তখন পতিও প্রচুরভাবে পত্নীকে পুরস্কৃত করেন। সাধারণ মানুষের পত্নী কখনও এই প্রকার আশা করতে পারে না।

শ্লোক ৭

যে মে স্বধর্মনিরতস্য তপঃসমাধি-
বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্
দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ৭ ॥

যে—যা; **মে**—আমার দ্বারা; **স্ব-ধর্ম**—স্বীয় ধর্মীয় জীবন; **নিরতস্য**—পূর্ণরূপে রত; **তপঃ**—তপস্যায়; **সমাধি**—ধ্যানে; **বিদ্যা**—কৃষ্ণভাবনায়; **আত্ম-যোগ**—মনকে স্থির করার দ্বারা; **বিজিতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছি; **ভগবৎ-প্রসাদাঃ**—ভগবানের আশীর্বাদ; **তান্**—তাদের; **এব**—এমন কি; **তে**—তোমার দ্বারা; **মৎ**—আমাকে; **অনুসেবনয়া**—ভক্তিযুক্ত সেবার দ্বারা; **অবরুদ্ধান্**—প্রাপ্ত হয়েছ; **দৃষ্টিম্**—দিব্য দৃষ্টি; **প্রপশ্য**—দেখ; **বিতরামি**—আমি দান করছি; **অভয়ান্**—ভয়-রহিত; **অশোকান্**—শোক-রহিত।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—আমি স্বধর্মে রত থেকে তপস্যা, ধ্যান এবং কৃষ্ণভক্তির আচরণ করে, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছি। তুমি যদিও ভয় এবং শোক-রহিত এই উপলব্ধিগুলি এখনও অনুভব করনি, তবুও সেইগুলি আমি তোমাকে দান করব, কেননা তুমি ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেছ। দেখ, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি দেখতে পাবে সেইগুলি কত সুন্দর।

তাৎপর্য

দেবহূতি কেবল কর্দম মুনির সেবায় যুক্ত ছিলেন। তিনি তপস্যা, ধ্যান তথা কৃষ্ণভক্তিতে তত উন্নত ছিলেন না, কিন্তু পরোক্ষভাবে, তিনি তাঁর পতির সিদ্ধির

অংশ লাভ করছিলেন, যা তিনি দেখতে পাননি অথবা অনুভব করতে পারেননি। আপনা থেকেই তিনি ভগবানের এই কৃপা লাভ করেছিলেন।

ভগবানের এই কৃপা কি? এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে অভয়। জড় জগতে কেউ যদি কোটি-কোটি টাকা সঞ্চয় করে, তা হলে তার সব সময় ভয় হয় কেননা সে মনে করে, "আমার এই টাকাটা যদি হারিয়ে যায় তা হলে কি হবে?" কিন্তু ভগবানের প্রসাদ বা ভগবানের কৃপা কখনও হারিয়ে যায় না, তা কেবল আস্বাদন করা যায়। তা হারাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাতে কেবল লাভই হয় এবং সেই লাভের উপভোগ হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে—কেউ যখন ভগবানের প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তার ফলে *সর্বদুঃখানি* অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের নিরসন হয়। চিন্ময় স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, দুই প্রকার ভবরোগ—আকাঙ্ক্ষা এবং অনুশোচনার নিবৃত্তি হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি যখন শুরু হয়, তখন ভগবৎ প্রেমের পূর্ণ ফল লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে ভগবৎ প্রসাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই অপ্রাকৃত প্রাপ্তিটি এতই মূল্যবান যে, তার সঙ্গে কোন প্রকার জড় সুখের তুলনা করা যায় না। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে, কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন, তা হলে তিনি এতই মহান হয়ে যান যে, তিনি দেবতাদের পর্যন্ত পরোয়া করেন না, তিনি কৈবল্য মুক্তিকে নরকের মতো মনে করেন, এবং তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গুলি বশ করা অত্যন্ত সহজ কার্য। তাঁর কাছে স্বর্গ-সুখ আকাশ কুসুমের মতো মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে, চিন্ময় আনন্দের সঙ্গে জড় সুখের কোন তুলনা হয় না।

কর্দম মুনির সেবা করার ফলে, তাঁর কৃপায় দেবহূতির প্রকৃত উপলব্ধি হয়েছিল। নারদ মুনির জীবনেও আমরা এই রকম একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাঁর পূর্ব জন্মে, নারদ মুনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র। তাঁর মা ভগবানের মহান ভক্তদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাই তিনিও সেই মহাত্মাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং কেবল তাঁদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেবন করার ফলে এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করার ফলে, তিনি এতই পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, পরবর্তী জীবনে তিনি নারদ মুনির মতো একজন মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবা করা। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। যে-সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বষ্টকমে (আটটি শ্লোকে গুরুদেবের বন্দনায়) বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*—গুরুদেবের সেবা করার ফলে, অথবা গুরুদেবের কৃপালাভ করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ হয়।

তাঁর পতি কর্দম মুনির সেবা করার ফলে, দেবহূতি তাঁর সিদ্ধির অংশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তেমনই, ঐকান্তিক শিষ্য সদ্‌গুরুর সেবা করার দ্বারাই কেবল ভগবানের এবং গুরুদেবের কৃপা একসঙ্গে লাভ করেন।

শ্লোক ৮

অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ-
বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য ।
সিদ্ধাসি ভুঙ্‌ক্ষ্ব বিভবান্নিজধর্মদোহান্
দিব্যান্নরৈর্দুরধিগান্নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভ্রুবঃ**—ভ্রূকুটি; **উদ্বিজৃম্ভ**—সঞ্চালনের দ্বারা; **বিভ্রংশিত**—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **অর্থ-রচনাঃ**—জড়-জাগতিক প্রাপ্তি; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **উরুক্রমস্য**—উরুক্রম শ্রীবিষ্ণুর; **সিদ্ধা**—সফল; **অসি**—তুমি হও; **ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **বিভবান্**—উপহারসমূহ; **নিজ-ধর্ম**—তোমার নিজের ভক্তির দ্বারা; **দোহান্**—প্রাপ্ত; **দিব্যান্**—দিব্য; **নরৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **দুরধিগান্**—দুর্লভ; **নৃপ-বিক্রিয়াভিঃ**—রাজপদের গৌরবে গর্বিত।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বলতে লাগলেন—ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য উপভোগে কি লাভ? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভ্রূকুটি সঞ্চালনে সমস্ত জড় বিষয় ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার পতিব্রতা ধর্মের প্রভাবে, তুমি দিব্য উপহারসমূহ প্রাপ্ত হয়েছ, এবং এই সমস্ত দিব্য সম্পদ অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণকারী এবং প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেও দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গেছেন যে, মানব-জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হচ্ছে ভগবানের কৃপা বা ভগবৎ প্রেম। তিনি বলেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্* —ভগবৎ প্রেম লাভ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। কর্দম মুনিও তাঁর পত্নীকে সেই সিদ্ধির কথাই বলেছেন। তাঁর পত্নী ছিলেন এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের কন্যা। সাধারণত যারা জড়বাদী অথবা জাগতিক ধন-সম্পদের অধিকারি, তারা দিব্য ভগবৎ প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। দেবহূতি যদিও ছিলেন অত্যন্ত মহান রাজপরিবারের কন্যা, সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর মহান পতি কর্দম মুনির

তত্ত্বাবধানে ছিলেন, যিনি মানব-জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপহার ভগবৎ প্রেম তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর পতির শুভেচ্ছা এবং প্রসন্নতার ফলে, দেবহূতি ভগবানের এই কৃপা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রীতি, শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর মহান ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা পতির সেবা করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর পতি কর্দম মুনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবৎ প্রেম দান করেছিলেন, এবং তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করে উপভোগ করতে কেননা তিনি তা ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন।

ভগবৎ প্রেম কোন সাধারণ সামগ্রী নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী কর্তৃক আরাধিত হয়েছেন কেননা তিনি সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁকে *মহাবদান্যায়* বলে স্তুতি করেছেন, কেননা তিনি মুক্ত হস্তে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন, যা জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই কেবল বহু জন্মের পর লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত, আমাদের প্রিয়জনদের দেওয়ার মতো সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এই শ্লোকে *নিজধর্মদোহান্* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্দম মুনির পত্নীরূপে দেবহূতি তাঁর পতির কাছ থেকে এক অমূল্য উপহার লাভ করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর পতির প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠা-পরায়ণ ছিলেন। স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই মুখ্য ধর্মনীতি। সৌভাগ্যবশত পতি যদি একজন মহান ব্যক্তি হন, তা হলে সেই সমন্বয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, এবং পত্নী ও পতি উভয়েরই জীবন তৎক্ষণাৎ সার্থক হয়।

শ্লোক ৯

এবং ব্রুবাণমবলাখিলযোগমায়া-
বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাধিরাসীৎ ।
সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্-
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **অবলা**—স্ত্রী; **অখিল**—সমস্ত; **যোগ-মায়া**—দিব্য জ্ঞানের; **বিদ্যা-বিচক্ষণম্**—অদ্বিতীয় জ্ঞানবান; **অবেক্ষ্য**—শ্রবণ করে; **গত-আধিঃ**—সন্তুষ্ট; **আসীৎ**—তিনি হয়েছিলেন; **সম্প্রশ্রয়**—বিনয় সহকারে; **প্রণয়**—এবং প্রীতি সহকারে; **বিহ্বলয়া**—বিহ্বল হয়ে; **গিরা**—বচনে; **ঈষৎ**—অল্প; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **অবলোক**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিলসৎ**—শোভিত; **হসিত**—হেসে; **আননা**—তাঁর মুখমণ্ডল; **আহ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

সর্ব প্রকার দিব্য জ্ঞানে অদ্বিতীয় তাঁর পতির বাণী শ্রবণ করে, অবলা দেবহূতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল স্মিত হাস্য এবং ঈষৎ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিপাতের ফলে, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল, এবং তিনি প্রণয় ও বিনয়-জনিত গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হন এবং ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তপশ্চর্যা, ধর্ম, যজ্ঞ, যোগ, ধ্যান ইত্যাদি সমস্ত বেদ-বিহিত পন্থাগুলি সমাপ্ত করেছেন। দেবহূতির পতি দিব্য জ্ঞানে এতই দক্ষ ছিলেন যে, তাঁর অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না, এবং তিনি যখন তাঁকে বলতে শুনলেন, তখন তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি সমস্ত দিব্য জ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁর পতি তাঁকে যে পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না; তিনি জানতেন যে, এই প্রকার উপহার প্রদানে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, এবং তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদান করছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি দিব্য প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাই তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি; তার পর তিনি গদগদ বচনে, এক অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রীর মতো নিম্ন লিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

দেবহূতিরুবাচ

রাদ্ধং বত দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগ-
মায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্তঃ ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো
ভূয়াদ্গরীয়সি গুণঃ প্রসবঃ সতীনাম্ ॥ ১০ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **রাদ্ধম্**—লাভ হয়েছে; **বত**—বস্তুতই; **দ্বিজ-বৃষ**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **এতৎ**—এই; **অমোঘ**—অচ্যুত; **যোগ-মায়া**—যোগ-শক্তির; **অধিপে**—অধীশ্বর; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **বিভো**—হে মহান; **তৎ**—তা; **অবৈমি**—আমি জানি; **ভর্তঃ**—হে পতি; **যঃ**—যা; **তে**—তোমার দ্বারা; **অভ্যধায়ি**—দেওয়া হয়েছে;

সময়ঃ—প্রতিজ্ঞা; **সকৃৎ**—এক সময়; **অঙ্গ-সঙ্গঃ**—দৈহিক মিলন; **ভূয়াৎ**—হোক; **গরীয়সি**—যখন অত্যন্ত যশস্বী; **গুণঃ**—এক মহান গুণ; **প্রসবঃ**—সন্তান; **সতীনাম্**—পতিব্রতা স্ত্রীদের।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রিয় পতি! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং আপনি সমস্ত অচ্যুত যোগ-শক্তির অধিকারী, কেননা আপনি যোগমায়ার আশ্রয়ে রয়েছেন। কিন্তু এক সময় আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাদের দৈহিক মিলন সার্থক হবে, কেননা মহান পতি প্রাপ্ত হয়ে, সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান লাভ করা একটি মস্ত বড় গুণ।

তাৎপর্য

দেবহূতি *বত* শব্দটির দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন, কেননা তিনি জানতেন যে, তাঁর পতি অতি উচ্চ দিব্য পদে অধিষ্ঠিত এবং যোগমায়ার আশ্রিত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাত্মারা জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। পরমেশ্বর ভগবানের দুইটি শক্তি রয়েছে—জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি। জীবেরা হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তিরূপে জীবেরা জড়া প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতির (যোগমায়া) নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে পারেন। কর্দম মুনি ছিলেন একজন মহাত্মা, এবং তাই তিনি ছিলেন চিন্ময় শক্তির আশ্রিত, যার অর্থ হচ্ছে তিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার লক্ষণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত, বা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। দেবহূতি সেই কথা জানতেন, তবুও তিনি সেই মহর্ষির অঙ্গ-সঙ্গ প্রভাবে এক সন্তান লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর পতিকে তাঁর পিতা-মাতার কাছে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—"দেবহূতির গর্ভধারণ পর্যন্তই কেবল আমি তাঁর সঙ্গে থাকব।" তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন সাধ্বী রমণীর পক্ষে এক মহান ব্যক্তির কাছ থেকে সন্তান লাভ করা সব চাইতে গৌরবের বিষয়। তিনি গর্ভবতী হতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি সেই জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। স্ত্রী শব্দটির অর্থ 'বিস্তার'। পতি এবং পত্নীর দৈহিক সংযোগের ফলে, তাঁদের গুণাবলীর বিস্তার হয়—সৎ পিতা-মাতার সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার স্বীয় গুণাবলীর বিস্তার। কর্দম মুনি এবং দেবহূতি উভয়েই দিব্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত ছিলেন; তাই শুরু থেকেই তিনি চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন গর্ভবতী হন এবং তার পর ভগবৎ কৃপা এবং ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারেন। স্ত্রীর সব চাইতে বড় অভিলাষ

হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর পতির মতো যোগ্য পুত্র প্রাপ্ত হতে পারেন। যেহেতু তিনি কর্দম মুনির মতো একজন মহাত্মাকে তাঁর পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাই তিনি তাঁর দৈহিক সংযোগের ফলে, এক পুত্র লাভের বাসনাও করেছিলেন।

শ্লোক ১১

তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং
যেনৈষ মে কর্শিতোঽতিরিরংসয়াত্মা ।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া
দীনস্তদীশ ভবনং সদৃশং বিচক্ষ ॥ ১১ ॥

তত্র—তাতে; ইতি-কৃত্যম্—করণীয়; উপশিক্ষ—অনুষ্ঠান করুন; যথা—অনুসারে; উপদেশম্—শাস্ত্রের নির্দেশ; যেন—যার দ্বারা; এষঃ—এই; মে—আমার; কর্শিতঃ—ক্ষীণ; অতিরিরংসয়া—তীব্র কাম তুষ্ট না হওয়ায়; আত্মা—দেহ; সিধ্যেত—উপযুক্ত হতে পারে; তে—আপনার জন্য; কৃত—উত্তেজিত; মনঃ-ভব—আবেগের দ্বারা; ধর্ষিতায়াঃ—পীড়িত; দীনঃ—দীন; তৎ—অতএব; ঈশ—হে প্রভু; ভবনম্—গৃহ; সদৃশম্—উপযুক্ত; বিচক্ষ—বিবেচনা করুন।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভু! আমি আপনার প্রতি কামার্তা হয়েছি। তাই দয়া করে আপনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা করুন, যাতে অতৃপ্ত রতিস্পৃহা হেতু আমার কৃশ শরীর আপনার যোগ্য হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত একটি গৃহের কথাও আপনি বিবেচনা করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র কেবল শাস্ত্র-নির্দেশেই পূর্ণ নয়, পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্য সাধনে জড় অস্তিত্বের জন্য করণীয় বিষয় সম্বন্ধেও তাতে বহু নির্দেশ রয়েছে। দেবহূতি তাই তাঁর পতিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে, কিভাবে তিনি রতি-ক্রীড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসন্তান উৎপাদন করা। সুসন্তান উৎপাদনের পরিস্থিতির বর্ণনা *কাম-শাস্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে। সেই শাস্ত্রে, প্রকৃতপক্ষে

মহিমান্বিত যৌন জীবনের জন্য যে-সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেই সব কিছুর বর্ণনা আছে, যেমন—কি রকম ঘর হওয়া উচিত এবং তার সাজসজ্জা কেমন হওয়া উচিত, পত্নীর কি প্রকার বস্ত্র ধারণ করা উচিত, কি প্রকার অলঙ্কার এবং সুগন্ধি ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক দ্রব্যে সে সজ্জিত হবে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে। এইগুলি করা হলে, পতি তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এবং অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হবে। মৈথুনকালীন মনোভাব পত্নীর গর্ভে সঞ্চারিত হয়, এবং সেই গর্ভ থেকে সুসন্তান উৎপন্ন হতে পারে। এখানে দেবহূতির দৈহিক আকৃতির বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর শরীর কৃশ হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর সেই দেহ হয়তো কর্দম মুনির কাছে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর পতিকে আকর্ষণ করার জন্য কিভাবে তিনি তাঁর দৈহিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেন। মৈথুনের সময় যদি পতি পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে অবশ্যই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু পতির প্রতি পত্নীর আকর্ষণের ভিত্তিতে মৈথুনের ফলে কন্যার জন্ম হয়। সেই কথা আয়ুর্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্নীর কামোদ্দীপনা প্রবল হলে, কন্যার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পতির কামোদ্দীপনা প্রবল হলে, পুত্র-সন্তান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। দেবহূতি চেয়েছিলেন, *কাম-শাস্ত্রে* বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে তাঁর পতির কামোদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পতি যেন তাঁকে সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, এবং তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন একটি উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করতে কেননা কর্দম মুনি যে-কুটিরে বাস করছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে এবং সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণাত্মক, এবং সেই পরিবেশে তাঁর হৃদয়ে কাম-ভাবের উদয়ের সম্ভাবনা কম ছিল।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দমো যোগমাস্থিতঃ ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর; **প্রিয়ম্**—প্রীতি সাধন; **অন্বিচ্ছন্**—উদ্দেশ্যে; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **যোগম্**—যোগ-শক্তি; **আস্থিতঃ**—প্রয়োগ করেছিলেন; **বিমানম্**—বিমান; **কাম-গম্**—ইচ্ছা অনুসারে গতিশীল; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **তর্হি**—তৎক্ষণাৎ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আবিরচীকরৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে, কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তি প্রয়োগ করে, তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *যোগমাস্থিতঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কর্দম মুনি ছিলেন পূর্ণরূপে সিদ্ধ যোগী। যথার্থ যোগ অনুশীলনের ফল-স্বরূপ আট প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়—যোগী ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারেন, মহত্তম থেকে মহত্তর হতে পারেন অথবা লঘুতম থেকে লঘুতর হতে পারেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু লাভ করতে পারেন, এমন কি তিনি একটি গ্রহ পর্যন্ত সৃষ্টি পারেন, তিনি তাঁর প্রভাব যে কোন ব্যক্তির উপর বিস্তার করতে পারেন, ইত্যাদি। এইভাবে যোগ-সিদ্ধি লাভ হয়, এবং তার পর পারমার্থিক জীবনের সিদ্ধি লাভ হয়। তাই কর্দম মুনি যে-তাঁর প্রিয় পত্নীর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন, তা খুব একটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছিলেন, যার বর্ণনা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৩

সর্বকামদুঘং দিব্যং সর্বরত্নসমন্বিতম্ ।
সর্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব—সমস্ত; **কাম**—বাসনা; **দুঘম্**—পূর্ণকারী; **দিব্যম্**—আশ্চর্যজনক; **সর্ব-রত্ন**—সর্ব প্রকার মণি-মাণিক্য; **সমন্বিতম্**—সজ্জিত; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্যের; উপচয়—বৃদ্ধি; **উদর্কম্**—ক্রমিক; **মণি**—বহুমূল্য রত্নের; **স্তম্ভৈঃ**—স্তম্ভ-সমন্বিত; **উপস্কৃতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

সেইটি ছিল সব রকম রত্নে খচিত, মণি-মাণিক্যের স্তম্ভে শোভিত এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী এক আশ্চর্যজনক প্রাসাদ। সেইটি সব রকম আসবাবপত্র এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা কালক্রমে ক্রমশ বর্ধনশীল ছিল।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি গগন-মার্গে যে প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছিলেন, সেইটিকে 'আকাশের প্রাসাদ' বলা যেতে পারে, তবে কর্দম মুনি তাঁর যোগ শক্তির প্রভাবে সত্যি সত্যি আকাশে একটি বিশাল প্রাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনায় আকাশে প্রাসাদ সৃষ্টি করা অসম্ভব, কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে এই বিষয়টি চিন্তা করি, তা হলে আমরা বুঝতে পারি যে, তা মোটেই অসম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবান যদি আকাশে কোটি-কোটি প্রাসাদ-সমন্বিত অসংখ্য গ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে কর্দম মুনির মতো একজন সিদ্ধ যোগীও অনায়াসে আকাশে একটি প্রাসাদ তৈরি করতে পারেন। সেই প্রাসাদটিকে *সর্বকামদুঘম্*, 'সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইটি রত্নরাজিতে পূর্ণ ছিল। এমন কি সেখানকার স্তম্ভগুলিও মণি-মাণিক্যের দ্বারা রচিত ছিল। সেই সমস্ত মূল্যবান মণিরত্নগুলি ক্ষয়শীল ছিল না, পক্ষান্তরে সেইগুলি ছিল চির স্থায়ী এবং তাদের দ্যুতি নিরন্তর বর্ধিত হচ্ছিল। আমরা কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও এই প্রকার প্রাসাদের বর্ণনা শুনে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ষোল হাজার একশ আট পত্নীর জন্য এমন মণিরত্ন-সমন্বিত সমস্ত প্রাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন যে, সেইগুলিতে রাত্রে প্রদীপের আলোকের প্রয়োজন হত না।

শ্লোক ১৪-১৫

দিব্যোপকরণোপেতং সর্বকালসুখাবহম্ ।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
স্রগ্‌ভির্বিচিত্রমাল্যাভির্মঞ্জুশিঞ্জৎষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ ।
দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৫ ॥

দিব্য—বিচিত্র; **উপকরণ**—সামগ্রীর দ্বারা; **উপেতম্**—সজ্জিত; **সর্ব-কাল**—সমস্ত ঋতুতে; **সুখ-আবহম**—সুখদায়ক; **পট্টিকাভিঃ**—পট্টিকার দ্বারা; **পতাকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **বিচিত্রাভিঃ**—বিভিন্ন বর্ণের এবং বস্ত্রের; **অলঙ্কৃতম্**—সজ্জিত; **স্রগ্‌ভিঃ**—পুষ্প-মালা; **বিচিত্র-মাল্যাভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার মালার দ্বারা; **মঞ্জু**—মধুর; **সিঞ্জৎ**—গুঞ্জনকারী; **ষট্-অঙ্ঘ্রিভিঃ**—মধুকরের দ্বারা; **দুকূল**—সূক্ষ্ম বস্ত্র; **ক্ষৌম**—এক প্রকার বস্ত্র; **কৌশেয়ৈঃ**—পট্ট বস্ত্রের; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **বস্ত্রৈঃ**—বস্ত্রের দ্বারা; **বিরাজিতম্**—শোভায়মান।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদটি সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তা সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক ছিল। তার চারদিকে পতাকা, পট্টিকা এবং বিভিন্ন বর্ণের শিল্পকলার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তা সুন্দর পুষ্প-মালায় সুসজ্জিত ছিল, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মধুকরেরা গুঞ্জন করছিল, এবং তা দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয় প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।

শ্লোক ১৬

উপর্যুপরি বিন্যস্তনিলয়েষু পৃথক্‌পৃথক্ ।
ক্ষিপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥ ১৬ ॥

উপরি উপরি—একের উপর এক; **বিন্যস্ত**—স্থাপিত; **নিলয়েষু**—গৃহে; **পৃথক্ পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ক্ষিপ্তৈঃ**—সজ্জিত; **কশিপুভিঃ**—শয্যার দ্বারা; **কান্তম্**—কমনীয়; **পর্যঙ্ক**—পালঙ্ক; **ব্যজন**—পাখা; **আসনৈঃ**—আসনের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে উপর্যুপরি বিরচিত সাতটি তলায় স্থানে স্থানে শয্যা, পালঙ্ক, ব্যজন ও আসনাদির দ্বারা সুসজ্জিত থাকায়, তা অত্যন্ত মনোহর প্রতিভাত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, সেই প্রাসাদে অনেকগুলি তলা ছিল। *উপর্যুপরি বিন্যস্ত* কথাটি ইঙ্গিত করে যে, গগনচুম্বী ভবন নতুন সৃষ্টি নয়। লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বেও বহু তল-সমন্বিত গৃহ ছিল। সেইগুলিতে কেবল একটি বা দুইটি কক্ষ ছিল না, উপরন্তু সেইগুলি বহু গৃহ-সমন্বিত ছিল, এবং সেইগুলির প্রত্যেকটি সজ্জা, পালঙ্ক, আসন, গালিচা ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ছিল।

শ্লোক ১৭

তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতম্ ।
মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র তত্র—স্থানে স্থানে; **বিনিক্ষিপ্ত**—রাখা ছিল; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **শিল্প**—শিল্প-কার্য; **উপশোভিতম্**—অস্বাভাবিক সুন্দর; **মহা-মরকত**—বিশাল মরকত মণির; **স্থল্যা**—মেঝে; **জুষ্টম্**—সুসজ্জিত; **বিদ্রুম**—প্রবাল; **বেদিভিঃ**—বেদিসমূহের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদের দেওয়ালগুলি নানাবিধ শিল্প-কার্যের দ্বারা ভূষিত থাকায়, তার শোভা আরও বর্ধিত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের মেঝে ছিল মরকত মণির দ্বারা রচিত, এবং সেখানে প্রবাল দ্বারা রচিত বেদিসমূহ বিরাজ করছিল।

তাৎপর্য

আজকাল মানুষেরা তাদের স্থাপত্য কলার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, যদিও সমস্ত গৃহের মেঝেগুলি সাধারণত রঙিন সিমেন্টের তৈরি। কিন্তু কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তির দ্বারা যে-প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মেঝে ছিল মরকত মণি দিয়ে তৈরি আর সেখানকার বেদিগুলি ছিল প্রবালের তৈরি।

শ্লোক ১৮

দ্বাঃসু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকপাটবৎ ।
শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

দ্বাঃসু—দ্বারে; **বিদ্রুম্**—প্রবালের; **দেহল্যা**—প্রবেশস্থল; **ভাতম্**—সুন্দর; **বজ্র**—হীরক খচিত; **কপাট-বৎ**—কপাটযুক্ত; **শিখরেষু**—গম্বুজে; **ইন্দ্র-নীলেষু**—ইন্দ্রনীল মণির; **হেম-কুম্ভৈঃ**—স্বর্ণ-কুম্ভসমূহের দ্বারা; **অধিশ্রিতম্**—স্থাপিত।

অনুবাদ

প্রবাল নির্মিত দ্বারদেশ এবং হীরক খচিত কপাট-সমন্বিত হওয়ায়, সেই প্রাসাদ অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ইন্দ্রনীল মণি রচিত প্রাসাদের চূড়ায়, স্বর্ণ-কুম্ভসমূহ মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ১৯

চক্ষুষ্মৎপদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্মিতৈঃ ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈর্মহার্হৈর্হেমতোরণৈঃ ॥ ১৯ ॥

চক্ষুঃ-মৎ—যেন চক্ষু-সমন্বিত; **পদ্ম-রাগ**—পদ্মরাগ মণি; **অগ্র্যৈঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বজ্র**—হীরকের; **ভিত্তিষু**—দেওয়ালে; **নির্মিতৈঃ**—খচিত; **জুষ্টম্**—সুসজ্জিত; **বিচিত্র**—বিবিধ; **বৈতানৈঃ**—চন্দ্রাতপের দ্বারা; **মহা-অর্হৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **হেম-তোরণৈঃ**—স্বর্ণ তোরণের দ্বারা।

অনুবাদ

হীরকময় দেওয়ালে শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ মণিসমূহ খচিত থাকায়, মনে হচ্ছিল যেন তারা চক্ষুষ্মান। তা বিচিত্র চন্দ্রাতপের দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং তাতে বহুমূল্য সোনার তোরণ ছিল।

তাৎপর্য

শিল্পিসুলভ মণি-রত্নের ভূষণ এবং সাজসজ্জা যা চক্ষুর মতো প্রতিভাত হচ্ছিল, তা কল্পনা-প্রসূত ছিল না। এমন কি আধুনিক সময়েও, মোঘল সম্রাটেরা বহু মূল্য রত্নের দ্বারা তাদের প্রাসাদে পাখির প্রতিকৃতি বানিয়েছে, যাদের চক্ষু বহুমূল্য মণি-মাণিক্যের দ্বারা নির্মিত। যদিও সেখানকার কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত মণি-মাণিক্যগুলি খুলে নিয়ে গিয়েছে, তবুও দিল্লীতে মোঘল সম্রাটদের নির্মিত কোন কোন প্রাসাদে এখনও সেই সমস্ত সাজসজ্জা বর্তমান। নেত্রের আকৃতি-বিশিষ্ট দুর্লভ রত্ন এবং মণি-মাণিক্যের দ্বারা রাজপ্রাসাদ নির্মিত হত, এবং তার ফলে রাত্রিবেলায় সেইগুলি কিরণ বিতরণ করতো, ফলে প্রদীপের কোন প্রয়োজন হত না।

শ্লোক ২০

হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র নিকূজিতম্ ।
কৃত্রিমান্ মন্যমানৈঃ স্বানধিরুহ্যাধিরুহ্য চ ॥ ২০ ॥

হংস—হংসদের; **পারাবত**—কবুতরদের; **ব্রাতৈঃ**—বহু; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **নিকূজিতম্**—শব্দায়মান; **কৃত্রিমান্**—কৃত্রিম; **মন্যমানৈঃ**—মনে করে; **স্বান্**—তাদের মতো; **অধিরুহ্য অধিরুহ্য**—বার বার উড়ে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে ইতস্তত বহু জীবন্ত হংস এবং পারাবত ছিল এবং বহু কৃত্রিম হংস ও পারাবতও ছিল, যেগুলিকে দেখতে এতই জীবন্ত বলে মনে হত যে, প্রকৃত জীবন্ত হংস ও পারাবতের ঝাঁক সেইগুলিকে তাদেরই মতো জীবন্ত পক্ষী বলে মনে করে, তাদের উপর বার বার উড়ে বসতো এবং তার ফলে সেই প্রাসাদ পক্ষীর কলরবে মুখরিত ছিল।

শ্লোক ২১

বিহারস্থানবিশ্রামসংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ ।
যথোপজোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

বিহার-স্থান—আনন্দ উপভোগের স্থল; **বিশ্রাম**—বিশ্রাম কক্ষ; **সংবেশ**—শয়ন কক্ষ; **প্রাঙ্গণ**—অঙ্গন; **অজিরৈঃ**—গৃহের বহিরাঙ্গন; **যথা-উপজোষম্**—আরাম অনুসারে; **রচিতৈঃ**—নির্মিত; **বিস্মাপনম্**—বিস্ময় উৎপাদনকারী; **ইব**—যথার্থই; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজেরও (কর্দম)।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদের ক্রীড়াস্থল, বিশ্রাম কক্ষ, শয়ন কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন এমন আরামদায়কভাবে সজ্জিত ছিল যে, তা স্বয়ং কর্দম মুনিরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।

তাৎপর্য

একজন মহাত্মা হওয়ার ফলে, কর্দম মুনি এক অতি সাদাসিধে আশ্রমে বাস করতেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর যৌগিক শক্তির প্রভাবে বিশ্রাম কক্ষ, কাম উপভোগের কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন-সমন্বিত সেই প্রাসাদটি নির্মিত হতে দেখেছিলেন, তখন তিনিও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত পুরুষদের আচরণই এমন। ভগবদ্ভক্ত কর্দম মুনি তাঁর পত্নীর অনুরোধে তাঁর যোগ-শক্তির দ্বারা এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু যখন সেই ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হল, তখন তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন না এই প্রকার প্রকাশ কিভাবে সম্ভব। যোগী যখন তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, তখন তিনি নিজেও কখনও কখনও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান।

শ্লোক ২২

ঈদৃগ্‌গৃহং তৎপশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা ।
সর্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎকর্দমঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥

ঈদৃক্—এই প্রকার; **গৃহম্**—গৃহ; **তৎ**—তা; **পশ্যন্তীম্**—দর্শন করে; **ন অতিপ্রীতেন**—অধিক প্রসন্ন হননি; **চেতসা**—হৃদয়ে; **সর্ব-ভূত**—প্রত্যেকের; **আশয়-অভিজ্ঞঃ**—হৃদয়ে জেনে; **প্রাবোচৎ**—তিনি বলেছিলেন; **কর্দমঃ**—কর্দম; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

কর্দম মুনি যখন দেখলেন যে, দেবহূতি অপ্রসন্ন চিত্তে সেই বিশাল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদটিকে দেখছেন, তখন তিনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ের ভাবনা জানতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন—

তাৎপর্য

দেবহূতি দীর্ঘকাল তাঁর শরীরের প্রতি কোন রকম যত্ন না নিয়ে আশ্রমে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর অঙ্গ ছিল মলিন এবং তাঁর পরনের বসন ছিল জীর্ণ। কর্দম মুনি এই রকম একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারবেন, তা দেখে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী দেবহূতিও বিস্মিত হয়েছিলেন। দেবহূতি তখন ভেবেছিলেন কিভাবে তিনি এই প্রকার ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক প্রাসাদে বাস করবেন? কর্দম মুনি তাঁর মনের কথা জানতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৩

নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ ।
ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥

নিমজ্জ্য—স্নান করে; **অস্মিন্**—এই; **হ্রদে**—সরোবরে; **ভীরু**—হে ভয়শীলে; **বিমানম্**—বিমানে; **ইদম্**—এই; **আরুহ**—আরোহণ কর; **ইদম্**—এই; **শুক্ল-কৃতম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা নির্মিত; **তীর্থম্**—পবিত্র সরোবর ; **আশিষাম্**—বাসনাসমূহ; **যাপকম্**—প্রদান করে; **নৃণাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

হে প্রিয় দেবহূতি। তোমাকে অত্যন্ত ভীতা বলে মনে হচ্ছে। তুমি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর সৃষ্ট এই বিন্দু সরোবরে স্নান কর, যা মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে, এবং তার পর এই বিমানে আরোহণ কর।

তাৎপর্য

তীর্থস্থানে গিয়ে স্নান করার প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। বৃন্দাবনে মানুষেরা যমুনায় স্নান করে। প্রয়াগ আদি অন্যান্য স্থানে তারা গঙ্গায় স্নান করে। তীর্থম্

আশিষাং যাপকম্ কথাটির দ্বারা তীর্থস্থানে স্নান করার ফলে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে। কর্দম মুনি তাঁর পত্নীকে বিন্দু সরোবরে স্নান করার কথা বলেছিলেন, যাতে তাঁর দেহে পূর্বের মতো সৌন্দর্য এবং কান্তি ফিরে আসে।

শ্লোক ২৪

সা তদ্ভর্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা ।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতাংশ্চ মূর্ধজান্ ॥ ২৪ ॥

সা—তিনি; **তৎ**—তখন; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **সমাদায়**—স্বীকার করে; **বচঃ**—বাণী; **কুবলয়-ঈক্ষণা**—কমল-নয়না; **স-রজম্**—ধূলি-মলিন; **বিভ্রতী**—পরিধান করে; **বাসঃ**—বস্ত্র; **বেণী-ভূতান্**—জটার মতো; **চ**—এবং; **মূর্ধ-জান্**—চুল।

অনুবাদ

কমল-নয়না দেবহূতি তাঁর পতির সেই বাক্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বসন ছিল মলিন এবং তাঁর মাথার চুল ছিল জটাযুক্ত, তাই তাঁকে দেখতে খুব একটা আকর্ষণীয়া লাগছিল না।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, দেবহূতি বহু বছর ধরে তাঁর চুল আঁচড়াননি এবং তাই তা জটায় পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর পতির সেবায় এমনভাবে যুক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের দেহকেও অবহেলা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

অঙ্গং চ মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্ ।
আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অঙ্গম্—শরীর; **চ**—এবং; **মল-পঙ্কেন**—ময়লার আবরণে; **সংছন্নম্**—আচ্ছাদিত; **শবল**—বিবর্ণ; **স্তনম্**—স্তনযুগল; **আবিবেশ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **সরঃ**—সরোবরে; **শিব**—পবিত্র; **জল**—জল; **আশয়ম্**—ধারণকারী।

অনুবাদ

তাঁর দেহ ধূলি-পঙ্কের ঘন আস্তরণে সমাচ্ছন্ন ছিল, এবং তাঁর স্তনযুগল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই অবস্থাতেই সরস্বতীর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ ।
সর্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সা—তিনি; **অন্তঃ**—ভিতরে; **সরসি**—সরোবরে; **বেশ্ম-স্থাঃ**—গৃহে অবস্থিত; **শতানি দশ**—এক হাজার; **কন্যকাঃ**—বালিকা; **সর্বাঃ**—সকলে; **কিশোর-বয়সঃ**—কিশোর বয়স্কা; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **উৎপল**—পদ্মের মতো; **গন্ধয়ঃ**—গন্ধযুক্ত।

অনুবাদ

সেই সরোবরের মধ্যে একটি গৃহে তিনি এক হাজার বালিকাকে দেখতে পেলেন, তারা সকলেই ছিলেন কিশোর বয়স্কা এবং পদ্মগন্ধা।

শ্লোক ২৭

তাং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ ।
বয়ং কর্মকরীস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৭ ॥

তাম্—তাঁকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে; **প্রোচুঃ**—তারা বলেছিল; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—করজোড়ে; **স্ত্রিয়ঃ**—কন্যা; **বয়ম্**—আমরা; **কর্ম-করী**—পরিচারিকা; **তুভ্যম্**—আপনার জন্য; **শাধি**—দয়া করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **করবাম**—আমরা করতে পারি; **কিম্**—কি।

অনুবাদ

তাঁকে দেখে সেই বালিকারা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, "আমরা আপনার পরিচারিকা। দয়া করে আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?"

তাৎপর্য

মলিন বস্ত্র পরিহিতা দেবহূতি যখন ভাবছিলেন যে, এই বিশাল প্রাসাদে তিনি কি করবেন, তখনই কর্দম মুনির যোগ-শক্তির প্রভাবে এক হাজার পরিচারিকা তাঁর সেবা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারা জলের মধ্যে দেবহূতির কাছে এসে তাঁর পরিচারিকা বলে তাদের পরিচয় প্রদান করেছিল, এবং তারা তাঁর আদেশের অপেক্ষা করছিল।

শ্লোক ২৮

স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্ ।
দুকূলে নির্মলে নূত্নে দদুরস্যৈ চ মানদাঃ ॥ ২৮ ॥

স্নানেন—স্নান করার তেলের দ্বারা; **তাম্**—তাঁকে; **মহা-অর্হেণ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **স্নাপয়িত্বা**—স্নান করার পর; **মনস্বিনীম্**—সতী স্ত্রী; **দুকূলে**—সূক্ষ্ম বস্ত্রে; **নির্মলে**—নির্মল; **নূত্নে**—নতুন; **দদুঃ**—দিয়েছিল; **অস্যৈ**—তাঁকে; **চ**—এবং; **মানদাঃ**—সম্মানকারী বালিকারা।

অনুবাদ

সেই বালিকারা দেবহূতির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, অতি মূল্যবান তৈলাদির দ্বারা তাঁর গাত্র মর্দন করিয়ে স্নান করিয়েছিল, এবং তার পর তাঁর পরিধানের জন্য নতুন এবং সূক্ষ্ম নির্মল বস্ত্র দিয়েছিল।

শ্লোক ২৯

ভূষণানি পরার্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ ।
অন্নং সর্বগুণোপেতং পানং চৈবামৃতাসবম্ ॥ ২৯ ॥

ভূষণানি—অলঙ্কার; **পর-অর্ধ্যানি**—অত্যন্ত মূল্যবান; **বরীয়াংসি**—শ্রেষ্ঠ; **দ্যুমন্তি**—দীপ্তিমান; **চ**—এবং; **অন্নম্**—আহার্য; **সর্বগুণ**—সমস্ত সদ্‌গুণাবলী; **উপেতম্**—সমন্বিত; **পানম্**—পানীয়; **চ**—এবং; **এব**—ও; **অমৃত**—মধুর; **আসবম্**—মাদক।

অনুবাদ

তার পর তারা তাঁকে শ্রেষ্ঠ এবং বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়েছিল, যা উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করছিল। তার পর তারা তাঁকে সর্ব গুণ-সমন্বিত উত্তম আহার্য এবং আসব নামক এক প্রকার মধুর পানীয় পান করিয়েছিল।

তাৎপর্য

আসব এক প্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ; এইটি সুরা নয়। এইটি তৈরি হয় ভেষজ পদার্থ থেকে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করা।

শ্লোক ৩০

অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিণং বিরজাম্বরম্ ।
বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্বহুমানিতম্ ॥ ৩০ ॥

অথ—তার পর; **আদর্শে**—আয়নায়; **স্বম্ আত্মানম্**—তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব; **স্রক্-বিণম্**—মাল্য-বিভূষিত; **বিরজ**—নির্মল; **অম্বরম্**—বস্ত্র; **বিরজম্**—সর্বতোরূপে নির্মল হয়ে; **কৃত-স্বস্তি-অয়নম্**—শুভ চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত; **কন্যাভিঃ**—পরিচারিকাদের দ্বারা; **বহু-মানিতম্**—অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হয়ে।

অনুবাদ

তার পর তিনি আয়নায় তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। তাঁর দেহ সব রকম মল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল, এবং তিনি একটি মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল এক নির্মল বস্ত্র এবং তিনি শুভ তিলক চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিচারিকাদের দ্বারা তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩১

স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ ॥ ৩১ ॥

স্নাতম্—স্নাত হয়েছিল; **কৃত-শিরঃ**—মস্তক সহ; **স্নানম্**—স্নান করে; **সর্ব**—সর্বত্র; **আভরণ**—অলঙ্কার দ্বারা; **ভূষিতম্**—অলঙ্কৃত হয়ে; **নিষ্ক**—সম্পুট সমন্বিত গলার হার; **গ্রীবম্**—গলায়; **বলয়িনম্**—বলয় সহ; **কূজৎ**—শব্দায়মান; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ-নির্মিত; **নূপুরম্**—নূপুর।

অনুবাদ

মস্তক সহ তাঁর সারা শরীর সম্পূর্ণরূপে স্নাত হয়েছিল, তিনি সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁর গলায় ছিল একটি পদকযুক্ত এক বিশেষ হার। তাঁর হাতে বলয় এবং পদযুগলে শব্দায়মান স্বর্ণ-নূপুর শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে *কৃতশিরঃস্নানম্* শব্দটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। *স্মৃতি-শাস্ত্রের* নির্দেশ অনুসারে, স্ত্রীদের দৈনন্দিন কর্তব্য হচ্ছে গলা পর্যন্ত স্নান করা। তাদের মাথার চুল ভিজিয়ে প্রতিদিন স্নান করার প্রয়োজন নেই, কেননা মাথার চুল ভেজা থাকলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তাই মহিলাদের জন্য সাধারণত গলা পর্যন্ত ভিজিয়ে স্নান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা পূর্ণ স্নান করে। এই পরিস্থিতিতে দেবহূতি খুব ভালভাবে তাঁর মাথার চুল ধুয়ে পূর্ণ স্নান করেছিলেন। কোন মহিলা যখন সাধরণ স্নান করেন, তখন সেইটিকে বলা হয় *মল-স্নান,* এবং তিনি যখন মস্তক সহ পূর্ণ স্নান করেন, সেইটিকে বলা হয় *শিরঃ-স্নান* । তখন তাঁর মাথায় দেওয়ার জন্য যথেষ্ঠ পরিমাণ তেলের প্রয়োজন হয়। *স্মৃতি-শাস্ত্রের* ভাষ্যকারেরা সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৩২

শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া ।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রোণ্যোঃ—কটিদেশে; **অধ্যস্তয়া**—পরিহিতা; **কাঞ্চ্যা**—মেখলা দ্বারা; **কাঞ্চন্যা**—স্বর্ণ-নির্মিত; **বহু-রত্নয়া**—বহুবিধ রত্নের দ্বারা ভূষিত; **হারেণ**—মুক্তামালার দ্বারা; **চ**—এবং; **মহা-অর্হেণ**—বহুমূল্য; **রুচকেন**—মঙ্গলময় সামগ্রীর দ্বারা; **চ**—এবং; **ভূষিতম্**—বিভূষিত।

অনুবাদ

তিনি তাঁর কটিদেশে বহু রত্ন-খচিত এক স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন, এবং গলদেশে এক বহুমূল্যের মুক্তোর মালা ও নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্য দিয়ে তাঁকে আরও বিভূষিত করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

মঙ্গল দ্রব্যগুলি হচ্ছে কেশর, কুমকুম, চন্দন ইত্যাদি। স্নান করার পূর্বে হরিদ্রা-মিশ্রিত সরষের তেল আদি মঙ্গল দ্রব্যসমূহ সারা দেহে লেপন করা হয়। দেবহূতিকে স্নান করানোর সময় তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

সুদতা সুভ্রুবা শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা ।
পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্ ॥ ৩৩ ॥

সু-দতা—সুন্দর দশনরাজি; **সু-ভ্রুবা**—সুন্দর ভ্রূযুগল; **শ্লক্ষ্ণ**—মনোহর; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **অপাঙ্গেন**—আঁখির কোণ; **চক্ষুষা**—নেত্র; **পদ্ম-কোশ**—পদ্মকলি; **স্পৃধা**—পরাভূত করে; **নীলৈঃ**—নীলাভ; **অলকৈঃ**—কুঞ্চিত কেশদাম; **চ**—এবং; **লসৎ**—উদ্ভাসিত; **মুখম্**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর দন্ত এবং মনোহর ভ্রূযুগলের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নেত্র পদ্মকলির সৌন্দর্যকে পরাস্ত করছিল। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামে আবৃত ছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, সাদা দাঁতকে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করা হয়। দেবহূতির শুভ্র দশন তাঁর মুখের সৌন্দর্য বর্ধিত করেছিল এবং তা ঠিক একটি পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছিল। মুখ যখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়, তখন চোখকে সাধারণত পদ্মফুলের পাপড়ির সঙ্গে এবং মুখকে পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

শ্লোক ৩৪

যদা সস্মার ঋষভমৃষীণাং দয়িতং পতিম্ ।
তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপতিঃ ॥ ৩৪ ॥

যদা—যখন; সস্মার—স্মরণ করেছিলেন; ঋষভম্—অগ্রণী; ঋষীনাম্—ঋষিদের মধ্যে; দয়িতম্—প্রিয়; পতিম্—পতি; তত্র—সেখানে; চ—এবং; আস্তে—তিনি উপস্থিত ছিলেন; সহ—সাথে; স্ত্রীভিঃ—পরিচারিকাগণ; যত্র—যেখানে; আস্তে—উপস্থিত ছিলেন; সঃ—তিনি; প্রজাপতিঃ—প্রজাপতি (কর্দম)।

অনুবাদ

যখন তিনি ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য তাঁর পরম প্রিয় পতি কর্দম মুনিকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পরিচারিকাগণ সহ তৎক্ষণাৎ তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, প্রথমে দেবহূতি নিজেকে ময়লা এবং অত্যন্ত দরিদ্রভাবে সজ্জিত বলে মনে করেছিলেন। তার পর তাঁর পতি যখন তাঁকে সরোবরের জলে প্রবেশ করতে বলেছিলেন, তখন তিনি পরিচারিকাদের দেখেছিলেন এবং তারা তাঁর দেখাশোনা করেছিল। সব কিছুই হয়েছিল জলের অভ্যন্তরে, এবং তাঁর প্রিয় পতি কর্দম মুনির কথা মনে হওয়া মাত্রই, তাঁকে তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছিল। এইগুলি সিদ্ধ যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধি; তাঁরা তাঁদের বাসনা অনুসারে তৎক্ষণাৎ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

ভর্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা ।
নিশাম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

ভর্তুঃ—তাঁর পতির; পুরস্তাৎ—সমক্ষে; আত্মানম্—তিনি স্বয়ং; স্ত্রী-সহস্র—এক হাজার পরিচারিকাদের দ্বারা; বৃতম্—পরিবৃত হয়ে; তদা—তখন; নিশাম্য—দেখে; তৎ—তাঁর; যোগ-গতিম্—যোগ-শক্তি; সংশয়ম্ প্রত্যপদ্যত—তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পতির সমক্ষে সহস্র পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে এবং তাঁর পতির যোগ-শক্তি দর্শন করে, তিনি বিস্মিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি সব কিছু আশ্চর্যজনকভাবে ঘটতে দেখেছিলেন, তবুও তাঁকে যখন তাঁর পতির সম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই সব কিছুই ঘটেছিল তাঁর মহান পতির যোগ-সিদ্ধির প্রভাবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কর্দম মুনির মতো একজন যোগীর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৬-৩৭

স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ববৎ ।
আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্ ॥ ৩৬ ॥
বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্ ।
জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন্ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—ঋষি; **তাম্**—তাঁর (দেবহূতির); **কৃত-মল-স্নানাম্**—স্নান করে নির্মল হয়ে; **বিভ্রাজন্তীম্**—শোভমান; **অপূর্ব-বৎ**—অতুলনীয়; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **বিভ্রতীম্**—সমন্বিত; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **সংবীত**—বেষ্টিত; **রুচির**—মনোহর; **স্তনীম্**—স্তনযুক্ত; **বিদ্যাধরী**—গন্ধর্ব কন্যাদের; **সহস্রেণ**—এক হাজার; **সেব্যমানাম্**—সেবিত; **সু-বাসসম্**—অতি সুন্দর বসনে সজ্জিত; **জাত-ভাবঃ**—অনুরক্ত হয়ে; **বিমানম্**—প্রাসাদ-সদৃশ বিমানে; **তৎ**—সেই; **আরোহয়ৎ**—তিনি তাঁকে আরোহণ করালেন; **অমিত্র-হন্**—হে শত্রু-নাশকারী।

অনুবাদ

কর্দম মুনি দেখলেন যে, দেবহূতি স্নান করে নির্মল হয়ে, এমন সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পূর্বের পত্নী নন। তিনি তাঁর পূর্বের রাজকন্যার মতো সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত তাঁর মনোহর কুচযুগল শোভা পাচ্ছিল এবং এক হাজার বিদ্যাধরী তাঁর সেবা করার প্রতীক্ষা করছিল। হে শত্রুহারি, পত্নীর প্রতি কর্দম মুনির অনুরাগ তখন বর্ধিত হয়েছিল, এবং তিনি তাঁকে সেই প্রাসাদোপম বিমানে আরোহণ করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিবাহের পূর্বে যখন দেবহূতির পিতা-মাতা তাঁকে কর্দম মুনির কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা, এবং তাঁর সেই

সৌন্দর্যের কথা কর্দম মুনির তখন মনে পড়েছিল। কিন্তু বিবাহের পর, তিনি যখন কর্দম মুনির সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি একজন রাজকন্যার মতো আর তাঁর দেহের যত্ন নেননি। সেই রকম যত্ন নেওয়ার কোন সুযোগও সেখানে ছিল না তাঁর পতি একটি কুটিরে বাস করতেন, এবং যেহেতু তিনি সর্বদাই তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর রাজসিক সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়েছিল এবং তিনি একজন সাধারণ দাসীর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন, কর্দম মুনির যোগ-শক্তির প্রভাবে বিদ্যাধরী কন্যাদের দ্বারা স্নাত হয়ে, তিনি তাঁর পূর্বের সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন, এবং বিবাহের পূর্বে তাঁর যে রকম সৌন্দর্য ছিল, সেই রকম সৌন্দর্য দর্শন করে, কর্দম মুনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যুবতী রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে তার কুচযুগল। একজন মহান ঋষি হওয়া সত্ত্বেও, কর্দম মুনি যখন তাঁর পত্নীর বহুগুণ সৌন্দর্য বর্ধনকারী, অত্যন্ত সুন্দর বসনাবৃত কুচযুগল দর্শন করেছিলেন তখন তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাই পরমার্থবাদীদের সাবধান করে দিয়েছেন, তাঁরা যেন কখনও রমণীদের উন্নত কুচযুগলের প্রতি আকৃষ্ট না হন, কেননা তা শরীরের অভ্যন্তরে রক্ত এবং মেদের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লোক ৩৮

তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুরক্তো
বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্বিমানে ।
বভ্রাজ উৎকচকুমুদ্‌গণবানপীচ্য-
স্তারাভিরাবৃত ইবোড়ুপতির্নভঃস্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্মিন্—তাতে; **অলুপ্ত**—হারিয়ে যায়নি; **মহিমা**—যশ; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সহ; **অনুরক্তঃ**—আসক্ত; **বিদ্যাধরীভিঃ**—গন্ধর্ব কন্যাদের দ্বারা; **উপচীর্ণ**—সেবিত; **বপুঃ**—শরীর; **বিমানে**—বিমানে; **বভ্রাজ**—তিনি শোভা পাচ্ছিলেন; **উৎকচ**—উন্মুক্ত; **কুমুৎ-গণ-বান্**—কুমুদরাজি সমন্বিত চন্দ্র; **অপীচ্যঃ**—অত্যন্ত মনোহর; **তারাভিঃ**—তারকাদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ইব**—যেমন; **উড়ুপতিঃ**—চন্দ্র (নক্ষত্রদের প্রধান); **নভঃ-স্থঃ**—আকাশে।

অনুবাদ

বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক সেবিতা প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি আপাত দৃষ্টিতে আসক্ত হলেও, কর্দম মুনির মহিমা লুপ্ত হয়নি, যা ছিল তাঁর আত্ম-সংযম। সেই প্রাসাদ-সদৃশ

বিমানে কর্দম মুনি পরিচারিকাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন, ঠিক যেমন আকাশে কুমুদ প্রকাশক চন্দ্র তারকা-বেষ্টিত হয়ে শোভা পায়।

তাৎপর্য

সেই প্রাসাদটি আকাশে ছিল, এবং তাই এই শ্লোকে যে পূর্ণ চন্দ্র এবং তারকাগুলির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সুন্দর। কর্দম মুনিকে পূর্ণ চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল, এবং তাঁর পত্নী দেবহূতির চারপাশে যে-সমস্ত কন্যারা ছিল, তাদের ঠিক তারকারাজির মতো দেখাচ্ছিল। পূর্ণিমার রাত্রে নক্ষত্র এবং চন্দ্র একত্রে এক অত্যন্ত সুন্দর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রচনা করে; তেমনই, আকাশস্থিত সেই প্রাসাদে কর্দম মুনি তাঁর পত্নী এবং বিদ্যাধরী কন্যাগণ সহ চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির মতো প্রতীত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্র-
দ্রোণীষ্বনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু ।
সিদ্ধৈর্নুতো দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু
রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী ॥ ৩৯ ॥

তেন—সেই বিমানের দ্বারা; **অষ্ট-লোক-প**—অষ্টলোকপালগণের; **বিহার**—প্রমোদস্থলী; **কুল-অচল-ইন্দ্র**—পর্বতসমূহের রাজার (মেরুর); **দ্রোণীষু**—উপত্যকায়; **অনঙ্গ**—কামদেবের; **সখ**—সাথী; **মারুত**—পবন সহ; **সৌভগাসু**—সুন্দর; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **নুতঃ**—প্রশংসিত; **দ্যু-ধুনি**—গঙ্গার; **পাত**—পতনের; **শিবস্বনাসু**—মঙ্গল ধ্বনির দ্বারা স্পন্দিত; **রেমে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল ধরে; **ধনদ-বৎ**—কুবেরের মতো; **ললনা**—বালিকাদের দ্বারা; **বরূথী**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদোপম বিমানে তিনি মেরু পর্বতের প্রমোদ উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন, যা কাম উদ্দীপক শীতল, সুগন্ধিত মন্দ বায়ুর প্রভাবে আরও অধিক সুন্দর হয়েছিল। সেই সমস্ত উপত্যকায় দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত হয়ে এবং সিদ্ধদের দ্বারা বন্দিত হয়ে, সাধারণত আনন্দ উপভোগ করেন। কর্দম মুনিও তাঁর পত্নী ও সুন্দরী রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, এবং বহু বহু বছর ধরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কুবের ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন দিকের অধিষ্ঠাত্রী আটজন দেবতাদের মধ্যে একজন। কথিত হয় যে, ইন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের পূর্বদিকের অধ্যক্ষ, যেখানে স্বর্গলোক অবস্থিত। তেমনই অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের অধ্যক্ষ; পাপীদের দণ্ডদানকারী দেবতা যম দক্ষিণ ভাগের অধ্যক্ষ; নির্ঋতি ব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের অধ্যক্ষ; জলের দেবতা বরুণ পশ্চিম ভাগের অধ্যক্ষ; বায়ুর দেবতা পবন, যাঁর বায়ুতে ভ্রমণ করার জন্য পাখা রয়েছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধ্যক্ষ; এবং দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর ভাগের অধ্যক্ষ। এই সমস্ত দেবতারা মেরু পর্বতের উপত্যকায় আনন্দ উপভোগ করেন, যা সূর্য এবং পৃথিবীর অন্তর্বর্তী কোন স্থানে অবস্থিত। সেই বিমানে কর্দম মুনি পূর্ব বর্ণিত আটজন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অষ্ট দিকের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন, এবং দেবতারা যেমন মেরু পর্বতে যান, তিনিও আনন্দ উপভোগ করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কেউ যখন সুন্দরী যুবতী কন্যাগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই কাম উদ্দীপনা প্রবল হয়ে ওঠে। কর্দম মুনি কামভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি মেরু পর্বতের সেই অংশে বহু বহু বছর ধরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। তাঁর সেই কামক্রীড়া সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল, কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত সুসন্তান উৎপাদন করা।

শ্লোক ৪০

বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে ।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥ ৪০ ॥

বৈশ্রম্ভকে—বৈশ্রম্ভক উদ্যানে; **সুরসনে**—সুরসন নামক স্থানে; **নন্দনে**—নন্দন নামক স্থানে; **পুষ্পভদ্রকে**—পুষ্পভদ্রক নামক স্থানে; **মানসে**—মানস সরোবরের তটে; **চৈত্ররথ্যে**—চৈত্ররথ্যে; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **রাময়া**—তাঁর পত্নীর দ্বারা; **রতঃ**—তৃপ্ত।

অনুবাদ

তাঁর পত্নী কর্তৃক সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি সেই বিমানে কেবল মেরু পর্বতেই নয়, বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক ও চৈত্ররথ্য প্রভৃতি উদ্যানে এবং মানস সরোবরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ভ্রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা ।
বৈমানিকানত্যশেত চরঁল্লোকান্ যথানিলঃ ॥ ৪১ ॥

ভ্রাজিষ্ণুনা—দীপ্তিশালী; **বিমানেন**—বিমানে; **কাম-গেন**—ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল; **মহীয়সা**—অতি শ্রেষ্ঠ; **বৈমানিকান্**—তাঁদের নিজেদের বিমানে স্থিত দেবতাগণ; **অত্যশেত**—তিনি অতিক্রম করেছিলেন; **চরন্**—ভ্রমণ করে; **লোকান্**—লোকসমূহকে; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ুঃ।

অনুবাদ

বায়ু যেমন অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, ঠিক সেইভাবে তিনি বিভিন্ন লোকে বিচরণ করেছিলেন। তাঁর সেই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, দীপ্তিশালী এবং ইচ্ছানুসারে গমনশীল বিমানে চড়ে তিনি যখন গগন-মার্গে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি দেবতাদেরও অতিক্রম করেছিলেন।

তাৎপর্য

যে-সমস্ত লোকে দেবতারা বাস করেন, সেইগুলি তাদের নিজের নিজের কক্ষপথে সীমিত থাকে, কিন্তু কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে অপ্রতিহতভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারতেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবেদের বলা হয় জীবাত্মা; অর্থাৎ তাদের সর্বত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা নেই। আমরা এই ভূলোকের অধিবাসী; অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার স্বাধীনতা আমাদের নেই। আধুনিক যুগে মানুষেরা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা সফল হয়নি। আমাদের ইচ্ছামতো অন্যান্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা প্রকৃতির নিয়মে দেবতারা পর্যন্ত এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে পারে না। কিন্তু কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে, দেবতাদেরও ক্ষমতা অতিক্রম করেছিলেন এবং গগন-মার্গে সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে এই তুলনাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। *যথানিলঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বায়ু যেমন অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, তেমনই কর্দম মুনিও অপ্রতিহতভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্ ।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

কিম্—কি; **দুরাপাদনম্**—দুর্লভ; **তেষাম্**—তাঁদের পক্ষে; **পুংসাম্**—মানুষ; **উদ্দাম-চেতসাম্**—যাঁরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ; **যৈঃ**—যাঁদের দ্বারা; **আশ্রিতঃ**—শরণ গ্রহণ করেছেন; **তীর্থ-পদঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চরণঃ**—চরণ; **ব্যসন-অত্যয়ঃ**—যা সমস্ত বিপদ দূর করে।

অনুবাদ

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই দৃঢ় সংকল্পচিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কি কোন বস্তু দুর্লভ হতে পারে? তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সংসার ভয় নাশকারী গঙ্গার মতো পবিত্র নদীর উৎস।

তাৎপর্য

এখানে *যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণঃ* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় *তীর্থপাদ*। গঙ্গাকে পবিত্র বলা হয় কেননা তা শ্রীবিষ্ণুর পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গঙ্গা বদ্ধ জীবেদের সমস্ত জাগতিক সন্তাপ দূর করেন। অতএব যেই জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। কর্দম মুনির বৈশিষ্ট্য একজন মহান যোগী বলে নয়, একজন মহান ভক্ত বলে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, কর্দম মুনির মতো একজন মহান ভক্তের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যদিও একজন যোগীর পক্ষে আশ্চর্যজনক ক্ষমতা প্রদর্শন করা অসম্ভব নয়, যেমন কর্দম মুনি এখানে ইতিমধ্যেই প্রদর্শন করেছেন, তবুও কর্দম মুনি একজন ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, যোগীর থেকেও অধিক ছিলেন; তাই তিনি একজন সাধারণ যোগীর থেকে অধিক মহিমান্বিত। যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—"সমস্ত যোগীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম, যিনি ভগবানের ভক্ত।" কর্দম মুনির মতো একজন ব্যক্তির পক্ষে বদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না; তিনি ছিলেন ইতিমধ্যেই মুক্ত, এবং তিনি ছিলেন দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, তা ছাড়া দেবতারাও হচ্ছেন বদ্ধ জীবাত্মা। যদিও তিনি তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য রমণীর সঙ্গ উপভোগ করছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন জাগতিক বদ্ধ জীবনের অতীত। তিনি যে বদ্ধ অবস্থার অতীত ছিলেন, সেই কথা ইঙ্গিত করার জন্য *ব্যসনাত্যয়ঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। তিনি সব রকম জড় বাধ্যবাধকতার অতীত ছিলেন।

শ্লোক ৪৩

**প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া ।
বহ্বাশ্চর্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্তত ॥ ৪৩ ॥**

প্রেক্ষয়িত্বা—প্রদর্শন করে; **ভুবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **গোলম্**—মণ্ডল; **পত্ন্যৈ**—তাঁর পত্নীকে; **যাবান্**—যতখানি; **স্ব-সংস্থয়া**—তার রচনা সহ; **বহু-আশ্চর্যম্**—বহু আশ্চর্যে পূর্ণ; **মহা-যোগী**—মহা যোগী (কর্দম); **স্ব-আশ্রমায়**—তাঁর নিজের আশ্রমে; **ন্যবর্তত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পত্নীকে বহু আশ্চর্যে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন মণ্ডল প্রদর্শন করিয়ে, মহা যোগী কর্দম মুনি তাঁর নিজের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে সমস্ত গ্রহগুলিকে *গোল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রহ গোলাকার, এবং মহা সমুদ্রের দ্বীপের মতো সেইগুলি বিভিন্ন আশ্রয়। গ্রহগুলিকে কখনও কখনও দ্বীপ বা বর্ষ বলা হয়। এই পৃথিবীকে বলা হয় ভারতবর্ষ কেননা মহারাজ ভরত তা শাসন করেছিলেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *বহ্বাশ্চর্যম্*—'বহু আশ্চর্যজনক বস্তু।' তা ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অষ্ট দিকে যে-সমস্ত গ্রহ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। প্রতিটি গ্রহের বিশেষ জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে, বিশেষ ধরনের অধিবাসী রয়েছে এবং সব কিছুর দ্বারা সেইগুলি পূর্ণরূপে সজ্জিত, এমন কি বিভিন্ন ঋতুর সৌন্দর্যও সেখানে রয়েছে। এইভাবে *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৪০) অনুরূপভাবে বলা হয়েছে—*বিভূতিভিন্নম্*—প্রত্যেক লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ঐশ্বর্য রয়েছে। এমন আশা করা যায় না যে, প্রত্যেকটি গ্রহলোকই ঠিক অন্য আর একটি গ্রহলোকের মতো। ভগবানের কৃপায়, প্রকৃতির নিয়মে, প্রতিটি গ্রহলোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে রচিত হয়েছে। কর্দম মুনি যখন তাঁর পত্নী সহ ভ্রমণ করছিলেন, তখন সেই সমস্ত আশ্চর্যজনক বিষয়গুলি তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অতি সাদাসিধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর রাজদুহিতা পত্নীকে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, যদিও তিনি আশ্রমে বাস করেন, তবুও তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে তিনি যে-কোন স্থানে গমন করতে

পারেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যা-কিছু করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে যোগ-সিদ্ধি। কতকগুলি আসনের পদ্ধতি প্রদর্শন করে, কেবল সিদ্ধ যোগী হওয়া যায় না, অথবা এই সমস্ত আসন কিংবা তথাকথিতভাবে ধ্যান করে কখনও ভগবান হওয়া যায় না, যদিও এই রকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। মূর্খ লোকেরা বিপথগামী হয়ে বিশ্বাস করে যে, কেবল তথাকথিতভাবে ধ্যান করে এবং কতকগুলি আসনের অভ্যাস করে তারা ছয় মাসের মধ্যে ভগবান হয়ে যেতে পারবে।

আদর্শ সিদ্ধ যোগীর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। তেমনই, দুর্বাসা মুনিরও একটি বর্ণনা রয়েছে, যিনি গগন-মার্গে ভ্রমণ করতে পারতেন। সিদ্ধ যোগীরা সত্যি সত্যি তা করতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে সক্ষম হলেও এবং কর্দম মুনির মতো আশ্চর্যজনক প্রভাব প্রদর্শন করতে পারলেও, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে কখনও তাঁর তুলনা হতে পারে না, যাঁর শক্তি এবং অচিন্ত্য ক্ষমতা কোন বদ্ধ বা মুক্ত জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। কর্দম মুনির এই কার্যকলাপের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর অসীম যোগ-শক্তি সত্ত্বেও, তিনি ভগবানের ভক্ত ছিলেন। সেটিই হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রকৃত স্থিতি।

শ্লোক ৪৪

বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকাম্ ।
রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপূগান্মুহূর্তবৎ ॥ ৪৪ ॥

বিভজ্য—বিভক্ত করে; **নব-ধা**—নয় ভাগে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মানবীম্**—মনুকন্যা (দেবহূতি); **সুরত**—সম্ভোগের জন্য; **উৎসুকাম্**—উৎসুক; **রামাম্**—তাঁর পত্নীকে; **নিরময়ন্**—আনন্দ প্রদান করে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বৎসর ধরে; **মুহূর্তবৎ**—এক মুহূর্তের মতো।

অনুবাদ

তাঁর আশ্রমে ফিরে এসে, তিনি রমণ উৎসুকা মনুকন্যা দেবহূতিকে রতি সুখ প্রদান করার জন্য নিজেকে নয়রূপে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে বহু বৎসর ধরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে এক মুহূর্তের মতো প্রতীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে *সুরতোৎসুকা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মেরু পর্বত এবং স্বর্গলোকের মনোরম উদ্যানসমূহ সহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে তাঁর পতির সঙ্গে ভ্রমণ করে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই কামোদ্দীপ্তা হয়েছিলেন, এবং তাঁর সেই কাম-বাসনা তৃপ্ত করার জন্য কর্দম মুনি নিজেকে নয়রূপে বিস্তার করেছিলেন। তিনি একের পরিবর্তে নয় হয়েছিলেন, এবং সেই নয়জন ব্যক্তি বহু বছর ধরে দেবহূতির সঙ্গে রমণ করেছিলেন। রমণীদের যৌন ক্ষুধা পুরুষদের থেকে নয়গুণ বেশি। এখানে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা না হলে, কর্দম মুনির নিজেকে নয়রূপে বিস্তার করার কোন কারণ ছিল না। এখানে যোগ-শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। পরমেশ্বর ভগবান যেমন নিজেকে অনন্ত কোটিরূপে বিস্তার করতে পারেন, একজন যোগীও তেমন নিজেকে নয়রূপে বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু তার বেশি নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সৌভরি মুনি; তিনিও নিজেকে আটরূপে বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু যোগী যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তিনি আট অথবা নয় এর থেকে অধিকরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন— যে-কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে। কোন রকম চিন্তনীয় শক্তির প্রকাশের দ্বারা কেউই কখনও ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না।

শ্লোক ৪৫

তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা ।
ন চাবুধ্যত তং কালং পত্যাপীচ্যেন সঙ্গতা ॥ ৪৫ ॥

তস্মিন্—তাতে; **বিমানে**—বিমানে; **উৎকৃষ্টাম্**—পরম উৎকৃষ্ট; **শয্যাম্**—শয্যায়; **রতি-করীম্**—রতি বর্ধনকারী; **শ্রিতা**—স্থিত; **ন**—না; **চ**—এবং; **অবুধ্যত**—তিনি লক্ষ্য করেছিলেন; **তম্**—তা; **কালম্**—সময়; **পত্যা**—তাঁর পতির সঙ্গে; **অপীচ্যেন**—অত্যন্ত রূপবান; **সঙ্গতা**—সঙ্গে।

অনুবাদ

দেবহূতিও সেই বিমানে রমণেচ্ছা বর্ধনকারী পরম উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁর অত্যন্ত রূপবান পতির সঙ্গে রমণরতা থাকায়, কত সময় যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তা বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে রতিক্রীড়া এতই সুখকর যে, তারা যখন সেই কর্মে লিপ্ত হয়, তখন সময় যে-কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে, তা তারা একেবারেই ভুলে যায়। কর্দম মুনি এবং দেবহূতিও তাঁদের রতিক্রীড়ার সময়, কাল যে কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে তা ভুলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ ।
শতং ব্যতীয়ুঃ শরদঃ কামলালসয়োর্মনাক্ ॥ ৪৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোগ-অনুভাবেন**—যোগ-শক্তির দ্বারা; **দম্-পত্যোঃ**—দম্পতি; **রমমাণয়োঃ**—রমণ-সুখ উপভোগ করার সময়; **শতম্**—এক শত; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিবাহিত হয়েছিল; **শরদঃ**—শরৎ ঋতু; **কাম**—রতি সুখ; **লালসয়োঃ**—লালায়িত; **মনাক্**—অল্প সময়ের মতো।

অনুবাদ

সেই দম্পতি যখন কাম-সুখের জন্য অত্যন্ত লালায়িত হয়ে রমণ-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন এক শত শরৎ ঋতু অল্প কালের মতো অতিবাহিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তস্যামাধত্ত রেতস্তাং ভাবয়ন্নাত্মনাত্মবিৎ ।
নোধা বিধায় রূপং স্বং সর্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্যাম্—তাঁর মধ্যে; **আধত্ত**—তিনি আধান করেছিলেন; **রেতঃ**—বীর্য; **তাম্**—তাঁর; **ভাবয়ন্**—মনে করে; **আত্মনা**—তাঁর অর্ধাঙ্গিনীরূপে; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **নোধা**—নবধা; **বিধায়**—বিভক্ত করে; **রূপম্**—দেহ; **স্বম্**—নিজের; **সর্ব-সঙ্কল্প-বিৎ**—সমস্ত বাসনা সম্বন্ধে যিনি জানেন; **বিভুঃ**—শক্তিশালী কর্দম মুনি।

অনুবাদ

শক্তিশালী কর্দম মুনি সকলের মনের কথা জানতেন, এবং তিনি সকলের বাসনা পূর্ণ করতে পারতেন। আত্ম-তত্ত্ববিৎ কর্দম মুনি দেবহূতিকে তাঁর অর্ধাঙ্গিনীরূপে বিবেচনা করেছিলেন। নিজেকে নবধা বিভক্ত করে, তিনি দেবহূতির গর্ভে নয়বার বীর্যপাত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি জানতেন যে, দেবহূতি বহু সন্তান কামনা করেছিলেন, তাই তিনি একবারেই নয়টি সন্তান উৎপন্ন করেছিলেন। এখানে তাঁকে *বিভু* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি ছিলেন সব চাইতে শক্তিমান স্বামী। তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে তিনি দেবহূতির গর্ভে একসঙ্গে নয়টি কন্যা উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ ।
সর্বাস্তাশ্চারুসর্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতঃ—তার পর; **সা**—তিনি; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—সেই দিনে; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী; **প্রজাঃ**—সন্তান; **সর্বাঃ**—সকলে; **তাঃ**—তারা; **চারু-সর্ব-অঙ্গ্যঃ**—সর্বাঙ্গসুন্দর; **লোহিত**—লাল; **উৎপল**—পদ্মের মতো; **গন্ধয়ঃ**—গন্ধ-সমন্বিত।

অনুবাদ

তার ঠিক পরেই, সেই দিনই, দেবহূতি নয়টি কন্যা-সন্তান প্রসব করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই ছিল সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং তাদের দেহ থেকে রক্ত-পদ্মের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

দেবহূতি কামে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর থেকে অধিক ডিম্বাণু স্খলিত হয়েছিল, এবং নয়টি কন্যার জন্ম হয়েছিল। *স্মৃতি-শাস্ত্রে* এবং *আয়ুর্বেদে* বলা হয়েছে যে, যখন পুরুষের স্খলন অধিক হয়, তখন পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়, কিন্তু যখন স্ত্রীর স্খলন অধিক হয়, তখন কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হয়। এই অবস্থা থেকে প্রতীত হয় যে, দেবহূতি অধিক কামোত্তেজিত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি এক সঙ্গে নয়টি কন্যা প্রসব করেছিলেন। সেই সব কয়টি কন্যাই কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী ছিল, এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত সুগঠিত ছিল। তারা সকলেই পদ্মফুলের মতো সুন্দর এবং সুরভিত ছিল।

শ্লোক ৪৯

পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতীবহিঃ ।
স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৯ ॥

পতিম্—তাঁর পতি; **সা**—তিনি; **প্রব্রজিষ্যন্তম্**—গৃহত্যাগ করতে উদ্যত; **তদা**-তখন; **আলক্ষ্য**—দেখে; **উশতী**—সুন্দর; **বহিঃ**—বাহ্যিকভাবে; **স্ময়মানা**—স্মিত হেসে; **বিক্লবেন**—বিচলিত; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **বিদূয়তা**—সন্তপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি বাইরে ঈষৎ হাস্যান্বিতা হলেও, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত এবং সন্তপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি যোগ-শক্তির প্রভাবে তাঁর গৃহস্থ আশ্রমের কার্য অতি শীঘ্রই সমাপ্ত করেছিলেন। গগন-মার্গে প্রাসাদ সৃষ্টি, সুন্দরী সহচরীগণ কর্তৃক পরিবৃতা হয়ে পত্নী সহ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ, এবং সন্তান উৎপাদনের কার্য সম্পন্ন হয়েছিল আর এখন, তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার পর, আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির উদ্দেশ্যে, তিনি গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁর পতিকে এইভাবে প্রস্থানোদ্যত দেখে, দেবহূতি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পতির মনোরঞ্জনের জন্য তিনি হাসছিলেন। কর্দম মুনির উদাহরণটি অত্যন্ত ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত; কৃষ্ণভক্তি লাভ করাই যাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি যদি গৃহস্থ আশ্রমে জড়িয়েও পড়েন, তবুও গৃহস্থালির আকর্ষণ যত শীঘ্রই সম্ভব ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

শ্লোক ৫০

লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া ।
উবাচ ললিতাং বাচং নিরুধ্যাশ্রুকলাং শনৈঃ ॥ ৫০ ॥

লিখন্তী—দাগ কেটে; **অধঃ-মুখী**—অবনত মস্তকে; **ভূমিম্**—মাটিতে; **পদা**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **নখ**—নখ; **মণি**—মণি-সদৃশ; **শ্রিয়া**—শোভাযুক্ত; **উবাচ**—তিনি

বলেছিলেন; **ললিতাম্**—সুমধুর; **বাচম্**—বচন; **নিরুধ্য**—সংবরণ করে; **অশ্রু-কলাম্**—অশ্রুধারা; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর মণি-সদৃশ শোভাযুক্ত পদনখের দ্বারা তিনি ভূমি লিখন করতে (দাগ কাটতে) লাগলেন। অধোমুখী হয়ে, অশ্রুধারা সংবরণ করে, তিনি সুমধুর বচনে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি এত সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁর পায়ের নখগুলি ছিল ঠিক মুক্তার মতো, এবং তিনি যখন মাটিতে দাগ কাটছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন মাটিতে মুক্তা ছড়ানো হয়েছে। কোন রমণী যখন তাঁর পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটেন, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কখনও কখনও গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদর্শন করে থাকেন। গভীর রাত্রে গোপিকারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে বলেন, সেই সময় গোপিকারাও এইভাবে মাটিতে তাঁদের পা দিয়ে দাগ কাটছিলেন, কেননা তখন তাঁদের চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫১

দেবহূতিরুবাচ

সর্বং তদ্ভগবান্মহ্যমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্ ।
অথাপি মে প্রপন্নায়া অভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥

দেবহূতিঃ—দেবহূতি; **উবাচ**—বললেন; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তা; **ভগবান্**—হে ভগবান; **মহ্যম্**—আমার জন্য; **উপোবাহ**—পূর্ণ হয়েছে; **প্রতিশ্রুতম্**—প্রতিশ্রুতি; **অথ অপি**—তবুও; **মে**—আমাকে; **প্রপন্নায়ৈ**—শরণাগতকে; **অভয়ম্**—অভয়; **দাতুম্**—দান করার জন্য; **অর্হসি**—যোগ্য।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভো! আপনি আমার কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সবই আপনি পূর্ণ করেছেন, কিন্তু আমি যেহেতু আপনার শরণাগত, তাই কৃপা করে আপনি আমাকে অভয় দান করুন।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর পতির কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে অভয় প্রদান করেন। পত্নীরূপে তিনি পূর্ণরূপে তাঁর পতির শরণাগত ছিলেন, এবং তাই পতির কর্তব্য হচ্ছে পত্নীকে অভয় প্রদান করা। আশ্রিত ব্যক্তিকে কিভাবে অভয় প্রদান করতে হয়, তা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেনি সে আশ্রিত, এবং তার পক্ষে কখনও গুরু, পতি, পরিজন, পিতা, মাতা ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়। গুরুজনের কর্তব্য হচ্ছে আশ্রিত ব্যক্তিকে অভয় দান করা। তাই পিতারূপে, মাতা রূপে, গুরুরূপে, পরিজনরূপে অথবা পতিরূপে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে আশ্রিত ব্যক্তিকে সংসারের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করা। সংসার-জীবন সর্বদা ভয় এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। দেবহূতি বলেছেন, "আপনি আপনার যোগ-শক্তির প্রভাবে আমাকে সব রকম জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছেন, এবং এখন যখন আপনি প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছেন, আপনি আমাকে আপনার অন্তিম দান প্রদান করুন, যাতে আমি এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে পারি।"

শ্লোক ৫২

ব্রহ্মন্দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ ।
কশ্চিৎস্যান্মে বিশোকায় ত্বয়ি প্রব্রজিতে বনম্ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মন্—হে প্রিয় ব্রাহ্মণ; **দুহিতৃভিঃ**—কন্যাদের দ্বারা; **তুভ্যম্**—আপনার জন্য; **বিমৃগ্যাঃ**—অন্বেষণ করে নেবে; **পতয়ঃ**—পতি; **সমাঃ**—উপযুক্ত; **কশ্চিৎ**—কোন; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **মে**—আমার; **বিশোকায়**—সান্ত্বনার জন্য; **ত্বয়ি**—আপনি যখন; **প্রব্রজিতে**—প্রস্থান করার পর; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যারা তাদের উপযুক্ত পতি অন্বেষণ করে তাদের পতিগৃহে চলে যাবে। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে আপনি বনে চলে যাওয়ার পর, কে আমাকে সান্ত্বনা দেবে?

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, পিতাই অন্যরূপে পুত্র হন। তাই পিতা এবং পুত্রকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। পুত্রবতী বিধবা প্রকৃত পক্ষে বিধবা নন, কেননা তার কাছে

তার পতির প্রতিনিধি রয়েছে। তেমনই দেবহূতি পরোক্ষভাবে কর্দম মুনির কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁর এক প্রতিনিধিকে রেখে যান, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে এক যোগ্য পুত্রের দ্বারা তিনি তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে পারেন। গৃহস্থকে চিরকাল গৃহে থাকতে হয় না। পুত্র এবং কন্যাদের বিবাহের পর, গৃহস্থ তাঁর উপযুক্ত পুত্রদের কাছে তাঁর পত্নীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করে, গৃহস্থালি থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সামাজিক প্রথা। দেবহূতি পরোক্ষভাবে অনুরোধ করেছেন যে, তাঁর পতির অনুপস্থিতিতে গৃহে যেন অন্তত একটি পুত্র-সন্তান থাকে, যে তাঁকে তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত করবে। এই মুক্তির অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক উপদেশ। মুক্তির অর্থ জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। দেহের অবসানে জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমাপ্তি হবে, কিন্তু পারমার্থিক উপদেশের সমাপ্তি হবে না; চিন্ময় আত্মার সঙ্গে তা থাকবে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য উপদেশের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত পুত্র বিনা, দেবহূতি কিভাবে পারমার্থিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করবেন? পতির কর্তব্য হচ্ছে পত্নীর কাছে তাঁর ঋণ শোধ করা। পত্নী একনিষ্ঠভাবে পতির সেবা করে, এবং তার ফলে পতি পত্নীর কাছে ঋণী হন, কেননা বিনিময়ে কোন কিছু না দিয়ে, আশ্রিত ব্যক্তির কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করা যায় না। গুরু পারমার্থিক শিক্ষা দান না করে, শিষ্যের সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। এইটি প্রেম এবং কর্তব্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান। এইভাবে দেবহূতি তাঁর পতি কর্দম মুনিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করেছেন। যদি তিনি তাঁর পত্নীর ঋণ শোধ করার ভিত্তিতেও তা বিবেচনা করেন, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, গৃহ ত্যাগ করার পূর্বে তিনি যেন তাঁকে একটি পুত্র-সন্তান দিয়ে যান। পরোক্ষভাবে, দেবহূতি তাঁর পতির কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন অন্তত একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত আরও কিছুদিন গৃহে থাকেন।

শ্লোক ৫৩

**এতাবতালং কালেন ব্যতিক্রান্তেন মে প্রভো ।
ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥**

এতাবতা—এতখানি; **অলম্**—বৃথা; **কালেন**—সময়; **ব্যতিক্রান্তেন**—অতিক্রান্ত হয়েছে; **মে**—আমার; **প্রভো**—হে প্রভু; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; **প্রসঙ্গেন**—বিষয়ে; **পরিত্যক্ত**—অবহেলা করে; **পর-আত্মনঃ**—ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান।

অনুবাদ

এতকাল পর্যন্ত আমি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন না করে, কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বিষয়ে আমার সময় বৃথা অতিবাহিত করেছি।

তাৎপর্য

পশুদের মতো ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপে সময় অপচয় করা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পশুরা সর্বদা আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন, এই প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়, যদিও জড় দেহ থাকার ফলে, নিয়ন্ত্রিত বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই, বস্তুত, দেবহূতি তাঁর পতিকে বলেছেন—"আমরা কন্যা-সন্তান লাভ করেছি, ভ্রাম্যমাণ প্রাসাদে আমরা সারা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে জড় সুখ উপভোগ করেছি। আপনার কৃপায় এই সব কিছু লাভ হয়েছে, কিন্তু সেইগুলি হয়েছে কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য। এখন আমার পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কিছু করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।"

শ্লোক ৫৪

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জন্ত্যা প্রসঙ্গস্ত্বয়ি মে কৃতঃ ।
অজানন্ত্যা পরং ভাবং তথাপ্যস্ত্বভয়ায় মে ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রিয়-অর্থেষু—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য; **সজ্জন্ত্যা**—আসক্ত হয়ে; **প্রসঙ্গঃ**—প্রবণতা; **ত্বয়ি**—আপনার জন্য; **মে**—আমার দ্বারা; **কৃতঃ**—সম্পাদিত হয়েছে; **অজানন্ত্যা**—না জেনে; **পরম্ ভাবম্**—আপনার দিব্য স্থিতি; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **অস্তু**—হোক; **অভয়ায়**—ভয় দূর করার জন্য; **মে**—আমার।

অনুবাদ

আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হয়ে আপনাকে ভাল বেসেছিলাম, আপনার চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে আমি তখন জানতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার প্রতি আমার যে-আসক্তি, তা আমাকে সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করুক।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে শোক প্রকাশ করছেন। স্ত্রী হওয়ার ফলে তাঁকে কাউকে না কাউকে ভালবাসতে হত। কোন কারণের বশে তিনি কর্দম মুনিকে

ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তাঁর পারমার্থিক উন্নতির কথা তাঁর জানা ছিল না। কর্দম মুনি দেবহূতির মনের কথা জানতেন। সাধারণত সমস্ত রমণীরাই জড় সুখভোগের বাসনা করে। যেহেতু তারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই তাদের অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। দেবহূতি অনুশোচনা করছেন যে, তাঁর পতি যদিও তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ জড়-জাগতিক সুখ প্রদান করেছেন, তবুও তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদিও তাঁর মহান পতির মহিমা সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ, তবুও তিনি যেহেতু তাঁর শরণ গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে অবশ্যই মুক্ত হবেন। মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, সাধুসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা জ্ঞানবান না হলেও কেউ যদি মহাত্মার সঙ্গ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তৎক্ষণাৎ বিশেষভাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারেন। একজন স্ত্রীরূপে, একজন সাধারণ পত্নীরূপে, দেবহূতি তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য এবং অন্যান্য জাগতিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করার জন্য কর্দম মুনির প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন মহাপুরুষের সঙ্গ করেছিলেন। এখন তিনি সেই কথা বুঝতে পেরে, তাঁর মহান পতির সঙ্গ লাভের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

**সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া ।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥**

সঙ্গঃ—সঙ্গ; **যঃ**—যিনি; **সংসৃতেঃ**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের; **হেতুঃ**—কারণ; **অসৎসু**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের; **বিহিতঃ**—কৃত; **অধিয়া**—অজ্ঞান-জনিত; **সঃ**—সেই বস্তু; **এব**—নিশ্চয়ই; **সাধুষু**—সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে; **কৃতঃ**—করা হলে; **নিঃসঙ্গত্বায়**—মুক্তির জন্য; **কল্পতে**—কারণ-স্বরূপ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ অবশ্যই সংসার বন্ধনের মার্গ। কিন্তু সেই সঙ্গ যদি অজ্ঞাতসারেও সাধুদের সঙ্গে করা হয়, তা হলে তা মুক্তির কারণ-স্বরূপ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সাধুসঙ্গ যেভাবেই হোক না কেন, তার ফল এক রকমই হয়ে থাকে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার জীবাত্মার সঙ্গ হয়েছিল; তাদের মধ্যে কেউ ছিল তাঁর প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন, এবং কেউ তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সাধনরূপে সঙ্গ করেছিল। সাধারণত বলা হয় যে, গোপিকারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের সর্বোত্তম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যান্য অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু শত্রুরূপেই হোক অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই হোক, ভয়বশত হোক অথবা শুদ্ধ ভক্তরূপেই হোক, তাঁরা সকলেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। এটিই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গ করার ফল। তিনি যে কে তা না জেনেও যদি কেউ তাঁর সঙ্গ করেন, তা হলেও তিনি সেই একই ফল প্রাপ্ত হবেন। সাধুসঙ্গের ফলেও মুক্তি লাভ হয়, ঠিক যেমন জ্ঞাতসারেই হোক অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক, কেউ যদি আগুনের সান্নিধ্যে আসে, তা হলে তিনি সেই আগুনের প্রভাবে উত্তপ্ত হবেন। দেবহূতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, কেননা যদিও তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই কর্দম মুনির সঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, তবুও তিনি একজন মহাপুরুষ হওয়ার ফলে, তাঁর আশীর্বাদে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ৫৬

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৫৬ ॥

ন—না; **ইহ**—এখানে; **যৎ**—যা; **কর্ম**—কর্ম; **ধর্মায়**—ধর্মীয় জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য; **ন**—না; **বিরাগায়**—বিরক্তির জন্য; **কল্পতে**—নিয়ে যায়; **ন**—না; **তীর্থ-পদ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **সেবায়ৈ**—প্রেমময়ী সেবার জন্য; **জীবন্**—জীবিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **মৃতঃ**—মৃত; **হি**—নিশ্চয়ই; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

যে ব্যক্তির কর্ম তাকে ধর্মাভিমুখী করে না, যার ধর্ম অনুষ্ঠান জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তির উৎপাদন করে না, এবং যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত।

তাৎপর্য

দেবহূতি বলেছিলেন যে, তিনি যেহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য তাঁর পতির সঙ্গে বাস করতে অনুরক্ত ছিলেন, যা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে না, তাই তাঁর জীবন কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র হয়েছিল। যে কার্য ধার্মিক জীবনের পথে মানুষকে পরিচালিত করে না, তা কেবল ব্যর্থ কার্যকলাপ মাত্র। সকলেরই কোন না কোন কর্ম করার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, এবং সেই কার্যকলাপের ফলে যখন ধর্ম-জীবন লাভ হয়, এবং ধর্ম-জীবন অনুশীলনের ফলে যখন বৈরাগ্য লাভ হয়, এবং সেই বৈরাগ্যের ফলে যখন ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, তখনই কর্মের পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেই কার্য চরমে ভগবদ্ভক্তির পথে পরিচালিত করে না, তা জড় জগতের বন্ধনের কারণ, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*। স্বাভাবিক কর্ম করার প্রবণতা থেকে মানুষ যদি ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে জীবিত হলেও মৃত। যে সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণভক্তির পথে মানুষকে পরিচালিত করে না, তা ব্যর্থ।

শ্লোক ৫৭

সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্ ।
যত্ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ ॥ ৫৭ ॥

সা—সেই ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নূনম্**—অবশ্যই; **বঞ্চিতা**—প্রতারিত; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়তাপূর্বক; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বাম্**—আপনি; **বিমুক্তি-দম্**—মুক্তিদাতা; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **ন মুমুক্ষেয়**—আমি মুক্তির অন্বেষণ করিনি; **বন্ধনাৎ**—সংসার বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবন্! আমি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের দুরতিক্রম্য মায়াশক্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রতারিত হয়েছি, কেননা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আপনার সঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও, আমি মুক্তির অন্বেষণ করিনি।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সুন্দর সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। প্রথম সুযোগ হচ্ছে মনুষ্য-জীবন লাভ করা, এবং দ্বিতীয় সুযোগটি হচ্ছে যেখানে পারমার্থিক

জ্ঞানের অনুশীলন হয়, সেই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা; এইটি অত্যন্ত দুর্লভ। সর্ব শ্রেষ্ঠ সুযোগ হচ্ছে সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ করা। দেবহূতি জানতেন যে, একজন সম্রাটের কন্যারূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি পর্যাপ্তরূপে শিক্ষিতা এবং সংস্কৃতিসম্পন্না ছিলেন, এবং অবশেষে একজন মহান যোগী ও মহাত্মা কর্দম মুনিকে তিনি তাঁর পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি যদি জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত না হন, তা হলে অবশ্যই তিনি দুর্লঙ্ঘ মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হবেন। প্রকৃত পক্ষে মায়াশক্তি সকলকে প্রতারণা করছে। মানুষ যখন জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কালী অথবা দুর্গারূপে মায়াশক্তির পূজা করে, তখন তারা বুঝতে পারে না যে, তারা কি করছে। তারা প্রার্থনা করে, "মা আমাকে ধন সম্পদ দাও, ভাল পত্নী দাও, যশ দাও, জয় দাও।" কিন্তু মায়া বা দুর্গার এই প্রকার ভক্তেরা জানে না যে, তারা দেবী কর্তৃক প্রতারিত হচ্ছে। জড়-জাগতিক লাভ প্রকৃত পক্ষে কোন প্রকার লাভই নয়, কেননা জড়-জাগতিক উপহারগুলির দ্বারা মোহিত হওয়া মাত্রই, তারা আরও বেশি করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং তখন আর মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে অবগত হওয়া যে, কিভাবে পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য জড়-জাগতিক সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার করা যায়। তাকে বলা হয় কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ। আমাদের যা-কিছু রয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আমাদের ব্যবহার করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য*—মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। ভগবানের সেবা করার বিবিধ উপায় রয়েছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুসারে ভগবানের সেবা করতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'দেবহূতির অনুতাপ' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনির বৈরাগ্য

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

নির্বেদবাদিনীমেবং মনোর্দুহিতরং মুনিঃ ।
দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **নির্বেদ-বাদিনীম্**—বৈরাগ্য ভাষিণী; **এবম্**—এইভাবে; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **মুনিঃ**—কর্দম মুনি; **দয়ালুঃ**—কৃপালু; **শালিনীম্**—প্রশংসার পাত্রী; **আহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **শুক্ল**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **অভিব্যাহৃতম্**—যা বলা হয়েছিল; **স্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—প্রশংসনীয়া মনুকন্যা দেবহূতির বৈরাগ্যপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে, দয়ালু কর্দম মুনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী স্মরণপূর্বক বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২

ঋষিরুবাচ

মা খিদো রাজপুত্রীত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে ।
ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎসম্প্রপৎস্যতে ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—ঋষি বললেন; **মা খিদঃ**—নিরাশ হয়ো না; **রাজ-পুত্রী**—হে রাজকন্যা; **ইত্থম্**—এইভাবে; **আত্মানম্**—তুমি; **প্রতি**—প্রতি; **অনিন্দিতে**—হে প্রশংসনীয়া দেবহূতি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তে**—তোমার; **অক্ষরঃ**—অচ্যুত; **গর্ভম্**—গর্ভ; **অদূরাৎ**—অচিরেই; **সম্প্রপৎস্যতে**—প্রবেশ করবেন।

অনুবাদ

ঋষি বললেন—হে প্রশংসনীয়া রাজকন্যা, তুমি নিরাশ হয়ো না। অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই তোমার পুত্ররূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন।

তাৎপর্য

নিজেকে ভাগ্যহীনা বলে মনে করে অনুশোচনা করতে তাঁর পত্নীকে কর্দম মুনি নিষেধ করেছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শরীর থেকে প্রকাশিত হয়ে, এই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

শ্লোক ৩

ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ ।
তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ ॥ ৩ ॥

ধৃতব্রতা অসি—তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ; **ভদ্রম্ তে**—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন; **দমেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **নিয়মেন**—ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা; **চ**—এবং; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **দ্রবিণ**—ধনের; **দানৈঃ**—দান করার দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **চ**—এবং; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভজ**—আরাধনা কর।

অনুবাদ

তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ। ভগবান তোমার কল্যাণ সাধন করবেন। তাই এখন তুমি গভীর শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধর্ম অনুশীলন, তপশ্চর্যা, এবং ধন দান করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের জন্য, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে আত্ম-সংযম করা—তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বিধি-নিষেধগুলি পালন করা। তপশ্চর্যা এবং স্বীয় ধন-সম্পদ দান করা ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। কর্দম মুনি তাঁর পত্নীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "তপশ্চর্যা, ধর্মীয়

অনুশাসনের অনুশীলন এবং দান করার মাধ্যমে তোমাকে যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হবে। তা হলে পরমেশ্বর ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, এবং তিনি স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন।"

শ্লোক ৪

স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্মামকংযশঃ ।
ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **আরাধিতঃ**—আরাধিত হয়ে; **শুক্লঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিতন্বন্**—বিস্তার করে; **মামকম্**—আমার; **যশঃ**—যশ; **ছেত্তা**—তিনি ছেদন করবেন; **তে**—তোমার; **হৃদয়**—হৃদয়ের; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **ঔদর্যঃ**—তোমার পুত্র; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মজ্ঞান; **ভাবনঃ**—শিক্ষা দান করে।

অনুবাদ

তোমার দ্বারা আরাধিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান আমার যশ বিস্তার করে তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। তিনি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দান করে, তোমার হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন সমস্ত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করার জন্য অবতরণ করেন, তখন তিনি সাধারণত কোন ভক্তের সেবায় প্রসন্ন হয়ে, তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই পিতা। তাই, কেউই প্রকৃত পক্ষে তাঁর পিতা নন, কিন্তু তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, তিনি তাঁর কোন কোন ভক্তদের তাঁর পিতা-মাতা এবং বংশধররূপে অঙ্গীকার করেন। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করে। জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা অহঙ্কারের বন্ধনের দ্বারা যুক্ত। নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করা, যাকে বলা হয় হৃদয়-গ্রন্থি, তা সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মায় বর্তমান, এবং যৌন জীবনের প্রতি অত্যধিক আসক্তির ফলে, এই গ্রন্থি অধিক থেকে অধিকতর দৃঢ় হয়। ভগবান ঋষভদেব সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, এই জড়-জাগতিক পরিবেশ হচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ একটি হৃদয়-গ্রন্থির রূপ গ্রহণ করে, এবং জড়-জাগতিক আসক্তির ফলে, সেই বন্ধন আরও

দৃঢ় হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ধন-সম্পদ, সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের এই গ্রন্থিটি অত্যন্ত দৃঢ় হয়। *ব্রহ্মভাবন* বা যে উপদেশের দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্ধিত হয়, তার দ্বারাই কেবল এই হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন হয়। এই গ্রন্থি ছেদন করার জন্য কোন ভৌতিক অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় প্রামাণিক পারমার্থিক উপদেশের। কর্দম মুনি তাঁর পত্নী দেবহূতিকে বলেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন, এবং তাঁকে দিব্য জ্ঞান দান করে তাঁর ভ্রান্ত ভৌতিক পরিচিতিরূপ গ্রন্থি ছেদন করবেন।

শ্লোক ৫

মৈত্রেয় উবাচ

দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ ।
সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **দেবহূতি**—দেবহূতি; **অপি**—ও; **সন্দেশম্**—নির্দেশ; **গৌরবেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **প্রজাপতেঃ**—কর্দমের; **সম্যক্**—পূর্ণ; **শ্রদ্ধায়**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কূট-স্থম্**—সকলের হৃদয়ে অবস্থিত; **অভজৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **গুরুম্**—অত্যন্ত পূজ্য।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—দেবহূতি তাঁর পতি প্রজাপতি কর্দমের আদেশের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিতা ছিলেন। হে মহর্ষি! এইভাবে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ব্রহ্মাণ্ডের পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এইটি পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা; মানুষকে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। কর্দম মুনি ছিলেন দেবহূতির পতি, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করতে হয়, তাই তিনি স্বভাবতই তাঁর গুরুদেবও হয়েছিলেন। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে পতি গুরু হয়েছেন। শিবও তাঁর পত্নী পার্বতীর গুরুদেব। পতির এমনই তত্ত্ববেত্তা হওয়া উচিত যে, তিনি তাঁর পত্নীর কৃষ্ণভক্তির মার্গে জ্ঞান প্রদান করার জন্য তাঁর

গুরুদেবও হতে পারেন। সাধারণত স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের থেকে কম বুদ্ধিমান; তাই পতি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে স্ত্রী পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক মহান সুযোগ প্রাপ্ত হন।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *(সম্যক্ শ্রদ্ধায়)* যে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয়, এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর *ভগবদ্গীতার* টীকায় গুরুদেবের নির্দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের কর্তব্য গুরুদেবের নির্দেশকে নিজের জীবন এবং আত্মা বলে মনে করা। মুক্ত অথবা বদ্ধ নির্বিশেষে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। শাস্ত্রে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। ভগবানকে বাইরে খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি সকলেরই অন্তরে রয়েছেন। মানুষের কর্তব্য কেবল গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, শ্রদ্ধার সঙ্গে একাগ্র চিত্তে তাঁর আরাধনা করা। তা হলেই তার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এও স্পষ্ট যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ শিশুর মতো আবির্ভূত হন না; তিনি তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, তিনি অন্তরঙ্গা শক্তি, *আত্মমায়ার* দ্বারা আবির্ভূত হন। এবং তিনি কিভাবে আবির্ভূত হন? তাঁর ভক্তের আরাধনায় প্রসন্ন হয়েই তিনি আবির্ভূত হন। ভক্ত ভগবানকে অনুরোধ করতে পারেন, তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। ভগবান তো হৃদয়ে বিরাজ করছেনই এবং তিনি যখন তাঁর ভক্তের শরীর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তার অর্থ এই নয় যে, জড়-জাগতিক বিচারে মা বলতে যা বোঝায়, সেই বিশেষ মহিলাটি সেই রকম মা হয়ে গেলেন। ভগবান সর্বদাই রয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভক্তকে আনন্দ দান করার জন্য তিনি তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৬

তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্মধুসূদনঃ ।
কার্দমং বীর্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি ॥ ৬ ॥

তস্যাম্—দেবহূতিতে; **বহু-তিথে কালে**—বহু বছর পর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মধু-সূদনঃ**—মধু নামক অসুরের হন্তা; **কার্দমম্**—কর্দমের; **বীর্যম্**—বীর্য; **আপন্নঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **জজ্ঞে**—তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **দারুণি**—কাষ্ঠে।

অনুবাদ

বহু বৎসর পর, পরমেশ্বর ভগবান মধুসূদন কর্দম মুনির বীর্যে প্রবিষ্ট হয়ে, দেবহূতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে যজ্ঞের কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান যদিও কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান। অগ্নি সর্বদাই কাষ্ঠে বর্তমান থাকে, কিন্তু কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত। তিনি সর্বত্রই রয়েছেন, এবং যেহেতু তিনি সব কিছু থেকেই প্রকাশিত হতে পারেন, তাই তিনি তাঁর ভক্তের বীর্য থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। সাধারণ জীব যেমন কোন বিশেষ জীবের বীর্য আশ্রয় করে জন্ম গ্রহণ করে, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তের বীর্যকে আশ্রয় করে, তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন সাধারণ জীব এবং তিনি কোন বিশেষ গর্ভে জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বরাহদেব ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ভগবান কপিলদেব কর্দম মুনির বীর্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র অথবা হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের স্তম্ভ কিংবা কর্দম মুনির বীর্য ভগবানের আবির্ভাবের উৎসস্থল। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর। *ভগবান্মধুসূদনঃ*—তিনি সমস্ত অসুরদের হন্তা, এবং তাঁর কোন বিশেষ ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেও, তিনি সর্বদাই ভগবানই থাকেন। এখানে *কার্দমম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, কর্দম এবং দেবহূতির সেবার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু আমাদের ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, তিনি একজন সাধারণ জীবের মতো কর্দম মুনির বীর্য থেকে দেবহূতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ ।
গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা ॥ ৭ ॥

অবাদয়ন্—ধ্বনিত হয়েছিল; **তদা**—তখন; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **বাদিত্রাণি**—বাদ্যযন্ত্র; **ঘনাঘনাঃ**—বর্ষায়মান মেঘসমূহ; **গায়ন্তি**—গেয়েছিল; **তম্**—তাঁকে; **স্ম**—নিশ্চয়ই; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করেছিল; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **মুদা**—আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

তখন পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের সময়, দেবতারা গগন-মণ্ডলে বর্ষায়মান মেঘের মতো তাঁদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। স্বর্গের গায়ক গন্ধর্বেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গান গাইতে লাগলেন, এবং অপ্সরারা পরম আনন্দে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জিতাঃ ।
প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ ॥ ৮ ॥

পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; **সুমনসঃ**—পুষ্প; **দিব্যাঃ**—সুন্দর; **খে-চরৈঃ**—গগনচারী দেবতাদের দ্বারা; **অপবর্জিতাঃ**—ফেলেছিল; **প্রসেদুঃ**—প্রসন্ন হয়েছিল; **চ**—এবং; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **অম্ভাংসি**—জল; **চ**—এবং; **মনাংসি**—মন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবানের আবির্ভাবের সময় গগন-মার্গে মুক্তরূপে বিচরণকারী দেবতারা পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন। তখন সমস্ত দিক-মণ্ডল, জলরাশি এবং সকলের চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে জানা যায় যে, আকাশে জীবসমূহ রয়েছে, যারা অপ্রতিহতভাবে বায়ু-মণ্ডলে বিচরণ করতে পারে। আমরা যদিও অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারি, কিন্তু তাতে অনেক প্রকার বাধা-বিপত্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের তা নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহতভাবে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণ করতে পারেন। ভগবান কপিলদেব যখন কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা এই পৃথিবীর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

তৎকর্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্ ।
স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভির্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; **কর্দম**—কর্দমের; **আশ্রম-পদম্**—যেখানে তাঁর আশ্রম অবস্থিত; **সরস্বত্যা**—সরস্বতী নদীর তীরে; **পরিশ্রিতম্**—পরিবেষ্টিত; **স্বয়ম্ভূঃ**—ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভূ); **সাকম্**—সহ; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ; **মরীচি**—মহর্ষি মরীচি; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি; **অভ্যয়াৎ**—তিনি সেখানে এসেছিলেন।

অনুবাদ

মরীচি আদি ঋষিগণ সহ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত কর্দম মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ, কেননা কোন জড় পিতা-মাতার মাধ্যমে তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি প্রথম জীব এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত একটি কমল থেকে। তাই তাঁকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ নিজের থেকেই যাঁর জন্ম হয়েছে।

শ্লোক ১০

ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্ ।
তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্ ॥ ১০ ॥

ভগবন্তম্—ভগবান; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **সত্ত্বেন**—নিষ্কলুষ অস্তিত্ব-সমন্বিত; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **শত্রু-হন্**—হে শত্রু সংহারক বিদুর; **তত্ত্ব-সংখ্যান**—চতুর্বিংশতি ভৌতিক তত্ত্বের দর্শন; **বিজ্ঞপ্ত্যৈ**—ব্যাখ্যা করার জন্য; **জাতম্**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **বিদ্বান্**—জ্ঞাতা; **অজঃ**—যাঁর জন্ম হয় না (ব্রহ্মা); **স্ব-রাট্**—স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—হে শত্রু সংহারক! জ্ঞান আহরণে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অজ ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের এক অংশ সাংখ্য যোগ

নামক পূর্ণ জ্ঞান বিশ্লেষণ করার জন্য, তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময় স্বরূপে দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান স্বয়ং বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা, এবং বেদান্ত-সূত্রের পূর্ণ জ্ঞাতা। তেমনই, কপিলদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান সাংখ্য দর্শন প্রণয়ন করেছেন। একজন নকল কপিল রয়েছে, যে এক প্রকার সাংখ্য দর্শন প্রচার করেছে, কিন্তু ভগবানের অবতার কপিলদেব সেই কপিল থেকে ভিন্ন। কর্দম মুনির পুত্র কপিল তাঁর সাংখ্য দর্শনে, কেবল জড় জগতেরই নয়, চিৎ-জগৎ সম্বন্ধেও অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মা সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন *স্বরাট্*, অর্থাৎ জ্ঞান লাভে প্রায় পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাঁকে বলা হয় *স্বরাট্* কেননা শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে স্কুল অথবা কলেজে যেতে হয়নি, সব কিছুই তাঁর অন্তর থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব, তাই তাঁর কোন শিক্ষক নেই; তাঁর শিক্ষক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়েই বিরাজমান। অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে ব্রহ্মা সরাসরিভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন; তাই তাঁকে কখনও কখনও *স্বরাট্* এবং *অজ* বলা হয়।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। *সত্ত্বেনাংশেন*—পরমেশ্বর ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে বৈকুণ্ঠের সমস্ত সামগ্রী নিয়ে আসেন; তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ, সামগ্রী এবং পরিকর সবই চিৎ-জগতের। প্রকৃত সত্ত্বগুণ কেবল চিৎ-জগতেই রয়েছে। এই জড় জগতে যে সত্ত্বগুণ রয়েছে তা শুদ্ধ নয়। এখানে সত্ত্বগুণ থাকলেও তা রজ এবং তমোগুণ মিশ্রিত। চিৎ-জগতে অবিমিশ্র সত্ত্বগুণ বিদ্যমান; তাই সেখানকার সত্ত্বগুণকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব। শুদ্ধ সত্ত্বের আর একটি নাম হচ্ছে *বাসুদেব*, কেননা বসুদেব থেকে ভগবানের জন্ম হয়। তার আর একটি অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন, তখন তিনি ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, সামগ্রী এবং পরিকর বুঝতে পারেন। *অংশেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশরূপে কপিলদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান *অংশ* অথবা *কলায়* নিজেকে বিস্তার করেন। *অংশ* মানে হচ্ছে 'সরাসরিভাবে বিস্তার', এবং *কলা* মানে হচ্ছে 'অংশের অংশ'। অংশ, কলা এবং স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ঠিক যেমন বিভিন্ন দীপের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই, কিন্তু যে দীপটি থেকে অন্যান্য দীপগুলি জ্বালানো হয়, সেইটিকে বলা হয় আদি। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় পরব্রহ্ম বা সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১১

ব্রহ্মোবাচ

সভাজয়ন্ বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতম্ ।
প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দমং চেদমভ্যধাৎ ॥ ১১ ॥

সভাজয়ন্—আরাধনা করে; **বিশুদ্ধেন**—শুদ্ধ; **চেতসা**—হৃদয়ের দ্বারা; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চিকীর্ষিতম্**—বাঞ্ছিত কার্যকলাপ; **প্রহৃষ্যমাণৈঃ**—আনন্দিত হয়ে; **অসুভিঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা; **কর্দমম্**—কর্দম মুনিকে; **চ**—এবং দেবহূতিকে; **ইদম্**—এই; **অভ্যধাৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

অবতাররূপে তাঁর বাঞ্ছিত কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মা তাঁর প্রহৃষ্ট ইন্দ্রিয় এবং নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করার পর, তিনি কর্দম এবং দেবহূতিকে বললেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ, তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁকে মুক্ত বলে মনে করতে হবে। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন মুক্ত আত্মা। তিনি যদিও এই জড় জগতের অধ্যক্ষ, তা হলেও তিনি একজন সাধারণ জীবের মতো নন। যেহেতু তিনি সাধারণ জীবের অধিকাংশ ভ্রান্তি থেকেই মুক্ত, সেই জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি আনন্দিত চিত্তে ভগবানের কার্যকলাপের বন্দনা করেছিলেন। তিনি কর্দম মুনিরও প্রশংসা করেছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পিতা হন, তিনি অবশ্যই একজন মহান ভক্ত। একজন ব্রাহ্মণ একটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি *বেদ* এবং *পুরাণ* কি তা জানেন না, কিন্তু অন্যেরা বেদ অথবা পুরাণের প্রতি আগ্রহী হলেও, তিনি কেবল নন্দ মহারাজেরই বন্দনা করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ব্রাহ্মণটি নন্দ মহারাজের আরাধনা করতে চেয়েছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান একটি শিশুরূপে তাঁর গৃহের অঙ্গনে খেলা করেছিলেন। এইগুলি ভগবদ্ভক্তের কয়েকটি সুন্দর অনুভূতির দৃষ্টান্ত। কোন ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে

এখানে নিয়ে আসেন, তা হলে কিভাবে তাঁর বন্দনা করতে হবে! ব্রহ্মা তাই ভগবানের অবতার কপিলদেবেরই আরাধনা করেননি, তিনি কপিলদেবের তথাকথিত পিতা কর্দম মুনিরও বন্দনা করেছেন।

শ্লোক ১২

ত্বয়া মেঽপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্যলীকতঃ ।
যন্মে সঞ্জগৃহে বাক্যং ভবান্মানদ মানয়ন্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা—শ্রীব্রহ্মা; **উবাচ**—বললেন; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মে**—আমার; **অপচিতিঃ**—পূজা; **তাত**—হে পুত্র; **কল্পিতা**—সম্পন্ন হয়েছে; **নির্ব্যলীকতঃ**—নিষ্কপটে; **যৎ**—যেহেতু; **মে**—আমার; **সঞ্জগৃহে**—পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছ; **বাক্যম্**—নির্দেশ; **ভবান্**—তুমি; **মান-দ**—হে কর্দম (অন্যদের সম্মানকারী); **মানয়ন্**—শ্রদ্ধা করে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় পুত্র কর্দম! তুমি যেহেতু নিষ্কপটে, শ্রদ্ধা সহকারে, পূর্ণরূপে আমার নির্দেশ পালন করেছ, তার ফলে তুমি যথাযথভাবে আমার পূজা করেছ। তুমি আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করেছ, এবং তার দ্বারা তুমি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছ।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীবরূপে ব্রহ্মা সকলেরই গুরুদেব, এবং সমস্ত জীবের সৃষ্টিকারী পিতা। কর্দম মুনি হচ্ছেন একজন প্রজাপতি বা জীবস্রষ্টা, এবং তিনিও ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা কর্দম মুনির প্রশংসা করেছেন, কেননা তিনি নিষ্কপটে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেছেন। জড় জগতে বদ্ধ জীবেদের প্রতারণা করার একটি দোষ রয়েছে। তার চারটি দোষ হচ্ছে—সে অবশ্যই ভুল করে, সে মোহাচ্ছন্ন হতে বাধ্য, সে অপরকে প্রতারণা করতে চায়, এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ। কিন্তু সে যদি গুরু-পরম্পরা ধারায় তার গুরুদেবের নির্দেশ পালন করে, তা হলে সে এই চারটি দোষ সংশোধন করতে পারে। তাই, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যে-জ্ঞান লাভ করা হয়, তাতে কোন প্রতারণা নেই। এ ছাড়া অন্য সমস্ত জ্ঞান যা বদ্ধ জীবেরা সৃষ্টি করেছে, তা কেবল প্রতারণা মাত্র। ব্রহ্মা ভালভাবেই জানতেন যে, কর্দম মুনি তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, এবং তার ফলে তিনি প্রকৃত পক্ষে তাঁর গুরুদেবকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। গুরুদেবকে সম্মান করার অর্থ হচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর নির্দেশ পালন করা।

শ্লোক ১৩

**এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্যা পিতরি পুত্রকৈঃ ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ ॥ ১৩ ॥**

এতাবতী—এই পর্যন্ত ; **এব**—সঠিক; **শুশ্রূষা**—সেবা; **কার্যা**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **পিতরি**—পিতাকে; **পুত্রকৈঃ**—পুত্রদের দ্বারা; **বাঢ়ম্ ইতি**—'যথা আজ্ঞা' বলে পালন করা; **অনুমন্যেত**—পালন করা উচিত; **গৌরবেণ**—যথাযথ সম্মান সহকারে; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **বচঃ**—আদেশ।

অনুবাদ

পুত্রের কর্তব্য ঠিক এইভাবে পিতার সেবা করা। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পিতা অথবা গুরুদেবের আদেশ 'যথা আজ্ঞা' বলে সম্মান সহকারে পালন করা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুইটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তার একটি হচ্ছে *পিতরি* এবং অন্যটি হচ্ছে *গুরোঃ*। পুত্র অথবা শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে নির্দ্বিধায় গুরু এবং পিতার আদেশ পালন করা। পিতা অথবা গুরুদেব যে-আদেশই দেন না কেন, কোন রকম তর্ক-বিতর্ক না করে, 'যে আজ্ঞে' বলে স্বীকার করে নিতে হবে। "এটা ঠিক নয়। আমি এটা পালন করতে পারব না" শিষ্য অথবা পুত্রের এই রকম বলার কোনও অবসর নেই। সে যখন তা বলে, তখন তার অধঃপতন হয়। পিতা এবং গুরুদেব সমান স্তরে অধিষ্ঠিত, কেননা গুরুদেব হচ্ছেন দ্বিতীয় পিতা। উচ্চ বর্ণের মানুষদের বলা হয় *দ্বিজ,* অর্থাৎ যাঁর দুইবার জন্ম হয়েছে। যেখানে জন্মের প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে অবশ্যই একজন পিতা থাকবেন। প্রকৃত পিতার দ্বারা প্রথম জন্ম হয়, এবং দ্বিতীয় জন্ম হয় গুরুদেবের দ্বারা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিতা এবং গুরুদেব একই ব্যক্তি হতে পারেন, এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্ন হতে পারেন। সে যাই হোক, পিতার আদেশ অথবা গুরুদেবের আদেশ "হ্যাঁ করব" বলে, নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ পালন করা উচিত। সেখানে কোন তর্ক-বিতর্ক হতে পারে না। সেটিই হচ্ছে পিতা এবং গুরুদেবের প্রকৃত সেবা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, গুরুদেবের আদেশ হচ্ছে শিষ্যের জীবন এবং আত্মা-সদৃশ। মানুষ যেমন তার দেহ থেকে তার আত্মাকে পৃথক করতে পারে না, তেমনই শিষ্যও তাঁর জীবন থেকে গুরুদেবের আদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। শিষ্য যদি

সেইভাবে তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তা হলে অবশ্যই তিনি সিদ্ধি লাভ করবেন। সেই কথা উপনিষদে প্রতিপন্ন হয়েছে—ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর কাছে বৈদিক জ্ঞানের মর্ম আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। জড়-জাগতিক বিচারে কেউ নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু তিনি যদি গুরুদেবের প্রতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন, তা হলে তাঁর কাছে শাস্ত্র-জ্ঞানের মর্ম তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ১৪

ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্ত্যনেকধা ॥ ১৪ ॥

ইমাঃ—এই সমস্ত; **দুহিতরঃ**—কন্যাগণ; **সত্যঃ**—সাধ্বী; **তব**—তোমার; **বৎস**—হে প্রিয় পুত্র; **সু-মধ্যমাঃ**—তন্বী; **সর্গম্**—সৃষ্টি; **এতম্**—এই; **প্রভাবৈঃ**—বংশধরদের দ্বারা; **স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **বৃংহয়িষ্যন্তি**—তারা বৃদ্ধি করবে; **অনেক-ধা**—বিভিন্ন প্রকারে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা তখন কর্দম মুনির নয়টি কন্যার প্রশংসা করে বললেন—তোমার এই সমস্ত সুশোভনা কন্যারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাধ্বী। তারা যে-তাদের বংশধরদের দ্বারা বিভিন্নভাবে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি করবে, সেই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

সৃষ্টির প্রারম্ভে, প্রজা বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্রহ্মার কিছুটা চিন্তা ছিল, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, কর্দম মুনি ইতিমধ্যেই নয়টি সুন্দরী কন্যা লাভ করেছেন, তখন তিনি আশান্বিত হয়েছিলেন যে, এই কন্যাদের মাধ্যমে বহু সন্তানের জন্ম হবে, যাঁরা জড় জগতের সৃষ্টিকার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তাই তাঁদের দর্শন করে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। *সু-মধ্যমা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সুন্দরী রমণীর সুশীলা কন্যা'। কোন রমণীর কটিদেশ যদি ক্ষীণ হয়, তা হলে তাকে অত্যন্ত সুন্দরী বলে বিবেচনা করা হয়। কর্দম মুনির সব কয়টি কন্যাই ছিলেন সমান সুন্দরী।

শ্লোক ১৫

অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি ।
আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি ॥ ১৫ ॥

অতঃ—অতএব; **ত্বম্**—তুমি; **ঋষি-মুখ্যেভ্যঃ**—শ্রেষ্ঠ ঋষিদের; **যথা-শীলম্**—স্বভাব অনুসারে; **যথা-রুচি**—রুচি অনুসারে; **আত্ম-জাঃ**—তোমার কন্যাদের; **পরিদেহি**—প্রদান কর; **অদ্য**—আজ; **বিস্তৃণীহি**—বিস্তার কর; **যশঃ**—যশ; **ভুবি**—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে।

অনুবাদ

অতএব, আজই তুমি তোমার কন্যাদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, শ্রেষ্ঠ ঋষিদের হস্তে তাদের সম্প্রদান কর, তা হলে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হবে।

তাৎপর্য

নয়জন মুখ্য ঋষি হচ্ছেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং অথর্বা। এই সমস্ত ঋষিরা হচ্ছেন অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, এবং ব্রহ্মা চেয়েছিলেন যে, কর্দম মুনির নয়টি কন্যাকে যেন তাঁদের হস্তে সম্প্রদান করা হয়। এখানে দুইটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—*যথাশীলম্* এবং *যথারুচি*। কন্যাদের তিনি ঋষিদের কাছে অন্ধের মতো সম্প্রদান করেননি, পক্ষান্তরে তাঁদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, উপযুক্ত ঋষিদের হস্তে তাঁদের সম্প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। স্ত্রী এবং পুরুষকে যুক্ত করার এটিই হচ্ছে একটি বিশেষ কলা।

কেবল যৌন জীবনের ভিত্তিতে স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন হওয়া উচিত নয়। সেই ক্ষেত্রে বহু বিচার্য বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে স্বভাব এবং রুচি। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে যদি স্বভাব এবং রুচির পার্থক্য থাকে, তা হলে সেই মিলন কখনই সুখের হবে না। প্রায় চল্লিশ বছর আগেও, ভারতীয় বিবাহে প্রথমে বর এবং কন্যার স্বভাব ও গুণের বিচার করা হত, এবং তার পর তাদের বিবাহ অনুমোদন করা হত। তা সম্পাদিত হত দুই পক্ষের পিতা-মাতার নির্দেশনায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে, পিতা-মাতা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের স্বভাব এবং রুচি নির্ধারণ করতেন, এবং তাতে মিল থাকলেই কেবল তাদের বিবাহ হত—"এই ছেলেটি এই মেয়েটির উপযুক্ত, এবং এদের বিবাহ হতে পারে।" অন্য সমস্ত বিচার ছিল গৌণ। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাও এই প্রথার উপদেশ দিয়েছেন—"স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, ঋষিদের কাছে তুমি তোমার কন্যাদের সম্প্রদান কর।"

জ্যোতিষ গণনায়, দিব্য অথবা আসুরিক গুণ অনুসারে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ হয়ে থাকে। সেই বিচার অনুসারে পতি-পত্নীর মনোনয়ন হত। দিব্য গুণসম্পন্না কন্যাকে দিব্য গুণসম্পন্ন পাত্রের কাছে সম্প্রদান করা উচিত। আসুরিক গুণসম্পন্ন কন্যাকে আসুরিক গুণসম্পন্ন পাত্রের কাছে সম্প্রদান করা উচিত। তা হলে তারা সুখী হবে। কিন্তু কন্যা যদি আসুরিক হয় এবং পাত্র যদি দিব্য হয়, তা হলে সেই যোটক বেমানান হবে, এবং সেই বিবাহ কখনও সুখের হতে পারে না। বর্তমানে, যেহেতু ছেলে-মেয়েদের গুণ এবং স্বভাব অনুসারে বিবাহ হচ্ছে না, তাই অধিকাংশ বিবাহই দুঃখময়, এবং সেই জন্য তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, এই কলি যুগে কেবল যৌন জীবনের ভিত্তিতে বিবাহ হবে; স্ত্রী এবং পুরুষ যখন যৌন সঙ্গমে তুষ্ট হবে, তখন তারা বিবাহ করবে, এবং যৌন জীবনে ঘাটতি পড়লে, তাদের বিচ্ছেদ হবে। সেইটি প্রকৃত পক্ষে বিবাহ নয়, তা হচ্ছে কুকুর-বিড়ালের মতো পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলন। তাই বর্তমান যুগে যে-সমস্ত সন্তান-সন্ততির জন্ম হচ্ছে, তারা ঠিক মানুষ নয়। মানুষ মানে হচ্ছে দ্বিজ। সৎ পিতা-মাতার মাধ্যমে শিশুর প্রথম জন্ম হয়, তার পর সদ্‌গুরু এবং *বেদের* মাধ্যমে তার পুনর্জন্ম হয়। প্রথম মাতা-পিতা তাকে এই পৃথিবীতে জন্ম দান করেন, তার পর গুরুদেব এবং *বেদ* তার দ্বিতীয় পিতা এবং মাতা হন। বৈদিক প্রথা অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য যে বিবাহ, তাতে প্রতিটি পুরুষ এবং স্ত্রী পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁরা যখন মিলিত হতেন, তখন সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অনুষ্ঠান করা হত।

শ্লোক ১৬

বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া ।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে ॥ ১৬ ॥

বেদ—জেনে রেখো; **অহম্**—আমি; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—ভোক্তা; **অবতীর্ণম্**—অবতরণ করেছেন; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **শেবধিম্**—এক বিশাল কোষের মতো, যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন; **দেহম্**—দেহ; **বিভ্রাণম্**—ধারণ করে; **কপিলম্**—কপিল মুনি; **মুনে**—হে কর্দম ঋষি।

অনুবাদ

হে কর্দম! আমি জানি যে, আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে এখন অবতরণ করেছেন। তিনি জীবেদের সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী, এবং এখন তিনি কপিল মুনির রূপ ধারণ করেছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা *পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া* বাক্যটির উল্লেখ দেখতে পাই। পরমেশ্বর ভগবান সনাতন পুরুষ, নিয়ন্তা অথবা ভোক্তা, এবং তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির কোন কিছু গ্রহণ করেন না। চিৎ-জগৎ তাঁর পরা বা অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, আর জড় জগৎ হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। *স্বমায়য়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা'। তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যখনই অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর স্বীয় শক্তি সহ অবতরণ করেন। তিনি একটি মানুষের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু সেই শরীরটি জড় নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারী মূঢ়রাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহকে একজন সাধারণ মানুষের শরীরের মতো মনে করে। *শেবধিম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি জীবের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর প্রদানকারী। বেদেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত চেতনের মধ্যে পরম চেতন, এবং তিনি সমস্ত জীবেদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। যেহেতু তিনি সকলের সমস্ত প্রয়োজন সরবরাহ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ভগবান। পরমেশ্বর ভগবানও একজন চেতন ব্যক্তি; তিনি নির্বিশেষ নন। আমরা যেমন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পরমেশ্বর ভগবানও তেমন একজন ব্যক্তি—তবে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। সেটিই হচ্ছে ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ১৭

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান—শাস্ত্রজ্ঞানের; **বিজ্ঞান**—এবং তার প্রয়োগ; **যোগেন**—যোগের দ্বারা; **কর্মণাম্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের; **উদ্ধরন্**—নির্মূল করে; **জটাঃ**—মূল; **হিরণ্য-কেশঃ**—সোনালী চুল; **পদ্ম-অক্ষঃ**—কমল-নয়ন; **পদ্ম-মুদ্রা**—কমল চিহ্নযুক্ত; **পদ-অম্বুজঃ**—কমল-সদৃশ চরণযুক্ত।

অনুবাদ

সুবর্ণ বর্ণ কেশ-সমন্বিত, কমল-নয়ন এবং পদ্ম চিহ্নযুক্ত পাদপদ্ম সমন্বিত কপিলদেব যোগের দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা জাগতিক কর্মের বাসনা সমূলে বিনষ্ট করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কপিল মুনির কার্যকলাপ এবং দৈহিক লক্ষণগুলি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কপিল মুনির কার্যকলাপের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—তিনি সাংখ্য দর্শন এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যে, সেই দর্শন অধ্যয়ন করে, মানুষ তার সকাম কর্মের গভীর বাসনা নির্মূল করতে সক্ষম হবেন। এই জড় জগতে প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল ভোগ করতে ব্যস্ত। মানুষ তার সৎ কর্মের ফল লাভ করে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আরও বেশি করে কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। পূর্ণ জ্ঞান অথবা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত, সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

যারা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ঠিকই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা অনায়াসে অতি গভীর সকাম কর্মের বাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে কপিল মুনি সাংখ্য দর্শন প্রচার করবেন। এখানে তাঁর দৈহিক লক্ষণগুলিও বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞান বলতে সাধারণ গবেষণা কার্য বুঝায় না। জ্ঞান মানে হচ্ছে গুরু-পরম্পরা ধারায় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করা। আধুনিক যুগে জল্পনা-কল্পনা এবং অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যারা তা করে, তারা বিচার করে দেখে না যে, তারা নিজেরাই প্রকৃতির চারটি দোষের দাস—তারা ভুল করতে বাধ্য, তাদের ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ, তারা মোহাচ্ছন্ন হতে বাধ্য, এবং তাদের প্রতারণা করার প্রবণতা করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গুরুশিষ্য-পরম্পরা ধারায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কেবল তার মনগড়া কতকগুলি মতবাদ উপস্থাপন করে; তাই সে মানুষকে প্রতারণা করছে। জ্ঞান মানে হচ্ছে গুরুশিষ্য-পরম্পরা ধারায় শাস্ত্র থেকে লব্ধ জ্ঞান, এবং বিজ্ঞান মানে হচ্ছে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ১৮

এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দনঃ ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

এষঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **মানবি**—হে মনুকন্যা; **তে**—তোমার; **গর্ভম্**—গর্ভে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছেন; **কৈটভ-অর্দনঃ**—কৈটভাসুর হন্তা; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের; **সংশয়**—এবং সন্দেহের; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **গাম্**—জগতে; **বিচরিষ্যতি**—তিনি ভ্রমণ করবেন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা তখন দেবহূতিকে বললেন—হে মনুকন্যা! যিনি কৈটভাসুরকে বধ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমার সমস্ত অবিদ্যা এবং সংশয়ের গ্রন্থি ছেদন করবেন। তার পর তিনি সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *অবিদ্যা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অবিদ্যা* মানে হচ্ছে নিজের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হওয়া। আমরা সকলেই হচ্ছি জীবাত্মা, কিন্তু আমরা তা ভুলে গেছি। আমরা মনে করছি, "আমি হচ্ছি এই শরীর"। তাকে বলা হয় অবিদ্যা। *সংশয়গ্রন্থি* মানে হচ্ছে 'সন্দেহ'। আত্মা যখন নিজেকে জড় জগৎ থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তখনই এই সংশয় গ্রন্থির বন্ধন হয়। সেই গ্রন্থিটিকে অহঙ্কার বলেও সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার সংযোগ। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্র থেকে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে, জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার এই গ্রন্থি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা দেবহূতিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর পুত্র তাঁকে জ্ঞানের আলো প্রদান করবেন, এবং তাঁকে জ্ঞান প্রদান করার পর, সেই সাংখ্য দর্শন বিতরণ করার জন্য, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করবেন।

সংশয় মানে হচ্ছে 'সন্দেহপূর্ণ জ্ঞান'। মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান এবং কপট যৌগিক জ্ঞান সংশয়পূর্ণ। বর্তমানে তথাকথিত যোগ-পদ্ধতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, দেহের বিভিন্ন চক্রগুলি উত্তেজিত করার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারবে যে, সে হচ্ছে ভগবান। মনোধর্মী জ্ঞানীদের ধারণাও সেই রকমই, কিন্তু তারা সকলেই সংশয়পূর্ণ। প্রকৃত জ্ঞান *ভগবদ্গীতায়* প্রকাশিত হয়েছে—"কেবল কৃষ্ণভাবনায়

ভাবিত হও। কৃষ্ণের আরাধনা কর এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হও।" সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, এবং যিনি তা অনুসরণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১৯

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাঙ্খ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্—এই পরমেশ্বর ভগবান; **সিদ্ধ-গণ**—সিদ্ধ ঋষিদের; **অধীশঃ**—প্রধান; **সাংখ্য-আচার্যৈঃ**—সাংখ্য দর্শনে অভিজ্ঞ আচার্যদের দ্বারা; **সু-সম্মতঃ**—বৈদিক সুসিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমোদিত; **লোকে**—জগতে; **কপিলঃ ইতি**—কপিলরূপে; **আখ্যাম্**—বিখ্যাত; **গন্তা**—তিনি গমন করবেন; **তে**—তোমার; **কীর্তি**—যশ; **বর্ধনঃ**—বর্ধন করে।

অনুবাদ

তোমার পুত্র সমস্ত সিদ্ধ জীবাত্মাদের অধীশ্বর হবেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞান প্রদানে দক্ষ আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত হবেন, এবং মানুষদের মধ্যে তিনি কপিল নামে বিখ্যাত হবেন। দেবহূতির পুত্র নামে তিনি তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শন হচ্ছে দেবহূতির পুত্র কপিলের দ্বারা প্রতিপাদিত দার্শনিক পদ্ধতি। অন্য কপিল, যে দেবহূতির পুত্র নয়, সে নকল। সেইটি ব্রহ্মার উক্তি, এবং আমরা যেহেতু ব্রহ্মার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাঁর উক্তি আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রকৃত কপিল হচ্ছেন দেবহূতির পুত্র এবং প্রকৃত সাংখ্য দর্শন তিনিই প্রবর্তন করে গেছেন, যা পারমার্থিক নিয়মের পরিচালক বা আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হবে। *সুসম্মত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'যাঁদের কাছ থেকে সুন্দর মতামত লাভ করা যায় তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত'।

শ্লোক ২০

মৈত্রেয় উবাচ

তাবাশ্বাস্য জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ ।
হংসো হংসেন যানেন ত্রিধামপরমং যযৌ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **তৌ**—দম্পতি; **আশ্বাস্য**—আশ্বাসিত হয়ে; **জগৎ-স্রষ্টা**—ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা; **কুমারৈঃ**—কুমারগণ সহ; **সহ-নারদঃ**—নারদ মুনি সহ; **হংসঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **হংসেন যানেন**—তাঁর হংস বাহনের দ্বারা; **ত্রি-ধাম-পরমম্**—সর্বোচ্চ লোকে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—কর্দম মুনি এবং তাঁর পত্নী দেবহূতিকে এইভাবে বলে, ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মা, যিনি হংস নামেও পরিচিত, তিনি তাঁর বাহন হংসে চড়ে চার কুমার এবং নারদ সহ ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *হংসেন যানেন* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হংসযান নামক যে বিমানে ব্রহ্মা বাহ্য আকাশের সর্বত্র বিচরণ করেন, সেই বিমানটি দেখতে ঠিক একটি হংসের মতো। ব্রহ্মাও হংস নামে পরিচিত, কেননা তিনি প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর ধামকে বলা হয় *ত্রিধামপরমম্*। ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি বিভাগ রয়েছে—স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক এবং পাতাল লোক—কিন্তু তাঁর ধাম এমনকি সিদ্ধলোকেরও ঊর্ধ্বে। তিনি চার কুমার এবং নারদ সহ তাঁর লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কেননা তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন বিবাহ করবার জন্য নয়। মরীচি, অত্রি প্রমুখ অন্যান্য যে-সমস্ত ঋষিরা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন, কেননা তাঁরা কর্দম মুনির কন্যাদের বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রেরা—সনৎ, সনক, সনন্দন, সনাতন এবং নারদ তাঁর হংসাকৃতি বিমানে তাঁর সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। চার কুমার এবং নারদ হচ্ছেন *নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী*। *নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী* হচ্ছেন তিনি যিনি কখনও বীর্যপাত করেননি। তাঁরা তাঁদের অন্যান্য ভ্রাতা মরীচি আদি ঋষিদের বিবাহ উৎসবে যোগদান করছিলেন না, তাই তাঁরা তাঁদের পিতা হংসের সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

গতে শতধৃতৌ ক্ষত্তঃ কর্দমস্তেন চোদিতঃ ।
যথোদিতং স্বদুহিতৄঃ প্রাদাদ্বিশ্বসৃজাং ততঃ ॥ ২১ ॥

গতে—চলে যাওয়ার পর; **শত-ধৃতৌ**—শ্রীব্রহ্মা; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **চোদিতঃ**—আদিষ্ট; **যথা-উদিতম্**—যেভাবে বলা হয়েছিল;

স্ব-দুহিতৄঃ—তাঁর কন্যাদের; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিশ্বের প্রজা স্রষ্টাদের; **ততঃ**—তার পর।

অনুবাদ

হে বিদুর, ব্রহ্মার প্রস্থানের পর, তাঁর নির্দেশ অনুসারে, কর্দম মুনি বিশ্বের প্রজা স্রষ্টা সেই নয়জন মহর্ষিদের তাঁর নয়টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে ।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎপুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্ ॥ ২২ ॥
পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্ ।
খ্যাতিং চ ভৃগবেঽযচ্ছদ্বশিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ২৩ ॥

মরীচয়ে—মরীচিকে; **কলাম্**—কলা; **প্রাদাৎ**—তিনি দান করেছিলেন; **অনসূয়াম্**—অনসূয়া; **অথ**—তার পর; **অত্রয়ে**—অত্রিকে; **শ্রদ্ধাম্**—শ্রদ্ধা; **অঙ্গিরসে**—অঙ্গিরাকে; **অযচ্ছৎ**—তিনি প্রদান করেছিলেন; **পুলস্ত্যায়**—পুলস্ত্যকে; **হবির্ভুবম্**—হবির্ভূ; **পুলহায়**—পুলহকে; **গতিম্**—গতি; **যুক্তাম্**—উপযুক্ত; **ক্রতবে**—ক্রতুকে; **চ**—এবং; **ক্রিয়াম্**—ক্রিয়া; **সতীম্**—পুণ্যবতী; **খ্যাতিম্**—খ্যাতি; **চ**—এবং; **ভৃগবে**—ভৃগুকে; **অযচ্ছৎ**—তিনি প্রদান করেছিলেন; **বশিষ্ঠায়**—বশিষ্ঠ মুনিকে; **অপি**—ও; **অরুন্ধতীম্**—অরুন্ধতী।

অনুবাদ

কর্দম মুনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূ নামক কন্যা দান করেছিলেন। পুলহকে গতি, ক্রতুকে পতিব্রতা ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নামক কন্যা সমর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

অথর্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে ।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ ॥ ২৪ ॥

অথর্বণে—অথর্বাকে; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **শান্তিম্**—শান্তি; **যয়া**—যাঁর দ্বারা; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **বিতন্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **বিপ্র-ঋষভান্**—ব্রাহ্মণদের অগ্রগণ্য; **কৃত-উদ্বাহান্**—বিবাহ সম্পাদন করে; **স-দারান্**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **সমলালয়ৎ**—তাঁদের লালন-পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনি শান্তি নাম্নী কন্যাকে অথর্বার নিকট সম্প্রদান করেছিলেন। এই শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভালভাবে সম্পাদিত হয়। এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবাহ-কার্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁদের সস্ত্রীক লালন-পালন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

ততস্ত ঋষয়ঃ ক্ষত্তঃ কৃতদারা নিমন্ত্র্য তম্ ।
প্রাতিষ্ঠন্নন্দিমাপন্নাঃ স্বং স্বমাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তার পর; **তে**—তারা; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **কৃতদারাঃ**—এইভাবে বিবাহিত হয়ে; **নিমন্ত্র্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **তম্**—কর্দম; **প্রাতিষ্ঠন্**—তাঁরা প্রস্থান করেছিলেন; **নন্দিম্**—আনন্দ; **আপন্নাঃ**—লাভ করে; **স্বম্ স্বম্**—তাঁদের নিজের নিজের; **আশ্রম-মণ্ডলম্**—আশ্রমে।

অনুবাদ

হে বিদুর! এইভাবে বিবাহিত হয়ে, ঋষিরা কর্দম মুনির থেকে বিদায় গ্রহণ করে, আনন্দিত অন্তরে তাঁদের নিজ-নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্ ।
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত ॥ ২৬ ॥

সঃ—কর্দম মুনি; **চ**—এবং; **অবতীর্ণম্**—অবতরণ করেছিলেন; **ত্রি-যুগম্**—বিষ্ণু; **আজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **বিবুধ-ঋষভম্**—সমস্ত দেবতাদের শ্রেষ্ঠ; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **উপসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **সমভাষত**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে, কর্দম মুনি নির্জনে তাঁর সমীপবর্তী হয়ে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণুকে বলা হয় *ত্রিযুগ*। তিনি সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর—এই তিনটি যুগে আবির্ভূত হন—কিন্তু কলি যুগে তিনি আবির্ভূত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, কলি যুগে তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই ভক্ত। ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং যদিও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি, তবুও রূপ গোস্বামী তাঁকে চিনে ফেলেছেন, কেননা ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে লুকাতে পারেন না। শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রথমবার প্রণতি নিবেদন করছিলেন, তখনই তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাই তিনি তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বন্দনা করেছিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনাতেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে—কলি যুগে তিনি সরাসরিভাবে আবির্ভূত হন না, তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় *ত্রিযুগ*। *ত্রিযুগ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে, তাঁর তিন জোড়া দিব্য গুণ রয়েছে, যথা—শক্তি ও সমৃদ্ধি, দয়া ও যশ, এবং জ্ঞান ও শান্তি। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, তাঁর তিন জোড়া ঐশ্বর্য হচ্ছে—পূর্ণ সম্পদ ও পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ যশ ও পূর্ণ সৌন্দর্য এবং পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য। এই *ত্রিযুগ* শব্দটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে, তবে সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তিরাই স্বীকার করেন যে, *ত্রিযুগ* মানে হচ্ছে বিষ্ণু। কর্দম মুনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র কপিল হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু, তিনি তখন তাঁকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করতে চেয়েছিলেন। তাই, কপিল যখন একলা ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে নিম্নোক্তভাবে প্রণাম করেছিলেন এবং তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ ॥ ২৭ ॥

অহো—আহা; **পাপচ্যমানানাম্**—যারা পাপের ফলে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে; **নিরয়ে**—নারকীয় সংসার বন্ধনে; **স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **অমঙ্গলৈঃ**—দুষ্কর্মের দ্বারা; **কালেন ভূয়সা**—দীর্ঘ কাল পরে; **নূনম্**—নিঃসন্দেহে; **প্রসীদন্তি**—প্রসন্ন হয়; **ইহ**—এই জগতে; **দেবতাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—আহা, যে-সমস্ত দুর্দশাক্লিষ্ট জীবাত্মারা তাদের পাপ কর্মের ফলে, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, দীর্ঘ কাল পরে ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার স্থান, সেখানে বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের পাপ কর্মের ফল ভোগ করে থাকে। এই দুঃখ-দুর্দশা তাদের উপর জোর করে চাপানো হয়নি; পক্ষান্তরে, বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা এই দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করে। বনে দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। এমন নয় যে, কেউ সেখানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গাছে-গাছে ঘর্ষণের ফলে আপনা থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে। যখন এই সংসাররূপী অরণ্যের অগ্নি থেকে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতারা পীড়িত হয়ে ভগবানের কাছে যান, এবং সেই তাপ থেকে তাঁদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেন। তখন পরমেশ্বর ভগবান অবতরণ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, দেবতারা যখন বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশা দর্শন করে ব্যথিত হন, তখন তাঁরা সেই দুঃখ-দুর্দশার উপশমের জন্য ভগবানের সমীপবর্তী হন, এবং ভগবান তখন অবতরণ করেন। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাই কর্দম মুনি বলেছেন, "মানুষদের দীর্ঘ কাল যাবৎ দুঃখ-দুর্দশার পর, দেবতারা এখন প্রসন্ন হয়েছেন, কেননা ভগবানের অবতার কপিলদেব এখন আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্লোক ২৮

বহুজন্মবিপক্কেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা ।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥ ২৮ ॥

বহু—অনেক; **জন্ম**—জন্মান্তরে; **বিপক্কেন**—পরিণত; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **যোগ-সমাধিনা**—যোগ-সমাধির দ্বারা; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **যতন্তে**—তারা প্রচেষ্টা করে; **যতয়ঃ**—যোগীগণ; **শূন্য-অগারেষু**—নির্জন স্থানে; **যৎ**—যাঁর; **পদম্**—চরণ।

অনুবাদ

বহু জন্ম ধরে, বহু পরিপক্ক যোগীরা পূর্ণ সমাধিযোগে নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করেন।

তাৎপর্য

এখানে যোগ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। *বহুজন্মাবিপক্কেন* কথাটির অর্থ হচ্ছে 'বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে পরিপক্ক যোগ অভ্যাসের পর'। আর একটি কথা হচ্ছে *সম্যগ্‌যোগসমাধিনা*, অর্থাৎ 'সম্পূর্ণরূপে যোগ-পদ্ধতি অনুশীলনের দ্বারা'। যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে *ভক্তিযোগ*। *ভক্তিযোগ* বা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত, যোগের অনুশীলন পূর্ণ হয় না। *ভগবদ্‌গীতাতেও* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বহূনাং জন্মনামন্তে*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যে জ্ঞানী ব্যক্তি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। কর্দম মুনি সেই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বহু বছর ধরে এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে পূর্ণরূপে যোগ অনুশীলনের পর, যোগী নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারেন। এমন নয় যে কয়েক দিন ধরে কয়েকটি আসন অভ্যাস করার পর, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ হয়ে যায়। যোগ অভ্যাস দীর্ঘ কাল ধরে করতে হয়—'বহু বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে'—তার পর যোগের পূর্ণতা লাভ হয়, এবং যোগীকে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করতে হয়। কোন শহরে অথবা সার্বজনীন উদ্যানে যোগ অভ্যাস করা যায় না, এবং কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করা যায় না। এই সমস্ত হচ্ছে ভণ্ডদের অপপ্রচার। যাঁরা প্রকৃত যোগী তাঁরা নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করেন, এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর তাঁরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তা হলেই কেবল সফল হতে পারেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা।

শ্লোক ২৯

স এব ভগবানদ্য হেলনং ন গণয্য নঃ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ এব—সেই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অদ্য**—আজ; **হেলনম্**—উপেক্ষা; **ন**—না; **গণয়ন্**—উচ্চ-নীচ বিচার করে; **নঃ**—আমাদের; **গৃহেষু**—গৃহে; **জাতঃ**—প্রকট হয়েছেন; **গ্রাম্যাণাম্**—সাধারণ গৃহস্থদের; **যঃ**—যিনি; **স্বানাম্**—তাঁর ভক্তদের; **পক্ষ-পোষণঃ**—পক্ষপাতী।

অনুবাদ

আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থদের লঘুতা গণ্য না করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের এত প্রিয় যে, যদিও তিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলনকারী যোগীদের সম্মুখে প্রকট হন না, তবুও তিনি সাধারণ গৃহস্থদের গৃহে প্রকট হতে অঙ্গীকার করেন, যাঁরা কোন রকম যোগ অনুশীলন ব্যতীত কেবল ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই সরল যে, এই পন্থা অবলম্বন করে গৃহস্থরা পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পরিবারের একজন সদস্যরূপে দর্শন করতে পারেন, যেমন কর্দম মুনি তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে দর্শন করেছিলেন। একজন যোগী হলেও তিনি ছিলেন গৃহস্থ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কপিল মুনি তাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভগবদ্ভক্তির পন্থা এমনই এক শক্তিশালী দিব্য পন্থা যে, তা অধ্যাত্ম উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থাকে অতিক্রম করে। তাই ভগবান বলেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন না, অথবা যোগীদের হৃদয়েও থাকেন না, কিন্তু যেখানে তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, সেইখানে তিনি থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি নাম *ভক্ত-বৎসল*। তাঁকে কখনও *জ্ঞানী-বৎসল* বা *যোগী-বৎসল* বলে বর্ণনা করা হয় না। তাঁকে সর্বদাই ভক্ত-বৎসল বলে বর্ণনা করা হয়, কেননা তিনি অন্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের থেকে তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক পক্ষপাতী। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভক্তেরাই কেবল তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারেন। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমাকে জানা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়"। এই জ্ঞানটিই হচ্ছে যথার্থ, কেননা যদিও জ্ঞানীরা কেবল ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা বা জ্যোতি উপলব্ধি করতে পারে, আর যোগীরা কেবল ভগবানের আংশিক প্রকাশকে উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু ভক্তেরা যে তাঁকে কেবল যথাযথভাবে উপলব্ধিই করতে পারেন, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গও করতে পারেন।

শ্লোক ৩০

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে ।
চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্ধনঃ ॥ ৩০ ॥

স্বীয়ম্—আপনার নিজের; **বাক্যম্**—বাণী; **ঋতম্**—সত্য; **কর্তুম্**—করার জন্য; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **অসি**—আপনি; **মে গৃহে**—আমার গৃহে; **চিকীর্ষুঃ**—বিতরণ করার ইচ্ছা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **মান**—সম্মান; **বর্ধনঃ**—বর্ধনকারী।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—হে ভগবান, আপনি সর্বদাই আপনার ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, তাই আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য, এবং প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দেওয়ার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি তাঁর যোগ সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার পর যখন ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য তিনি কর্দম মুনির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের আর একটি কারণ ছিল *চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানম্*—জ্ঞান বিতরণ করার জন্য। তাই তাঁকে বলা হচ্ছে *ভক্তানাং মানবর্ধনঃ*—'যিনি তাঁর ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন'। সাংখ্য যোগের জ্ঞান বিতরণ করে, তিনি ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করবেন; তাই, সাংখ্য দর্শন কোন মনোধর্ম-প্রসূত শুষ্ক জল্পনা-কল্পনা নয়। সাংখ্য দর্শন মানে হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। সাংখ্য দর্শন যদি ভগবদ্ভক্তির জন্য না হত, তা হলে ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি হত কিভাবে? ভগবদ্ভক্তেরা কখনও জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি উৎসাহী নন; তাই, কপিল মুনি কর্তৃক প্রতিপাদিত সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ়বদ্ধ করা। প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩১

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব ।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥

তানি—সেই সমস্ত; **এব**—সত্যই; **তে**—আপনার; **অভিরূপাণি**—উপযুক্ত; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **ভগবন্**—হে ভগবন্; **তব**—আপনার; **যানি যানি**—যা কিছু; **চ**—এবং; **রোচন্তে**—প্রীতিপ্রদ; **স্ব-জনানাম্**—আপনার স্বীয় ভক্তদের; **অরূপিণঃ**—যাঁর কোন জড় রূপ নেই।

অনুবাদ

হে ভগবন্! যদিও আপনার কোন জড় রূপ নেই, তবুও আপনার অনন্ত রূপ রয়েছে। সেই সব কয়টি রূপই আপনার চিন্ময় বিগ্রহ, যা আপনার ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান এক অদ্বয় তত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনন্ত। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—ভগবান হচ্ছেন আদি রূপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নানা রূপ রয়েছে। সেই সমস্ত বিভিন্ন রূপ তাঁর ভক্তদের রুচি-অনুসারে চিন্ময় স্বরূপে প্রকট হয়। কথিত আছে যে, এক সময় শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত হনুমান বলেছিলেন যে, তিনি জানেন লক্ষ্মীপতি নারায়ণ এবং সীতাপতি রাম এক, এবং লক্ষ্মী ও সীতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্ত। ঠিক তেমনই কিছু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের আরাধনা করেন। আমরা যখন বলি 'কৃষ্ণ', তখন আমরা কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই নয়—রাম, নৃসিংহ, বরাহ, নারায়ণ ইত্যাদি সকলকেই বুঝি। ভগবানের বিভিন্ন চিন্ময় রূপ যুগপৎ বিদ্যমান। সেই কথাও *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*রামাদিমূর্তিষু......নানাবতারম্*। তিনি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁর কোন রূপই জড় নয়। শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, *অরূপিণঃ* অর্থাৎ 'রূপ-বিহীন' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তাঁর কোন জড় রূপ নেই। ভগবানের রূপ রয়েছে, তা না হলে এখানে কিভাবে উল্লেখ করা হয়, *তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব*—"আপনার রূপ রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি জড় নয়। জড় বিচারে আপনার কোন রূপ নেই, কিন্তু চিন্ময় স্তরে আপনার অনন্ত রূপ রয়েছে"। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের এই সমস্ত চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তাই তারা নিরাশ হয়ে বলে যে, পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ। কিন্তু তা সত্য নয়; যেখানে ব্যক্তিত্ব রয়েছে, সেখানে রূপও রয়েছে। অনেক বৈদিক শাস্ত্রে বহুবার ভগবানকে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'আদি রূপ, আদি ভোক্তা'। তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভগবানের কোন জড় রূপ নেই,

তবুও তাঁর বিভিন্ন স্তরের ভক্তদের রুচি অনুসারে, তিনি রাম, নৃসিংহ, বরাহ, নারায়ণ এবং মুকুন্দ আদি নানা রূপে যুগপৎ বিদ্যমান। তাঁর হাজার হাজার রূপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৩২

**ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা
সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্ ।
ঐশ্বর্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-
বীর্যশ্রিয়া পূর্তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩২ ॥**

ত্বাম্—আপনাকে; **সূরিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্ব; **বুভুৎসয়া**—জানবার ইচ্ছায়; **অদ্ধা**—অবশ্যই; **সদা**—সর্বদা; **অভিবাদ**—সশ্রদ্ধ অভিবাদন; **অর্হণ**—যোগ্য; **পাদ**—আপনার চরণ; **পীঠম্**—আসন; **ঐশ্বর্য**—ঐশ্বর্য; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যশঃ**—যশ; **অববোধ**—জ্ঞান; **বীর্য**—শক্তি; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্য; **পূর্তম্**—পূর্ণ; **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হয়েছি।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী সমস্ত মহর্ষিদের অভিবাদনের যোগ্য। আপনি ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, দিব্য যশ, জ্ঞান, বীর্য এবং শ্রী—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি।

তাৎপর্য

যাঁরা পরমতত্ত্বের অন্বেষণ করছেন, তাঁদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর আরাধনা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বহুবার অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হওয়ার জন্য। বিশেষভাবে নবম অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—"তুমি যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চাও, তা হলে সর্বদাই আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তার ফলে তুমি আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পারবে, এবং চরমে তুমি তোমার প্রকৃত আলয়, আমার ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে।" তা কি করে সম্ভব? ভগবান সর্বদাই

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য এবং সৌন্দর্য। *পূর্তম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণরূপে'। কেউই দাবি করতে পারে না যে, সারা জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য তার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তা পারেন, কেননা সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁরই। তেমনই, তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, বীর্য এবং সৌন্দর্যে পূর্ণ। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ, এবং কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম হচ্ছে *অসমোর্ধ্ব,* অর্থাৎ কেউই তাঁর সমান নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ৩৩

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং
কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্ ।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং
স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥ ৩৩ ॥

পরম্—দিব্য; **প্রধানম্**—পরম; **পুরুষম্**—পুরুষ; **মহান্তম্**—যিনি জড় জগতের মূল; **কালম্**—যিনি কাল; **কবিম্**—পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; **ত্রি-বৃতম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ; **লোক-পালম্**—যিনি সব কয়টি ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা; **আত্ম**—নিজে নিজে; **অনুভূত্য**—অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **অনুগত**—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে; **প্রপঞ্চম্**—যাঁর জড় সৃষ্টি; **স্ব-ছন্দ**—স্বতন্ত্রভাবে; **শক্তিম্**—শক্তিমান; **কপিলম্**—ভগবান শ্রীকপিলদেবের কাছে; **প্রপদ্যে**—আমি শরণাগত হই।

অনুবাদ

আমি কপিলরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যিনি স্বতন্ত্রভাবে শক্তিমান এবং দিব্য, যিনি পরম পুরুষ এবং মহত্তত্ত্ব ও মহাকাল, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বের সর্বজ্ঞ পালনকর্তা, এবং যিনি প্রলয়ের পর সমগ্র জড় জগৎকে আত্মসাৎ করে নেন।

তাৎপর্য

এখানে কর্দম মুনি তাঁর পুত্র কপিল মুনিকে *পরম্* বলে সম্বোধন করে, ছয়টি ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছেন। সেই ছয়টি ঐশ্বর্য হচ্ছে—সম্পদ, শক্তি, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। *পরম্* শব্দটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই *পরং সত্যম্* বলে পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। *পরম্* শব্দের ব্যাখ্যা

ছাপ পরের শব্দ *প্রধানম্*-এর মাধ্যমে হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সব কিছুর মুখ্য বা আদি উৎস—*সর্বকারণকারণম্*—সমস্ত কারণের পরম কারণ। পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার নন; তিনি *পুরুষম্* বা পরম ভোক্তা আদি পুরুষ। তিনি মহাকাল এবং সর্বজ্ঞ। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সব কিছু সম্বন্ধে জানেন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন, "আমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জানি"। জড় জগৎ, যা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে পরিচালিত হয়, তাও তাঁরই শক্তির প্রকাশ। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই তাঁর শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)। *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ*। এইটি *বিষ্ণু পুরাণের* উক্তি। আমরা বুঝতে পারি যে, যা কিছু আমরা দেখি, তা প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সবই হচ্ছে ভগবানের শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া। *লোকপালম্*—তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পালনকর্তা। *নিত্যো নিত্যানাম্*—তিনি সমস্ত জীবেদের প্রধান; তিনি এক, কিন্তু বহু বহু জীবেদের তিনি পালন করেন। ভগবান সমস্ত জীবেদের পালন করেন, কিন্তু কেউই ভগবানকে পালন করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে তাঁর স্বচ্ছন্দশক্তি; তিনি কারোর উপর নির্ভরশীল নন। কেউ নিজেকে স্বতন্ত্র বলতে পারে, কিন্তু তবুও তার উর্ধ্বতন অন্য কারোর উপর সে নির্ভরশীল। পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু পরমতত্ত্ব; কেউই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁর সমকক্ষ নয়।

কপিল মুনি কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু কপিল মুনি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, তাই কর্দম মুনি পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়ে, তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এই শ্লোকের আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ উক্তি হচ্ছে—*আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চম্*। ভগবান জড় জগতে কপিল, রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি যে-কোন রূপেই অবতরণ করুন না কেন, তা সবই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। সেই রূপগুলি কখনই জড়া প্রকৃতি-প্রসূত রূপ নয়। এই জড় জগতে প্রকট হয়েছে যে-সমস্ত সাধারণ জীব, তাদের দেহ জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর কোন অংশ অথবা কলা এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড় শরীরে প্রকট হয়েছেন বলে মনে হলেও, তাঁর শরীর জড় নয়। তাঁর দেহ সর্বদাই চিন্ময়। কিন্তু মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীরা, যাদের বলা হয় মূঢ়, তারা তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে মনে করে, এবং তাই তারা তাঁকে উপহাস করে। তারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে চায় না, কেননা তারা তাঁকে বুঝতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়*

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*—"যারা মূঢ় তারা আমাকে উপহাস করে।" শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন রূপ ধারণ করে অবতরণ করেন, তখন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জড়া প্রকৃতির সহায়তায় রূপ পরিগ্রহ করেন। যে চিন্ময় রূপে তিনি চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, সেই রূপই তিনি প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৩৪

আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং
ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ ।
পরিব্রজৎপদবীমাস্থিতোঽহং
চরিষ্যে ত্বাং হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥ ৩৪ ॥

আ স্ম অভিপৃচ্ছে—আমি জিজ্ঞাসা করছি; অদ্য—এখন; পতিম্—ভগবান; প্রজানাম্—সমস্ত সৃষ্ট জীবেদের; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; অবতীর্ণ-ঋণঃ—ঋণ থেকে মুক্ত; উত—এবং; আপ্ত—পূর্ণ হয়েছে; কাম—বাসনাসমূহ; পরিব্রজৎ—পরিব্রাজকের; পদবীম্—পদ; আস্থিতঃ—গ্রহণ করে; অহম্—আমি; চরিষ্যে—বিচরণ করব; ত্বাম্—আপনি; হৃদি—আমার হৃদয়ে; যুঞ্জন্—ধারণ করে; বিশোকঃ—শোকমুক্ত।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের প্রভু আপনার কাছে আজ আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। যেহেতু আপনি আমাকে আমার পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন, এবং আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে চাই। এই গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে, শোক-রহিত হয়ে, আপনাকে সর্বদাই স্মরণ করে, আমি ইতস্তত বিচরণ করতে চাই।

তাৎপর্য

প্রকৃত পক্ষে সংসার-জীবন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় এবং আত্মায় মগ্ন হতে হয়। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা আর একটি পরিবার তৈরি করার জন্য নয়, অথবা সন্ন্যাস আশ্রমের নামে এক বিভ্রান্তিকর প্রতারণা করার জন্যও নয়। বহু সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং নিরীহ জনসাধারণের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর কার্য নয়। সন্ন্যাসীর গর্বের বিষয় হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অবশ্য ভগবানের দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন—*গোষ্ঠ্যানন্দী* এবং

আত্মানন্দী। যাঁরা ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বহু অনুগামীদের সঙ্গে থাকেন, তাঁদের বলা হয় *গোষ্ঠ্যানন্দী*। আর যাঁরা আত্মতৃপ্ত, এবং প্রচার করার ঝুঁকি গ্রহণ করেন না, তাঁরা হচ্ছেন *আত্মানন্দী*। তাই তাঁরা নির্জনে একলা ভগবানের সঙ্গে থাকেন। কর্দম মুনি ছিলেন সেই শ্রেণীর। তিনি সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে, একলা থাকতে চেয়েছিলেন। *পরিব্রাজ* অর্থ হচ্ছে 'ভ্রমণরত ভিক্ষু'। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কখনও এক জায়গায় তিন দিনের বেশি থাকেন না। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই ভ্রমণে থাকা, কেননা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান প্রদান করাই তাঁর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে ।
অথাজনি ময়া তুভ্যং যদাবোচমৃতং মুনে ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **হি**—বাস্তবিক; **লোকস্য**—মানুষদের জন্য; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **সত্য**—শাস্ত্রোক্ত; **লৌকিকে**—সাধারণ উক্তিতে; **অথ**—অতএব; **অজনি**—জন্ম গ্রহণ হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **যৎ**—যা; **অবোচম্**—আমি বলেছিলাম; **ঋতম্**—সত্য; **মুনে**—হে মুনি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মুনে, সরাসরিভাবে অথবা শাস্ত্রে আমি যা কিছু বলি, তা জগতের সকলের কাছে সর্বতোভাবে প্রামাণিক। আমি পূর্বে আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পুত্ররূপে আমি জন্ম গ্রহণ করব, তা সত্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমি অবতরণ করেছি।

তাৎপর্য

ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার জন্য, কর্দম মুনি তাঁর গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন যে, স্বয়ং ভগবান কপিলদেব তাঁর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তা হলে কেন তিনি আত্ম উপলব্ধি বা ভগবৎ উপলব্ধির সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন? ভগবান স্বয়ং

তাঁর গৃহে উপস্থিত, তা হলে কেন তিনি গৃহত্যাগ করছেন? এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, বেদের যা কিছু নির্দেশ এবং বেদের উপদেশ অনুসারে যে-সমস্ত আচরণ প্রচলিত রয়েছে, তা সবই সমাজে প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। বেদে বলা হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেলে, মানুষকে গৃহ ত্যাগ করতে হবে। *পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*—পঞ্চাশ বছরের পর গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে বনে প্রবেশ করতে হবে। এইটি সমাজ-জীবনে চতুরাশ্রম বিভাগের ভিত্তিতে বেদের প্রামাণিক উক্তি। বেদ-বিহিত চারটি আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

বিবাহের পূর্বে কর্দম মুনি ব্রহ্মচারীরূপে কঠোর যোগ অভ্যাস করেছিলেন, এবং তিনি যোগ-শক্তির প্রভাবে এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা তাঁকে বিবাহ করে, গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বনপূর্বক সন্তান উৎপাদন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কর্দম মুনি তাঁর সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন; তিনি নয়টি সুকন্যা এবং একটি পুত্রের (কপিল মুনি) জন্ম দান করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছিলেন, এবং এখন তাঁর কর্তব্য ছিল গৃহ ত্যাগ করা। পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে পাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কর্তব্য ছিল বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের প্রামাণিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। এইটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। পরমেশ্বর ভগবান পুত্ররূপে গৃহে থাকলেও, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ পালন করা। বলা হয়েছে, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

কর্দম মুনির দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ, কেননা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করা সত্ত্বেও, তিনি কেবল বেদের নির্দেশ পালন করার জন্য গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। এখানে কর্দম মুনি তাঁর গৃহ ত্যাগ করার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন—ভিক্ষুরূপে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে করতে, তিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করবেন, এবং তার ফলে তিনি জড় অস্তিত্বের সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হবেন। এই কলি যুগে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এই যুগে সকলেই শূদ্র এবং তাই তারা সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়ম-কানুনগুলি অনুসরণ করতে পারবে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, তথাকথিত সন্ন্যাসীরা নানা রকম অপকর্মে আসক্ত—এমন কি গোপনে তারা স্ত্রীসঙ্গ পর্যন্ত করে। এটিই হচ্ছে এই যুগের জঘন্য অবস্থা। যদিও তারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছে, তবুও তারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং দ্যুতক্রীড়া, এই চারটি পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যেহেতু তারা এই চারটি নিয়ম পালন

করতে পারে না তাই, তারা *স্বামী* হওয়ার অভিনয় করে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কলি যুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। অবশ্য যারা শাস্ত্রের বিধি-বিধানগুলি বাস্তবিকই অনুশীলন করে, তারা অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সাধারণত মানুষেরা সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনে অক্ষম, এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জোর দিয়ে বলেছেন, *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা*—এই কলি যুগে ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা ব্যতীত আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই। সন্ন্যাস-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে অথবা তাঁর কথা শ্রবণ করে, নিরন্তর তাঁর সঙ্গ করা। এই যুগে স্মরণ থেকে শ্রবণ অধিক মহত্বপূর্ণ, কেননা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে স্মরণে বাধা আসতে পারে, কিন্তু একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ করা হলে, শ্রীকৃষ্ণ-নামরূপ শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গ করতে সে বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ এবং 'কৃষ্ণ' নামের শব্দ-তরঙ্গ অভিন্ন, তাই কেউ যদি উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সক্ষম হবেন। কীর্তনের এই পন্থাই হচ্ছে এই যুগে আত্ম-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এত সুন্দরভাবে তাঁর প্রচার করে গেছেন।

শ্লোক ৩৬

এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **মে**—আমার; **জন্ম**—জন্ম; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **মুমুক্ষূণাম্**—মুক্তিকামী মহর্ষিদের দ্বারা; **দুরাশয়াৎ**—অনাবশ্যক জড় বাসনা থেকে; **প্রসংখ্যানায়**—বিশ্লেষণ করার জন্য; **তত্ত্বানাম্**—তত্ত্বের; **সম্মতায়**—অত্যন্ত উচ্চ ধারণা সমন্বিত; **আত্ম-দর্শনে**—আত্ম উপলব্ধিতে।

অনুবাদ

এই জগতে আমার আবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংখ্য দর্শন বিশ্লেষণ করা, যা অনর্থপূর্ণ জড় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী মুমুক্ষুদের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত।

তাৎপর্য

এখানে *দুরাশয়াৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *দুর্* বলতে বোঝায় দুঃখ। *আশয়াৎ* মানে হচ্ছে 'আশ্রয় থেকে'। বদ্ধ জীব আমরা জড় দেহের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যা দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। মূর্খ মানুষেরা তাদের সেই অবস্থাকে বুঝতে পারে না, এবং তাকে বলা হয় অবিদ্যা বা মায়ার মোহময়ী প্রভাব। মানুষদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে উপলব্ধি করা উচিত যে, জড় দেহটি হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস। আধুনিক সভ্যতা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে কি বোঝায়? তাদের সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাদের এই জ্ঞান নেই যে, দেহটিকে যতই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা হোক না কেন তা বিনাশশীল। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ*—এই দেহ অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে। *নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ* বলতে জীবাত্মা বা দেহাভ্যন্তরস্থ চিৎ স্ফুলিঙ্গকে বোঝানো হয়। আত্মা নিত্য, কিন্তু দেহ নিত্য নয়। আমাদের কার্যকলাপের জন্য আমাদের দেহের প্রয়োজন। দেহ ব্যতীত, ইন্দ্রিয় ব্যতীত কার্যকলাপ সম্ভব নয়। কিন্তু একটি শাশ্বত শরীর লাভ করা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে মানুষেরা অনুসন্ধান করছে না। প্রকৃত পক্ষে তারা নিত্য শরীরের আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা যদিও তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগে লিপ্ত, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ নিত্য নয়। তাই তারা এমন কিছু চায়, যা চিরকাল ভোগ করা যায়, কিন্তু সেই পূর্ণতা কি করে লাভ করা সম্ভব তা তারা বুঝতে পারে না। তাই সাংখ্য দর্শন, যার উল্লেখ এখানে কপিলদেব করেছেন তা *তত্ত্বানাম্*। সাংখ্য দর্শন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সেই প্রকৃত তত্ত্বটি কি? প্রকৃত তত্ত্বটি হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস জড় দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান। ভগবান কপিলদেবের অবতরণের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সেইটি। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৭

এষ আত্মপথোঽব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা।
তং প্রবর্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

এষঃ—এই; **আত্ম-পথঃ**—আত্ম উপলব্ধির পন্থা; **অব্যক্তঃ**—দুর্জ্ঞেয়; **নষ্টঃ**—হারিয়ে গেছে; **কালেন ভূয়সা**—কালের প্রভাবে; **তম্**—এই; **প্রবর্তয়িতুম্**—পুনরায় প্রবর্তন

করার জন্য; দেহম্—দেহ; ইমম্—এই; বিদ্ধি—জেনে রাখুন; ময়া—আমার দ্বারা; ভৃতম্—গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির এই দুর্জ্ঞেয় পন্থা কালের প্রভাবে এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই দর্শন মানব-সমাজে পুনরায় প্রবর্তন করার জন্য এবং বিশ্লেষণ করার জন্য, আমি কপিলরূপী এই দেহ ধারণ করেছি বলে জানবেন।

তাৎপর্য

জড়বাদী দার্শনিকেরা যেমন অন্য দার্শনিকদের অতিক্রম করার জন্য তাদের মতবাদ খণ্ডন করে নতুন মতবাদ প্রস্তুত করে, কপিলদেব কর্তৃক প্রবর্তিত এই সাংখ্য দর্শন সেই রকম কোন নব্য দর্শন নয়। জড় স্তরে প্রত্যেকেই, বিশেষ করে মনোধর্মী জ্ঞানীরা অন্যদের থেকে অধিক বিখ্যাত হতে চায়। জ্ঞানীদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র হচ্ছে মন। মনকে যে কতভাবে বিচলিত করা যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। মনকে অসংখ্যভাবে বিক্ষুব্ধ করা যায়, এবং তার ফলে অসংখ্য মতবাদ উপস্থাপন করা যায়। সাংখ্য দর্শন সেই রকম নয়; তা মনোধর্ম-প্রসূত কল্পনা নয়। তা বাস্তব সত্য, কিন্তু কপিলদেবের সময় তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কালের প্রভাবে যে কোন জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে অথবা সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত হয়ে যেতে পারে; সেইটি হচ্ছে এই জড় জগতের স্বভাব। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ এই রকমই একটি কথা বলেছেন। *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ*—"*ভগবদ্গীতায়* যে যোগ-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, তা কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল"। পরম্পরা ধারায় তা প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে তা হারিয়ে গিয়েছিল। কাল এতই প্রবল যে, তার প্রভাবে এই জড় জগতে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা হারিয়ে যেতে পারে। কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মিলনের পূর্বে, *ভগবদ্গীতার* যোগ-পদ্ধতি হারিয়ে গিয়েছিল। তাই কৃষ্ণ আবার সেই প্রাচীন যোগ-পদ্ধতি অর্জুনকে দান করেছিলেন, যিনি *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ ছিলেন। তেমনই, কপিলদেবও বলেছেন যে, সাংখ্য দর্শন তিনি প্রবর্তন করছেন না, তা রয়েছে, কিন্তু কালের প্রভাবে তা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গেছে, এবং তাই তিনি এসেছেন তা পুনঃ প্রবর্তন করার জন্য। সেইটি ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য। *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*। ধর্ম মানে হচ্ছে জীবের প্রকৃত বৃত্তি। যখন জীবের সেই নিত্য ধর্মের গ্লানি হয়, তখন ভগবান এখানে আসেন এবং প্রকৃত ধর্ম সংস্থাপন করেন। তথা

কথিত যে-সমস্ত ধর্ম ভগবদ্ভক্তির অনুবর্তী নয়, সেইগুলিকে বলা হয় *অধর্মসংস্থাপন*। মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপগুলিকে বলা হয় অধর্ম। মানুষ কিভাবে জড়-জাগতিক জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই কথা সাংখ্য দর্শনে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই সাবলীল পন্থাটি ভগবান স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্মণা ।
জিত্বা সুদুর্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥

গচ্ছ—যাও; **কামম্**—তোমার যেমন ইচ্ছা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আপৃষ্টঃ**—অনুমোদিত; **ময়ি**—আমাকে; **সন্ন্যস্ত**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত; **কর্মণা**—তোমার কার্যকলাপের দ্বারা; **জিত্বা**—জয় করে; **সুদুর্জয়ম্**—অজেয়; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অমৃতত্বায়**—অমরত্ব লাভের জন্য; **মাম্**—আমাকে; **ভজ**—ভজনা করুন।

অনুবাদ

এখন আমার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, আপনার সমস্ত কার্যকলাপ আমাতে অর্পণ করে, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। অজেয় মৃত্যুকে জয় করে, অমৃতত্ব লাভের জন্য আপনি আমার ভজনা করুন।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি বাস্তবিক নিত্য জীবন লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবদ্ভক্তিতে অথবা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে হবে। জন্ম এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়া কোন সহজ কাজ নয়। জন্ম এবং মৃত্যু জড় শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম। *সুদুর্জয়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন'। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের জন্ম এবং মৃত্যুকে জয় করার পন্থা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তাই তারা জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নগুলি দূরে সরিয়ে রাখে। সেইগুলি সম্বন্ধে তারা কোন বিবেচনাই করতে চায় না। তারা কেবল অনিত্য এবং বিনাশশীল জড় দেহের সমস্যাগুলি নিয়েই ব্যস্ত।

প্রকৃত পক্ষে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যুর দুর্জয় পন্থাকে জয় করা। এখানে বর্ণিত বিধির মাধ্যমে তা সম্ভব। *মাং ভজ*—ভগবানের প্রেমময়ী

সেবায় যুক্ত হতে হবে। *ভগবদ্গীতাতেও* ভগবান বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ* "আমার ভক্ত হও। আমার আরাধনা কর।" কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিতেরা, যারা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে মহা মূর্খ, তারা বলে যে, যাঁর পূজা করতে হবে এবং যাঁর শরণাগত হতে হবে, তিনি কৃষ্ণ নন, অন্য কিছু। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেউ সাংখ্য দর্শন বা অন্য কোন দর্শন, যা বিশেষভাবে মুক্তির উদ্দেশ্য সাধন করে, তা কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান প্রতিপন্ন করে যে, অবিদ্যার ফলে মানুষ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞানে অবস্থিত হওয়ার ফলেই কেবল সেই বিভ্রান্তিজনক জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সাংখ্য মানে হচ্ছে সেই বাস্তব জ্ঞান, যার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৯

মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বভূতগুহাশয়ম্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা বীক্ষ্য বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥

মাম্—আমাকে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **গুহা**—হৃদয়ে; **আশয়ম্**—নিবাসকারী; **আত্মনি**—আপনার হৃদয়ে; **এব**—নিশ্চয়ই; **আত্মনা**—আপনার বুদ্ধির দ্বারা; **বীক্ষ্য**—সর্বদা দর্শন করে, সর্বদা স্মরণ করে; **বিশোকঃ**—শোকমুক্ত; **অভয়ম্**—নির্ভীকতা; **ঋচ্ছসি**—আপনি প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনার হৃদয়ে, সমস্ত জীবের অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজমান আমাকে সর্বদা দর্শন করবেন। তার ফলে আপনি শোক এবং ভয় থেকে মুক্ত নিত্য জীবন প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

মানুষেরা বিভিন্নভাবে পরমতত্ত্বকে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী, বিশেষভাবে ধ্যান এবং মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতিকে অনুভব করার মাধ্যমে। কিন্তু কপিলদেব *মাম্* শব্দটি প্রয়োগ করে দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরমতত্ত্বের অন্তিম রূপ। *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা *মাম্* 'আমাকে'—শব্দটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মূঢ় দুষ্কৃতকারীরা সেই স্পষ্ট

অর্থটির কদর্থ করে। *মাম্* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কেউ যদি বিভিন্ন অবতারে ভগবান যেভাবে আবির্ভূত হন সেইভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারেন, এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তিনি কোন জড় শরীর ধারণ করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিত্য চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যেহেতু মূর্খ মানুষেরা সেই কথা বুঝতে পারে না, তাই বার বার সর্বত্রই সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। ভগবান যেভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কৃষ্ণ, রাম অথবা কপিলরূপে আবির্ভূত হন, কেবল সেই রূপ দর্শন করার দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করা যায়, কেননা ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছুই নয়। সূর্য-কিরণ যেমন সূর্য-মণ্ডলের জ্যোতি, এবং সূর্যকে দর্শন করার মাধ্যমে যেমন আপনা থেকেই সূর্য-কিরণ দর্শন হয়ে যায়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার মাধ্যমে যুগপৎ পরমাত্মা উপলব্ধি এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন হয়ে যায়।

ভগবান ইতিপূর্বেই প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমতত্ত্ব তিনরূপে বিরাজমান—প্রারম্ভিক স্তরে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরবর্তী স্তরে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে, এবং পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি পরমেশ্বর ভগবানরূপে। যিনি পরম পুরুষকে দর্শন করেছেন, তিনি আপনা থেকেই তাঁর অন্য সমস্ত রূপগুলি, যথা পরমাত্মা এবং ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধি করতে পারেন। এখানে *বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি* কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল মাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার মাধ্যমে সব কিছু উপলব্ধি করা যায়, এবং তার ফলে তিনি এমন একটি স্তরে অধিষ্ঠিত হন, যেখানে শোক নেই এবং ভয় নেই। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে তা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

মাত্র আধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্বকর্মণাম্ ।
বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ং চাতিতরিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

মাত্রে—আমার মাতাকে; **আধ্যাত্মিকীম্**—যা পারমার্থিক জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে; **বিদ্যাম্**—জ্ঞান; **শমনীম্**—সমাপ্তকারী; **সর্ব-কর্মনাম্**—সমস্ত সকাম কর্মের; **বিতরিষ্যে**—আমি প্রদান করব; **যয়া**—যার দ্বারা; **চ**—ও; **অসৌ**—তিনি; **ভয়ম্**—ভয়; **চ**—ও; **অতিতরিষ্যতি**—অতিক্রম করবেন।

অনুবাদ

আমি আমার মাতাকেও পারমার্থিক জীবনের দ্বার-স্বরূপ এই পরম জ্ঞান বর্ণনা করব, যাতে তিনিও সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম উপলব্ধি করতে পারেন এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তার ফলে তিনিও সমস্ত জড়-জাগতিক ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

তাৎপর্য

গৃহ ত্যাগ করার সময় কর্দম মুনি তাঁর পত্নী দেবহূতির জন্য চিন্তিত ছিলেন, এবং তাই তাঁর যোগ্য পুত্র তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কেবল কর্দম মুনিই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন না, দেবহূতিও তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হবেন। এখানে একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে—পতি আত্ম উপলব্ধির জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি রূপে পুত্র, যিনি তাঁরই মতো শিক্ষিত, তিনি গৃহে থেকে মাতাকে উদ্ধার করেন। সন্ন্যাসী তাঁর পত্নীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান না। বানপ্রস্থ আশ্রমে, অথবা গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যবর্তী আশ্রমে, মানুষ তাঁর পত্নীকে সহায়করূপে তাঁর সঙ্গে রাখতে পারেন কিন্তু তাদের মধ্যে সম্ভোগের কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমে পত্নীকে সঙ্গে রাখা যায় না। অন্যথায়, কর্দম মুনির মতো ব্যক্তি অবশ্যই তাঁর পত্নীকে তাঁর সঙ্গে রাখতেন, এবং তাঁর আত্ম উপলব্ধির সাধনায় কোন রকম বিঘ্ন হত না।

সন্ন্যাস আশ্রমে স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা যায় না, এবং কর্দম মুনি সেই বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পতি যখন পত্নীকে ছেড়ে চলে যান, তখন পত্নীর কি অবস্থা হয়? তখন পুত্রের উপর তাঁর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, এবং পুত্র অঙ্গীকার করেন যে, তিনি তাঁর মাতাকে সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার করবেন। স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন না। আধুনিক যুগের তথাকথিত পারমার্থিক সংস্থাগুলি মহিলাদেরও সন্ন্যাস দিচ্ছে, যদিও বৈদিক শাস্ত্রে মহিলাদের সন্ন্যাস গ্রহণ অনুমোদন করা হয়নি। তা যদি অনুমোদন করা হত, তা হলে কর্দম মুনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে তাঁকে সন্ন্যাস দিতে পারতেন। মহিলাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গৃহে থাকা। তাঁদের জীবনের কেবল তিনটি স্তর— পিতার উপর নির্ভরশীল বাল্যাবস্থা, পতির উপর নির্ভরশীল যৌবন অবস্থা, এবং কপিল মুনির মতো উপযুক্ত পুত্রের উপর নির্ভরশীল বৃদ্ধাবস্থা। বৃদ্ধাবস্থায় মহিলাদের উন্নতি নির্ভর করে তাঁর উপযুক্ত পুত্রের উপর। আদর্শ পুত্র কপিল মুনি তাঁর পিতাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর মাতাকে উদ্ধার করবেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁর পত্নীর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিপূর্বক প্রস্থান করতে পারেন।

শ্লোক ৪১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ ।
দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ ॥ ৪১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সমুদিতঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **কপিলেন**—কপিলের দ্বারা; **প্রজাপতিঃ**—মানব-সমাজের জনক; **দক্ষিণী-কৃত্য**—প্রদক্ষিণ করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বনম্**—বনে; **এব**—অবশ্যই; **জগাম**—প্রস্থান করেছিলেন; **হ**—তার পর।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে তাঁর পুত্র কপিল কর্তৃক পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রজাপতি কর্দম মুনি তাঁকে পরিক্রমা করে, প্রসন্ন চিত্তে তৎক্ষণাৎ বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনে গমন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। এইটি কোন রকম মানসিক খেয়াল নয় যে, এক জন যাবে আর অন্য জন যাবে না। সকলেরই কর্তব্য অন্তত পক্ষে বানপ্রস্থীরূপে বনে গমন করা। বনে গমন করার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা, যা প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। *সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াম্* (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৫)। যারা অনিত্য জড় শরীর গ্রহণ করেছে, তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তাই এই জড় শরীরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া হচ্ছে বনে গমন করা, অথবা পারিবারিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়া। বনে গমন করার সেইটি হচ্ছে উদ্দেশ্য। তা না হলে, বন হচ্ছে বাঁদর এবং অন্যান্য বন্য পশুদের স্থান। বনে যাওয়ার অর্থ বাঁদর হওয়া অথবা কোন হিংস্র পশু হওয়া নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা এবং তাঁর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করা। প্রকৃত পক্ষে মানুষের বনে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। বর্তমান সময়ে, বড় বড় শহরে জীবন অতিবাহিত করেছে যে-সমস্ত মানুষ, তাদের জন্য তা যুক্তিযুক্তও নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ যে বিশ্লেষণ করেছেন

(*হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*), পারিবারিক জীবনের দায়-দায়িত্ব নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, কেননা কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত পারিবারিক জীবন একটি অন্ধকূপের মতো। যদি কেউ ক্ষেতে একটি অন্ধকূপে পড়ে যায় এবং তাকে রক্ষা করার মতো কেউ যদি সেখানে না থাকে, তা হলে বছরের পর বছর ধরে চিৎকার করলেও, কেউই দেখতে পাবে না অথবা শুনতে পাবে না কোথা থেকে সেই চিৎকারের শব্দ আসছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তেমনই যারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, তারা পারিবারিক জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়েছে; তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, যেভাবেই হোক না কেন, সেই অন্ধকূপ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা উচিত এবং তার ফলে সে দুর্ভাবনা এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

শ্লোক ৪২

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ ।
নিঃসঙ্গো ব্যচরৎক্ষোণীমনগ্নিরনিকেতনঃ ॥ ৪২ ॥

ব্রতম্—ব্রত; **সঃ**—তিনি (কর্দম); **আস্থিতঃ**—অবলম্বন করেছিলেন; **মৌনম্**—মৌন; **আত্ম**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **এক**—একমাত্র; **শরণঃ**—আশ্রিত হয়ে; **মুনিঃ**—ঋষি; **নিঃসঙ্গ**—সঙ্গ-রহিত হয়ে; **ব্যচরৎ**—বিচরণ করেছিলেন; **ক্ষোণীম্**—পৃথিবী; **অনগ্নিঃ**—অগ্নি-রহিত; **অনিকেতনঃ**—আশ্রয়বিহীন।

অনুবাদ

সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য এবং সর্বতোভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করার জন্য, কর্দম মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। নিঃসঙ্গ হয়ে, একজন সন্ন্যাসীরূপে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন, অগ্নি এবং আশ্রয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

তাৎপর্য

এখানে *অনগ্নির্* এবং *অনিকেতনঃ* শব্দ দুইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে অগ্নি এবং বাসস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত থাকা। গৃহস্থদের যজ্ঞ করার জন্য অথবা রন্ধন করার জন্য অগ্নির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসী এই দুইটি

দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তাঁকে রন্ধন করতে হয় না অথবা যজ্ঞ করতে হয় না। যেহেতু তিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত, তাই ধর্মের এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি তিনি ইতিমধ্যেই সম্পাদন করেছেন। *অনিকেতনঃ* মানে হচ্ছে 'বাসস্থান-বিহীন'। তাঁর নিজস্ব কোন বাড়ি থাকা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে তাঁর আহার এবং বাসস্থানের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করেন। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভ্রমণ করা।

মৌন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নীরবতা'। নীরব না হলে ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করা যায় না। এমন নয় যে, মূর্খ হওয়ার ফলে অথবা ভালভাবে কথা বলতে না পারার ফলে, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হবে। পক্ষান্তরে, নীরব থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে তাঁকে বিরক্ত না করতে পারে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, মূর্খ যতক্ষণ কিছু না বলে, ততক্ষণ তাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। কথা বলাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। নির্বিশেষবাদী স্বামীর যে তথাকথিত মৌনব্রত তা সূচিত করে যে, তার কিছুই বলার নেই; সে কেবল ভিক্ষা করতে চায়। কিন্তু কর্দম মুনি যে মৌন অবলম্বন করেছিলেন তা তেমন ছিল না। তিনি অর্থহীন প্রজল্প থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মৌন অবলম্বন করেছিলেন। *মুনি* তাকেই বলা হয়, যিনি গম্ভীর এবং অনর্থক বাক্য ব্যয় করেন না। মহারাজ অম্বরীষ তার একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; যখনই তিনি কথা বলতেন, তিনি কেবল ভগবানেরই লীলা-বিলাসের কথা বলতেন। *মৌন* মানে হচ্ছে অনর্থক প্রজল্প থেকে বিরত থাকা, এবং কথা বলার সুযোগটি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের লীলা বর্ণনায় ব্যবহার করা। এইভাবে জীবন সার্থক করার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণ করা উচিত। *ব্রতম্* মানে হচ্ছে সঙ্কল্প করা, যেমন *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্*—নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করা এবং জড় উপাধির গর্বে গর্বিত না হওয়া। *অহিংসা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে অন্যদের ব্যথা না দেওয়া। জ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রাপ্তির আঠারটি বিধি রয়েছে, এবং কর্দম মুনি তাঁর ব্রতের দ্বারা, আত্ম উপলব্ধির সব কয়টি বিধি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎসদসতঃ পরম্ ।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৪৩ ॥

মনঃ—মন; **ব্রহ্মণি**—পরমতত্ত্বে; **যুঞ্জানঃ**—স্থির করে; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সৎ-অসতঃ**—কার্য ও কারণ; **পরম্**—অতীত; **গুণ-অবভাসে**—যিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে প্রকাশ করেন; **বিগুণে**—যিনি ভৌতিক গুণের অতীত; **এক-ভক্ত্যা**—ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা; **অনুভাবিতে**—যাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

অনুবাদ

তিনি তাঁর মনকে কার্য-কারণের অতীত, প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রকাশক, গুণাতীত, এবং ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা অনুভূত পরমেশ্বর ভগবান পরব্রহ্মে স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেখানেই ভক্তি রয়েছে, সেখানে তিনটি বস্তু অবশ্যই থাকবে—ভক্ত, ভক্তি এবং ভগবান। এই তিনটি ব্যতীত ভক্তি শব্দটির কোন অর্থই হয় না। কর্দম মুনি তাঁর চিত্তকে পরব্রহ্মে স্থির করেছিলেন এবং ভক্তির দ্বারা তাঁকে দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপে স্থির করেছিলেন, কেননা পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের উপলব্ধি বিনা কখনও ভক্তি সম্পাদন করা যায় না। *গুণাবভাসে*—তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত, কিন্তু তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির গুণ তিনটি প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির একটি প্রকাশ, কিন্তু তিনি আমাদের মতো জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। আমরা বদ্ধ জীবাত্মা, কিন্তু তিনি আমাদের মতো বদ্ধ নন। যদিও জড়া প্রকৃতি তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবুও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত নন। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি কখনও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণী আমরা মায়ার অধীন। বদ্ধ জীব যদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি মায়ার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত হতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্*। যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ, বদ্ধ জীব যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনিও ভগবানের মতো মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ৪৪

নিরহঙ্কৃতির্নির্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।
প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্মিরিবোদধিঃ ॥ ৪৪ ॥

নিরহঙ্কৃতিঃ—অহঙ্কারশূন্য; **নির্মমঃ**—মমতা-রহিত; **চ**—এবং; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বৈত ভাব-রহিত; **সম-দৃক্**—সমদর্শী; **স্ব-দৃক্**—আত্মদর্শী; **প্রত্যক্**—অন্তর্মুখী; **প্রশান্ত**—পূর্ণরূপে সংযত; **ধীঃ**—মন; **ধীরঃ**—অবিচলিত; **প্রশান্ত**—শান্ত; **উর্মিঃ**—তরঙ্গ; **ইব**—সদৃশ; **উদধিঃ**—সমুদ্র।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি ক্রমশ অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং মমতাশূন্য হয়েছিলেন। অবিচলিত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং দ্বৈত ভাব-রহিত হয়ে, তিনি যথাযথভাবে আত্ম-দর্শন করেছিলেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়েছিল এবং তিনি তরঙ্গের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কারও মন যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয় এবং তিনি যখন পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি তরঙ্গের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো হয়ে যান। *ভগবদ্‌গীতায়ও* ভগবান এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন—মানুষকে সমুদ্রের মতো হওয়া উচিত। সমুদ্র শত-সহস্র নদীতে পূর্ণ, এবং তার কোটি-কোটি মণ জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়, তবুও সমুদ্র অবিচলিত থাকে। প্রকৃতির নিয়ম তার ক্ষেত্রেও কাজ করে চলে, কিন্তু কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিতে স্থির থাকেন, তা হলে তিনি বিচলিত হন না, কেননা তিনি অন্তর্মুখী। তিনি বাইরে জড়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন না, কিন্তু তিনি তাঁর অস্তিত্বের চিন্ময় প্রকৃতিকে দর্শন করেন; সংযত চিত্তে তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তার ফলে তিনি জড়ের মধ্যে তাঁর পরিচয় খোঁজার অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, এবং জড় বিষয়ের উপর আধিপত্য করার মমতাশূন্য হয়ে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রকার পরম ভক্ত কখনও অন্যদের দ্বারা বিচলিত হন না, কেননা তিনি সর্বদাই চিন্ময় উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে দর্শন করেন। তিনি নিজেকে এবং অন্যদের সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৫

বাসুদেবে ভগবতি সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি ।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥

বাসুদেবে—বাসুদেবকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-জ্ঞে**—সর্বজ্ঞ; **প্রত্যক্-আত্মনি**—সকলের অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা; **পরেণ**—চিন্ময়; **ভক্তি-ভাবেন**—ভক্তির দ্বারা; **লব্ধ-আত্মা**—আত্ম স্বরূপে স্থিত হয়ে; **মুক্ত-বন্ধনঃ**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মারূপে তাঁর স্বরূপে তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের নিত্য দাস। আত্ম উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে, যেহেতু পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই আত্মা, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে সমান। জীবাত্মার বদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু পরমাত্মা কখনই বদ্ধ হন না। বদ্ধ জীবাত্মা যখন বুঝতে পারেন যে, তিনি পরমাত্মার অধীন, তখন তাঁর স্থিতিকে বলা হয় *লব্ধাত্মা*, বা *মুক্তবন্ধন*। জড় কলুষ ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ জীব নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে মায়ার অন্তিম জাল। মায়া সর্বদাই বদ্ধ জীবেদের প্রভাবিত করে। বহু ধ্যান এবং জল্পনা-কল্পনার পরেও কেউ যদি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে মায়ার অন্তিম জালে আটকে রয়েছে।

পরেণ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পর মানে 'চিন্ময়, জড় কলুষের স্পর্শ-রহিত'। পূর্ণ চেতনায় নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে উপলব্ধি করাকে বলা হয় *পরা* ভক্তি। কেউ যদি জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে কোন রকম জড় লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তাকে বলা হয় *বিদ্ধা ভক্তি* বা *কলুষিত* ভক্তি। পরা ভক্তি সম্পাদনের ফলে প্রকৃত পক্ষে মুক্ত হওয়া যায়।

এখানে আর একটি শব্দ *সর্বজ্ঞে* উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন, দেহের পরিবর্তনের ফলে আমি আমার অতীতের কার্যকলাপের কথা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু আমার মধ্যে বিরাজ করছেন, তাই তিনি সব কিছু জানেন; তিনি আমার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমাকে ফল প্রদান করেন। আমি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু তিনি আমার পূর্ব জীবনের সৎ কর্ম অথবা অসৎ কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ প্রদান করেন। মানুষের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু সে

তার পূর্ব জীবনের কার্যকলাপের কথা ভুলে গেছে, তাই তার ফল থেকে সে মুক্ত কর্মফল ভোগ করতেই হবে, এবং সেই ফল কি রকম হবে, তা বিচার করবেন সাক্ষী-স্বরূপ পরমাত্মা।

শ্লোক ৪৬

আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্ ।
অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৪৬ ॥

আত্মানম্—পরমাত্মা; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবস্থিতম্**—স্থিত; **অপশ্যৎ**—তিনি দেখলেন; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত জীব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **অপি**—অধিকন্তু; **চ**—এবং; **আত্মনি**—পরমাত্মায়।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত, এবং সকলেই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

সকলেই পরমেশ্বর ভগবানে অবস্থিত বলতে এই বোঝায় না যে, সকলেই ভগবান। *ভগবদ্গীতাতেও* এই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানকে আশ্রয় করে বিরাজমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবান। এই রহস্য অত্যন্ত উন্নত ভক্তেরাই কেবল বুঝতে পারেন। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন—কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং উত্তম ভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্ত ভগবদ্ভক্তি বিজ্ঞানের কলা কৌশল না বুঝে, কেবল মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ পূজা করে; মধ্যম ভক্ত বুঝতে পারেন ভগবান কে, ভগবানের ভক্ত কে, অতত্ত্বজ্ঞ সরল ব্যক্তি *(বালিশ)* কে এবং ভগবৎ-বিদ্বেষী কে, এবং তিনি তাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করেন। কিন্তু যিনি দেখেন যে, পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়েই অবস্থিত, এবং সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির উপর নির্ভরশীল অথবা অবস্থিত, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ভক্ত।

শ্লোক ৪৭

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা ।
ভগবদ্ভক্তিযুক্তেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৪৭ ॥

ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা; **দ্বেষ**—বিদ্বেষ; **বিহীনেন**—বিহীন; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সম**—সমান; **চেতসা**—মনোভাব; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভক্তি-যুক্তেন**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা; **প্রাপ্তা**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **ভাগবতী গতিঃ**—ভগবদ্ভক্তের লক্ষ্যস্থল (ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া)।

অনুবাদ

নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, সমস্ত দ্বেষ এবং ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে, সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে, কর্দম মুনি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যে-কথা বলা হয়েছে, কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি জানা যায়, এবং তাঁর দিব্য ভাব পূর্ণরূপে জানার পরই কেবল তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়। ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে *ত্রিপাদ-ভূতি-গতি,* অথবা ভগবানের পরম ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা, যার মাধ্যমে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্দম মুনি তাঁর পূর্ণ ভক্তিজ্ঞান এবং সেবার দ্বারা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাকে বলা হয় *ভাগবতী গতিঃ*।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে 'কর্দম মুনির বৈরাগ্য' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তির মহিমা

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া ।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক বললেন; **কপিলঃ**—কপিলদেব; **তত্ত্ব**—তত্ত্বের; **সংখ্যাতা**—বিশ্লেষণকারী; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **জাতঃ**—জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অজঃ**—জন্ম-রহিত; **সাক্ষাৎ**—ব্যক্তিগতভাবে; **আত্ম-প্রজ্ঞপ্তয়ে**—দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য; **নৃণাম্**—মানব-জাতির জন্য।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কপিল মুনি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণার্থে দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবান মানব-জাতির মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য অবতরণ করেন। বৈদিক জ্ঞানে জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা হয়েছে, যা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়ার কর্মসূচী প্রদান করে। সত্ত্বগুণে মানুষের জ্ঞান বিকশিত হয়। রজোগুণের স্তরে কোন জ্ঞান নেই, কেননা রজোগুণ মানে হচ্ছে কেবল জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করা, আর তমোগুণের স্তরে কোন জ্ঞান নেই এবং কোন ভোগও নেই; সেই জীবন ঠিক একটি পশু-জীবনের মতো।

বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তমোগুণ থেকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত করা। কেউ যখন সত্ত্বগুণের স্তরে স্থিত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞান বা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন। এই জ্ঞান সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না। যেহেতু এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গুরু-পরম্পরার প্রয়োজন হয়, তাই এই জ্ঞান হয় স্বয়ং ভগবান কর্তৃক অথবা তাঁর প্রামাণিক ভক্তের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। শৌনক মুনিও এখানে উল্লেখ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীকপিলদেব দিব্য জ্ঞান বিশ্লেষণ এবং বিতরণ করার জন্য জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অথবা আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমি জড় পদার্থ নই, আমি চিন্ময় আত্মা (*অহং ব্রহ্মাস্মি*—'আমি ব্রহ্ম') এইটুকু জ্ঞান আত্মা এবং তার কার্যকলাপ জানার জন্য যথেষ্ট নয়; ব্রহ্মের কার্যকলাপে স্থিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সেই সমস্ত কার্যকলাপের জ্ঞান ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রকার অপ্রাকৃত জ্ঞানের মর্ম কেবল মানুষেরাই উপলব্ধি করতে পারে, পশুরা পারে না, যা *নৃণাম্*, 'মানুষদের জন্য' শব্দটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন যাপন করা। পশু-জীবনেও প্রকৃতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তবে তা শাস্ত্রে এবং মহাজনগণ কর্তৃক বর্ণিত নিয়ন্ত্রিত জীবনের মতো নয়। মানব-জীবন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, পশুদের জীবন নয়। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনেই কেবল দিব্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ২

ন হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাং বরিম্ণঃ সর্বযোগিনাম্ ।
বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ ॥ ২ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—তাঁর বিষয়ে; **বর্ষ্মণঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পুংসাম্**—পুরুষদের মধ্যে; **বরিম্ণঃ**—সর্বাগ্রগণ্য; **সর্ব**—সমস্ত; **যোগিনাম্**—যোগীদের মধ্যে; **বিশ্রুতৌ**—শ্রবণে; **শ্রুত-দেবস্য**—বেদের প্রভু; **ভূরি**—বারংবার; **তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়; **মে**—আমার; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

শৌনক বলতে লাগলেন—এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের থেকে বেশি জানেন। তাঁর থেকে অধিক পূজনীয় অথবা তাঁর থেকে উত্তম যোগী কেউ নেই। তাই তিনিই হচ্ছেন বেদের প্রভু, এবং সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলেই ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত তৃপ্তি সাধন হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউই ভগবানের সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়। বেদেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*। তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি অন্য সমস্ত জীবেদের প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন। এইভাবে অন্য সমস্ত জীবসমূহ, বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব উভয়ই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীন তত্ত্ব। সেই ধারণাই এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। *ন হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাম্*—সমস্ত জীবেদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারেন, কেননা তাঁর থেকে অধিক ঐশ্বর্যশালী, অধিক যশস্বী, অধিক শক্তিশালী, অধিক সুন্দর, অধিক জ্ঞানবান এবং অধিক ত্যাগী আর কেউ নেই। এই সমস্ত গুণের প্রভাবে তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। যোগীরা নানা রকম আশ্চর্য ধরনের ভেল্কিবাজি দেখিয়ে গর্ববোধ করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের কারোরই কোন তুলনা হয় না।

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলে স্বীকার করা হয়। ভক্তেরা ভগবানের মতো শক্তিশালী না হতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর সঙ্গ করার ফলে, তাঁরা ভগবানেরই মতো হয়ে যান। কখনও কখনও ভক্তেরা ভগবানের থেকেও অধিক শক্তি প্রদর্শন করেন। অবশ্যই, তা ভগবানের কৃপার প্রভাবেই হয়।

এখানে *বরিষ্ঠঃ* শব্দটিরও ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত যোগীদের মধ্যে সব চাইতে পূজনীয়'। শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করাই হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত সুখ; তাই তাঁকে বলা হয় গোবিন্দ, কেননা তাঁর বাণী, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশের দ্বারা—তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর দ্বারা—তিনি ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন। তিনি যে উপদেশই দেন, তা চিন্ময় স্তর থেকে, এবং তাঁর উপদেশ পরম হওয়ার ফলে, তাঁর থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করা অথবা তাঁর অংশ বা কপিলদেবের মতো তাঁর অংশের অংশ থেকে শ্রবণ করা ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। *ভগবদ্গীতা* বহুবার শ্রবণ করা বা পাঠ করা যায়, কেননা তা এক পরম আনন্দ প্রদানকারী গ্রন্থ, তাই *ভগবদ্গীতা* যতই পাঠ করা হয়, ততই তা পাঠ করার এবং বুঝবার তৃষ্ণা বর্ধিত হয়, এবং তার ফলে পাঠক নিত্য নতুন উপলব্ধি লাভ করেন। চিন্ময় বাণীর সেটিই হচ্ছে স্বভাব। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠেও সেই রকম দিব্য আনন্দ লাভ হয়। আমরা যতই ভগবানের মহিমা শ্রবণ করি এবং কীর্তন করি, ততই আমরা আনন্দিত হই।

শ্লোক ৩

যদ্‌যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া ।
তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্তন্যান্যনুকীর্তয় ॥ ৩ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **বিধত্তে**—তিনি অনুষ্ঠান করেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-ছন্দ-আত্মা**—আত্ম বাসনায় পূর্ণ; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **তানি**—সেই সমস্ত; **মে**—আমাকে; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধাবান; **কীর্তন্যানি**—প্রশংসার যোগ্য; **অনুকীর্তয়**—কৃপা করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

তাই কৃপা করে স্বচ্ছন্দ আত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ এবং লীলাসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

অনুকীর্তয় শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অনুকীর্তয়* মানে হচ্ছে মনগড়া ধারণা থেকে বর্ণনা না করে, যথাযথ বর্ণনার অনুসরণ করা। শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেভাবে তাঁর গুরুদেব শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত চিন্ময় লীলা-বিলাসের যে-সমস্ত বর্ণনা শুনেছিলেন, ঠিক সেইভাবে যেন তিনি সেইগুলি বর্ণনা করেন। পরমেশ্বর ভগবানের কোন জড় শরীর নেই, কিন্তু তিনি তাঁর পরম ইচ্ছা অনুসারে, যে-কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। তা সম্ভব হয় তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

শ্লোক ৪

সূত উবাচ

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা ।
প্রাহেদং বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাং প্রচোদিতঃ ॥ ৪ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **দ্বৈপায়ন-সখঃ**—ব্যাসদেবের সখা; **তু**—তার পর; **এবম্**—এইভাবে; **মৈত্রেয়ঃ**—মৈত্রেয়; **ভগবান্**—পূজনীয়; **তথা**—সেইভাবে;

প্রাহ—বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **বিদুরম্**—বিদুরকে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **আন্বীক্ষিক্যাম্**—দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে; **প্রচোদিতঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—পরম শক্তিমান ঋষি মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের সখা। দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্নে অনুপ্রাণিত এবং প্রসন্ন হয়ে, মৈত্রেয় এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন প্রশ্নকর্তা ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী হন এবং বক্তা ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা হন, তখন প্রশ্নোত্তর অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে চলতে থাকে। এখানে মৈত্রেয়কে একজন শক্তিশালী ঋষি বলে বিবেচনা করে, *ভগবান* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেই নয়, যাঁরা প্রায় ভগবানেরই মতো শক্তিমান তাঁদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। মৈত্রেয়কে *ভগবান* বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেননা পারমার্থিক স্তরে তিনি অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈদিক সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ভগবানের অবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের সখা। বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কেননা সেই প্রশ্নগুলি ছিল তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী উন্নত ভক্তের প্রশ্ন। তাই মৈত্রেয় সেইগুলির উত্তর দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যখন চিন্ময় বিষয়ে সমান মানসিকতাসম্পন্ন ভক্তদের মধ্যে আলোচনা হয়, তখন প্রশ্ন ও উত্তর অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং উৎসাহব্যঞ্জক হয়।

শ্লোক ৫

মৈত্রেয় উবাচ

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীদ্ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **পিতরি**—যখন তাঁর পিতা; **প্রস্থিতে**—প্রস্থান করেছিলেন; **অরণ্যম্**—বনে; **মাতুঃ**—তাঁর মাতা; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—প্রসন্নতা বিধানের বাসনায়; **তস্মিন্**—সেই; **বিন্দুসরে**—বিন্দু-সরোবরে; **অবাৎসীৎ**—তিনি অবস্থান করেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **কপিলঃ**—কপিল; **কিল**—বস্তুত।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—কর্দম যখন বনে প্রস্থান করেছিলেন, তখন ভগবান কপিল তাঁর মাতা দেবহূতির প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

পিতার অনুপস্থিতিতে বয়স্ক পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে মায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা এবং তাঁর যথাসাধ্য সেবা করা, যাতে তিনি তাঁর পতির বিচ্ছেদ অনুভব না করেন, আর পতির কর্তব্য হচ্ছে বয়স্ক পুত্র তাঁর পত্নী এবং গৃহস্থালির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া মাত্রই গৃহত্যাগ করা। এইটি হচ্ছে বৈদিক গার্হস্থ্য জীবনের প্রথা। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত গৃহের ব্যাপারে নিরন্তর যুক্ত থাকা মানুষের উচিত নয়। গৃহ ত্যাগ করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। পারিবারিক বিষয় এবং পত্নীর দায়-দায়িত্ব উপযুক্ত পুত্র গ্রহণ করতে পারে।

শ্লোক ৬

তমাসীনমকর্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ ।
স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ ॥ ৬ ॥

তম্—তাঁকে (কপিল); **আসীনম্**—অবস্থিত; **অকর্মাণম্**—কর্মমুক্ত অবস্থায়; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্বের; **মার্গ-অগ্র**—অন্তিম লক্ষ্য; **দর্শনম্**—যিনি দেখাতে পারেন; **স্ব-সুতম্**—তাঁর পুত্র; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি; **আহ**—বলেছিলেন; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **সংস্মরতী**—স্মরণ করে; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

পরমতত্ত্বের চরম লক্ষ্যের মার্গ প্রদর্শক কপিলদেব যখন কর্মে নিরত হয়ে অবস্থান করছিলেন, তখন দেবহূতি ব্রহ্মার বাণী স্মরণ করে তাঁকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৭

দেবহূতিরুবাচ

নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥ ৭ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; নির্বিণ্ণা—বিরক্ত হয়ে; নিতরাম্—অত্যন্ত; ভূমন্—হে প্রভো; অসৎ—অনিত্য; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহের; তর্ষণাৎ—উত্তেজনা থেকে; যেন—যার দ্বারা; সম্ভাব্যমানেন—সম্ভব হওয়ার ফলে; প্রপন্না—আমি পতিত হয়েছি; অন্ধম্ তমঃ—অন্ধকূপে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভো! আমি আমার অসৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-অভিলাষ থেকে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে করতে আমি তমসাবৃত সংসার-কূপে পতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

এখানে *অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *অসৎ* মানে হচ্ছে 'অনিত্য', এবং *ইন্দ্রিয়* মানে হচ্ছে 'জড় ইন্দ্রিয়সমূহ'। অতএব *অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ* মানে হচ্ছে 'জড় দেহের অনিত্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে'। আমরা জড় দেহের বিভিন্ন স্তর থেকে বিকশিত হচ্ছি—কখনও মানব-শরীরে, কখনও পশু-শরীরে, এবং তাই আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপেরও পরিবর্তন হচ্ছে। যা পরিবর্তনশীল তাকে বলা হয় অসৎ। আমাদের জানা উচিত যে, এই অনিত্য ইন্দ্রিয়ের অতীত রয়েছে আমাদের নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ, যা এখন জড় শরীরের দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে। শাশ্বত ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের দ্বারা কলুষিত হয়ে যাওয়ার ফলে, যথাযথভাবে ক্রিয়া করছে না। তাই, ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে এই কলুষ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে মুক্ত করার পন্থা। সেই কলুষ যখন সর্বতোভাবে অপসারিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন অনন্য কৃষ্ণভক্তির শুদ্ধতায় সক্রিয় হয়, তখন আমরা *সদিন্দ্রিয়* বা ইন্দ্রিয়ের শাশ্বত ক্রিয়ার স্তর প্রাপ্ত হই। শাশ্বত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি, কিন্তু অনিত্য ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে বলা হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। যতক্ষণ না মানুষ জড় ইন্দ্রিয় সম্ভোগের প্রচেষ্টায় শ্রান্ত হয়, ততক্ষণ কপিলদেবের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে দিব্য উপদেশ শ্রবণ করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হতে পারে না। দেবহূতি বলেছিলেন যে তিনি শ্রান্ত। এখন যেহেতু তাঁর পতি গৃহত্যাগ করেছেন, তাই তিনি কপিলদেবের উপদেশ শ্রবণ করে, ত্রাণ লাভ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্ ।
সচ্চক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

তস্য—সেই; ত্বম্—আপনি; তমসঃ—অজ্ঞান; অন্ধস্য—অন্ধকার; দুষ্পারস্য—অতিক্রম করা দুষ্কর; অদ্য—এখন; পারগম্—পার হয়ে; সৎ—চিন্ময়; চক্ষুঃ—নেত্র; জন্মনাম্—জন্মের; অন্তে—শেষে; লব্ধম্—প্রাপ্ত হয়েছি; মে—আমার; ত্বৎ-অনুগ্রহাৎ—আপনার কৃপায়।

অনুবাদ

হে ভগবান! অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনিই আমার একমাত্র উপায়, কেননা আপনি হচ্ছেন আমার দিব্য নেত্র, যা আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর আমি লাভ করেছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ, কেননা তা গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে। শিষ্য অথবা বদ্ধ জীব অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারে পতিত হয়েছে এবং তাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বন্ধনে সে আবদ্ধ হয়েছে। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে কপিল মুনি অথবা তাঁর প্রতিনিধির মতো সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করেন, তা হলে তাঁর কৃপায় অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে তিনি উদ্ধার লাভ করতে পারেন। তাই গুরুদেবের পূজা করা হয়, যিনি তাঁর শিষ্যকে জ্ঞানরূপ আলোকবর্তিকার দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন। *পারগম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, যিনি তাঁর শিষ্যকে অপর পারে নিয়ে যেতে পারেন। এই পারে বদ্ধ জীবন এবং অন্য পারে মুক্ত জীবন। গুরুদেব জ্ঞানের আলোকের দ্বারা তাঁর শিষ্যের চক্ষু উন্মীলিত করে তাকে অপর পারে নিয়ে যান। আমরা কেবল আমাদের অজ্ঞতাবশত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। সদ্গুরুর উপদেশের দ্বারা সেই অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়, এবং তার ফলে শিষ্য অপর পারে গিয়ে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। তেমনই, কেউ যদি বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর সদ্গুরুর সন্ধান পান এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই আদর্শ প্রতিনিধির শরণ গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি জ্যোতির্ময় অপর পারে পৌঁছাতে পারবেন।

শ্লোক ৯

য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল ।
লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য ইবোদিতঃ ॥ ৯ ॥

যঃ—যিনি; আদ্যঃ—আদি; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; পুংসাম্—সমস্ত জীবেদের; ঈশ্বরঃ—প্রভু; বৈ—বাস্তবিকই; ভবান্—আপনি; কিল—অবশ্যই; লোকস্য—বিশ্বের; তমসা—অজ্ঞানের অন্ধকারের দ্বারা; অন্ধস্য—অন্ধ; চক্ষুঃ—নেত্র; সূর্যঃ—সূর্য; ইব—মতো; উদিতঃ—উদিত হয়েছেন।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সমস্ত জীবের আদি এবং অধীশ্বর। সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য, আপনি সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

কপিল মুনিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করা হয়। এখানে *আদ্যঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত জীবের আদি', এবং *পুংসাম্ ঈশ্বরঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত জীবের ঈশ্বর' (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*)। চিন্ময় জ্ঞানরূপী সূর্য-স্বরূপ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রকাশ হচ্ছেন কপিল মুনি। সূর্য যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূর করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের আলোক যখন নেমে আসে, তখনই মায়ার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আমাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু সূর্যের কিরণ ব্যতীত আমাদের চক্ষুর কোন মূল্য নেই। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের আলোক ব্যতীত বা সদ্‌গুরুর দিব্য কৃপা ব্যতীত, কোন বস্তুই আমরা যথাযথভাবে দর্শন করতে পারি না।

শ্লোক ১০

অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি ।
যোঽবগ্রহোঽহংমমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥ ১০ ॥

অথ—এখন; মে—আমার; দেব—হে ভগবান; সম্মোহম্—মোহ; অপাক্রষ্টুম্—দূর করার জন্য; ত্বম্—আপনি; অর্হসি—প্রসন্ন হোন; যঃ—যা; অবগ্রহঃ—ভ্রান্ত ধারণা; অহম্—আমি; মম—আমার; ইতি—এইভাবে; ইতি—এইভাবে; এতস্মিন্—এতে; যোজিতঃ—যুক্ত; ত্বয়া—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার মহা মোহ দূর করুন। আমার অহঙ্কারের ফলে, আমি আপনার মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়েছি, এবং আমার দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করছি।

তাৎপর্য

দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করার ভ্রান্ত পরিচিতিকে বলা হয় *মায়া*। *ভগবদ্‌গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, এবং আমার থেকেই সকলের স্মৃতি এবং বিস্মৃতি আসে।" দেবহূতি উল্লেখ করেছেন যে, দেহতে আত্মবুদ্ধি এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তুতে মমত্ব-বুদ্ধি—এই যে ভ্রান্ত ধারণা, তাও ভগবানেরই নির্দেশে হয়। তা হলে তার অর্থ কি এই হচ্ছে যে, ভগবান একজনকে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করে এবং অন্য আর একজনকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে আসক্ত করে তাঁর ভেদভাব প্রদর্শন করেন? তা যদি সত্য হয়, তা হলে ভগবানের পক্ষে তা বেমানান হবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সত্য নয়। জীব যখনই ভগবানের নিত্য দাসরূপে তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতে চায়, তৎক্ষণাৎ *মায়া* তাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ার এই বন্ধন হচ্ছে দেহতে আত্মবুদ্ধি এবং দেহের অধিকৃত বস্তুতে আসক্তি। এইগুলি হচ্ছে মায়ার কার্য, এবং যেহেতু মায়া হচ্ছে ভগবানেরই প্রতিনিধি, তাই পরোক্ষভাবে তা ভগবানেরই ক্রিয়া। ভগবান অত্যন্ত কৃপাময়; কেউ যদি তাঁকে ভুলে জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তিনি তাকে তখন সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেন—প্রত্যক্ষভাবে নয়, তাঁর জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে। তাই, জড়া প্রকৃতি যেহেতু ভগবানেরই শক্তি, পরোক্ষভাবে ভগবানই তাকে ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেন। দেবহূতি তাই বলেছেন, "ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় আমি যে যুক্ত হয়েছি, তাও আপনারই জন্য। এখন দয়া করে আপনি আমাকে এই বন্ধন থেকে মুক্ত করুন।"

ভগবানের কৃপায় জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই জড় সুখভোগের প্রতি কেউ যখন নিরাশ হয়ে বিরক্ত হয়, এবং ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়, তখন কৃপাময় ভগবান তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তাই, *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "প্রথমে তুমি আমার শরণাগত হও, এবং তার পর আমি তোমার দায়িত্বভার গ্রহণ করব এবং তোমার সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।" পাপ কর্ম হচ্ছে সেই সমস্ত কার্যকলাপ, যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে আমরা সম্পাদন করি। এই জগতে, জড় সুখভোগের জন্য যে-সমস্ত কর্মকে পুণ্য কর্ম বলে মনে করা হয়, তাও পাপময়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, কখনও কখনও মানুষ কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই মনে করে দান করে যে, তার বিনিময়ে তার চারগুণ ধন লাভ হবে। লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে দান করা হয়, তা রাজসিক। এখানে

সব কিছুই করা হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে, এবং তাই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য সব কিছুই পাপময়। পাপ কর্মের ফলে আমরা জড় আসক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে মনে করি, "এই দেহটি আমি" এবং দেহের অধিকৃত সমস্ত বস্তুকে মনে করি "আমার"। কপিলদেবের কাছে দেবহূতি অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁকে এই ভ্রান্ত পরিচিতি এবং ভ্রান্ত অধিকারের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

শ্লোক ১১

তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং
স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্ ।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পূরুষস্য
নমামি সদ্ধর্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

তম্—সেই ব্যক্তি; **ত্বা**—আপনাকে; **গতা**—গিয়েছি; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য; **স্ব-ভৃত্য**—আপনার আশ্রিত জনের; **সংসার**—জড় অস্তিত্বের; **তরোঃ**—বৃক্ষের; **কুঠারম্**—কুঠার; **জিজ্ঞাসয়া**—জানবার বাসনায়; **অহম্**—আমি; **প্রকৃতেঃ**—জড় পদার্থের (স্ত্রী); **পূরুষস্য**—আত্মার (পুরুষ); **নমামি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **সৎ-ধর্ম**—শাশ্বত বৃত্তির; **বিদাম্**—জ্ঞাতাদের; **বরিষ্ঠম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

দেবহূতি বলতে লাগলেন—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, কেননা আপনিই একমাত্র শরণ্য। আপনি সেই কুঠার, যার দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা যায়। আমি তাই আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি, কেননা আপনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার কাছে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে জানতে চাই।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শন *প্রকৃতি* ও পুরুষের বিষয়ে আলোচনা করে। *পুরুষ* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান অথবা যে ভোক্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানের অনুকরণ করে, আর *প্রকৃতি* মানে হচ্ছে 'শক্তি'। এই জড় জগতে, জড়া প্রকৃতি *পুরুষ* বা জীবদের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জড় জগতে *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ*, অথবা ভোক্তা এবং ভোগ্যের যে জটিল সম্পর্ক, তাকে বলা হয় সংসার বা ভব-বন্ধন। দেবহূতি ভৌতিক বন্ধনরূপী বৃক্ষটিকে কাটতে চেয়েছেন, এবং তিনি সেই জন্য কপিল

মুনিরূপ কুঠার প্রাপ্ত হয়েছেন। এই সংসাররূপী বৃক্ষটির বিশ্লেষণ করে, *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেইটি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো যার মূল ঊর্ধ্বমুখী এবং শাখাগুলি অধোমুখী। সেখানে বলা হয়েছে যে, সংসাররূপী সেই বৃক্ষটির মূল ছেদন করতে হয় বিরক্তিরূপ কুঠারের দ্বারা। আসক্তি কি? আসক্তি হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক। জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছে। যেহেতু বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতিকে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তু বলে মনে করছে এবং নিজে ভোক্তা সাজছে, তাই তাকে বলা হয় *পুরুষ* ।

দেবহূতি কপিল মুনিকে প্রশ্ন করেছেন, কেননা তিনি জানতেন যে, জড় জগতের প্রতি তাঁর আসক্তি ছেদন করতে তিনিই কেবল পারেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর বেশে জীবাত্মা জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার চেষ্টা করছে; তাই এক বিচারে সকলেই *পুরুষ*, কেননা *পুরুষ* মানে হচ্ছে 'ভোক্তা' এবং *প্রকৃতি* মানে হচ্ছে 'ভোগ্য'। এই জড় জগতে তথাকথিত পুরুষ এবং তথাকথিত স্ত্রী উভয়েই প্রকৃত *পুরুষের* অনুকরণ করছে; আধ্যাত্মিক বিচারে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা, এবং অন্য সকলেই হচ্ছে *প্রকৃতি*। জীবেদের প্রকৃতি বলে বিবেচনা করা হয়; *ভগবদ্গীতায়* জড় জগৎকে *অপরা* বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে, তা হচ্ছে জীবাত্মা। জীবাত্মারাও প্রকৃতি, বা ভোগ্য, কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীবেরা ভ্রান্তিবশত ভোক্তা হওয়ার চেষ্টা করছে। সেটিই হচ্ছে সংসার-বন্ধনের কারণ। দেবহূতি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হতে চেয়েছিলেন। ভগবান হচ্ছেন শরণ্য, অর্থাৎ একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়া যায়, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। কেউ যদি মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁর শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবানকে এখানে *সদ্ধর্মবিদাং বরিষ্ঠম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত সৎ ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবা। *ধর্ম* শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'যা কখনও ত্যাগ করা যায় না', 'যা জীবের থেকে অবিচ্ছেদ্য'। তাপকে আগুন থেকে পৃথক করা যায় না; তাই তাপ হচ্ছে আগুনের *ধর্ম*। তেমনই *সদ্ধর্ম* মানে হচ্ছে '*নিত্য বৃত্তি*'। সেই নিত্য বৃত্তিটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। কপিলদেবের সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুদ্ধ নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা, এবং তাই তাঁকে জীবেদের চিন্ময় ধর্ম-তত্ত্ববেত্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি স্বমাতুর্নিরবদ্যমীপ্সিতং
নিশম্য পুংসামপবর্গবর্ধনম্ ।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **স্ব-মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **নিরবদ্যম্**—নিষ্কলুষ; **ঈপ্সিতম্**—বাসনা; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **পুংসাম্**—মানুষের; **অপবর্গ**—দৈহিক অস্তিত্বের নিবৃত্তি; **বর্ধনম্**—বৃদ্ধি করে; **ধিয়া**—মনের দ্বারা; **অভিনন্দ্য**—ধন্যবাদ জানিয়ে; **আত্ম-বতাম্**—আত্ম উপলব্ধির বিষয়ে উৎসাহী; **সতাম্**—অধ্যাত্মবাদীদের; **গতিঃ**—পন্থা; **বভাষে**—তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন; **ঈষৎ**—অল্প; **স্মিত**—হেসে; **শোভিত**—সুন্দর; **আননঃ**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—তাঁর মায়ের অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিষ্কলুষ বাসনা শ্রবণ করে, ভগবান তাঁকে সেই প্রশ্ন করার জন্য অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে অধ্যাত্মবাদীদের মার্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর ভব-বন্ধনের কথা স্বীকার করে, এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন। যাঁরা ভব-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক এবং মানব-জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চান, তাঁদের জন্য কপিলদেবের নিকট দেবহূতির প্রশ্নগুলি অত্যন্ত রুচিকর। মানুষ যদি তার পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে অথবা তার স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী না হয়, এবং যদি সে তার জড় অস্তিত্বের অসুবিধাগুলি অনুভব না করে, তা হলে তার মানব-জন্ম বৃথা। যারা জীবনের এই পারমার্থিক আবশ্যকতাগুলির চেষ্টা না করে, কেবল একটি পশুর মতো আহার-নিদ্রা-ভয় এবং মৈথুনে লিপ্ত থাকে, তা হলে তাদের জীবন ব্যর্থ। ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতার প্রশ্নে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কেননা তার উত্তর জড় জগতে বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির বাসনা জাগরিত করে। এই প্রকার প্রশ্নগুলিকে বলা হয় *অপবর্গবর্ধনম্* । যাঁরা প্রকৃত পক্ষে পারমার্থিক বিষয়ে আগ্রহী, তাঁদের

বলা হয় সৎ বা ভক্ত। সতাং প্রসঙ্গাৎ। সৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যার শাশ্বত অস্তিত্ব রয়েছে' আর অসৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যা শাশ্বত নয়'। পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, কেউ সৎ হতে পারে না; সে অসৎ। অসৎ এমন একটি স্তরে থাকে, যার অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু যিনি চিন্ময় স্তরে রয়েছেন, তিনি চিরকাল থাকবেন। চিন্ময় আত্মারূপে সকলেরই অস্তিত্ব নিত্য, কিন্তু যারা অসৎ তারা এই জড় জগৎকে তাদের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছে, এবং তাই তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। অসদ্গ্রাহান্, জড় জগৎকে ভোগ করার ভ্রান্ত ধারণার ফলে, আত্মার অসঙ্গত অবস্থানই তার অসৎ হওয়ার কারণ। প্রকৃত পক্ষে আত্মা অসৎ নয়। কেউ যখন সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সৎ হয়ে যান। সতাং গতিঃ, নিত্যত্বের মার্গ, যা মুক্তিকামী ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর, এবং ভগবান কপিলদেব সেই পন্থা সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীভগবানুবাচ

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।
অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যোগঃ**—যোগের পন্থা; **আধ্যাত্মিকঃ**—আত্মা সম্পর্কীয়; **পুংসাম্**—জীবদের; **মতঃ**—সম্মত; **নিঃশ্রেয়সায়**—চরম লাভের জন্য; **মে**—আমার দ্বারা; **অত্যন্ত**—পূর্ণ; **উপরতিঃ**—বিরক্তি; **যত্র**—যেখানে; **দুঃখস্য**—দুঃখ থেকে; **চ**—এবং; **সুখস্য**—সুখ থেকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—যে যোগ-পদ্ধতি ভগবান এবং জীবের সম্পর্ক নির্ধারিত করে, যা জীবের চরম মঙ্গল সাধন করে, এবং যা জড়-জাগতিক সমস্ত সুখ এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করে, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা।

তাৎপর্য

জড় জগতে, সকলেই জড় সুখ ভোগের চেষ্টা করছে, কিন্তু যখনই একটু সুখ লাভ হয়, তখন দুঃখও এসে উপস্থিত হয়। এই জড় জগতে কেউই অবিমিশ্র সুখভোগ করতে পারে না। এখানে সমস্ত সুখই দুঃখের দ্বারা কলুষিত হয়। দৃষ্টান্ত

উদাহরণ বলা যায় যে, আমরা যদি দুধ পান করতে চাই, তা হলে আমাদের একটি গরু পালন করতে হবে এবং তাকে দুধ দেওয়ার উপযুক্ত করে রাখতে হবে। দুধ পান করা খুবই ভাল, তা আনন্দদায়কও। কিন্তু দুধ পান করার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। ভগবান এখানে যে যোগ-পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা সমস্ত জাগতিক সুখ এবং জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তি সাধনের জন্য। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হচ্ছে ভক্তিযোগ, যা ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। গীতায় এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করা এবং জড় সুখ অথবা দুঃখে বিচলিত না হওয়া। কেউ অবশ্য বলতে পারেন যে, তিনি জড়-জাগতিক সুখের দ্বারা বিচলিত হন না, কিন্তু তিনি জানেন না যে, তথাকথিত জড় সুখ ভোগ করার ঠিক পরে, জড় দুঃখ আসবে। এটিই হচ্ছে জড় জগতের নিয়ম। ভগবান কপিলদেব উল্লেখ করেছেন যে, যোগ-পদ্ধতি হচ্ছে আত্মার বিজ্ঞান। পারমার্থিক স্তরে সিদ্ধি লাভের জন্য মানুষ যোগ অনুশীলন করে। তাতে জড়-জাগতিক সুখ অথবা দুঃখের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তা চিন্ময়। ভগবান কপিলদেব ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে তা চিন্ময়, তবে প্রাথমিক পরিচয়টি এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে।
ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥ ১৪ ॥

তম্ ইমম্—সেই; তে—আপনাকে; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বিশ্লেষণ করব; **যম**—যা; **অবোচম্**—আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম; **পুরা**—পূর্বে; **অনঘে**—হে পুণ্যবতী মাতা; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **শ্রোতু-কামানাম্**—শ্রবণ করতে উৎসুক; **যোগম্**—যোগ-পদ্ধতি; **সর্ব-অঙ্গ**—সর্বতোভাবে; **নৈপুণম্**—উপযোগী এবং ব্যবহারিক।

অনুবাদ

হে পরম পবিত্র মাতা! আমি পুরাকালে মহান ঋষিদের কাছে যে যোগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেই প্রাচীন যোগের পন্থা আমি এখন আপনার কাছে বলব। এইটি সর্বতোভাবে উপযোগী এবং ব্যবহারিক।

তাৎপর্য

ভগবান কোন নতুন যোগের পন্থা তৈরি করেন না। কখনও কখনও দাবি করা হয় যে, কেউ ভগবানের অবতার হয়ে গেছে এবং পরমতত্ত্বের এক নতুন মতবাদ

প্রবর্তন করেছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও কপিল মুনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং তিনি তাঁর মায়ের জন্য নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম, কিন্তু তবুও তিনি বলছেন, "আমি আপনার কাছে সেই প্রাচীন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করব, যা আমি মহর্ষিদের কাছে বিশ্লেষণ করেছিলাম কেননা তাঁরা তা শ্রবণ করতে উৎসুক হয়েছিলেন।" যখন আমাদের কাছে বৈদিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ইতিমধ্যেই রয়েছে, তখন আর নিরীহ জনসাধারণদের পথভ্রষ্ট করার জন্য নতুন কোন পন্থা তৈরি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আজকাল নতুন যোগ-পদ্ধতি আবিষ্কারের নামে আদর্শ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে, কতগুলি বাজে জিনিস উপস্থাপন করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্লোক ১৫

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্ ।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥

চেতঃ—চেতনা; **খলু**—নিশ্চয়ই; **অস্য**—তার; **বন্ধায়**—বন্ধনের জন্য; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—জীবের; **মতম্**—মনে করা হয়; **গুণেষু**—প্রকৃতির তিন গুণে; **সক্তম্**—আকৃষ্ট হয়ে; **বন্ধায়**—বদ্ধ জীবনের জন্য; **রতম্**—আসক্ত; **বা**—অথবা; **পুংসি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য।

অনুবাদ

যেই অবস্থায় জীবের চেতনা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় বদ্ধ জীবন। কিন্তু সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তিনি মুক্ত হন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণচেতনা এবং মায়া-চেতনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। *গুণেষু* বা মায়া-চেতনায় প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতি আসক্তি থাকে, যার ফলে মানুষ কখনও কখনও সত্ত্বগুণে, কখনও রজোগুণে এবং কখনও তমোগুণে কার্য করে। মুখ্যত জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে, এই সমস্ত বিভিন্ন গুণাত্মক কার্যকলাপই হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে স্থানান্তরিত করা হয়, অথবা যখন মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি মুক্তির পথে অধিষ্ঠিত হন।

শ্লোক ১৬

অহংমমাভিমানোথৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥ ১৬ ॥

অহম্—আমি; **মম**—আমার; **অভিমান**—ভ্রান্ত ধারণা থেকে; **উত্থৈঃ**—উৎপন্ন হয়; **কাম**—কাম; **লোভ**—লোভ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **মলৈঃ**—কলুষ থেকে; **বীতম্**—মুক্ত; **যদা**—যখন; **মনঃ**—মন; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **অদুঃখম্**—দুঃখ-রহিত; **অসুখম্**—সুখ-রহিত; **সমম্**—সাম্যভাব।

অনুবাদ

মানুষ যখন 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত পরিচিতি-প্রসূত কাম, লোভ ইত্যাদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হন, তখন তাঁর মন শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি তথাকথিত জড় সুখ এবং দুঃখের অতীত হন।

তাৎপর্য

কাম এবং লোভ জড়-জাগতিক অস্তিত্বের লক্ষণ। সকলেই সর্বদা কিছু না কিছু পেতে চায়। এখানে বলা হয়েছে যে, দেহকে নিজের স্বরূপ বলে ভুল করার ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে কাম এবং লোভ উৎপন্ন হয়। কেউ যখন সেই কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন তার মন এবং চেতনাও মুক্ত হয়, এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। মন, চেতনা এবং জীব বিদ্যমান থাকে। যখনই আমরা জীবের কথা বলি, তখন তার সঙ্গে মন এবং চেতনা নিহিত থাকে। যখন আমরা আমাদের মন এবং চেতনাকে পবিত্র করি, তখনই বদ্ধ জীবন এবং মুক্ত জীবনের পার্থক্য দেখা যায়। এইভাবে পবিত্র হওয়ার ফলে, মানুষ জড় সুখ এবং দুঃখের অতীত হয়।

শুরুতেই কপিলদেব বলেছেন যে, প্রকৃত যোগ-পদ্ধতির দ্বারা মানুষ জড়-জাগতিক সুখ এবং দুঃখের স্তর অতিক্রম করতে পারে। তা কিভাবে সম্ভব তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তার মন এবং চেতনাকে পবিত্র করতে হয়। ভক্তিযোগের দ্বারাই তা সম্ভব। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করতে হয় (*তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হবে। সেইটি হচ্ছে পন্থা। মনকে অবশ্যই কিছু না কিছু করতে হয়। মনকে কখনই খালি রাখা যায় না। কেউ

কেউ অবশ্য মূর্খের মতো মনকে খালি করতে অথবা শূন্য করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। মনকে পবিত্র করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করা। মনকে কিছু না কিছুতে অবশ্যই যুক্ত থাকতে হয়। আমরা যদি আমাদের মনকে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করি, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই চেতনা পূর্ণরূপে পবিত্র হয়, এবং তখন আর তাতে জড় কাম এবং লোভ প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ১৭

তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্ ॥ ১৭ ॥

তদা—তখন; **পুরুষঃ**—জীবাত্মা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **কেবলম্**—শুদ্ধ; **প্রকৃতেঃ পরম্**—জড়া প্রকৃতির অতীত; **নিরন্তরম্**—অভিন্ন; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং প্রকাশ; **অণিমানম্**—অণু-সদৃশ; **অখণ্ডিতম্**—অখণ্ড।

অনুবাদ

তখন জীবাত্মা অণু-সদৃশ হলেও নিজেকে জড়া প্রকৃতির অতীত, জ্যোতির্ময়, অখণ্ডিতরূপে দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায়, মানুষ নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন এক সূক্ষ্ম কণারূপে দর্শন করে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত বিভিন্ন অংশ। সূর্যের কিরণ যেমন জ্যোতির্ময় সূর্যের এক সূক্ষ্ম কণা, তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলতে জড় বস্তুর বিভক্ত হওয়ার মতো বোঝায় না। জীবাত্মা প্রথম থেকেই অণু-সদৃশ। এমন নয় যে, এই অণু-সদৃশ জীবাত্মা পূর্ণ পরমাত্মা থেকে খণ্ডিত হয়েছে। মায়াবাদ দর্শন বলে যে, পূর্ণ আত্মা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তার একটি অংশ, যাকে জীব বলা হয়, সে মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই দর্শন গ্রহণীয় নয়, কেননা আত্মাকে জড় পদার্থের মতো খণ্ডিত করা যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের অংশ জীব নিত্যকালই অংশ। যতক্ষণ পরম ঈশ্বর বিদ্যমান, ততক্ষণ তাঁর অংশও বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ সূর্যের অস্তিত্ব রয়েছে, ততক্ষণ তার অণু-সদৃশ রশ্মিও বর্তমান থাকবে।

বৈদিক শাস্ত্রে জীব-কণিকাকে কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তা অতি সূক্ষ্ম। পরম ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম, যদিও গুণগতভাবে পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই। এই শ্লোকে দুইটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার একটি হচ্ছে *নিরন্তরম্*, অর্থাৎ 'অভিন্ন' অথবা 'সমগুণসম্পন্ন'। জীবকে এখানে *অণিমানম্*-ও বলা হয়েছে। *অণিমানম্* এর অর্থ 'অতি সূক্ষ্ম'। পরমাত্মা সর্ব ব্যাপ্ত, কিন্তু জীব হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম আত্মা। *অখণ্ডিতম্* শব্দটির অর্থ, জড় বিচারে যাকে ঠিক খণ্ডিত নয় বলা হয় তা নয়, পক্ষান্তরে 'স্বরূপগতভাবে সর্বদা অতি সূক্ষ্ম'। সূর্যের অণু-সদৃশ কিরণ-কণাকে কেউই সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, কিন্তু তা হলেও সূর্যের কিরণ-কণা সূর্যের মতো বিস্তৃত নয়। তেমনই, জীবাত্মা তাঁর স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, কিন্তু অণু-সদৃশ।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা ।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিং চ হতৌজসম্ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যুক্তেন**—যুক্ত; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তি; **যুক্তেন**—যুক্ত; **চ**—এবং; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **পরিপশ্যতি**—দেখে; **উদাসীনম্**—অনাসক্ত; **প্রকৃতিম্**—জড় অস্তিত্ব; **চ**—এবং; **হত-ওজসম্**—ক্ষীণবল।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির সেই অবস্থায়, মানুষ ভক্তিযুক্ত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সব কিছু যথাযথভাবে দর্শন করেন; তখন তিনি জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হন, এবং তাঁর উপর জড়া প্রকৃতির প্রভাব ক্ষীণবল হয়।

তাৎপর্য

কোন রোগের বীজাণু যেমন দুর্বল ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনই মায়া বা জড়া প্রকৃতির প্রভাব দুর্বল বদ্ধ জীবেদের উপর বিস্তার করতে পারে, কিন্তু মুক্ত জীবাত্মার উপর পারে না। আত্ম উপলব্ধি হচ্ছে মুক্ত অবস্থার স্তর। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। জ্ঞান

ব্যতীত উপলব্ধি সম্ভব নয়। জীব যে পরমেশ্বর ভগবানের অণু-সদৃশ বিভিন্ন অংশ, সেই উপলব্ধি তাঁকে জড় জগতের বন্ধ জীবন থেকে মুক্ত করে। সেইটি ভগবদ্ভক্তির প্রারম্ভিক স্তর। জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত না হলে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায় না। তাই, এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন*—কেউ যখন তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হন এবং জড়-জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তিনি *ভক্তিযুক্তেন* বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। *পরিপশ্যতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি সব কিছুই যথাযথভাবে দর্শন করেন। তখন তাঁর উপর জড়া প্রকৃতির প্রভাব আর থাকে না বললেই চলে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—কেউ যখন তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং প্রসন্ন হন, এবং তখন তিনি সব রকম অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হন। ভগবান সেই অবস্থাটিকে *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্* বলে বর্ণনা করেছেন; সেই স্তরেই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। তেমনই, *নারদ-পঞ্চরাত্রেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন সেইগুলি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে। যারা কলুষিত জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তারা কখনও ভক্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৯

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি ।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

ন—না; **যুজ্যমানয়া**—সম্পাদিত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অখিল-আত্মনি**—পরমাত্মা; **সদৃশঃ**—মতো; **অস্তি**—হয়; **শিবঃ**—শুভ; **পন্থাঃ**—পথ; **যোগিনাম্**—যোগীদের; **ব্রহ্ম-সিদ্ধয়ে**—আত্ম উপলব্ধির সিদ্ধির জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত না হলে, কোন প্রকার যোগীই আত্ম উপলব্ধিতে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না, কেননা সেইটি হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলজনক পন্থা।

তাৎপর্য

ভক্তিযুক্ত না হলে, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পন্থা কখনই সার্থক হতে পারে না, সেই কথা এখানে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *ন যুজ্যমানয়া* মানে হচ্ছে 'যুক্ত না হলে'। যখন ভক্তির অনুশীলন হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে, সেই ভক্তি কোথায় নিবেদন করতে হবে। ভক্তি নিবেদন করতে হবে পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি হচ্ছেন সকলের পরমাত্মা, এবং সেইটি হচ্ছে আত্মা উপলব্ধি বা ব্রহ্ম উপলব্ধির একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা। *ব্রহ্মসিদ্ধয়ে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিজেকে জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন বলে উপলব্ধি করা, নিজেকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করা। বেদের ভাষায় তাকে বলা হয় *অহং ব্রহ্মাস্মি*। *ব্রহ্মসিদ্ধি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, সে জড় নয়, সে শুদ্ধ আত্মা, সেই কথা জানা। বিভিন্ন প্রকার যোগী রয়েছে, এবং সমস্ত যোগীরই উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি অথবা ব্রহ্ম উপলব্ধির চেষ্টায় যুক্ত থাকা। এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত না হলে, *ব্রহ্মসিদ্ধি*-র পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তখন দিব্য জ্ঞান এবং জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। তাই ভক্তকে বৈরাগ্য অথবা জ্ঞানের জন্য আলাদাভাবে চেষ্টা করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, কেবল সেবা মনোভাবের প্রভাবেই, সব কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *শিবঃ পন্থাঃ*—এটিই হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির একমাত্র মঙ্গলজনক পন্থা। ব্রহ্ম উপলব্ধি লাভের জন্য ভক্তির মার্গ হচ্ছে সব চাইতে গোপনীয় সাধন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির সিদ্ধি ভগবদ্ভক্তির মঙ্গলময় পন্থার মাধ্যমেই লাভ করা যায়, তা ইঙ্গিত করে যে, তথাকথিত ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন *ব্রহ্মসিদ্ধি* নয়। ব্রহ্মজ্যোতির অতীত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *উপনিষদে* ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন কৃপাপূর্বক ব্রহ্মজ্যোতির আবরণ উন্মোচন করেন, যাতে ভক্ত ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে ভগবানের নিত্য-শাশ্বত রূপ দর্শন করতে পারেন। মানুষ যতক্ষণ না ভগবানের দিব্য রূপ উপলব্ধি করতে পারে, ততক্ষণ ভক্তির প্রশ্ন ওঠে না। ভক্তিতে ভক্তির গ্রাহক এবং ভক্তি অনুষ্ঠানকারী ভক্তের অস্তিত্ব অপরিহার্য। ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে *ব্রহ্মসিদ্ধি*। পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটাকে হৃদয়ঙ্গম করা ব্রহ্মসিদ্ধি নয়। পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করাও ব্রহ্মসিদ্ধি নয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অখিলাত্মা—তিনি পরমাত্মা। যিনি

পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি তাঁর অন্যান্য রূপ, যথা—পরমাত্মা রূপ এবং ব্রহ্ম রূপ উপলব্ধি করেছেন, এবং সেটিই হচ্ছে *ব্রহ্মসিদ্ধি*-র সম্পূর্ণ উপলব্ধি।

শ্লোক ২০

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২০ ॥

প্রসঙ্গম্—আসক্তি; **অজরম্**—প্রবল; **পাশম্**—বন্ধন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ব্যক্তিগণ; **বিদুঃ**—জানে; **সঃ এব**—সেই; **সাধুষু**—ভক্তদের; **কৃতঃ**—প্রযুক্ত; **মোক্ষ-দ্বারম্**—মুক্তির দ্বার; **অপাবৃতম্**—উন্মুক্ত।

অনুবাদ

প্রতিটি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই ভালভাবে জানেন যে, জড় আসক্তি আত্মার সব চাইতে বড় বন্ধন। কিন্তু সেই আসক্তি যখন স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার কাছে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষয়ের প্রতি আসক্তিই যেমন সংসার জীবনের বন্ধনের কারণ, আবার সেই আসক্তি যখন অন্য কিছুতে প্রযুক্ত হয়, তখন মুক্তির দ্বার খুলে যায়। আসক্তিকে কখনও হত্যা করা যায় না; তা কেবল স্থানান্তরিত করতে হয়। জড় বস্তুর প্রতি আসক্তিকে বলা হয় জড় চেতনা, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তের প্রতি আসক্তিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনা। অতএব চেতনা হচ্ছে আসক্তির ভিত্তি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা যখন আমাদের চেতনাকে জড় চেতনা থেকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে পবিত্র করি, তখন আমরা মুক্ত হই। যদিও বলা হয় যে, আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, তবুও জীবের পক্ষে বাসনা-রহিত হওয়া সম্ভব নয়। জীবের স্বরূপে, কোন কিছুর প্রতি আসক্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, কারোর যদি আসক্তির বস্তু না থাকে, কারও যদি সন্তান না থাকে, তা হলে সে তার সেই আসক্তিকে কুকুর এবং বিড়ালের প্রতি স্থানান্তরিত করে। তার থেকে বোঝা যায়

যে, আসক্ত হওয়ার প্রবণতা রোধ করা যায় না; তাই তাকে সর্ব শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তির ফলে, আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হই, কিন্তু সেই আসক্তি যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অথবা তাঁর ভক্তের প্রতি স্থানান্তরিত হয়, তখন তা মুক্তির কারণ হয়।

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, আসক্তিকে *স্বরূপ-সিদ্ধ* ভক্তের প্রতি বা *সাধুর* প্রতি প্রযুক্ত করা উচিত। *সাধু কে?* *সাধু* কোন গৈরিক বসন-পরিহিত অথবা দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত কোন সাধারণ মানুষ নন। *ভগবদ্‌গীতায়* সাধুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। কেউ যদি ভক্তির বিধি-বিধানগুলি কঠোরতা সহকারে অনুসরণ নাও করেন, অথচ তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তাঁকে সাধু বলে বুঝতে হবে। *সাধুরেব স মন্তব্যঃ* । সাধু হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তির নিষ্ঠাবান অনুগামী। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি যথার্থ ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে চান, অথবা পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁর আসক্তি সাধু বা ভগবদ্ভক্তে স্থানান্তরিত করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। *লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়*—সাধুর ক্ষণিকের সঙ্গ প্রভাবের ফলে সর্ব সিদ্ধি লাভ হয়।

মহাত্মা সাধুর প্রতিশব্দ। বলা হয়েছে যে, মহাত্মা বা ভগবানের উত্তম ভক্তের সেবা মুক্তির রাজপথ—*দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/২*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সেবা করলে কিন্তু তার ঠিক বিপরীত ফল লাভ হয়। কেউ যদি কোন ঘোর জড়বাদী বা ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত ব্যক্তির সেবা করে, তা হলে সেই ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হবে। সেই একই তত্ত্ব এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের প্রতি আসক্তি হচ্ছে ভগবানের সেবার প্রতিই আসক্তি, কেননা কেউ যদি সাধুর সঙ্গ করে, তা হলে সাধু তাকে শিক্ষা দেবেন কিভাবে ভগবানের ভক্ত হতে হয়, ভগবানের পূজা করতে হয় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করতে হয়। এইগুলি হচ্ছে সাধুর উপহার। আমরা যদি কোন সাধুর সঙ্গ করতে চাই, তা হলে আমরা আশা করতে পারি না যে, তিনি আমাদের উপদেশ দেবেন, কিভাবে আমাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়। পক্ষান্তরে তিনি উপদেশ দেন, কিভাবে জড় আসক্তির কলুষিত গ্রন্থি ছেদন করে, ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা যায়। সেইটি সাধুসঙ্গের ফল। কপিল মুনি সর্ব প্রথমে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই প্রকার সঙ্গ থেকেই মুক্তির পন্থা শুরু হয়।

শ্লোক ২১

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২১ ॥

তিতিক্ষবঃ—সহনশীল; **কারুণিকাঃ**—দয়ালু; **সুহৃদঃ**—বন্ধুত্বপূর্ণ; **সর্ব-দেহিনাম্**—সমস্ত জীবের; **অজাত-শত্রবঃ**—কারও প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন নন; **শান্তাঃ**—শান্ত ; **সাধবঃ**—শাস্ত্রের অনুবর্তী; **সাধু-ভূষণাঃ**—সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত।

অনুবাদ

সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা বিভূষিত।

তাৎপর্য

উপরে যে সাধুর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত। তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে জীবের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা। সেটিই হচ্ছে তাঁর করুণা। তিনি জানেন যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য জীবন ব্যর্থ। ভগবদ্ভক্ত পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করেন, "কৃষ্ণভক্ত হও। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হও। পশু প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করে, তোমার জীবন নষ্ট করো না। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি, অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত।" সাধু এইভাবে প্রচার করেন। তিনি তাঁর নিজের মুক্তিতে সন্তুষ্ট নন। তিনি সর্বদা অন্যের কথা চিন্তা করেন। তিনি সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের প্রতি সব চাইতে কৃপালু ব্যক্তি। তাই তাঁর একটি গুণ হচ্ছে কারুণিক—পতিত জীবেদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। প্রচার-কার্যে যুক্ত থাকার সময়, তাঁকে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাই সাধু বা ভগবদ্ভক্তকে অত্যন্ত সহনশীল হতে হয়। কখনও কেউ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে, কেননা বদ্ধ জীবেরা ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই ভগবানের বাণীর প্রচার তারা পছন্দ করে না; সেইটি হচ্ছে তাদের রোগ। সাধুদের অপ্রশংসিত দায়িত্ব হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির গুরুত্ব তাদের বোঝানো। কখনও কখনও ভক্তদের উপর নির্যাতন করা হয়। যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল, হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে চাবুক মারা হয়েছিল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ প্রভুকে জগাই এবং

মাথাই প্রহার করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তা সহ্য করেছিলেন, কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পতিত জীবেদের উদ্ধার করা। সাধুর একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপালু। তিনি কৃপালু কেননা তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি কেবল মানব-সমাজেরই শুভাকাঙ্ক্ষী নন, তিনি পশু-সমাজেরও শুভাকাঙ্ক্ষী। এখানে বলা হয়েছে, *সর্বদেহিনাম্* অর্থাৎ জড় দেহ গ্রহণ করেছে যে সমস্ত জীব তাদের সকলের প্রতি। মানুষদেরই কেবল জড় দেহ লাভ হয়নি, কুকুর, বিড়াল আদি অন্য সমস্ত জীবেদেরও জড় দেহ রয়েছে। কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ ইত্যাদি সকলের প্রতিই ভগবদ্ভক্ত কৃপালু। তিনি সমস্ত জীবেদের প্রতি এমনভাবে আচরণ করেন, যাতে তারা চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন শিষ্য শিবানন্দ সেন তাঁর দিব্য আচরণের মাধ্যমে একটি কুকুরকে পর্যন্ত মুক্তি দান করেছিলেন। সাধু-সঙ্গ করার ফলে কুকুরেরও মুক্ত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কেননা সাধু সমস্ত জীবের হিত সাধনের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ পরোপকারের কার্যে যুক্ত। সাধু যদিও কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না, তবুও এই পৃথিবী এতই অকৃতজ্ঞ যে, সাধুরও অনেক শত্রু হয়ে যায়।

শত্রু এবং মিত্রের পার্থক্য কি? সেইটি কেবল আচরণের পার্থক্য। সমস্ত জীবের প্রতি সাধুর যে আচরণ, তা বদ্ধ জীবেদের ভব-বন্ধন মোচনের জন্যই। তাই বদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য সাধুর থেকে বড় কোন বন্ধু হতে পারে না। সাধু শান্ত এবং শান্তিপূর্ণভাবে তিনি শাস্ত্রের নিয়ম পালন করেন। সাধু মানে যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন এবং যিনি ভগবানের ভক্ত। যিনি প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত হতে বাধ্য, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করতে সমস্ত শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সাধু মানে হচ্ছে, যিনি শাস্ত্র-নির্দেশের অনুসরণকারী এবং যিনি ভগবানের ভক্ত। এই সমস্ত গুণাবলী ভগবদ্ভক্তের মধ্যে দেখা যায়। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে সমস্ত দিব্য গুণাবলী বিকশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক বিচারে অভক্ত যতই যোগ্য হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে পারমার্থিক বিচারে তার কোন সদ্‌গুণ নেই।

শ্লোক ২২

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্ ।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ২২ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; **অনন্যেন-ভাবেন**—অবিচলিত চিত্তে; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **কুর্বন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **যে**—যাঁরা; **দৃঢ়াম্**—একনিষ্ঠ; **মৎ-কৃতে**—আমার জন্য; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **কর্মাণঃ**—কার্যকলাপ; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **স্ব-জন**—আত্মীয়-স্বজন **বান্ধবাঃ**—বন্ধু-বান্ধব।

অনুবাদ

এই প্রকার সাধুরা একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের জন্য তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীকেও সাধু বলা হয়, কেননা তিনি তাঁর গৃহ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতি তাঁর সমস্ত দায়-দায়িত্ব—সব কিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী হচ্ছেন সাধারণত ত্যাগী, কিন্তু তাঁর সেই ত্যাগ তখনই সার্থক হয়, যখন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ঐকান্তিক সংযম সহকারে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তাই, এখানে বলা হয়েছে, *ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্*। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনপূর্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি সাধু। সাধু হচ্ছেন তিনি, যিনি সমাজ, পরিবার, মানবতাবাদ ইত্যাদি সব কিছু দায়িত্ব কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য পরিত্যাগ করেছেন। এই জগতে জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই জীবের বহু দায়-দায়িত্ব এবং ঋণ থাকে—জনসাধারণের কাছে, দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে, জীবসমূহের কাছে, পিতা-মাতার কাছে, পূর্বপুরুষদের কাছে এবং অন্যান্য অনেকের কাছে। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য সেই সমস্ত দায়িত্বগুলি ত্যাগ করেন, তখন তাঁকে সেই জন্য দণ্ডভোগ করতে হয় না। কিন্তু কেউ যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য এই সমস্ত দায়িত্বগুলি ত্যাগ করে, তা হলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২৩

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ ॥ ২৩ ॥

মৎ-আশ্রয়াঃ—আমার বিষয়ে; কথাঃ—কাহিনী; মৃষ্টাঃ—আনন্দদায়ক; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করে; কথয়ন্তি—কীর্তন করে; চ—এবং; তপন্তি—দুঃখ-দুর্দশা প্রদান করা; বিবিধাঃ—বিভিন্ন প্রকার; তাপাঃ—জড় ক্লেশ; ন—করে না; এতান্—তাঁদের; মৎ-গত—আমাতে নিবিষ্ট; চেতসঃ—চিত্ত।

অনুবাদ

নিরন্তর আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করে, সাধুরা কোন প্রকার জড়-জাগতিক তাপ অনুভব করেন না, কেননা তাঁরা সর্বদাই মদ্‌গত চিত্ত।

তাৎপর্য

এই সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—নানা প্রকার ক্লেশ রয়েছে। কিন্তু সাধুরা কখনও এই প্রকার ক্লেশের দ্বারা বিচলিত হন না, কেননা তাঁদের চিত্ত সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ, এবং তাই তাঁরা ভগবানের কার্যকলাপের এবং লীলা-বিলাসের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান না। মহারাজ অম্বরীষ ভগবানের লীলা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বাক্যালাপ করতেন না। *বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে* (ভাগবত ৯/৪/১৮)। তিনি তাঁর বাক্ ইন্দ্রিয়কে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তনে যুক্ত রেখেছিলেন। সাধুরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের কথা শুনতে আগ্রহী। যেহেতু তাঁদের চিত্ত কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ, তাই তাঁরা জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন। সাধারণ বদ্ধ জীবেরা ভগবানের কার্যকলাপের কথা বিস্মৃত হয়েছে বলে, সর্বদাই জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত। কিন্তু অপর পক্ষে, ভক্তেরা যেহেতু ভগবানের কথায় মগ্ন থাকেন, তাই তাঁরা জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কথা বিস্মৃত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২৪

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৪ ॥

তে এতে—যাঁরা; সাধবঃ—ভক্তেরা; সাধ্বি—হে সাধ্বী; সর্ব—সমস্ত; সঙ্গ—আসক্তি; বিবর্জিতাঃ—মুক্ত; সঙ্গঃ—আসক্তি; তেষু—তাঁদের; অথ—অতএব; তে—আপনার দ্বারা; প্রার্থ্যঃ—অন্বেষণীয়; সঙ্গ-দোষ—জড় আসক্তির দূষিত প্রভাব; হরাঃ—নিবৃত্তি সাধনকারী; হি—অবশ্যই; তে—তারা।

অনুবাদ

হে মাতঃ! হে সাধ্বি! এইগুলি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত মহান ভক্তদের গুণাবলী। আপনার অবশ্য কর্তব্য এই প্রকার সাধুদের প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা তার ফলে জড় আসক্তি-জনিত সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

কপিল মুনি এখানে তাঁর মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যদি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে সাধু বা যে-সমস্ত ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আসক্তি বর্ধন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্য তিনি, যিনি *নির্মানমোহাজিতসঙ্গদোষাঃ।* অর্থাৎ, যিনি জড় জগতের উপর আধিপত্য করার দাম্ভিক ভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন। জড়-জাগতিক বিচারে কেউ অত্যন্ত ধনী, যশস্বী বা সম্মানিত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার সমস্ত দাম্ভিক ভাব থেকে মুক্ত হতে হবে, কেননা সেইটি তাঁর মিথ্যা উপাধি।

এখানে যে *মোহ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে নিজেকে ধনী অথবা দরিদ্র বলে মনে করা। এই জড় জগতে যে নিজেকে অত্যন্ত ধনী অথবা দরিদ্র বলে মনে করে, অথবা জড় অস্তিত্বের সম্পর্কে এই প্রকার যে কোন ধারণা—তা মিথ্যা, কেননা এই শরীরটি অসৎ বা অনিত্য। যে শুদ্ধ আত্মা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তাঁকে সর্ব প্রথমে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। বর্তমানে আমাদের চেতনা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ প্রভাবে কলুষিত; তাই *ভগবদ্গীতায়* এই একই তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *জিতসঙ্গদোষাঃ*—প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এইখানেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—যে-শুদ্ধ ভক্ত চিৎ-জগতে ফিরে যেতে চান, তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ থেকে মুক্ত। আমাদের সেই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। ব্যবসায়ীদের, বৈজ্ঞানিকদের এবং মানব-সমাজের বিশেষ শিক্ষা এবং চেতনা বিকশিত করার বহু সংঘ রয়েছে, কিন্তু এমন কোন সংঘ নেই যা সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। কেউ যদি সেই স্তর

প্রাপ্ত হয়, যেখানে সে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাঁকে ভক্তের সংঘ খুঁজতে হবে, যেখানে একমাত্র কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন হয়। তার ফলে মানুষ সমস্ত জড় সংগ থেকে মুক্ত হতে পারে।

ভক্ত যেহেতু সমস্ত কলুষিত জড় সংগ থেকে মুক্ত, তাই তিনি জড় অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও মনে হয় যে, তিনি জড় জগতে রয়েছেন, কিন্তু তিনি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তা কি করে সম্ভব? তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, বিড়ালের কার্যকলাপের মাধ্যমে। বিড়াল তার মুখে করে তার শাবককে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায়, আর সে যখন একটি ইঁদুরকে মারে, তখন তাকেও তার মুখে করে নিয়ে যায়। এইভাবে উভয়কেই বিড়াল মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের অবস্থা ভিন্ন। বিড়াল-শাবকটি তার মায়ের মুখে সুখ অনুভব করে, কিন্তু ইঁদুর বিড়ালের মুখে মৃত্যুর আঘাত অনুভব করে। তেমনই, যাঁরা সাধকঃ বা কৃষ্ণভাবনাময় অপ্রাকৃত সেবাপরায়ণ ভক্ত, তাঁরা জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কলুষ অনুভব করেন না, কিন্তু যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তারা সেই সংসার-দুঃখ অনুভব করে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তসঙ্গের অন্বেষণ করা, এবং এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারবেন। তাঁদের বাণী এবং উপদেশের দ্বারা তিনি সংসার-বন্ধন ছেদন করতে সক্ষম হবেন।

শ্লোক ২৫

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সতাম্—শুদ্ধ ভক্তদের; **প্রসঙ্গাৎ**—সঙ্গ প্রভাবে; **মম**—আমার; **বীর্য**—অদ্ভুত কার্যকলাপ; **সংবিদঃ**—আলোচনার ফলে; **ভবন্তি**—হয়; **হৃৎ**—হৃদয়ের; **কর্ণ**—কানের; **রস-অয়নাঃ**—আনন্দদায়ক; **কথাঃ**—কাহিনী; **তৎ**—তার; **জোষণাৎ**—অনুশীলনের দ্বারা; **আশু**—শীঘ্রই; **অপবর্গ**—মুক্তির; **বর্ত্মনি**—মার্গে; **শ্রদ্ধা**—দৃঢ় বিশ্বাস; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অনুক্রমিষ্যতি**—ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে, ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ভাবে মুক্ত হওয়ার পর, যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত এবং ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করতে হয়। এই প্রকার সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা অথবা অধ্যয়নের দ্বারা যথাযথভাবে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত, কেননা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মানুষ সাধারণত পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপকে স্বীকার করে। যেহেতু তারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন এক সবিশেষ পুরুষ এবং তাঁর কার্যকলাপ রয়েছে। এইটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, ততক্ষণ ভক্তির কোন অর্থই হয় না। সেবা বা ভক্তি নিরাকার বা নির্বিশেষ কোন কিছুতেই করা যায় না। সেবা কোন ব্যক্তিকে করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য যে-সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে, অভক্তেরা সেইগুলি পাঠ করে কৃষ্ণভক্তির মূল্য নিরূপণ করতে পারে না; তারা মনে করে যে, এই সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা কতকগুলি মনগড়া গল্প-কথা। ভগবদ্ভক্তির মহিমা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেননা যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তাদের কাছে বিশ্লেষণ করা হয়নি। পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, তাঁকে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করতে হয়, এবং এই সঙ্গ প্রভাবে, যখন ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের সম্বন্ধে মনন করা হয় ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়, তখন তাঁর কাছে মুক্তির দ্বার খুলে যায়, এবং তিনি মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যার সুদৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে, তিনি নিষ্ঠাপরায়ণ হন, এবং ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গ করার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বর্ধিত হয়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা মানে ভগবানের সঙ্গ করা। যে ভক্ত এইভাবে

সঙ্গ করেন, তাঁর ভগবানের সেবা করার বাসনা বর্ধিত হয়, এবং তার পর ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়ার ফলে, তিনি ধীরে ধীরে সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৬

ভক্ত্যা পুমাঞ্জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া ।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যা—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **পুমান্**—মানুষ; **জাত-বিরাগঃ**—বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ার ফলে; **ঐন্দ্রিয়াৎ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; **দৃষ্ট**—দেখে (এই জগতে); **শ্রুতাৎ**—শ্রবণ করে (পরবর্তী জগতে); **মৎ-রচন**—সৃষ্টি আদি বিষয়ে আমার কার্যকলাপ; **অনুচিন্তয়া**—নিরন্তর চিন্তা করার ফলে; **চিত্তস্য**—মনের; **যত্তঃ**—যুক্ত; **গ্রহণে**—নিয়ন্ত্রণে; **যোগ-যুক্তঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত; **যতিষ্যতে**—প্রয়াস করবে; **ঋজুভিঃ**—সহজ; **যোগ-মার্গৈঃ**—যৌগিক পন্থার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে, নিরন্তর ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে, ইহলোকে এবং পরলোকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তির উদয় হয়। এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা হচ্ছে সব চাইতে সহজ-সরল যোগ অনুশীলনের পন্থা; কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যথাযথভাবে যুক্ত হন, তিনি তখন তাঁর মনকে সংযত করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

সমস্ত শাস্ত্রে পুণ্য কর্ম করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাতে তারা কেবল এই জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু ভক্তসঙ্গে ভগবানের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করতে অধিক আকৃষ্ট—কিভাবে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, কিভাবে তা তিনি

পালন করছেন, কিভাবে এই সৃষ্টি লয় হয়, এবং কিভাবে ভগবানের চিন্ময় ধামে ভগবানের লীলাসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণিত পূর্ণ সাহিত্য রয়েছে, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতা*, *ব্রহ্মসংহিতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত*। ঐকান্তিক ভক্তেরা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করেন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার এবং সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পান, এবং তার ফলে তিনি এই পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা অন্যান্য কোন গ্রহলোকে তথাকথিত সুখভোগ করার প্রতি বিরক্তি অনুভব করেন। ভগবদ্ভক্তেরা কেবল ব্যক্তিগতভাবে ভগবানের সঙ্গ করতেই আগ্রহী; অনিত্য জড় সুখের প্রতি তাঁদের আর কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। সেটিই হচ্ছে *যোগযুক্ত* ব্যক্তির স্থিতি। *যোগযুক্ত* ব্যক্তি এই পৃথিবীর অথবা অন্যান্য লোকের আকর্ষণের দ্বারা বিচলিত হন না; তিনি কেবল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা পারমার্থিক স্থিতি সম্বন্ধে আগ্রহী। এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করার সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে *ভক্তিযোগ*। *ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ*। এখানে যে *ঋজুভিঃ* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত, তার অর্থ হচ্ছে 'অত্যন্ত সহজ'। যোগ-সিদ্ধি লাভের জন্য অনেক *যোগ-মার্গ* রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পন্থাটি হচ্ছে সব চাইতে সহজ। এইটি কেবল সব চাইতে সহজ পন্থাই নয়, তার ফলটিও হচ্ছে সর্বোত্তম। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা গ্রহণ করতে চেষ্টা করা এবং জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা।

শ্লোক ২৭

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন ।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥ ২৭ ॥

অসেবয়া—সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **প্রকৃতেঃ গুণানাম্**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **বিজৃম্ভিতেন**—বিকশিত; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পিতয়া**—অবিচলিত; **চ**—এবং; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **প্রত্যক্-আত্মানম্**—পরমতত্ত্ব; **ইহ**—এই জীবনে; **অবরুন্ধে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

এইভাবে প্রকৃতির গুণের সেবায় যুক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করে, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ করে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা সে এই জীবনেই আমার সঙ্গ লাভ করে, কেননা আমি হচ্ছি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

কেউ যখন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন আদি প্রামাণিক শাস্ত্রবিহিত নবধা ভক্তির একটি, দুইটি অথবা সব কয়টি অঙ্গের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর স্বাভাবিকভাবেই আর জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গ করার কোন সুযোগ থাকে না। ভগবদ্ভক্তিতে ভালভাবে যুক্ত না হলে, জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই যারা ভক্ত নয়, তারা হাসপাতাল অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে তথাকথিত জনহিতকর কার্যকলাপে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ে। সেইগুলি নিঃসন্দেহে শুভ কর্ম—এই অর্থে যে, সেইগুলি হচ্ছে পুণ্য কর্ম, এবং তার ফলে অনুষ্ঠানকারী এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয় সুখভোগের কিছু সুযোগ পাবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখের সীমার বাইরে হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় কার্যকলাপ। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত হন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয় সুখভোগের কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ পান না। কৃষ্ণভক্তির কার্যকলাপ অন্ধের মতো অনুষ্ঠিত হয় না, পক্ষান্তরে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-ভিত্তিক আদর্শ জ্ঞানের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি সহকারে মনকে সর্বদাই যুক্ত করার এই যোগের পন্থা মুক্তি প্রদানকারী, এবং তা এই জীবনেই লাভ করা সম্ভব। যে ব্যক্তি এই ধরনের কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তের কাছে ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার পন্থা অনুমোদন করেছেন। শ্রোতা যে স্তরেরই হোন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি বিনম্র এবং বিনীতভাবে তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির কাছে ভগবানের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অন্য সমস্ত পন্থার দ্বারা অজিত যে ভগবান তাঁকে জয় করতে পারেন। আত্ম উপলব্ধির জন্য শ্রবণ অথবা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

শ্লোক ২৮

দেবহূতিরুবাচ
কাচিত্ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা ।
যয়া পদং তে নির্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্ ॥ ২৮ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **কাচিৎ**—কি; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **উচিতা**—উচিত; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **কীদৃশী**—কি প্রকার; **মম**—আমার দ্বারা; **গো-চরা**—অনুষ্ঠানের উপযুক্ত; **যয়া**—যার দ্বারা; **পদম্**—পা; **তে**—আপনার; **নির্বাণম্**—মুক্তি; **অঞ্জসা**—শীঘ্রই; **অন্বাশ্নবৈ**—প্রাপ্ত হব; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

ভগবানের এই বাণী শুনে, দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি প্রকার ভক্তি বিকাশ করব এবং অভ্যাস করব, যার ফলে আমি অনায়াসে এবং শীঘ্রই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রাপ্ত হতে পারি?

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের সেবা করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। স্ত্রী, শূদ্র অথবা বৈশ্য যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁরাও সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করে, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। বিভিন্ন প্রকার ভক্তের জন্য সব চাইতে উপযুক্ত ভক্তিমূলক সেবা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৯

যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্বাণাত্মংস্ত্বয়োদিতঃ ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্ ॥ ২৯ ॥

যঃ—যা; **যোগঃ**—যোগের পন্থা; **ভগবৎ-বাণঃ**—পরমেশ্বর ভগবানকে লক্ষ্য করে; **নির্বাণ-আত্মন্**—হে নির্বাণ-স্বরূপ; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উদিতঃ**—উক্ত; **কীদৃশঃ**—কি প্রকার; **কতি**—কত; **চ**—এবং; **অঙ্গানি**—শাখা-প্রশাখা; **যতঃ**—যার দ্বারা; **তত্ত্ব**—তত্ত্বের; **অববোধনম্**—জানা যায়।

অনুবাদ

আপনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, যোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের নিবৃত্তি সাধন করা। দয়া করে আপনি বলুন সেই যোগ কি প্রকার, এবং কতভাবে সেই অলৌকিক যোগকে বোঝা যায়?

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার যোগ-পদ্ধতি রয়েছে। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, এবং হঠযোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি, কিন্তু শ্রবণ, কীর্তন আদি নয়টি অঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয় যে-ভক্তিযোগ, তার লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। আত্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কিন্তু এখানে দেবহূতি বিশেষভাবে ভক্তিযোগের উল্লেখ করেছেন, যা ইতিমধ্যে ভগবান বিশ্লেষণ করেছেন। ভক্তিযোগের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, সেবন, আজ্ঞা পালন (দাস্য), তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা (সখ্য) এবং চরমে সব কিছু ভগবানের সেবায় অর্পণ করা (আত্ম-নিবেদন)। এই শ্লোকে *নির্বাণাত্মন্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উৎসাহী, কিন্তু তারা যদি কঠোর তপস্যা করার পরে ব্রহ্মজ্যোতির স্তরে উন্নীতও হন, তা হলেও তাদের এই জড় জগতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই, জ্ঞান যোগের প্রভাবে প্রকৃত পক্ষে জড় অস্তিত্বের নিবৃত্তি হয় না। তেমনই, হঠযোগের পন্থাতেও, যার লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মাকে জানা, দেখা গেছে যে, বিশ্বামিত্রের মতো বহু যোগীরা অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার পর, ভক্তিযোগী কখনও আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*—একবার সেখানে গেলে, আর তাকে ফিরে আসতে হয় না। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*—এই দেহ ত্যাগ করার পর, তাকে আর পুনরায় জড় শরীর ধারণ করার জন্য এখানে ফিরে আসতে হয় না। *নির্বাণ*-এর ফলে আত্মার অস্তিত্বের সমাপ্তি হয় না। আত্মা নিত্য। তাই *নির্বাণের* অর্থ হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি, এবং জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি মানে হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞাসা করে, জীব কিভাবে চিৎ-জগৎ থেকে এই জড় জগতে পতিত হয়। এখানে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বৈকুণ্ঠলোকে

সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে না আসা পর্যন্ত, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তর থেকে অথবা যোগ-সমাধির স্তর থেকে, জীবের অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। এই শ্লোকে আর একটি শব্দ *ভগবদ্বাণঃ* অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *বাণঃ* মানে হচ্ছে 'তীর'। ভক্তিযোগের পন্থা ঠিক পরমেশ্বর ভগবানকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার মতো। ভক্তিযোগ কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মা উপলব্ধির উদ্দেশ্য সাধন করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে না। এই *বাণঃ* এত তীক্ষ্ণ এবং বেগবান যে, তা নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা অনুভূতির স্তর ভেদ করে, সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যায়।

শ্লোক ৩০

তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে ।
সুখং বুদ্ধ্যেয় দুর্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

তৎ এতৎ—সেই; **মে**—আমাকে; **বিজানীহি**—কৃপা করে ব্যাখ্যা করুন; **যথা**—যাতে; **অহম্**—আমি; **মন্দ**—স্থূল; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **হরে**—হে ভগবান; **সুখম্**—সহজে; **বুদ্ধ্যেয়**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারি; **দুর্বোধম্**—যা বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **যোষা**—স্ত্রী; **ভবৎ-অনুগ্রহাৎ**—আপনার কৃপায়।

অনুবাদ

হে আমার প্রিয় পুত্র কপিল! আমি একজন স্ত্রীলোক। আমার পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন কেননা আমার বুদ্ধি অল্প। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে বিশ্লেষণ করেন, তা হলে মন্দবুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমি তা বুঝতে পারব এবং তার ফলে দিব্য সুখ অনুভব করতে পারব।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বজ্ঞান অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষেরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; কিন্তু *গুরুদেব* যদি শিষ্যের প্রতি সদয় হন, তা হলে সেই শিষ্য যতই নির্বোধ হোক না কেন, গুরুদেবের দিব্য কৃপায় তার কাছে সব কিছু প্রকাশিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্*, গুরুদেবের কৃপায়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা, ভগবৎ-*প্রসাদঃ* প্রকাশিত হয়। দেবহূতি তাঁর মহান পুত্রকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হন, কেননা তিনি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন

স্ত্রীলোক এবং তাঁর মাতা। কপিলদেবের কৃপায় তাঁর পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছিল, যদিও সেই বিষয়টি সাধারণ মানুষের পক্ষে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

শ্লোক ৩১

মৈত্রেয় উবাচ

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং
জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ।
তত্ত্বাম্নায়ং যৎপ্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; বিদিত্বা—জেনে; অর্থম্—অভিপ্রায়; কপিলঃ—ভগবান কপিল; মাতুঃ—তাঁর মায়ের; ইত্থম্—এইভাবে; জাত-স্নেহঃ—কৃপাপরবশ হয়েছিলেন; যত্র—যাঁর প্রতি; তন্বা—তাঁর দেহ থেকে; অভিজাতঃ—জাত; তত্ত্ব-আম্নায়ম্—গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত তত্ত্ব; যৎ—যা; প্রবদন্তি—বলা হয়; সাংখ্যম্—সাংখ্য দর্শন; প্রোবাচ—বর্ণনা করেছিলেন; বৈ—বাস্তবিকভাবে; ভক্তি—ভক্তি; বিতান—বিস্তার করে; যোগম্—যোগ।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—তাঁর মায়ের কথা শুনে, কপিলদেব তাঁর উদ্দেশ্য অবগত হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি তিনি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন কেননা তাঁর দেহ থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর কাছে সাংখ্য দর্শন বর্ণনা করেছিলেন, যা গুরু-পরম্পরায় ভক্তি এবং যোগের সমন্বয়।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **দেবানাম্**—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের; **গুণ-লিঙ্গানাম্**—যা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়; **আনুশ্রবিক**—শাস্ত্র অনুসারে; **কর্মণাম্**—কোন কর্ম; **সত্ত্বে**—মনে অথবা ভগবানে; **এব**—কেবল; **এক-মনসঃ**—অবিকৃত মন-সমন্বিত ব্যক্তির; **বৃত্তিঃ**—প্রবণতা; **স্বাভাবিকী**—স্বাভাবিক; **তু**—প্রকৃত পক্ষে; **যা**—যা; **অনিমিত্তা**—নিমিত্ত-রহিত; **ভাগবতী**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **সিদ্ধেঃ**—মুক্তির থেকেও; **গরীয়সী**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

কপিলদেব বললেন—ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতাদের প্রতীক, এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন দেবতাদের প্রতীক, তেমনই মন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মনের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। সেই সেবার ভাব যখন কোন রকম উদ্দেশ্য ব্যতীত ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তা মুক্তির থেকেও অনেক অধিক শ্রেয়স্কর।

তাৎপর্য

জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বেদ-বিহিত কার্যে অথবা বৈষয়িক কার্যে সর্বদা যুক্ত। ইন্দ্রিয়-সমূহের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে কোনও উদ্দেশ্যে কার্য করা, এবং মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে মন ইন্দ্রিয়সমূহের নেতা; তাই তাকে বলা হয় *সত্ত্ব*। তেমনই এই জড় জগতের বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের নায়ক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন দেবতাদের প্রতীক, এবং মন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে। সেবা যখন পরমেশ্বর ভগবানকে লক্ষ্য করে সম্পাদিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি তাদের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের একটি নাম হচ্ছে 'হৃষীকেশ', কেননা তিনি প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু বা অধীশ্বর। ইন্দ্রিয় এবং মনের স্বাভাবিকভাবেই কর্ম করার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি যখন জড়ের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখন তা কোন জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে অথবা দেবতাদের সেবার উদ্দেশ্যে কার্য করে, যদিও প্রকৃত পক্ষে সেইগুলির উদ্দেশ্য ভগবানের সেবা করা। ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় *হৃষীক*, এবং পরমেশ্বর

ভগবানের একটি নাম হচ্ছে হৃষীকেশ। পরোক্ষভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক প্রবণতা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রয়েছে। তাকে বলা হয় ভক্তি।

কপিলদেব বলেছেন, ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড়-জাগতিক লাভ অথবা অন্যান্য স্বার্থপর উদ্দেশ্য-রহিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় ভক্তি। এই সেবার ভাব মুক্তির থেকেও বা সিদ্ধির থেকেও অনেক গুণ শ্রেয়। ভক্তি বা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার প্রবণতা হচ্ছে এমনই একটি পারমার্থিক স্তর, যা মুক্তির থেকেও অনেক ভাল। তাই মুক্তির স্তর অতিক্রম করার পর হচ্ছে ভক্তির স্তর। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করা যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, অথবা বেদ-বিহিত কর্মে যুক্ত হয়, তখন কোন হেতু বা উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না, তাকে বলা হয় *অনিমিত্তা* এবং সেইটি হচ্ছে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, মন যখন বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ অথবা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত না হয়ে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়, তা বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি থেকেও অনেক গুণে শ্রেয়।

শ্লোক ৩৩

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥

জরয়তি—গলিয়ে ফেলে; **আশু**—শীঘ্রই; **যা**—যা; **কোশম্**—সূক্ষ্ম শরীরকে; **নিগীর্ণম্**—ভুক্ত দ্রব্য; **অনলঃ**—অগ্নি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভক্তি জীবের সূক্ষ্ম দেহকে অতিরিক্ত প্রয়াস ব্যতীতই ক্ষয় করে ফেলে, ঠিক যেমন জঠরাগ্নি সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করে দেয়।

তাৎপর্য

ভক্তির স্তর মুক্তির অনেক ঊর্ধ্বে কেননা মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, জঠরাগ্নি আমাদের সমস্ত আহারকে হজম করতে পারে। পচন-শক্তি যথেষ্ট হলে, আমরা যা কিছুই

খাই না কেন, তা জঠরাগ্নির দ্বারা হজম হয়ে যাবে। তেমনই, ভক্তকে আলাদাভাবে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সেই সেবা হচ্ছে মুক্তির পন্থা, কেননা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া মানে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই কথাটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার যদি অহৈতুকী ভক্তি থাকে, তা হলে মুক্তিদেবী দাসীর মতো আমার সেবা করেন। দাসীর মতো মুক্তিদেবী আমি যা চাই তা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।"

ভক্তের কাছে মুক্তি কোন সমস্যাই নয়। কোন রকম পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই মুক্তি লাভ হয়ে যায়। তাই মুক্তি বা নির্বিশেষ স্তর থেকে ভক্তি অনেক শ্রেয়। নির্বিশেষবাদীরা মুক্তি লাভের জন্য কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধন করেন, কিন্তু ভক্ত কেবল ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, বিশেষ করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, এবং ভগবানের প্রসাদ সেবা করার ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর জিহ্বাকে সংযত করতে সক্ষম হন। জিহ্বা সংযত হলে, স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের সংযম হচ্ছে যোগের পূর্ণতা এবং কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই তাঁর মুক্তি শুরু হয়। কপিলদেব প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভক্তিযোগ সিদ্ধি বা মুক্তি থেকে গরীয়সী।

শ্লোক ৩৪

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্
মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনই না; **এক-আত্মতাম্**—একত্বে লীন হয়ে যাওয়া; মে—আমার; **স্পৃহয়ন্তি**—আকাঙ্ক্ষা করে; **কেচিৎ**—কোন; **মৎ-পাদ-সেবা**—আমার চরণ-কমলের সেবা; **অভিরতাঃ**—যুক্ত; **মৎ-ঈহাঃ**—আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা করে; **যে**—যারা; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পর; **ভাগবতাঃ**—শুদ্ধ ভক্ত; **প্রসজ্য**—মিলিত হয়ে; **সভাজয়ন্তে**—গুণগান করে; **মম**—আমার; **পৌরুষাণি**—মহিমান্বিত কার্যকলাপের।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই আমার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত, তিনি কখনও আমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই আমার লীলা-বিলাসের এবং কার্যকলাপের কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার মুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, অথবা নিজের ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করে পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়া। একে বলা হয় *একাত্মতাম্*। ভক্ত কখনও এই প্রকার মুক্তি স্বীকার করে না। অন্য চারটি মুক্তি হচ্ছে—ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া বা *সালোক্য* মুক্তি, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করা বা *সামীপ্য* মুক্তি, ভগবানের মতো ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া বা *সার্ষ্টি* মুক্তি, এবং ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া বা *সারূপ্য* মুক্তি। শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই পাঁচ প্রকার মুক্তির কোনটি আকাঙ্ক্ষা করেন না, যা কপিল মুনি বিশ্লেষণ করবেন। তিনি বিশেষভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিকে নারকীয় বলে মনে করে ঘৃণা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন মহান ভক্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, *কৈবল্যং নরকায়তে* —"পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে-সুখ, যা মায়াবাদীরা কামনা করে, তা নারকীয় বলে মনে করা হয়। এই একাত্মতা শুদ্ধ ভক্তদের জন্য নয়।

তথাকথিত বহু ভক্ত রয়েছে যারা মনে করে যে, বদ্ধ অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা হলেও, চরমে ভগবান বলে কোন ব্যক্তি নেই; তারা বলে যে, পরমতত্ত্ব যেহেতু নির্বিশেষ, তাই সাময়িকভাবে তার একটা রূপ কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু মুক্তি লাভের পর সেই আরাধনা বন্ধ হয়ে যায়। এটি হচ্ছে মায়াবাদীদের দর্শন। প্রকৃত পক্ষে নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে তারা তাঁর দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। যদিও এই ব্রহ্মজ্যোতি ভগবানের সবিশেষ দেহ থেকে অভিন্ন, তথাপি এই প্রকার একাত্মতা (পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়া) শুদ্ধ ভক্ত কখনও গ্রহণ করতে চান না, কেননা শুদ্ধ ভক্তদের আনন্দ ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার তথাকথিত ব্রহ্মানন্দ থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি। সর্ব শ্রেষ্ঠ আনন্দ হচ্ছে ভগবানের সেবা করার আনন্দ। ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদা চিন্তা করেন কিভাবে ভগবানের সেবা করা যায়; তাঁরা জড় জগতের সব চাইতে বড় বাধা-বিপত্তির মধ্যে থেকেও সর্বদাই ভগবানের সেবা করার উপায় চিন্তা করেন।

মায়াবাদীরা ভগবানের লীলার বর্ণনাকে গল্প বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেইগুলি গল্প নয়; সেইগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের

লীলা-বিলাসের বর্ণনাকে গল্পকথা বলে মনে না করে, পরম সত্যরূপে গ্রহণ করেন। এখানে *মম পৌরুষাণি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তেরা ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করার প্রতি সর্বদাই অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু মায়াবাদীরা এই সমস্ত কার্যকলাপের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। তাদের মতে পরমতত্ত্ব নির্বিশেষ। সবিশেষ অস্তিত্ব না থাকলে, কার্যকলাপ কিভাবে সম্ভব? নির্বিশেষবাদীরা *শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভগবদ্‌গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের যে কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেইগুলিকে কল্পনা-প্রসূত গল্পকথা বলে মনে করে, এবং তাই তারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে তার কদর্থ করে তা বিশ্লেষণ করে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা কেবল অজ্ঞ জনসাধারণকে বিপথগামী করার জন্য অনর্থক শাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করে, তার কদর্থ করে তা ব্যাখ্যা করে। মায়াবাদীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের ভাষ্য শুনতে নিষেধ করেছেন। কেননা তার ফলে সর্বনাশ হবে, এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তির মার্গে কখনও আর প্রবেশ করতে পারবে না, অথবা দীর্ঘ কালের পর ভক্তিমার্গে আসতে পারবে।

কপিল মুনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি মুক্তিরও অতীত। তাকে বলা হয় *পঞ্চম পুরুষার্থ*। সাধারণত মানুষ ধর্ম অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কাজে ব্যস্ত, এবং চরমে তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ভক্তি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব রকম কপট ধর্ম *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সব রকম আচার অনুষ্ঠান, এবং তার পর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে নিরাশ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, এই সব কিছুই *শ্রীমদ্ভাগবতে* সর্বতোভাবে বর্জন করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত* বিশেষ করে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের জন্য, যাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত, ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং সর্বদাই ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের মহিমা-কীর্তনে যুক্ত। বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরায় ভগবানের যে-সমস্ত অপ্রাকৃত কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য *পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে, শুদ্ধ ভক্তেরা তার আরাধনা করেন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা সেইগুলিকে গল্পকথা বলে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেইগুলি অত্যন্ত মহান এবং আরাধ্য বিষয়, এবং তাই ভগবদ্ভক্তেরাই কেবল তা আস্বাদন করতে পারেন। সেইটিই হচ্ছে মায়াবাদী এবং শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি ।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥

পশ্যন্তি—দেখেন; **তে**—তারা; **মে**—আমার; **রুচিরাণি**—সুন্দর; **অম্ব**—হে মাতঃ; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **প্রসন্ন**—হাস্যোজ্জ্বল; **বক্ত্র**—মুখ; **অরুণ**—প্রভাতকালীন সূর্যের মতো; **লোচনানি**—নেত্র; **রূপাণি**—রূপ; **দিব্যানি**—দিব্য; **বর-প্রদানি**—সর্ব মঙ্গলময়; **সাকম্**—আমার সঙ্গে; **বাচম্**—বাণী; **স্পৃহণীয়াম্**—অনুকূল; **বদন্তি**—তারা বলে।

অনুবাদ

হে মাতঃ! আমার ভক্তেরা সর্বদাই উদীয়মান প্রভাতী সূর্যের মতো অরুণ লোচনযুক্ত আমার প্রসন্ন মুখমণ্ডল-সমন্বিত রূপ অবলোকন করেন। তাঁরা আমার সর্ব মঙ্গলময় বিভিন্ন রূপ দর্শন করতে চান, এবং অনুকূলভাবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান।

তাৎপর্য

মায়াবাদী এবং নাস্তিকেরা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রতিমা বলে মনে করে, কিন্তু ভক্তেরা প্রতিমা-পূজক নন। তাঁরা ভগবানের *অর্চা* অবতাররূপে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর পূজা করেন। *অর্চা* মানে হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থায় যে-রূপে আমরা তাঁর আরাধনা করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের জড় চক্ষু এবং জড় ইন্দ্রিয় তাঁর চিন্ময় রূপ অনুভব করতে পারে না। আমাদের পক্ষে জীবাত্মার চিন্ময় রূপ পর্যন্ত দর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন আমরা দেখতে পাই না, কিভাবে চিন্ময় আত্মা দেহ ত্যাগ করে। এইটি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দোষ। আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হওয়ার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যে-রূপ গ্রহণ করেন, তাকে বলা হয় *অর্চা-বিগ্রহ*। এই *অর্চা-বিগ্রহকে* কখনও কখনও *অর্চা* অবতারও বলা হয়, এবং তা তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। পরমেশ্বর ভগবান যেমন অনেক অবতার গ্রহণ করেন, তেমনই তিনি মাটি, কাঠ, ধাতু, মণি ইত্যাদি পদার্থ থেকে তৈরি রূপ গ্রহণ করেন।

ভগবানের রূপ ব্যক্ত করার বহু শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে। এই সমস্ত রূপগুলি জড় নয়। ভগবান যদি সর্ব ব্যাপক হন, তা হলে তিনি জড় পদার্থেও রয়েছেন। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু নাস্তিকদের ধারণা ঠিক তার বিপরীত। যদিও তারা প্রচার করে সব কিছুই ভগবান, কিন্তু যখন তারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে, তখন তারা তাকে ভগবান বলে স্বীকার করে না। তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সব কিছুই ভগবান, তা হলে বিগ্রহ ভগবান হবেন না কেন? প্রকৃত পক্ষে, ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন রকম; তাঁদের দৃষ্টি ভগবৎ প্রেমরূপী অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত। ভগবানের বিভিন্ন রূপ দর্শন করা মাত্রই ভক্তেরা প্রেমাপ্লুত হয়ে ওঠেন, কেননা তাঁরা নাস্তিকদের মতো মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহকে তাঁর থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না। ভক্তেরা মন্দিরে ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল শ্রীবিগ্রহকে অপ্রাকৃত এবং চিন্ময় বলে মনে করেন, এবং তাঁদের কাছে তাঁর সাজ-সজ্জা এবং অলঙ্করণ অত্যন্ত প্রিয়। গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার কিভাবে করতে হয়, কিভাবে মন্দির মার্জন করতে হয়, এবং কিভাবে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। বিষ্ণু মন্দিরে অনেক বিধি-বিধান পালন করা হয়, এবং ভক্তেরা সেখানে গিয়ে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে, চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন, কেননা ভগবানের সমস্ত বিগ্রহ অত্যন্ত বদান্য। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভক্তেরা তাঁদের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, এবং অনেক সময় শ্রীবিগ্রহ উত্তর দেন। তবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে অতি উন্নত স্তরের ভক্তেরাই কথা বলতে পারেন। কখনও কখনও ভগবান স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর ভক্তদের নির্দেশ দেন। শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে ভক্তদের এই ভাবের বিনিময় নাস্তিকেরা বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্তেরা প্রকৃত পক্ষে তা উপভোগ করেন। কপিল মুনি বিশ্লেষণ করছেন, ভক্তেরা কিভাবে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সুন্দর শৃঙ্গার এবং মুখমণ্ডল দর্শন করেন, এবং কিভাবে তাঁরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

শ্লোক ৩৬

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্ক্তে ॥ ৩৬ ॥

তৈঃ—সেই রূপের দ্বারা; **দর্শনীয়**—মনোহর; **অবয়বৈঃ**—অবয়ব; **উদার**—উদার; **বিলাস**—লীলা-বিলাস; **হাস**—হাসি; **ঈক্ষিত**—অবলোকন; **বাম**—মনোহর; **সূক্তৈঃ**—আনন্দদায়ক বাণী; **হৃত**—মোহিত; **আত্মনঃ**—মন; **হৃত**—মোহিত; **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **চ**—এবং; **ভক্তি**—ভক্তি; **অনিচ্ছতঃ**—অনিচ্ছা; **মে**—আমার; **গতিম্**—ধাম; **অণ্বীম্**—সূক্ষ্ম; **প্রযুঙ্ক্তে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল এবং আকর্ষক রূপ দর্শন করে এবং তাঁর অত্যন্ত মধুর বাণী শ্রবণ করে, শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হয়। তার ফলে তাঁদের মুক্তি লাভের স্পৃহা না থাকলেও, তাঁরা আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান।

তাৎপর্য

তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন—উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্তেরাও মুক্ত আত্মা। এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যদিও তাঁদের কোন জ্ঞান নেই, কেবল মাত্র মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মনোহর শৃঙ্গার দর্শন করে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, ভক্তেরা তাঁদের অন্য সমস্ত চেতনা হারান। কেবল মাত্র কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার ফলে, অজ্ঞাতভাবেই তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। কেবল মাত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে অনন্য ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভক্ত ব্রহ্মের সমান হয়ে যান। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।* অর্থাৎ জীব তার স্বরূপে ব্রহ্ম কেননা তিনি পরম ব্রহ্মের অভিন্ন অংশ। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হওয়ার ফলে, তিনি মোহাচ্ছন্ন এবং মায়াগ্রস্ত হন। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ-বিস্মৃতি হচ্ছে মায়া। অন্যথায় তিনি শাশ্বতরূপে ব্রহ্ম।

কেউ যখন আপন স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার শিক্ষা লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। 'ব্রহ্ম' বলতে বোঝায় আত্ম উপলব্ধির অবস্থা। কনিষ্ঠ ভক্ত, যিনি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে খুব একটা উন্নত নন, কিন্তু গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেন, ভগবানের কথা চিন্তা করেন, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং

ভগবানকে নিবেদন করার জন্য ফল-ফুল নিয়ে আসেন—তিনিও অজ্ঞাতসারে মুক্তি লাভ করেন। *শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ* —গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভক্ত শ্রীবিগ্রহকে সম্মান করেন এবং নৈবেদ্য নিবেদন করেন। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, এবং সীতা-রাম-এর বিগ্রহ ভক্তদের কাছে এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁরা যখন মন্দিরে সুন্দরভাবে সজ্জিত সেই বিগ্রহ দর্শন করেন, তখন তাঁরা ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে যান। সেইটি মুক্তির অবস্থা। পক্ষান্তরে বলা যায়, এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কনিষ্ঠ ভক্তেরাও দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং যাঁরা জ্ঞান অথবা অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা মুক্তি লাভের চেষ্টা করছেন, তাঁদের থেকে তাঁরা অনেক উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। শুকদেব গোস্বামী এবং চার কুমারের মতো মহান নির্বিশেষবাদীরাও মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য, তাঁর শৃঙ্গার এবং তাঁর চরণে নিবেদিত তুলসীর সুগন্ধের দ্বারা মোহিত হয়ে ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা মুক্ত অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদী থাকার পরিবর্তে তাঁরা ভগবানের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

এখানে *বিলাস* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *বিলাস* বলতে ভগবানের কার্যকলাপ বা লীলা বোঝায়। মন্দিরে ভগবানের আরাধনার একটি অঙ্গ হচ্ছে সুন্দর শৃঙ্গারে সজ্জিত তাঁর রূপই কেবল দর্শন করা নয়, সেই সঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* অথবা এই ধরনের শাস্ত্র যা নিয়মিতভাবে মন্দিরে পাঠ হয়, তা শ্রবণ করা। বৃন্দাবনে একটি প্রথা রয়েছে যে, প্রত্যেক মন্দিরে *শাস্ত্র* পাঠ হয়। এমন কি কনিষ্ঠ ভক্ত, যাঁর শাস্ত্র-জ্ঞান নেই অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* বা *ভগবদ্গীতা* পাঠ করার সময় নেই, তিনিও এইভাবে ভগবানের লীলা-বিলাস শ্রবণ করার সুযোগ পান। এইভাবে তাঁদের মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তায়—তাঁর রূপ, তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর অপ্রাকৃত প্রকৃতির চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারে। কৃষ্ণভাবনার এই স্তর হচ্ছে মুক্ত অবস্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন—(১) ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, (২) ভগবানের ভক্তদের সঙ্গ করা এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের সেবা করা, (৩) *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা, (৪) মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা এবং যদি সম্ভব হয় (৫) বৃন্দাবন অথবা মথুরা আদি স্থানে বাস করা। এই পাঁচটি অঙ্গের অনুশীলন ভক্তকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভে সাহায্য করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* এবং এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে স্বীকার করা হয়েছে যে, কনিষ্ঠ ভক্তও অজ্ঞাতসারে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৭

অথো বিভূতিং মম মায়াবিনস্তা-
মৈশ্বর্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥ ৩৭ ॥

অথো—তার পর; **বিভূতিম্**—ঐশ্বর্য; **মম**—আমার; **মায়াবিনঃ**—মায়ার অধীশ্বর; **তাম্**—তা; **ঐশ্বর্যম্**—যোগ-সিদ্ধি; **অষ্ট-অঙ্গম্**—অষ্ট অঙ্গ-সমন্বিত; **অনুপ্রবৃত্তম্**—অনুসরণ করে; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **ভাগবতীম্**—বৈকুণ্ঠের; **বা**—অথবা; **অস্পৃহয়ন্তি**—কামনা করে না; **ভদ্রাম্**—আনন্দময়; **পরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মে**—আমার; **তে**—সেই ভক্তেরা; **অশ্নুবতে**—উপভোগ করে; **তু**—কিন্তু; **লোকে**—এই জীবনে।

অনুবাদ

এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বর্গলোকের এমন কি সত্যলোকের সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের অষ্ট-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

মায়া প্রদত্ত *বিভূতি* বা ঐশ্বর্যসমূহ বিভিন্ন প্রকার। এই পৃথিবীতেও আমরা বিভিন্ন প্রকার জড়-জাগতিক সুখ উপভোগ করি, কিন্তু কেউ যদি চন্দ্রলোক, সূর্যলোক অথবা তার থেকেও উচ্চতর মহর্লোক, জনলোক, এবং তপোলোক, এমন কি ব্রহ্মার নিবাসস্থল সত্যলোকেও যান, সেখানেও জড় সুখভোগের অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের আয়ু এখানকার মানুষদের থেকে অনেক অনেক বেশি। কথিত হয় যে, আমাদের ছয় মাসে চন্দ্রলোকের একদিন হয় এবং সেই অনুসারে সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু। সর্বোচ্চ লোকের অধিবাসীদের আয়ু আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার বার ঘন্টা আমাদের গণিতজ্ঞদের কাছেও অচিন্তনীয়। এই সমস্ত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বা *মায়ার* বর্ণনা। এ ছাড়া, অন্যান্য অনেক ঐশ্বর্য রয়েছে, যা যোগীরা যোগ অনুশীলনের দ্বারা লাভ করতে পারেন। তবে সেইগুলিও ভৌতিক। ভক্ত কখনও এই সমস্ত ভৌতিক

ভোগের কামনা করেন না, যদিও তাঁরা ইচ্ছা করলেই সেইগুলি লাভ করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত ইচ্ছা মাত্রই আশ্চর্যজনক সফলতা লাভ করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত সেইগুলি কামনা করেন না। জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য, খ্যাতি এবং সুন্দরী রমণীর সঙ্গ কামনা না করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন; ভক্তের একমাত্র বাসনা হওয়া উচিত ভগবানের সেবায় মগ্ন হওয়া, এমন কি তিনি মুক্তি লাভ করতে চান না, তা হলেও জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্ত ভগবানের সেবাতেই যুক্ত থাকতে চান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ হয়ে গেছে। ভগবদ্ভক্তেরা উচ্চতর লোকের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করেন এমন কি বৈকুণ্ঠলোকেরও। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*ভাগবতীং ভদ্রাম্*। বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই নিত্যরূপে শান্তিময়, তবুও শুদ্ধ ভক্ত সেখানে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু তা হলেও তিনি সেই সুযোগ লাভ করেন; তিনি এই জীবনেই জড় জগতের এবং চিৎ-জগতের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করেন।

শ্লোক ৩৮

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

ন—না; কর্হিচিৎ—কখনও; মৎ-পরাঃ—আমার ভক্তগণ; শান্ত-রূপে—হে মাতঃ; নঙ্‌ক্ষ্যন্তি—হারাবে; ন—না; মে—আমার; অনিমিষঃ—সময়; লেঢ়ি—ধ্বংস করে; হেতিঃ—অস্ত্র; যেষাম্—যাঁর; অহম্—আমি; প্রিয়ঃ—প্রিয়; আত্মা—স্বীয়; সুতঃ—পুত্র; চ—এবং; সখা—বন্ধু; গুরুঃ—গুরু; সুহৃদঃ—শুভাকাঙ্ক্ষী; দৈবম্—দেবতা; ইষ্টম্—অভীষ্ট।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে মাতঃ! ভক্তেরা যে দিব্য ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা কখনও নষ্ট হয় না; কোন রকম অস্ত্র এমন কি কালচক্রও সেই ঐশ্বর্য বিনষ্ট করতে পারে না। যেহেতু ভক্তেরা আমাকে তাঁদের সখা, আত্মীয়, পুত্র, গুরু, সুহৃৎ এবং ইষ্টদেবতা বলে গ্রহণ করেন, তাই তাঁদের ঐশ্বর্য থেকে তাঁরা কখনও বঞ্চিত হন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তার পুণ্য কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে এমন কি ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে, কিন্তু সেই পুণ্য কর্মের ফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাকে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে এসে নতুন জীবন শুরু করতে হয়। অতএব উচ্চতর লোকে উপভোগ এবং দীর্ঘ আয়ু লাভের জন্য উন্নীত হলেও, সেই অবস্থাটি স্থায়ী নয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের ক্ষেত্রে, তাঁদের সম্পত্তি—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য, এই লোকেও কখনও নষ্ট হয় না। এই শ্লোকে কপিলদেব তাঁর মাতাকে *শান্তরূপা* বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ভক্তের ঐশ্বর্য স্থির, কেননা ভক্তেরা বৈকুণ্ঠ পরিবেশে নিরন্তর স্থির থাকেন, যাকে বলা হয় *শান্তরূপ* কেননা তা শুদ্ধ সত্ত্ব, এবং জড়া প্রকৃতির রজোগুণ ও তমোগুণ তাকে বিচলিত করতে পারে না। কেউ যখন একবার ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় স্থির হন, তখন তাঁর দিব্য সেবার স্থিতি নষ্ট করা যায় না, এবং তাঁর আনন্দ এবং সেবা কেবল অন্তহীনরূপে বর্ধিতই হতে থাকে। বৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণভাবনাযুক্ত ভক্তদের উপর কালের কোন প্রভাব পড়ে না। জড় জগতে কাল সব কিছুকে ধ্বংস করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে কাল এবং দেবতাদের কোন প্রভাব নেই, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে কোন দেবতা নেই। এখানে আমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন বিভিন্ন দেবতারা; এমন কি আমার হাত ও পায়ের সঞ্চালনও দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে দেবতাদের অথবা কালের কোন প্রভাব নেই; তাই সেখানে ধ্বংসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে কাল রয়েছে, সেখানে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যেখানে কাল নেই—অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ নেই—সেখানে সব কিছুই নিত্য। তাই, এই শ্লোকে *ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি* শব্দটির ব্যবহার রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, চিন্ময় ঐশ্বর্য কখনও বিনষ্ট হবে না।

বিনষ্ট না হওয়ার কারণেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের প্রিয়তম বলে স্বীকার করেন এবং তাঁর সঙ্গে নানা প্রকার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তাঁর প্রতি আচরণ করেন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধুরূপে, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে, প্রিয়তম পুত্ররূপে, প্রিয়তম গুরুরূপে, প্রিয়তম সুহৃৎরূপে অথবা প্রিয়তম ইষ্টদেবরূপে স্বীকার করেন। ভগবান নিত্য; তাই তাঁর সঙ্গে যে-সম্পর্ক স্থাপন হয়, তাও নিত্য। এখানে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে-সম্পর্ক, তার কখনও বিনাশ হয় না, এবং তাই সেই সম্পর্কের যে-ঐশ্বর্য, তাও কখনও বিনষ্ট হয় না। প্রতিটি জীবেরই ভালবাসার প্রবণতা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, যার কোন প্রেমাস্পদ নেই, সে তার

ভালবাসার প্রবণতাকে সাধারণত বিড়াল-কুকুর আদি পোষা জন্তুদের উপর অর্পণ করে। এইভাবে সমস্ত জীবের ভালবাসার শাশ্বত প্রবণতা সর্বদাই প্রেমাস্পদের অন্বেষণ করে। এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানকে আমরা আমাদের পরম প্রেমাস্পদরূপে—সখারূপে, পুত্ররূপে, গুরুরূপে অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে ভালবাসতে পারি—এবং তাতে কোন রকম প্রতারণা নেই এবং সেই প্রেমের কোন অন্ত নেই। আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের আনন্দ বিভিন্নভাবে নিত্যকাল উপভোগ করতে পারি। এই শ্লোকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম গুরুরূপে গ্রহণ করা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং বলেছিলেন, এবং অর্জুন কৃষ্ণকে গুরুরূপে স্বীকার করেছিলেন। তেমনই শ্রীকৃষ্ণকে কেবল পরম গুরুরূপে বরণ করতে হবে।

কৃষ্ণ বলতে অবশ্য কৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের বোঝায়; কৃষ্ণ কখনই একলা থাকেন না। আমরা যখন কৃষ্ণের কথা বলি, 'কৃষ্ণ' বলতে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের ধাম এবং কৃষ্ণের পরিকর সব কিছুকেই বোঝায়। কৃষ্ণ কখনই একা থাকেন না, কেননা কৃষ্ণভক্তেরা নির্বিশেষবাদী নন। যেমন একজন রাজা সর্বদাই তাঁর মন্ত্রী, তাঁর সেনাপতি, তাঁর সেবক এবং তাঁর সেবার সামগ্রী সহ থাকেন। যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পার্ষদ গুরুদেবকে স্বীকার করি, তখন আমাদের জ্ঞান কোন কলুষিত প্রভাবের দ্বারা বিনষ্ট হতে পারে না। জড় জগতে আমরা যে-জ্ঞান অর্জন করি, কালের প্রভাবে তা পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সিদ্ধান্ত, যা আমরা *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি, তার কখনও কোন পরিবর্তন হতে পারে না। *ভগবদ্গীতার* অর্থ করার কোন প্রয়োজন নেই; তা নিত্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা উচিত। তিনি কখনও প্রতারণা করবেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের মিত্রবৎ উপদেশ প্রদান করবেন এবং মিত্রবৎ রক্ষা করবেন। কৃষ্ণকে যদি পুত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, তা হলে কখনও তাঁর মৃত্যু হবে না। এখানে যখন কারও অত্যন্ত প্রিয় পুত্র অথবা সন্তান হয়, তখন পিতা-মাতা, অথবা তার প্রতি স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিরা সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন, "আমার পুত্রের যেন মৃত্যু না হয়।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণের কখনও মৃত্যু হবে না। তাই যাঁরা কৃষ্ণকে বা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা কখনও তাঁদের সেই পুত্রকে হারাবেন না। ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পুত্ররূপে গ্রহণ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। বঙ্গদেশে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং এমন কি ভক্তের মৃত্যুর পর, শ্রীবিগ্রহ তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ সংস্কার সম্পন্ন করেছেন। এই

সম্পর্ক কখনও বিনষ্ট হয় না। মানুষ বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে অভ্যস্ত, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* তার নিষেধ করা হয়েছে; তাই যথেষ্ট বুদ্ধির দ্বারা বিচারপূর্বক কেবল পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপের, যেমন—লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম এবং রাধা-কৃষ্ণেরই কেবল পূজা করা উচিত। তার ফলে মানুষ কখনও প্রতারিত হবে না। দেব-দেবীদের পূজা করার ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু জড় জগতের প্রলয়ের সময়, সেই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের লোকও বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হবেন, যেখানে কালের কোন প্রভাব নেই, এবং যেখানে প্রলয় বা বিনাশ নেই। অতএব চরমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন যে ভক্ত, তাঁর উপর কাল কখনই তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

শ্লোক ৩৯-৪০

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভয়ায়িনম্ ।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥ ৩৯ ॥
বিসৃজ্য সর্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্ ।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্মৃত্যোরতিপারয়ে ॥ ৪০ ॥

ইমম্—এই; **লোকম্**—জগৎ; **তথা**—অনুসারে; **এব**—নিশ্চয়ই; **অমুম্**—সেই জগৎ; **আত্মানম্**—সূক্ষ্ম দেহ; **উভয়**—উভয়; **অয়িনম্**—ভ্রমণ করে; **আত্মানম্**—দেহ; **অনু**—সম্পর্কে; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **ইহ**—এই জগতে; **যে**—যা কিছু; **রায়ঃ**—ঐশ্বর্য; **পশবঃ**—পশু; **গৃহাঃ**—গৃহ; **বিসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **সর্বান্**—সমস্ত; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এইভাবে; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বেশ্বর; **ভজন্তি**—আরাধনা করে; **অনন্যয়া**—অবিচলিতভাবে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **তান্**—তাঁদের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **অতিপারয়ে**—পার করি।

অনুবাদ

যাঁরা ইহলোকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পশু, গৃহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু, এমন কি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, অনন্য ভক্তি সহকারে সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বেশ্বর আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁদের সংসার-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাই।

তাৎপর্য

এই দুইটি শ্লোকে যেভাবে অনন্য ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় বা ভক্তি সহকারে, পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বস্ব বলে গ্রহণ করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুতে রয়েছেন, তাই অনন্য ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা হলে, তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায় এবং অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যও সম্পাদিত হয়ে যায়। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর অপর পারে নিয়ে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা সংসার-সমুদ্রের পরপারে যেতে চান, তাঁদের যেন কোন রকম জড়-জাগতিক সম্পত্তি না থাকে। অর্থাৎ, তাঁরা যেন জাগতিক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, গৃহ, পশু ইত্যাদি জড়-জাগতিক সম্পদ সঞ্চয় করার মাধ্যমে এই জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা না করেন অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা না করেন।

শুদ্ধ ভক্ত যে কিভাবে অলক্ষিতভাবে মুক্তি লাভ করেন এবং তার লক্ষণ কি তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বদ্ধ জীবের অস্তিত্বের দুইটি অবস্থা রয়েছে। একটি অবস্থা হচ্ছে ইহলোকে, এবং অন্যটি পরলোকে। কেউ যদি সত্ত্বগুণে থাকেন, তা হলে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন, কেউ যদি রজোগুণে থাকেন তা হলে তাকে এখানেই থাকতে হবে, যে-সমাজ কর্মপ্রধান, এবং কেউ যদি তমোগুণে থাকেন, তা হলে তাকে পশু-জীবনে অথবা নিম্ন স্তরের মানব-জীবনে অধঃপতিত হতে হবে। কিন্তু ভক্তের ইহলোকের বা পরলোকের কোন চিন্তা নেই। কেননা তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তার জাগতিক উন্নতি সাধনের অথবা উচ্চ স্তরের বা নিম্নস্তরের জীবনের কোন বাসনা থাকে না। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—"হে প্রভু! কোথায় আমার জন্ম হবে তা নিয়ে আমি কোন চিন্তা করি না, তবে আপনার ইচ্ছায় আমাকে যদি জন্ম গ্রহণ করতেই হয়, তবে অন্তত একটি পিপীলিকা রূপেও আমি যেন ভক্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করতে পারি।" শুদ্ধ ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করেন না। প্রকৃত পক্ষে, শুদ্ধ ভক্ত কখনও মনে করেন না যে, তিনি মুক্তি লাভের যোগ্য। তাঁর বিগত জীবন এবং দুষ্ট কর্মের কথা মনে করে, তিনি নিজেকে নরকের নিম্নতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেন। এই জীবনে যদি আমি ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, তার অর্থ এই নয় যে, আমার পূর্ব জীবনে আমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিলাম। তা সম্ভব নয়। তাই, ভক্ত সর্বদাই তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। তিনি মনে করেন যে, কেবল ভগবানের চরণে তাঁর

পূর্ণ শরণাগতির ফলে, ভগবানের কৃপায়, তাঁর ক্লেশ লাঘব হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* যে উল্লেখ করা হয়েছে—"আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ কর্ম থেকে রক্ষা করব"—সেটিই হচ্ছে ভগবানের কৃপা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তি তাঁর পূর্ব জন্মে কোন অন্যায় কর্ম করেননি। ভগবদ্ভক্ত সর্বদা প্রার্থনা করেন—"আমার পাপ কর্মের ফলে, আমি বার বার জন্ম গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, আমি যেন কখনও আপনার সেবার কথা ভুলে না যাই।" ভক্তের এতখানি মনোবল রয়েছে, এবং তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—"আমাকে যদি বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হয়, সেই জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি, কিন্তু আমি যেন আপনার শুদ্ধ ভক্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করতে পারি, যাতে আমি পুনরায় নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাই।"

শুদ্ধ ভক্ত কখনও তাঁর পরবর্তী জন্মে নিজের উন্নতি সাধনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন না। সেই প্রকার সমস্ত আশা তিনি ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন। গৃহস্থরূপে অথবা একটি পশুরূপে, যেই জীবনেই জন্ম হোক না কেন, কিছু না কিছু সন্তান-সন্ততি বা ধন-সম্পত্তি থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সেইগুলির জন্য মোটেই আগ্রহী নন। ভগবানের কৃপায় তিনি যা লাভ করেছেন, তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততির শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য মোটেই আসক্ত নন। তিনি তাঁর কর্তব্যের অবহেলা করেন না—তিনি কর্তব্যপরায়ণ—তবে তিনি তাঁর অনিত্য গৃহস্থালির অথবা সমাজ-জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করেন না। তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে কেবল যতটুকু সময় একান্তই প্রয়োজন, ততটুকুই ব্যয় করেন (*যথার্হম্ উপযুঞ্জতঃ*)। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত এই জীবনে কি হবে অথবা পরবর্তী জীবনে কি হবে, তা চিন্তা করেন না; এমন কি তিনি তাঁর পরিবার, সন্তান-সন্ততি অথবা সমাজের কথা ভাবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তের দেহ ত্যাগের পর, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান আয়োজন করেন। দেহ ত্যাগের পর তাঁকে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয় না। সাধারণ জীবেরা তাদের কর্ম অনুসারে, আর একটি শরীর ধারণের জন্য অন্য এক মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হন, ভগবানের সঙ্গ করার জন্য। সেটিই হচ্ছে ভগবানের বিশেষ কৃপা। তা কিভাবে সম্ভব হবে তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা

করা হয়েছে। ভগবান যেহেতু সর্ব শক্তিমান, তাই তাঁর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। তিনি সমস্ত পাপ কর্ম ক্ষমা করতে পারেন। তিনি যে-কোন ব্যক্তিকে নিমেষের মধ্যে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে পারেন। সেইটি হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি।

শ্লোক ৪১

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ ।
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥ ৪১ ॥

ন—না; **অন্যত্র**—অন্যথা; **মৎ**—আমি ভিন্ন; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরাৎ**—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই ঈশ্বর; **আত্মন্**—আত্মা; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ভয়ম্**—ভয়; **তীব্রম্**—ভয়ঙ্কর; **নিবর্ততে**—নিবৃত্তি হয়।

অনুবাদ

আমি ব্যতীত অন্য কারও শরণ গ্রহণ করার ফলে, কেউই ভীষণ জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা আমি হচ্ছি সর্ব শক্তিমান, সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস, এবং সমস্ত আত্মার পরম আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিবৃত্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বলা হয়েছে—*হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি।* পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা যায় না। এখানেও সেই ধারণাই প্রতিপন্ন হয়েছে—কেউ তার ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানার পন্থা অবলম্বন করে অথবা যোগের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু যে যাই করুক না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত না হলে, কোন পন্থাই তাকে মুক্তি দান করতে পারে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা হলে যারা এত কঠোরভাবে বিধি-বিধান পালন করে তপস্যা করছে এবং কৃচ্ছ্র সাধন করছে, তাদের কি সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ? তার উত্তর *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) দেওয়া হয়েছে—*যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ* । কৃষ্ণ যখন তাঁর মাতা দেবকীর গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—"হে পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান! যারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে অথবা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে অথবা ভগবান হয়ে গেছে, কিন্তু এইভাবে চিন্তা

করা সত্ত্বেও তাদের বুদ্ধি প্রশংসনীয় নয়। তারা অজ্ঞ বুদ্ধিসম্পন্ন।" উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের বুদ্ধিমত্তা, তা উন্নতই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক, তা শুদ্ধ নয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে, জীব ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্যন্ত বিজ্ঞ পুরুষেরই শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হয়। *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন।

শরণাগতির পন্থা ব্যতীত, মুক্তি লাভ করা যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—"যারা ভক্তিবিহীন পন্থা অবলম্বন করে, অহঙ্কারাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, তারা মার্জিত অথবা নির্মল বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, কেননা তারা এখনও আপনার শরণাগত হয়নি। নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মানুভূতির কিনারে আসা সত্ত্বেও, তারা মনে করে যে, তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, যেহেতু তারা চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারেনি, তাই তারা পুনরায় জড় কার্যকলাপের স্তরে অধঃপতিত হয়।" নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানার মাধ্যমেই কেবল সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাকে অবশ্যই পরমব্রহ্মের সেবায় যুক্ত হতে হবে; সেটিই হচ্ছে ভক্তি। ব্রহ্মের কর্তব্য হচ্ছে পরমব্রহ্মের সেবায় যুক্ত হওয়া। বলা হয় যে, ব্রহ্ম না হলে ব্রহ্মের সেবা করা যায় না। পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং জীবও ব্রহ্ম। নিজেকে ব্রহ্ম, চিন্ময় আত্মা, ভগবানের নিত্য সেবক বলে উপলব্ধি না করে, কেউ যদি কেবল নিজেকে ব্রহ্ম বলে মনে করে, তা হলে সেইটি কেবল পুঁথিগত জ্ঞান। তাকে সেই সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে; তা হলেই কেবল সে ব্রহ্মপদে স্থিত হতে পারবে। তা না হলে তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অভক্তেরা যেহেতু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবা উপেক্ষা করে, তাই তাদের বুদ্ধি পর্যাপ্ত নয়, এবং সেই জন্য তাদের অধঃপতন হয়। কর্ম করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। সে যদি চিন্ময় কর্মে যুক্ত না হয়, তা হলে তাকে জড় জগতের কার্যকলাপের স্তরে অধঃপতিত হতে হবে। যখনই কেউ জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অধঃপতিত হয়, তখন তার পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে কপিলদেব সেই কথাই বলেছেন—"আমার কৃপা ব্যতীত" (*নান্যত্র মদ্ভগবতঃ*)। এখানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এবং তাই তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে জীবকে উদ্ধার করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তাঁকে এখানে *প্রধান*ও বলা হয়েছে কেননা তিনি হচ্ছেন পরম। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী,

কিন্তু যিনি তাঁর শরণাগত হন, তিনি তাঁকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। *ভগবদ্গীতায়* এও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়। কিন্তু যিনি তাঁর শরণাগত হন, তিনি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুকূল। কেবল মাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায়, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তা না হলে, মুক্তির অন্যান্য পন্থা জন্ম-জন্মান্তর ধরে অনুশীলন করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

শ্লোক ৪২

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

মৎ-ভয়াৎ—আমার ভয়ে; **বাতি**—প্রবাহিত হয়; **বাতঃ**—বায়ু; **অয়ম্**—এই; **সূর্যঃ**—সূর্য; **তপতি**—কিরণ বিতরণ করে; **মৎ-ভয়াৎ**—আমার ভয়ে; **বর্ষতি**—বর্ষণ করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **দহতি**—দহন করে; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **চরতি**—বিচরণ করে; **মৎ-ভয়াৎ**—আমার ভয়ে।

অনুবাদ

আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, মেঘের রাজা ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু বিচরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রকৃতির নিয়মগুলি তাঁরই অধ্যক্ষতার ফলে সঠিকভাবে কার্য করে। কখনই মনে করা উচিত নয় যে, প্রকৃতি কারও অধ্যক্ষতা ব্যতীতই আপনা থেকে কাজ করছে। বৈদিক শাস্ত্র বলে যে, মেঘ ইন্দ্রদেব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সূর্যদেব তাপ বিতরণ করে, চন্দ্রদেব স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করে, এবং পবনদেবের ব্যবস্থাপনায় বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু সর্বোপরি এই সমস্ত দেবতাদের মধ্যে রয়েছেন সর্ব প্রধান পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। দেবতারাও সাধারণ জীবাত্মা, কিন্তু ভগবানের প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা এবং ভক্তির ফলে, তাঁরা এই সমস্ত পদে নিযুক্ত হয়েছেন। চন্দ্র, বরুণ, বায়ু আদি বিভিন্ন দেবতা বা পরিচালকদের বলা হয় *অধিকারি-দেবতা*। দেবতারা হচ্ছেন বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ। পরমেশ্বর ভগবানের রাষ্ট্র কেবল একটি দুইটি গ্রহকে নিয়েই নয়; কোটি-কোটি গ্রহ এবং কোটি-কোটি

ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে। পরমেশ্বর ভগবানের রাষ্ট্র বিশাল, এবং তাঁর সহকারীর প্রয়োজন হয়। দেবতাদের তাঁর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এইগুলি বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা। এই পরিস্থিতিতে সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, অগ্নিদেব এবং বায়ুদেব পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় কার্য করছে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*। প্রকৃতির নিয়মগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু সব কিছুর পিছনে তিনি রয়েছেন, তাই সব কিছু যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে সম্পন্ন হচ্ছে।

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি অন্য সমস্ত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। তখন তাকে আর অন্য কারও সেবা করতে হয় না অথবা অন্য কারও কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় না। অবশ্য তা বলে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করেন না, পক্ষান্তরে তার সমস্ত চিন্তা এবং শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকে। ভগবান কপিলদেবের এই উক্তি, তাঁর নির্দেশে বায়ু প্রবাহিত হয়, অগ্নি দহন করে, সূর্য তাপ বিতরণ করে, তা ভাবপ্রবণতা নয়। নির্বিশেষবাদীরা বলতে পারে যে, *ভাগবতের* ভক্তেরা তাঁদের কল্পনায় ভগবানকে সৃষ্টি করে এবং তাঁর মধ্যে বিভিন্ন গুণ আরোপ করে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কল্পনা নয় এবং ভগবানের নামে কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন গুণ এবং শক্তি আরোপ করা হয় না। *বেদে* বলা হয়েছে, *ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে/ভীষোদেতি সূর্যঃ*—"পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে পবনদেব এবং সূর্যদেব কার্য করছে।" *ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ / মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ*—"অগ্নি, ইন্দ্র এবং মৃত্যু সকলেই তাঁর পরিচালনায় কার্য করছেন।" এইগুলি বেদের বাণী।

শ্লোক ৪৩

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **বৈরাগ্য**—বৈরাগ্য; **যুক্তেন**—যুক্ত; **ভক্তি-যোগেন্**—ভক্তির দ্বারা; **যোগিন**—যোগীগণ; **ক্ষেমায়**—শাশ্বত লাভের জন্য; **পাদ-মূলম্**—চরণ; **মে**—আমার; **প্রবিশন্তি**—শরণ গ্রহণ করে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভয়ে।

অনুবাদ

যোগীগণ তাঁদের শাশ্বত লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগে আমার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, এবং আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁরা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

তাৎপর্য

যিনি প্রকৃত পক্ষে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী। এখানে *যুক্তেন ভক্তিযোগেন* শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সমস্ত যোগী ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বোত্তম যোগী। *ভগবদ্গীতায়* এই সর্বোত্তম যোগীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। এই সমস্ত যোগীরা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-বিহীন নন। ভক্তিযোগী আপনা থেকেই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেন। সেইটি হচ্ছে ভক্তিযোগের আনুষঙ্গিক ফল। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যিনি ভক্তি সহকারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করেছেন, এবং কিভাবে যে তা লাভ হয়, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। *অহৈতুকী*—অর্থাৎ বিনা কারণে তা লাভ হয়। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরও হয়, ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে, শাস্ত্রের দিব্য জ্ঞান তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রেও সেই কথা বলা হয়েছে। যিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁর কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মর্ম প্রকাশিত হয়। তাঁকে পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না; যে যোগী ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ বৈরাগ্য অর্জন করেছেন। যদি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অভাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর ভক্তি পূর্ণ হয়নি। মূল কথা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত চিৎ-জগতে—ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা সেই ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা যায় না। ভগবানের চরণে যাঁরা শরণাগত, তাঁদের বলা হয় *অকুতোভয়*। তাঁরা নিঃসংশয় এবং নির্ভয়, এবং ভগবদ্ধামে তাঁদের প্রবেশ নিশ্চিত।

শ্লোক ৪৪

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৪৪ ॥

এতাবান্ এব—এই পর্যন্ত; **লোকে অস্মিন্**—এই জগতে; **পুংসাম্**—মানুষদের; **নিঃশ্রেয়স**—জীবের অন্তিম সিদ্ধি; **উদয়ঃ**—প্রাপ্তি; **তীব্রেণ**—তীব্র; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; **মনঃ**—মন; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **স্থিরম্**—স্থির হয়।

অনুবাদ

তাই যাঁদের মন ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়ে স্থির হয়েছে, তাঁরাই সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন। জীবনের চরম সিদ্ধি লাভের সেটিই একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

এখানে *মনো ময্যর্পিতম্*, যার অর্থ হচ্ছে 'মন আমাতে স্থির হওয়ায়', শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অবতারের শ্রীপাদপদ্মে তার মনকে স্থির করা। সুদৃঢ়ভাবে তাতে মনকে স্থির করাই মুক্তির উপায়। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে অম্বরীষ মহারাজ। তিনি তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করেছিলেন, তিনি কেবল ভগবানের লীলা-বিলাসের কথাই বলতেন, তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসী এবং পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, তিনি কেবল ভগবানের মন্দিরে যাওয়ার জন্যই পায়ে হাঁটতেন, তিনি তাঁর হাতগুলি ভগবানের মন্দির মার্জনের জন্য ব্যবহার করতেন, তিনি তাঁর জিহ্বাকে ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ আস্বাদনে যুক্ত করতেন, এবং তিনি তাঁর কান দিয়ে ভগবানের মহান লীলা-বিলাসের বর্ণনা শুনতেন। এইভাবে তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিল। সর্ব প্রথমে মনকে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করতে হয়। মন যেহেতু সব কটি ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তাই মন যখন যুক্ত হয়, তখন সব কটি ইন্দ্রিয়ও যুক্ত হয়। সেটিই হচ্ছে *ভক্তিযোগ*। যোগ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রকৃত অর্থে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; সেইগুলি সর্বদাই অত্যন্ত উত্তেজিত। একটি শিশুর ক্ষেত্রেও সেইটি সত্য—কতক্ষণ জোর করে তাকে এক জায়গায় চুপ করে বসিয়ে রাখা যায়? তা সম্ভব নয়। অর্জুনও বলেছেন, *চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ*—"মন সর্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল।" মনকে স্থির করার সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাকে অর্পণ করা। *মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্*। কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হন, সেইটি হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। কৃষ্ণভাবনায় সমস্ত কর্মই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবদ্ভক্তির মহিমা' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্ ।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অথ**—এখন; **তে**—আপনাকে; **সম্প্রবক্ষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **তত্ত্বানাম্**—পরমতত্ত্বের বিভিন্ন শ্রেণীর; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **পৃথক্**—একে একে; **যৎ**—যা; **বিদিত্বা**—জেনে; **বিমুচ্যেত**—মুক্ত হতে পারে; **পুরুষঃ**—যে-কোন ব্যক্তি; **প্রাকৃতৈঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ থেকে।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ! এখন আমি পরমতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আপনার কাছে বর্ণনা করব, যা জানার ফলে যে কোন ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায় (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*)। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* ভক্তির বিষয় *মাম্* অথবা কৃষ্ণকে বলা হয়েছে। এবং, *চৈতন্য-চরিতামৃতেও* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে জানা মানে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি, তাঁর প্রকাশ এবং তাঁর অবতারসমূহ সহ শ্রীকৃষ্ণকে জানা। শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য জ্ঞানের অনেক বিভাগ রয়েছে। সাংখ্য দর্শন বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ। তা সাধারণত পরম্পরার ধারায় ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞানরূপে জানা যায়। ভক্তির প্রারম্ভিক পাঠ সম্বন্ধে পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন ভগবান ভক্তির

বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করবেন। তিনি বলেছেন যে, এই প্রকার বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা*— বিভিন্নভাবে তত্ত্বত ভগবানকে জানার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। এখানেও তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড়া প্রকৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, শাশ্বত আত্মা, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার অথবা আধিপত্য করার অতি অল্প বাসনাও থাকে, ততক্ষণ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই মানুষকে বিশ্লেষণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হয়, যা ভগবান কপিলদেব সাংখ্য দর্শনের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্ ।
যদাহুর্বর্ণয়ে তত্তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥ ২ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **নিঃশ্রেয়স-অর্থায়**—পরম সিদ্ধির জন্য; **পুরুষস্য**—মানুষের; **আত্ম-দর্শনম্**—আত্ম উপলব্ধি; **যৎ**—যা; **আহুঃ**—কথিত হয়েছে; **বর্ণয়ে**—আমি বিশ্লেষণ করব; **তৎ**—তা; **তে**—আপনার কাছে; **হৃদয়**—হৃদয়ে; **গ্রন্থি**—গ্রন্থি; **ভেদনম্**—ছেদন করে।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির চরম পূর্ণতা হচ্ছে জ্ঞান। আমি সেই জ্ঞান আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব, যার দ্বারা জড় জগতের প্রতি আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করা যায়।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে যে, শুদ্ধ আত্মজ্ঞান যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, অর্থাৎ আত্ম উপলব্ধির ফলে, জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের প্রভাবে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ হয়, যার ফলে জীব তার যথাযথ স্বরূপে নিজেকে দর্শন করতে পারে। সেই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* (৩/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে। *তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি*—কেবল নিজের আধ্যাত্মিক স্তর হৃদয়ঙ্গম করার ফলে,

অথবা নিজের স্বরূপে নিজেকে দর্শন করার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রে *আত্ম-দর্শন* বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—(*পুরুষস্য আত্ম-দর্শনম্*), অর্থাৎ মানুষকে *আত্ম-দর্শনের* দ্বারা জানতে হয় সে কে। কপিলদেব তাঁর মায়ের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই 'দর্শন' যথাযথভাবে প্রামাণিক সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। কপিলদেব হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক সূত্র, কেননা তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তিনি যা বিশ্লেষণ করেছেন, তা যদি কেউ নির্দ্বিধায় যথাযথভাবে গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি *আত্ম-দর্শন* করতে পারেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর কাছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সরাসরিভাবে বলেছেন যে, প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যখন স্থিরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম আত্মার বিভিন্ন অংশ, এবং তাঁর নিত্য অবস্থান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর সেবা করা, তখন তিনি আত্ম উপলব্ধ হন। নিজেকে যথাযথভাবে জানার এই স্তর জড়-জাগতিক আকর্ষণের গ্রন্থি ছেদন করে (*হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্*)। অহঙ্কার বা জড় দেহ এবং জড় জগতের সঙ্গে ভ্রান্ত পরিচিতির ফলে, জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারে যে, গুণগতভাবে সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক, কেননা প্রকৃত পক্ষে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, এবং তার নিত্য স্থিতি হচ্ছে সেবা করা, তখন জীবের *আত্ম-দর্শন* হয় এবং তার *হৃদয়-গ্রন্থি* ভেদ হয়, এবং তখন তার আত্ম উপলব্ধি হয়। জীব যখন জড় জগতের প্রতি তার আসক্তির গ্রন্থি ছেদন করতে পারে, তখন তার সেই উপলব্ধিকে বলা হয় জ্ঞান। *আত্ম-দর্শনম্* মানে হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে দর্শন করা; অতএব কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞানের অনুসরণের দ্বারা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি নিজেকে দর্শন করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম প্রয়োজন। এইভাবে আত্মা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। সাংখ্য নামক সুসংবদ্ধ দার্শনিক পন্থার অনুশীলনকে বলা হয় জ্ঞান এবং আত্ম উপলব্ধি।

শ্লোক ৩

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥

অনাদিঃ—আদি-রহিত; **আত্মা**—পরমাত্মা; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **নির্গুণঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **প্রকৃতেঃ পরঃ**—জড় জগতের অতীত; **প্রত্যক্-ধামা**—সর্বত্র দর্শনীয়; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং প্রকাশ; **বিশ্বম্**—সমগ্র সৃষ্টি; **যেন**—যার দ্বারা; **সমন্বিতম্**—পালিত হয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, এবং তাঁর আদি নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অতীত। তিনি সর্বত্রই উপলব্ধ হন কেননা তিনি স্বয়ং প্রকাশ, এবং তাঁর অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির পালন হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে অনাদি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি *পুরুষ* অর্থাৎ পরমাত্মা। *পুরুষ* মানে হচ্ছে 'ব্যক্তি'। আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতায় যখন আমরা কোন ব্যক্তির কথা চিন্তা করি, সেই ব্যক্তির আদি রয়েছে। অর্থাৎ তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর জীবনের শুরু থেকে একটি ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন অনাদি। আমরা যদি সমস্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করে দেখি, তা হলে দেখতে পাই যে, প্রত্যেকেরই আদি রয়েছে কিন্তু আমরা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখি যাঁর আদি নেই, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। ভগবান সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা; তিনি অনাদি, অথচ তিনি হচ্ছেন সকলের আদি। এই বর্ণনাটি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভগবানকে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মার সংজ্ঞা কি? আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে 'মহান'। তাঁর মহিমা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায়। এবং সেই মহিমাটি কি? চেতনা। চেতনা সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে, কেননা তা সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে; আমাদের দেহের প্রতিটি রোমকূপে আমরা চেতনা অনুভব করি। সেইটি হচ্ছে ব্যক্তিগত চেতনা। তেমনই, পরম চেতনা রয়েছে। এই সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্রদীপ এবং সূর্যালোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সূর্যের আলোক সর্বত্র দর্শন করা যায়, এমন কি ঘরের ভিতরে অথবা আকাশেও তা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু একটি ছোট্ট প্রদীপের আলোক সীমিত। তেমনই, আমাদের চেতনা আমাদের দেহের সীমার মধ্যেই অনুভব করা যায়, কিন্তু

পরম চেতনা বা ভগবানের অস্তিত্ব সর্বত্র অনুভব করা যায়। তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা সর্বত্রই বিরাজমান। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে যে, সর্বত্র আমরা যা কিছু দেখি, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির বিতরণ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান চেতন এবং জড়—এই দুই প্রকার শক্তির দ্বারা সর্ব ব্যাপ্ত এবং সর্বত্র বিরাজমান। চেতন এবং জড় উভয় প্রকার শক্তিই সর্ব ব্যাপ্ত, এবং এটিই হচ্ছে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ।

সর্বত্র চেতনার অস্তিত্ব সাময়িক নয়। তা অনাদি, এবং যেহেতু তা অনাদি, তাই তা অনন্তও। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কোন এক বিশেষ অবস্থায় চেতনের বিকাশ হওয়ার যে এক মতবাদ, তা এখানে স্বীকার করা হয়নি, কেননা সর্ব ব্যাপ্ত যে-চেতনা তা অনাদি। জড়বাদী অথবা নাস্তিক মতবাদ প্রচার করে যে, আত্মা নেই, ভগবান নেই, এবং জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে চেতনার উদ্ভব হয়েছে। এই ধরনের মতবাদ কখনই গ্রহণ করা যায় না। জড় পদার্থ অনাদি নয়; তার আদি রয়েছে। আমাদের এই জড় দেহে যেমন আদি রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের শরীরেও আদি রয়েছে; এবং আমাদের জড় দেহের উৎপত্তি যেমন আত্মার ভিত্তিতে হয়েছে, তেমনই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শরীরও পরমাত্মার ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়েছে। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য*। সমগ্র জড় জগতের এই প্রকাশ—তার সৃষ্টি, তার বৃদ্ধি, তার পালন এবং তার বিনাশ—সবই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* ভগবান বলেছেন, "আমি সব কিছুর আদি, এবং সব কিছুর উৎপত্তির উৎস।"

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কোন অনিত্য ব্যক্তি নন, এবং তাঁর কোন আদি নেই। তাঁর কোন কারণ নেই, কিন্তু তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ। *পরঃ* মানে 'জড়াতীত', 'সৃজনাত্মক শক্তির অতীত।' ভগবান হচ্ছেন এই সৃজনাত্মক শক্তির স্রষ্টা। আমরা দেখতে পাই যে, জড় জগতে একটি সৃজনাত্মক শক্তি রয়েছে, কিন্তু ভগবান সেই শক্তির অধীন নন। তিনি *প্রকৃতি-পরঃ*, এই শক্তির অতীত। তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট ত্রিতাপ দুঃখের অধীন নন, কেননা তিনি তাঁর অতীত। জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে স্পর্শ করে না। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *স্বয়ংজ্যোতিঃ*—তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময়। জড় জগতে আমরা দেখেছি যে, একটি আলোক অন্য আরেকটি আলোকের প্রতিবিম্ব, ঠিক যেমন চন্দ্রের কিরণ সূর্যের আলোকের প্রতিবিম্ব। সূর্যালোকও ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিবিম্ব। তেমনই, ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের প্রতিবিম্ব। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্য প্রভা প্রভবতঃ*। ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহের প্রভা।

তাই এখানে বলা হয়েছে, *স্বয়ংজ্যোতিঃ*—তিনি স্বয়ং আলোক। তাঁর রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিরূপে, সূর্যালোকরূপে এবং চন্দ্রকিরণরূপে বিভিন্নভাবে বিতরিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* প্রতিপন্ন করে যে, চিৎ-জগতে সূর্যালোক, চন্দ্রকিরণ অথবা বিদ্যুতের কোন প্রয়োজন হয় না। *উপনিষদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা চিৎ-জগৎকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট, তাই সেখানে সূর্যালোক, চন্দ্রের জ্যোৎস্না অথবা অন্য কোন আলোক বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। চিন্ময় আত্মা অথবা চিন্ময় চেতনা যে জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কোন এক সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল, এই আত্ম-প্রকাশ সেই মতবাদকে খণ্ডন করে। *স্বয়ংজ্যোতিঃ* বলতে বোঝায় যে, তাতে কোন রকম জড়ের অথবা জড় প্রতিক্রিয়ার লেশমাত্র নেই। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের সর্ব ব্যাপকতা সর্বত্র তাঁর জ্যোতি প্রকাশের জন্য। আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য যদিও এক স্থানে অবস্থিত, তবুও কোটি-কোটি মাইল জুড়ে সর্বত্র সূর্যের কিরণ বিতরণ হচ্ছে। এটি আমাদের একটি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। তেমনই, যদিও পরম জ্যোতি তাঁর স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনে অবস্থিত, তবুও তাঁর জ্যোতি কেবল চিৎ-জগতেই নয়, তার বাইরেও প্রকাশিত হচ্ছে। জড় জগতেও সেই আলোক সূর্যমণ্ডলের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, এবং সূর্যের আলোক চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এইভাবে, যদিও তিনি তাঁর স্বীয় ধামে অবস্থিত, কিন্তু তাঁর কিরণ চিৎ-জগতের এবং জড় জগতের সর্বত্রই বিতরণ হচ্ছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—তিনি গোলোকে নিবাস করেন, তবুও তাঁর সৃষ্টির সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। তিনি সব কিছুর পরমাত্মা, তিনি পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর অসংখ্য চিন্ময় গুণাবলী রয়েছে। তা থেকে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় যে, যদিও তিনি নিঃসন্দেহে একজন পুরুষ, তবুও তিনি এই জড় জগতের কোন পুরুষ নন। মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না যে, এই জড় জগতের অতীত কোন পুরুষ থাকতে পারে; তাই তাঁরা নির্বিশেষবাদী। কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় অস্তিত্বের অতীত।

শ্লোক ৪

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ৪ ॥

সঃ এষঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **সূক্ষ্মাম্**—সূক্ষ্ম; **দৈবীম্**—শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত; **গুণ-ময়ীম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ-সমন্বিত; **বিভুঃ**—মহতের থেকেও মহীয়ান; **যদৃচ্ছয়া**—তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে; **ইব**—যথেষ্ট; **উপগতাম্**—প্রাপ্ত হয়েছে; **অভ্যপদ্যত**—তিনি স্বীকার করেছেন; **লীলয়া**—তাঁর লীলারূপে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহতের থেকেও মহীয়ান, তাঁর লীলারূপে সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন, যা ত্রিগুণাত্মিকা, এবং শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গুণময়ীম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *দৈবীম্* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি' এবং *গুণময়ীম্* মানে 'জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ-সমন্বিত।' পরমেশ্বর ভগবানের জড়া প্রকৃতি যখন প্রকাশিতা হয়, তখন এই *গুণময়ীম্* শক্তি প্রকৃতির তিনটি গুণরূপে প্রকাশিত হয়, এবং তা আবরণরূপে ক্রিয়া করে। পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত শক্তি দুইরূপে প্রকাশিত হয়—ভগবানের প্রকাশরূপে এবং ভগবানের মুখমণ্ডলের আবরণরূপে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যেহেতু সমগ্র জগৎ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মোহিত, তাই সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মারা এই শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে না। এই সূত্রে মেঘের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ আকাশে একটি বিরাট মেঘের আবির্ভাব হয়। এই মেঘটিকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে। সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই মেঘটি তার শক্তির সৃষ্টি, কিন্তু সাধারণ বদ্ধ মানুষের কাছে তা তাদের চক্ষুর আবরণ। এই মেঘটির জন্য তারা সূর্যকে দেখতে পায় না। এমন নয় যে, সূর্য মেঘটির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে; এই মেঘের দ্বারা কেবল সাধারণ মানুষের দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হয়। তেমনই, মায়া যদিও কখনই মায়াতীত পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তা কেবল সাধারণ জীবকে আচ্ছাদিত করে। আচ্ছাদিত হচ্ছে যে-সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মা, তারা হচ্ছে স্বতন্ত্র জীব, এবং যাঁর শক্তি থেকে মায়ার সৃষ্টি হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্রীমদ্ভাগবতের আরেক স্থানে, প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাসদেব তাঁর চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর পিছনে মায়াকে দণ্ডায়মান দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, জড়া প্রকৃতি বা মায়া কখনই ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, ঠিক যেমন

অন্ধকার কখনও সূর্যকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। অন্ধকার কেবল সেই স্থানটি আচ্ছাদিত করতে পারে, যা সূর্যের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। অন্ধকার একটি ক্ষুদ্র গুহাকে আচ্ছাদিত করতে পারে, কিন্তু মুক্ত আকাশকে পারে না। তেমনই, জড়া প্রকৃতির আচ্ছাদন করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং তা পরমেশ্বর ভগবানের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, তাই ভগবানকে বলা হয় *বিভু*। মেঘের আবির্ভাবে যেমন সূর্যের স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনই কালান্তরে জড়া প্রকৃতির আবির্ভাবে ভগবানের স্বীকৃতি রয়েছে। জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য যদিও তিনি তাঁর জড়া প্রকৃতিকে ব্যবহার করেন, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সেই শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যান। জড়া প্রকৃতির দ্বারা যারা আচ্ছাদিত হয়, তাদের বলা হয় বদ্ধ জীবাত্মা। ভগবান সৃষ্টি, পালন এবং সংহাররূপ লীলার জন্য জড় শক্তিকে স্বীকার করেন। কিন্তু বদ্ধ জীবেরা আচ্ছাদিত হয়; তারা বুঝতে পারে না যে, এই জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, ঠিক যেমন অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, মেঘের আবরণের ঊর্ধ্বে রয়েছে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ।

শ্লোক ৫

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ৫ ॥

গুণৈঃ—তিন গুণের দ্বারা; **বিচিত্রাঃ**—বিবিধ প্রকার; **সৃজতীম্**—সৃষ্টি করে; **স-রূপাঃ**—রূপ-সমন্বিত; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **প্রজাঃ**—জীব; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মুমুহে**—মোহগ্রস্ত হয়েছিল; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সঃ**—জীব; **ইহ**—এই সংসারে; **জ্ঞান-গূহয়া**—জ্ঞান আবরণকারী রূপের দ্বারা।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি তাঁর ত্রিগুণের দ্বারা বিচিত্ররূপে বিভক্ত হয়ে, জীবের রূপ সৃষ্টি করে, এবং জীব তা দর্শন করে মায়ার জ্ঞান আবরণকারী রূপের দ্বারা মোহিত হয়।

তাৎপর্য

মায়ার জ্ঞান আচ্ছন্ন করার শক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আবরণ পরমেশ্বর ভগবানের উপর প্রয়োগ করা যায় না। তা কেবল *প্রজাঃ* বা জড় শরীরে যাদের জন্ম হয়েছে,

সেই বদ্ধ জীবাত্মাদের উপর প্রযোজ্য। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকারের জীব প্রকৃতির গুণ অনুসারে ভিন্ন হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৭/১২) অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই সমস্ত গুণগুলি যদিও পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তবুও তিনি সেইগুলির অধীন নন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত শক্তি তাঁর উপর কার্যকরী হতে পারে না; তা কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত বদ্ধ জীবেদের উপরই কার্যকরী হয়। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা কেননা তিনি জড়া প্রকৃতির গর্ভে বদ্ধ জীবাত্মাদের আধান করেন। তাই বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীবেদের পিতা প্রকৃতির তিন গুণ থেকে দূরে থাকেন।

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার এবং জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার অভিলাষী জীবেদের কাছে যাতে তিনি তাঁর লীলা প্রদর্শন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান মায়াকে স্বীকার করেছেন। এই প্রকার জীবেদের তথাকথিত উপভোগের জন্য ভগবানের মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগের জন্য কেন যে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তা একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। পূর্ববর্তী শ্লোকে *লীলয়া* শব্দটির দ্বারা, যার অর্থ হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের লীলার উদ্দেশ্যে' এই জগৎ সৃষ্টির একটি ইঙ্গিত রয়েছে। বদ্ধ জীবেদের ভোগ করার মনোবৃত্তি ভগবান সংশোধন করতে চান। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই ভোক্তা নয়। তাই যারা ভ্রান্তভাবে ভোগ করতে বাসনা করে, তাদের জন্য এই জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, সরকারের পৃথক পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেহেতু কিছু নাগরিক রাষ্ট্রের আইন স্বীকার করবে না, তাই সেই সমস্ত আসামীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার প্রয়োজন রয়েছে। তেমনই, বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কিছু জীব রয়েছে যারা নিত্য বদ্ধ অর্থাৎ যারা চিরকাল বদ্ধ। বলা হয় যে, তারা অনাদি কাল ধরে বদ্ধ, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব যে-কখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্রোহী হয়েছিল, তা কেউই নির্ধারণ করতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—যাঁরা ভগবানের আইন মেনে চলে, আর যারা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী, যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদের নিজেদের আইন সৃষ্টি করতে চায়। তারা প্রচার করে যে, সকলেই তার নিজের আইন অথবা নিজের ধর্মপন্থা সৃষ্টি করতে পারে। এই দুই শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল কবে, তা নির্ধারণ না করেই আমরা নিশ্চিতরূপে মেনে নিতে পারি যে, কিছু জীব ভগবানের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই প্রকার জীবদের বলা হয় বদ্ধ জীব। কেননা তারা তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ তাই এখানে *গুণৈর্বিচিত্রাঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই জড় জগতে ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার যোনি রয়েছে। চিন্ময় আত্মারূপে সমস্ত জীবই এই জড় জগতের অতীত। তা হলে কেন তারা জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নিজেদের প্রদর্শিত করে? তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে—তারা প্রকৃতির তিন গুণের মোহে আচ্ছন্ন। যেহেতু তাদের দেহ জড় প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, তাই তা জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত। এই জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব তার চিন্ময় পরিচয় হারিয়ে ফেলে, এবং তাই *মুমুহে* শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ ভুলে গেছে। এই স্বরূপ-বিস্মৃতি সেই সমস্ত জীবের পক্ষেই কেবল সম্ভব, যারা জড়া প্রকৃতির মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে বদ্ধ। *জ্ঞানগূহয়া* এই আর একটি শব্দের ব্যবহার এখানে করা হয়েছে। *গূহা* মানে 'আবরণ'। যেহেতু অণু-সদৃশ বদ্ধ জীবাত্মার জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়েছে, তাই তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "জীব জড়া প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন।" *বেদেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাশ্বত জীব বিভিন্ন গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাদের বর্ণ তিনটি—লাল, সাদা এবং নীল। লাল রজোগুণের প্রতীক, সাদা সত্ত্বগুণের প্রতীক, এবং নীল তমোগুণের প্রতীক। এই গুণগুলি জড়া প্রকৃতির, এবং তাই বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে, জীবদের বিভিন্ন প্রকারের জড় দেহ রয়েছে। যেহেতু তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ ভুলে গেছে, তাই তারা তাদের জড় দেহটিকেই তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। বদ্ধ জীবদের কাছে 'আমি' মানে হচ্ছে তার জড় দেহ। তাকে বলা হয় মোহ।

কঠ উপনিষদে বার বার বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনও জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। বদ্ধ জীব বা ভগবানের অনন্ত ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশরাই কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং জড় গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে।

শ্লোক ৬

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ ।
কর্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; পর—অন্য; অভিধ্যানেন—পরিচিতির দ্বারা; **কর্তৃত্বম্**—কার্যকলাপের অনুষ্ঠান; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পুমান্**—জীব; **কর্মসু ক্রিয়মাণেষু**—কর্ম করার সময়; **গুণৈঃ**—তিন গুণের দ্বারা; **আত্মনি**—নিজেকে; **মন্যতে**—মনে করে।

অনুবাদ

চিন্ময় জীব তার বিস্মরণের ফলে, জড়া প্রকৃতির প্রভাবকে তার কর্মক্ষেত্র বলে মনে করে, এবং এইভাবে প্রভাবিত হয়ে, সে ভ্রান্তিবশত নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মোহাচ্ছন্ন জীবকে রোগের প্রভাবে উন্মত্ত বা ভূতে পাওয়া মানুষদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা অসংযতভাবে আচরণ করলেও মনে করে যে তারা সংযত। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হয়। এই চেতনায় বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির বশীভূত হয়ে যে কর্ম করে, তা সে নিজের অনুপ্রেরণায় করছে বলে মনে করে। প্রকৃত পক্ষে, আত্মা তাঁর শুদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণভাবনাময়। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়ে কার্য করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে জড় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে। চেতনাকে কখনও হত্যা করা যায় না, কেননা জীবের লক্ষণ হচ্ছে চেতনা। জড় চেতনাকে কেবল পবিত্র করে তুলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রভুরূপে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং জড় চেতনাকে কৃষ্ণচেতনায় রূপান্তরিত করার দ্বারা জীব মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৭

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যং চ তৎকৃতম্ ।
ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

তৎ—ভ্রান্ত ধারণা থেকে; **অস্য**—বদ্ধ জীবের; **সংসৃতিঃ**—বদ্ধ জীবন; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **পার-তন্ত্র্যম্**—পরাধীনতা; **চ**—এবং; **তৎ-কৃতম্**—তার দ্বারা নির্মিত; **ভবতি**—হয়; **অকর্তুঃ**—যিনি কর্ম করেন না তাঁর; **ঈশস্য**—স্বতন্ত্র; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী; **নির্বৃত-আত্মনঃ**—স্বভাবত আনন্দময়।

অনুবাদ

জড় চেতনাই বদ্ধ জীবনের কারণ, যে পরিস্থিতিতে জড়া প্রকৃতি জীবের উপর বিভিন্ন অবস্থা বলপূর্বক প্রয়োগ করে। জীবাত্মা যদিও কিছুই করে না এবং সে এই প্রকার কার্যকলাপের অতীত, তবুও সে বদ্ধ জীবনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা, যারা পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে ভেদ দর্শন করে না, তারা বলে যে, জীবের বদ্ধ অবস্থা হচ্ছে তার *লীলা*। কিন্তু 'লীলা' শব্দটি কেবল ভগবানের কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মায়াবাদীরা এই শব্দটির অপব্যবহার করে, এবং বলে যে, জীব যদিও বিষ্ঠাভোজী শূকরে পরিণত হয়েছে, তবুও সেও তার লীলা উপভোগ করছে। এইটি সব চাইতে বিপজ্জনক ব্যাখ্যা। প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের নায়ক এবং পালক। তাঁর লীলা সমস্ত জড় কার্যকলাপের অতীত। ভগবানের এই প্রকার লীলা বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে জোর করে টেনে নামানো যায় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব প্রকৃত পক্ষে মায়ার কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকে। মায়া তাকে যেই নির্দেশ দেয়, বদ্ধ জীব তা করে। তার কোন দায়িত্ব নেই, সে কেবল তার কর্মের সাক্ষী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার শাশ্বত সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধে, তাকে এইভাবে কর্ম করতে বাধ্য হতে হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, মায়া হচ্ছে তাঁর শক্তি, এবং তা এতই প্রবল যে, তাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু জীব যদি কেবল বুঝতে পারে যে, তার স্বরূপে সে হচ্ছে কৃষ্ণদাস, এবং সেই তত্ত্ব অনুসারে সে যদি আচরণ করতে চেষ্টা করে, তা হলে সে যতই বদ্ধ হোক না কেন, মায়ার প্রভাব তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যাবে। সেই কথা স্পষ্টভাবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে—কেউ যখন অসহায় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ফলে মায়ার প্রভাব দূর হয়ে যায়, এবং তিনি তখন বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হন।

আত্মা প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দময়—নিত্য, আনন্দময় এবং জ্ঞানময়। কিন্তু মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করে। জড়-জাগতিক অস্তিত্বের এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার এবং কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হয়, কেননা তার ফলে অনায়াসে তার দীর্ঘকালীন দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বদ্ধ জীবের যত দুঃখ-দুর্দশা তা কেবল তার জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তির ফলে। তাই এই আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত করা উচিত।

শ্লোক ৮

কার্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮ ॥

কার্য—দেহ; **কারণ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **কর্তৃত্বে**—দেবতাদের সম্বন্ধে; **কারণম্**—কারণ; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **বিদুঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন; **ভোক্তৃত্বে**—অনুভূতি সম্বন্ধে; **সুখ**—সুখের; **দুঃখানাম্**—এবং দুঃখের; **পুরুষম্**—জীবাত্মা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরম্**—অতীত।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের জড় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা জানেন। জড়া প্রকৃতির অতীত যে জীব, তার সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি স্বয়ং আত্মার দ্বারাই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর *আত্মমায়ার* দ্বারাই তাঁর সবিশেষরূপে আসেন। তিনি কোন উন্নততর শক্তির দ্বারা বাধ্য হয়ে আসেন না। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন, এবং তাকে *লীলা* বলা যায়। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীন হয়ে, কোন বিশেষ ধরনের শরীর এবং ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সে তার শরীর পছন্দ অনুসারে প্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বদ্ধ জীবের কোন স্বাধীন পছন্দ নেই; তার কর্ম অনুসারে প্রকৃতি তাকে যে শরীর দান করে, তাই গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন শারীরিক

প্রতিক্রিয়ার ফলে সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বয়ং আত্মা। আত্মা যদি চায়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্বৈতভাব-সমন্বিত তার বদ্ধ জীবনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। জীব নিজেই তার দুঃখ-দুর্দশা ভোগের কারণ, কিন্তু সে তার শাশ্বত সুখের কারণও হতে পারে। সে যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে চায়, তখন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সে একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়, আর সে যখন নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে চায়, তখন তাকে একটি জড় শরীর দান করা হয়। এইভাবে সে চিন্ময় শরীর গ্রহণ করবে, না, জড় শরীর গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করে তার ইচ্ছার উপরে, কিন্তু একবার শরীর গ্রহণ করা হলে, তাকে তার ফল-স্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। মায়াবাদীদের মতবাদ হচ্ছে যে, জীব একটি শূকরের শরীর ধারণ করে তার লীলা উপভোগ করছে। এই মতবাদ কখনই স্বীকার করা যায় না, কেননা 'লীলা' শব্দটি স্বেচ্ছায় আনন্দ উপভোগ করা বোঝায়। তাই মায়াবাদীদের এই ব্যাখ্যাটি সব চাইতে বড় প্রতারণা। যখন বাধ্য হয়ে দুঃখ স্বীকার করতে হয়, তখন তাকে লীলা বলা যায় না। ভগবানের লীলা এবং বদ্ধ জীবের কর্মফল স্বীকার এক স্তরের নয়।

শ্লোক ৯

দেবহূতিরুবাচ

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম ।
ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্ ॥ ৯ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **প্রকৃতেঃ**—তাঁর শক্তিসমূহের; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **অপি**—ও; **লক্ষণম্**—বৈশিষ্ট্য; **পুরুষ-উত্তম্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **কারণয়োঃ**—কারণসমূহ; **অস্য**—এই সৃষ্টির; **সৎ-অসৎ**—প্রকট এবং অপ্রকট; **চ**—এবং; **যৎ-আত্মকম্**—যার দ্বারা গঠিত।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান। দয়া করে আপনি আমার কাছে পুরুষ এবং তাঁর শক্তিসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করুন, কেননা তা উভয়েই এই প্রকট এবং অপ্রকট সৃষ্টির কারণ।

তাৎপর্য

প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত, যেমন একজন নারী তার পতির সঙ্গে স্ত্রী এবং তার সন্তানদের সঙ্গে মাতারূপে সম্পর্কিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি মাতা প্রকৃতির গর্ভে জীবাত্মারূপ সন্তানদের আধান করেন, এবং তার ফলে সমস্ত যোনিভুক্ত জীবেরা প্রকট হয়। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত জীবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন দেবহূতি প্রকৃতির সঙ্গে পরম পুরুষ ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। সেই সম্পর্কের পরিণাম-স্বরূপ প্রকট এবং অপ্রকট জগৎ বলা হয়েছে। অপ্রকট জগৎ হচ্ছে সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব, এবং সেই মহত্তত্ত্ব থেকে জড় সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতি ক্ষোভিতা হয়, এবং তার ফলে জড় জগতে সব কিছুর জন্ম হয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়েও প্রতিপন্ন হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে, তাঁর অধ্যক্ষতায়, তাঁর পরিচালনায় বা তাঁর ইচ্ছার দ্বারা—প্রকৃতি কার্য করছে। এমন নয় যে, প্রকৃতি অন্ধের মতো কার্য করছে। প্রকৃতির সঙ্গে বদ্ধ জীবের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার পর, দেবহূতি জানতে চেয়েছেন, জড়া প্রকৃতি কিভাবে ভগবানের পরিচালনায় কার্য করে, এবং জড়া প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক। অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের বৈশিষ্ট্য কি প্রকার।

জীবের সঙ্গে জড়ের সম্পর্ক এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জড়ের সম্পর্ক অবশ্যই সম স্তরের নয়, যদিও মায়াবাদীরা সেই কথা বলে। যখন বলা হয় যে, জীব মোহগ্রস্ত হয়, তখন মায়াবাদীরা এই মোহ পরমেশ্বর ভগবানের উপরেও আরোপ করে। কিন্তু তা কখনই প্রযোজ্য নয়। ভগবান কখনই মোহগ্রস্ত হন না। সেটিই হচ্ছে সবিশেষবাদী এবং নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য: দেবহূতি নির্বোধও ছিলেন না। জীব যে পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, সেই কথা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি তাঁর ছিল। জীব যেহেতু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা মোহগ্রস্ত বা বদ্ধ হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পরমেশ্বর ভগবানও বদ্ধ অথবা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বদ্ধ জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর, জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর, এবং তাই তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তিনি পরা প্রকৃতি অথবা জড়া প্রকৃতি কোনওটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তিনি স্বয়ং পরম নিয়ন্তা, এবং জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাধারণ জীবের সঙ্গে কখনই তাঁর তুলনা করা চলে না।

এই শ্লোকে সৎ এবং অসৎ দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দৃশ্য জগৎ অসৎ—তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ভগবানের প্রকৃতি সৎ, অথবা চিরস্থায়ী। ভগবানের শক্তিরূপে সূক্ষ্ম অবস্থায় জড়া প্রকৃতি নিত্য, কিন্তু কখনও কখনও তা অসৎ বা সাময়িক অস্তিত্বসম্পন্ন এই জগৎকে সৃষ্টি করে। এই সম্পর্কে পিতা-মাতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—মাতা এবং পিতার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু কখনও কখনও মাতা সন্তান প্রসব করেন। তেমনই এই দৃশ্য জগৎ যা পরমেশ্বর ভগবানের অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা কখনও কখনও প্রকট হয় এবং পুনরায় অপ্রকট হয়ে যায়। কিন্তু জড়া প্রকৃতি নিত্য, এবং ভগবান এই জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম এবং স্থূল উভয় প্রকাশেরই পরম কারণ।

শ্লোক ১০

শ্রীভগবানুবাচ

যত্তৎত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ ১০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যৎ**—অধিকন্তু; **তৎ**—তা; **ত্রি-গুণম্**—তিন গুণের সমন্বয়; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত; **নিত্যম্**—শাশ্বত; **সৎ-অসৎ-আত্মকম্**—কার্য এবং কারণ সমন্বিত; **প্রধানম্**—প্রধান; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **অবিশেষম্**—নির্বিশেষ; **বিশেষ-বৎ**—বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তিন গুণের শাশ্বত অব্যক্ত সমন্বয় ব্যক্ত অবস্থার কারণ, এবং তাকে বলা হয় প্রধান। তার ব্যক্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রকৃতি।

তাৎপর্য

ভগবান *প্রধান* নামক জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করছেন। প্রধান এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যা হচ্ছে—প্রধান হচ্ছে সূক্ষ্ম, সমস্ত জড় উপাদানের বিশেষ সমন্বয়। যদিও সেইগুলি নির্বিশেষ, তবুও বুঝতে হবে যে, সমস্ত জড় উপাদানগুলি তার মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়ার প্রভাবে যখন জড় উপাদানগুলি প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রকৃতি। নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, ব্রহ্ম নিরাকার এবং নির্বিশেষ। কেউ বলতে পারে যে, *প্রধান* হচ্ছে ব্রহ্ম, কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম *প্রধান* নয়। *প্রধান* এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, ব্রহ্মে জড়া প্রকৃতির গুণের অস্তিত্ব নেই। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, মহত্তত্ত্বও *প্রধান* থেকে ভিন্ন, কেননা মহত্তত্ত্বে প্রকাশ রয়েছে। কিন্তু *প্রধানের* প্রকৃত ব্যাখ্যা এখানে করা হয়েছে—কার্য এবং কারণ যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না (অব্যক্ত), তখন সমগ্র জড় তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় না, জড়া প্রকৃতির সেই অবস্থাকে বলা হয় *প্রধান*। *প্রধান* কালতত্ত্বও নয়, কেননা কালে কার্য এবং কারণ রয়েছে, সৃষ্টি এবং প্রলয় রয়েছে। তা জীব বা তটস্থা শক্তি, বা উপাধিযুক্ত বদ্ধ জীবও নয়, কেননা বদ্ধ জীবের উপাধি শাশ্বত নয়। *প্রধানের* প্রসঙ্গে *নিত্য* এই বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, প্রধান শাশ্বত। অতএব প্রকৃতির প্রকাশ হওয়ার ঠিক পূর্বের অবস্থাকে বলা হয় *প্রধান*।

শ্লোক ১১

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা ।
এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥ ১১ ॥

পঞ্চভিঃ—পাঁচটি (স্থূল তত্ত্ব) সমন্বিত; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচটি (সূক্ষ্ম তত্ত্ব); **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **চতুর্ভিঃ**—চারটি (অন্তরেন্দ্রিয়); **দশভিঃ**—দশটি (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়); **তথা**—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **চতুঃ-বিংশতিকম্**—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-সমন্বিত; **গণম্**—সমষ্টি; **প্রাধানিকম্**—প্রধানের অন্তর্ভুক্ত; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন।

অনুবাদ

পাঁচটি স্থূল তত্ত্ব, পাঁচটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, চারটি অন্তরেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে বলা হয় প্রধান।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে এখানে যে চব্বিশটি তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে তার সমষ্টিকে বলা হয় *যোনির্মহদ্ব্রহ্ম*। এই *যোনির্মহদ্ব্রহ্মে* জীবনিচয়কে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে, এবং তারা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্নরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে।

শ্লোক ১২

মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥ ১২ ॥

মহা-ভূতানি—স্থূল উপাদান; পঞ্চ—পাঁচ; এব—সঠিক; ভূঃ—ভূমি; আপঃ—জল; অগ্নিঃ—আগুন; মরুৎ—বায়ু; নভঃ—আকাশ; তৎ-মাত্রাণি—সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ; চ—ও; তাবন্তি—এই সমস্ত; গন্ধ-আদীনি—গন্ধ ইত্যাদি (রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ); মতানি—অভিমত অনুসারে; মে—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

পাঁচটি স্থূল উপাদান হচ্ছে ভূমি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান হচ্ছে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ।

শ্লোক ১৩

ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ ।
বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম্ উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; দশ—দশটি; শ্রোত্রম্—শ্রবণেন্দ্রিয়; ত্বক্—স্পর্শেন্দ্রিয়; দৃক্—দর্শনেন্দ্রিয়; রসন—স্বাদেন্দ্রিয়; নাসিকাঃ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; বাক্—বাগেন্দ্রিয়; করৌ—হস্তদ্বয়; চরণৌ—গমনেন্দ্রিয় (পদদ্বয়); মেঢ্রং—জননেন্দ্রিয়; পায়ুঃ—মল ত্যাগের ইন্দ্রিয়; দশম্—দশ; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা দশ, যথা—শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, জননেন্দ্রিয় এবং পায়ু।

শ্লোক ১৪

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্ ।
চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥ ১৪ ॥

মনঃ—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **চিত্তম্**—চিত্ত; **ইতি**—এইভাবে; **অন্তঃ-আত্মকম্**—সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয়; **চতুঃ-ধা**—চার প্রকার; **লক্ষ্যতে**—দেখা যায়; **ভেদঃ**—পার্থক্য; **বৃত্ত্যা**—তাদের কার্যকলাপের দ্বারা; **লক্ষণ-রূপয়া**—বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয় চার প্রকার, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনা। তাদের বৃত্তি এবং লক্ষণ অনুসারেই কেবল তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

তাৎপর্য

চারটি অন্তরেন্দ্রিয় বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে এখানে তাদের বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ চেতনা যখন জড় কলুষের দ্বারা দূষিত হয়ে যায় এবং দেহাত্ম বুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় অহঙ্কারাচ্ছন্ন অবস্থা। চেতনা হচ্ছে আত্মার ক্রিয়া, অতএব চেতনার পিছনে আত্মা রয়েছে। চেতনা যখন জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় *অহঙ্কার*।

শ্লোক ১৫

এতাবানেব সঙ্খ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য হ ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১৫ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—মাত্র; **সঙ্খ্যাতঃ**—গণনা করা হয়েছে; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **স-গুণস্য**—জড় গুণ-সমন্বিত; **হ**—নিঃসন্দেহে; **সন্নিবেশঃ**—বিন্যাস; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়েছে; **যঃ**—যা; **কালঃ**—কাল; **পঞ্চ-বিংশকঃ**—পঞ্চবিংশতি।

অনুবাদ

এই সকলকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। এদের সমন্বয় সাধন করে যে কাল, তাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মের অতীত আর কোন অস্তিত্ব নেই। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৩/১৪/১)। *বিষ্ণু পুরাণেও* বলা হয়েছে যে, আমরা যা কিছু দেখি তা *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ*—সব কিছুই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মের শক্তির বিস্তার।

ব্রহ্ম যখন সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন জড় জগতের প্রকাশ হয়, যাকে কখনও কখনও *সগুণ* ব্রহ্মও বলা হয়। এই ব্রহ্ম পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সমন্বিত। *নির্গুণ* ব্রহ্মে কোন জড় কলুষ নেই, অথবা চিৎ-জগতে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ নেই। *নির্গুণ* ব্রহ্মে কেবল শুদ্ধ সত্ত্ব রয়েছে। সাংখ্য দর্শনে *সগুণ* ব্রহ্মকে কাল সহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ১৬ ॥

প্রভাবম্—প্রভাব; **পৌরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রাহুঃ**—বলা হয়েছে; **কালম্**—কাল; **একে**—কিছু; **যতঃ**—যার থেকে; **ভয়ম্**—ভয়; **অহঙ্কার-বিমূঢ়স্য**—অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহিত; **কর্তুঃ**—আত্মার; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **ঈয়ুষঃ**—সংস্পর্শের ফলে।

অনুবাদ

ভগবানের প্রভাব কালে অনুভব করা যায়, যার ফলে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহাচ্ছন্ন জীবেদের মৃত্যু-ভয় উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

দেহাত্ম বুদ্ধিজনিত অহঙ্কার জীবের মৃত্যু-ভয়ের কারণ। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না, কিন্তু দেহাত্ম বুদ্ধিতে মগ্ন হওয়ার ফলে মৃত্যু-ভয় উৎপন্ন হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে (১১/২/৩৭), ভয়ং *দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*। *দ্বিতীয়* মানে হচ্ছে জড়, যা আত্মা থেকে ভিন্ন। জড় আত্মার গৌণ প্রকাশ, কেননা আত্মা থেকে জড়ের উৎপত্তি হয়েছে। ঠিক যেমন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জড় উপাদানগুলি পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ঠিক তেমনই শরীরও আত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই, জড় দেহকে বলা হয় *দ্বিতীয়*। যারা এই দ্বিতীয় তত্ত্ব বা আত্মার দ্বিতীয় প্রকাশে মগ্ন, তারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত। কারও যখন পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, তিনি তাঁর শরীর নন, তখন আর মৃত্যু-ভয়ের কোন প্রশ্ন থাকে না, কেননা আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না।

আত্মা যদি চিন্ময় কার্যকলাপে বা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, তখন তিনি জন্ম-মৃত্যুর স্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। তাঁর পরবর্তী স্তর হচ্ছে জড় দেহের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মৃত্যু-ভয় কালের একটি ক্রিয়া, যা পরমেশ্বর ভগবানের প্রভাবের দ্যোতক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কাল বিধ্বংসী। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তারই ধ্বংস হবে, যা কালের একটি ক্রিয়া। কাল ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। কালরূপে ভগবান প্রতিটি বদ্ধ জীবের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, কেউ যদি তাঁর শরণাগত হয়, তা হলে আর জন্ম-মৃত্যুর সমস্যা থাকে না। তাই আমাদের এই কালকে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। তা পরবর্তী শ্লোকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি ।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; **গুণ-সাম্যস্য**—তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যতীত; **নির্বিশেষস্য**—বিশিষ্ট গুণ-রহিত; **মানবি**—হে মনুকন্যা; **চেষ্টা**—গতি; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কালঃ**—কাল; **ইতি**—এইভাবে; **উপলক্ষিতঃ**—বর্ণনা করা হয়।

অনুবাদ

হে মাতঃ! হে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা! আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, প্রকৃতির সাম্য অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাঁর থেকে সৃষ্টির শুরু হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা প্রধান সম্বন্ধে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, অব্যক্ত প্রকৃতি যখন ভগবানের ঈক্ষণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তা নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থার পূর্বে, প্রকৃতি ত্রিগুণের পারস্পরিক ক্রিয়া-রহিত সাম্য অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের

সংস্পর্শ ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কোন প্রকার বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে পারে না। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশের কারণ। তাঁর সম্পর্ক ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কোন কিছুই করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও এই সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, ছাগলের গলস্তন স্তনের মতো বলে মনে হয়, কিন্তু তা থেকে দুধ পাওয়া যায় না। তেমনই জড় বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্রতীত হয় যে, জড়া প্রকৃতি আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক কালরূপ চালক ব্যতীত তা কার্য করতে পারে না। কাল যখন প্রকৃতির সাম্য অবস্থাকে বিক্ষুব্ধ করে, তখন জড়া প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করে। চরমে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। পুরুষের দ্বারা গর্ভসঞ্চার না হলে, স্ত্রী কখনও সন্তান উৎপাদন করতে পারে না, তেমনই কালরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা গর্ভাধান না হওয়া পর্যন্ত, জড়া প্রকৃতি কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না অথবা প্রকাশ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **পুরুষ-রূপেণ**—পরমাত্মা রূপে; **কাল-রূপেণ**—কাল রূপে; **যঃ**—যিনি; **বহিঃ**—বাহ্য; **সমন্বেতি**—বিদ্যমান রয়েছেন; **এষঃ**—তিনি; **সত্ত্বানাম্**—সমস্ত জীবের; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে এবং বাহিরে কালরূপে বিরাজ করে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, এবং এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—জীবাত্মার নিকটে

অবস্থান করে, পরমাত্মা সাক্ষীরূপে কার্য করেন। বৈদিক শাস্ত্রের অন্যত্রও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করছে; তার মধ্যে একটি পক্ষী সাক্ষীরূপে সব কিছু দর্শন করছে, এবং অন্যটি সেই গাছের ফল খাচ্ছে। এই পুরুষ বা পরমাত্মা, যিনি জীবাত্মার দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৩/২৩) তাঁকে *উপদ্রষ্টা*, সাক্ষী এবং *অনুমন্তা*, বা অনুমোদন প্রদানকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত বিশেষ শরীরে সুখ এবং দুঃখভোগে লিপ্ত হয়। কিন্তু বদ্ধ জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা ভিন্ন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* তাঁকে মহেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পরমাত্মা, জীবাত্মা নন। পরমাত্মা মানে হচ্ছে যিনি বদ্ধ জীবের কার্যকলাপ অনুমোদন করার জন্য তার পাশে বসে আছেন।

বদ্ধ জীব এই জড় জগতে আসে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার জন্য। যেহেতু কেউই পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করতে পারে না, তাই তিনি জীবাত্মার সঙ্গে সাক্ষীরূপে এবং অনুমন্তারূপে থাকেন। তিনি *ভোক্তাও*; তিনি বদ্ধ জীবেদের পালন করেন এবং আশ্রয় প্রদান করেন।

জীব যেহেতু তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। দুর্ভাগ্যবশত জীব যখন বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়, তখন সে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, কিন্তু যখনই সে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। বদ্ধ জীবের অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য তার তটস্থা শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হয়। সে যদি চায়, তা হলে সে পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যেতে পারে, এবং এই জড় জগতে সে অহঙ্কারাচ্ছন্ন হয়ে জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে পারে, কিন্তু সে যদি চায়, তা হলে সে ভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখ হতে পারে। প্রত্যেক জীবকে সেই স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে। যখনই সে ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়, তখনই তার বদ্ধ জীবনের সমাপ্তি হয়, এবং তার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়, কিন্তু সে যদি তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে, তা হলে তাকে এই জড় জগতে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে, তিনি পরমাত্মারূপে সর্বদাই বদ্ধ জীবেদের সঙ্গে থাকেন। জড় দেহের মাধ্যমে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করার ব্যাপারে ভগবানের কোন আগ্রহ নেই। তিনি জীবের সঙ্গে থাকেন কেবল অনুমন্তা রূপে এবং উপদ্রষ্টা রূপে, যাতে জীব তার সৎ অথবা অসৎ ফল প্রাপ্ত হতে পারে।

বদ্ধ জীবের দেহের বাইরে পরমেশ্বর ভগবান কালরূপে বিরাজ করেন। সাংখ্য দর্শন অনুসারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব রয়েছে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের আলোচনা

ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে কাল তত্ত্বের সংযোগের ফলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয়েছে। কোন কোন অভিজ্ঞ দার্শনিকদের মত অনুসারে পরমাত্মা হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব।

শ্লোক ১৯

দৈবাৎক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধত্ত বীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৯ ॥

দৈবাৎ—বদ্ধ জীবের ভাগ্যক্রমে; **ক্ষুভিত**—ক্ষুব্ধ; **ধর্মিণ্যাম্**—যার গুণ সাম্য; **স্বস্যাম্**—তাঁর নিজের; **যোনৌ**—জড়া প্রকৃতির গর্ভে; **পরঃ পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আধত্ত**—আধান করেন; **বীর্যম্**—বীর্য (তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি); **সা**—তিনি (জড়া প্রকৃতি), **অসূত**—প্রসব করেন; **মহৎ-তত্ত্বম্**—সৃষ্টির সামগ্রিক বুদ্ধি; **হিরণ্ময়ম্**—হিরণ্ময় নামক।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতিতে ভগবান যখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আধান করেন, তখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন, যাকে বলা হয় হিরণ্ময়। জড়া প্রকৃতি যখন বদ্ধ জীবের অদৃষ্টের দ্বারা ক্ষোভিতা হন, তখন তা সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির এই গর্ভাধান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। জড়া প্রকৃতির প্রকাশের আদি কারণ হচ্ছে মহত্তত্ত্ব বা সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল উৎস। জড়া প্রকৃতির এই অংশ, যাকে বলা হয় *প্রধান* বা ব্রহ্ম, তাতে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বীর্যাধান করেন এবং তার ফলে প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের জীব প্রসব করেন। এই সম্পর্কে জড়া প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হয় কেননা তা পরা প্রকৃতির বিকৃত প্রতিবিম্ব।

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব পরা প্রকৃতি সম্ভূত। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি চিন্ময়, এবং জীবকে যদিও তটস্থা শক্তি বলা হয়, তবুও সে-ও চিন্ময়। জীব যদি চিন্ময় না হত, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রকৃতির গর্ভে তাদের এই আধানের বর্ণনা যথাযথ হত না। পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যের দ্বারা এমন কিছুর আধান হয় না যা চিন্ময় নয়, কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গর্ভে তাঁর বীর্য আধান করেন। তার অর্থ হচ্ছে জীব তাঁর স্বরূপে চিন্ময়। গর্ভাধানের পর, জড়া প্রকৃতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত জীব প্রসব করেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) জড়া প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে *সর্বযোনিষু* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে, সমস্ত যোনি—দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, আদি যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সকলেরই মাতা হচ্ছেন জড়া প্রকৃতি, এবং বীজ প্রদানকারী পিতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সাধারণত দেখা যায় যে, পিতা সন্তানের জীবন দান করেন এবং মাতা তাকে শরীর দান করেন। জীবনের বীজ পিতা দান করলেও দেহটি বিকশিত হয় মাতৃগর্ভে। তেমনই, চিন্ময় জীবেদের জড়া প্রকৃতির গর্ভে আধান করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকারের শরীর দান করেন জড়া প্রকৃতি। চতুর্বিংশতি জড় তত্ত্বের সমন্বয়ের ফলে জীবনের প্রকাশ হয় বলে যে মতবাদ, তা এখানে সমর্থন করা হয়নি। জীবনী শক্তি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে আসে, এবং তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাই, জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা কখনই জীবনের সৃষ্টি হতে পারে না। জীবনী শক্তি আসে চিৎ-জগৎ থেকে এবং জড়া প্রকৃতির উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ২০

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ ।
স্বতেজসাপিবত্তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; **আত্ম-গতম্**—নিজের মধ্যে সন্নিহিত; **ব্যঞ্জন্**—প্রকাশ করে; **কূট-স্থঃ**—অপরিবর্তনীয়; **জগৎ-অঙ্কুরঃ**—সমগ্র জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ; **স্ব-তেজসা**—স্বীয় জ্যোতির দ্বারা; **অপিবৎ**—পান করেছেন; **তীব্রম্**—ঘনীভূত; **আত্ম-প্রস্বাপনম্**—যা মহত্তত্ত্বকে আবৃত করে রেখেছিল; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

এইভাবে, বৈচিত্র্য প্রকাশ করার পর, জ্যোতির্ময় মহত্তত্ত্ব, যার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রয়েছে, যা সমগ্র জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ এবং প্রলয়ের সময় যা বিনষ্ট হয়ে যায় না, তা প্রলয়ের সময় তার জ্যোতিকে আবৃত করে যে তম, তাকে পান করেছিল অর্থাৎ লোপ করেছিল।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, আনন্দময় এবং জ্ঞানময়, তাই তাঁর বিভিন্ন শক্তিও সুপ্ত অবস্থায় নিত্য অবস্থান করে। যখন মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তা জড় অহঙ্কার প্রকাশ করে প্রলয়-কালীন যে-তম জগৎকে আবৃত করেছিল, তাকে গ্রাস করেছিল। এই সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মানুষ রাত্রির অন্ধকারের দ্বারা আবৃত হয়ে, রাত্রিবেলায় নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু সে যখন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন রাত্রির আবরণ, বা নিদ্রিত অবস্থার বিস্মৃতি দূর হয়ে যায়। তেমনই, প্রলয়কালীন রাত্রির পর যখন মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রদর্শন করার জন্য জ্যোতির প্রকাশ হয়।

শ্লোক ২১

যত্তৎসত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্ ।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥ ২১ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **সত্ত্ব-গুণম্**—সত্ত্বগুণ; **স্বচ্ছম্**—স্বচ্ছ; **শান্তম্**—শান্ত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদম্**—উপলব্ধির স্থান; **যৎ**—যা; **আহুঃ**—বলা হয়; **বাসুদেব-আখ্যম্**—বাসুদেব নামক; **চিত্তম্**—চিত্ত; **তৎ**—তা; **মহৎ-আত্মকম্**—মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণ, যা স্বচ্ছ, শান্ত, ভগবৎ উপলব্ধির স্থান, এবং যাকে সাধারণত বাসুদেব বা চিত্ত বলা হয়, তা মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

বাসুদেব প্রকাশ বা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির অবস্থাকে বলা হয় শুদ্ধ-সত্ত্ব। শুদ্ধ-সত্ত্বে অন্য গুণের, যথা রজ এবং তমোগুণের কোন রকম প্রভাব নেই। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্ব্যূহরূপে ভগবানের বিস্তার হচ্ছেন—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। মহত্তত্ত্বের পুনরাবির্ভাবেও এই চতুর্ব্যূহের বিস্তার হয়। যিনি পরমাত্মারূপে অন্তরে বিরাজমান, তাঁর প্রথম বিস্তার হচ্ছেন বাসুদেব।

বাসুদেব অবস্থা হচ্ছে জড় বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত, এবং এই অবস্থায় জীব পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে, অথবা এইটি এমন একটি উদ্দেশ্য, যে-সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অদ্ভুত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইটি মহত্তত্ত্বের আর একটি রূপ। *বাসুদেব* বিস্তারকে কৃষ্ণভাবনামৃতও বলা হয়, কেননা তা জড় জগতের রজ এবং তমোগুণের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত। জ্ঞানের এই শুদ্ধ অবস্থা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে সাহায্য করে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বাসুদেব* পদকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের জ্ঞাতা এবং পরম জ্ঞাতা। জীব যে-বিশেষ শরীরটি ধারণ করেছে, সে সেই শরীরটি সম্বন্ধে জানে, কিন্তু পরম জ্ঞাতা বাসুদেব কেবল কোন বিশেষ শরীর সম্বন্ধেই জানেন না, তিনি বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞও। শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হতে হলে, বাসুদেবের আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য। বাসুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের একাকী অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু যখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহচর্য ব্যতীত একাকী থাকেন, তখন তিনি বাসুদেব। যখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে থাকেন, তখন তিনি দ্বারকাধীশ। শুদ্ধ চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে হলে, বাসুদেবের আরাধনা করতে হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মানুষ বাসুদেবের শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, সঙ্কর্ষণের আরাধনা করতে হয়। শিবের মাধ্যমেও সঙ্কর্ষণের আরাধনা করা যায়। যে সমস্ত সাপ শিবের দেহে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছে সঙ্কর্ষণের প্রতীক, এবং শিব সর্বদাই সঙ্কর্ষণের ধ্যানে মগ্ন। যিনি যথার্থই শিবের পূজক, তিনি হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের ভক্ত, এবং তিনি অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেউ যদি মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাকে অনিরুদ্ধের আরাধনা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে চন্দ্রলোকের পূজা করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। তেমনই, বুদ্ধিকে স্থির করতে হলে প্রদ্যুম্নের আরাধনা করতে হয়, যাঁকে ব্রহ্মার পূজার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয় বৈদিক শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২২ ॥

স্বচ্ছত্বম্—স্বচ্ছত্ব; **অবিকারিত্বম্**—সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত; **শান্তত্বম্**—শান্তত্ব; **ইতি**—এইভাবে; **চেতসঃ**—চেতনার; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তিসমূহের দ্বারা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **প্রোক্তম্**—বলা হয়; **যথা**—যেমন; **অপাম্**—জলের; **প্রকৃতিঃ**—স্বাভাবিক অবস্থা; **পরা**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্বের প্রকাশ হওয়ার পর, এই সমস্ত বৃত্তিগুলির একসাথে উদয় হয়। জল যেমন পৃথিবীর স্পর্শে আসার পূর্বে, তার স্বাভাবিক অবস্থায় স্বচ্ছ, মধুর এবং শান্ত থাকে, তেমনই শুদ্ধ চেতনার বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তত্ব, স্বচ্ছত্ব এবং অবিকারিত্ব।

তাৎপর্য

প্রথমে চেতনা শুদ্ধ বা কৃষ্ণভাবনাময় থাকে; সৃষ্টির ঠিক পরে চেতনা কলুষিত থাকে না। কিন্তু যতই জড় কলুষের দ্বারা চেতনা কলুষিত হতে থাকে, ততই চেতনা তমসাচ্ছন্ন হতে থাকে। শুদ্ধ চেতনায় জীব পরমেশ্বর ভগবানের কিঞ্চিৎ আভাস দর্শন করতে পারে। স্বচ্ছ, শান্ত, নির্মল জলে যেমন সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমনই শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণ-চেতনায়, যথাযথভাবে সব কিছু দর্শন করা যায়। তখন পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব এবং সেই সঙ্গে নিজের অস্তিত্বও দর্শন করা যায়। চেতনার এই অবস্থা অত্যন্ত সুখাবহ, স্বচ্ছ এবং শান্ত। শুরুতে জীবের চেতনা শুদ্ধ থাকে।

শ্লোক ২৩-২৪

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাদ্ভগবদ্বীর্যসম্ভবাৎ ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ভূতানাং মহতামপি ॥ ২৪ ॥

মহৎ-তত্ত্বাৎ—মহত্তত্ত্ব থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **ভগবৎ-বীর্য-সম্ভবাৎ**—ভগবানের স্বীয় শক্তি থেকে উদ্ভূত; **ক্রিয়া-শক্তিঃ**—সক্রিয় হওয়ার শক্তি-সমন্বিত; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ত্রি-বিধঃ**—তিন প্রকার; **সমপদ্যত**—উদ্ভূত হয়েছে; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণের বিকারে অহঙ্কার; **তৈজসঃ**—রজোগুণে অহঙ্কার;

চ—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণে অহঙ্কার; **চ**—ও; **যতঃ**—যার থেকে; **ভবঃ**—উৎস; **মনসঃ**—মনের; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণাম্** —জ্ঞান এবং কর্মেন্দ্রিয়ের; **চ**—এবং; **ভূতানাম্ মহতাম্**—পঞ্চ মহাভূতের; **অপি**—ও।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যা ভগবানের স্বীয় শক্তি থেকে উৎপন্ন। অহঙ্কার প্রধানত তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত—বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। এই তিন প্রকার অহঙ্কার থেকে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য

প্রারম্ভে, স্বচ্ছ চেতনা বা শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা থেকে প্রথম কলুষের উদ্ভব হয়। তাকে বলা হয় অহঙ্কার বা দেহাত্ম বুদ্ধি। জীব কৃষ্ণচেতনার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, কিন্তু তার তটস্থ স্বাধীনতা রয়েছে, যার ফলে সে কৃষ্ণকে ভুলে যেতে পারে। আদিতে শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা থাকে, কিন্তু তটস্থ স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফলে, কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাস্তব জীবনে তা দেখা যায়। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে কেউ কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। তাই, *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, পরমার্থ উপলব্ধির পথ ক্ষুরধারের মতো। এই উদাহরণটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেউ হয়তো খুব ধারালো একটি ক্ষুর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে তার দাড়ি কাটছে, কিন্তু তার মন যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ গাল কেটে যাবে।

মানুষকে কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে এলেই হবে না, তাকে অত্যন্ত সতর্কও থাকতে হবে। অমনোযোগী হলে বা অসাবধান হলে অধঃপতন হতে পারে। এই অধঃপতনের কারণ হচ্ছে অহঙ্কার। স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে, শুদ্ধ চেতনা থেকে অহঙ্কারের জন্ম হয়। শুদ্ধ চেতনা থেকে যে কেন অহঙ্কারের উদয় হয়, সেই সম্বন্ধে আমরা তর্ক করতে পারি না। প্রকৃত পক্ষে, তা হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে, এবং তাই সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। সমস্ত জড় কার্যকলাপের মূল হচ্ছে অহঙ্কার। জড়া প্রকৃতির গুণে সেই সমস্ত জড় কার্যগুলি সম্পাদিত হয়। যখনই কেউ শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা থেকে বিচ্যুত হয়, তৎক্ষণাৎ সে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জড় বন্ধনের কারণ হচ্ছে মন, এবং এই মন থেকে জড় ইন্দ্রিয় সমূহ প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ২৫

সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্‌যমনন্তং প্রচক্ষতে ।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ ২৫ ॥

সহস্র-শিরসম্—সহস্র মস্তক-সমন্বিত; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **যম্**—যাঁকে; **অনন্তম্**—অনন্ত; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **সঙ্কর্ষণ-আখ্যম্**—সঙ্কর্ষণ নামক; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ ভগবান; **ভূত**—স্থূল উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ-ময়ম্**—মন-সমন্বিত।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণ নামক পুরুষ, যিনি হচ্ছেন সহস্র শির-সমন্বিত ভগবান অনন্তদেব, তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের কারণ, যার থেকে ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের উৎপত্তি হয়েছে।

শ্লোক ২৬

কর্তৃত্বং করণত্বং চ কার্যত্বং চেতি লক্ষণম্ ।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতে ॥ ২৬ ॥

কর্তৃত্বম্—কর্তা হয়ে; **করণত্বম্**—কারণ হয়ে; **চ**—এবং; **কার্যত্বম্**—কার্য হয়ে; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **শান্ত**—শান্ত; **ঘোর**—সক্রিয়; **বিমূঢ়ত্বম্**—মূঢ় হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **স্যাৎ**—হতে পারে; **অহঙ্কৃতেঃ**—অহঙ্কারের।

অনুবাদ

এই অহঙ্কারে কর্তৃত্ব, কারণত্ব এবং কার্যত্বের লক্ষণ রয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে শান্তত্ব, ঘোরত্ব এবং বিমূঢ়ত্ব লক্ষণসমূহ তাতে প্রত্যক্ষ হয়।

তাৎপর্য

অহঙ্কার জড় জাগতিক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাতে রূপান্তরিত হয়। কারণরূপে অহঙ্কার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপে প্রদর্শিত হয়, এবং দেবতা ও ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ের ফলে জড় বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়। জড় জগতে আমরা কত বস্তু উৎপাদন করছি, এবং তাকে বলা হয় সভ্যতার প্রগতি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সভ্যতার প্রগতি হচ্ছে অহঙ্কারের

প্রদর্শন। অহঙ্কারের প্রভাবে সমস্ত জড় বস্তুগুলি ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের সামগ্রীরূপে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত জড় বস্তুর কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হবে। মহান আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর অনুতাপ করে বলেছেন যে, জীব যখন বাসুদেব-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। তিনি গেয়েছেন, *সৎ-সঙ্গ ছাড়ি' কইনু অসতে বিলাস/তে-কারণে লাগিল যে কর্ম-বন্ধ-ফাঁস*—"আমি অনিত্য জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য শুদ্ধ চেতনার অবস্থা ত্যাগ করেছি; সেই কারণে আমি কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

শ্লোক ২৭

বৈকারিকাদ্বিকুর্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত ।
যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ততে কামসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

বৈকারিকাৎ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **মনঃ**—মন; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **অজায়ত**—উৎপন্ন হয়েছে; **যৎ**—যার; **সঙ্কল্প**—চিন্তাধারা; **বিকল্পাভ্যাম্**—এবং বিকল্পের দ্বারা; **বর্ততে**—হয়; **কাম-সম্ভবঃ**—বাসনার উদয়।

অনুবাদ

বৈকারিক অহঙ্কার থেকে আর এক প্রকার বিকার সংঘটিত হয়। তার থেকে মনের উদয় হয়, এবং মনের সঙ্কল্প এবং বিকল্প থেকে কামের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

মনের লক্ষণ হচ্ছে সঙ্কল্প এবং বিকল্প। বিভিন্ন প্রকার বাসনা থেকে এই সঙ্কল্প এবং বিকল্পের উদয় হয়। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূল তা আমরা কামনা করি, এবং যা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতিকূল তা আমরা ত্যাগ করি। মন কখনও স্থির থাকে না। কিন্তু সেই মনই যখন কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন তা স্থির হয়ে যায়। তা না হলে মন যতক্ষণ জড়-জাগতিক স্তরে থাকে, ততক্ষণ তা চঞ্চল, এবং তার এই সঙ্কল্প এবং বিকল্প অসৎ বা অনিত্য। বলা হয় যে, যার মন কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়নি, তার মন সর্বদাই সঙ্কল্প এবং বিকল্পের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে। পুঁথিগত বিদ্যায় মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মন কৃষ্ণভাবনায় স্থির হচ্ছে, ততক্ষণ সে কেবল সঙ্কল্প এবং বিকল্প করবে, এবং কোন বিশেষ বিষয়ে তার মনকে কখনও স্থির করতে পারবে না।

শ্লোক ২৮

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্ ।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যে মন; **বিদুঃ**—জ্ঞাত হয়; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অনিরুদ্ধ-আখ্যম্**—অনিরুদ্ধ নামে; **হৃষীকাণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **অধীশ্বরম্**—পরম নিয়ন্ত্রক; **শারদ**—শরৎকালীন; **ইন্দীবর**—নীল পদ্মের মতো; **শ্যামম্**—নীলাভ; **সংরাধ্যম্**—যাঁকে পাওয়া যায়; **যোগিভিঃ**—যোগীদের দ্বারা; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

জীবের মন ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ নামে পরিজ্ঞাত হয়। তাঁর অঙ্গকান্তি শরৎকালের নীল কমলের মতো বর্ণ-বিশিষ্ট। যোগীগণ ধীরে ধীরে তাঁকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যোগ-পদ্ধতিতে মনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং সেই মনের ঈশ্বর হচ্ছেন অনিরুদ্ধ। বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনিরুদ্ধ চতুর্ভুজ, এবং তাঁর চার হাতে সুদর্শন চক্র, শঙ্খ, গদা এবং পদ্ম রয়েছে। বিষ্ণুর চব্বিশটি রূপ রয়েছে, এবং তাঁদের প্রতিটিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* এই চব্বিশটি রূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেবের বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগীগণ অনিরুদ্ধের আরাধনা করেন। শূন্যের ধ্যান করা কিছু মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনাকারীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত একটি আধুনিক পন্থা। এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃত যৌগিক ধ্যানের পন্থা হচ্ছে অনিরুদ্ধের রূপে মনকে একাগ্র করা। অনিরুদ্ধের ধ্যান করার ফলে সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ মানসিক চঞ্চলতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মন যখন অনিরুদ্ধের উপর ধ্যানস্থ হয়, তখন ধীরে ধীরে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। তার ফলে যোগের চরম লক্ষ্য শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৯

তৈজসাত্তু বিকুর্বাণাদ্ বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎসতি ।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥ ২৯ ॥

তৈজসাৎ—রজোগুণে অহঙ্কার থেকে; **তু**—তার পর; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **অভূৎ**—জন্ম গ্রহণ করেছে; **সতি**—হে সাধ্বী রমণী; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **স্ফুরণ**—প্রকাশিত; **বিজ্ঞানম্**—নির্ণয় করে; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহকে; **অনুগ্রহঃ**—সহায়তা করে।

অনুবাদ

হে সতী! তৈজস অহঙ্কারের বিকারের ফলে, বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির কার্য হচ্ছে দ্রব্য যখন গোচরীভূত হয়, তখন তাদের প্রকৃতি নিরূপণ করা, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্য করা।

তাৎপর্য

বুদ্ধি হচ্ছে কোন বস্তুকে বোঝার জন্য পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতা, এবং তা ইন্দ্রিয়গুলিকে মনোনয়ন করতেও সাহায্য করে। তাই বুদ্ধিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু বলে মনে করা হয়। বুদ্ধির পূর্ণতা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে মগ্ন হওয়া। বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগের ফলে চেতনার প্রসার হয়, এবং চেতনার চরম বিস্তার হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩০

সংশয়োঽথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্ ॥ ৩০ ॥

সংশয়ঃ—সন্দেহ; **অথ**—তখন; **বিপর্যাসঃ**—ভ্রান্ত জ্ঞান; **নিশ্চয়ঃ**—সঠিক জ্ঞান; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **এব**—ও; **চ**—এবং; **স্বাপঃ**—নিদ্রা; **ইতি**—এইভাবে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **বৃত্তিতঃ**—তাদের কার্যের দ্বারা; **পৃথক্**—ভিন্ন।

অনুবাদ

সংশয়, ভ্রান্ত জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান, স্মৃতি এবং নিদ্রা—পৃথক পৃথক বৃত্তিভেদে বুদ্ধির কয়েকটি লক্ষণ বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

সংশয় বুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি; অন্ধের মতো কোন কিছু মেনে নেওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। তাই *সংশয়* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির বিকাশের জন্য

প্রথমে সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু যখন যথাযথ সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়, তখন সংশয় থাকা অনুকূল নয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, মহাজনদের বাক্যে সন্দেহ করা বিনাশের কারণ।

পতঞ্জলির যোগসূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে—*প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্র-স্মৃত্যঃ*। বুদ্ধির দ্বারাই কেবল যথাযথভাবে বস্তুজ্ঞান হয়। বুদ্ধির দ্বারাই কেবল মানুষ জানতে পারে যে, সে তার শরীর কি না। জীব তার স্বরূপে চিন্ময়, না জড়, তা নির্ধারণের সূচনা হয় সন্দেহ থেকে। কেউ যখন তার প্রকৃত স্থিতি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করাটি ভুল। এইটি হচ্ছে *বিপর্যাস*। যখন ভ্রান্ত পরিচিতির ভুলটি ধরা পড়ে যায়, তখন সঠিক পরিচিতি জানতে পারা যায়। সঠিক জ্ঞানকে এখানে *নিশ্চয়ঃ* বা প্রমাণিত ব্যবহারিক জ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞান তখনই লাভ হয়, যখন মিথ্যা জ্ঞান কি তা বোঝা যায়। ব্যবহারিক বা প্রমাণিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, সে তার স্বরূপে তার দেহ নয়, সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা।

স্মৃতি মানে 'স্মরণ শক্তি', এবং *স্বাপ* মানে 'নিদ্রা'। বুদ্ধিকে কার্যকরী রাখার জন্য নিদ্রারও প্রয়োজন। যদি নিদ্রা না হয়, তা হলে মস্তিষ্ক ঠিক মতো কার্য করে না। *ভগবদ্গীতায়* বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা ভোজন, নিদ্রা এবং শরীরের অন্যান্য আবশ্যকতাগুলি সমুচিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁরা যোগ-ক্রিয়ায় অত্যন্ত সফল হন। এইগুলি বুদ্ধির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের কয়েকটি বিচার, যা পতঞ্জলির যোগ-পদ্ধতি এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* কপিলদেবের সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥ ৩১ ॥

তৈজসানি—রাজস অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **এব**—নিশ্চয়ই; **ক্রিয়া**—কর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিভাগশঃ**—অনুসারে; **প্রাণস্য**—প্রাণের; **হি**—নিশ্চয়ই; **ক্রিয়া-শক্তিঃ**—কর্মেন্দ্রিয়সমূহ; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **বিজ্ঞান-শক্তিতা**—জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ।

অনুবাদ

তৈজস অহঙ্কার থেকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় প্রাণশক্তির উপর আশ্রিত, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির উপর আশ্রিত।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বৈকারিক অহঙ্কার থেকে মনের উদ্ভব হয়, এবং মনের কার্য হচ্ছে বাসনা অনুসারে সঙ্কল্প এবং বিকল্প করা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি তৈজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে সেইটি হচ্ছে পার্থক্য। মন বৈকারিক অহঙ্কারজাত, এবং বুদ্ধি তৈজস অহঙ্কারজাত। কোন বস্তু গ্রহণ করার বাসনা (সঙ্কল্প) এবং কোন বস্তু ত্যাগ করার বাসনা (বিকল্প) মনের দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি। মন যেহেতু সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূত, তাই তাকে যদি মনের অধীশ্বর অনিরুদ্ধের উপর নিবদ্ধ করা হয়, তা হলে মনকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার বাসনাই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। জীবের চেতনা যখনই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনই তা জড়ের দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে। তাই বাসনাকে পবিত্র করার প্রয়োজন। শুরুতে চেতনাকে পবিত্র করার পন্থা হচ্ছে গুরুদেবের আদেশ পালন করা, কেননা গুরুদেব জানেন কিভাবে তাঁর শিষ্যের বাসনাকে কৃষ্ণভক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বুদ্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং ভগবানের শরণাগত হওয়ার দ্বারা অথবা মনকে পরমেশ্বর ভগবানে স্থির করার দ্বারা একজন অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি বা মহাত্মায় পরিণত হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *স মহাত্মা সুদুর্লভ*—"এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়, উভয়ই তৈজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। যেহেতু জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তির প্রয়োজন, তাই প্রাণশক্তি এবং জীবনী শক্তিও তৈজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। বাস্তবিকভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যারা অত্যন্ত রাজসিক তারা অতি শীঘ্রই জড়-জাগতিক ব্যাপারে উন্নতি সাধন করতে পারে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ জড়-জাগতিক বিষয় অর্জনে কাউকে অনুপ্রাণিত করতে চায়, তা হলে তাকে যৌন জীবনে উৎসাহিত করতে হবে। আমরা স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পাই যে, যারা যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত, তারা জড়-জাগতিক বিষয়েও অত্যন্ত উন্নত,

কেননা যৌন জীবন বা রাজসিক জীবন জড়-জাগতিক সভ্যতার উন্নতি সাধনে অনুপ্রেরণা জুগায়। যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের জন্য রজোগুণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তাঁদের জীবনে কেবল সত্ত্বগুণের প্রাধান্য। আমরা দেখতে পাই যে, যারা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত তারা জাগতিক দৃষ্টিতে দরিদ্র, কিন্তু যাঁদের চক্ষু রয়েছে, তাঁরা দেখতে পায় কারা অধিক মহৎ। কৃষ্ণভক্তকে জড়-জাগতিক বিচারে দরিদ্র বলে মনে হলেও, তিনি প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র নন, কিন্তু যে ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তিতে রুচি নেই অথচ তার জড়-জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তাকে খুব সুখী বলে মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে সে দরিদ্র। যারা জড় চেতনার দ্বারা বিমোহিত, তাদের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন বস্তু আবিষ্কারে তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে এবং পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয়ে যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।

শ্লোক ৩২

তামসাচ্চ বিকুর্বাণাদ্ভগবদ্বীর্যচোদিতাৎ ।
শব্দমাত্রমভূত্তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥ ৩২ ॥

তামসাৎ—তামসিক অহঙ্কার থেকে; **চ**—এবং; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **ভগবৎ-বীর্য**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা; **চোদিতাৎ**—প্রেরিত; **শব্দ-মাত্রম্**—শব্দ তন্মাত্র; **অভূৎ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **নভঃ**—আকাশ; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **তু**—তখন; **শব্দ-গম্**—যা শব্দ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

তামস অহঙ্কার যখন পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যের দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন শব্দ-তন্মাত্রের প্রকাশ হয়, এবং শব্দ থেকে আকাশ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সমস্ত বস্তুগুলি তামস অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন। এই শ্লোকটি থেকে এও বোঝা যায় যে, তামস অহঙ্কারের বিকারের ফলে প্রথমে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, যা আকাশের সূক্ষ্ম রূপ। *বেদান্ত-সূত্রেও* বলা হয়েছে যে, শব্দই সমস্ত জড় বস্তুর মূল উৎস, এবং শব্দের দ্বারা জগৎকে বিনাশ

করা সম্ভব। *অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ*-এর অর্থ হচ্ছে 'শব্দের দ্বারা মুক্তি'। শব্দ থেকে সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং শব্দও ভববন্ধন সমাপ্ত করতে পারে, যদি তার বিশিষ্ট শক্তি থাকে। যে বিশেষ শব্দ তা করতে সক্ষম, তা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য তরঙ্গ। জড় শব্দ থেকে আমাদের ভববন্ধনের সূত্রপাত হয়েছে। এখন আমাদের চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা তাকে শুদ্ধ করতে হবে। চিৎ-জগতেও শব্দ রয়েছে। আমরা যদি সেই শব্দ প্রাপ্ত হই, তা হলে আমাদের পারমার্থিক জীবন শুরু হয়, এবং তখন আমাদের পারমার্থিক প্রগতির জন্য অন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই আমরা পেতে পারি। আমাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শব্দ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সমস্ত জড় বস্তুর সৃষ্টির আদি কারণ। তেমনই, শব্দ যদি শুদ্ধ করা যায়, তা হলে আমাদের পারমার্থিক আবশ্যকতার পূর্তিও সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে পারে।

এখানে বলা হয়েছে যে, শব্দ থেকে আকাশের প্রকাশ হয়েছে, এবং আকাশ থেকে বায়ুর প্রকাশ হয়েছে। শব্দ থেকে আকাশের উদ্ভব হয় কি করে, আকাশ থেকে বায়ুর উদ্ভব হয় কি করে, এবং বায়ু থেকে কিভাবে অগ্নির প্রকাশ হয়, তা পরে ব্যাখ্যা করা হবে। শব্দ হচ্ছে আকাশের কারণ, এবং আকাশ হচ্ছে *শ্রোত্রম্* বা কর্ণের কারণ। জ্ঞান আহরণের প্রথম ইন্দ্রিয় হচ্ছে কর্ণ। জড় অথবা চিন্ময়, যে-কোন জ্ঞান অর্জন করতে হয় শ্রবণের দ্বারা। তাই *শ্রোত্রম্* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতি*, শ্রবণের দ্বারা জ্ঞান আহরণ করতে হয়। শ্রবণের দ্বারাই কেবল আমরা জড় অথবা চিন্ময় আনন্দ লাভ করতে পারি।

জড় জগতে আমরা কেবল শ্রবণের দ্বারাই জড় সুখভোগের নানা প্রকার বস্তু নির্মাণ করি। সেইগুলি রয়েছে, কিন্তু কেবল শ্রবণের দ্বারাই সেইগুলিকে রূপান্তরিত করা যায়। আমরা যদি একটি অতি উচ্চ গগনচুম্বী গৃহ নির্মাণ করতে চাই, তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের তা সৃষ্টি করতে হয়। সেই গগনচুম্বী বাড়িটির সমস্ত উপাদান—কাঠ, ধাতু, মাটি ইত্যাদি সবই রয়েছে, কিন্তু শ্রবণের দ্বারা আমরা সেই সমস্ত পূর্বসৃষ্ট জড় উপাদানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করি এবং কিভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয় তা জানতে পারি। উৎপাদনের জন্য আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতিও শ্রবণেরই ফল, এবং তেমনই উপযুক্ত সূত্র থেকে শ্রবণের দ্বারা পারমার্থিক কার্যকলাপের অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। অর্জুন ছিলেন দেহাত্ম-বুদ্ধিতে যুক্ত একজন ঘোর জড়বাদী, এবং সেই অত্যন্ত তীব্র দেহাত্ম-বুদ্ধির ফলে তিনি পীড়িত ছিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র শ্রবণের দ্বারা অর্জুন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার উৎপত্তি হয় আকাশ

থেকে। শ্রবণের দ্বারাই কেবল আমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান রয়েছে যে সমস্ত বস্তু, তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারি। জড় বস্তুর মতো চিন্ময় বস্তুর উপযোগিতাও শ্রবণের মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্ভব। তবে আমাদের অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে উপযুক্ত চিন্ময় উৎস থেকে।

শ্লোক ৩৩

অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ ।
তন্মাত্রত্বং চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্থ-আশ্রয়ত্বম্—যা কোন বস্তুর অর্থ বহন করে; **শব্দস্য**—শব্দের; **দ্রষ্টুঃ**—বক্তার; **লিঙ্গত্বম্**—যা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে; **এব**—ও; **চ**—এবং; **তৎ-মাত্রত্বম্**—সূক্ষ্ম উপাদান; **চ**—এবং; **নভসঃ**—আকাশের; **লক্ষণম্**—সংজ্ঞা; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **বিদুঃ**—জানেন।

অনুবাদ

পণ্ডিতগণ এবং যাঁদের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, তাঁরা বস্তুর অর্থবাচক এবং বক্তার উপস্থিতির ইঙ্গিতকারী আকাশের সূক্ষ্মরূপ বলে শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আমরা যখনই শ্রবণের কথা বলি, তখন অবশ্যই একজন বক্তা থাকবেন; বক্তা ব্যতীত শ্রবণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই বৈদিক জ্ঞান, যাকে *শ্রুতি* বলা হয়, অর্থাৎ যা শ্রবণ করার দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তাকে *অপৌরুষেয়*-ও বলা হয়। *অপৌরুষেয়* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যা জড় জগতের কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত হয়নি'। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই বলা হয়েছে—*তেনে ব্রহ্ম হৃদা*। শব্দ ব্রহ্ম বা বেদ প্রথমে আদি কবি (*আদি-কবয়ে*) ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বিদ্বান হলেন কি করে? বিদ্যা মানেই হচ্ছে, সেখানে একজন বক্তা রয়েছে এবং শ্রবণের পন্থা রয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মা ছিলেন প্রথম সৃষ্ট জীব। তাঁর কাছে তা হলে কে বলেছিলেন? যেহেতু সেখানে কেউ ছিলেন না, তা হলে তাঁকে সেই জ্ঞান প্রদানকারী গুরু কে ছিলেন? সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনিই তাঁর হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। বৈদিক জ্ঞানের আদি বক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তা জড়-জাগতিক জ্ঞানের সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত। জড়-জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। আমরা

যদি কোন বদ্ধ জীবের কাছ থেকে কিছু শ্রবণ করি, তা হলে তা ভুল-ত্রুটিতে পূর্ণ থাকে। সমস্ত জড়-জাগতিক তথ্য ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা দ্বারা কলুষিত। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি জড় সৃষ্টির অতীত, এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। আমরা যদি সেই বৈদিক জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত হই, তা হলে আমরা পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারি।

আমরা যে শব্দ শুনি, সেই প্রতিটি শব্দের পেছনে একটি অর্থ রয়েছে। যখনই আমরা 'জল' শব্দটি শুনি, তখন সেই শব্দটির পেছনে একটি পদার্থ জল থাকে। তেমনই, যখনই আমরা 'ভগবান' শব্দটি শুনি, তার একটি অর্থ রয়েছে। আমরা যদি 'ভগবান' শব্দটির অর্থ এবং বিশ্লেষণ স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে লাভ করতে পারি, তা হলে পূর্ণরূপে তা জানা যায়। *ভগবদ্গীতা* যা হচ্ছে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান, তা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বলেছিলেন। সেইটি হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনাকারী অথবা তথাকথিত দার্শনিকেরা, যারা ভগবান সম্বন্ধে গবেষণা করছে, তারা কখনই ভগবানকে জানতে পারবে না। স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে প্রথমে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন যে ব্রহ্মা, তাঁর পরম্পরার ধারায় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। গুরু-পরম্পরার ধারায় মহাজনদের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

যখনই দর্শনের কথা বলা হয়, তখন অবশ্যই সেখানে রূপ রয়েছে। আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির শুরু হয় আকাশ থেকে। আকাশ থেকে রূপের সূচনা হয়। এবং আকাশ থেকে অন্যান্য রূপের উদ্ভব হয়। তাই আকাশ থেকে জ্ঞানের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতি শুরু হয়।

শ্লোক ৩৪

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

ভূতানাম্—সমস্ত জীবেদের; **ছিদ্র-দাতৃত্বম্**—অবকাশ প্রদান; **বহিঃ**—বাহ্য; **অন্তরম্**—আভ্যন্তরীণ; **এব**—ও; **চ**—এবং; **প্রাণ**—প্রাণ-বায়ুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আত্ম**—এবং মন; **ধিষ্ণ্যত্বম্**—কর্মক্ষেত্র হওয়ার ফলে; **নভসঃ**—আকাশের; **বৃত্তি**—কার্য; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

আকাশের কার্য এবং লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রাণীদের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের স্থান এবং অবকাশ প্রদান করা, যথা—প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং মনের কার্যক্ষেত্র হওয়া।

তাৎপর্য

মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ অথবা জীবাত্মাকে খালি চোখে দেখা না গেলেও তাদের রূপ রয়েছে। আকাশের সূক্ষ্ম অস্তিত্বে রূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং আভ্যন্তরীণভাবে তা শরীরের ধমনী এবং প্রাণ-বায়ুর সঞ্চালনের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের অদৃশ্য রূপ রয়েছে। অদৃশ্য বিষয়ের উৎপত্তি আকাশের বাহ্যিক ক্রিয়া, এবং প্রাণ-বায়ুর এবং রক্তের সঞ্চালন হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া। আকাশের যে সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে তা টেলিভিশনের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এবং আকাশতত্ত্বের ক্রিয়ার দ্বারা রূপ বা ছবিকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে প্রেরণ করা যায়। সেই তত্ত্ব এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শ্লোকটি এক মহান বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আধার, কেননা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে আকাশ থেকে সূক্ষ্ম রূপের উৎপত্তি হয়, তাদের লক্ষণ এবং কার্য কি প্রকার, এবং কিভাবে বায়ু, অগ্নি, জল, এবং মাটি—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগুলি সূক্ষ্ম রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মনের ক্রিয়া বা চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা—এইগুলিও আকাশের স্তরের কার্যকলাপ। *ভগবদ্গীতার* বাণী অনুসারে, মৃত্যুর সময়ে যেই প্রকার মানসিক স্থিতি হয়, তার ভিত্তিতে পরবর্তী জন্ম লাভ হয়, তাও এই শ্লোকে সমর্থিত হয়েছে। সূক্ষ্ম রূপ থেকে স্থূল উপাদানে পর্যবসিত হওয়ার ফলে কিংবা জড়-জাগতিক কলুষের ফলে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই মানসিক স্তরের ঘটনাসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ৩৫

নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎকালগত্যা বিকুর্বতঃ ।
স্পর্শোঽভবত্ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥ ৩৫ ॥

নভসঃ—আকাশ থেকে; **শব্দ-তন্মাত্রাৎ**—সূক্ষ্ম শব্দ থেকে যার উদ্ভব হয়; **কাল-গত্যা**—কালের গতিতে; **বিকুর্বতঃ**—বিকার প্রাপ্ত; **স্পর্শঃ**—সূক্ষ্ম স্পর্শতত্ত্ব;

অভবৎ—উৎপন্ন হয়েছে; **ততঃ**—তা থেকে; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ত্বক্**—স্পর্শেন্দ্রিয়; **স্পর্শস্য**—স্পর্শের; **চ**—এবং; **সংগ্রহঃ**—অনুভব।

অনুবাদ

শব্দ থেকে উদ্ভূত আকাশ কালের গতির প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হয়ে, তা থেকে স্পর্শ-তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, এবং তা থেকে বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

কালের গতির প্রভাবে সূক্ষ্ম রূপ স্থূল রূপে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে আকাশ থেকে স্পর্শ-তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। স্পর্শের বিষয় এবং ত্বগেন্দ্রিয় কালের গতিতে উৎপন্ন হয়। শব্দ হচ্ছে জড় জগতে প্রদর্শিত প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং শব্দের অনুভূতি থেকে স্পার্শের অনুভূতি হয়, এবং স্পর্শের অনুভূতি থেকে দর্শনের অনুভূতি হয়। এইভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিগুলি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়।

শ্লোক ৩৬

মৃদুত্বং কঠিনত্বং চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ ।
এতৎস্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥ ৩৬ ॥

মৃদুত্বম্—কোমলতা; **কঠিনত্বম্**—কঠোরতা; **চ**—এবং; **শৈত্যম্**—শীতলতা; **উষ্ণত্বম্**—উষ্ণতা; **এব**—ও; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই; **স্পর্শস্য**—স্পর্শ-তন্মাত্রের; **স্পর্শত্বম্**—লক্ষণ; **তৎ-মাত্রত্বম্**—সূক্ষ্মরূপ; **নভস্বতঃ**—বায়ুর।

অনুবাদ

কোমলতা, কঠোরতা, শীতলতা এবং উষ্ণতা—এইগুলি স্পর্শের লক্ষণ। এই স্পর্শ হচ্ছে বায়ুর তন্মাত্র।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়ানুভূতি হচ্ছে রূপের প্রমাণ। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি ভিন্নভাবে বস্তুর অনুভূতি হয়। হয় কোমল নয়তো কঠিন, হয় ঠাণ্ডা নয় গরম, ইত্যাদি। তগেন্দ্রিয়ের এই অনুভূতি আকাশ থেকে উৎপন্ন বায়ুর ক্রিয়ার পরিণতি।

শ্লোক ৩৭

চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ ।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্মাভিলক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥

চালনম্—আন্দোলন; **ব্যূহনম্**—মিশ্রণ; **প্রাপ্তিঃ**—সংযোগ; **নেতৃত্বম্**—বহন করে নিয়ে যাওয়া; **দ্রব্য-শব্দয়োঃ**—দ্রব্য এবং শব্দ কণিকা; **সর্ব-ইন্দ্রিয়াণাম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **আত্মত্বম্**—যথাযথভাবে কার্য করায়; **বায়োঃ**—বায়ুর; **কর্ম**—ক্রিয়ার দ্বারা; **অভিলক্ষণম্**—বিশেষ লক্ষণ।

অনুবাদ

আন্দোলন, মিশ্রণ, শব্দ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়ের প্রতি সংযোগ করা এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথভাবে কার্য করানোর মাধ্যমে বায়ুর ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়।

তাৎপর্য

বৃক্ষের শাখা যখন আন্দোলিত হয় অথবা মাটিতে পড়ে থাকা শুষ্ক পত্র যখন একত্রিত হতে দেখা যায়, তখন আমরা বায়ুর ক্রিয়া অনুভব করতে পারি। তেমনই, বায়ুর ক্রিয়ার ফলেই দেহ গতিশীল হয়, এবং যখন বায়ুর সঞ্চলন প্রতিহত হয়, তখন নানা রকম রোগ দেখা দেয়। পক্ষাঘাত, স্নায়বিক রোগ, উন্মাদ রোগ আদি বহু প্রকার রোগের প্রকৃত কারণ হচ্ছে বায়ুর অপর্যাপ্ত সঞ্চলন। আয়ুর্বেদীয় প্রথায় এই সমস্ত রোগের শুশ্রূষা করা হয় বায়ুর সঞ্চলনের ভিত্তিতে। কেউ যদি প্রথম থেকেই বায়ুর সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার প্রতি সচেতন থাকেন, তা হলে এই সমস্ত রোগ হতে পারে না। *আয়ুর্বেদ* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ নানা প্রকার ক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে কেবল বায়ুর প্রভাবে, এবং যখনই বায়ুর সঞ্চলনে বিঘ্ন ঘটে, তখন আর এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ*। কার্যের উপর আমাদের প্রভুত্ব বায়ুর প্রভাবেই হয়ে থাকে। বায়ুর সঞ্চলন যদি ব্যাহত হয়, তা হলে শোনা সত্ত্বেও আমরা সেই স্থানে যেতে পারি না। কেউ যদি আমাদের ডাকে, তা হলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই বায়ুর সঞ্চরণের ফলে, এবং আমরা সেই শব্দের কাছে বা যেই স্থান থেকে সেই শব্দ আসছে সেখানে যেতে পারি। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এইগুলি হচ্ছে বায়ুর গতি। গন্ধ আঘ্রাণ করার ক্ষমতাও বায়ুর প্রভাবেই হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৮

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষু রূপোপলম্ভনম্ ॥ ৩৮ ॥

বায়োঃ—বায়ু থেকে; **চ**—এবং; **স্পর্শ-তন্মাত্রাৎ**—স্পর্শ-তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন; **রূপম্**—রূপ; **দৈব-ঈরিতাৎ**—দৈব কর্তৃক প্রেরিত; **অভূৎ**—উদ্ভূত হয়েছে; **সমুত্থিতম্**—উত্থিত হয়েছে; **ততঃ**—তার থেকে; **তেজঃ**—অগ্নি; **চক্ষুঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়; **রূপ**—রঙ এবং রূপ; **উপ-লম্ভনম্**—দর্শন করে।

অনুবাদ

বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে, দৈবের প্রভাবে রূপের উৎপত্তি হয়। এই রূপের বিকাশের ফল-স্বরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয় বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে।

তাৎপর্য

দৈব, স্পর্শ অনুভূতি, বায়ুর মিথষ্ক্রিয়া এবং আকাশ থেকে উৎপন্ন মনের স্থিতির ফলে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে একজন জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। জীব যে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তার অদৃষ্ট অনুসারে এবং বায়ু ও মানসিক স্থিতির মিথষ্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন যে দৈব তার আয়োজন অনুসারে, জীবের দেহের পরিবর্তন হয়। রূপ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয় অনুভূতির মিশ্রণ। সমস্ত পূর্ব নির্ধারিত কর্ম মানসিক স্থিতি এবং বায়ুর মিথষ্ক্রিয়াজনিত পরিকল্পনা।

শ্লোক ৩৯

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

দ্রব্য—দ্রব্যের; **আকৃতিত্বম্**—আকৃতি; **গুণতা**—গুণ; **ব্যক্তি-সংস্থাত্বম্**—ব্যক্তিত্ব; **এব**—ও; **চ**—এবং; **তেজস্ত্বম্**—জ্যোতি; **তেজসঃ**—অগ্নির; **সাধ্বি**—হে সতী; **রূপ-মাত্রস্য**—রূপ-তন্মাত্রের; **বৃত্তয়ঃ**—লক্ষণ।

অনুবাদ

হে মাতঃ! আকৃতি, গুণ এবং ব্যক্তিত্বের দ্বারা রূপের বৃত্তি বোঝা যায়। অগ্নির রূপ তার জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হয়।

তাৎপর্য

আমরা যে রূপ দর্শন করি, তার বিশেষ আকৃতি এবং লক্ষণ রয়েছে। একটি বিশেষ বস্তুর গুণ সেই বস্তুর উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু শব্দের রূপ স্বতন্ত্র। যে সমস্ত রূপ অদৃশ্য তাদের কেবল স্পর্শের দ্বারা জানা যায়; সেইটি হচ্ছে অদৃশ্য রূপের স্বতন্ত্র অনুভূতি। দৃশ্য রূপ উপলব্ধ হয় তাদের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের দ্বারা। কোন দ্রব্যের গঠন তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া থেকে জানা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, লবণকে জানা যায় তার স্বাদের দ্বারা, তেমনই চিনিকে চেনা যায় তার মিষ্টি স্বাদের দ্বারা। স্বাদ এবং গুণগত গঠন দ্রব্যের রূপ হৃদয়ঙ্গম করার প্রধান উপায়।

শ্লোক ৪০

দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দনম্ ।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ ॥ ৪০ ॥

দ্যোতনম্—প্রকাশ; **পচনম্**—রন্ধন, পরিপাক; **পানম্**—পান; **অদনম্**—ভক্ষণ; **হিম-মর্দনম্**—শীতলতা বিনাশকারী; **তেজসঃ**—অগ্নির; **বৃত্তয়ঃ**—কার্য; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **শোষণম্**—বাষ্পীকরণ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **এব**—ও; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অগ্নিকে জানা যায় তার জ্যোতি, রন্ধন করার ক্ষমতা, পরিপাক, শীতলতা বিনাশ, বাষ্পীকরণ, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভোজন ও পানের উদ্রেকের দ্বারা।

তাৎপর্য

আগুনের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে আলোক ও তাপ বিকীরণ, এবং উদরেও আগুন রয়েছে। অগ্নি ব্যতীত আমরা আহার পরিপাক করতে পারি না। পরিপাক ব্যতীত

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা অথবা আহার এবং পান করার ক্ষমতা থাকে না। যখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয় না, তখন বুঝতে হবে যে, জঠরাগ্নি স্তিমিত হয়েছে। আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে তাকে বলা হয় *অগ্নিমান্দ্যম্* এবং তখন অগ্নিবিষয়ক চিকিৎসা করা হয়। যেহেতু পিত্ত-ক্ষরণের ফলে অগ্নি বৃদ্ধি পায়, তাই চিকিৎসা করা হয় পিত্ত-ক্ষরণ বৃদ্ধি করার। এইভাবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী সত্য বলে প্রমাণিত করে। অগ্নি যে শীতলতার প্রভাব দমন করে, সেই কথা সকলেই জানেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অগ্নির দ্বারা সর্বদাই প্রতিকার করা যায়।

শ্লোক ৪১

রূপমাত্রাদ্বিকুর্বাণাত্তেজসো দৈবচোদিতাৎ ।
রসমাত্রমভূত্তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

রূপ-মাত্রাৎ—রূপ-তন্মাত্র থেকে উদ্ভূত; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **তেজসঃ**—অগ্নি থেকে; **দৈব-চোদিতাৎ**—দৈবের আয়োজনে; **রস-মাত্রম্**—রস-তন্মাত্র; **অভূৎ**—উদ্ভূত হয়েছে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **অম্ভঃ**—জল; **জিহ্বা**—রসনেন্দ্রিয়; **রস-গ্রহঃ**—যা রস আস্বাদন করে।

অনুবাদ

অগ্নি এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, দৈবের ব্যবস্থাপনায় রস-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। রস থেকে জলের উদ্ভব হয়, এবং রস গ্রহণকারী জিহ্বাও উদ্ভূত হয়।

তাৎপর্য

জিহ্বাকে এখানে রস সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জনকারীর করণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু রস হল জলের একটি উৎপাদন, সেই হেতু জিহ্বার উপর সর্বদাই লালা থাকে।

শ্লোক ৪২

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্বম্ল ইতি নৈকধা ।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে ॥ ৪২ ॥

কষায়ঃ—কষায়; **মধুরঃ**—মিষ্টি; **তিক্তঃ**—তিক্ত; **কটু**—কটু; **অম্লঃ**—টক; **ইতি**—এই প্রকার; **ন-একধা**—বহু প্রকার; **ভৌতিকানাম্**—অন্যান্য বস্তুর; **বিকারেণ**—বিকারের দ্বারা; **রসঃ**—রস-তন্মাত্র; **একঃ**—মূলত এক; **বিভিদ্যতে**—বিভক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

রস যদিও মূলত এক, কিন্তু অন্যান্য পদার্থের সংসর্গে তা কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি বহু প্রকারে বিভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্ ।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪৩ ॥

ক্লেদনম্—আর্দ্রীকরণ; **পিণ্ডনম্**—পিণ্ডীকরণ; **তৃপ্তিঃ**—তৃপ্ত করা; **প্রাণন**—প্রাণ রক্ষা করা; **আপ্যায়ন**—শ্রান্তি নিবারণ করা; **উন্দনম্**—কোমল করা; **তাপ**—তাপ; **অপনোদঃ**—নিবারণ করা; **ভূয়স্ত্বম্**—প্রচুরভাবে; **অম্ভসঃ**—জলের; **বৃত্তয়ঃ**—বিশিষ্ট কার্য; **তু**—প্রকৃত পক্ষে; **ইমাঃ**—এই সমস্ত।

অনুবাদ

আর্দ্রীকরণ, বিভিন্ন মিশ্রণকে পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তি উৎপাদন, জীবিতকরণ, মৃদুকরণ; তাপ নিবারণ, বার বার উদ্ধৃত হলেও জলাশয়ে পুনঃ পুনঃ উদ্‌গমন, এবং তৃষ্ণা নিবারণ, এইগুলি জলের বৃত্তি।

তাৎপর্য

জল পান করে ক্ষুধা মেটানো যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কেউ যখন উপবাস করার ব্রত গ্রহণ করেন, তখন তিনি যদি মাঝে মাঝে একটু জল পান করেন, তা হলে তার উপবাসজনিত অবসাদ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। *বেদেও* বলা হয়েছে, *আপোময়ঃ প্রাণঃ*—"জীবন জলের উপর নির্ভর করে।" জল দিয়ে যে-কোন বস্তু ভেজানো যায়। আটার সঙ্গে জল মিশিয়ে পিণ্ড তৈরি করা যায়। তেমনই মাটির সঙ্গে জল মিশিয়ে মৃৎপিণ্ড তৈরি করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জল বিভিন্ন জড় উপাদানকে জোড়া লাগায়। বাড়ি তৈরির কাজে, ইট তৈরি করতে অথবা সিমেন্ট মাখতে জল হচ্ছে একটি অপরিহার্য

উপাদান। আগুন, জল এবং বায়ু—এই তত্ত্বগুলির বিনিময়ের ফলে সমগ্র জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার মধ্যে জল হচ্ছে সব চাইতে মুখ্য উপাদান। উত্তপ্ত স্থানে জল ঢালার ফলেই কেবল অত্যধিক তাপ দূর করা যায়।

শ্লোক ৪৪

রসমাত্রাদ্বিকুর্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ ।
গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎপৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ৪৪ ॥

রস-মাত্রাৎ—রস-তন্মাত্র থেকে উদ্ভূত; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **অম্ভসঃ**—জল থেকে; **দৈব-চোদিতাৎ**—দৈব ব্যবস্থাপনায়; **গন্ধ-মাত্রম্**—গন্ধ-তন্মাত্র; **অভূৎ**—প্রকাশিত হয়েছে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **পৃথ্বী**—পৃথিবী; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **গন্ধ-গঃ**—যা ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

জলের সঙ্গে রস-তন্মাত্রের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, দৈব ব্যবস্থাপনায় গন্ধ-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। তা থেকে মাটি এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা আমরা পৃথিবীর গন্ধ অনুভব করতে পারি।

শ্লোক ৪৫

করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্ ।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্‌গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

করম্ভ—মিশ্রিত; **পূতি**—দুর্গন্ধ; **সৌরভ্য**—সুগন্ধ; **শান্ত**—মৃদু; **উগ্র**—তীব্র; **অম্ল**—টক; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **দ্রব্য**—পদার্থের; **অবয়ব**—ভাগের; **বৈষম্যাৎ**—পার্থক্যের ফলে; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **একঃ**—এক; **বিভিদ্যতে**—বিভক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

গন্ধ এক হওয়া সত্ত্বেও, দ্রব্যের সংযোগের মাত্রা অনুসারে—মিশ্র, দুর্গন্ধ, শান্ত, উগ্র, অম্ল ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যে, যেমন নানা রকম মশলা এবং হিং দিয়ে তৈরি তরকারিতে মিশ্র গন্ধ অনুভূত হয়। নোংরা জায়গা থেকে দুর্গন্ধ আসে, কর্পূরাদি পদার্থ থেকে সুগন্ধ পাওয়া যায়, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদির গন্ধ উগ্র, তেঁতুল আদি টক পদার্থ থেকে অম্ল গন্ধ পাওয়া যায়। মূল গন্ধ হচ্ছে পৃথিবীর গন্ধ, এবং তা যখন বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৪৬

ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্ ।
সর্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

ভাবনম্—প্রতিমা নির্মাণ; **ব্রহ্মণঃ**—পরমব্রহ্মের; **স্থানম্**—আবাসস্থল নির্মাণ; **ধারণম্**—বস্তুসমূহের আধার হওয়া; **সৎ-বিশেষণম্**—মুক্ত স্থানকে আচ্ছাদন করা; **সর্ব**—সমস্ত; **সত্ত্ব**—অস্তিত্বের; **গুণ**—গুণাবলী; **উদ্ভেদঃ**—প্রকাশ হওয়ার স্থান; **পৃথিবী**—পৃথিবীর; **বৃত্তি**—কার্য; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

পরমব্রহ্মের স্বরূপকে আকার প্রদান করা, বাসস্থান নির্মাণ করা, জল রাখার পাত্র তৈরি করা, ইত্যাদি কার্য মাটির লক্ষণ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথিবী সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়স্থল।

তাৎপর্য

মাটিতে শব্দ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি এবং জল এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। এখানে মাটির একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে মাটি থেকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। কপিলদেবের এই উক্তি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্মের অসংখ্য রূপ রয়েছে, যাঁদের বর্ণনা শাস্ত্রে রয়েছে। মাটি এবং তার পরিণতি পাথর, কাঠ, মণি ইত্যাদি থেকে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ মাটি থেকে প্রস্তুত করা হয়, সেই রূপ কাল্পনিক নয়। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মাটি ভগবানের স্বরূপের আকার প্রদান করে।

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামের বৈচিত্র্য এবং তাঁর বংশীবাদনরত চিন্ময় রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে এই সমস্ত রূপের বর্ণনা রয়েছে, এবং সেই বর্ণনা অনুসারে যখন তাঁদের প্রতিমা নির্মাণ করা হয়, তখন তা আরাধ্য হয়। সেই গুলি কাল্পনিক নয়, যা মায়াবাদীরা বলে থাকে। কখনও কখনও *ভাবন* শব্দের কদর্থ করে বলা হয় 'কল্পনা'। কিন্তু *ভাবন* শব্দের অর্থ 'কল্পনা' নয়; তার অর্থ হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে প্রকৃত আকার প্রদান করা। পৃথিবী হচ্ছে সমস্ত জীবেদের এবং তাদের গুণের চরম বিকার।

শ্লোক ৪৭

নভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে ।
বায়োর্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎস্পর্শনং বিদুঃ ॥ ৪৭ ॥

নভঃ-গুণ-বিশেষঃ—আকাশের বিশেষ গুণ (শব্দ); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **তৎ**—তা; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **উচ্যতে**—বলা হয়; **বায়োঃ গুণ-বিশেষঃ**—বায়ুর বিশেষ গুণ (স্পর্শ); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **তৎ**—তা; **স্পর্শনম্**—স্পর্শেন্দ্রিয়; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন।

অনুবাদ

যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে শব্দ তাকে বলা হয় শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং যার বিষয় হচ্ছে স্পর্শ তাকে বলা হয় ত্বগেন্দ্রিয়।

তাৎপর্য

শব্দ হচ্ছে আকাশের গুণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। তেমনই, স্পর্শ হচ্ছে বায়ুর গুণ এবং ত্বগেন্দ্রিয়ের বিষয়।

শ্লোক ৪৮

তেজোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে ।
অম্ভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ ।
ভূমের্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য স ঘ্রাণ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তেজঃ-গুণ-বিশেষঃ—অগ্নির বিশেষ গুণ (রূপ); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **তৎ**—তা; **চক্ষুঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়; **উচ্যতে**—বলা হয়; **অম্ভঃ-গুণ-বিশেষঃ**—জলের বিশেষ গুণ (রস); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **তৎ**—তা; **রসনম্**—রসনেন্দ্রিয়; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন; **ভূমেঃ গুণ-বিশেষঃ**—ভূমির বিশেষ গুণ (গন্ধ); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **স**—তা; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে রূপ যা অগ্নির বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় দর্শনেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে রস যা জলের বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় রসনেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে গন্ধ যা পৃথিবীর বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

শ্লোক ৪৯

পরস্য দৃশ্যতে ধর্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলক্ষ্যতে ॥ ৪৯ ॥

পরস্য—কারণের; **দৃশ্যতে**—দেখা যায়; **ধর্মঃ**—বৈশিষ্ট্য; **হি**—যথাযথই; **অপরস্মিন্**—কার্যে; **সমন্বয়াৎ**—ক্রম পর্যায়ে; **অতঃ**—অতএব; **বিশেষঃ**—বিশেষ গুণ; **ভাবানাম্**—সমস্ত পদার্থের; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **এব**—কেবল; **উপলক্ষ্যতে**—দেখা যায়।

অনুবাদ

যেহেতু কারণ কার্যেও বিদ্যমান থাকে, তাই পূর্ববর্তী ভূতের গুণগুলি পরবর্তী ভূতে দেখা যায়। সেই কারণে আকাশ আদি ভূত চতুষ্টয়ের বিশেষ গুণগুলি মাটিতে পাওয়া যায়।

তাৎপর্য

শব্দ হচ্ছে আকাশের কারণ, আকাশ বায়ুর কারণ, বায়ু অগ্নির কারণ, অগ্নি জলের কারণ, এবং জল মাটির কারণ। আকাশের কেবল শব্দগুণ রয়েছে; বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শ রয়েছে; আগুনে শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ রয়েছে; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস রয়েছে; এবং মাটিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ রয়েছে। তাই মাটি হচ্ছে অন্য সমস্ত ভূতের গুণগুলির আধার। মাটি হচ্ছে অন্য সমস্ত ভূতের

সমষ্টি। মাটিতে পাঁচটি গুণ, জলে চারটি, আগুনে তিনটি, বায়ুতে দুটি এবং আকাশের কেবল একটি গুণ হচ্ছে শব্দ।

শ্লোক ৫০

এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ ।
কালকর্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ ৫০ ॥

এতানি—এই সমস্ত; **অসংহত্য**—অমিশ্রিত অবস্থায়; **যদা**—যখন; **মহৎ-আদীনি**—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ মহাভূত; **সপ্ত**—সব মিলিয়ে সাতটি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **কাল**—কাল; **কর্ম**—কর্ম; **গুণ**—এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ; **উপেতঃ**—সহযোগে; **জগৎ-আদিঃ**—সৃষ্টির উৎপত্তি; **উপাবিশৎ**—প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব আদি এই সমস্ত সপ্ত তত্ত্ব যখন অমিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবান কাল, কর্ম এবং গুণ সহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কারণের উৎপত্তি বর্ণনা করার পর, কপিলদেব কার্যের উৎপত্তির বিষয়ে বলেছেন। কারণ যখন অমিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন সাতটি মৌলিক উপাদানও ছিল—পঞ্চ মহাভূত, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার। পরমেশ্বর ভগবানের এই প্রবেশ হচ্ছে—জড় জগতের পরমাণুতে পর্যন্ত ভগবানের প্রবেশ। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*। তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই নন, প্রতিটি পরমাণুতেও রয়েছেন। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে রয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ৫১

ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্ ।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ—তার পর; **তেন**—ভগবানের দ্বারা; **অনুবিদ্ধেভ্যঃ**—এই সাতটি তত্ত্ব থেকে সক্রিয় হয়েছিলেন; **যুক্তেভ্যঃ**—মিলিত হয়েছিলেন; **অণ্ডম্**—অণ্ড; **অচেতনম্**—অচেতন; **উত্থিতম্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পুরুষঃ**—বিরাট পুরুষ; **যস্মাৎ**—যা থেকে; **উদতিষ্ঠৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **অসৌ**—সেই; **বিরাট্**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

ভগবানের উপস্থিতির ফলে সেই সপ্ত তত্ত্ব সক্রিয় এবং মিলিত হওয়ার ফলে, এক অচেতন অণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই অণ্ড থেকে বিরাট পুরুষ প্রকট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যৌন মিলনের ফলে, পিতা-মাতার থেকে পদার্থের মিশ্রণ হয়, যা ক্ষরিত রসের ঘনীভূত তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে, জড়ের মধ্যে আত্মাকে গ্রহণ করার এক অবস্থা সৃষ্টি করে, এবং সেই জড় পদার্থের মিশ্রণ ধীরে ধীরে একটি পূর্ণ শরীরে পরিণত হয়। সেই একই নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডেরও সৃষ্টি হয়—উপাদানগুলি বর্তমান ছিল, কিন্তু ভগবান যখন সেই সমস্ত জড় তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন তা ক্ষোভিত হয়েছিল, সেটিই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায়ও আমরা তা দেখতে পাই। যদিও মাটি জল এবং আগুন রয়েছে, তবুও সেই উপাদানগুলি একটি ইটের আকৃতি ধারণ করে, যখন সেইগুলির মিশ্রণে মানুষের শ্রম যুক্ত হয়। জীবনী-শক্তির সাহায্য ব্যতীত জড় পদার্থের কোন রূপ গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। তেমনই, এই জড় জগৎও বিরাট পুরুষরূপী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা ক্ষোভিত না হলে, বিকশিত হতে পারে না। *যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্*—তাঁর ক্ষোভিত হওয়ার ফলে, আকাশ সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তা থেকে ভগবানের বিরাট রূপও প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্বহিঃ ।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥ ৫২ ॥

এতৎ—এই; **অণ্ডম্**—অণ্ড; **বিশেষ-আখ্যম্**—বিশেষ নামক; **ক্রম**—ক্রমশ; **বৃদ্ধৈঃ**—বর্ধিত হয়েছে; **দশ**—দশ গুণ; **উত্তরৈঃ**—মহত্তর; **তোয়-আদিভিঃ**—জল

আদির দ্বারা; **পরিবৃতম্**—পরিবৃত; **প্রধানেন**—প্রধানের দ্বারা; **আবৃতৈঃ**—আচ্ছাদিত; **বহিঃ**—বাইরে; **যত্র**—যেখানে; **লোক-বিতানঃ**—লোকের বিস্তার; **অয়ম্**—এই; **রূপম্**—রূপ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় জড়া প্রকৃতির প্রকাশ। তাতে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্বের যে আবরণ রয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে পূর্বটির থেকে পরবর্তী আবরণটি দশ গুণ অধিক, এবং তার শেষ আবরণটি হচ্ছে প্রধানের আবরণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের বিরাটরূপ বিরাজ করছে, যার দেহের একটি অংশ হচ্ছে চতুর্দশ ভুবন।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ড বা অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ যা আমরা দর্শন করি, তার আকার ঠিক একটি অণ্ডের মতো। অণ্ড যেমন খোসার দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই এই ব্রহ্মাণ্ডও বিভিন্ন স্তরের আবরণের দ্বারা আবৃত। তার প্রথম আবরণটি হচ্ছে জলের, তার পরেরটি আগুনের, তার পরেরটি বায়ুর, তার পরেরটি আকাশের, এবং সব শেষের আবরণটি হচ্ছে প্রধানের। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রয়েছে বিরাট পুরুষরূপ ভগবানের বিশ্বরূপ। বিভিন্ন ভুবনগুলি হচ্ছে তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ। তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই দ্বিতীয় স্কন্ধে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন লোকগুলিকে ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করা হয়। যে সমস্ত মানুষ সরাসরিভাবে ভগবানের চিন্ময় রূপের আরাধনা করতে পারে না, তাদের এই বিরাটরূপের ধ্যান করার এবং আরাধনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সর্ব নিম্নতম লোক হচ্ছে পাতাললোক, এবং তাকে ভগবানের পদতল বলে মনে করা হয়, এবং ভূর্লোক হচ্ছে ভগবানের উদর। ব্রহ্মলোক বা সর্বোচ্চ লোক, যেখানে ব্রহ্মা বাস করেন, তা ভগবানের মস্তক বলে বিবেচনা করা হয়।

বিরাটপুরুষকে ভগবানের একজন অবতার বলে মনে করা হয়। ভগবানের আদি রূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*আদিপুরুষ*। বিরাট পুরুষও পুরুষ, কিন্তু তিনি আদি পুরুষ নন। আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ / অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ*। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কেউ নেই।" ভগবানের অসংখ্য প্রকাশ রয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই

পুরুষ বা ভোক্তা, কিন্তু বিরাট পুরুষ অথবা পুরুষাবতার—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এবং ভগবানের অন্যান্য সমস্ত অবতারেরা কেউই আদি পুরুষ নন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন। বিরাট পুরুষের সক্রিয় প্রকাশ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নিম্ন স্তরের, তারা ভগবানের বিশ্বরূপের চিন্তা করতে পারে, কেননা *ভগবদ্গীতায়* সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন এখানে বিচার করা হয়েছে। বাহিরের আবরণগুলি একে একে জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব দ্বারা রচিত, এবং প্রত্যেকটি আবরণ তার পূর্ববর্তী আবরণের দশ গুণ বড়। কোন বৈজ্ঞানিক অথবা অন্য কেউ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী শূন্য স্থানটির আয়তন মাপতে পারে না, এবং তার বাইরে সাতটি আবরণ রয়েছে, এবং প্রতিটি আবরণ তার পূর্ববর্তী আবরণটি থেকে দশ গুণ বড়। জলের আবরণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি থেকে দশ গুণ বড়, আগুনের আবরণ জলের থেকে দশ গুণ বড়, তেমনই, বায়ুর আবরণ আগুনের আবরণ থেকে দশ গুণ বড়। এই আয়তন মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে অচিন্তনীয়।

আরও বলা হয়েছে যে, সেইটি হচ্ছে কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা। এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আরও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং তাদের অনেকেরই আয়তন অনেক অনেক গুণ বড়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে সব চাইতে ছোট বলে মনে করা হয়; তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ ব্রহ্মার কেবল চারটি মস্তক। অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ডের, যাদের আয়তন এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে অনেক অনেক গুণ বড়, সেখানকার ব্রহ্মাদের মস্তকও অনেক বেশি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিন ক্ষুদ্র ব্রহ্মার প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রহ্মাদের ডেকেছিলেন, এবং সেই সমস্ত বিরাট ব্রহ্মাদের দর্শন করে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। এমনই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। কেউই জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা নিজেকে ভগবান বলে ভ্রান্ত দাবি করার দ্বারা ভগবানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপতে পারে না। যদি কেউ সেই প্রয়াস করে, তা কেবল তার পাগলামির লক্ষণ।

শ্লোক ৫৩

হিরণ্ময়াদণ্ডকোশাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্বিভেদ খম্ ॥ ৫৩ ॥

হিরণ্ময়াৎ—স্বর্ণময়; অণ্ড-কোশাৎ—অণ্ড থেকে; উত্থায়—উত্থিত হয়ে; সলিলে—জলে; শয়াৎ—শায়িত; তম্—তাতে; আবিশ্য—প্রবেশ করে; মহা-দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান; বহুধা—বহুভাবে; নির্বিভেদ—বিভক্ত; খম্—ছিদ্র।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বিরাট পুরুষ সেই স্বর্ণময় অণ্ডকোষে প্রবেশ করলেন, যা জলে শায়িত ছিল, এবং তিনি তাকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করলেন।

শ্লোক ৫৪

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥ ৫৪ ॥

নিরভিদ্যত—প্রকট হয়েছিল; অস্য—তাঁর; প্রথমম্—সর্ব প্রথম; মুখম্—মুখ; বাণী—বাগেন্দ্রিয়; ততঃ—তার পর; অভবৎ—প্রকাশিত হয়েছিল; বাণ্যা—বাগেন্দ্রিয় থেকে; বহ্নি—অগ্নিদেবতা; অথঃ—তার পর; নাসে—দুই নাসারন্ধ্রে; প্রাণ—প্রাণবায়ু; উতঃ—যুক্ত হয়েছিল; ঘ্রাণঃ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; এতয়োঃ—সেইগুলিতে।

অনুবাদ

সর্ব প্রথমে তাঁর মুখ প্রকট হয়েছিল, এবং তার পর অগ্নিদেব সহ বাগেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্নিদেব হচ্ছেন সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তার পর দুইটি নাসারন্ধ্র প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর প্রকাশ হয়েছিল।

তাৎপর্য

বাগেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অগ্নির প্রকাশ হয়েছিল, এবং নাসিকার সঙ্গে প্রাণবায়ুর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয়েছিল।

শ্লোক ৫৫

ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ ।
তস্মাৎসূর্যোন্যভিদ্যেতাং কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ ॥ ৫৫ ॥

ঘ্রাণাৎ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে; **বায়ুঃ**—পবনদেব; **অভিদ্যেতাম্**—প্রকট হয়েছিলেন; **অক্ষিণী**—নেত্রদ্বয়; **চক্ষুঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়; **এতয়োঃ**—তাদের মধ্যে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **ন্যভিদ্যেতাম্**—প্রকট হয়েছিলেন; **কর্ণৌ**—কর্ণদ্বয়; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **ততঃ**—তা থেকে; **দিশঃ**—দিকসমূহের অধিষ্ঠাতা।

অনুবাদ

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বায়ুদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। তার পর বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় প্রকট হয়েছিল, এবং তার মধ্যে ছিল দর্শনেন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়ের প্রকাশের সঙ্গে, সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর তাঁর দুইটি কর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে ছিল শ্রবণেন্দ্রিয় এবং সেই সঙ্গে দিকসমূহের অধিষ্ঠাতা দিক-দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং সেই সঙ্গে সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের আবির্ভাব এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মাতৃগর্ভে যেমন শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে ভগবানের বিরাটরূপে বিবিধ সামগ্রীর উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের উদয় হয়, এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের উপরে রয়েছে এক-একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সেই সত্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং *ব্রহ্মসংহিতাতেও* বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবানের বিরাটরূপের চক্ষুরূপে সূর্য প্রকট হয়েছে। সূর্য বিরাটরূপের চক্ষুর উপর নির্ভরশীল। *ব্রহ্মসংহিতাতে* এও বলা হয়েছে যে, সূর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু। *যচ্চক্ষুরেষ সবিতা*। সবিতা মানে হচ্ছে 'সূর্যদেব'। সূর্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু। প্রকৃত পক্ষে, সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপ থেকে। জড়া প্রকৃতি কেবল উপাদানগুলি সরবরাহ করে। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"আমার পরিচালনায় জড়া প্রকৃতি এই জগতে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে।"

শ্লোক ৫৬

নির্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রাদয়স্ততঃ ।
তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্বিভিদে ততঃ ॥ ৫৬ ॥

নির্বিভেদ—প্রকট হয়েছে; **বিরাজঃ**—বিরাটরূপের; **ত্বক্**—ত্বক; **রোম**—লোম; **শ্মশ্রু**—দাড়ি-গোঁফ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **ততঃ**—তখন; **ততঃ**—তার পর; **ওষধয়ঃ**—ওষধিসমূহ; **চ**—এবং; **আসন্**—প্রকট হয়েছে; **শিশ্নম্**—শিশ্ন; **নির্বিভিদে**—আবির্ভূত হয়েছে; **ততঃ**—তার পর।

অনুবাদ

তার পর ভগবানের বিরাট পুরুষ বিশ্বরূপ তাঁর ত্বক প্রকাশ করেন, এবং তার পর তাঁর রোম, দাড়ি এবং গুম্ফ প্রকাশিত হয়। তার পর সমস্ত ওষধি প্রকট হয়, এবং তার পর তাঁর জননেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ত্বক হচ্ছে স্পর্শ অনুভূতির স্থান। যে দেবতারা ওষধির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরাই হচ্ছেন ত্বক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা।

শ্লোক ৫৭

রেতস্তস্মাদাপ আসন্নিরভিদ্যত বৈ গুদম্ ।
গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৭ ॥

রেতঃ—বীর্য; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **আপঃ**—জলের অধিষ্ঠাতৃদেব; **আসন্**—প্রকট হয়েছেন; **নিরভিদ্যত**—প্রকট হয়েছে; **বৈ**—বাস্তবিক পক্ষে; **গুদম্**—গুহ্যদ্বার; **গুদাৎ**—গুহ্যদ্বার থেকে; **অপানঃ**—মল ত্যাগের ইন্দ্রিয়; **অপানাৎ**—মল ত্যাগের ইন্দ্রিয় থেকে; **চ**—এবং; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **লোক-ভয়ঙ্করঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভয় উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

তার পর বীর্য এবং জলের অধিষ্ঠাতৃদেব প্রকট হয়েছেন। তার পর গুহ্যদ্বার ও মল ত্যাগের ইন্দ্রিয় এবং তার পর মৃত্যুর দেবতার প্রকাশ হয়, যাঁকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলে ভয় করে।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, বীর্যস্খলন হচ্ছে মৃত্যুর কারণ। তাই, যোগী এবং পরমার্থবাদীরা যাঁরা দীর্ঘ কাল ধরে জীবিত থাকতে চান, তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বীর্য ধারণ করেন। বীর্যস্খলন যত রোধ করা যায়, ততই মৃত্যুর সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। অনেক যোগী রয়েছেন যাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করার ফলে, তিনশ বা সাতশ বছর ধরে বেঁচে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বীর্যপাতই ভয়াবহ মৃত্যুর কারণ। মানুষ যৌন সুখভোগের প্রতি যত আসক্ত হয়, তত শীঘ্রই তাদের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৫৮

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্ ।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ ॥ ৫৮ ॥

হস্তৌ—বাহুযুগল; **চ**—এবং; **নিরভিদ্যেতাম্**—প্রকাশিত হয়েছিল; **বলম্**—শক্তি; **তাভ্যাম্**—তাদের থেকে; **ততঃ**—তার পর; **স্বরাট্**—ইন্দ্রদেব; **পাদৌ**—পদযুগল; **চ**—এবং; **নিরভিদ্যেতাম্**—প্রকাশিত হয়েছে; **গতিঃ**—গতি; **তাভ্যাম্**—তাদের থেকে; **ততঃ**—তার পর; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

তার পর ভগবানের বিরাটরূপের দুইটি হাত প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে বস্তু ধরার এবং ফেলার ক্ষমতার উদয় হয়েছিল, এবং তার পর ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর পদদ্বয় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে গমনাগমনের প্রক্রিয়া, এবং তার পর ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রকট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

হাতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র, এবং গতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বিরাট পুরুষের পদযুগল প্রকট হওয়ার পর, শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হয়েছিল।

শ্লোক ৫৯

নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্ ।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥

নাড্যঃ—ধমনী; **অস্য**—এই বিরাটরূপের; **নিরভিদ্যন্ত**—প্রকাশিত হয়েছে; তাভ্যঃ—তাদের থেকে; **লোহিতম্**—রক্ত; **আভৃতম্**—উৎপন্ন হয়েছে; **নদ্যঃ**—নদী; ততঃ—তা থেকে; **সমভবন্**—প্রকট হয়েছে; **উদরম্**—উদর; **নিরভিদ্যত**—প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ

বিরাটরূপের ধমনী প্রকাশিত হয় এবং তার পর রক্ত উৎপন্ন হয়, তার পর নদী সমূহের (ধমনীর অধিষ্ঠাতৃদেব), এবং তার পর উদর প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

রক্তবাহিকা শিরাগুলিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যখন বিরাটরূপের ধমনীসমূহ প্রকাশিত হয়, তখন বিভিন্ন লোকে নদীগুলিও প্রকাশিত হয়। নদীগুলির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্নায়ুমণ্ডলীরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায়, যাঁরা স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছেন, তাঁদের প্রবহমান নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শ্লোক ৬০

ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেতয়োরভূৎ ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

ক্ষুৎ-পিপাসে—ক্ষুধা এবং পিপাসা; **ততঃ**—তার পর; **স্যাতাম্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **তু**—তার পর; **এতয়োঃ**—তাদের থেকে; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **অথ**—তার পর; **অস্য**—বিরাটরূপের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ভিন্নম্**—আবির্ভূত হয়েছিল; **হৃদয়াৎ**—হৃদয় থেকে; **মনঃ**—মন; **উত্থিতম্**—আবির্ভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

তার পর ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতির উদয় হয়েছিল, এবং তার পর সমুদ্রের প্রকাশ হয়েছিল। তার পর হৃদয় প্রকট হয়, এবং হৃদয় থেকে মন প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

সমুদ্রকে উদরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলে বিবেচনা করা হয়, যা থেকে ক্ষুধা এবং পিপাসার অনুভূতির উদয় হয়। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অনুসারে, যখন কারও ঠিকমতো ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা হয় না, তাদের সমুদ্রে স্নান করার উপদেশ দেওয়া হয়।

শ্লোক ৬১

মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ ।
অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্যস্ততোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥

মনসঃ—মন থেকে; **চন্দ্রমাঃ**—চন্দ্র; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধি থেকে; **গিরাম্ পতিঃ**—বাণীর দেবতা (ব্রহ্মা); **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ততঃ**—তার পর; **রুদ্রঃ**—শিব; **চিত্তম্**—চেতনা; **চৈত্যঃ**—চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **ততঃ**—তার পর; **অভবৎ**—প্রকট হয়েছিল।

অনুবাদ

মনের পর চন্দ্র প্রকট হয়। তার পর বুদ্ধির প্রকাশ হয়, এবং বুদ্ধির পর ব্রহ্মা প্রকট হন। তার পর অহঙ্কার প্রকট হয়, এবং তার পর শিব। শিবের আবির্ভাবের পর চেতনা এবং চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য

মনের প্রকাশ হওয়ার পর চন্দ্র প্রকট হয়। তা থেকে সূচিত হয় যে, চন্দ্র হচ্ছেন মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তেমনই, বুদ্ধির প্রকাশের পর, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মার প্রকাশ হয়, এবং শিব যাঁর আবির্ভাব হয় অহঙ্কারের প্রকাশের পর, তিনি হচ্ছেন অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এর থেকে সূচিত হয় যে, চন্দ্র সত্ত্বগুণে, ব্রহ্মা রজোগুণে এবং শিব তমোগুণে রয়েছেন। অহঙ্কারের প্রকাশের পর চেতনার আবির্ভাব থেকে বোঝা যায় যে, শুরুতে জড় চেতনা তমোগুণের অধীন থাকে, তাই মানুষকে তাদের চেতনা শুদ্ধ করার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে হয়। এই শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। চেতনা যখন শুদ্ধ হয়, তখন অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। দেহকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করাকে বলা হয় নিজের ভ্রান্ত পরিচিতি বা অহঙ্কার। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

কীর্তন করার ফলে, প্রথমেই চেতনা বা চিত্তরূপ দর্পণের কলুষ দূর হয়ে যায়, এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়। দাবানলরূপ জড় অস্তিত্বের কারণ হচ্ছে অহঙ্কার, কিন্তু যখন অহঙ্কার অপসারিত হয়, তখন জীব তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তখন সে প্রকৃত পক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জীব যখন অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন তার বুদ্ধিও নির্মল হয়, এবং তখন তার মন সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে।

পরমেশ্বর ভগবান গৌরচন্দ্র রূপে বা নিষ্কলুষ চিন্ময় চন্দ্ররূপে পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হয়েছিলেন। জড় চন্দ্রে কলঙ্ক রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় চন্দ্র বা গৌরচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক। বিশুদ্ধ মনকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হলে, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র বা গৌরচন্দ্রের আরাধনা করতে হয়। যারা রজোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন অথবা যারা জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য তাদের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে চায়, তারা সাধারণত ব্রহ্মার পূজা করে, আর যারা তাদের জড় দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা শিবের পূজা করে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ আদি জড়বাদীরা ব্রহ্মা বা শিবের পূজক, কিন্তু প্রহ্লাদ আদি ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করেন।

শ্লোক ৬২

এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্ ।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥ ৬২ ॥

এতে—এই সমস্ত; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অভ্যুত্থিতাঃ**—প্রকাশিত হয়েছে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **ন**—না; **এব**—লেশমাত্র; **অস্য**—এই বিরাটপুরুষের; **উত্থাপনে**—জাগরণে; **অশকন্**—সমর্থ হয়েছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **আবিবিশুঃ**—তাঁরা প্রবিষ্ট হয়েছিলেন; **খানি**—দেহের রন্ধ্রে; **তম্**—তাঁর; **উত্থাপয়িতুম্**—জাগানোর জন্য; **ক্রমাৎ**—একে একে।

অনুবাদ

যখন দেবতারা এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাগণ এইভাবে প্রকট হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের আবির্ভাবের উৎসকে জাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে অক্ষম হয়ে, তাঁরা বিরাট পুরুষকে জাগাবার জন্য একে একে তাঁর দেহে পুনঃ প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অন্তরের নিদ্রিত অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে জাগাবার জন্য মানুষকে তার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী করে ধ্যানস্থ হতে হয়। বিরাট পুরুষকে জাগাবার জন্য যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, পরবর্তী শ্লোকে তা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

বহ্নির্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৩ ॥

বহ্নিঃ—অগ্নিদেব; **বাচা**—বাগেন্দ্রিয় সহ; **মুখম্**—মুখে; **ভেজে**—প্রবেশ করেছিলেন; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **ঘ্রাণেন**—ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহ; **নাসিকে**—তাঁর দুইটি নাসিকায়; **বায়ুঃ**—বায়ুদেবতা; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

অগ্নিদেব বাগেন্দ্রিয় সহ তাঁর মুখে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষকে তিনি জাগাতে পারলেন না। তখন বায়ুদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহ তাঁর নাসিকায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৪

অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৪ ॥

অক্ষিণী—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **চক্ষুষা**—দর্শনেন্দ্রিয় সহ; **আদিত্যঃ**—সূর্যদেব; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **শ্রোত্রেণ**—শ্রবণেন্দ্রিয় সহ; **কর্ণৌ**—তাঁর কর্ণদ্বয়; **চ**—এবং; **দিশঃ**—দিকসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

সূর্যদেব তখন দর্শনেন্দ্রিয় সহ বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠলেন না। তেমনই, দিকসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ শ্রবণেন্দ্রিয় সহ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি উঠলেন না।

শ্লোক ৬৫

ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৫ ॥

ত্বচম্—বিরাট পুরুষের ত্বক; **রোমভিঃ**—দেহের রোম সহ; **ওষধ্যঃ**—ওষধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **রেতসা**—প্রজননের ক্ষমতা সহ; **শিশ্নম্**—জননেন্দ্রিয়; **আপঃ**—জলদেবতা; **তু**—তখন; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

ত্বকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তখন ওষধিসমূহ সহ রোম-সমন্বিত বিরাট পুরুষের ত্বকে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। তখন জলের দেবতা বীর্য সহ তাঁর জননেন্দ্রিয়তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৬

গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৬ ॥

গুদম্—পায়ু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যুর দেবতা; **অপানেন**—অপান বায়ু সহ; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **হস্তৌ**—হস্তদ্বয়; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্রদেব; **বলেন**—বস্তু ধরার এবং ফেলে দেওয়ার শক্তি সহ; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

মৃত্যুর দেবতা তখন অপান বায়ু সহ বিরাট পুরুষের পায়ুতে প্রবেশ করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারলেন না। তখন ইন্দ্রদেব হাতের শক্তি সহ তাঁর হস্তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ তা সত্ত্বেও জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৭

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৭ ॥

বিষ্ণুঃ—ভগবান বিষ্ণু; **গত্যা**—গমনাগমনের ক্ষমতা সহ; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **চরণৌ**—তাঁর দুইটি পায়ে; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **নাড়ীঃ**—তাঁর ধমনী; **নদ্যঃ**—নদী বা নদীর দেবতা; **লোহিতেন**—রক্ত সহ, সঞ্চালনের শক্তি সহ; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—নড়লেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণু তখন গমনাগমনের ক্ষমতা সহ তাঁর পায়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন না। তখন নদীসমূহ রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের ক্ষমতা সহ তাঁর ধমনীতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষকে নাড়াতে পারলেন না।

শ্লোক ৬৮

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৮ ॥

ক্ষুৎ-তৃড়্ভ্যাম্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ; **উদরম্**—তাঁর উদর; **সিন্ধুঃ**—সমুদ্র বা সমুদ্রদেব; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **হৃদয়ম্**—তাঁর হৃদয়; **মনসা**—মন সহ; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্রদেব; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

সমুদ্র তখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ তাঁর উদরে প্রবেশ করলেন, তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। চন্দ্রদেব তখন মন সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৯

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৯ ॥

বুদ্ধ্যা—বুদ্ধি সহ; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **হৃদয়ম্**—তাঁর হৃদয়; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **রুদ্রঃ**—শিব; **অভিমত্যা**—অহঙ্কার সহ; **হৃদয়ম্**—তাঁর হৃদয়ে; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন বুদ্ধি সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষকে উঠতে রাজী করানো গেল না। রুদ্রদেব তখন অহঙ্কার সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ নড়লেন না।

শ্লোক ৭০

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্‌যদা ।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥ ৭০ ॥

চিত্তেন—বিচার করার ক্ষমতা বা চেতনা সহ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **চৈত্যঃ**—চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **ক্ষেত্র-জ্ঞঃ**—ক্ষেত্রজ্ঞ; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **যদা**—যখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **তদা**—তখন; **এব**—ঠিক; **পুরুষঃ**—বিরাট পুরুষ; **সলিলাৎ**—জল থেকে; **উদতিষ্ঠত**—উঠেছিলেন।

অনুবাদ

কিন্তু যখন চেতনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা অন্তঃকরণের নিয়ন্তা চিত্ত সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, ঠিক তখন বিরাট পুরুষ কারণ-বারি থেকে উত্থিত হলেন।

শ্লোক ৭১

যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা ॥ ৭১ ॥

যথা—ঠিক যেভাবে; **প্রসুপ্তম্**—নিদ্রিত; **পুরুষম্**—ব্যক্তি; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ইন্দ্রিয়**—কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি; **প্রভবন্তি**—সক্ষম হয়; **বিনা**—ব্যতীত; **যেন**—যাঁকে (পরমাত্মা); **ন**—না; **উত্থাপয়িতুম্**—উঠাতে; **ওজসা**—তাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

কেউ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তার সমস্ত জড় ক্ষমতাগুলি—যথা প্রাণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি—তাকে জাগরিত করতে পারে না। সে তখনই জাগরিত হয়, যখন পরমাত্মা তাকে সাহায্য করে।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিরাট পুরুষ বা পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের আদি উৎস। বিরাট পুরুষের সঙ্গে অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ অথবা জীবেদের যে সম্পর্ক তা এতই জটিল যে, কেবল তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার দ্বারা বিরাট পুরুষকে জাগানো যায় না। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা বিরাট পুরুষকে জাগানো সম্ভব নয়, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৭২

তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া ।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥

তম্—তাঁর উপর; **অস্মিন্**—এতে; **প্রত্যক্-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ধিয়া**—মন সহ; **যোগ-প্রবৃত্তয়া**—ভক্তিযুক্ত সেবায় প্রবৃত্ত; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **বিরক্ত্যা**—বৈরাগ্যের মাধ্যমে; **জ্ঞানেন**—পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে; **বিবিচ্য**—সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে; **আত্মনি**—শরীরে; **চিন্তয়েৎ**—মনন করা উচিত।

অনুবাদ

অতএব, ভগবানের ঐকান্তিক সেবার দ্বারা লব্ধ ভক্তি, বৈরাগ্য এবং পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে এই শরীরে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যদিও তিনি তা থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

জীব তার অন্তরস্থ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। যদিও তিনি দেহে রয়েছেন, তবুও তিনি দেহ থেকে ভিন্ন, বা দেহের অতীত। জীবাত্মার সঙ্গে একই শরীরে আসীন হওয়া সত্ত্বেও, এই শরীরের প্রতি পরমাত্মার কোন আসক্তি নেই, কিন্তু জীবাত্মার রয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা এই জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত হতে হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হতে হয় (*ভক্ত্যা*)। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১/২/৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ*। যখন সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব পূর্ণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে সেবিত হন, তখনই জড় জগতের প্রতি অনাসক্তির শুরু হয়। সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের কলুষ থেকে জীবকে মুক্ত করা। পরমেশ্বর ভগবানে ভক্তির দ্বারা তা অনায়াসে লাভ করা যায়।

কেউ যখন জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি তাঁর মনকে প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মায় একাগ্রীভূত করতে পারেন। মন যতক্ষণ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকার ফলে বিক্ষিপ্ত থাকে, ততক্ষণ মন এবং বুদ্ধিকে পরমেশ্বর ভগবান বা তাঁর অংশ-প্রকাশ পরমাত্মায় একাগ্রীভূত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত না হলে, মন এবং শক্তি পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রীভূত করা সম্ভব নয়। জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হওয়ার পর, মানুষ প্রকৃত পক্ষে পরমতত্ত্বের দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন। মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বা জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে। যিনি জড়

জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি প্রসন্ন এবং তিনি ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে তিনি মুক্ত হতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে আত্মা প্রসন্ন হয়। সেই প্রসন্ন অবস্থায় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তা না হলে তা সম্ভব নয়। প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব অধ্যয়ন এবং মনকে পরমাত্মায় একাগ্র করা—এই সাংখ্য দর্শনের মূল বিষয়। এই সাংখ্য যোগের পরম সিদ্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের প্রতি ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রকৃতি-স্থঃ**—জড় শরীরে অবস্থান করে; **অপি**—যদিও; **পুরুষঃ**—জীব; **ন**—না; **অজ্যতে**—প্রভাবিত হয়; **প্রাকৃতৈঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা; **অবিকারাৎ**—পরিবর্তিত না হয়ে; **অকর্তৃত্বাৎ**—কর্তৃত্ব অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারা; **নির্গুণত্বাৎ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; **জল**—জলে; **অর্কবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বলতে লাগলেন—বিকার-রহিত এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হওয়ার ফলে, জীব যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে, তখন জড় দেহে অবস্থান করলেও সে গুণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে, ঠিক যেমন সূর্য তার জলের প্রতিবিম্ব থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেব সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কেবল ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন শুরু করার ফলেই ভগবৎ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্য লাভ করা যায়। এখানেও সেই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে। যে মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত, তিনি ঠিক জলে সূর্যের প্রতিবিম্বের মতো অবস্থান করেন। সূর্য যখন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন জলের আন্দোলন অথবা শীতলতা বা অস্থিরতা সূর্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। তেমনই *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ*

প্রযোজিতঃ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭)—কেউ যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হন, তখন তিনি ঠিক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মতো হয়ে যান। যদিও ভক্ত জড় জগতে রয়েছেন বলে মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে তিনি চিৎ-জগতে রয়েছেন। ঠিক যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব জলে রয়েছে বলে মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে সূর্য সেই জল থেকে কোটি-কোটি মাইল দূরে রয়েছে, ঠিক তেমনই ভক্তিযোগে যিনি যুক্ত হয়েছেন, তিনি নির্গুণ বা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত।

অবিকার শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন-রহিত।' *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তার শাশ্বত স্থিতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করা অথবা তার শক্তিকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা। সেটিই তার অপরিবর্তনীয় স্থিতি। যখনই সে তার শক্তি এবং কার্যকলাপ তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নিয়োগ করে, তখন তার অবস্থার পরিবর্তনকে বলা হয় *বিকার*। তেমনই, এই জড় দেহেও, তিনি যখন সদ্‌গুরুর নির্দেশে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন তিনি অবিকার স্থিতি প্রাপ্ত হন, কেননা সেইটি হচ্ছে তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তি মানে হচ্ছে স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জীবের স্বরূপগত স্থিতি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, (*ভক্তিযোগেন, ভক্ত্যা*)। কেউ যখন জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, সেটিই হচ্ছে অবিকারত্ব। *অকর্তৃত্বাৎ* মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু না করা। কেউ যখন তার নিজের দায়িত্বে কোন কিছু করে, তখন তার কর্তৃত্বাভিমান থাকে এবং তার ফলে সেই কর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়, কিন্তু কেউ যখন সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের জন্য করেন, তখন আর কোন রকম কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। অবিকারত্ব এবং অকর্তৃত্বের ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যেখানে জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব জলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্লোক ২

স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে ।
অহংক্রিয়াবিমূঢ়াত্মা কর্তাস্মীত্যভিমন্যতে ॥ ২ ॥

সঃ—সেই জীবাত্মা; **এষঃ**—এই; **যর্হি**—যখন; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণেষু**—গুণে; **অভিবিষজ্জতে**—মগ্ন হয়; **অহংক্রিয়া**—অহঙ্কারের দ্বারা; **বিমূঢ়**—মোহাচ্ছন্ন; **আত্মা**—জীবাত্মা; **কর্তা**—কর্তা; **অস্মি**—আমি হই; **ইতি**—এইভাবে; **অভিমন্যতে**—মনে করে।

অনুবাদ

আত্মা যখন জড়া প্রকৃতির মোহ এবং অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়, এবং অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে নিজেকে সব কিছুর কর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

প্রকৃত পক্ষে বদ্ধ জীবকে প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়ে কার্য করতে বাধ্য হতে হয়। জীবের কোন রকম স্বাধীনতা নেই। সে যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনার অধীন থাকে তখন সে মুক্ত, কিন্তু যখন সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যে যুক্ত হয়, তখন সে প্রকৃত পক্ষে জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*—জীব জড়া প্রকৃতির বিশেষ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে। *গুণ* মানে হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন, কিন্তু ভ্রান্তভাবে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে কর্তা। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর নির্দেশে কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি অনায়াসে এই ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ থেকে মুক্ত হতে পারেন। *ভগবদ্‌গীতায়* অর্জুন যুদ্ধে তাঁর পিতামহ এবং গুরুকে বধ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশনায় কার্য করতে শুরু করেন, তখন তিনি সেই ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলাফল থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি প্রথমে যুদ্ধ করতে না চেয়ে অহিংস হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। সেটিই হচ্ছে মুক্ত এবং বদ্ধ অবস্থার মধ্যে পার্থক্য। বদ্ধ জীবাত্মা খুব ভাল হতে পারে, এবং সত্ত্বগুণে কার্য করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু একজন ভক্ত সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কর্ম করেন। তাই সাধারণ মানুষের কাছে তার কার্যকলাপ খুব উচ্চ স্তরের বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু ভক্ত সব রকম দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

শ্লোক ৩

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ৩ ॥

তেন—তার দ্বারা; **সংসার**—জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্ত; **পদবীম্**—পথ; **অবশঃ**—অসহায়ভাবে; **অভ্যেতি**—ভোগ করে; **অনির্বৃতঃ**—অসন্তুষ্ট; **প্রাসঙ্গিকৈঃ**—জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে; **কর্ম-দোষৈঃ**—ভুল কর্মের ফলে; **সৎ**—ভাল; **অসৎ**—খারাপ; **মিশ্র**—মিশ্রিত; **যোনিষু**—বিভিন্ন যোনিতে।

অনুবাদ

এইভাবে বদ্ধ জীব প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে, উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়, ততক্ষণ তাকে তার কর্মদোষে এই অবস্থা স্বীকার করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে *কর্মদোষৈঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভ্রান্ত কর্মের ফলে।' তা এই জড় জগতে সম্পাদিত ভাল এবং মন্দ—সমস্ত কর্মকেই বোঝায়। জড় সঙ্গ প্রভাবে, এই জগতের সমস্ত কর্মই কলুষিত এবং ত্রুটিপূর্ণ। মূর্খ বদ্ধ জীবেরা মনে করতে পারে যে, জনসাধারণের জাগতিক কল্যাণের জন্য হাসপাতাল খুলে অথবা জড়-জাগতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় খুলে তারা দান করছে, কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই সমস্ত কর্মও ত্রুটিপূর্ণ, কেননা তা তাদের এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার পন্থা থেকে মুক্তি দান করতে পারবে না। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*সদসন্মিশ্রযোনিষু*। অর্থাৎ, কেউ এই জড় জগতে তথাকথিত পুণ্য কর্মের ফলে অতি উচ্চ কুলে অথবা উচ্চতর লোকে দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত কর্মও ত্রুটিপূর্ণ কেননা তা মুক্তি দান করে না। খুব ভাল স্থানে অথবা উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করা মানে এই নয় যে, সে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির জড়-জাগতিক ক্লেশকে এড়িয়ে চলতে পারে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব বুঝাতে পারে না যে, তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য যে-কর্মই সে করছে তা সবই ত্রুটিপূর্ণ, এবং ভগবদ্ভক্তিই কেবল তাকে এই সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ কর্মের ফল থেকে মুক্ত করতে পারে। যেহেতু সে এই সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ কর্ম থেকে বিরত হয় না, তাই তাকে উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন দেহে দেহান্তরিত

হতে হয়। তাকে বলা হয় *সংসার-পদবীম্*, অর্থাৎ এই জড় জগৎ, যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এই জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে যিনি মুক্ত হতে চান, তাকে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম করতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ৪

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৪ ॥

অর্থে—প্রকৃত কারণ; **হি**—নিশ্চয়ই; **অবিদ্যমানে**—বিদ্যমান নয়; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—জড়-জাগতিক অবস্থা; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **ধ্যায়তঃ**—মনোনিবেশ করে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **অস্য**—জীবের; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **অনর্থ**—অসুবিধার; **আগমঃ**—আগমন; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

প্রকৃত পক্ষে জীব জড় অস্তিত্বের অতীত, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার মনোভাবের ফলে, তার ভববন্ধনের নিবৃত্তি হয় না, এবং সে স্বপ্নবৎ নানা রকম অনর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্বপ্নের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থার ফলে, স্বপ্নের মধ্যে আমরা নানা রকম সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পতিত হই। তেমনই, জীবাত্মার এই জড় জগতে করণীয় কিছু নেই; কিন্তু আধিপত্য করার মনোভাবের ফলে, তাকে ভববন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়।

বদ্ধ অবস্থাকে এখানে *ধ্যায়তো বিষয়ানস্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *বিষয়* মানে 'উপভোগের বস্তু'। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করে যে, সে জড়-জাগতিক সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারে, ততক্ষণ তাকে বদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, কিন্তু যখনই সে প্রকৃতিস্থ হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে ভোক্তা নয়, কেননা একমাত্র ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*), এবং তিনিই ত্রিভুবনের অধীশ্বর (*সর্বলোকমহেশ্বরম্*)। তিনি সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃৎ। কিন্তু

ঈশ্বরত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং সমস্ত জীবের সুহৃদত্ব ভগবানের উপর অর্পণ করার পরিবর্তে, আমরা ঈশ্বর, ভোক্তা এবং সুহৃৎ হওয়ার দাবি করছি। আমরা নিজেদেরকে মানব-সমাজের হিতৈষী বলে মনে করে জনকল্যাণের কার্য করি। কেউ দাবি করতে পারে যে, সে হচ্ছে খুব বড় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সমস্ত মানুষের এবং দেশের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কখনই সকলের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হতে পারে না। একমাত্র সুহৃৎ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বদ্ধ জীবের চেতনাকে সেই স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে কৃষ্ণ যে তাদের প্রকৃত সুহৃদ, সেই কথা তারা বুঝতে পারে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, তা হলে তিনি কখনও প্রতারিত হবেন না, এবং তিনি সমস্ত বাঞ্ছিত সহায়তা প্রাপ্ত হবেন। বদ্ধ জীবের এই চেতনার উন্মেষই হচ্ছে সব চাইতে বড় সেবা। অন্য জীবের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হওয়ার অভিনয় করা কোন সেবা নয়। মিত্রতার শক্তি সীমিত। যদিও কেউ বন্ধু বলে দাবি করেন, তিনি কখনই অন্তহীনভাবে বন্ধু হতে পারে না। অসংখ্য জীব রয়েছে, এবং আমাদের ক্ষমতা সীমিত; তাই আমরা জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারি না। জনসাধারণের সর্ব শ্রেষ্ঠ সেবা হচ্ছে তাদের কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করা, যাতে তারা জানতে পারে যে, পরম ভোক্তা, পরম ঈশ্বর এবং পরম সুহৃৎ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার মোহময়ী স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

শ্লোক ৫

অত এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি ।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥ ৫ ॥

অতঃ এব—অতএব; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **চিত্তম্**—মন, চেতনা; **প্রসক্তম্**—আসক্ত; **অসতাম্**—জড় সুখভোগের; **পথি**—পথে; **ভক্তিযোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **তীব্রেণ**—অত্যন্ত ঐকান্তিক; **বিরক্ত্যা**—আসক্তি-রহিত; **চ**—এবং; **নয়েৎ**—আনতে হবে; **বশম্**—বশে।

অনুবাদ

প্রতিটি বদ্ধ জীবের কর্তব্য হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত তার কলুষিত চেতনাকে বৈরাগ্য সহকারে অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। তার ফলে তার মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে বশীভূত হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মুক্তির পন্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব নিজেকে ভোক্তা, ঈশ্বর অথবা সমস্ত জীবের সুহৃৎ বলে মনে করার ফলে, জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই ভ্রান্ত ধারণা ইন্দ্রিয় সুখভোগে অভিনিবেশের পরিণাম। কেউ যখন নিজেকে তার দেশবাসীর, সমাজের অথবা মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ বলে মনে করে, তখন সে নানা প্রকার জাতীয়তাবাদী, মানব-হিতৈষী এবং পরার্থবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হয়। এ সবই কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে অভিনিবেশের ফল। তথাকথিত সমস্ত রাষ্ট্রনেতা বা মানব-হিতৈষীরা সকলের সেবা করে না; তারা কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের সেবা করে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। কিন্তু বদ্ধ জীবেরা সেই কথা বুঝাতে পারে না কেননা তারা মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন। তাই এই শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেই যেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যেন নিজেকে প্রভু, অন্যের উপকারক বন্ধু অথবা ভোক্তা বলে মনে না করে। তার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের মূল তত্ত্ব। তিনটি বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অবশ্য কর্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, তিনি হচ্ছেন ভোক্তা এবং তিনি হচ্ছেন সকলের সুহৃৎ। এই সিদ্ধান্ত নিজে জানাই যথেষ্ট নয়, মানুষের চেষ্টা করা উচিত অন্যদের সেই বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং কৃষ্ণভক্তির প্রচার করা।

যখনই মানুষ এই প্রকার নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির উপর মিথ্যা আধিপত্য করার প্রবণতা আপনা থেকে দূর হয়ে যায়। সেই অনাসক্তিকে বলা হয় *বৈরাগ্য*। তথাকথিত জড়-জাগতিক প্রভুত্ব করার চেষ্টায় মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হন, সেটিই হচ্ছে চেতনাকে বশীভূত করার পন্থা। যোগের পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে হয়। *যোগ ইন্দ্রিয়সংযমঃ*। ইন্দ্রিয়গুলি যেহেতু সর্বদাই সক্রিয়, তাদের কার্যকলাপ তাই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করা উচিত—তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় না। কেউ যদি কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করতে চায়, তা হলে তার সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হবে না। এমন কি বিশ্বামিত্রের মতো মহান যোগীও, যিনি যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন, তিনিও মেনকার সৌন্দর্যের শিকার হয়েছিলেন। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে, সব সময়ই মনের ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই শ্লোকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, *প্রসক্তমসতাং পতি*—মন সর্বদাই অসৎ বা অনিত্য জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত। যেহেতু আমরা অনাদি কাল ধরে জড়া প্রকৃতির সংসর্গে রয়েছি, তাই আমরা এই অনিত্য জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। মনকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে হবে। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে হবে; তা হলেই সব কিছু ঠিক হতে পারে। এইভাবে ভক্তিযোগের গুরুত্ব এই শ্লোকে দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৬

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসঞ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥ ৬ ॥

যম-আদিভিঃ—যম ইত্যাদি; **যোগ-পথৈঃ**—যোগ-পদ্ধতির দ্বারা; **অভ্যসন্**—অভ্যাস করে; **শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **ময়ি**—আমাকে; **ভাবেন**—ভক্তি সহ; **সত্যেন**—বিশুদ্ধ; **মৎ-কথা**—আমার সম্বন্ধীয় কাহিনী; **শ্রবণেন**—শ্রবণের দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

যম আদি যোগের বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনের দ্বারা শ্রদ্ধাবান হওয়া, এবং আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

যোগের অনুশীলন হয় আটটি বিভিন্ন স্তরে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। যম এবং নিয়ম মানে হচ্ছে কঠোর নিয়ম অনুশীলনের দ্বারা সংযমের অভ্যাস করা, এবং আসন হচ্ছে উপবেশনের বিভিন্ন মুদ্রা। এইগুলি ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধার স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করে। শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা যোগ অভ্যাস করাই চরম লক্ষ্য নয়; প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে মনকে সংযত করে একাগ্র করা।

ভাবেন বা *ভাব* শব্দটি যোগ অভ্যাসের অথবা যে-কোন পারমার্থিক পন্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। *ভগবদ্‌গীতায়* (১০/৮) *ভাব* শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, *বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হওয়া উচিত। কেউ যখন জানতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর প্রকাশ হয় *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*, তখন *জন্মাদ্যস্য যতঃ* ('সব কিছুর আদি উৎস') বেদান্ত সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং তখন তিনি *ভাব* বা ভগবৎ প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় মগ্ন হতে পারেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে এই *ভাব* বা ভগবৎ প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হয় *(শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ)*। যোগের বিধি-নিষেধ এবং আসন ইত্যাদির অভ্যাসের দ্বারা অথবা পূর্ববর্তী শ্লোকের উপদেশ অনুসারে, সরাসরিভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার মাধ্যমে শ্রদ্ধা লাভ হয়। ভক্তিযোগের নয়টি অঙ্গের মধ্যে, প্রথম এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভগবানের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করা। সেই কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। *মৎকথাশ্রবণেন চ*। যোগের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার দ্বারা শ্রদ্ধার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং সেই লক্ষ্যই আবার সাধিত হয় কেবল ভগবানের দিব্য লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করার দ্বারা। এখানে *চ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা, এবং অন্যান্য পন্থাগুলি পরোক্ষ। কিন্তু সেই পরোক্ষ পন্থাও যদি গ্রহণ করা হয়, তবুও ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাফল্য লাভ হয় না। তাই এখানে *সত্যেন* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন যে, *সত্যেন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে *নিষ্কপটেন*—'কপটতা-বিহীন।' নির্বিশেষবাদীরা কপটতায় পূর্ণ। কখনও কখনও তারা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ভান করে, কিন্তু তাদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এইটি কপটতা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই প্রকার কপটতা অনুমোদন করা হয়নি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *পরমো নির্মৎসরাণাম্*—"এই *শ্রীমদ্ভাগবত* তাঁদেরই জন্য যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মাৎসর্য থেকে মুক্ত হয়েছেন।" সেই একই বিষয়ের উপর এখানেও জোর দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে মগ্ন হওয়া যায়, ততক্ষণ মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ৭

সর্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ ।
ব্রহ্মচর্যেণ মৌনেন স্বধর্মেণ বলীয়সা ॥ ৭ ॥

সর্ব—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **সমত্বেন**—সমভাবে দর্শনের দ্বারা; **নির্বৈরেণ**—শত্রুতা বিনা; **অপ্রসঙ্গতঃ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিনা; **ব্রহ্ম-চর্যেণ**—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; **মৌনেন**—মৌনব্রতের দ্বারা; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **বলীয়সা**—কর্মফল নিবেদনের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হয়, কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে নেই, কারও সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখতে নেই। ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক সেবায় যুক্ত ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। বিভিন্ন প্রকারের জীব রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদের বাইরের আবরণটি দর্শন করেন না; তিনি দেহের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে যে-আত্মা তাকে দর্শন করেন। যেহেতু প্রতিটি জীবাত্মাই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তিনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। সেইটি হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তের দর্শন। *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত বা তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি একজন ব্রাহ্মণ, একটি কুকুর, একটি হাতি, একটি গাভী অথবা একজন চণ্ডালের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না, কেননা তিনি জানেন যে, দেহটি কেবল বাইরের আবরণ মাত্র, এবং আত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভক্ত কখনও কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন। তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। *অপ্রসঙ্গতঃ* মানে 'সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করা।' ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনেই কেবল আগ্রহী, এবং তাই তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কেবল ভক্তদের সঙ্গেই তাঁর সঙ্গ করা উচিত। অন্য কারও সঙ্গে মেলামেশা করার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই, কেননা যদিও তিনি কাউকে তাঁর শত্রু বলে মনে করেন না, তবুও তিনি কেবল তাঁদের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত।

ভক্তকে ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করতে হয়। ব্রহ্মচর্য পালন করার অর্থ এই নয় যে, সম্পূর্ণরূপে যৌন জীবন থেকে মুক্ত হতে হবে; পত্নী সহ সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করাও ব্রহ্মচর্য ব্রতের অন্তর্গত। যৌন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই সব চাইতে ভাল। সেটিই কাম্য। তা সম্ভব না হলে, ভক্ত ধর্মের অনুশাসন অনুসারে, বিবাহ করে স্ত্রী সহ শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারেন।

ভক্তের অনর্থক কথা বলা উচিত নয়। ঐকান্তিক ভক্তের অর্থহীন বাক্যালাপ করার কোন সময় নেই। তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভক্তিতে ব্যস্ত থাকেন। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তিনি কেবল কৃষ্ণের কথাই বলেন। *মৌন* মানে হচ্ছে 'নীরবতা'। মৌন মানে একেবারেই কিছু না বলা নয়, তার অর্থ হচ্ছে কোন অনর্থক বাক্য ব্যয় না করা। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কথা বলার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উৎসাহী। এখানে যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে *স্বধর্মেণ*, অর্থাৎ নিজের নিত্য কর্মে একান্তভাবে যুক্ত থাকা, যার অর্থ হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাসরূপে কার্য করা বা কৃষ্ণভক্তি করা। পরবর্তী শব্দ *বলীয়সা*, এর অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কার্যের ফল ভগবানকে নিবেদন করা।' ভক্ত কখনও তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন কার্য করেন না। তিনি যা কিছু উপার্জন করেন, যা কিছু খান এবং যা কিছু করেন, তা সবই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিবেদন করেন।

শ্লোক ৮

যদৃচ্ছয়োপলব্ধেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্‌মুনিঃ ৷
বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৮ ॥

যদৃচ্ছয়া—অনায়াসে; **উপলব্ধেন**—যা লাভ হয়েছে তার দ্বারা; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **মিত**—অল্প; **ভুক্**—আহারী; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল; **বিবিক্ত-শরণঃ**—নির্জন স্থানে বাস করে; **শান্তঃ**—শান্ত; **মৈত্রঃ**—মৈত্রী-ভাবাপন্ন; **করুণঃ**—দয়ালু; **আত্ম-বান্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত অনায়াসে যা উপার্জন করা যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। তাঁর নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদাই চিন্তাশীল, শান্ত, মৈত্রীপূর্ণ, দয়ালু এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

যারা জড় শরীর ধারণ করেছে, তাদের কার্য করে অথবা জীবিকা উপার্জন করে দেহের আবশ্যকতাগুলি পূরণ করতে হয়। একান্তই যা প্রয়োজন, তা উপার্জন করার জন্যই কেবল ভক্তকে কর্ম করতে হয়। সেই প্রকার আয়ের দ্বারাই তাঁকে সব সময় সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং অনাবশ্যক ধন সংগ্রহ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। বদ্ধ অবস্থায় যে-মানুষের কাছে ধন নেই, সে সর্বদাই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার জন্য ধন উপার্জন করার চেষ্টায় অত্যন্ত কঠোরভাবে পরিশ্রম করে। কপিলদেব উপদেশ দিয়েছেন যে, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া যা আপনা থেকেই লাভ হয়, তার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করা উচিত নয়। এই সম্পর্কে *যদৃচ্ছয়া* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি জীবেরই তার বর্তমান শরীরে পূর্ব নির্ধারিত সুখ এবং দুঃখ রয়েছে; তাকে বলা হয় কর্মের নিয়ম। এমন নয় যে, কেবল পরিশ্রমের দ্বারাই মানুষের পক্ষে ধন সংগ্রহ করা সম্ভব, তা হলে প্রায় সকলেই সমান ধনী হত। প্রকৃত পক্ষে সকলেই তাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্ম অনুসারে উপার্জন করছে এবং ধন সম্পদ লাভ করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত অনুসারে, কোন রকম প্রচেষ্টা ব্যতীতই আমাদের কখনও কখনও বিপদের সম্মুখীন হতে হয় অথবা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতে হয়, তেমনই কোন রকম পরিশ্রম ব্যতীতই সুখ এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ অবস্থাও আসবে। আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের অদৃষ্ট অনুসারে সেইগুলি আসুক। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের মূল্যবান সময় কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে নিয়োগ করা। অর্থাৎ, জীবের তার স্বাভাবিক অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি অদৃষ্টের বশে কাউকে এমন একটি পরিস্থিতি লাভ করতে হয়, যা অন্যদের তুলনায় খুব একটা সমৃদ্ধিশালী নয়, তা হলেও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে কেবল কৃষ্ণভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য তার মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা। কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন জড়-জাগতিক সমৃদ্ধি অথবা দুঃখ-দুর্দশার উপর নির্ভর করে না; তা জড়-জাগতিক জীবনের অবস্থাগুলি থেকে মুক্ত। একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির মতো একজন অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। অতএব ভগবান তাঁকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই তাঁর অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এখানে আর একটি শব্দ হচ্ছে *মিতভুক্*। তার অর্থ হচ্ছে দেহ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করা উচিত। রসনার তৃপ্তির জন্য অত্যাহার করা উচিত নয়। শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি মানুষের আহার। রসনার তৃপ্তির জন্য মানুষকে অত্যধিক আগ্রহী হয়ে, মানুষের আহার্য নয় যে সমস্ত বস্তু সেইগুলি খাওয়া

উচিত নয়। বিশেষ করে ভক্তের উচিত কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। তাঁর কর্তব্য কেবল ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা। ভগবানকে শস্য, শাক-সবজি, ফল, ফুল এবং দুধ দিয়ে তৈরি নির্দোষ আহার নিবেদন করা হয়, এবং তাই রাজসিক এবং তামসিক খাদ্য তাঁকে নিবেদন করার সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তের কখনও লোভী হওয়া উচিত নয়। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভক্তের *মুনি* বা চিন্তাশীল হওয়া উচিত। তাঁর কর্তব্য সর্বদাই কৃষ্ণের কথা চিন্তা করা এবং কিভাবে আরও ভালভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা যায়, সেই কথা চিন্তা করা। সেইটিই তাঁর একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। জড়বাদীরা যেমন সর্বদাই তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের কথা চিন্তা করে, ভক্তের উচিত তেমনই সর্বদাই কৃষ্ণভক্তিতে তাঁর অবস্থার উন্নতি সাধনের চিন্তায় মগ্ন থাকা; তাই ভক্তের *মুনি* হওয়া উচিত।

পরবর্তী বিষয়টি হচ্ছে ভক্তের নির্জন স্থানে বাস করা উচিত। সাধারণত বিষয়ী ব্যক্তিরা তাদের জাগতিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহী, যা ভক্তের কাছে নিষ্প্রয়োজন। ভক্তের উচিত এমন স্থানে বাস করা যেখানে সকলেই ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে আগ্রহী। তাই সাধারণত ভক্ত তীর্থস্থানে যান, যেখানে ভগবদ্ভক্তেরা বাস করেন। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভক্তের এমন স্থানে বাস করা উচিত যেখানে অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষ নেই। নির্জন স্থানে *(বিবিক্তশরণঃ)* বাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পরের বিষয়টি হচ্ছে *শান্ত*। ভগবদ্ভক্তের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। সহজ উপায়ে তিনি যা উপার্জন করেন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কেবল আহার করা উচিত, নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদা প্রশান্ত চিত্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করার জন্য মনের শান্তি প্রয়োজন।

তার পরের বিষয়টি হচ্ছে *মৈত্র*। ভক্তের উচিত সকলের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়া, তবে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব কেবল ভক্তদের সঙ্গেই হওয়া উচিত। অন্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেবল কার্য সাধনের জন্যই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হওয়া উচিত। তিনি বলতে পারেন, "হ্যাঁ, মহাশয়, আপনি যা বলছেন তা ঠিক, " কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। তবে যারা সরল চিত্ত, অর্থাৎ যারা নাস্তিক নয় অথবা পারমার্থিক উপলব্ধিতেও ততটা উন্নত নয়, তাদের প্রতি তিনি কৃপাপরায়ণ। তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ভক্ত তাদের কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। ভগবদ্ভক্তের সব সময় *আত্মবান্* বা চিন্ময় অবস্থায় অধিষ্ঠিত থাকা উচিত। তাঁর কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তাঁর প্রধান

উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করা, এবং মূর্খতাবশত দেহ অথবা মনকে স্বরূপ বলে মনে করা উচিত নয়। *আত্মা* মানে হচ্ছে দেহ অথবা মন, কিন্তু এখানে *আত্মবান্* শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে আত্ম উপলব্ধ হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই শুদ্ধ চেতনায় থাকা অর্থাৎ তিনি যে তাঁর জড় দেহ অথবা মন নন, তাঁর প্রকৃত স্বরূপে তিনি যে চিন্ময় আত্মা, সেই সম্বন্ধে সচেতন থাকা। তার ফলেই তিনি দৃঢ় নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করবেন।

শ্লোক ৯

সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্বন্নসদাগ্রহম্ ।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৯ ॥

স-অনুবন্ধে—দেহের সম্বন্ধে; **চ**—এবং; **দেহে**—দেহের প্রতি; **অস্মিন্**—এই; **অকুর্বন্**—না করে; **অসৎ-আগ্রহম্**—দেহকে নিজের প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করা; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের দ্বারা; **দৃষ্ট**—দর্শন করে; **তত্ত্বেন**—বাস্তব; **প্রকৃতেঃ**—জড়ের; **পুরুষস্য**—চেতনের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে চেতন এবং জড়ের জ্ঞানের দ্বারা দর্শন-শক্তি বৃদ্ধি করা। অনর্থক জড় দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে দেহের সম্পর্কের প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা তাদের দেহের পরিচয়ে পরিচিত হতে উৎসুক, এবং তারা মনে করে যে, তাদের দেহ হচ্ছে 'আমি' এবং দেহের সম্পর্কে যা কিছু এবং দেহের অধিকারে যা কিছু তা সবই 'আমার'। সংস্কৃত ভাষায় তাকে বলা হয় *অহং মমতা*, এবং তাই হচ্ছে বদ্ধ জীবনের মূল কারণ। মানুষের উচিত জড় এবং চেতনের সমন্বয়রূপে সব কিছু দর্শন করা। তার উচিত জড়ের প্রকৃতি এবং চেতনের প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং তার প্রকৃত পরিচয় আত্মার সম্পর্কে হওয়া উচিত, জড়ের সম্পর্কে নয়। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ভ্রান্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

শ্লোক ১০

নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ ।
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥ ১০ ॥

নিবৃত্ত—অতিক্রম করে; **বুদ্ধি-অবস্থানঃ**—জড় চেতনার স্তর; **দূরী-ভূত**—দূরে; **অন্য**—অন্য; **দর্শনঃ**—জীবনের ধারণা; **উপলভ্য**—উপলব্ধি করে; **আত্মনা**—বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **ইব**—সদৃশ; **অর্কম্**—সূর্য; **আত্ম-দৃক্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

জড় চেতনার ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এবং জীবনের অন্য সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এইভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, আকাশে যেমন সূর্যকে দর্শন করা যায়, ঠিক সেইভাবে আত্মাকে দর্শন করা উচিত।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবনে চেতনা তিনটি স্তরে কার্য করে। আমরা যখন জাগ্রত থাকি, তখন চেতনা এক বিশেষভাবে কার্য করে, আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন তা আর একভাবে কার্য করে, এবং আমরা যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি, তখন চেতনা আর একভাবে কার্য করে। কৃষ্ণভাবনাময় হতে হলে, চেতনার এই তিনটি স্তরই অতিক্রম করতে হয়। আমাদের বর্তমান চেতনা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেতনার অতিরিক্ত জীবনের অন্য সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। তাকে বলা হয় *দূরীভূতান্যদর্শনঃ*, অর্থাৎ কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আর কিছু দর্শন করেন না। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, ভক্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বিভিন্ন বস্তু দর্শন করতে পারেন, কিন্তু সব কিছুতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে ক্রিয়া করতে দেখেন। তিনি যখনই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে স্মরণ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সবিশেষরূপে স্মরণ করেন। তাই তাঁর সমস্ত দর্শনে তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারও চক্ষু যখন কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা রঞ্জিত হয় (*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত*), তিনি তখন সর্বদা বাইরে এবং অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। এখানেও সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে; অন্য সমস্ত দর্শন থেকে মুক্ত হতে হবে, এবং তখন তিনি তাঁর অহঙ্কারজনিত ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের

নিত্য দাসরূপে নিজেকে দর্শন করতে পারবেন। *চক্ষুর্যেবার্কম্*—আমরা যেমন নিঃসন্দেহে সূর্যকে দর্শন করতে পারি, তেমন যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করেছেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তিকেও ঠিক সেইভাবে দর্শন করতে পারেন। এই দর্শনের দ্বারা জীব *আত্মদৃক্* বা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হন। যখন দেহাত্ম-বুদ্ধির অহঙ্কার বিদূরিত হয়, তখন প্রকৃত দৃষ্টি প্রকাশিত হয়। তাই তখন ইন্দ্রিয়গুলিও নির্মল হয়। ভগবানের প্রকৃত সেবা তখনই শুরু হয়, যখন ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না, পরন্তু দেহাত্ম-বুদ্ধির অহঙ্কার দূর করতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই নির্মল হয়ে যায়, এবং নির্মল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা যায়।

শ্লোক ১১

মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে ।
সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

মুক্ত-লিঙ্গম্—অধোক্ষজ; **সৎ-আভাসম্**—প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত; **অসতি**—অহঙ্কারে; **প্রতিপদ্যতে**—উপলব্ধি করে; **সতঃ বন্ধুম্**—জড় কারণের আশ্রয়; **অসৎ-চক্ষুঃ**—মায়ার চক্ষু (প্রকাশকারী); **সর্ব-অনুস্যূতম্**—সব কিছুতে প্রবিষ্ট; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়।

অনুবাদ

অধোক্ষজ এবং অহঙ্কারেও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে মুক্ত জীব উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি জড় কারণের আশ্রয় এবং তিনি সব কিছুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব, এবং তিনি মায়ার চক্ষু।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত জড় প্রকাশে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করতে পারেন। ভগবান জড় জগতেই কেবল প্রতিবিম্বরূপে বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শুদ্ধ ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে, মায়ার অন্ধকারে একমাত্র আলোক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তার আশ্রয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জড় সৃষ্টির পটভূমি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *ব্রহ্মসংহিতাতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ এবং কলা বিস্তারের দ্বারা, কেবল এই ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যান্য

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজমান, যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এই শ্লোকে যে *অদ্বয়ম্*—'অদ্বিতীয়,' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যদিও সব কিছুতে উপস্থিত, এমন কি পরমাণুতেও পর্যন্ত, তবুও তিনি অবিভাজ্য। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর উপস্থিতি পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে ।
স্বাভাসেন তথা সূর্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥ ১২ ॥

যথা—যেমন; **জল-স্থঃ**—জলে স্থিত; **আভাসঃ**—প্রতিবিম্ব; **স্থল-স্থেন**—দেওয়ালে অবস্থিত; **অবদৃশ্যতে**—দেখা যায়; **স্ব-আভাসেন**—তার প্রতিবিম্বের দ্বারা; **তথা**—সেইভাবে; **সূর্যঃ**—সূর্য; **জল-স্থেন**—জলে স্থিত; **দিবি**—আকাশে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

সূর্য আকাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রথমে জলে প্রতিবিম্বরূপে, এবং ঘরের দেওয়ালে দ্বিতীয় প্রতিবিম্বরূপে সূর্যকে উপলব্ধি করা যায়, ঠিক সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়।

তাৎপর্য

এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা খুবই সুন্দর হয়েছে। সূর্য পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বহু দূরে আকাশে অবস্থিত কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতিবিম্ব ঘরের কোণে একটি জলপূর্ণ পাত্রে দেখা যায়। ঘরটি অন্ধকার, এবং সূর্য বহু দূরে আকাশে রয়েছে, কিন্তু জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব অন্ধকার ঘরটিকে আলোকিত করে। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের শক্তির প্রতিবিম্বের দ্বারা সব কিছুর মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। *বিষ্ণু পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাপ এবং আলোকের দ্বারা যেমন অগ্নির উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়, ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় হলেও, তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে সব কিছুতেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। *ঈশোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মুক্তাত্মারা সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন, ঠিক যেমন সূর্য পৃথিবী থেকে বহু দূরে অবস্থিত হলেও সূর্য-কিরণ এবং তার প্রতিবিম্ব সর্বত্র দর্শন করা যায়।

শ্লোক ১৩

এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **ত্রি-বৃৎ**—ত্রিবিধ; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ভূত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-ময়ৈঃ**—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন-সমন্বিত; **স্ব-আভাসৈঃ**—তার নিজের প্রতিবিম্বের দ্বারা; **লক্ষিতঃ**—প্রকাশিত; **অনেন**—এর দ্বারা; **সৎ-আভাসেন**—ব্রহ্মের প্রতিফলনের দ্বারা; **সত্য-দৃক্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

তত্ত্বদ্রষ্টা আত্মা এইভাবে প্রথমে ত্রিবিধ অহঙ্কারে এবং তার পর দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনে প্রতিবিম্বিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব মনে করে, "আমি এই দেহ," কিন্তু মুক্ত জীব মনে করেন, "আমি এই দেহ নই। আমি চিন্ময় আত্মা।" এই 'আমি'-কে বলা হয় অহঙ্কার, বা নিজের পরিচিতি। 'আমি এই শরীর' অথবা 'আমার শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার'—এই মনোভাবকে বলা হয় অহঙ্কার, কিন্তু কেউ যখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, এবং মনে করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস, সেই পরিচিতিটি হচ্ছে প্রকৃত অহঙ্কার। একটি ধারণা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, এবং অপরটি হচ্ছে সত্ত্বগুণের শুদ্ধ অবস্থা, যাকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব বা বাসুদেব। যখন আমরা অহঙ্কার ত্যাগ করার কথা বলি, তার অর্থ হচ্ছে যে, আমরা আমাদের ভ্রান্ত পরিচয় পরিত্যাগ করি, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সর্বদাই রয়েছে। অহঙ্কারের প্রভাবে দেহ এবং মনের জড় কলুষের মাধ্যমে যখন জীবের সত্তা প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাকে বলা হয় বদ্ধ অবস্থা, কিন্তু তা যখন শুদ্ধ স্তরে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় জড় সম্পদের মাধ্যমে নিজের যে পরিচিতি তা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে নিজেকে চিনতে হবে। বদ্ধ অবস্থায় মানুষ সব কিছুকেই তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তু বলে মনে করে, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় মানুষ সব কিছুই ভগবানের সেবার সামগ্রীরূপে

গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে জীবের প্রকৃত মুক্ত অবস্থা। অন্যথায়, জড় স্তরের সঙ্কল্প-বিকল্প, অথবা শূন্যবাদ বা নির্বিশেষবাদ—এ সবই শুদ্ধ আত্মার কলুষিত অবস্থা।

সত্যদৃক্ নামক বিশুদ্ধ আত্মাকে জানার দ্বারা সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্বরূপে দর্শন করা যায়। এই সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বদ্ধ জীব একটি সুন্দর গোলাপ ফুল দেখে, সেই সুগন্ধি পুষ্পটিকে তার নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করতে চায়। এইটি এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু, একজন মুক্ত আত্মা সেই ফুলটিকে ভগবানের প্রতিবিম্বরূপে দর্শন করেন। তিনি মনে করেন, "এই সুন্দর ফুলটি সম্ভব হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের পরা শক্তির প্রভাবে; অতএব এইটি ভগবানের, এবং তাঁর সেবাতেই এইটির উপযোগ করা উচিত।" এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বদ্ধ জীব ফুলটিকে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের উদ্দেশ্যে দর্শন করে, এবং ভগবদ্ভক্ত সেই ফুলটিকে ভগবানের সেবায় ব্যবহারের উপযোগী বলে দর্শন করেন। এইভাবে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্ব তার নিজের ইন্দ্রিয়ে, মনে এবং দেহে—সব কিছুতে দর্শন করতে পারে। এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষ সব কিছুকেই ভগবানের সেবায় লাগাতে পারে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি তাঁর সব কিছু—তাঁর প্রাণ, তাঁর বিত্ত, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বাণী ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছেন, অথবা যিনি এই সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চান, তিনি যেই অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে মুক্ত আত্মা বা সত্যদৃক্ বলে বিবেচনা করতে হবে। এই প্রকার মানুষ যথাযথ উপলব্ধি লাভ করেছেন।

শ্লোক ১৪

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া ।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ভূত—জড় উপাদানসমূহ; **সূক্ষ্ম**—ভোগের বিষয়সমূহ; **ইন্দ্রিয়**—জড় ইন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **আদিষু**—ইত্যাদি; **ইহ**—এখানে; **নিদ্রয়া**—নিদ্রার দ্বারা; **লীনেষু**—লীন; **অসতি**—অপ্রকটে; **যঃ**—যিনি; **তত্র**—সেখানে; **বিনিদ্রঃ**—জাগ্রত; **নিরহংক্রিয়ঃ**—অহঙ্কার থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

যদিও মনে হয় যে ভক্ত পঞ্চভূতে, ভোগের বিষয়ে, জড় ইন্দ্রিয়ে এবং মন ও বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি জাগ্রত, এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর ব্যাখ্যা, জীব কিভাবে এই শরীরে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত হতে পারে, তা এই শ্লোকে আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। যে জীব *সত্যদৃক্*, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে নিজের পরিচয় উপলব্ধি করেছেন, তিনি আপাত দৃষ্টিতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন বলে মনে হলেও তাঁকে জাগ্রত এবং অহঙ্কারের সমস্ত প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত বলে মনে করতে হবে। এখানে *লীন* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মায়াবাদীরা বলে যে, ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে তাদের চরম লক্ষ্য। সেই লীন হয়ে যাওয়ার কথা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু লীন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জীব তার সত্তা বজায় রাখতে পারে। সেই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, একটি সবুজ পাখি যখন একটি সবুজ গাছে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যেন গাছের সবুজ রঙের সঙ্গে সেই পাখিটি লীন হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাখিটি তার সত্তা হারিয়ে ফেলে না। তেমনই, জড়া প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতিতে লীন প্রাপ্ত জীব তার সত্তা ত্যাগ করে না। জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস বলে বুঝতে পারা। সেই তত্ত্বটি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীব হচ্ছে তাঁর শাশ্বত অংশ। অংশের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। সেটিই হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য। এই জড় জগতেও জীব যখন আপাত দৃষ্টিতে জড়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকে, তখনও তার সেই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। তার স্থূল দেহ পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত, তার সূক্ষ্ম দেহটি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা গঠিত, এবং তার পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে। এইভাবে জীব জড়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকে। কিন্তু জড় জগতের এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে লীন হয়ে থাকার সময়েও, ভগবানের নিত্য দাসরূপে সে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। পরা প্রকৃতিতেই হোক অথবা জড়া প্রকৃতিতেই হোক, ভগবানের এই প্রকার

সেবককে মুক্ত আত্মা বলে বিবেচনা করতে হবে। সেটিই হচ্ছে মহাজনদের সিদ্ধান্ত, এবং এই শ্লোকেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১৫

মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা ।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৫ ॥

মন্যমানঃ—মনে করে; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **অনষ্টঃ**—নষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও; **নষ্ট-বৎ**—নষ্টের মতো; **মৃষা**—ভ্রান্তভাবে; **নষ্টে অহঙ্করণে**—অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়ার ফলে; **দ্রষ্টা**—দর্শক; **নষ্ট-বিত্তঃ**—যে তার সম্পদ হারিয়েছে; **ইব**—মতো; **আতুরঃ**—দুর্দশাগ্রস্ত।

অনুবাদ

জীব দ্রষ্টারূপে স্পষ্টভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় তার অহঙ্কার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, সে ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ধন-সম্পদ হারাবার ফলে মানুষ গভীর দুঃখে অভিভূত হয়, এবং মনে করে যে, সে নিজেও নষ্ট হয়ে গেছে।

তাৎপর্য

অজ্ঞানতার বশেই কেবল জীব মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে। যদি জ্ঞানের প্রভাবে সে তার শাশ্বত অস্তিত্বের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে নষ্ট হয়ে যায়নি। এখানে তার একটি উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—*নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ*। যে ব্যক্তি বিপুল ধন-সম্পদ হারিয়েছে, সে মনে করতে পারে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে নষ্ট হয় না—কেবল তার ধন-সম্পদ নষ্ট হয়। কিন্তু ধন-সম্পদের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে অথবা ধন-সম্পদের প্রতি মমত্ববোধের ফলে, সে মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে। তেমনই যখন ভ্রান্তভাবে জড় অবস্থাকে আমাদের কার্যের কর্মক্ষেত্র বলে মনে করি, তখন আমাদের মনে হয় যে, আমরা নষ্ট হয়ে গেছি, যদিও প্রকৃত পক্ষে আমরা নষ্ট হই না। মানুষ যখন শুদ্ধ জ্ঞানে জাগরিত হয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস, তখন তার বাস্তবিক স্থিতি পুনর্জাগরিত

হয়। জীব কখনও নষ্ট হয় না। কেউ যখন গভীর নিদ্রায় তার পরিচয় ভুলে যায়, তখন সে স্বপ্নে মগ্ন হয়, এবং তখন সে নিজেকে অন্য একজন ভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করতে পারে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকে। অহঙ্কারের ফলেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার এই ধারণা হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব ভগবানের নিত্য দাসরূপে নিজেকে জানবার চেতনায় জাগরিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত থাকে। মায়াবাদীদের ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে ধারণা তা অহঙ্কারে নষ্ট হওয়ার আর একটি লক্ষণ। ভ্রান্তিবশত কেউ দাবি করতে পারে যে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে তা নয়। জীবের উপর মায়ার প্রভাবের এটিই হচ্ছে চরম ফাঁদ। অহঙ্কারের ফলেই মানুষ নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমান বলে মনে করে অথবা সে ভগবান হয়ে গেছে বলে মনে করে।

শ্লোক ১৬

এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে ।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রত্যবমৃশ্য**—বোঝার পর; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **প্রতিপদ্যতে**—উপলব্ধি করে; **স-অহঙ্কারস্য**—অহঙ্কারের প্রভাবে গৃহীত; **দ্রব্যস্য**—অবস্থার; **যঃ**—যিনি; **অবস্থানম্**—আশ্রয়; **অনুগ্রহঃ**—প্রকাশক।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যখন তাঁর পরিপক্ব জ্ঞানের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন অহঙ্কারের প্রভাবে তিনি যে অবস্থা স্বীকার করেছেন তা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদী দার্শনিকদের ধারণা হচ্ছে যে, চরমে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন সব কিছু এক হয়ে যায়। তাদের মতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন

পার্থক্য নেই। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারের দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে, তা ঠিক নয়। এমন কি কেউ যদি মনে করে যে, তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান একাকার হয়ে গেছে, তা হলেও স্বাতন্ত্র কখনও নষ্ট হয়ে যায় না। তিনের একাকার হয়ে যাওয়ার যে ধারণা সেটিও এক প্রকার জ্ঞান, এবং যেহেতু সেই জ্ঞানের জ্ঞাতার অস্তিত্ব তখনও রয়েছে, তা হলে কিভাবে বলা যায় যে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এক হয়ে গেছে? সেই জ্ঞান উপলব্ধি করছেন যে স্বতন্ত্র জীবাত্মা, তাঁর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তিনি তখনও রয়েছেন। জড় অস্তিত্ব এবং চিন্ময় অস্তিত্ব, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিসত্তা বর্তমান থাকে, তবে তাদের পার্থক্য কেবল পরিচিতিতে। জড় পরিচয়ের ক্ষেত্রে অহঙ্কার কার্য করে, এবং সেই ভ্রান্ত পরিচিতির ফলে, জীব বস্তুকে তার প্রকৃতরূপে গ্রহণ না করে ভিন্নরূপে গ্রহণ করে। সেইটি বদ্ধ জীবনের মূল কারণ। তেমনই, অহঙ্কার যখন শুদ্ধ হয়, তখন জীব সব কিছুই সঠিকভাবে গ্রহণ করে। সেইটি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা।

ঈশোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব কিছুই ভগবানের। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*। সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে অস্তিত্বশীল। *ভগবদ্গীতাতে* তা প্রতিপন্ন হয়েছে। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত এবং ভগবানের শক্তিতে বিরাজ করছে, শক্তি তাঁর থেকে ভিন্ন নয়—কিন্তু তবুও ভগবান ঘোষণা করেছেন, "আমি সেখানে নেই।" কেউ যখন স্পষ্টভাবে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন সব কিছুই প্রকাশিত হয়। অহঙ্কারের ভিত্তিতে যখন বস্তুকে গ্রহণ করা হয়, তখন সেইটি হচ্ছে জীবের বদ্ধ অবস্থা, কিন্তু সব কিছু যখন সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন মুক্তি লাভ হয়। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তা এখানে প্রযোজ্য—নিজের ধন-সম্পদে নিজের পরিচিতি আরোপ করার ফলে, মানুষ যখন সেই ধন-সম্পদে মগ্ন হয়ে থাকে, তখন সেই ধন নষ্ট হয়ে গেলে, সে মনে করে যে, সেও নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার ধন-সম্পদ তার প্রকৃত পরিচয় নয়, এমন কি সেই ধন-সম্পদ তারও নয়। যখন প্রকৃত অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধন-সম্পদ কোন ব্যক্তির বা জীবের নয়, এমন কি তা মানুষের দ্বারাও উৎপন্ন হয়নি। চরমে সমস্ত ধন-সম্পদ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, এবং তা নষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যতক্ষণ ভ্রান্তিবশত মানুষ মনে করে, "আমি ভোক্তা," অথবা "আমি ভগবান," ততক্ষণ পর্যন্ত জীব বদ্ধ অবস্থায় থাকে। যখনই সেই অহঙ্কার দূর হয়ে যায়, তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, স্বীয় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার নামই হচ্ছে মুক্তি।

শ্লোক ১৭

দেবহূতিরুবাচ
পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাদনয়োঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **পুরুষম্**—আত্মা; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ন**—না; **বিমুঞ্চতি**—মুক্ত করে; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **অন্যোন্য**—পরস্পরের প্রতি; **অপাশ্রয়ত্বাৎ**—আকর্ষণ থেকে; **চ**—এবং; **নিত্যত্বাৎ**—নিত্যত্ব থেকে; **অনয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীদেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ! জড়া প্রকৃতি কি কখনও জীবাত্মাকে মুক্তি দেয়? যেহেতু তাদের পরস্পরের আকর্ষণ নিত্য, তাই তাদের বিচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব?

তাৎপর্য

কপিলদেবের মাতা দেবহূতি এখানে তাঁর প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। যদিও মানুষ বুঝতে পারে যে, চেতন আত্মা এবং জড় পদার্থ ভিন্ন, তবুও দার্শনিক অনুমানের দ্বারা অথবা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা তাদের বাস্তবিকভাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। কোন না কোনভাবে এই দুইটি নিত্য শক্তির সমন্বয় হয়েছে, এবং যেহেতু তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন, অতএব জীবাত্মার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা যায় যে, আত্মা যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন দেহটির কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না, এবং দেহ যখন আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আর আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। আত্মা এবং দেহ যখন সংযুক্ত থাকে, তখন জীবন রয়েছে বলে বোঝা যায়। কিন্তু তারা যখন আলাদা হয়ে যায়, তখন আর দেহ অথব আত্মার অস্তিত্বের প্রকাশ থাকে না। কপিলদেবের কাছে দেবহূতির এই প্রশ্ন অনেকটা শূন্যবাদ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। শূন্যবাদীরা বলে যে, চেতনা জড় পদার্থের সমন্বয় থেকে উদ্ভূত, এবং চেতনা যখন চলে যায়, তখন জড় পদার্থের সেই সমন্বয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, এবং তাই চরমে শূন্য ছাড়া আর কিছু নেই চেতনার এই অনুপস্থিতিকে মায়াবাদ দর্শনে *নির্বাণ* বলা হয়।

শ্লোক ১৮

যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥ ১৮ ॥

যথা—যেমন; **গন্ধস্য**—গন্ধের; **ভূমেঃ**—মাটির; **চ**—এবং; **ন**—না; **ভাবঃ**—অস্তিত্ব; **ব্যতিরেকতঃ**— পৃথক; **অপাম্**—জলের; **রসস্য**—রসের; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **তথা**—তেমন; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **পরস্য**—চেতনার, আত্মার; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পৃথিবী এবং গন্ধের অথবা জল এবং রসের যেমন পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনই বুদ্ধি এবং চেতনার পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত জড় পদার্থের গন্ধ রয়েছে। ফুল, পৃথিবী—সব কিছুরই গন্ধ রয়েছে। কোন বস্তু থেকে যদি তার গন্ধ আলাদা করে দেওয়া হয়, তা হলে সেই বস্তুটিকে আর চেনা যায় না। জলের যদি স্বাদ না থাকে, তা হলে সেই জলের কোন অর্থই থাকে না; আগুনের যদি তাপ না থাকে, তা হলে সেই আগুনের কোন অর্থ থাকে না। তেমনই, যদি বুদ্ধি না থাকে, তা হলে সেই আত্মার অস্তিত্ব অর্থহীন।

শ্লোক ১৯

অকর্তুঃ কর্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ ।
গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষতঃ কথম্ ॥ ১৯ ॥

অকর্তুঃ—নিষ্ক্রিয় কর্তা, অকর্তা; **কর্ম-বন্ধঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **অয়ম্**—এই; **পুরুষস্য**—আত্মার; **যৎ-আশ্রয়ঃ**—গুণের প্রতি আসক্তির ফলে; **গুণেষু**—যখন গুণের মধ্যে থাকে; **সৎসু**—বর্তমান থাকে; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **কৈবল্যম্**—মুক্তি; **তেষু**—তাদের; **অতঃ**—অতএব; **কথম্**—কিভাবে।

অনুবাদ

অতএব, সমস্ত কর্মের নিষ্ক্রিয় অনুষ্ঠাতা হলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতি তার উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বেঁধে রাখে, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব?

তাৎপর্য

জীব যদিও জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হতে চায়, তবুও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। প্রকৃত পক্ষে, জীব যখনই জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তখন থেকেই তার সমস্ত কার্যকলাপ প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ*—জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কার্য করে। ভ্রান্তভাবে জীব মনে করে যে, সে কর্ম করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে নিষ্ক্রিয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তার জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা তা তাকে ইতিমধ্যেই বেঁধে রেখেছে। *ভগবদ্‌গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মানুষ বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে যে, চরমে সব কিছুই শূন্য, ভগবান বলে কেউ নেই, আর সব কিছুর পটভূমিতে যদি আত্মা থেকেও থাকে, তা হলে তা নির্বিশেষ। মানুষ এইভাবে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। দেবহূতি প্রশ্ন করেছেন যে, যদিও মানুষ নানাভাবে জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু সে যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্তি লাভ করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরও *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৪) পাওয়া যায়—কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন, *(মামেব যে প্রপদ্যন্তে)* তখনই কেবল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

যেহেতু দেবহূতি ধীরে ধীরে শরণাগতির পর্যায়ে আসছেন, তাই তাঁর প্রশ্নগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ। জীব কিভাবে মুক্ত হতে পারে? জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, ততক্ষণ তার পক্ষে শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? এইটি মিথ্যা ধ্যানকারীদেরও ইঙ্গিত করে। তথাকথিত বহু ধ্যানযোগী রয়েছে যারা মনে করে, "আমি পরমাত্মা। আমি জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করছি। আমার পরিচালনায় সূর্য বিচরণ করছে এবং চন্দ্রের উদয় হচ্ছে।" তারা মনে করে যে, এই প্রকার ধ্যানের ফলে তারা মুক্ত হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু দেখা যায় যে, এই প্রকার অর্থহীন ধ্যানের তিন মিনিট

পরেই তারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার এই আড়ম্বরপূর্ণ ধ্যানের পরেই সেই ধ্যানযোগী ধূম্রপান অথবা মদ্যপান করার জন্য পিপাসু হয়ে ওঠে। সে যদিও জড়া প্রকৃতির কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ, তবুও সে মনে করে যে, সে মায়ার বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছে। দেবহূতির এই প্রশ্ন তাদের জন্য যারা ভ্রান্তভাবে দাবি করে যে, তারাই হচ্ছে সব কিছু, চরমে সব কিছুই শূন্য, এবং পাপ কর্ম বা পুণ্য কর্ম বলে কিছু নেই। এইগুলি সমস্তই নাস্তিকদের সৃষ্ট মতবাদ। প্রকৃত পক্ষে, *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ মতো জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, ততক্ষণ তার পক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা মুক্তি লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ২০

ক্বচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্ ।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎপুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

ক্বচিৎ—কোন বিশেষ অবস্থায়; **তত্ত্ব**—মূল তত্ত্ব; **অবমর্শেন**—বিচার করার দ্বারা; **নিবৃত্তম্**—বিদূরিত হয়; **ভয়ম্**—ভয়; **উল্বণম্**—মহা; **অনিবৃত্ত**—নিবৃত্ত না হওয়ার ফলে; **নিমিত্তত্বাৎ**—কারণের ফলে; **পুনঃ**—আবার; **প্রত্যবতিষ্ঠতে**—আবির্ভূত হয়।

অনুবাদ

যদিও মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভব-বন্ধনের মহাভয় বিদূরিত হয়েও থাকে, কিন্তু তার কারণ নষ্ট না হওয়ায়, পুনরায় সেই ভয় আবির্ভূত হতে পারে।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার অহঙ্কারের ফলে, জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হওয়াই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৭) বর্ণনা করা হয়েছে, *ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন*। জীবের মধ্যে দুই প্রকার প্রবণতা দেখা যায়। একটি হচ্ছে *ইচ্ছা*, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা বা পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান হওয়ার বাসনা। সকলেই চায় এই জড় জগতে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে। *দ্বেষ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মাৎসর্য'। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে মনে করে, "কৃষ্ণ কেন সর্বেসর্বা হবে? আমিও কৃষ্ণের

থেকে কোন অংশে কম নই।" ভগবান হওয়ার বাসনা এবং ভগবানের প্রতি মাৎসর্য—এই দুইটি বিষয় হচ্ছে জীবের ভব-বন্ধনের আদি কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিক, মুক্তিকামী অথবা শূন্যবাদীর সব চাইতে মহান হওয়ার, সব কিছু হওয়ার অথবা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ইচ্ছা থাকে, ততক্ষণ ভব-বন্ধনের কারণটি থেকে যায়, এবং তাঁর মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে দেবহূতি বলেছেন, "কেউ তার অস্তিত্বের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলতে পারে যে, জ্ঞানের দ্বারা সে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তার কারণটি যতক্ষণ থেকে যায়, ততক্ষণ সে মুক্ত হতে পারে না।" *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই প্রকার জ্ঞানের চর্চা করার পর, কেউ যখন যথার্থই প্রকৃতিস্থ হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখনই কেবল তাঁর জ্ঞানানুসন্ধান সার্থক হয়। জড় জগতের বন্ধন থেকে তত্ত্বগতভাবে মুক্ত হওয়া এবং যথার্থ মুক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৪) বলা হয়েছে যে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির মঙ্গলময় পন্থা পরিত্যাগ করে, কেবল অনুমানের দ্বারা সব কিছু জানতে চায়, তা হলে সে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করছে *(ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে)*। এই প্রকার আসক্তিজনিত প্রচেষ্টার ফলে কেবল পরিশ্রমই হয়; কিন্তু কোন লাভ হয় না। মনোধর্মী জ্ঞানের প্রচেষ্টা কেবল পরিশ্রান্তিতেই পর্যবসিত হয়। সেই সূত্রে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, তুষে আঘাত করার ফলে যেমন তা থেকে চাল পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই মনোধর্মী জ্ঞানের এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে কেউ কখনও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা বন্ধনের কারণটি থেকে যায়। প্রথমেই কারণটির নিবৃত্তি সাধন করতে হয়, এবং তা হলে কার্যটি নিবৃত্ত হয়। সেই কথা পরমেশ্বর ভগবান পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২১

শ্রীভগবানুবাচ

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা ।

তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ ॥ ২১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অনিমিত্ত-নিমিত্তেন**—কর্মফলের প্রত্যাশা না করে; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বীয় বর্ণ এবং আশ্রমোচিত ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা;

অমল-আত্মনা—শুদ্ধ মনের দ্বারা; **তীব্রয়া**—ঐকান্তিক; **ময়ি**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রুত**—শ্রবণ করে; **সম্ভৃতয়া**—যুক্ত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল পর্যন্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আমার সেবা করেন, এবং তার ফলে দীর্ঘ কাল ধরে আমার সম্বন্ধে অথবা আমার কাছ থেকে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন। এইভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, কোন প্রকার কর্মফলের উদ্ভব হবে না, এবং তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন যে, কেবল জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবেই জীব বদ্ধ হয় না। বদ্ধ জীবনের শুরু হয় কেবল প্রকৃতির গুণের দ্বারা দূষিত হওয়ার ফলে। কেউ যদি পুলিশ বিভাগের সংস্পর্শে থাকে, তার অর্থ এই নয় যে, সে একটি দুর্বৃত্ত। পুলিশ বিভাগ যদিও রয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন অপরাধজনক কার্য করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দণ্ডভোগ করতে হয় না। তেমনই, মুক্ত পুরুষেরা জড়া প্রকৃতিতে থাকলেও, তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। এমন কি পরমেশ্বর ভগবানও যখন অবতরণ করেন, তখন আপাত দৃষ্টিতে তিনি জড়া প্রকৃতির সঙ্গ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। মানুষের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে, জড়া প্রকৃতিতে থাকা সত্ত্বেও, তিনি জড়া প্রকৃতির কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। পদ্মফুল যেমন জলে থাকলেও জলকে স্পর্শ করে না, ভগবান শ্রীকপিলদেব এখানে জীবেদেরও ঠিক সেইভাবে থাকবার কথা বলেছেন *(অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা)*।

ঐকান্তিক ভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, জীব অনায়াসে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই ভগবদ্ভক্তি কিভাবে বিকশিত হয়ে পরিপক্ক হয়, তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমে শুদ্ধ মনে তার স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। শুদ্ধ চেতনা মানে হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। নিজের কর্তব্য কর্মের পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই; কেবল কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে আচরণ করতে হয়। কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার সময় বিচার করে দেখতে হবে যে, সেই বৃত্তি বা স্বধর্ম আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন কি না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্য আর এক

জায়গায় বলা হয়েছে, *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—সকলেরই কিছু না কিছু কর্তব্য কর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই কর্তব্য কর্মের সিদ্ধি তখনই হবে, যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই কর্মের দ্বারা সুপ্রসন্ন হবেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, অর্জুনের ধর্ম ছিল যুদ্ধ করা, এবং তাঁর সেই যুদ্ধ প্রবণতার সার্থকতার পরিচয় হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে তিনি যেন যুদ্ধ করেন, এবং তিনি যখন কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তখন সেটিই ছিল তাঁর ভক্তিময় কর্তব্যের পূর্ণতা। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন তিনি যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন, তখন সেটিই ছিল তাঁর অপূর্ণতা।

কেউ যদি তাঁর জীবন সার্থক করতে চান, তা হলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে হবে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় আচরণ করা, তা হলে সেই কর্মের কোন ফল উৎপন্ন হবে না (*অনিমিত্তনিমিত্তেন*)। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র*—কেবল যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা উচিত। যজ্ঞের উদ্দেশ্য বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্য ব্যতীত যদি কর্ম করা হয়, তা হলে তার ফলে কর্মের বন্ধন উৎপন্ন হয়। কপিল মুনিও এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তি আচরণের দ্বারা, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত হওয়ার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই তীব্র ভক্তিযোগ বিকশিত হয় দীর্ঘ কাল ধরে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে । শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সূচনা। ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত আবির্ভাব, লীলা, তিরোভাব, নির্দেশ ইত্যাদি শ্রবণ করতে হয়।

দুই প্রকার শ্রুতি বা শাস্ত্র রয়েছে। তার একটিতে ভগবান নিজে বলেছেন, এবং অন্যটিতে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* প্রথম পর্যায়ের এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পরবর্তী পর্যায়ের। তীব্র ভক্তিযোগে যুক্ত হতে হলে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে বার বার এই সমস্ত শাস্ত্র শ্রবণ করতে হয়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, মায়ার কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে শ্রবণ করার ফলে, প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে উৎপন্ন সমস্ত কলুষ থেকে হৃদয় মুক্ত হয়। নিরন্তর, নিয়মিতভাবে শ্রবণ করার ফলে, কাম এবং লোভ বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার কলুষিত প্রভাব হ্রাস পায়, এবং এইভাবে কাম এবং লোভ হ্রাস পাওয়ার ফলে, জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন। এটিই হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধি বা আত্ম

উপলব্ধির স্তর। এইভাবে জীব চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়াই হচ্ছে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তি।

শ্লোক ২২

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ ২২ ॥

জ্ঞানেন—জ্ঞানে; **দৃষ্ট-তত্ত্বেন**—পরমতত্ত্ব দর্শনের দ্বারা; **বৈরাগ্যেণ**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **বলীয়সা**—অত্যন্ত বলবান; **তপঃ-যুক্তেন**—তপস্যায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **যোগেন**—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা; **তীব্রেণ**—দৃঢ়ভাবে যুক্ত; **আত্ম-সমাধিনা**—আত্ম সমাধির দ্বারা।

অনুবাদ

পূর্ণ জ্ঞান এবং চিন্ময় তত্ত্ব-দর্শন সহকারে দৃঢ়তাপূর্বক এই ভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। দৃঢ়তাপূর্বক আত্ম-সমাধিতে মগ্ন হওয়ার জন্য কঠোর বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া উচিত এবং তপশ্চর্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করা উচিত।

তাৎপর্য

জড় আবেগ অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অন্ধভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করা যায় না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করার দ্বারা পূর্ণজ্ঞানে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতে হয়। দিব্য জ্ঞান বিকশিত করার দ্বারা আমরা পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, এবং এই দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয় বৈরাগ্যের দ্বারা। এই বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী বা কৃত্রিম নয়, পক্ষান্তরে তা অত্যন্ত প্রবল। বলা হয় যে, জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি বা বৈরাগ্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির বিকাশের মাত্রা প্রদর্শিত হয়। কেউ যদি জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত না হয়, তা হলে বুঝাতে হবে যে, কৃষ্ণভক্তিতে তার উন্নতি সাধন হচ্ছে না। কৃষ্ণভক্তিতে বৈরাগ্য এতই প্রবল হয় যে, যে-কোন মায়িক আকর্ষণের দ্বারা তাকে বিচ্যুত করা যায় না। মানুষকে পূর্ণ তপস্যা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করতে হয়। তাঁকে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ—এই দুইটি একাদশীতে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরামচন্দ্রের এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে উপবাস করতে হয়। এই রকম অনেক উপবাসের দিন রয়েছে। *যোগেন* মানে হচ্ছে 'ইন্দ্রিয় এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা'। *যোগ ইন্দ্রিয়সংযমঃ*। *যোগেন* ইঙ্গিত করে

যে, ঐকান্তিকভাবে আত্ম-চেতনায় মগ্ন হয়ে, জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে, তাঁর নিজের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা। এইভাবে মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়, এবং তখন আর তাঁর শ্রদ্ধা কোন রকম জড় প্রলোভনের দ্বারা বিচলিত হয় না।

শ্লোক ২৩

প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্ ।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২৩ ॥

প্রকৃতিঃ—জড় প্রকৃতির প্রভাব; **পুরুষস্য**—জীবের; **ইহ**—এখানে; **দহ্যমানা**—দগ্ধ হয়ে; **তু**—কিন্তু; **অহঃ-নিশম্**—দিবা-রাত্র; **তিরঃ-ভবিত্রী**—তিরোহিত হয়; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **যোনিঃ**—আবির্ভাবের কারণ; **ইব**—যেন; **অরণিঃ**—অরণি কাষ্ঠ।

অনুবাদ

জড় প্রকৃতির প্রভাব জীবকে আবৃত করে রেখেছে, এবং তার ফলে মনে হয় যেন জীব নিরন্তর জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে, এই প্রভাব দূর করা সম্ভব, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন আগুনে সেই কাষ্ঠই ভস্ম হয়ে যায়।

তাৎপর্য

অগ্নি কাষ্ঠখণ্ডে সংরক্ষিত থাকে, এবং অবস্থা অনুকূল হলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু যেই কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, ঠিকমতো ব্যবহার করলে, সেই কাষ্ঠও অগ্নিতে ভস্ম হয়ে যায়। তেমনই জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে, জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অতএব তার প্রধান রোগ হচ্ছে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় অথবা সে জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। কর্মীরা প্রকৃতির সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে, প্রকৃতির প্রভু সেজে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টা করে, মুক্তিকামী জ্ঞানীরা জড় প্রকৃতির সম্পদ উপভোগ করার চেষ্টায় নিরাশ হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় অথবা তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। এই দুই প্রকার

রোগের কারণ হচ্ছে জড় কলুষ। এই জড় কলুষ ভস্মীভূত করা যায় ভগবদ্ভক্তির দ্বারা, কারণ ভগবদ্ভক্তিতে এই দুইটি রোগ, যথা—জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, অনুপস্থিত। তাই কৃষ্ণভাবনায় সাবধানতা সহকারে ভক্তির অনুষ্ঠান হলে, সংসার বন্ধনের কারণ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আপাত দৃষ্টিতে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তকে সর্বদাই কর্মে ব্যস্ত একজন মহান কর্মী বলে মনে হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কার্যকলাপের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি যা কিছু করেন তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেন। তাকে বলা হয় ভক্তি। আপাত দৃষ্টিতে অর্জুন ছিলেন একজন যোদ্ধা, কিন্তু যুদ্ধ করার দ্বারা তিনি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেছিলেন, তখন তিনি ভক্ত হয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্ত যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানবার জন্য সর্বদাই দার্শনিক গবেষণায় যুক্ত থাকেন, তখন তাঁর কার্যকলাপ একজন মনোধর্মী জ্ঞানীর কার্যকলাপের মতো বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি পরা প্রকৃতি এবং দিব্য কার্যকলাপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। এইভাবে যদিও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবণতা তাঁর মধ্যে রয়েছে, তবুও তাঁর মধ্যে সকাম কর্মের ফল এবং মনোধর্মী জ্ঞানের লেশ তাতে নেই, কেননা তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য।

শ্লোক ২৪

ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥ ২৪ ॥

ভুক্ত—ভোগ করা হয়েছে; **ভোগা**—ভোগ; **পরিত্যক্তা**—পরিত্যাগ করে; **দৃষ্ট**—দেখে; **দোষা**—দোষ; **চ**—এবং; **নিত্যশঃ**—সর্বদা; **ন**—না; **ঈশ্বরস্য**—স্বতন্ত্র ব্যক্তির; **অশুভম্**—হানি; **ধত্তে**—প্রদান করেন; **স্বে মহিম্নি**—তার নিজের মহিমায়; **স্থিতস্য**—অবস্থিত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দোষ দর্শন করে, এবং তাই তা পরিত্যাগ করে, জীব তখন স্বতন্ত্র হয় এবং স্বীয় মহিমায় স্থিত হয়।

তাৎপর্য

যেহেতু জীব জড়া প্রকৃতির ভোক্তা নয়, তাই প্রকৃতিকে ভোগ করার তার সমস্ত প্রচেষ্টা চরমে নিরাশ হয়। সেই নৈরাশ্যের ফলে, সে সাধারণ জীবের থেকে অধিক শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরম ভোক্তার অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। এইভাবে সে অধিক ভোগের পরিকল্পনা করে।

কেউ যখন প্রকৃতই ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত হন, তখন সেটিই হচ্ছে তাঁর স্বতন্ত্র স্থিতি। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভগবানের নিত্য দাসের স্তর বুঝতে পারে না। 'দাস' শব্দটির ব্যবহারের ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়; তারা বুঝতে পারে না যে, এই দাসত্ব জড় জগতের দাসত্বের মতো নয়। ভগবানের দাস হওয়া সব চাইতে উচ্চ পদ। কেউ যদি সেই কথা বুঝতে পেরে ভগবানের নিত্য দাসত্বের স্বাভাবিক পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। জীব জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে, তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। চিন্ময় ক্ষেত্রে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, এবং তাই সেখানে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভগবদ্ভক্ত সেই স্তর লাভ করেন, এবং তাই তিনি জড় সুখভোগের দোষ দর্শন করে, সেই প্রবণতা পরিত্যাগ করেন।

ভগবদ্ভক্ত এবং নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগ করার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে, ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। সেটিই হচ্ছে তাঁর মহিমান্বিত স্বরূপের স্থিতি। তখন তিনি ঈশ্বর, পূর্ণরূপে স্বাধীন। প্রকৃত ঈশ্বর বা পরমেশ্বর, বা পূর্ণ স্বতন্ত্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। জীব যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল তিনি ঈশ্বর। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা থেকে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তাই হচ্ছে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য।

শ্লোক ২৫

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

যথা—যেমন; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অপ্রতিবুদ্ধস্য**—নিদ্রিত ব্যক্তির; **প্রস্বাপঃ**—স্বপ্ন; **বহু-অনর্থ-ভৃৎ**—বহু অনর্থ উৎপন্ন করে; **সঃ এব**—সেই স্বপ্ন; **প্রতিবুদ্ধস্য**—জাগ্রত ব্যক্তির; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **মোহায়**—মোহাচ্ছন্ন করার জন্য; **কল্পতে**—সমর্থ।

অনুবাদ

স্বপ্নাবস্থায় মানুষের চেতনা প্রায় আচ্ছাদিত থাকে, এবং তখন নানা প্রকার অশুভ বস্তু দর্শন হয়, কিন্তু যখন সে জেগে উঠে পূর্ণ চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আর এই সমস্ত অশুভ বস্তু তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না।

তাৎপর্য

স্বপ্নাবস্থায় জীবের চেতনা যখন প্রায় আচ্ছাদিত থাকে, তখন নানা প্রকার প্রতিকূল বস্তুর দর্শন হতে পারে, যা তার উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণ, কিন্তু সে যখন জেগে উঠে, তখন যদিও স্বপ্নে সে যা দেখেছিল তা স্মরণ করতে পারে, তবুও সে আর বিচলিত হয় না। তেমনই আত্ম উপলব্ধির স্তর বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রকৃত সম্পর্কের উপলব্ধি জীবকে পূর্ণরূপে প্রসন্ন করে, এবং জড়া প্রকৃতির তিন গুণ যা জড় জগতে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করছে, তা আর তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। কলুষিত চেতনায় মানুষ সব কিছুই তার ভোগের সামগ্রী বলে দর্শন করে, কিন্তু শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় সে দেখে যে, সব কিছুই বিরাজ করছে পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের ভোগের জন্য। সেইটি হচ্ছে স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার পার্থক্য। কলুষিত চেতনাকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কৃষ্ণচেতনাকে জীবনের জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ অনুসারে, কেবল শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা। ত্রিভুবনের সব কিছুর অধীশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি সকলের পরম বন্ধু, সেই কথা বুঝতে পারার ফলেই শান্তিময় এবং স্বতন্ত্র হওয়া যায়। বদ্ধ জীবের যতক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞান না থাকে, ততক্ষণ সে সব কিছুর ভোক্তা হতে চায়। সে মানব-হিতৈষী হয়ে বা পরোপকারী হয়ে মানুষদের জন্য হাসপাতাল এবং স্কুল খুলতে চায়। এই সবই মায়া, কেননা এই প্রকার জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা কারোরই কোন রকম মঙ্গল সাধন করা যায় না। কেউ যদি আর পাঁচ জনের যথার্থ উপকার করতে চান, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনা জাগ্রত করা। কৃষ্ণভক্তির অবস্থাকে বলা হয় *প্রতিবুদ্ধ*, অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ চেতনা।'

শ্লোক ২৬

এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্ ।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ২৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিদিত-তত্ত্বস্য**—পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত তাঁকে; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **ময়ি**—আমাতে; **মানসম্**—মন;. **যুঞ্জতঃ**—যুক্ত করে; **ন**—না; **অপকুরুতে**—অপকার করতে পারে; **আত্ম-আরামস্য**—যিনি আত্মায় আনন্দময় তাঁকে; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

আত্মারাম ব্যক্তি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও, জড়া প্রকৃতির প্রভাব কখনও তাঁর অপকার করতে পারে না, কেননা তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব বলেছেন যে, *ময়ি মানসম্*, যে-ভক্তের মন সর্বদাই ভগবানের চরণ-কমলে স্থির হয়েছে, তাকে বলা হয় *আত্মারাম* অথবা *বিদিততত্ত্ব*। *আত্মারাম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি আত্মায় রমণ করেন', অথবা 'যিনি চিন্ময় পরিবেশে আনন্দ উপভোগ করেন।' জড় বিচারে *আত্মা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে দেহ অথবা মন, কিন্তু সেই শব্দটি যখন এমন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, যাঁর মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হয়েছে, তখন *আত্মারাম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত পারমার্থিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হয়েছেন।' পরম আত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং স্বতন্ত্র আত্মা হচ্ছে জীব। জীবাত্মা যখন পরম আত্মার সেবায় যুক্ত হন এবং ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন জীব *আত্মারাম* স্থিতি লাভ করেছেন বলা হয়। *আত্মারাম* স্থিতি তিনিই লাভ করতে পারেন যিনি যথাযথভাবে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন। তত্ত্বটি এই যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ভোক্তা এবং জীব তাঁর ভোগ্য এবং সেবক। যিনি এই সত্যকে জানেন, এবং তাঁর সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চেষ্টা করেন, তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক প্রতিক্রিয়া এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ঠিক যেমন একজন জড়বাদী এক বিশাল গগনচুম্বী প্রাসাদ বানায়, তেমনই ভগবদ্ভক্তও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। আপাত দৃষ্টিতে, সেই গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাতা এবং মন্দির নির্মাতাকে একই স্তরে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়, কারণ উভয়েই কাঠ, পাথর, লোহা এবং গৃহ নির্মাণের অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করছেন। কিন্তু যিনি একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, তিনি একজন জড়বাদী, আর যিনি মন্দির নির্মাণ

করছেন, তিনি হচ্ছেন *আত্মারাম*। জড়বাদী গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করে, তার দেহের সম্পর্কে নিজের তৃপ্তি সাধন করতে চায়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মন্দির নির্মাণ করে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁরা উভয়েই ভৌতিক কার্যকলাপের সংসর্গযুক্ত, তবুও ভগবদ্ভক্ত মুক্ত, এবং জড়বাদী বদ্ধ। তার কারণ হচ্ছে মন্দির নির্মাণ করছেন যে ভক্ত, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু অভক্ত, যে গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করছে, তার মন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনে মগ্ন। যে কোন কার্য সম্পাদন করার সময়, এমন কি এই জড় জগতেও, মন যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, তা হলে তিনি বদ্ধ হবেন না। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় যিনি ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৭

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা ।
সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ ॥ ২৭ ॥

যদা—যখন; **এবম্**—এইভাবে; **অধ্যাত্ম-রতঃ**—আত্ম-উপলব্ধিতে যুক্ত; **কালেন**—বহু বর্ষ যাবৎ; **বহু-জন্মনা**—বহু জন্ম ধরে; **সর্বত্র**—সমস্ত জায়গায়; **জাত-বৈরাগ্যঃ**—বিরক্তি উৎপন্ন হয়; **আ-ব্রহ্ম-ভুবনাৎ**—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল ব্যক্তি।

অনুবাদ

কেউ যখন বহু বর্ষব্যাপী এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবৎ-সেবা এবং আত্ম উপলব্ধিতে এইভাবে যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই জড় জগতের যে-কোন লোকের সুখ উপভোগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন; তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত ব্যক্তিকে বলা হয় ভক্ত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এবং মিশ্র ভক্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মিশ্র ভক্ত পারমার্থিক লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, যাতে তিনি পূর্ণজ্ঞান এবং আনন্দ সহকারে ভগবানের দিব্য ধামে নিত্যকাল অবস্থান করতে পারেন। জড় জগতে কোন ভক্ত যখন পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হন, তিনি জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিরূপে ভগবানের কাছ থেকে

জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশা করেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে চান, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হতে চান। কেউ যখন এই সমস্ত অবস্থার অতীত হন, তাঁকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্ত। তিনি কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হন না। তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসেন বলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানে যুক্ত হওয়াই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

শুদ্ধ ভক্তির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃন্দাবনের গোপিকারা। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে আগ্রহী ছিলেন না, তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। এই প্রেম হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ অবস্থা। ভক্তির এই শুদ্ধ অবস্থায় উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, উচ্চতর জড়-জাগতিক পদে উন্নীত হওয়ার প্রবণতা থাকে। মিশ্র ভক্ত ব্রহ্মলোকের মতো উচ্চতর লোকে, দীর্ঘ আয়ু-সমন্বিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পূর্ণ জীবন উপভোগের বাসনা করতে পারেন। এই সবই জড় বাসনা, কিন্তু যেহেতু মিশ্র ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই চরমে, বহু বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে জড় সুখ উপভোগ করার পর, তাঁর কৃষ্ণভক্তি নিঃসন্দেহে বিকশিত হবে, এবং এই কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি আর কোন প্রকার উন্নততর জড়-জাগতিক জীবনে আগ্রহী হবেন না। এমন কি তিনি ব্রহ্মার মতো ব্যক্তি হওয়ারও আকাঙ্ক্ষা করেন না।

শ্লোক ২৮-২৯

মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা ।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তেত যোগী লিঙ্গাদ্বিনির্গমে ॥ ২৯ ॥

মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; **প্রতিবুদ্ধ-অর্থঃ**—আত্ম উপলব্ধ; **মৎ-প্রসাদেন**—আমার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **ভূয়সা**—অন্তহীন; **নিঃশ্রেয়সম্**—পরম সিদ্ধি; **স্ব-সংস্থানম্**—তাঁর আলয়; **কৈবল্য-আখ্যম্**—কৈবল্য নামক; **মৎ-আশ্রয়ম্**—আমার আশ্রয়ে; **প্রাপ্নোতি**—লাভ করেন; **ইহ**—এই জীবনে; **অঞ্জসা**—সত্য সত্যই; **ধীরঃ**—ধীর; **স্ব-দৃশা**—আত্মজ্ঞানের দ্বারা; **ছিন্ন-সংশয়ঃ**—সংশয় থেকে মুক্ত; **যৎ**—সেই ধামে; **গত্বা**—গমন করে; **ন**—কখনই না; **নিবর্তেত**—ফিরে আসেন; **যোগী**—যোগী ভক্ত; **লিঙ্গাৎ**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় দেহ থেকে; **বিনির্গমে**—প্রস্থানের পর।

অনুবাদ

আমার ভক্ত প্রকৃত পক্ষে আমার অন্তহীন অহৈতুকী কৃপার দ্বারা আত্ম উপলব্ধি লাভ করেন, এবং তার ফলে, সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর গন্তব্য ধামের প্রতি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হন, যা আমার অনাবিল আনন্দময় পরা শক্তির আশ্রয়াধীন। সেটিই হচ্ছে জীবের চরম সিদ্ধির পরম লক্ষ্য। তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, যোগীভক্ত সেই দিব্য ধামে গমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি আর কখনও ফিরে আসেন না।

তাৎপর্য

প্রকৃত আত্ম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। ভক্তের অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে ভক্তির কার্য এবং ভক্তির বিষয়। আত্ম উপলব্ধির চরম অর্থ হচ্ছে ভগবান ও জীবকে জানা। স্বতন্ত্র জীবকে জানা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর প্রেমময়ী সেবার আদান-প্রদানই হচ্ছে প্রকৃত আত্ম উপলব্ধি। নির্বিশেষবাদী অথবা অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীরা তা প্রাপ্ত হতে পারে না। তারা ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভগবানের অন্তহীন অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি শুদ্ধ ভক্তের কাছে প্রকাশিত। ভগবান এই কথা বিশেষভাবে এখানে বলেছেন— *মৎপ্রসাদেন*, "আমার বিশেষ কৃপায়।" সেই কথা *ভগবদ্গীতাতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। যাঁরা প্রেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তাঁরাই কেবল উপযুক্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, যার দ্বারা তাঁরা ক্রমশ ভগবানের ধামের প্রতি অগ্রসর হতে পারেন।

নিঃশ্রেয়স শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চরম গন্তব্য স্থল।' *স্বসংস্থান* সূচিত করে যে, নির্বিশেষবাদীদের বাস করার কোন বিশেষ স্থান নেই। নির্বিশেষবাদীরা তাদের ব্যক্তিত্ব উৎসর্গ করে, যাতে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ ভগবানের চিন্ময় দেহনির্গত নির্বিশেষ জ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বিশেষ স্থান রয়েছে। গ্রহগুলি সূর্যের কিরণে বিরাজ করছে, কিন্তু সূর্য-কিরণের কোন নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল নেই। কেউ যখন কোন বিশেষ গ্রহে উপস্থিত হন, তখন তাঁর একটি আশ্রয়স্থল থাকে। চিদাকাশ, যাকে কৈবল্য বলা হয়, তা কেবল সর্বত্রই এক আনন্দময় জ্যোতি, এবং তা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে সংরক্ষিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) বলা হয়েছে, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ, ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে কৈবল্য বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় লোকসমূহ রয়েছে, যেগুলি বৈকুণ্ঠলোক নামে পরিচিত, এবং তাদের মধ্যে প্রধান

হচ্ছে কৃষ্ণলোক। কোন কোন ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন, এবং কেউ কৃষ্ণলোকে উন্নীত হন। ভক্তের বিশেষ বাসনা অনুসারে, তাঁকে বিশেষ ধাম প্রদান করা হয়, যাকে বলা হয় *স্বসংস্থান* বা তাঁর ঈপ্সিত গন্তব্যস্থল। ভগবানের কৃপায়, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্ত এই জড় দেহে থাকার সময়ও তাঁর গন্তব্যস্থল হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই তিনি নিষ্ঠা সহকারে, নিঃসংশয়ে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধামে উপস্থিত হন, যেখানে যাওয়ার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। সেই ধামে পৌঁছাবার পর, তিনি আর কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসেন না।

এই শ্লোকে *লিঙ্গাগ্নিনির্গমে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সূক্ষ্ম এবং স্থূল, এই দুই প্রকার জড় দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর।' সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত বা কলুষিত চেতনা দিয়ে, আর স্থূল শরীর গঠিত হয় মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে। কেউ যখন চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হন, তখন তিনি এই জড় জগতের সূক্ষ্ম এবং স্থূল দুইটি শরীরই পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁর শুদ্ধ চিন্ময় দেহে চিদাকাশে প্রবেশ করেন এবং সেখানে চিন্ময় গ্রহগুলির মধ্যে কোন একটিতে অবস্থিত হন। নির্বিশেষবাদীরা যদিও তাঁদের সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় শরীর ত্যাগ করার পর চিদাকাশে গমন করেন, তবুও তাঁরা কোন চিন্ময় লোকে স্থান লাভ করতে পারেন না; তাঁদের বাসনা অনুসারে, তাঁদের ভগবানের চিন্ময় দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে দেওয়া হয়। *স্বসংস্থানম্* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীব যেভাবে নিজেকে তৈরি করে, সেইভাবে সে তার বাসস্থান প্রাপ্ত হয়। নির্বিশেষবাদীদের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রদান করা হয়, কিন্তু যাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের চিন্ময় নারায়ণ রূপের সঙ্গে অথবা কৃষ্ণলোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ করতে চান, তাঁরা সেই ধামে গমন করেন, যেখান থেকে তাঁরা আর কখনও ফিরে আসেন না।

শ্লোক ৩০

যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো
মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ ।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যাদ্
আত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ৩০ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **যোগ-উপচিতাসু**—যোগের দ্বারা প্রাপ্ত শক্তিতে; **চেতঃ**—চিত্ত; **মায়াসু**—মায়ার প্রকাশ; **সিদ্ধস্য**—সিদ্ধ যোগীর; **বিষজ্জতে**—আকৃষ্ট হয়; **অঙ্গ**—হে মাতঃ; **অনন্য-হেতুষু**—যার অন্য আর কোন কারণ নেই; **অথ**—তখন; **মে**—আমাকে; **গতিঃ**—তাঁর প্রগতি; **স্যাৎ**—হয়; **আত্যন্তিকী**—অসীম; **যত্র**—যেখানে; **ন**—না; **মৃত্যু-হাসঃ**—মৃত্যুর শক্তি।

অনুবাদ

সিদ্ধ যোগীর চিত্ত যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত যোগ-সিদ্ধির প্রতি আর আকৃষ্ট হয় না, তখন তিনি আমার প্রতি আত্যন্তিক গতি প্রাপ্ত হন, এবং তখন মৃত্যু আর তাঁকে পরাভূত করতে পারে না।

তাৎপর্য

যোগীরা সাধারণত যোগসিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট, কারণ, সেই সিদ্ধির প্রভাবে তারা ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারে অথবা বৃহত্তম থেকে বৃহত্তর হতে পারে, তাদের ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু প্রাপ্ত হতে পারে, এমন কি একটি গ্রহ পর্যন্ত নির্মাণ করতে পারে, অথবা তাদের ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করতে পারে। যে-সমস্ত যোগীদের ভগবদ্ভক্তির ফল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নেই, তারাই সমস্ত সিদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধিগুলি জড়-জাগতিক; পারমার্থিক প্রগতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। জড় শক্তির দ্বারা যেমন অন্যান্য জড় শক্তি সৃষ্টি হয়, যোগসিদ্ধিও তেমনই জড়-জাগতিক। সিদ্ধ যোগীর চিত্ত কখনও কোন প্রকার জড় শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অনন্য সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। ভক্তের কাছে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার পন্থা নারকীয় বলে মনে হয়, বং তিনি সমস্ত যোগসিদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়গুলি দমন করার সমস্ত ক্ষমতা আপনা থেকেই লাভ করেন। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়াকে তিনি আকাশকুসুম বলে মনে করেন। ভগবদ্ভক্তের চিত্ত কেবল ভগবানের শাশ্বত প্রেমময়ী সেবাতেই একাগ্র হয়, এবং তাই মৃত্যুর ক্ষমতা তাঁর উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই প্রকার ভক্তিময়ী স্থিতিতে, সিদ্ধ যোগী অমৃতময় জ্ঞান এবং আনন্দের পথ প্রাপ্ত হতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে ।
মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যোগস্য**—যোগ-পদ্ধতির; **লক্ষণম্**—বর্ণনা; **বক্ষ্যে**—আমি বর্ণনা করব; **সবীজস্য**—প্রামাণিক; **নৃপ-আত্ম-জে**—হে রাজপুত্রী; **মনঃ**—মন; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিধিনা**—অভ্যাসের দ্বারা; **প্রসন্নম্**—প্রসন্ন; **যাতি**—লাভ করে; **সৎ-পথম্**—পরম পথ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মাতঃ! হে রাজপুত্রী! এখন আমি আপনার কাছে যোগের লক্ষণ বর্ণনা করব, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। এই পন্থা অনুশীলনের ফলে, মানুষ প্রসন্ন হতে পারে এবং পরম সত্যের পথে অগ্রসর হতে পারে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেব যে-যোগের পন্থা বর্ণনা করেছেন তা প্রামাণিক এবং আদর্শ। অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই উপদেশগুলি পালন করা উচিত। সর্ব প্রথমে ভগবান বলেছেন যে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার পথে অগ্রসর হতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কতগুলি আশ্চর্যজনক যোগসিদ্ধি লাভ করা যোগের অভিলষিত ফল নয়। এই প্রকার সিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একেবারেই উচিত নয়, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পথে ক্রমশ অগ্রসর হওয়া উচিত। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিরন্তর তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণভাবনাময়।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ অনুশীলনের ফলে প্রসন্ন হওয়া যায়। পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব, যিনি হচ্ছেন যোগ-পদ্ধতির সর্ব শ্রেষ্ঠ অধিকারি, তিনি এখানে যোগ-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করছেন। এই যোগ-পদ্ধতি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি নামক আটটি অনুশীলন সমন্বিত বলে, একে অষ্টাঙ্গ-যোগ বলা হয়। এই সমস্ত স্তরের অভ্যাসের দ্বারা, সমস্ত যোগের চরম লক্ষ্য, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে পরম উদ্দেশ্য। তথাকথিত বহু যোগ অভ্যাস রয়েছে, যাতে মানুষ শূন্য অথবা নির্বিশেষের ধ্যানে একাগ্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু কপিলদেব বর্ণিত প্রামাণিক যোগ-পদ্ধতিতে তা অনুমোদন করা হয়নি। এমন কি পতঞ্জলিও বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত যোগের লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু। তাই অষ্টাঙ্গ-যোগ বৈষ্ণব বিধির একটি অঙ্গ, কারণ তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করা। যোগের সাফল্য যোগসিদ্ধি লাভে নয়, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যার নিন্দা করা হয়েছে; পক্ষান্তরে, যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে, স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেটিই হচ্ছে যোগের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ২

স্বধর্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্মাচ্চ নিবর্তনম্ ।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চনম্ ॥ ২ ॥

স্ব-ধর্ম-আচরণম্—নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা; **শক্ত্যা**—যথাসাধ্য; **বিধর্মাৎ**—বিরুদ্ধ ধর্ম; **চ**—এবং; **নিবর্তনম্**—পরিত্যাগ করে; **দৈবাৎ**—ভগবানের কৃপায়; **লব্ধেন**—যা লাভ হয়েছে; **সন্তোষঃ**—সন্তুষ্ট; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জীবের; **চরণ**—চরণ; **অর্চনম্**—পূজা করে।

অনুবাদ

মানুষের যথাসাধ্য স্বধর্ম আচরণ করা উচিত এবং বিধর্ম আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, যেগুলি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, কিন্তু সেই শব্দগুলির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি সম্বন্ধে কেবল আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। চরম বর্ণনাটি হচ্ছে *আত্মবিচ্চরণার্চনম্*। *আত্মবিৎ* মানে যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন বা সদ্‌গুরুদেব। আত্ম উপলব্ধি না হলে এবং পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত না হলে, সদ্‌গুরু হওয়া যায় না। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করে তাঁর শরণাগত হতে (অর্চনম্), কারণ তাঁর কাছে প্রশ্ন করে এবং তাঁর আরাধনা করে, চিন্ময় কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা যায়।

প্রথম উপদেশ হচ্ছে *স্বধর্মাচরণম্*। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই জড় দেহটি রয়েছে, ততক্ষণ আমাদের বিভিন্ন ধর্ম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মগুলি চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই সমস্ত বিশেষ ধর্মগুলির উল্লেখ শাস্ত্রে রয়েছে, বিশেষ করে *ভগবদ্‌গীতায়*। *স্বধর্মাচরণম্* মানে হচ্ছে তিনি যে বর্ণে রয়েছেন, শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য সেই বর্ণের ধর্ম আচরণ করা। কখনই অন্যের ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ যদি কোন বিশেষ সমাজে বা গোষ্ঠীতে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে সেই বিশেষ শ্রেণীর জন্য যে ধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, তাই তাঁর আচরণ করা কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি আধ্যাত্মিক পরিচয়ের স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, কোন বিশেষ সমাজে বা গোষ্ঠীতে জন্ম গ্রহণ করার উপাধি অতিক্রম করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন, তা হলে তাঁর স্বধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। যিনি কৃষ্ণভক্তি স্তরে উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁর প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি স্তরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক প্রথা অনুসারে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হন, তা হলে তাঁকে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হবে। এইটি হচ্ছে প্রকৃত স্বধর্ম আচরণ।

শ্লোক ৩

গ্রাম্যধর্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্মরতিস্তথা ।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ॥ ৩ ॥

গ্রাম্য—প্রচলিত প্রথা অনুসারে; **ধর্ম**—ধর্ম আচরণ; **নিবৃত্তিঃ**—সমাপ্ত করে; **চ**—এবং; **মোক্ষ**—মুক্তির জন্য; **ধর্ম**—ধর্ম অনুশীলন; **রতিঃ**—আকৃষ্ট হয়ে; **তথা**—সেইভাবে; **মিত**—স্বল্প; **মেধ্য**—শুদ্ধ; **অদনম্**—আহার করে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **বিবিক্ত**—নির্জনে; **ক্ষেম**—শান্তিপূর্ণ; **সেবনম্**—বাস করে।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তথাকথিত যে-ধর্ম আচরণ হয়, সেই সমস্ত গ্রাম্য ধর্ম পরিত্যাগ করে, মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে-মোক্ষ ধর্ম, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। মিতাহারী হয়ে সর্বদা নির্জন স্থানে বাস করা উচিত, যাতে জীবনে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের ধর্ম আচরণ না করতে এখানে অনুমোদন করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্যই কেবল ধর্ম আচরণ করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে সেইটি যার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা যায়। এই প্রকার ধর্মানুশীলন কোন রকম বাধা-বিপত্তির দ্বারা প্রতিহত হয় না, এবং এই ধর্ম আচরণের ফলে আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। এখানে তাকে *মোক্ষধর্ম*, মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম, বা জড়া প্রকৃতির কলুষের বন্ধনের অতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ধর্ম আচরণ করে, কিন্তু যিনি যোগমার্গে অগ্রসর হতে চান, তাঁর জন্য তা অনুমোদিত হয়নি।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে *মিতমেধ্যাদনম্*, অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত অল্প আহার করা। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যোগী যেন তাঁর ক্ষুধার মাত্রার অর্ধপরিমাণ কেবল আহার করেন। অর্থাৎ কেউ যদি এত ক্ষুধার্ত হন যে, তিনি এক সের খাদ্য ভোজন করতে পারেন, তা হলে এক সের খাদ্য আহার করার পরিবর্তে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আধ সের খাদ্য আহার করা, এবং

বাকি অংশটি পূর্ণ করার জন্য এক পোয়া জল পান করা, এবং উদরের এক চতুর্থাংশ বায়ু গমনাগমনের জন্য খালি রাখা। কেউ যদি এইভাবে আহার করেন, তা হলে তাঁর কখনও বদহজম হবে না এবং রোগ হবে না। যোগীর কর্তব্য *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, এইভাবে আহার করা। যোগীর কর্তব্য নির্জন স্থানে বাস করা, যেখানে তাঁর যোগ অভ্যাসে কেউ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

শ্লোক ৪

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ ।
ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চনম্ ॥ ৪ ॥

অহিংসা—অহিংসা; **সত্যম্**—সত্য নিষ্ঠা; **অস্তেয়ম্**—চৌর্যবৃত্তি থেকে নিরস্ত থাকা; **যাবৎ-অর্থ**—আবশ্যকতা অনুসারে; **পরিগ্রহঃ**—সংগ্রহ; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **শৌচম্**—শুচিতা; **স্ব-অধ্যায়ঃ**—বেদ অধ্যয়ন; **পুরুষ-অর্চনম্**—পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা।

অনুবাদ

মানুষের উচিত অহিংসা এবং সততা অনুশীলন করা, চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সংগ্রহ করা। তাঁর উচিত ব্রহ্মচর্য পালন করা, তপস্যা অনুষ্ঠান করা, পরিষ্কার থাকা, বেদ-অধ্যয়ন করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুরুষার্চনম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা, বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ রূপের। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, বা পরমেশ্বর ভগবান—*পুরুষং শাশ্বতম্*। অতএব যোগ অভ্যাস করার সময় মনকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে একাগ্রীভূত করলেই চলবে না, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের নিত্য আরাধনা করাও অবশ্যকর্তব্য।

ব্রহ্মচারী যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন করেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়ে যোগ অভ্যাস করা যায় না; সেইটি শঠতা। তথাকথিত যোগীরা প্রচার করে যে, যত ইচ্ছা বিষয় সুখভোগ করা সত্ত্বেও যোগী হওয়া যায়,

কিন্তু সেইটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যোগীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন করা অপরিহার্য। *ব্রহ্মচর্যম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মে বা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করা। যারা যৌন জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা কৃষ্ণভাবনার অনুকূল বিধিগুলি পালন করতে পারে না। যৌন জীবন কেবল বিবাহিতদেরই জন্য। বিবাহিত জীবনেও যিনি যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁকেও ব্রহ্মচারী বলা হয়।

যোগীর পক্ষে *অস্তেয়ম্* শব্দটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *অস্তেয়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চৌর্যবৃত্তি থেকে নিরস্ত থাকা।' ব্যাপক অর্থে, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করে, সেও একটি চোর। আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ অনুসারে, ব্যক্তিগত আবশ্যকতার অধিক সংগ্রহ করা যায় না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু যজ্ঞ বা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় ব্যয় করে না, সে একটি মস্ত বড় চোর।

স্বাধ্যায়ঃ মানে হচ্ছে 'প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা।' কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত নাও হয় এবং যোগ অভ্যাস করে, তার পক্ষে জ্ঞান অর্জনের জন্য বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। যোগ অভ্যাস করাই কেবল যথেষ্ট নয়। একজন মহান ভগবদ্ভক্ত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ তিনটি সূত্র থেকে জানা উচিত, যথা—সাধু, শাস্ত্র এবং গুরু। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য এই তিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ-প্রদর্শক। গুরুদেব ভক্তিযোগ সম্পাদনের জন্য আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দিষ্ট করে দেন, এবং তিনি স্বয়ং কেবল শাস্ত্রের ভিত্তিতে উপদেশ দেন। অতএব যোগ সাধনের জন্য আদর্শ শাস্ত্র পাঠ প্রয়োজন। প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ না করে, যোগের অনুশীলন কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ৫

মৌনং সদাসনজয়ঃ স্থৈর্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥ ৫ ॥

মৌনম্—নীরবতা; **সৎ**—ভাল; **আসন**—যোগ আসন; **জয়ঃ**—নিয়ন্ত্রণ করে; **স্থৈর্যম্**—স্থৈর্য; **প্রাণ-জয়ঃ**—প্রাণবায়ু সংযত করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **প্রত্যাহারঃ**—প্রত্যাহার; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **বিষয়াৎ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

মৌন অবলম্বন করা, বিভিন্ন প্রকার যোগ আসন অভ্যাসের দ্বারা স্থৈর্য লাভ করা, প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা, এবং এইভাবে মনকে হৃদয়ে একাগ্র করা যোগীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

সাধারণ যোগ অভ্যাস এবং বিশেষ করে হঠযোগ মনের স্থৈর্য লাভের সাধন; সেইগুলি কখনই সিদ্ধি নয়। সর্ব প্রথমে যথাযথভাবে উপবেশন করতে সক্ষম হতে হয়, এবং তখন যোগ অভ্যাস করার জন্য মন যথেষ্টভাবে স্থির হয়। ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এবং এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের ফলে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা যায়। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযমের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে, যৌন আবেদন সংযত করা। তাকে বলা হয় *ব্রহ্মচর্য*। বিভিন্ন আসনের অনুশীলনের দ্বারা এবং প্রাণায়ামের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায় এবং প্রত্যাহার করা যায়।

শ্লোক ৬

স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্ ।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

স্ব-ধিষ্ণ্যানাম্—প্রাণচক্রের অভ্যন্তরে; **এক-দেশে**—এক স্থানে; **মনসা**—মন সহ; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ধারণম্**—স্থির করে; **বৈকুণ্ঠ-লীলা**—পরমেশ্বর ভগবানের লীলায়; **অভিধ্যানম্**—ধ্যান; **সমাধানম্**—সমাধি; **তথা**—এইভাবে; **আত্মনঃ**—মনের।

অনুবাদ

প্রাণবায়ু এবং মনকে দেহাভ্যন্তরে প্রাণের ছয়টি চক্রের কোন একটিতে ধারণ করে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় ধ্যানস্থ করার নামই হচ্ছে সমাধি বা মনের সমাধান।

তাৎপর্য

দেহের ভিতরে প্রাণবায়ুর সঞ্চালনের ছয়টি চক্র রয়েছে। প্রথমটি উদরে, দ্বিতীয়টি হৃদয় প্রদেশে, তৃতীয়টি কণ্ঠে, চতুর্থটি তালুতে, পঞ্চমটি ভ্রূযুগলের মধ্যে, এবং সর্বোচ্চ ষষ্ঠ চক্রটি মস্তিষ্কের উপর। মন এবং প্রাণবায়ুর সঞ্চালন স্থির করে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা স্মরণ করতে হয়। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করার কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *বৈকুণ্ঠলীলা*। *লীলা* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ।' পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ যদি না থাকে, তা হলে তাঁর লীলা চিন্তা করার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, এই ধ্যান সম্ভব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনুসারে প্রকট হন এবং অপ্রকট হন। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ প্রমুখ ভক্তদের জীবনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব-সমন্বিত ভগবানের লীলা-বিলাসের বহু বর্ণনা রয়েছে। মনকে কেবল সেই সমস্ত বর্ণনায় একাগ্রচিত্তে তাঁর চিন্তায় সর্বদাই মগ্ন রাখতে হয়। তা হলেই তিনি সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হবেন। সমাধি কোন কৃত্রিম দৈহিক অবস্থা নয়; মন যখন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় সমাধি।

শ্লোক ৭

এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্ ।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

এতৈঃ—এই সবের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **পথিভিঃ**—উপায়ে; **মনঃ**—মন; **দুষ্টম্**—কলুষিত; **অসৎ-পথম্**—জড় সুখভোগের পথে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **যুঞ্জীত**—নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **জিত-প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু স্থির করে; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অতন্দ্রিতঃ**—সতর্ক।

অনুবাদ

এই পন্থার দ্বারা অথবা অন্য কোন সঠিক পন্থার দ্বারা কলুষিত এবং জড় সুখভোগের প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট অসংযত মনকে নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় স্থির করতে হয়।

তাৎপর্য

এতৈরন্যৈশ্চ। যোগ অনুশীলনে সাধারণত আসন, প্রাণায়াম, এবং তার পর পরমেশ্বর ভগবানের বৈকুণ্ঠলীলা চিন্তনের বিভিন্ন বিধি পালন করতে হয়। সেইটি হচ্ছে যোগ অনুশীলনের সাধারণ পন্থা। অন্যান্য নির্দেশিত পন্থার দ্বারাও মনের এই একাগ্রতা লাভ করা যায়, এবং তাই এখানে *অন্যৈশ্চ* শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক আকর্ষণের প্রভাবে কলুষিত মনকে সংযত করে, পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রচিত্ত করা। মনকে কখনই নির্বিশেষ অথবা শূন্যে একাগ্র করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই তথাকথিত নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদের যোগ অভ্যাসের কথা কোন প্রামাণিক যোগশাস্ত্রে নির্দেশিত হয়নি। প্রকৃত যোগী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, কারণ তাঁর মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণে মগ্ন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থাই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগ-পদ্ধতি।

শ্লোক ৮

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্ ।
তস্মিন্ স্বস্তি সমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৮ ॥

শুচৌ দেশে—পবিত্র স্থানে; **প্রতিষ্ঠাপ্য**—স্থাপন করে; **বিজিত-আসনঃ**—আসনের পন্থা আয়ত্ত করে; **আসনম্**—আসন; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **স্বস্তি সমাসীনঃ**—সহজ মুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে; **ঋজু-কায়ঃ**—দেহকে সোজা রেখে; **সমভ্যসেৎ**—অভ্যাস করা উচিত।

অনুবাদ

মন সংযত করে জিতাসন হয়ে, নির্জন এবং পবিত্র স্থানে আসন বিছিয়ে, সহজ মুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে, দেহ ঋজু রেখে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়।

তাৎপর্য

সহজ মুদ্রায় উপবেশন করাকে বলা হয় *স্বস্তি সমাসীনঃ*। যোগশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জঙ্ঘা এবং গোড়ালির মধ্যে পায়ের তলদেশ স্থাপন করে ঋজুভাবে উপবেশন করতে। এই মুদ্রা মনকে পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রীভূত করতে সাহায্য করে। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই পন্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্জন

এবং পবিত্র স্থানে উপবেশন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণাজিন এবং কুশ ঘাসের উপর সুতিবস্ত্র বিছিয়ে সেই আসন প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৯

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥ ৯ ॥

প্রাণস্য—প্রাণবায়ুর; **শোধয়েৎ**—শোধন করা উচিত; **মার্গম্**—পথ; **পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ**—শ্বাস গ্রহণ করে, রোধ করে এবং ত্যাগ করে; **প্রতিকূলেন**—বিপরীতভাবে; **বা**—অথবা; **চিত্তম্**—মন; **যথা**—যার ফলে; **স্থিরম্**—স্থির হয়; **অচঞ্চলম্**—অচঞ্চল।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা, তার পর সেই শ্বাস ধারণ করা, এবং অবশেষে শ্বাস ত্যাগ করা। অথবা, বিপরীতক্রমে, প্রথমে শ্বাস ত্যাগ করা, তার পর শ্বাস বাহিরে ধারণ করা, এবং অবশেষে শ্বাস গ্রহণ করা। এইভাবে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করতে হয়। তা করা হয় যাতে মন অচঞ্চল হয়ে স্থির হতে পারে।

তাৎপর্য

এই প্রাণায়াম অভ্যাস করা হয় মনকে সংযত করে পরমেশ্বর ভগবানে স্থির করার জন্য। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*—ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মহারাজ তাঁর মনকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন রাখতেন। কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা, যাতে মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন কৃষ্ণনামের চিন্ময় শব্দ-তরঙ্গে স্থির হয়। নির্দিষ্ট বিধিতে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করার দ্বারা মনকে সংযত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ আপনা থেকেই সাধিত হয়ে যায়, যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা যায়। যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিতে অত্যন্ত মগ্ন, তাদেরই জন্য হঠযোগের পন্থা বা প্রাণায়ামের পন্থা বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু যাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সরল পন্থা অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা অনায়াসে তাঁদের মন স্থির করতে পারেন।

শ্বাস গ্রহণের পথ পরিষ্কার করার জন্য তিনটি ক্রিয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*পূরক*, *কুম্ভক* এবং *রেচক*। শ্বাস গ্রহণ করাকে বলা হয় *পূরক*, তা ধারণ করাকে বলা হয় *কুম্ভক* এবং অবশেষে তা ত্যাগ করাকে বলা হয় *রেচক*। বিপরীতক্রমেও এই অনুমোদিত পন্থাটি অনুষ্ঠান করা যায়। শ্বাস ত্যাগ করার পর তা কিছু কালের জন্য বাহিরে রেখে, তার পর শ্বাস গ্রহণ করা যায়। যে নাড়ির দ্বারা নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাদের বলা হয় *ইড়া* এবং *পিঙ্গলা*। *ইড়া* এবং *পিঙ্গলা* শোধন করার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে জড় সুখভোগ থেকে প্রত্যাহার করা। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা বলা হয়েছে—মন মানুষের শত্রু এবং বন্ধু; এই অবস্থার পরিবর্তন হয় বিভিন্নভাবে জীবের আচরণ অনুসারে। মন যখন জড় সুখভোগের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়, তখন মন শত্রু হয়ে যায়, এবং সেই মন যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হয়, তখন আমাদের মন আমাদের বন্ধু। যোগ-পদ্ধতিতে *পূরক*, *কুম্ভক* এবং *রেচকের* দ্বারা অথবা সরাসরিভাবে মনকে শ্রীকৃষ্ণের নাম অথবা রূপে যখন নিবদ্ধ করা হয়, তখন একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাণায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য *(অভ্যাসযোগযুক্তেন)*। সংযমের এই সমস্ত পন্থার দ্বারা, মন বহির্মুখী চিন্তায় মগ্ন হতে পারে না *(চেতসা নান্যগামিনা)*। এইভাবে মনকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করার দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় *(যাতি)*।

এই যুগে যোগ-পদ্ধতির আসন এবং প্রাণায়াম অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করুন, কারণ কৃষ্ণনামটি পরমেশ্বর ভগবানের সব চাইতে উপযুক্ত নাম। কৃষ্ণনাম এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। তাই, কেউ যখন তাঁর মনকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ এবং কীর্তনে একাগ্রীভূত করেন, তখন তিনি একই ফল লাভ করেন।

শ্লোক ১০

মনোঽচিরাৎস্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥ ১০ ॥

মনঃ—মন; **অচিরাৎ**—শীঘ্রই; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বিরজম্**—উপদ্রব থেকে মুক্ত; **জিত-শ্বাসস্য**—যিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সংযত করেছেন; **যোগিনঃ**—যোগীর;

বায়ু-অগ্নিভ্যাম্—বায়ু এবং অগ্নির দ্বারা; **যথা**—ঠিক যেমন; **লোহম্**—স্বর্ণ; **ধ্মাতম্**—সন্তপ্ত; **ত্যজতি**—মুক্ত হন; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **মলম্**—কলুষ থেকে।

অনুবাদ

অগ্নি এবং বায়ুর দ্বারা সন্তপ্ত হলে, স্বর্ণ যেমন সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, যোগীও তেমন প্রাণায়াম অভ্যাস করার ফলে, অচিরেই সমস্ত মানসিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

মনকে শুদ্ধ করার এই পন্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সকলের হরেকৃষ্ণ কীর্তন করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন, *পরং বিজয়তে*—"শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের জয় হোক!" শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তনের জয়-ধ্বনি দেওয়া হয়, কারণ কীর্তন করতে শুরু করা মাত্রই মন শুদ্ধ হয়ে যায়। *চেতোদর্পণমার্জনম্*—শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা মনের সঞ্চিত সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাণায়ামের দ্বারা অথবা সংকীর্তনের দ্বারা মনকে নির্মল করা যায়, ঠিক যেমন সোনাকে আগুনে রেখে হাপর দিয়ে হাওয়া দিলে, তা নির্মল হয়ে যায়।

শ্লোক ১১

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্ ।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

প্রাণায়ামৈঃ—প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা; **দহেৎ**—সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়; **দোষান্**—কলুষ; **ধারণাভিঃ**—মনকে একাগ্র করার দ্বারা; **চ**—এবং; **কিল্বিষান্**—পাপ কর্ম; **প্রত্যাহারেণ**—ইন্দ্রিয় নিরোধের দ্বারা; **সংসর্গান্**—বিষয়-সঙ্গ; **ধ্যানেন**—ধ্যানের দ্বারা; **অনীশ্বরান্ গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ।

অনুবাদ

প্রাণায়ামের দ্বারা সমস্ত শারীরিক দোষ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, এবং ধারণার দ্বারা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয় সংসর্গজনিত দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা জড় জগতের আসক্তিজনিত তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে কফ, পিত্ত এবং বায়ু শারীরিক অবস্থা পালন করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দেহতত্ত্বের এই বিশ্লেষণ স্বীকার করে না, কিন্তু প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পন্থা এরই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এই তিনটি উপাদানের কারণের উপর নির্ভরশীল, যে-সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেহের মৌলিক অবস্থা বলে বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা দেহের মৌলিক উপাদানগুলি থেকে সৃষ্ট কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মনকে একাগ্র করার দ্বারা পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করার দ্বারা জড় বিষয়ের সংসর্গ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

চরমে, প্রকৃতির তিন গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে হয়। *ভগবদ্‌গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যখন অনন্য ভক্তিতে যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির তিন গুণকে অতিক্রম করেন এবং চিন্ময় ব্রহ্মরূপে নিজের পরিচিতি উপলব্ধি করেন। *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।* যোগ-পদ্ধতির প্রতিটি ক্রিয়ার সমতুল্য ক্রিয়া ভক্তিযোগে রয়েছে, কিন্তু এই যুগের জন্য ভক্তিযোগের অনুশীলন অনেক সহজ। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যা প্রবর্তন করেছেন, তা কোন নতুন পন্থা নয়। ভক্তিযোগ একটি কার্যকরী পন্থা, যার শুরু হয় শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে। ভক্তিযোগ এবং অন্যান্য যোগের চরম লক্ষ্য হচ্ছে একই পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যবহারিক এবং অন্যটি কষ্টসাধ্য। মনকে একাগ্র করার দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে সংবরণ করার দ্বারা দৈহিক অবস্থা শুদ্ধ করতে হয়; তখনই কেবল মনকে পরমেশ্বর ভগবানে নিবদ্ধ করা যায়। তাকেই বলা হয় *সমাধি*।

শ্লোক ১২

যদা মনঃ স্বং বিরজং যোগেন সুসমাহিতম্ ।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎস্বনাসাগ্রাবলোকনঃ ॥ ১২ ॥

যদা—যখন; **মনঃ**—মন; **স্বম্**—নিজের; **বিরজম্**—শুদ্ধ; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **সু-সমাহিতম্**—সুসংযত; **কাষ্ঠাম্**—অংশ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **স্ব-নাসা-অগ্র**—স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে; **অবলোকনঃ**—দৃষ্টিপাত করে।

অনুবাদ

যোগ অভ্যাসের দ্বারা মন যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন অর্ধ নিমীলিত নেত্রে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণুর অংশের ধ্যান করতে হয়। *কাষ্ঠাম্* শব্দটি বিষ্ণুর অংশের অংশ পরমাত্মাকে সূচিত করছে। *ভগবতঃ* শব্দটি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ইঙ্গিত করছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁর প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব, এবং বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ আদি বহু রূপের প্রকাশ হয়, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন পুরুষাবতারগণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে *পুরুষার্চনম্* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, এই পুরুষ হচ্ছেন পরমাত্মা। যোগীর ধেয় পরমাত্মার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং ভগবানের কলা বা বিষ্ণুর অংশ পরমাত্মায় মনকে একাগ্র করে ধ্যান করতে হয়।

শ্লোক ১৩

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্ ।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৩ ॥

প্রসন্ন—প্রফুল্ল; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অম্ভোজম্**—পদ্ম-সদৃশ; **পদ্মগর্ভ**—পদ্মের অভ্যন্তর ভাগ; **অরুণ**—রক্তিম; **ঈক্ষণম্**—চক্ষু; **নীল-উৎপল**—নীল-কমল; **দল**—পাপড়ি; **শ্যামম্**—শ্যামবর্ণ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **ধরম্**—ধারণ করে রয়েছেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, অঙ্গ নীল উৎপল দলের মতো শ্যাম বর্ণ। তাঁর তিন হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, এবং গদা ধারণ করে রয়েছেন।

তাৎপর্য

এখানে নিশ্চিতরূপে বিষ্ণুরূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুর বারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে, যা *শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। শূন্য বা নিরাকারের ধ্যান কখনও করা যায় না; মনকে ভগবানের সবিশেষ রূপে একাগ্র করতে হয়, যাঁর মুখমণ্ডল এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে সুপ্রসন্ন। *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিরাকার অথবা শূন্যের ধ্যান করা অত্যন্ত কষ্টকর। যারা নিরাকার বা শূন্যের ধ্যানের প্রতি আসক্ত, তাদের নানা রকম কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, কেননা আমাদের মন কখনও আকার-বিহীন কোন কিছুতে একাগ্র হতে অভ্যস্ত নয়। প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার ধ্যান কখনও সম্ভব নয়। *ভগবদ্‌গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে একাগ্র করতে হয়।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে *নীলোৎপলদল*, অর্থাৎ তা নীল পদ্মের পাপড়ির মতো। অনেকে প্রায়ই প্রশ্ন করে, কৃষ্ণের রঙ নীল কেন? ভগবানের গায়ের রঙ কোন শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রামাণিক শাস্ত্রে তা বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়ও* শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ বর্ষার জলভরা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবানের অঙ্গকান্তি কোন কবির কল্পনা নয়। *ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা, পুরাণ* আদি সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে ভগবানের দেহের বর্ণনা, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রীর সমস্ত বর্ণনা রয়েছে। এখানে ভগবানের রূপ *পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্‌* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর নেত্র পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, এবং তাঁর চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম।

শ্লোক ১৪

লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসম্‌ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্‌ ॥ ১৪ ॥

লসৎ—উজ্জ্বল; **পঙ্কজ**—পদ্মফুলের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **পীত**—হলুদ; **কৌশেয়**—পট্টবস্ত্র; **বাসসম্‌**—তাঁর বসন; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস চিহ্ন-সমন্বিত; **বক্ষসম্‌**—বক্ষস্থল; **ভ্রাজৎ**—অতি উজ্জ্বল; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **আমুক্ত**—বিরাজিত; **কন্ধরম্‌**—তাঁর গলদেশ।

অনুবাদ

তাঁর কটিদেশ পদ্ম-কেশরের মতো পীত উজ্জ্বল পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। তাঁর কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভ মণি বিরাজিত।

তাৎপর্য

ভগবানের বসনের বর্ণ পদ্মফুলের পরাগের মতো কেশর-হলুদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর বক্ষে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণিরও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর কণ্ঠ সুন্দর মণিরত্নে বিভূষিত। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, যার একটি হচ্ছে ঐশ্বর্য। তিনি বহু মূল্যবান মণিরত্নে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, যা এই জড় জগতে কোথাও দেখা যায় না।

শ্লোক ১৫

মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া ।
পরার্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫ ॥

মত্ত—প্রমত্ত; **দ্বি-রেফ**—ভ্রমরকুলের; **কলয়া**—গুঞ্জন; **পরীতম্**—পরিহিত; **বন-মালয়া**—বনফুলের মালার দ্বারা; **পরার্ধ্য**—অমূল্য; **হার**—মুক্তামালা; **বলয়**—কঙ্কন; **কিরীট**—মুকুট; **অঙ্গদ**—অঙ্গদ; **নূপুরম্**—নূপুর।

অনুবাদ

তাঁর গলদেশে বনমালা বিলম্বিত রয়েছে, এবং মধুর গন্ধে মত্ত ভ্রমরেরা মালার চারিপাশে গুঞ্জন করছে। তিনি বহু মূল্য মুক্তাহার, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুরের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, ভগবানের গলদেশে বিলম্বিত ফুলমালাটি একেবারে তাজা। প্রকৃত পক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে বা চিদাকাশে সব কিছুই একেবারে তাজা; এমন কি গাছ থেকে তোলার পরও ফুলগুলি তাজা থাকে, কারণ চিদাকাশে সব কিছুই তাদের মৌলিকতা বজায় রাখে এবং কখনই শুকিয়ে যায় না। গাছ থেকে তোলা ফুলগুলি দিয়ে মালা বানানোর পর, তাদের সৌরভ ম্লান হয়ে যায় না, কারণ সেই সমস্ত বৃক্ষ এবং ফুল উভয়ই চিন্ময়। গাছ থেকে আহরণ করার পর ফুলগুলি

ঠিক তেমনই থাকে; তাদের গন্ধ ম্লান হয়ে যায় না। সেই ফুলগুলি গলার মালাতেই থাকুক অথবা গাছেই থাকুক, ভ্রমরেরা তাদের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হয়। চিদাকাশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সেখানে সব কিছুই নিত্য এবং অব্যয়। সেখানে সব কিছু থেকে সব কিছু নিয়ে নেওয়া হলেও সব কিছুই পূর্ণ থাকে, অথবা সাধারণত যে-রকম বলা হয়ে থাকে, চিৎ-জগতে এক থেকে এক নিয়ে নিলে একই থাকে, এবং একের সঙ্গে এক যোগ করলেও তা একই হয়। ভ্রমরেরা তাজা ফুলের চারপাশে গুঞ্জন করে, এবং তাদের মধুর গুঞ্জনধ্বনি ভগবান উপভোগ করেন। ভগবানের বলয়, কণ্ঠহার, মুকুট এবং নূপুর সবই অমূল্য মণিরত্ন শোভিত। যেহেতু সেই সমস্ত মণিরত্ন চিন্ময়, তাই তাদের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৬

কাঞ্চীগুণোল্লসচ্ছ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্ ।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্ ॥ ১৬ ॥

কাঞ্চী—কোমরবন্ধ; গুণ—গুণ; উল্লসৎ—উজ্জ্বল; শ্রোণিম্—তাঁর কটিদেশ; হৃদয়—হৃদয়; অম্ভোজ—পদ্ম; বিষ্টরম্—যাঁর আসন; দর্শনীয়-তমম্—সব চাইতে সুন্দর-দর্শন; শান্তম্—প্রশান্ত; মনঃ—মন, হৃদয়; নয়ন—নেত্র; বর্ধনম্—আনন্দ-বর্ধক।

অনুবাদ

তাঁর কটিদেশে কাঞ্চিদাম, তিনি তাঁর ভক্তের হৃদয়-কমলে দণ্ডায়মান। তাঁর মতো সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই, এবং তাঁর প্রশান্ত বিগ্রহ তাঁর ভক্ত-দর্শকের মন এবং নয়নের আনন্দ বর্ধন করে।

তাৎপর্য

এখানে ব্যবহৃত *দর্শনীয়তমম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবান এত সুন্দর যে, ভক্ত-যোগী আর অন্য কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেন না। সুন্দর বস্তু দর্শন করার সমস্ত বাসনা ভগবানকে দর্শন করার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়। জড় জগতে আমরা সুন্দর বস্তু দর্শন করতে চাই, কিন্তু সেই বাসনা কখনই তৃপ্ত হয় না। জড় কলুষের ফলে আমাদের সমস্ত জড়-জাগতিক প্রবণতাগুলি সর্বদাই অতৃপ্ত থাকে। কিন্তু আমাদের দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদির বাসনাগুলি যখন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন সেইগুলি সর্বোচ্চ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিত্য স্বরূপে এত সুন্দর এবং ভক্তের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধনকারী, তবুও তাঁর সেই রূপ নির্বিশেষবাদীদের আকৃষ্ট করে না, যারা কেবল তাঁর নির্বিশেষ রূপের ধ্যান করতে চায়। নির্বিশেষবাদীদের এই ধ্যান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র। প্রকৃত যোগী অর্ধনিমীলিত নেত্রে পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করেন, তিনি কোন শূন্য বা নিরাকারের ধ্যান করেন না।

শ্লোক ১৭

অপীচ্যদর্শনং শশ্বৎসর্বলোকনমস্কৃতম্ ।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥ ১৭ ॥

অপীচ্য-দর্শনম্—অত্যন্ত সুন্দর-দর্শন; **শশ্বৎ**—নিত্য; **সর্বলোক**—সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা; **নমঃ-কৃতম্**—পূজনীয়; **সন্তম্**—অবস্থিত; **বয়সি**—যুবাবস্থায়; **কৈশোরে**—কৈশোরে; **ভৃত্য**—তাঁর ভক্তদের উপর; **অনুগ্রহ**—আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য; **কাতরম্**—উৎসুক।

অনুবাদ

ভগবান অত্যন্ত সুন্দর-দর্শন, এবং তিনি সর্বলোকের আরাধ্য। তিনি নিত্য নবকিশোর এবং সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণে উৎসুক।

তাৎপর্য

সর্বলোকনমস্কৃতম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি প্রতিটি গ্রহলোকের প্রতিটি ব্যক্তির পূজনীয়। এই জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে। প্রতিটি লোকে সেখানকার অসংখ্য অধিবাসীরা ভগবানের আরাধনা করেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন সকলেরই আরাধ্য। নির্বিশেষবাদীরাই কেবল তাঁর আরাধনা করে না। পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত সুন্দর। এখানে *শশ্বৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নয় যে, তিনি কেবল তাঁর ভক্তদের কাছেই সুন্দর বলে প্রতিভাত হন কিন্তু চরমে তিনি নিরাকার। *শশ্বৎ* মানে হচ্ছে 'সর্বদাই বিরাজমান।' তাঁর সেই সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী নয়। তা চিরস্থায়ী—তিনি নিত্য নবকিশোর। *ব্রহ্মসংহিতায়ও* (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ*। আদি পুরুষ অদ্বিতীয়, তবুও তাঁকে কখনই বৃদ্ধ বলে মনে হয় না; তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল নবযৌবন-সম্পন্ন।

ভগবানের মুখমণ্ডল সর্বদাই ব্যক্ত করে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করতে এবং আশীর্বাদ প্রদান করতে উৎসুক; কিন্তু যারা অভক্ত তাদের প্রতি তিনি নীরব। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যেহেতু সমস্ত জীব তাঁর সন্তান, কিন্তু তবুও তাঁর সেবায় যুক্ত ভক্তদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। সেই তত্ত্ব এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে—তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করতে উৎসুক। ভক্তেরা যেমন সর্বদাই ভগবানের সেবা করার জন্য উৎসুক, ভগবানও তেমন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে উৎসুক।

শ্লোক ১৮

কীর্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ ।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥ ১৮ ॥

কীর্তন্য—কীর্তনযোগ্য; **তীর্থ-যশসম্**—ভগবানের মহিমা; **পুণ্য-শ্লোক**—ভক্তের; **যশঃ-করম্**—যশ বর্ধনকারী; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **দেবম্**—ভগবানের; **সমগ্র-অঙ্গম্**—সমস্ত অঙ্গ; **যাবৎ**—যে পর্যন্ত; **ন**—না; **চ্যবতে**—বিচলিত হয়; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

ভগবানের মহিমা সর্বদাই কীর্তন করার যোগ্য, কারণ তাঁর মহিমা তাঁর ভক্তদের মহিমা বর্ধন করে। তাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ধ্যান করা উচিত। মন যতক্ষণ না স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

মনকে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে স্থির করা উচিত। কেউ যখন ভগবানের কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, নারায়ণ আদি অনন্ত রূপের কোন একটির ধ্যানে অভ্যস্ত হন, তখন তিনি যোগের সিদ্ধি লাভ করেন। সেইকথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম লাভ করেছেন, এবং যাঁর চক্ষুদ্বয় প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তিনি নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। ভগবদ্ভক্ত বিশেষ করে ভগবানের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেন। সেইটি হচ্ছে যোগের সিদ্ধি। যোগ অনুশীলন ততক্ষণ পর্যন্ত করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত

মন আর পলকের জন্যও বিচলিত না হয়। *ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—শ্রীবিষ্ণুর রূপ হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ রূপ এবং ঋষিগণ ও মহাত্মাগণ সর্বদাই সেই রূপ দর্শন করেন।

ভগবদ্ভক্তেরা যখন ভগবানের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তখনও সেই একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মন্দিরে ভগবানের সেবা এবং ধ্যানের দ্বারা ভগবানের রূপ দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা ভগবানের রূপ মনে প্রকাশিত হোক অথবা কোন বস্তুতে প্রকাশিত হোক, তা একই। ভক্তের দর্শনের জন্য আট প্রকার রূপ অনুমোদিত হয়েছে। সেইগুলি হচ্ছে—মাটি, কাঠ, শিলা, ধাতু, চিত্রপট, বালুকা, মণি এবং মন। এই আটটি উপাদান থেকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন এবং সেই সব কটি রূপেরই সমান মহিমা। এমন নয় যে, যিনি মনের মধ্যে ভগবানের রূপের ধ্যান করছেন, তা মন্দিরে পূজিত রূপ থেকে ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান পরমতত্ত্ব, এবং তাই তাঁর বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নির্বিশেষবাদীরা, যারা ভগবানের শাশ্বত রূপের অবমাননা করে, তারা কোন গোলাকার (শূন্য) রূপের কল্পনা করে। তারা বিশেষভাবে ওঁকারের প্রতি আসক্ত; কিন্তু এই ওঁকারেরও রূপ রয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওঁকার হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের প্রকাশ। তেমনই, মূর্তিরূপে এবং চিত্ররূপেও ভগবানের প্রকাশ রয়েছে।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *পুণ্যশ্লোকযশস্করম্*। ভগবদ্ভক্তকে বলা হয় *পুণ্যশ্লোক*। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাবে যেমন শুদ্ধ হওয়া যায়, তেমনই ভগবানের পবিত্র ভক্তের নাম কীর্তনের প্রভাবেও শুদ্ধ হওয়া যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। কখনও কখনও ভক্তের শুদ্ধ নাম কীর্তন করা কার্যকর। এইটি একটি অত্যন্ত পবিত্র পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক সময় গোপিকাদের পবিত্র নাম কীর্তন করছিলেন, এবং তখন তাঁর কিছু ছাত্র তাঁর সমালোচনা করেছিলেন—"আপনি কেন গোপীদের নাম কীর্তন করছেন? কেন কৃষ্ণের নাম কীর্তন করছেন না?" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমালোচনায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তিনি তখন কীর্তনের চিন্ময় পন্থা সম্বন্ধে তাঁকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতার জন্য তাদের তিরস্কার করতে চেয়েছিলেন।

ভগবানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁর যে-সমস্ত ভক্ত তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাঁরাও মহিমান্বিত হন। অর্জুন, প্রহ্লাদ, মহারাজ জনক, বলি মহারাজ প্রমুখ বহু ভক্ত সন্ন্যাস আশ্রমও গ্রহণ করেননি, তাঁরা ছিলেন গৃহস্থ। তাঁদের মধ্যে

অনেকে, যেমন—প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা ছিলেন একজন দৈত্য এবং বলি মহারাজ ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাঁরা যশস্বী হয়েছেন। যাঁরাই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত, তাঁরাই ভগবানের সঙ্গে যশস্বী হয়েছেন। এখানে সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এই যে, সিদ্ধ যোগীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবানের রূপ দর্শনে অভ্যস্ত হওয়া, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মন এইভাবে স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর যোগ অনুশীলন করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ১৯

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্ ।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥ ১৯ ॥

স্থিতম্—দণ্ডায়মান; **ব্রজন্তম্**—গমনশীল; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **শয়ানম্**—শায়িত; **বা**—অথবা; **গুহা-আশয়ম্**—হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান; **প্রেক্ষণীয়**—সুন্দর; **ঈহিতম্**—লীলাসমূহ; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **শুদ্ধ-ভাবেন**—শুদ্ধ; **চেতসা**—মনের দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে, যোগী তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় দর্শন করেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ সর্বদাই অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

তাৎপর্য

অন্তরে ভগবানের রূপের ধ্যান করার পন্থা এবং ভগবানের মহিমা ও লীলা-বিলাসের কীর্তন করার পন্থা একই। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবানের কথা শ্রবণ এবং ভগবানের লীলায় মনকে স্থির করার পন্থা অন্তরে ধ্যানের পন্থা থেকে অনেক সহজ, কারণ ভগবানের কথা চিন্তা করতে শুরু করামাত্রই, বিশেষ করে এই যুগে, মন বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং এত বিক্ষোভের জন্য মনে ভগবানকে দর্শন করার পন্থা ব্যাহত হয়। কিন্তু যখন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের মহিমা কীর্তন করে শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন মানুষ তা শুনতে বাধ্য হয়। এই শ্রবণের ক্রিয়া মনের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং যোগ অভ্যাস আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন একটি শিশুও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত গাভী এবং সখাগণ সহ

ভগবানের গোচারণে যাওয়ার বর্ণনা শ্রবণ অথবা পাঠ করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের লীলা ধ্যান করার ফল লাভ করতে পারে। শ্রবণের মধ্যে মনোনিবেশ নিহিত রয়েছে। এই কলিযুগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যেন নিরন্তর *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ এবং কীর্তন করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, মহাত্মারা যেন সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা শ্রবণ করার ফলে অন্যেরা সমভাবে লাভবান হতে পারবে। যোগ-পদ্ধতিতে ভগবানের দণ্ডায়মান, গমনশীল, শায়িত ইত্যাদি যে-কোন রূপের দিব্য লীলা-বিলাসের ধ্যান আবশ্যক।

শ্লোক ২০

তস্মিঁল্লব্ধপদং চিত্তং সর্বাবয়বসংস্থিতম্ ।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুজ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—ভগবানের রূপে; **লব্ধ-পদম্**—স্থির; **চিত্তম্**—মন; **সর্ব**—সমস্ত; **অবয়ব**—অঙ্গ; **সংস্থিতম্**—স্থিরীকৃত; **বিলক্ষ্য**—বিশেষভাবে এক স্থানে; **সংযুজ্যাৎ**—মনকে যুক্ত করা উচিত; **অঙ্গে**—প্রতিটি অঙ্গে; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মুনিঃ**—যোগী।

অনুবাদ

তাঁর মনকে ভগবানের শাশ্বত রূপে নিবদ্ধ করে, যোগী ভগবানের পূর্ণ অবয়বের সম্যক্ দর্শন না করে, এক-একটি অঙ্গে মনকে স্থির করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *মুনি* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *মুনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এখানে তাঁকে ভক্ত বা যোগী বলে উল্লেখ করা হয়নি। যাঁরা ভগবানের রূপের ধ্যান করার চেষ্টা করেন, তাঁদের বলা হয় মুনি, বা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু যাঁরা ভগবানের বাস্তবিক সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। যে চিন্তার পন্থা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে, তা মুনিদের শিক্ষার জন্য। ভগবান যে কখনই নিরাকার নন, যোগীদের এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ভগবানের সবিশেষ রূপের এক-একটি অঙ্গ দর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবানকে সমগ্ররূপে চিন্তা কখনও কখনও নির্বিশেষ হতে পারে; তাই, এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রথমে যেন ভগবানের চরণ-কমলের

ধ্যান করা হয়, তার পর তাঁর পায়ের, তার পর জঙ্ঘার, তার পর কোমর, তার পর বক্ষ, তার পর কণ্ঠ, তার পর মুখমণ্ডল ইত্যাদি। ভগবানের চরণ-কমল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ভগবানের উপরের অঙ্গে মনোনিবেশ করতে হয়।

শ্লোক ২১

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্ ।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবাল-
জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥ ২১ ॥

সঞ্চিন্তয়েৎ—মনকে একাগ্র করা উচিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দম্**—চরণ-কমলে; **বজ্র**—বজ্র; **অঙ্কুশ**—অঙ্কুশ; **ধ্বজ**—পতাকা; **সরোরুহ**—পদ্ম; **লাঞ্ছন**—চিহ্ন; **আঢ্যম্**—অলঙ্কৃত; **উত্তুঙ্গ**—উন্নত; **রক্ত**—লাল; **বিলসৎ**—উজ্জ্বল; **নখ**—নখ; **চক্রবাল**—চন্দ্রমণ্ডল; **জ্যোৎস্নাভিঃ**—কিরণচ্ছটা; **আহত**—দূরীভূত; **মহৎ**—ঘন; **হৃদয়**—হৃদয়ের; **অন্ধকারম্**—অন্ধকার।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্ম চিহ্নিত ভগবানের চরণ-কমলের ধ্যান করা। সেই চরণ-কমলের অত্যন্ত সুন্দর রক্তবর্ণে শোভমান নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কিরণচ্ছটায় হৃদয়ের ঘন অন্ধকার দূরীভূত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে যে, পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপে যেহেতু মানুষ তার মনকে স্থির করতে অক্ষম, তাই সে যে-কোন একটি রূপের কল্পনা করে, সেই কল্পিত রূপের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু সেই প্রকার পন্থা এখানে অনুমোদিত হয়নি। কল্পনা সর্বদাই কল্পনা, এবং তার ফল কেবল কল্পনাতেই পর্যবসিত হয়।

এখানে ভগবানের শাশ্বত রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের চরণতল বজ্র, ধ্বজা, পদ্ম এবং অঙ্কুশ রেখার দ্বারা চিহ্নিত। তাঁর নখরাজির কিরণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল। কোন যোগী যদি ভগবানের চরণতলের চিহ্নগুলি দর্শন করেন, এবং তাঁর নখের উজ্জ্বল আলো দর্শন করেন, তা হলে তিনি তাঁর জড় অস্তিত্বের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে পারেন। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার

দ্বারা এই প্রকার মুক্তি লাভ করা যায় না, পক্ষান্তরে ভগবানের উজ্জ্বল পদনখ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা দর্শন করে, সে মুক্তি লাভ করতে পারে। অর্থাৎ কেউ যদি জড় অস্তিত্বের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করতে হবে।

শ্লোক ২২

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ২২ ॥

যৎ—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **শৌচ**—প্রক্ষালিত; **নিঃসৃত**—বহির্গত; **সরিৎ-প্রবর**—গঙ্গার; **উদকেন**—জলের দ্বারা; **তীর্থেন**—পবিত্র; **মূর্ধ্নি**—তাঁর মস্তকে; **অধিকৃতেন**—ধারণ করে; **শিবঃ**—শিব; **শিবঃ**—মঙ্গলময়; অভূৎ—হয়েছেন; **ধ্যাতুঃ**—ধ্যানকারীর; **মনঃ**—মনে; **শমল-শৈল**—পাপের পাহাড়; **নিসৃষ্ট**—প্রক্ষিপ্ত; **বজ্রম্**—বজ্র; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্মের।

অনুবাদ

ভগবানের চরণ-কমল প্রক্ষালিত জল থেকে উৎপন্ন গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করে, শিবও মঙ্গলময় হয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষিপ্ত বজ্রের মতো, যা ধ্যানকারীর মনে সঞ্চিত পর্বত-সদৃশ পাপসমূহ ধ্বংস করে; অতএব দীর্ঘ কাল যাবৎ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেবাদিদেব মহাদেবের অবস্থান বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা পরামর্শ দেয় যে, পরমব্রহ্মের কোন রূপ নেই, এবং তাই বিষ্ণু অথবা শিব অথবা দুর্গাদেবী কিংবা তাঁদের পুত্র গণেশের রূপ সমভাবে কল্পনা করা যেতে পারে, কেননা সেইগুলি সবই সমান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকলের পরম প্রভু। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৫/১৪২) বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান,

এবং শিব, ব্রহ্মা আদি অন্য সকলেই তাঁর ভৃত্য, অন্যান্য দেবতাদের আর কি কথা। সেই একই তত্ত্ব এখানে বর্ণিত হয়েছে। শিব এই জন্যই মহিমান্বিত যে, তিনি তাঁর মস্তকে পবিত্র গঙ্গাকে ধারণ করেছেন, যার উদ্ভব হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর চরণ প্রক্ষালন নিঃসৃত জল থেকে। *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে যারা শিব ব্রহ্মা আদি দেবতাদের সম স্তরে স্থাপন করে, তারা তৎক্ষণাৎ পাষণ্ডী বা নাস্তিক হয়ে যায়। কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং দেবতাদের সমান বলে করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে যে, অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির সংসর্গে থাকার ফলে, বদ্ধ জীবের মন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনারূপ স্তূপীকৃত ময়লায় পূর্ণ। এই মল পর্বত প্রমাণ। কিন্তু পর্বত যেমন বজ্রাঘাতে ধ্বংস হয়, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে, যোগীর মনের পর্বত-প্রমাণ মল সেইভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। যোগী যদি তাঁর মনের পর্বত-প্রমাণ মল ধ্বংস করতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হবে, শূন্য অথবা নিরাকারের কল্পনা করলে কোন কাজ হবে না। যেহেতু এই মল কঠিন পর্বতের মতো সঞ্চিত হয়েছে, তাই দীর্ঘ কাল যাবৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হবে। কিন্তু যিনি নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তাঁর কথা আলাদা। ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এমনভাবেই স্থির থাকেন যে, তাঁরা আর অন্য কোন কিছুর চিন্তা করেন না। যাঁরা যোগ-পদ্ধতির অভ্যাস্ করেন, তাঁদের উচিত বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে, ইন্দ্রিয় সংযত করে, দীর্ঘ কাল ধরে ভগবানের চরণ-কমলের ধ্যান করা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভগবতশ্চরণারবিন্দম্*—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনকে নিবদ্ধ করতে হয়। মায়াবাদীরা কল্পনা করে যে, মুক্তি লাভের জন্য শিব অথবা ব্রহ্মা অথবা দুর্গাদেবীর শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ঠিক নয়। বিশেষভাবে *ভগবতঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। *ভগবতঃ* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর,' অন্য কারও নয়। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হচ্ছে *শিবঃ শিবোঽভূৎ*। শিব তাঁর স্বরূপে সর্বদাই মহান এবং মঙ্গলময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূতা গঙ্গাকে ধারণ করেছেন, তাই তিনি আরও মঙ্গলময় এবং মহত্ত্বপূর্ণ হয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে, শিবেরও মহিমা বর্ধিত হয়, অতএব সাধারণ জীবের আর কি কথা।

শ্লোক ২৩

জানুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা
লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।
ঊর্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ
সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্যাৎ ॥ ২৩ ॥

জানু-দ্বয়ম্—জানুদ্বয়; **জলজ-লোচনয়া**—কমল-নয়ন; **জনন্যা**—জননী; **লক্ষ্ম্যা**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **অখিলস্য**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **সুর-বন্দিতয়া**—দেবতাদের দ্বারা পূজিত; **বিধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **ঊর্বোঃ**—উরুতে; **নিধায়**—স্থাপন করে; **কর-পল্লব-রোচিষা**—সুন্দর করপল্লবের দ্বারা; **যৎ**—যা; **সংলালিতম্**—স্পর্শের দ্বারা সেবিত; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিভোঃ**—ভগবানের; **অভবস্য**—সংসারের অতীত; **কুর্যাৎ**—ধ্যান করা উচিত।

অনুবাদ

যোগীদের কর্তব্য সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর কার্যকলাপ হৃদয়ে ধ্যান করা, যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিতা এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জননী। তিনি সর্বদা সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের পা এবং জঙ্ঘা তাঁর করপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করে থাকেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। যেহেতু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন তাঁর পিতা, তাই লক্ষ্মীদেবী স্বাভাবিকভাবে তাঁর মাতা। সমস্ত দেবতারা এবং অন্যান্য লোকের সমস্ত অধিবাসীরা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করেন। মানুষেরাও লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভ-সমুদ্রে শায়িত পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের পদসেবায় ব্যস্ত। ব্রহ্মাকে এখানে লক্ষ্মীদেবীর পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি লক্ষ্মীদেবীর গর্ভজাত নন। ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে স্বয়ং ভগবানের নাভি থেকে। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয়, এবং তা থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাই লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক ভগবানের পদসেবা কোন সাধারণ পত্নীর আচরণ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের আচরণের অতীত। এখানে অভবস্য শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহায়তা ব্যতীতই ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করতে পারেন।

যেহেতু চিন্ময় আচরণ জড়-জাগতিক আচরণ থেকে ভিন্ন, তাই কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দেবতা অথবা মানুষেরা যে-ভাবে তাঁদের পত্নীর সেবা গ্রহণ করে থাকেন, ভগবানও সেইভাবে তাঁর পত্নীর সেবা গ্রহণ করেন। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যোগীরা যেন নিরন্তর সেই চিত্রটি তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন। ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই লক্ষ্মী এবং নারায়ণের এই সম্পর্কের কথা চিন্তা করেন; তাই তাঁরা নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের মতো মনোধর্মী ধ্যান করেন না।

ভব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন,' এবং অভব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি কোন জড় শরীর ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তাঁর আদি চিন্ময় শরীরে অবতরণ করেন।' ভগবান নারায়ণ কোন জড় বস্তু থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। জড়ের উদ্ভব হয় জড় থেকে, কিন্তু তাঁর জন্ম জড় পদার্থ থেকে হয়নি। ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে জড় জগৎ সৃষ্টির পর, কিন্তু ভগবান যেহেতু সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, তাই ভগবানের কোন জড় শরীর নেই।

শ্লোক ২৪

উরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানা-
বোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্তমান-
কাঞ্চীকলাপপরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্ ॥ ২৪ ॥

উরূ—উরুদ্বয়; **সুপর্ণ**—গরুড়ের; **ভুজয়োঃ**—স্কন্ধদ্বয়; **অধি**—উপরে; **শোভমানৌ**—সুন্দর; **ওজঃ-নিধী**—সমস্ত শক্তির আধার; **অতসিকা-কুসুম**—অতসী ফুলের; **অবভাসৌ**—কান্তির মতো; **ব্যালম্বি**—লম্বমান; **পীত**—পীত; **বর**—শ্রেষ্ঠ; **বাসসি**—বস্ত্রের উপর; **বর্তমান**—বিরাজমান; **কাঞ্চী-কলাপ**—কোমরবন্ধের দ্বারা; **পরিরম্ভি**—বেষ্টিত; **নিতম্ব-বিম্বম্**—তাঁর সুডোল নিতম্ব।

অনুবাদ

তার পর যোগী পরমেশ্বর ভগবানের উরুদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা সমস্ত শক্তির আধার। তাঁর উরুদ্বয় অতসী পুষ্পের মতো শুভ্র-শ্যামল, এবং ভগবান যখন গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হন, তখন তা সব চাইতে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। তার পর যোগী গুল্‌ফদেশ পর্যন্ত লম্বিত পীত বসনোপরি কাঞ্চিদাম-বেষ্টিত ভগবানের সুডোল নিতম্বদেশের ধ্যান করবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত শক্তির উৎস, এবং তাঁর শক্তি তাঁর চিন্ময় শরীরের জঙ্ঘায় অবস্থিত। তাঁর সমস্ত শরীর সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ—সমগ্র সম্পদ, সমগ্র বল, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের চরণতল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে জানু, উরু থেকে ক্রমে ক্রমে অবশেষে তাঁর মুখমণ্ডল পর্যন্ত তাঁর দিব্য রূপের ধ্যান করার জন্য। পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান শুরু হয় তাঁর চরণ থেকে।

ভগবানের চিন্ময় রূপের বর্ণনা ঠিক মন্দিরে তাঁর অর্চা বিগ্রহের মতো। সাধারণত ভগবানের বিগ্রহের নিম্নদেশ পীত পট্টবস্ত্রের দ্বারা আবৃত। সেইটি হচ্ছে তাঁর বৈকুণ্ঠ-বসন, বা চিদাকাশে ভগবান যে বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁর সেই বসন তাঁর গুল্ফ পর্যন্ত লম্বিত। এইভাবে, যোগীর ধ্যান করার জন্য যখন এতগুলি দিব্য বস্তু রয়েছে, তখন কোন কাল্পনিক বস্তুর ধ্যান করার কি প্রয়োজন, যা নির্বিশেষবাদী তথাকথিত যোগীরা অনুশীলন করে থাকে।

শ্লোক ২৫

নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং
যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ ।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য
ধ্যায়েদ্ দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ॥ ২৫ ॥

নাভি-হ্রদম্—নাভি-সরোবর; **ভুবন-কোশ**—সমগ্র বিশ্বের; **গুহা**—আধার; **উদর**—উদরে; **স্থম্**—অবস্থিত; **যত্র**—যেখানে; **আত্ম-যোনি**—ব্রহ্মার; **ধিষণ**—বাস; **অখিল-লোক**—সমগ্র লোক-সমন্বিত; **পদ্মম্**—কমল; **ব্যূঢ়ম্**—বিকশিত হয়েছে; **হরিৎ-মণি**—মরকত মণির মতো; **বৃষ**—অত্যন্ত সুন্দর; **স্তনয়োঃ**—স্তনদ্বয়; **অমুষ্য**—ভগবানের; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **দ্বয়ম্**—যুগল; **বিশদ**—শ্বেত; **হার**—মুক্তামালা; **ময়ূখ**—আলোক থেকে; **গৌরম্**—শ্বেতাভ।

অনুবাদ

তার পর যোগী ভগবানের উদরের মধ্যভাগে নাভি-সরোবরের ধ্যান করবেন। সেই নাভি থেকে ভুবনসমূহের অধিষ্ঠান-স্বরূপ একটি পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। সেই

পদ্ম হচ্ছে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবাসস্থল। তার পর যোগী ভগবানের স্তনদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা উৎকৃষ্ট মরকত মণির দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং যা তাঁর বক্ষের দুগ্ধধবল মুক্তামালার কিরণের প্রভাবে শ্বেতাভ বলে প্রতীত হয়।

তাৎপর্য

তার পর যোগীকে ভগবানের নাভির ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যা হচ্ছে সমস্ত জড় সৃষ্টির আধার। একটি শিশু যেমন তার মায়ের সঙ্গে নাড়ির দ্বারা যুক্ত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে, প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে এক কমল-নালের দ্বারা যুক্ত। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের চরণ, গুল্‌ফ এবং জঙ্ঘার সেবায় রত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ব্রহ্মার মাতা, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল ভগবানের নাভি থেকে, তাঁর মায়ের জঠর থেকে নয়। এইগুলি ভগবানের অচিন্ত্য কার্যকলাপ, এবং জড় ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করা উচিত নয়, "পিতা কিভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারে?"

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবানের প্রতিটি অঙ্গে অন্য যে-কোন অঙ্গের ক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি রয়েছে। যেহেতু তাঁর সব কিছুই চিন্ময়, তাই তাঁর দেহের অঙ্গসমূহ জড় নয়। ভগবান তাঁর কান দিয়ে দেখতে পারেন। জড় কান শুনতে পায়, দেখতে পারে না, কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান তাঁর কান দিয়ে দেখতে পান এবং চোখ দিয়ে শুনতে পান। তাঁর চিন্ময় শরীরের যে-কোন অঙ্গ অন্য যে-কোন অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারে। তাঁর উদর হচ্ছে সমস্ত ভুবনের আধার। ব্রহ্মা সমস্ত লোকের স্রষ্টা, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি করার শক্তির উদয় হয় ভগবানের উদর থেকে। ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন সৃজন ক্রিয়ার সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্ক রয়েছে। যে মুক্তামালা ভগবানের শরীরের উপরিভাগ অলঙ্কৃত করে তাও চিন্ময়, এবং তাই যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃতকারী সেই মুক্তাগুলির শ্বেতদ্যুতি দর্শন করার জন্য।

শ্লোক ২৬

বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ
পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্ ।
কণ্ঠং চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং
কুর্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য ॥ ২৬ ॥

বক্ষঃ—বক্ষ; **অধিবাসম্**—আবাস; **ঋষভস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মহা-বিভূতেঃ**—মহালক্ষ্মীর; **পুংসাম্**—মানুষের; **মনঃ**—মনের; **নয়ন**—নেত্রের; **নির্বৃতিম্**—দিব্য আনন্দ; **আদধানম্**—প্রদান করে; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ; **চ**—ও; **কৌস্তুভ-মণেঃ**—কৌস্তুভ মণির; **অধিভূষণ-অর্থম্**—যা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; **কুর্যাৎ**—ধ্যান করা উচিত; **মনসি**—মনে; **অখিল-লোক**—সমগ্র বিশ্বের দ্বারা; **নমস্কৃতস্য**—পূজিত।

অনুবাদ

তার পর যোগীর কর্তব্য মহালক্ষ্মীর আবাসস্থল পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষের ধ্যান করা। ভগবানের বক্ষ মনের সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস এবং নয়নের পূর্ণ সন্তোষ প্রদানকারী। তার পর যোগী সমগ্র বিশ্বের দ্বারা পূজিত ভগবানের কণ্ঠদেশ হৃদয়ে ধ্যান করবেন। ভগবানের কণ্ঠ তাঁর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণির সৌন্দর্য বর্ধন করে।

তাৎপর্য

উপনিষদে বলা হয়েছে যে, ভগবানের বিবিধ শক্তি সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য সম্পাদন করে। এই সমস্ত অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের বক্ষে সঞ্চিত থাকে। সাধারণত মানুষ বলে, ভগবান সর্ব শক্তিমান। সেই শক্তি সমস্ত শক্তির উৎস মহালক্ষ্মীর দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যিনি ভগবানের চিন্ময় রূপের বক্ষঃস্থলে অবস্থিত। যে যোগী ভগবানের দিব্য রূপের এই স্থানটির ধ্যান করেন, তিনি বহু জড় শক্তি প্রাপ্ত হতে পারেন, যোগের অষ্ট সিদ্ধি তার অন্তর্গত।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের কণ্ঠ কৌস্তুভ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার পরিবর্তে কৌস্তুভ মণিরই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। সেই মণিটি অধিকতর সুন্দর হয়ে ওঠে কেননা তা ভগবানের গলদেশে অবস্থিত। তাই যোগীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবানের কণ্ঠদেশের ধ্যান করতে। ভগবানের চিন্ময় রূপ মনের মধ্যে ধ্যান করা যায়, অথবা মন্দিরে তাঁর অর্চা-বিগ্রহ এমনভাবে সাজানো যায় যে, সকলেই তাঁর ধ্যান করতে পারে। তাই, মন্দিরে ভগবানের পূজা তাদের জন্য, যারা ভগবানের রূপের ধ্যান করার মতো তত উন্নত নয়। মন্দিরে গিয়ে সর্বদা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং ধ্যানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যোগীর সুবিধা এই যে, তিনি যে-কোন নির্জন স্থানে বসে, ভগবানের রূপের ধ্যান করতে পারেন। কিন্তু অল্প উন্নত ব্যক্তিকে মন্দিরে যেতে হয়, এবং মন্দিরে না যেতে পারলে, তিনি ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারেন

না। শ্রবণ, দর্শন অথবা ধ্যানের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় রূপ; শূন্য বা নিরাকারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মন্দিরের দর্শনার্থী, ধ্যানযোগী অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা* আদি শাস্ত্র থেকে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের কথা শ্রবণকারী, সকলকেই ভগবান দিব্য আনন্দ লাভের আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের নয়টি অঙ্গ রয়েছে, যার মধ্যে *স্মরণম্* বা ধ্যান হচ্ছে একটি। যোগীরা এই স্মরণ পন্থার সুযোগ গ্রহণ করেন, আর ভক্তিযোগীরা শ্রবণ এবং কীর্তনের পন্থার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৭

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্তনেন
নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্ ।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ
শঙ্খং চ তৎকরসরোরুহরাজহংসম্ ॥ ২৭ ॥

বাহূন্—বাহু; **চ**—এবং; **মন্দর-গিরেঃ**—মন্দর পর্বতের; **পরিবর্তনেন**—ঘূর্ণনের দ্বারা; **নির্ণিক্ত**—মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়েছে; **বাহু-বলয়ান্**—হাতের অলঙ্কারগুলি; **অধিলোক-পালান্**—ব্রহ্মাণ্ডের লোকপালদের উৎস; **সঞ্চিন্তয়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **দশ-শত-অরম্**—সুদর্শন চক্র (সহস্র অর সমন্বিত); **অসহ্য-তেজঃ**—দুঃসহ তেজ; **শঙ্খম্**—শঙ্খ; **চ**—ও; **তৎ-কর**—ভগবানের হাতে; **সরোরুহ**—পদ্মের মতো; **রাজ-হংসম্**—হংসের মতো।

অনুবাদ

তার পর যোগীর ভগবানের চারটি বাহুর ধ্যান করা উচিত, যা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সমস্ত শক্তির উৎস। তার পর মন্দার পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে উজ্জ্বল তাঁর হাতের অলঙ্কারগুলির ধ্যান করা উচিত। তাঁর হস্তধৃত সহস্র অর সমন্বিত এবং দুঃসহ তেজসম্পন্ন সুদর্শন চক্রের ধ্যান করা উচিত, এবং তাঁর কমল-সদৃশ হস্তে রাজহংসের মতো প্রতীয়মান শঙ্খেরও ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

আইন ও শৃঙ্খলার সমস্ত বিভাগগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বাহু থেকে উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা ভগবানের বাহু থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। যখন দেবতারা এবং অসুরেরা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেন, তখন তাঁরা মন্দর পর্বতকে মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছিলেন। তখন ভগবান কূর্ম অবতাররূপে সেই মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন, এবং তার ফলে সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে, তাঁর হাতের অলঙ্কারগুলি মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের হাতের অলঙ্কারগুলি এত উজ্জ্বল এবং দীপ্তিশালী যে, মনে হয় যেন সম্প্রতি তাদের পালিশ করা হয়েছে। ভগবানের হাতের চক্রকে বলা হয় সুদর্শন চক্র এবং তাতে এক হাজার অর রয়েছে। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়, সেই অরগুলির প্রতিটির উপর ধ্যান করার জন্য। যোগীর কর্তব্য ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের প্রতিটি অবয়বের ধ্যান করা।

শ্লোক ২৮

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত
দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দমেন ।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং
চৈত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ॥ ২৮ ॥

কৌমোদকীম্—কৌমোদকী নামক গদা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **দয়িতাম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **স্মরেত**—স্মরণ করা উচিত; **দিগ্ধাম্**—লিপ্ত; **অরাতি**—শত্রুর; **ভট**—সৈন্যদের; **শোণিত-কর্দমেন**—শোণিত পঙ্কের দ্বারা; **মালাম্**—মালা; **মধু-ব্রত**—মধুকরদের; **বরূথ**—ঝাঁক; **গিরা**—শব্দের দ্বারা; **উপঘুষ্টাম্**—পরিবেষ্টিত; **চৈত্যস্য**—জীবের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **অমলম্**—শুদ্ধ; **মণিম্**—মুক্তাহার; **অস্য**—ভগবানের; **কণ্ঠে**—গলায়।

অনুবাদ

ভগবানের অতি প্রিয় কৌমোদকী গদার ধ্যান করা উচিত। এই গদা বৈরী-ভাবাপন্ন অসুরদের সংহার করার ফলে, তাদের শোণিতপঙ্কে সিক্ত। গুঞ্জনরত মধুকরকুলের

দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত তাঁর অতি সুন্দর বনমালার, এবং সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব-স্বরূপ তাঁর গলার মুক্তাহারেরও ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

যোগীর কর্তব্য ভগবানের চিন্ময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এখানে দুই প্রকার জীবের উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে বলা হয় *অরাতি*। তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। তাদের কাছে ভগবান তাঁর ভয়ঙ্কর গদা নিয়ে আবির্ভূত হন, যা সর্বদাই অসুরদের সংহার করার ফলে শোণিতপঙ্কে সিক্ত। অসুরেরাও পরমেশ্বর ভগবানের পুত্র। যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—বিভিন্ন প্রকার সমস্ত যোনির জীবেরা ভগবানের সন্তান। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই প্রকার জীব রয়েছে, যারা দুইটি বিভিন্নভাবে আচরণ করে। মানুষ যেমন মণিরত্ন তার বক্ষে এবং গলায় ধারণ করে তাদের রক্ষা করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও শুদ্ধ জীবেদের তাঁর গলায় ধারণ করেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত জীবেরা তাঁর গলায় মুক্তার মতো বিরাজমান। আর যারা ভগবানের লীলার প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন অসুর, তাদের তিনি অধঃপতিত জীবের শোণিতলিপ্ত গদার দ্বারা দণ্ড দান করেন। সেই গদা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কেননা সেই অস্ত্রটির দ্বারা তিনি অসুরদের দেহ বিধ্বস্ত করে রক্ত মিশ্রিত করেন। জল এবং মাটির মিশ্রণের ফলে যেমন পঙ্ক উৎপন্ন হয়, তেমনই ভগবানের শত্রুদের বা নাস্তিকদের মাটির শরীর তাঁর গদাঘাতে তাদের রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় পঙ্কে পরিণত হয়।

শ্লোক ২৯

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্তেঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্ ।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥ ২৯ ॥

ভৃত্য—ভক্তদের জন্য; **অনুকম্পিত-ধিয়া**—অনুকম্পাবশত; **ইহ**—এই জগতে; **গৃহীত-মূর্তেঃ**—যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন; **সঞ্চিন্তয়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অরবিন্দম্**—কমল-সদৃশ; **যৎ**—যা; **বিস্ফুরন্**—দীপ্তিমান; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **বল্গিতেন**—

দোদুল্যমান; বিদ্যোতিত—উজ্জ্বল; অমল—স্ফটিক-স্বচ্ছ; কপোলম্—গাল; উদার—উন্নত; নাসম্—নাক।

অনুবাদ

তার পর যোগী ভগবানের কমল-সদৃশ মুখমণ্ডলের ধ্যান করবেন, যিনি তাঁর উৎসুক ভক্তদের অনুকম্পা করার জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ এই জগতে প্রকট করেন। তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থল দীপ্তিমান মকর কুণ্ডলের সঞ্চালনে উজ্জ্বল, এবং তাঁর উন্নত নাসিকা তাঁর মুখ-কমলকে এক অপূর্ব শোভায় উদ্ভাসিত করেছে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি গভীর অনুকম্পাবশত এই জড় জগতে অবতরণ করেন। এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাবের দুইটি কারণ রয়েছে। যখন ধর্ম আচরণের ত্রুটি হয় এবং অধর্মের প্রাধান্য হয়, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অভক্তদের ধ্বংস করার জন্য অবতরণ করেন। তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ভক্তদের সান্ত্বনা প্রদান করা। অসুরদের সংহার করার জন্য তাঁকে স্বয়ং আসতে হয় না, কারণ তাঁর বহু প্রতিনিধি রয়েছে; এমন কি তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ারও তাদের সংহার করার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। কিন্তু তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করার জন্য তিনি যখন আসেন, তখন তিনি আনুষঙ্গিকভাবে অভক্তদের সংহার করেন।

ভগবান তাঁর বিশেষ প্রকারের ভক্তদের প্রিয় কোন বিশেষ রূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে, কিন্তু সেই সবই এক পরমতত্ত্ব। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—ভগবানের সমস্ত রূপ এক, কিন্তু কিছু ভক্ত তাঁকে রাধা-কৃষ্ণরূপে দেখতে চান, অন্যেরা তাঁকে সীতা ও রামচন্দ্ররূপে পছন্দ করেন, আবার অনেকে তাঁকে লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে দেখতে চান, এবং অন্য ভক্তেরা তাঁকে তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ বা বাসুদেবরূপে দর্শন করতে চান। ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে, এবং বিশেষ ভক্তদের বাসনা অনুসারে কোন বিশেষ রূপে তিনি আবির্ভূত হন। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভক্তগণ কর্তৃক অনুমোদিত রূপের ধ্যান করতে। যোগী কখনও কোন কল্পনাপ্রসূত রূপের ধ্যান করতে পারেন না। তথাকথিত যোগীরা একটি বৃত্ত বা লক্ষ্য তৈরি করে, কতকগুলি অর্থহীন কার্যে লিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে, যোগীর ভগবানের সেই রূপের ধ্যান করা উচিত, যা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত উপলব্ধি করেছেন। যোগী মানে হচ্ছে ভক্ত। যে সমস্ত যোগী শুদ্ধ ভক্ত নয়, তাদের কর্তব্য ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এইভাবে অনুমোদিত হয়েছে যে রূপ, সেই রূপের ধ্যান করা যোগীর কর্তব্য; সে ভগবানের কোন মনগড়া রূপ তৈরি করতে পারে না।

শ্লোক ৩০

যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিসেব্যমানং
ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্ ।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং
ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রু ॥ ৩০ ॥

যৎ—ভগবানের যে মুখমণ্ডল; **শ্রী-নিকেতম্**—কমল; **অলিভিঃ**—মধুকরদের দ্বারা; **পরিসেব্যমানম্**—পরিবেষ্টিত; **ভূত্যা**—শোভার দ্বারা; **স্বয়া**—তার; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **কুন্তল**—কেশের; **বৃন্দ**—গুচ্ছ; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত; **মীন**—মীন; **দ্বয়**—এক জোড়া; **আশ্রয়ম্**—নিবাস; **অধিক্ষিপৎ**—নিন্দিত; **অব্জ**—পদ্ম; **নেত্রম্**—নয়ন; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **মনঃ-ময়ম্**—মনে নির্মিত; **অতন্দ্রিতঃ**—সতর্ক; **উল্লসৎ**—নর্তনরত; **ভ্রু**—ভ্রূ।

অনুবাদ

যোগী তার পর ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের ধ্যান করবেন, যা কুঞ্চিত কেশদাম, পদ্ম-সদৃশ নয়ন এবং নৃত্যপর ভ্রূযুগলের দ্বারা শোভিত। তাঁর মুখকমল মধুকর পরিবেষ্টিত পদ্মফুলকে লজ্জা দেয়, এবং তাঁর নেত্রদ্বয় তাদের শোভার দ্বারা সন্তরণশীল মীনযুগলকে লজ্জা দেয়।

তাৎপর্য

এখানে *ধ্যায়েন্মনোময়ম্* বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ। *মনোময়ম্* মানে কল্পনা নয়। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে-কোন রূপের কল্পনা করতে পারে, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগীকে অবশ্যই ভক্তের দ্বারা উপলব্ধ রূপের ধ্যান করতে হবে। ভক্তেরা কখনও ভগবানের রূপের কল্পনা করেন না। তাঁরা কোন কাল্পনিক বস্তুতে সন্তুষ্ট হন না। ভগবানের বিভিন্ন শাশ্বত রূপ রয়েছে; প্রতিটি ভক্তই ভগবানের কোন বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, এবং তাই তিনি ভগবানের সেই রূপের আরাধনা করে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

ভগবানের বিভিন্ন রূপ শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভগবানের রূপ আটটি বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা মাটি, পাথর, কাঠ, রং, বালুকা ইত্যাদির দ্বারা ভক্তের সঙ্গতি অনুসারে প্রকাশিত হতে পারে।

মনোময়ম্ হচ্ছে মনের ভিতর ভগবানের স্বরূপ অঙ্কন। এইটি আটটি বিভিন্ন প্রকারে ভগবানের রূপ প্রকাশের একটি। এইটি কল্পনা নয়। ভগবানের প্রকৃত রূপের ধ্যান বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু তা বলে কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের রূপের কল্পনা করতে হবে। এই শ্লোকে দুইটি তুলনা দেওয়া হয়েছে—প্রথমটি হচ্ছে ভগবানের মুখমণ্ডলকে পদ্মের সঙ্গে, এবং তার পর তাঁর কুঞ্চিত কেশদামকে সেই পদ্মের চারপাশে গুঞ্জায়মান অলিকুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং তাঁর নয়নযুগলকে সন্তরণশীল মীনযুগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জলের মধ্যে পদ্ম যখন অলিকুল এবং মৎস্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তখন তা অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ওঠে। ভগবানের মুখমণ্ডল পূর্ণ। তাঁর সৌন্দর্য পদ্মফুলের মতো স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নিন্দা করে।

শ্লোক ৩১

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিপুলভাবনয়া গুহায়াম্ ॥ ৩১ ॥

তস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; **অবলোকম্**—দৃষ্টিপাত; **অধিকম্**—বারংবার; **কৃপয়া**—অনুকম্পা সহকারে; **অতিঘোর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ; **উপশমনায়**—প্রশমিত করার জন্য; **নিসৃষ্টম্**—নিক্ষেপ করে; **অক্ষ্ণোঃ**—তাঁর চক্ষু থেকে; **স্নিগ্ধ**—স্নেহযুক্ত; **স্মিত**—হাস্য; **অনুগুণিতম্**—সংযুক্ত; **বিপুল**—প্রচুর; **প্রসাদম্**—কৃপাপূর্ণ; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল; **বিপুল**—পূর্ণ; **ভাবনয়া**—ভক্তি সহকারে; **গুহায়াম্**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের অনুকম্পাপূর্ণ চক্ষুর অবলোকন একাগ্রচিত্তে ধ্যান করা, কারণ তা তাঁর ভক্তদের ভয়ঙ্কর ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত করে। তাঁর সুস্নিগ্ধ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত তাঁর অন্তহীন কৃপায় পূর্ণ।

তাৎপর্য

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় দেহে বদ্ধ অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বাভাবিকভাবে উৎকণ্ঠা এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। জড়া প্রকৃতির প্রভাব কেউই এড়াতে পারে না, এমন কি পারমার্থিক স্তরেও নয়। কখনও কখনও অশান্তি আসে, কিন্তু ভক্ত যখনই পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর রূপ অথবা হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের কথা চিন্তা করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অসীম অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, এবং তাঁর কৃপার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হচ্ছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, যা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি অনুকম্পায় পূর্ণ।

শ্লোক ৩২

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্ ।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য
ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ॥ ৩২ ॥

হাসম্—হাস্য; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **অবনত**—প্রণত; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—লোকের; **তীব্র-শোক**—গভীর দুঃখজাত; **অশ্রু-সাগর**—অশ্রুর সমুদ্র; **বিশোষণম্**—শোষণ করতে; **অতি-উদারম্**—অত্যন্ত উপকারী; **সম্মোহনায়**—মোহিত করার জন্য; **রচিতম্**—প্রকাশিত; **নিজ-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **অস্য**—তাঁর; **ভ্রূ-মণ্ডলম্**—বঙ্কিম ভ্রূযুগল; **মুনি-কৃতে**—সাধুদের মঙ্গলের জন্য; **মকর-ধ্বজস্য**—কামদেবের।

অনুবাদ

যোগীর এইভাবে ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত মনোরম হাস্যের ধ্যান করা উচিত, যা তাঁর শরণাগতের গভীর শোক থেকে উৎপন্ন অশ্রুর সমুদ্র শোষণ করে। যোগীর ভগবানের বঙ্কিম ভ্রূযুগলেরও ধ্যান করা উচিত, যা সাধুদের উপকারার্থে কামদেবকে মোহিত করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকট করেছেন।

তাৎপর্য

সমগ্র বিশ্ব দুঃখময়, এবং তাই এই জড় জগতের অধিবাসীরা সর্বদাই তীব্র শোকে নিরন্তর অশ্রু বর্ষণ করছে। সেই অশ্রুর একটি বিশাল সমুদ্র রয়েছে, কিন্তু যিনি

পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তাঁর জন্য এই অশ্রুর সমুদ্র তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে যায়। মানুষের প্রয়োজন কেবল ভগবানের মনোরম হাস্য দর্শন করা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেউ যখন ভগবানের মধুর হাস্য দর্শন করেন, তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক শোক তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়ে যায়।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের ভ্রূযুগল এতই সুন্দর যে, তা ইন্দ্রিয় সুখভোগের সমস্ত আকর্ষণের কথা ভুলিয়ে দেয়। বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, কেননা তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের মোহে শৃঙ্খলিত হয়েছে, বিশেষ করে মৈথুন সুখে। কামদেবকে বলা হয় মকরধ্বজ। পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর ভ্রূযুগল সাধু এবং ভক্তদের কাম এবং মৈথুন সুখের আকর্ষণে মোহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। মহান আচার্য যামুনাচার্য বলেছেন যে, যখন থেকে তিনি ভগবানের মনোমুগ্ধকর লীলা দর্শন করেছেন, তখন থেকে যৌন জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে জঘন্য বলে মনে হয়েছে, এবং মনের মধ্যে এই চিন্তার উদয় হলে, তাঁর মুখ বিকৃত হয়েছে এবং ঘৃণাভরে সেই চিন্তার প্রতি তিনি থুথু ফেলেছেন। কেউ যদি মৈথুনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের মধুর হাস্য এবং মনোহর ভ্রূযুগল দর্শন করতে হবে।

শ্লোক ৩৩

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরোষ্ঠ-
ভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি ।
ধ্যায়েৎস্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-
র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেৎ ॥ ৩৩ ॥

ধ্যান-অয়নম্—অনায়াসে ধ্যান করা যায়; **প্রহসিতম্**—হাস্য; **বহুল**—প্রচুর; **অধর-ওষ্ঠ**—তাঁর ঠোঁটের; **ভাস**—কান্তির দ্বারা; **অরুণায়িত**—আরক্তিম; **তনু**—ক্ষুদ্র; **দ্বিজ**—দন্ত; **কুন্দ-পঙ্ক্তি**—কুন্দ-কলির পঙ্ক্তির মতো; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **স্ব-দেহ-কুহরে**—তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; **অবসিতস্য**—যিনি বাস করেন; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক; **আর্দ্রয়া**—প্রেমাপ্লুত; **অর্পিত-মনাঃ**—চিত্ত নিবদ্ধ করে; **ন**—না; **পৃথক্**—অন্য কিছু; **দিদৃক্ষেৎ**—দর্শন করার ইচ্ছা।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য প্রেমাপ্লুত ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধুর হাস্য তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধ্যান করা। বিষ্ণুর এই হাস্য এতই মনোরম যে, তা অনায়াসে ধ্যান করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান যখন হাসেন, তখন কুন্দকলির পঙ্‌ক্তির মতো তাঁর ক্ষুদ্র দন্তরাজি তাঁর অধরৌষ্ঠের কান্তিতে অরুণাভ হয়ে ওঠে। যোগী যখন একবার তাঁর মনকে ভগবানের এই মধুর হাস্যে স্থির করেন, তখন আর তাঁর অন্য কিছু দর্শন করার বাসনা থাকে না।

তাৎপর্য

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যোগী যেন ভগবানের স্মিত হাস্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর, ভগবানের উচ্চ হাস্য অবলোকন করেন। ভগবানের স্মিত হাস্য, উচ্চ হাস্য, মুখমণ্ডল, অধরৌষ্ঠ, দন্তরাজি ইত্যাদির এই বিশেষ বর্ণনা স্পষ্টভাবে সূচিত করে যে, ভগবান নিরাকার নন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের স্মিত হাস্য অথবা উচ্চ হাস্যের ধ্যান করা উচিত। তা ছাড়া অন্য কোন কার্য ভক্তের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে না। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাস্যের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি যখন হাসেন, তখন কুন্দকলির মতো তাঁর ক্ষুদ্র দন্তরাজি তাঁর রক্তিম অধরৌষ্ঠের দ্যুতি প্রতিবিম্বিত করে, তৎক্ষণাৎ আরক্তিম হয়ে ওঠে। যোগী যদি ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থাপন করতে পারেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হবেন। অর্থাৎ, কেউ যখন তাঁর অন্তরে ভগবানের সৌন্দর্য দর্শনে মগ্ন হন, তখন আর জড়-জাগতিক আকর্ষণ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **হরৌ**—ভগবান শ্রীহরির প্রতি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতিলব্ধ**—বিকশিত; **ভাবঃ**—শুদ্ধ প্রেম; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **দ্রবৎ**—দ্রবীভূত;

হৃদয়ঃ—হৃদয়; **উৎপুলকঃ**—রোমাঞ্চ; **প্রমোদাৎ**—অত্যধিক আনন্দের ফলে; **ঔৎকণ্ঠ্য**—তীব্র প্রেমে; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুধারায়; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অর্দ্যমানঃ**—নিমজ্জিত; **তৎ**—তা; **চ**—এবং; **অপি**—যদি; **চিত্ত**—মন; **বড়িশম্**—বড়শি; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **বিযুঙ্‌ক্তে**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

এই পন্থা অনুসরণের দ্বারা যোগীর চিত্তে ভগবান শ্রীহরির প্রতি ধীরে ধীরে ভাবের উদয় হয়। তখন আনন্দের আতিশয্যে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ হয়, এবং তাঁর চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়, তিনি তখন গভীর প্রেমে নিরন্তর আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করেন। বড়শির দ্বারা মাছকে আকর্ষণ করার মতো তাঁর চিত্ত, যা ভগবানকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা ধীরে ধীরে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধ্যান, যা হচ্ছে মনের ক্রিয়া তা সমাধির পূর্ণ অবস্থা নয়। প্রথমে মনকে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ আকর্ষণ করার জন্য উপযোগ করা হয়, কিন্তু উন্নত স্তরে মনকে ব্যবহার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার দ্বারা ভগবানের সেবা করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্তি লাভ না করা পর্যন্ত ধ্যানের যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করার জন্য মনের ব্যবহার হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ধ্যানের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন আর কোন বিশেষ স্থানে বসে ভগবানের রূপের ধ্যান করার চেষ্টা করার প্রয়োজন থাকে না। তিনি তখন এতই অভ্যস্ত হয়ে যান যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। মনকে যখন জোর করে ভগবানের রূপের ধ্যানে নিযুক্ত করা হয়, তাকে বলা হয় *নির্বীজ-যোগ* বা প্রাণহীন যোগ, কারণ যোগী তখন আপনা থেকেই ভগবানের সেবায় যুক্ত হন না। কিন্তু তিনি যখন নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করেন, তাকে বলা *সবীজ-যোগ* বা সজীব যোগ। এই *সবীজ-যোগের* স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত।

দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। পূর্ণ প্রেম লাভ করার ফলে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ভক্তির প্রভাবে ভগবানের প্রতি প্রেম পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তখন কৃত্রিমভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান না করেও, নিরন্তর ভগবানকে দর্শন করা যায়। তাঁর দৃষ্টি দিব্য কেননা তাঁর আর অন্য কোন কার্য থাকে না। চিন্ময়

উপলব্ধির এই স্তরে মনকে কৃত্রিমভাবে নিযুক্ত করার আর আবশ্যকতা থাকে না। যেহেতু নিম্ন স্তর থেকে ভগবদ্ভক্তির স্তরে আসার উপায়-স্বরূপ ধ্যানের পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাই যাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এই ধ্যানের স্তর অতিক্রম করেছেন। সেই সিদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় কৃষ্ণভক্তি।

শ্লোক ৩৫

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চিঃ ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৫ ॥

মুক্ত-আশ্রয়ম্—মুক্তিতে স্থিত; **যর্হি**—যে সময়; **নির্বিষয়ম্**—বিষয় থেকে বিরক্ত; **বিরক্তম্**—উদাসীন; **নির্বাণম্**—নিবৃত্ত; **ঋচ্ছতি**—লাভ করে; **মনঃ**—মন; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **যথা**—যেমন; **অর্চিঃ**—দীপশিখা; **আত্মানম্**—মন; **অত্র**—সেই সময়; **পুরুষ**—জীবাত্মা; **অব্যবধানম্**—ব্যবধান-রহিত; **একম্**—এক; **অন্বীক্ষতে**—অনুভব করে; **প্রতিনিবৃত্ত**—মুক্ত; **গুণ-প্রবাহঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রবাহ থেকে।

অনুবাদ

মন যখন এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং জড় বিষয় থেকে বিরক্ত হয়, তখন দীপশিখা যেমন তৈলের অভাবে নির্বাপিত হয়ে যায়, তেমনই মনও ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় গ্রহণের প্রবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং ব্যবধান-রহিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে।

তাৎপর্য

জড় জগতে মনের কার্য হচ্ছে সংকল্প এবং বিকল্প। মন যতক্ষণ জড় চেতনায় থাকে, ততক্ষণ তাকে বলপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার শিক্ষা দিতে হয়, কিন্তু তা যখন বাস্তবিকভাবে ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়, তখন তা আপনা থেকেই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়। সেই অবস্থায় যোগীর ভগবানের সেবা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা থাকে না। মনকে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করাকে বলা হয় *নির্বাণ*, বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে মনকে এক করা।

নির্বাণের সর্ব শ্রেষ্ঠ উদাহরণ *ভগবদ্‌গীতায়* দেওয়া হয়েছে। প্রথমে অর্জুনের মন কৃষ্ণের মন থেকে আলাদা ছিল। কৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, অর্জুন যেন যুদ্ধ করে, কিন্তু অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কাছে *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করার পর, অর্জুন তাঁর মনকে কৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। একেই বলা হয় একাত্মতা। এই একাত্মতার ফলে কিন্তু অর্জুন এবং কৃষ্ণ তাঁদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেননি। মায়াবাদীরা সেই কথা বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, একাত্মতা মানে হচ্ছে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা *ভগবদ্‌গীতায়* দেখতে পাই যে, ব্যক্তিগত অস্তিত্ব হারিয়ে যায় না। ভগবৎ প্রেমে মন যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন সেই মন পরমেশ্বর ভগবানের মন হয়ে যায়। মন আর তখন স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে না, অথবা ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য আর কোনভাবে ক্রিয়া করে না। ব্যষ্টি মুক্ত আত্মার আর অন্য কোন কর্ম থাকে না। *প্রতিনিবৃত্তগুণ-প্রবাহঃ*। বদ্ধ অবস্থায় মন সর্বদাই জড় জগতের তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু চিন্ময় স্তরে, জড়া প্রকৃতির গুণগুলি আর ভক্তের মনকে বিচলিত করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া ভক্তের আর কোন চিন্তা থাকে না। সেইটি হচ্ছে সিদ্ধির সর্বোচ্চ অবস্থা, যাকে বলা হয় *নির্বাণ* বা *নির্বাণ মুক্তি*। এই স্তরে মন সম্পূর্ণরূপে জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

যথার্চিঃ। *অর্চিঃ* মানে 'দীপশিখা'। দীপ যখন ভেঙ্গে যায় অথবা তেল ফুরিয়ে যায়, তখন আমরা দেখি যে দীপ শিখাটি নির্বাপিত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসারে, শিখাটি নিভে যায় না; তা সংরক্ষিত থাকে। এটিই হচ্ছে শক্তির সংরক্ষণ। তেমনই মন যখন জড় স্তরে কার্য করা বন্ধ করে দেয়, তখন তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সংরক্ষিত হয়। মনের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে ধারণা মায়াবাদীরা পোষণ করে, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—মনের কার্যকলাপের নিবৃত্তির অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপের নিবৃত্তি।

শ্লোক ৩৬

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে ।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—যোগী; **অপি**—অধিকন্তু; **এতয়া**—এর দ্বারা; **চরময়া**—অন্তিমে; **মনসঃ**—মনের; **নিবৃত্ত্যা**—কর্মফলের নিবৃত্তির দ্বারা; **তস্মিন্**—তার; **মহিম্নি**—চরম মহিমা; **অবসিতঃ**—অবস্থিত; **সুখ-দুঃখ-বাহ্যে**—সুখ এবং দুঃখের অতীত; **হেতুত্বম্**—কারণ; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **অসতি**—অবিদ্যার ফল; **কর্তরি**—অহঙ্কারে; **দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **যৎ**—যা; **স্ব-আত্মন্**—নিজেকে; **বিধত্তে**—আরোপ করে; **উপলব্ধ**—অনুভব করে; **পর-আত্ম**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কাষ্ঠঃ**—পরম সত্য।

অনুবাদ

এইভাবে সর্বোচ্চ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, মন সমস্ত কর্মফল থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সমস্ত জড় সুখ এবং দুঃখের ধারণার অতীত স্বীয় মহিমায় অবস্থিত হয়। যোগী তখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, সুখ-দুঃখ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া, যেগুলির কারণ তিনি স্বয়ং বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারের ফল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের বিস্মৃতিই হচ্ছে অবিদ্যার পরিণাম। যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করার অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে শাশ্বত প্রেমের সম্পর্ক। ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করাই জীবের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই মধুর সম্পর্কের বিস্মৃতিকে বলা হয় অবিদ্যা, এবং অবিদ্যার ফলে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের বশীভূত হয়ে, নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। ভক্তের মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর মনকে যুক্ত করতে হবে, তখন তিনি চিন্ময় স্তরের সিদ্ধি লাভ করেন, যা ভৌতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির অতীত।

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কর্ম করে, ততক্ষণ তাকে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের অনুভূতির অধীন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সুখ বলে কিছু নেই। একটি উন্মাদ ব্যক্তির কার্যকলাপে যেমন সুখ বলে কিছু নেই, তেমনই মনঃকল্পিত সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই দুঃখময়।

মন যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করতে শুরু করে, তখন জীবের চিন্ময় স্তর লাভ হয় জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনাই হচ্ছে অবিদ্যার কারণ। সেই বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় এবং জীবের বাসনা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন সিদ্ধি স্তর লাভ হয়। *উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ* ।

উপলব্ধ মানে হচ্ছে 'উপলব্ধি।' উপলব্ধি স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করে। সিদ্ধ বা মুক্ত অবস্থায়, প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব। *নিবৃত্ত্যা* মানে জীব তার ব্যক্তিগত সত্তা বজায় রাখে; একাত্মতা মানে হচ্ছে ভগবানের সুখকে নিজের সুখ বলে উপলব্ধি করা। পরমেশ্বর ভগবান আনন্দময়। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*—ভগবান স্বাভাবিকভাবে দিব্য আনন্দে পূর্ণ। মুক্ত অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একাত্মতার অর্থ হচ্ছে, তখন আর আনন্দ ছাড়া অন্য কোন কিছুর উপলব্ধি থাকে না। কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তাটি বর্তমান থাকে, তা না হলে *উপলব্ধ* শব্দটি, যার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে দিব্য আনন্দের উপলব্ধি, এই শব্দটির ব্যবহার হত না।

শ্লোক ৩৭

দেহং চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎস্বরূপম্ ।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

দেহম্—জড় দেহ; **চ**—এবং; **তম্**—তা; **ন**—না; **চরমঃ**—অন্তিম; **স্থিতম্**—উপবিষ্ট; **উত্থিতম্**—উত্থিত; **বা**—অথবা; **সিদ্ধঃ**—সিদ্ধ জীবাত্মা; **বিপশ্যতি**—উপলব্ধি করতে পারেন; **যতঃ**—যেহেতু; **অধ্যগমৎ**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **স্ব-রূপম্**—তার প্রকৃত পরিচয়; **দৈবাৎ**—ভাগ্যক্রমে; **উপেতম্**—আগত; **অথ**—অধিকন্তু; **দৈব-বশাৎ**—ভাগ্যক্রমে; **অপেতম্**—প্রস্থান করেছেন; **বাসঃ**—বসন; **যথা**—যেমন; **পরিকৃতম্**—পরিহিত; **মদিরা-মদ-অন্ধঃ**—মদ্য পানের ফলে যে অন্ধ হয়ে গেছে।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, পূর্ণরূপে সিদ্ধ জীবের তাই আর তখন বোধ থাকে না, তাঁর জড় দেহটি কিভাবে চলাফেরা করছে এবং কার্য করছে, ঠিক যেমন মদ্য পানে উন্মত্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে না, তার শরীরে বসন আছে কি নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে জীবনের এই অবস্থাটির ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁর আর জড় দেহের আবশ্যকতাগুলির কথা মনে থাকে না।

শ্লোক ৩৮

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৮ ॥

দেহঃ—দেহ; **অপি**—অধিকন্তু; **দৈব-বশ-গঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন; **খলু**—প্রকৃত পক্ষে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যাবৎ**—যতখানি; **স্ব-আরম্ভকম্**—নিজে যা আরম্ভ করেছিল; **প্রতিসমীক্ষতে**—কার্য করতে থাকে; **এব**—নিশ্চয়ই; **স-অসুঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ সহ; **তম্**—দেহ; **স-প্রপঞ্চম্**—তার বিস্তার সহ; **অধিরূঢ়-সমাধি-যোগঃ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমাধিতে স্থিত; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নজনিত; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন**—না; **ভজতে**—নিজের বলে মনে করে; **প্রতিবুদ্ধ**—জাগ্রত; **বস্তুঃ**—স্বরূপ।

অনুবাদ

এই প্রকার মুক্ত যোগীর ইন্দ্রিয় সহ শরীরের দায়িত্ব পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন, এবং সেই দেহ আরব্ধ কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত কার্য করে। স্বরূপে জাগ্রত মুক্ত ভক্ত এইভাবে যোগের চরম সিদ্ধ অবস্থা সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, সেই দেহকে এবং দেহ সম্পর্কিত পুত্র-কলত্রাদিকে আর ভজনা করেন না। এইভাবে তিনি তাঁর দেহের কার্যকলাপকে স্বপ্নদৃষ্ট কার্যকলাপ বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্থাপন হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত জীব তাঁর দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকেন, তাঁর দেহের কার্যকলাপ তাঁকে প্রভাবিত কেন করে না? তিনি কি তা হলে তাঁর কর্ম এবং তার ফলের দ্বারা কলুষিত হন না? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মুক্ত জীবের শরীরের দায়িত্ব ভগবান গ্রহণ করেন। সেইটি আর তখন জীবের জীবনী শক্তির প্রভাবে কার্য করে না; তা কেবল তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে কার্য করে যায়। ঠিক যেমন একটি ইলেকট্রিক পাখার সুইচ বন্ধ করে দেওয়ার পরেও সেই পাখাটি কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। সেইটি আর বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ঘোরে না, কিন্তু পূর্বের ঘূর্ণনের ফলে তা ঘুরতে থাকে; তেমনই, মুক্ত জীবাত্মা একজন সাধারণ মানুষের মতো কর্ম করছেন বলে মনে হলেও, তাঁর কার্যকলাপ তাঁর পূর্বকৃত কর্মের অনুক্রম বলে বুঝতে হবে। স্বপ্নে মানুষ নিজেকে অনেক শরীরে বিস্তারিত দেখতে পারে, কিন্তু সে

যখন জেগে ওঠে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সেই সমস্ত শরীরগুলি মিথ্যা। তেমনই, মুক্ত জীবাত্মার দেহ সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্র, গৃহ ইত্যাদি বিস্তার থাকলেও, তাদের প্রতি তাঁর কোন মমত্ববোধ থাকে না। তিনি জানেন যে, সেই সবই জড়-জাগতিক স্বপ্ন থেকে উৎপন্ন। স্থূল জড় উপাদান থেকে স্থূল জড় দেহ গঠিত হয়, এবং সূক্ষ্ম জড় দেহ তৈরি হয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনা থেকে। কেউ যদি স্বপ্নদৃষ্ট তার সূক্ষ্ম জড় দেহটিকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে এবং সেই দেহের সঙ্গে তার নিজের পরিচয় স্থাপন করে না, তা হলে অবশ্যই একজন জাগ্রত ব্যক্তির তার স্থূল দেহের সঙ্গে তার পরিচয় স্থাপন করা উচিত নয়। জাগ্রত ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের কার্যকলাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনই জাগ্রত মুক্ত আত্মার বর্তমান শরীরের কার্যকলাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু তিনি তাঁর স্বরূপ অবগত হয়েছেন, তাই তিনি আর কখনও তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করেন না।

শ্লোক ৩৯

যথা পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্যঃ প্রতীয়তে ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ॥ ৩৯ ॥

যথা—যেমন; **পুত্রাৎ**—পুত্র থেকে; **চ**—এবং; **বিত্তাৎ**—বিত্ত থেকে; **চ**—ও; **পৃথক্**—ভিন্নভাবে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **প্রতীয়তে**—বোঝা যায়; **অপি**—যদিও; **আত্মত্বেন**—স্বভাবত; **অভিমতাৎ**—যার প্রতি স্নেহ রয়েছে; **দেহ-আদেঃ**—তার জড়দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে; **পুরুষঃ**—মুক্ত জীব; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

পরিবার এবং সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক স্নেহের ফলে, মানুষ যেমন তার পুত্র এবং তার বিত্তকে নিজের বলে মনে করে, এবং তার জড় শরীরের প্রতি আসক্তির ফলে, তার এই প্রকার মমত্ব বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার পরিবার এবং তার বিত্ত তার থেকে ভিন্ন, তেমনই মুক্ত জীব বুঝতে পারে যে, তার দেহ তার থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রকৃত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অনেক শিশু রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি শিশুকে স্নেহের বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের পুত্র এবং কন্যা

বলে মনে করি, যদিও আমরা ভালভাবেই জানি যে, তারা আমাদের থেকে ভিন্ন। তেমনই, ধনের প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, আমরা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কিছু ধন আমাদের বলে মনে করি। ঠিক সেইভাবে আমাদের দেহের প্রতি আসক্তির বশে, আমরা দেহটিকে আমাদের বলে মনে করি। আমি বলি যে এইটি 'আমার' দেহ। তার পর সেই প্রভুত্বের ধারণা বিস্তার করে আমি বলি, "এইটি আমার হাত, এইটি আমার পা," এবং আরও অধিক বিস্তার করে বলি, "এইটি আমার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত ধন, এইটি আমার পুত্র, এইটি আমার কন্যা।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি জানি যে, আমার পুত্র এবং আমার ধন-সম্পদ আমার থেকে ভিন্ন। দেহটির বেলায়ও তাই; আমি আমার দেহটি থেকে ভিন্ন। এইটি কেবল উপলব্ধির প্রশ্ন এবং যথার্থ উপলব্ধিকে বলা হয় *প্রতিবুদ্ধ*। ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনায় জ্ঞান লাভ করার ফলে, মানুষ মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৪০

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥ ৪০ ॥

যথা—যেমন; **উল্মুকাৎ**—অগ্নির শিখা থেকে; **বিস্ফুলিঙ্গাৎ**—স্ফুলিঙ্গ থেকে; **ধূমাৎ**—ধূম থেকে; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **স্ব-সম্ভবাৎ**—নিজে থেকেই উৎপন্ন; **অপি**—যদিও; **আত্মত্বেন**—স্বভাবত; **অভিমতাৎ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **যথা**—যেমন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **উল্মুকাৎ**—শিখা থেকে।

অনুবাদ

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন অগ্নিশিখা থেকে, স্ফুলিঙ্গ থেকে এবং ধূম থেকে ভিন্ন, যদিও তারা সকলেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

তাৎপর্য

যদিও প্রজ্বলিত কাষ্ঠ, স্ফুলিঙ্গ, ধূম এবং অগ্নিশিখা পরস্পর থেকে ভিন্ন থাকতে পারে না, কেননা তারা প্রত্যেকেই অগ্নির বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ধূমকে অগ্নি বলে মনে করে, যদিও অগ্নি এবং ধূম সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। অগ্নির তাপ এবং আলোক ভিন্ন, যদিও তাপ এবং আলোক থেকে আগুনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

শ্লোক ৪১

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎপ্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪১ ॥

ভূত—পঞ্চ মহাভূত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্তঃ-করণাৎ**—মন থেকে; **প্রধানাৎ**—প্রধান থেকে; **জীব-সংজ্ঞিতাৎ**—জীবাত্মা থেকে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **তথা**—সেই প্রকার; **পৃথক্**—ভিন্ন; **দ্রষ্টা**—দর্শক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রহ্ম-সংজ্ঞিতঃ**—ব্রহ্ম বলা হয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরমব্রহ্ম নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন দ্রষ্টা। তিনি পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয় এবং চেতনা সংযুক্ত জীবাত্মা বা ব্যষ্টি জীব থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

এখানে পূর্ণ ব্রহ্মের একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। জীব জড় তত্ত্ব থেকে ভিন্ন, এবং পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা, যিনি সমস্ত জড় উপাদানের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্যষ্টি জীবাত্মা থেকে ভিন্ন। এই দর্শন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব*-রূপে প্রবর্তন করে গেছেন। সব কিছুই যুগপৎ সব কিছুর সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাও যুগপৎ তাঁর সঙ্গে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, কিন্তু যেহেতু সেই শক্তি ভিন্নভাবে কার্য করছে, তাই তাঁর থেকে ভিন্ন। তেমনই জীবও পরমেশ্বর ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। এই 'যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন' দর্শন ভাগবত পরম্পরার চরম সিদ্ধান্ত, যা এখানে কপিলদেবের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়েছে।

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে জীবের তুলনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকে যা উল্লেখ করা হয়েছে—অগ্নি, অগ্নিশিখা, ধূম এবং জ্বালানি কাঠ সবই একত্রে মিলিত হয়েছে। এখানে জীব, জড়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর ভগবান পরস্পর মিলিত হয়ে রয়েছেন। জীবের প্রকৃত স্থিতি ঠিক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো; তা হচ্ছে আগুনের বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতিকে ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অগ্নিও পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে যে, জড় জগতে অথবা চিৎ-জগতে আমরা যা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির বিস্তার। অগ্নি যেমন এক স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার আলোক এবং তাপ

বিকিরণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তাঁর বিভিন্ন শক্তি বিতরণ করেন।

বৈষ্ণব দর্শনের চারটি মতবাদ হচ্ছে—*শুদ্ধাদ্বৈত*, *দ্বৈতাদ্বৈত*, *বিশিষ্টাদ্বৈত* এবং *দ্বৈত*। বৈষ্ণব দর্শনের এই চারটি মতবাদই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই দুইটি শ্লোকের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ৪২

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥ ৪২ ॥

সর্ব-ভূতেষু—সমগ্র প্রকাশে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—আত্মা; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত প্রকাশ; **চ**—ও; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ঈক্ষেত**—দেখা উচিত; **অনন্য-ভাবেন**—সমদৃষ্টি সহকারে; **ভূতেষু**—সমগ্র প্রকাশে; **ইব**—যেমন; **তৎ-আত্মতাম্**—তারই প্রকৃতি।

অনুবাদ

যোগীর কর্তব্য সমস্ত প্রকাশে সেই একই আত্মাকে দর্শন করা, কারণ যা কিছু বিদ্যমান তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। এইভাবে ভক্তের কর্তব্য ভেদভাব-রহিত হয়ে সমস্ত জীবেদের দর্শন করা। সেইটি হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, পরমাত্মা কেবল প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরেই বিরাজ করেন না, তিনি প্রতিটি পরমাণুর অন্তরেও বিরাজমান। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সর্বত্রই বিরাজ করছেন, এবং কেউ যখন সর্বত্র পরমাত্মার উপস্থিতি দর্শন করেন, তখন তিনি সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত হন।

সর্বভূতেষু শব্দটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে। চার শ্রেণীর জীব রয়েছে—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। এই চার শ্রেণীর জীব চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে বিস্তৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি জড় উপাধি থেকে মুক্ত, তিনি একই প্রকারের আত্মাকে সর্বত্র অথবা প্রত্যেক জীবের মধ্যে দর্শন করেন। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, গাছপালা এবং ঘাস আপনা থেকে মাটি থেকে জন্মায়, কিন্তু যিনি প্রকৃতই বুদ্ধিমান এবং আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি দেখতে পান যে, এই

বৃদ্ধি আপনা থেকেই হয় না। তার কারণ হচ্ছে আত্মা, এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড় শরীর বিভিন্নরূপে প্রকট হয়। গবেষণাগারে গাঁজানোর ফলে, নানা প্রকার কীটাণুর জন্ম হয়, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে আত্মার উপস্থিতি। জড় বৈজ্ঞানিকেরা মনে করে যে, ডিম জীবনহীন, কিন্তু তা সত্য নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-সমন্বিত জীব উৎপন্ন হয়। পাখিরা ডিম থেকে জন্মায়, এবং পশু ও মানুষেরা জরায়ু থেকে জন্মায়। যোগী বা ভক্তের পূর্ণ দৃষ্টি হচ্ছে যে, তিনি সর্বত্র জীবের উপস্থিতি দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৩

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাত্তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

স্ব-যোনিষু—কাষ্ঠরূপে; **যথা**—যেমন; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **একম্**—এক; **নানা**—বিভিন্নভাবে; **প্রতীয়তে**—প্রকট হয়; **যোনীনাম্**—বিভিন্ন যোনিতে; **গুণ-বৈষম্যাৎ**—গুণের পার্থক্য হেতু; **তথা**—তেমন; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতৌ**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুদ্ধ জীবাত্মা বিভিন্ন দেহে প্রকট হয়।

তাৎপর্য

আমাদের বুঝতে হবে যে, দেহ উপাধিযুক্ত। তিন গুণের মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে প্রকৃতি, এবং এই সমস্ত গুণ অনুসারে, কারও শরীর ছোট এবং কারও শরীর অত্যন্ত বিশাল। যেমন একটি বড় কাষ্ঠখণ্ডের আগুন বিরাট বড় বলে প্রতীত হয়, এবং একটি কাঠির আগুন ছোট বলে প্রতীত হয়। প্রকৃত পক্ষে আগুনের গুণ সর্বত্র একই থাকে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রকাশ এমনই যে, ইন্ধন অনুসারে অগ্নিকে বড় এবং ছোট বলে মনে হয়। তেমনই বিরাট শরীরের আত্মা গুণগতভাবে এক হলেও, ক্ষুদ্র দেহের আত্মা থেকে ভিন্ন।

আত্মার ক্ষুদ্র কণিকা ঠিক বৃহৎ আত্মার স্ফুলিঙ্গের মতো। সব থেকে মহান আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা, কিন্তু আয়তনগতভাবে পরমাত্মা ক্ষুদ্র আত্মা থেকে ভিন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে পরমাত্মাকে ক্ষুদ্র আত্মার সমস্ত আবশ্যকতাগুলির পূরণকারী বলে

বর্ণনা করা হয়েছে *(নিত্যো নিত্যানাম্)*। যিনি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি সমস্ত শোকের অতীত এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। ক্ষুদ্র আত্মা যখন নিজেকে আয়তনগতভাবে বৃহৎ আত্মার সমান বলে মনে করে, তখন সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, কারণ সেইটি তার স্বরূপ নয়। মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ বিরাট আত্মায় পরিণত হতে পারে না।

বরাহ পুরাণে বিভিন্ন আত্মার ক্ষুদ্রতা এবং বিশালতার বর্ণনা স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে করা হয়েছে। *স্বাংশ* আত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং *বিভিন্নাংশ* আত্মা বা ক্ষুদ্র কণা শাশ্বতরূপে ক্ষুদ্র অংশই থাকে, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ)*। ক্ষুদ্র জীবেরা শাশ্বত অংশ, তাই তাদের পক্ষে কখনই পরমাত্মার সমান হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ৪৪

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্ ।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—এইভাবে; **ইমাম্**—এই; **স্বাম্**—নিজের; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **দৈবীম্**—দৈবী; **সৎ-অসৎ-আত্মিকাম্**—কার্য-কারণ সমন্বিত; **দুর্বিভাব্যাম্**—বোঝা কঠিন; **পরাভাব্য**—জয় করার পর; **স্ব-রূপেণ**—স্বরূপে; **অবতিষ্ঠতে**—অবস্থান করেন।

অনুবাদ

এইভাবে মায়ার দুরত্যয়া মোহময়ী প্রভাব জয় করে, যোগী তাঁর স্বরূপে স্থিত হতে পারেন। এই মায়া জড় সৃষ্টির কার্য এবং কারণরূপে উপস্থিত, তাই তাকে জানা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের জ্ঞান আচ্ছাদনকারী মায়ার প্রভাব জীবের পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি মায়ার এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব জয় করতে পারেন। এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, *দৈবী প্রকৃতি* বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি *দুর্বিভাব্যা*, অর্থাৎ, তাকে জানা এবং তাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মায়ার এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব জয় করতেই হবে, এবং তা কেবল সম্ভব ভগবানের কৃপায়। ভগবান যখন তাঁর শরণাগত আত্মার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন

দুরত্যয়া মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে *স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে* শব্দটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। *স্বরূপ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, জীব পরমাত্মা নয়, পক্ষান্তরে, পরমাত্মার বিভিন্ন অংশ; তাকেই বলা হয় *স্বরূপ* উপলব্ধি। ভ্রান্তভাবে নিজেকে সর্ব ব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে মনে করা কখনই *স্বরূপ* নয়। সেইটি জীবের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি নয়। তার প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, সে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, জীব যেন তার প্রকৃত *স্বরূপে* অবস্থিত থাকে। *ভগবদ্গীতায়* এই উপলব্ধিকে ব্রহ্ম উপলব্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্ম উপলব্ধির পর ব্রহ্মের কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্বরূপ সিদ্ধ হয়, ততক্ষণ সে ভ্রান্ত দেহাত্ম-বুদ্ধিতে সক্রিয় হয়। কেউ যখন তাঁর প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখনই ব্রহ্ম উপলব্ধির কার্যকলাপ শুরু হয়। মায়াবাদীরা বলে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির পর, সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না। আত্মা যদি জড়ের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত তার বিকৃত অবস্থায় এত সক্রিয় হয়, তা হলে মুক্ত অবস্থায় তার কার্যকলাপ কিভাবে অস্বীকার করা যায়? এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। কোন মানুষ যদি তার রুগ্ন অবস্থায় অত্যন্ত সক্রিয় থাকে, তা হলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, যখন সে রোগমুক্ত হবে, তখন সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে? স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সে যখন সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন তার কার্যকলাপ শুদ্ধ হয়। বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির কার্য বদ্ধ জীবনের কার্য থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম উপলব্ধিতে কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, নিজেকে যখন ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করা যায়, তখন ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*—ব্রহ্ম উপলব্ধির পর, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া যায়। তাই ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধির কার্য।

যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আর মায়ার মোহময়ী প্রভাব থাকে না, এবং তাঁদের স্থিতি সর্বতোভাবে সিদ্ধ। পূর্ণের অংশরূপে জীবের ধর্ম হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম সিদ্ধি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ' নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা

শ্লোক ১-২

দেবহূতিরুবাচ
লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎপারমার্থিকম্ ॥ ১ ॥
যথা সাঙ্খ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎপ্রচক্ষতে ।
ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরশঃ প্রভো ॥ ২ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **মহৎ-আদীনাম্**—মহত্তত্ত্ব আদির; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পুরুষস্য**—আত্মার; **চ**—এবং; **স্বরূপম্**—স্বভাব; **লক্ষ্যতে**—বর্ণনা করা হয়; **অমীষাম্**—তাদের; **যেন**—যার দ্বারা; **তৎ-পারম-অর্থিকম্**—তাদের প্রকৃত স্বভাব; **যথা**—যেমন; **সাঙ্খ্যেষু**—সাংখ্য দর্শনে; **কথিতম্**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **যৎ**—যার; **মূলম্**—চরম পরিণতি; **তৎ**—তা; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **ভক্তি-যোগস্য**—ভক্তির; **মে**—আমাকে; **মার্গম্**—পথ; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **বিস্তরশঃ**—বিস্তারিতভাবে; **প্রভো**—হে ভগবান কপিল।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভো! আপনি পূর্বে সাংখ্য দর্শন অনুসারে সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং আত্মার লক্ষণ অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি ভক্তির মার্গ আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করুন, যা সমস্ত দর্শনের চরম পরিণতি।

তাৎপর্য

এই ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং বদ্ধ জীবের উপর কালের প্রভাবও বর্ণিত হয়েছে। বদ্ধ জীবের উপর কালের প্রভাব বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত করা, যা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জড়া প্রকৃতি, আত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মার বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন হয়েছে, এবং এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগের তত্ত্ব—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কিত কার্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

ভক্তিযোগ হচ্ছে সমস্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব। যে দর্শনের লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি নয়, তা কেবল মনোধর্ম মাত্র; এবং যে ভক্তিযোগের দার্শনিক ভিত্তি নেই, তা ন্যূনাধিক পরিমাণে ভাবপ্রবণতা মাত্র। দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। কিছু মানুষ মনে করে যে, তাদের বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত উন্নত এবং তারা কেবল জল্পনা-কল্পনা করে এবং ধ্যান করে, আর অন্যেরা ভাবপ্রবণ এবং তাদের মতবাদের কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই। এদের কেউই জীবনের পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারবে না—অথবা, যদি তারা করেও, তাতে তাদের বহু বহু বছর লাগবে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনটি তত্ত্ব রয়েছে—যথা পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং তাঁদের শাশ্বত সম্পর্ক—এবং জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তির তত্ত্ব অনুসরণ করা, এবং চরমে ভগবানের নিত্য সেবক রূপে পূর্ণ ভক্তি এবং প্রেম সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া।

সাংখ্য দর্শন হচ্ছে সমস্ত অস্তিত্বের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন। মানুষকে সব কিছুর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে জানতে হয়। একে বলা হয় জ্ঞান অর্জন। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য বা জ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত ভক্তিযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞান অর্জন করা উচিত নয়। আমরা যদি ভক্তিযোগ ত্যাগ করে কেবল বস্তুর প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নে ব্যস্ত হই, তা হলে তার ফলে কিছুই লাভ হবে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই প্রকার কার্য ধানের তুষে আঘাতের মতো। তুষে আঘাত করে কোন লাভ হয় না, কেননা তার থেকে শস্য ইতিমধ্যে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। জড়া প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মার বিজ্ঞান-সম্মত অধ্যয়নের সময় বুঝতে হবে যে, তার মূলতত্ত্ব হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্লোক ৩

বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্বতো ভবেৎ ।
আচক্ষ্ব জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥

বিরাগঃ—বিরক্ত; **যেন**—যার দ্বারা; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **ভগবন্**—হে প্রভু; **সর্বতঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **ভবেৎ**—হতে পারে; **আচক্ষ্ব**—কৃপা করে বর্ণনা করুন; **জীব-লোকস্য**—জনসাধারণের জন্য; **বিবিধাঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **মম**—আমার জন্য; **সংসৃতীঃ**—সংসার চক্র।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভু। কৃপা করে আমার জন্য এবং জনসাধারণের জন্য, জন্ম-মৃত্যুর নিরন্তর প্রক্রিয়ারও বর্ণনা করুন, কারণ সেই সমস্ত বিপদের কথা শ্রবণ করে, আমরা জড়-জাগতিক কার্য থেকে বিরক্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সংসৃতীঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রেয়ঃ-সৃতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের প্রতি অগ্রসর হওয়ার প্রশস্ত পথ, আবার *সংসৃতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যুর পথে সংসারের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে অন্তহীন যাত্রা। যাদের এই জগৎ, ভগবান এবং ভগবানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জ্ঞান নেই, তারা প্রকৃত পক্ষে জড় সভ্যতার উন্নতির নামে সংসারের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সংসারের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে মনুষ্যেতর যোনিতে প্রবেশ করা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষেরা জানে না যে, এই জীবনের পর তারা সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হবে, এবং তারা এমন একটি জীবন প্রাপ্ত হবে, যা একেবারেই রুচিসম্মত হবে না। জীব কিভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, তা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। জন্ম এবং মৃত্যুর মাধ্যমে নিরন্তর দেহের পরিবর্তনকে বলা হয় সংসার। দেবহূতি তাঁর যশস্বী পুত্র কপিল মুনির কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন এই নিরন্তর পরিভ্রমণ বিশ্লেষণ করেন, যাতে বদ্ধ জীবেরা বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম না করার ফলে, তারা অধঃপতনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

শ্লোক ৪

কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাং চ পরস্য তে ।
স্বরূপং বত কুর্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

কালস্য—সময়ের; **ঈশ্বর-রূপস্য**—ভগবানের প্রতিনিধি; **পরেষাম্**—অন্য সকলের; **চ**—এবং; **পরস্য**—মুখ্য; **তে**—আপনার; **স্ব-রূপম্**—প্রকৃতি; **বত**—আহা; **কুর্বন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **যৎ-হেতোঃ**—যার প্রভাবে; **কুশলম্**—পুণ্য কর্ম; **জনাঃ**—জনসাধারণ।

অনুবাদ

কৃপা করে আপনি শাশ্বত কালেরও বর্ণনা করুন, যা আপনারই স্বরূপের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যার প্রভাবে জনসাধারণ পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যের পথ এবং অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকারের পথ সম্বন্ধে মানুষ যতই অজ্ঞান হোক না কেন, সকলেই শাশ্বত কালের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত, যা আমাদের সমস্ত জড়-জাগতিক কর্মের ফলকে গ্রাস করে। এক বিশেষ সময়ে দেহের জন্ম হয়, এবং তখন থেকেই তার উপর কাল তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। দেহের জন্মের ক্ষণ থেকে মৃত্যুর প্রভাবও কার্য করতে থাকে; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর কালের প্রভাবও বাড়তে থাকে। কারও বয়স যদি ত্রিশ বছর অথবা পঞ্চাশ বছর হয়, তা হলে কাল তার আয়ুর ত্রিশ অথবা পঞ্চাশ বছর গ্রাস করে ফেলেছে।

জীবনের অন্তিম অবস্থা সম্বন্ধে সকলেই অবগত, যখন মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্তে তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। কিছু মানুষ তাদের আয়ু এবং পরিস্থিতির কথা বিচার করে, কালের প্রভাবে চিন্তিত হয়ে পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোন নিম্ন পরিবারে বা পশুযোনিতে তাদের জন্ম গ্রহণ না করতে হয়। সাধারণত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি আসক্ত, তাই তারা স্বর্গলোকে যেতে চায়। সেই জন্য তারা দান আদি পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা বলা হয়েছে, উচ্চতর লোকে এমন কি ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না, কেননা কালের প্রভাব এই জড় জগতের সর্বত্রই উপস্থিত। কিন্তু চিৎ-জগতে কালের কোন প্রভাব নেই।

শ্লোক ৫

লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষ-
শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া
ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

লোকস্য—জীবের; মিথ্যা-অভিমতেঃ—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; অচক্ষুষঃ—অন্ধ; চিরম্—দীর্ঘ কাল পর্যন্ত; প্রসুপ্তস্য—নিদ্রিত; তমসি—অন্ধকারে; অনাশ্রয়ে—আশ্রয়হীন; শ্রান্তস্য—পরিশ্রান্ত; কর্মসু—জড়-জাগতিক কর্মে; অনুবিদ্ধয়া—আসক্ত; ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; ত্বম্—আপনি; আবিরাসীঃ—আবির্ভূত হয়েছেন; কিল—প্রকৃত পক্ষে; যোগ—যোগ-পদ্ধতির; ভাস্করঃ—সূর্য।

অনুবাদ

হে ভগবন্! আপনি সূর্যের মতো, কারণ আপনি জীবের অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবনকে আলোকিত করেন। যেহেতু তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়নি, তাই আপনার আশ্রয় ব্যতীত তারা সেই অন্ধকারে তারা চিরনিদ্রিত, এবং তাই তারা জড়-জাগতিক কর্মে অনর্থক ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেবের মহীয়সী মাতা শ্রীমতী দেবহূতিকে জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃতিপরায়ণ এবং মায়ার অন্ধকারে নিদ্রিত মানুষদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ বলে মনে হয়। বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক ভাবনা হচ্ছে তাদের জাগরিত করা। তেমনই দেবহূতি তাঁর যশস্বী পুত্রের কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন বদ্ধ জীবেদের জীবন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেন, যাতে তাদের শোচনীয় বদ্ধ অবস্থার সমাপ্তি হয়। ভগবানকে এখানে *যোগভাস্কর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগ-পদ্ধতির সূর্য-সদৃশ। দেবহূতি ইতিপূর্বেই তাঁর মহিমান্বিত পুত্রকে অনুরোধ করেছেন ভক্তিযোগের বর্ণনা করতে, এবং ভগবান চরম যোগ-পদ্ধতিরূপে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন।

ভক্তিযোগ বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য সূর্য-সদৃশ জ্যোতির্ময়। বদ্ধ জীবেদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের নিজেদের

হিত দর্শন করার জন্য চক্ষু নেই। তারা জানে না যে, ভৌতিক আবশ্যকতাগুলি বৃদ্ধি করা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কারণ দেহটির অস্তিত্ব মাত্র কয়েক বছর। কিন্তু জীব নিত্য, এবং তাদের আবশ্যকতাগুলিও নিত্য। কেউ যদি জীবনের নিত্য আবশ্যকতাগুলি অবহেলা করে, দেহের আবশ্যকতাগুলিই পূরণ করার কাজে ব্যস্ত হয়, তা হলে সে এমন একটি সভ্যতার অংশগ্রহণকারী, যা জীবকে অজ্ঞানের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত করে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে নিদ্রিত থেকে, সে কোন রকম আনন্দ পায় না, পক্ষান্তরে সে অধিক থেকে অধিকতরভাবে পরিশ্রান্ত হয়। তার এই শ্রান্তিজনক অবস্থা দূর করার জন্য, সে নানা রকম পন্থা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে সে বিভ্রান্ত হয়। জীবন সংগ্রামের এই শ্রান্তি দূর করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা বা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ
ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ ।
আবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দিতঃ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **বচঃ**—বাক্য; **শ্লক্ষ্ণম্**—সুন্দর; **প্রতিনন্দ্য**—অভিনন্দন করে; **মহা-মুনিঃ**—মহর্ষি কপিলদেব; **আবভাষে**—বলেছিলেন; **কুরু-শ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **তাম্**—তাঁকে; **করুণা**—করুণা; **আর্দিতঃ**—বিগলিত।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহামুনি কপিলদেব তাঁর যশস্বী মাতার এই সুন্দর বাক্য শ্রবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, করুণা বিগলিত চিত্তে সেই বাক্যের অভিনন্দন করে, তাঁর মাতাকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব তাঁর যশস্বী মাতার অনুরোধে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি কেবল তাঁর নিজের মুক্তির কথা চিন্তা করেননি, পক্ষান্তরে তিনি সমস্ত বদ্ধ জীবের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছিলেন। ভগবান সর্বদাই এই জড় জগতের

অধঃপতিত জীবেদের প্রতি কৃপালু, এবং তাই তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি স্বয়ং এখানে আসেন অথবা তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের পাঠান। যেহেতু তিনি নিরন্তর তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তাই তাঁর ভক্তেরা যখন তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হন, তখন তিনি তাঁর সেই ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধঃপতিত জীবেদের উদ্ধারের জন্য *ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত—সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার বাণী যাঁরা প্রচার করেন, তখন তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হন। তাই ভগবান যখন দেখলেন, তাঁর মাতা বদ্ধ জীবেদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ, তখন তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি তিনিও অত্যন্ত সদয় হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

শ্রীভগবানুবাচ

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে ।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রী-ভগবান্-উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **বহু-বিধঃ**—অনেক প্রকার; **মার্গৈঃ**—পন্থায়; **ভামিনি**—হে মহদাশয়া; **ভাব্যতে**—প্রকাশিত; **স্ব-ভাব**—স্বভাব; **গুণ**—গুণ; **মার্গেণ**—ব্যবহার অনুসারে; **পুংসাম্**—সম্পাদনকারীর; **ভাবঃ**—অভিপ্রায়; **বিভিদ্যতে**—বিভক্ত হয়।

অনুবাদ

শ্রীভগবান কপিলদেব উত্তর দিলেন—হে মহদাশয়া! অনুষ্ঠানকারীর বিভিন্ন গুণ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনেক পন্থা রয়েছে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত শুদ্ধ ভক্তি কেবল এক, কারণ শুদ্ধ ভক্তিতে ভক্তের ভগবানের কাছে কোন বাসনা চরিতার্থ করার দাবি থাকে না। কিন্তু সাধারণত মানুষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যারা শুদ্ধ নয় তারা চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তির অনুশীলন করে। ভৌতিক পরিস্থিতিতে পীড়িত হয়ে, আর্ত ব্যক্তি তার ক্লেশ অপনোদনের জন্য ভগবানের ভক্ত হয়। অর্থার্থী ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ভগবানের শরণাগত

হয়। আর যারা আর্ত বা অর্থার্থী নয়, তারা পরমতত্ত্বকে জানার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের অন্বেষণে ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, এবং তারা ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৬) তা খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ভক্তিমার্গ অদ্বিতীয়, কিন্তু ভক্তের পরিস্থিতি অনুসারে ভক্তি অনেক প্রকার বলে প্রতীত হয়, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

শ্লোক ৮

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎস তামসঃ ॥ ৮ ॥

অভিসন্ধায়—উদ্দেশ্য নিয়ে; **যঃ**—যে; **হিংসাম্**—হিংসা; **দম্ভম্**—গর্ব; **মাৎসর্যম্**—ঈর্ষা; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **বা**—অথবা; **সংরম্ভী**—ক্রোধী; **ভিন্ন**—পৃথক; **দৃক্**—দৃষ্টিসম্পন্ন; **ভাবম্**—ভক্তি; **ময়ি**—আমার প্রতি; **কুর্যাৎ**—করতে পারে; **সঃ**—সে; **তামসঃ**—তামসিক।

অনুবাদ

ক্রোধী, ভেদদর্শী, হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য-পরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তি করে, তা তামসিক।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ, সব চাইতে মহিমান্বিত ধর্ম হচ্ছে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা। শুদ্ধ ভক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে আনন্দ দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে এইটি কোন উদ্দেশ্য নয়; তা হচ্ছে জীবের শুদ্ধ অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় কেউ যখন ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাকে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, সদ্‌গুরুর নির্দেশ পালন করতে হয়। গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকট প্রতিনিধি, কারণ তিনি গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ যথাযথভাবে প্রাপ্ত হন এবং তা প্রদান করেন। *ভগবদ্‌গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গীতার জ্ঞান পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তা না হলে তাতে ভেজাল থাকবে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে, সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। কিন্তু কারও উদ্দেশ্য যদি নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন

যে ব্যক্তি ভক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হয় কিন্তু সে তার নিজের ব্যক্তিত্বের গর্বে গর্বিত, এবং অপরের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ বা হিংসাপরায়ণ, সে ক্রোধী। সে মনে করে যে, সে হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এইভাবে যে ভক্তি সম্পাদিত হয় তা শুদ্ধ নয়; তা মিশ্র, এবং তা সব চাইতে নিম্ন শ্রেণীর বা তামসঃ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন, যে বৈষ্ণবের চরিত্র ভাল নয়, তার সঙ্গ বর্জন করা উচিত। বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ না হয় এবং তার যদি অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে তিনি সৎ চরিত্রবান সর্বোচ্চ স্তরের বৈষ্ণব নন। এই প্রকার বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যেতে পারে, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু যে বৈষ্ণব তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার সঙ্গ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৯

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা ।
অর্চাদাবর্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ৯ ॥

বিষয়ান্—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **অভিসন্ধায়**—উদ্দেশ্যে; **যশঃ**—খ্যাতি; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **বা**—অথবা; **অর্চা-আদৌ**—শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ইত্যাদি; **অর্চয়েৎ**—আরাধনা করতে পারে; **যঃ**—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **পৃথক্-ভাবঃ**—ভেদ ভাব সমন্বিত; **সঃ**—তিনি; **রাজসঃ**—রজোগুণে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি বিষয়, যশ এবং ঐশ্বর্যের উদ্দেশ্যে ভেদদর্শী হয়ে আমার পূজা করে, তার সেই ভক্তি রাজসিক।

তাৎপর্য

'ভেদদর্শী' শব্দটি ভালভাবে বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী শ্লোকে এবং এই শ্লোকে সেই সম্বন্ধে *ভিন্নদৃক্* এবং *পৃথগ্‌ভাবঃ* সংস্কৃত শব্দ দুইটির ব্যবহার হয়েছে। ভেদদর্শী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের স্বার্থ ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন বলে দর্শন করে। মিশ্র ভক্ত, বা রাজসিক ও তামসিক ভক্ত মনে করে যে, ভগবানের কাজ হচ্ছে তাঁর ভক্তদের চাহিদা মেটানো। এই প্রকার ভক্তদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। এইটি হচ্ছে ভিন্নদর্শীর মনোভাব। প্রকৃত পক্ষে, শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের মন এবং ভক্তের মন এক হয়ে যাওয়া উচিত। ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করা ছাড়া ভক্তের আর কোন বাসনা থাকা উচিত নয়। সেইটি হচ্ছে একাত্মতা। যখন ভক্তের স্বার্থ বা ইচ্ছা ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন, সেইটি হচ্ছে ভিন্নদর্শীর মনোভাব। তথাকথিত ভক্ত যখন ভগবানের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে, জড় সুখভোগের বাসনা করে, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা বা আশীর্বাদ লাভ করে যশস্বী বা ঐশ্বর্যশালী হতে চায়, সেইটি হচ্ছে রাজসিক ভাব।

মায়াবাদীরা কিন্তু এই 'ভিন্নদর্শী' শব্দটির ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা বলে যে, ভগবানের আরাধনা করার সময় নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করা উচিত। এইটি জড়া প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত ভক্তির আর একটি ভেজাল। জীব এবং ভগবান এক হওয়ার ধারণাটি তামসিক। প্রকৃত পক্ষে একত্ব হচ্ছে স্বার্থের ঐক্য। ভগবানের স্বার্থে কর্ম করা ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ সেই ভক্তি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা মিশ্রিত।

শ্লোক ১০

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্ ।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

কর্ম—সকাম কর্ম; **নির্হারম্**—নিজেকে মুক্ত করে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্যে; **পরস্মিন্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বা**—অথবা; **তৎ-অর্পণম্**—কর্মের ফল অর্পণ করে; **যজেৎ**—আরাধনা করতে পারে; **যষ্টব্যম্**—পূজা করার জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **পৃথক্-ভাবঃ**—ভিন্নদর্শী; **সঃ**—তিনি; **সাত্ত্বিকঃ**—সত্ত্বগুণে স্থিত।

অনুবাদ

ভক্ত যখন সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন, এবং তাঁর কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করেন, তখন তাঁর ভক্তি সাত্ত্বিক।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ, এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই আটটি বিভাগের বিভিন্ন কর্তব্য কর্ম রয়েছে। যখন সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন হয় এবং তার ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় *কর্মার্পণম্*, বা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্মের অনুষ্ঠান। কর্ম সম্পাদনে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তা হলে ভগবানকে নিবেদন করার ফলে তার সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু কর্মার্পণের এই পন্থা সাত্ত্বিক ভক্তি, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি নয়; কারণ এখানেও স্বার্থ ভিন্ন। চতুরাশ্রম এবং চতুর্বর্ণ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসারে, কোন না কোন লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করে। তাই এই সমস্ত কর্ম সাত্ত্বিক; তাদের শুদ্ধ ভক্তির স্তরে গণনা করা যায় না। শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, তা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। ব্যক্তিগত বা জাগতিক স্বার্থের কোন অজুহাত তাতে থাকতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের অতীত হওয়া উচিত। শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত জড় গুণের অতীত।

তম, রজ এবং সত্ত্বগুণের ভক্তিকে একাশিটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন—এই নবধা ভক্তির প্রতিটি অঙ্গকে তিন-তিনটি গুণাত্মক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। শ্রবণ তমোগুণে, রজোগুণে এবং সত্ত্বগুণে হতে পারে। তেমনই, কীর্তনও তম, রজ এবং সত্ত্বগুণে হতে পারে, ইত্যাদি। তিনকে নয় দিয়ে গুণ করার ফল সাতাশ, এবং তাকে পুনরায় তিন দিয়ে গুণ করলে একাশি হয়। শুদ্ধ ভক্তির স্তরে পৌঁছাবার জন্য এই সমস্ত মিশ্র প্রাকৃত ভক্তি অতিক্রম করতে হয়, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১১-১২

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥

মৎ—আমার; **গুণ**—গুণ; **শ্রুতি**—শ্রবণের দ্বারা; **মাত্রেণ**—মাত্র; **ময়ি**—আমার প্রতি; **সর্ব-গুহা-আশয়ে**—সকলের হৃদয়ে নিবাসী; **মনঃ-গতিঃ**—হৃদয়ের গতি; **অবিচ্ছিন্না**—নিরন্তর; **যথা**—যেমন; **গঙ্গা**—গঙ্গার; **অম্ভসঃ**—জলের; **অম্বুধৌ**—সমুদ্রের প্রতি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **ভক্তি-যোগস্য**—ভগবদ্ভক্তির; **নির্গুণস্য**—বিশুদ্ধ; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **উদাহৃতম্**—প্রদর্শিত হয়; **অহৈতুকী**—হেতু-রহিত; **অব্যবহিতা**—নিরবচ্ছিন্ন; **যা**—যা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **পুরুষ-উত্তমে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, সকলের হৃদয়ে নিবাসকারী ভগবানের প্রতি আত্মার যে অহৈতুকী এবং অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের উদয় হয়, তাই হচ্ছে নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ। গঙ্গার জল যেমন স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত হয়, এই প্রকার ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক ভক্তিও ঠিক তেমনভাবে ভগবানের প্রতি প্রবাহিত হয়।

তাৎপর্য

এই নির্গুণ শুদ্ধ ভক্তির মূল তত্ত্ব হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। *মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই'। এই গুণগুলিকে বলা হয় *নির্গুণ*। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না; তাই তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে আকর্ষণীয়। এই প্রকার আকর্ষণ লাভ করার জন্য ধ্যানের অভ্যাস করার কোন প্রয়োজন নেই; শুদ্ধ ভক্ত ইতিমধ্যেই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, এবং শুদ্ধ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে আকর্ষণ তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সমুদ্রের প্রতি গঙ্গার জলের প্রবাহের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। গঙ্গা জলের প্রবাহ কোন অবস্থাতেই রোধ করা যায় না, তেমনই ভগবানের দিব্য নাম, রূপ এবং লীলার প্রতি শুদ্ধ ভক্তের যে-আকর্ষণ, তা কোন ভৌতিক অবস্থার দ্বারা রোধ করা যায় না। এই সম্পর্কে *অবিচ্ছিন্না* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুদ্ধ ভক্তের ভক্তি প্রবাহ কোন ভৌতিক পরিস্থিতি রোধ করতে পারে না।

অহৈতুকী শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কোন কারণ ছাড়া'। শুদ্ধ ভক্ত জড়-জাগতিক অথবা পারমার্থিক কোন উদ্দেশ্য বা লাভের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করেন না। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির প্রথম লক্ষণ। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*—তাঁর কোন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন না। এই ভক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবান *পুরুষোত্তম্*-এর উদ্দেশ্যে—অন্য কারও উদ্দেশ্যে নয়। কখনও কখনও মিছা ভক্তেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিকে পরমেশ্বর ভগবানের

বিগ্রহের সমান বলে মনে করে, বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবান, নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই আচরণীয়, অন্য আর কারও উদ্দেশ্যে নয়।

অব্যবহিতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিরামহীনভাবে'। শুদ্ধ ভক্ত বিরামহীনভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাঁর জীবন এমনই ধাঁচে তিনি গড়ে নিয়েছেন যে, প্রতিটি মিনিটে, প্রতিটি সেকেণ্ডে কোন না কোনভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত। *অব্যবহিতা* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে, ভগবদ্ভক্তের স্বার্থ এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থ একই স্তরের। ভগবানের চিন্ময় ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া ভক্তের আর কোন স্বার্থ নেই। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি এই প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত সেবা চিন্ময় এবং তা কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয় না। এইগুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ।

শ্লোক ১৩

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৩ ॥

সালোক্য—ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস; **সার্ষ্টি**—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া; **সামীপ্য**—ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা; **সারূপ্য**—ভগবানের মতো শারীরিক রূপ প্রাপ্ত হওয়া; **একত্বম্**—সাযুজ্য; **অপি**—ও; **উত**—এমন কি; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ন**—না; **গৃহ্নন্তি**—গ্রহণ করেন; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎ**—আমার; **সেবনম্**—ভক্তি; **জনাঃ**—শুদ্ধ ভক্তগণ।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য অথবা একত্ব—এই সমস্ত মুক্তির কোনটি গ্রহণ করেন না, এমন কি ভগবান সেইগুলি তাঁদের দান করলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

কিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি করতে হয়, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। *শিক্ষাষ্টকে* তিনি ভগবানের কাছে

প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান! আমি আপনার কাছে ধন চাই না, আমি সুন্দর স্ত্রী চাই না, আমি বহু অনুগামী চাই না। আপনার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে যে, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রার্থনা এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, "জন্ম-জন্মান্তরে", যা ইঙ্গিত করে যে, ভক্ত জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি কামনা করেন না। যোগী এবং জ্ঞানীরা জন্ম-মৃত্যুর পন্থা নিবৃত্তি সাধন করতে চায়, কিন্তু ভক্ত এই জড় জগতে থেকেও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে সন্তুষ্ট থাকেন।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্ত *একত্ব* বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না, যা নির্বিশেষবাদী, জ্ঞানী এবং ধ্যানীরা কামনা করেন। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া শুদ্ধ ভক্তের কল্পনারও অতীত। কখনও কখনও তিনি ভগবানের সেবা করার জন্য বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে রাজি হতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে তা নরকের থেকেও নিকৃষ্ট। এই প্রকার *একত্ব* বা ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় *কৈবল্য*, কিন্তু কৈবল্যজনিত সুখ শুদ্ধ ভক্তের কাছে নারকীয় বলে মনে হয়। ভগবানের সেবা করতে ভক্ত এত আগ্রহী যে, তাঁর কাছে পঞ্চ প্রকার মুক্তিরও কোন গুরুত্ব নেই। কেউ যদি ভগবানের শুদ্ধ প্রেমময়ী ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ করেছেন।

শুদ্ধ ভক্ত যখন চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হন, তখন তিনি চার প্রকার সুযোগ লাভ করেন। তার একটি হচ্ছে *সালোক্য* বা ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস করা। ভগবান তাঁর বিভিন্ন বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন, এবং তাদের মধ্যে সর্ব প্রধান হচ্ছে কৃষ্ণলোক। ঠিক যেমন এই জড় জগতে প্রধান লোক হচ্ছে সূর্য, ঠিক তেমনই চিৎ-জগতের মুখ্য লোক হচ্ছে কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোক থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা কেবল চিৎ-জগতেই নয়, জড় জগতেও বিতরিত হয়েছে; তবে তা জড় জগতে জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। চিৎ-জগতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, এবং তার প্রত্যেকটিতে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন ভগবান। ভক্ত এই বৈকুণ্ঠলোকের কোন একটিতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে বাস করার জন্য উন্নীত হতে পারেন।

সার্ষ্টি মুক্তি হচ্ছে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। *সামীপ্য* মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদ হওয়া। *সারূপ্য* মুক্তিতে ভক্ত ভগবানের দিব্য শরীরের

বিশেষ দু-তিনটি লক্ষণ ব্যতীত, ঠিক ভগবানের মতো রূপ লাভ করেন। যেমন, ভগবানের বক্ষের কেশগুচ্ছ শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা ভগবানকে চেনা যায়।

শুদ্ধ ভক্তকে এই পাঁচ প্রকার মুক্তি দান করা হলেও, তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না, তা হলে অবশ্যই তিনি কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের জন্য লালায়িত হন না, যা এই সমস্ত অপ্রাকৃত লাভের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন—"হে ভগবান। আমি দেখেছি যে, আমার পিতা সমস্ত জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সত্ত্বেও, এমন কি স্বর্গের দেবতারাও তাঁর ঐশ্বর্যে ভয়ভীত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিমেষের মধ্যে আপনি তাঁকে সংহার করেছেন, এবং তাঁর সমস্ত জাগতিক সমৃদ্ধির সমাপ্তি হয়েছে।" ভক্তের পক্ষে কোন রকম জাগতিক অথবা পারমার্থিক সমৃদ্ধির বাসনা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি কেবল ভগবানের সেবা করতে চান। সেটিই হচ্ছে তাঁর সর্বোচ্চ সুখ।

শ্লোক ১৪

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; এব—প্রকৃত পক্ষে; ভক্তি-যোগ—ভগবদ্ভক্তি; আখ্যঃ—নামক; **আত্যন্তিকঃ**—সর্বোচ্চ স্তর; **উদাহৃতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **যেন**—যার দ্বারা; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **ত্রি-গুণম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **মৎ-ভাবায়**—আমার চিন্ময় স্তর; **উপপদ্যতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি, সেই ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে, ভক্ত প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন এবং ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য, যাঁকে নির্বিশেষবাদীদের নেতা বলে মনে করা হয়, তাঁর *ভগবদ্গীতার* ভাষ্যের শুরুতে স্বীকার করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড়

সৃষ্টির অতীত; তিনি ছাড়া আর সব কিছুই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত। বৈদিক শাস্ত্রেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সৃষ্টির পূর্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন; ব্রহ্মা এবং শিবও ছিলেন না। কেবল নারায়ণ, বা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত চিন্ময় স্তরে বিরাজ করেন।

জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে না; তাই তাঁকে বলা হয় *নির্গুণ*। এখানে কপিলদেবও সেই তত্ত্বই প্রতিপন্ন করেছেন—যিনি শুদ্ধ ভক্তিতে অবস্থিত, তিনি ভগবানের মতো চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবানের মতো তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তাঁকে বলা হয় মুক্ত আত্মা বা *ব্রহ্মভূত* আত্মা। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* হচ্ছে মুক্ত স্তর। *অহং ব্রহ্মাস্মি*—'আমি এই দেহ নই।' এই উক্তিটি কেবল তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত, এবং তাই তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত।

এইটি নির্বিশেষবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা যে, মানুষ ভগবানের অথবা ব্রহ্মের যে-কোন কাল্পনিক রূপের পূজা করতে পারে, এবং চরমে সে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাবে। ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় (ব্রহ্ম) লীন হয়ে যাওয়াও অবশ্যই মুক্তি, যা পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। *একত্বও* মুক্তি, কিন্তু সেই প্রকার মুক্তি কোন ভক্ত কখনও অঙ্গীকার করেন না, কারণ ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া মাত্রই গুণগতভাবে একত্ব লাভ হয়। ভক্তের কাছে এই প্রকার গুণগত ঐক্য, যা নির্বিশেষ মুক্তির ফল, তা ইতিমধ্যেই লাভ হয়ে গেছে; তাই তিনি আর ভিন্নভাবে তা লাভ করার চেষ্টা করেন না। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্ত গুণগতভাবে ভগবানের সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ১৫

নিষেবিতেনানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা ।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥

নিষেবিতেন—নিষ্পন্ন হয়েছে; **অনিমিত্তেন**—ফলের আসক্তি বিনা; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **মহীয়সা**—মহিমাযুক্ত; **ক্রিয়া-যোগেন**—ভক্তিমূলক কার্যকলাপের দ্বারা; **শস্তেন**—শুভ; **ন**—বিনা; **অতিহিংস্রেণ**—অত্যধিক হিংসা; **নিত্যশঃ**—নিয়মিতভাবে।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা বিনা, স্বধর্ম আচরণ করা, যা অত্যন্ত মহিমামণ্ডিত। অত্যধিক হিংসা না করে, নিয়মিতভাবে ভক্তির কার্য সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপে মানুষকে তার বর্ণ অনুসারে স্বধর্ম আচরণ করতে হয়। মানব-সমাজের চারটি বর্ণের মানুষদের ধর্ম *ভগবদ্গীতাতেও* বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের কার্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযত করা এবং সরল, শুচি ও বিদ্বান ভক্ত হওয়া। ক্ষত্রিয়দের শাসন করার প্রবৃত্তি রয়েছে, তারা যুদ্ধ করতে ভয় পায় না, এবং তারা দানশীল। বৈশ্যদের কর্তব্য কর্ম হচ্ছে কৃষি, গো-রক্ষা এবং বাণিজ্য। শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর বর্ণের সেবা করা, কারণ তারা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়।

ভগবদ্গীতার বাণী—*স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য* অনুসারে, মানুষ তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতে পারে। এমন নয় যে, কেবল ব্রাহ্মণেরাই ভগবানের সেবা করতে পারে আর শূদ্রেরা পারে না। সদ্গুরু বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে, সকলেই তাদের স্বধর্ম আচরণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করতে পারে। কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, তার ধর্ম নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ তার বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সেবা করতে পারে, এবং ক্ষত্রিয় তার রণকৌশল উপযোগ করে ভগবানের সেবা করতে পারে, ঠিক যেভাবে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। অর্জুন ছিলেন যোদ্ধা; বেদান্ত বা অন্য কোন অতি উচ্চ স্তরের চিন্তাশীল গ্রন্থ পাঠ করার সময় তাঁর ছিল না। বৃন্দাবনের গোপ-বালিকারা ছিলেন বৈশ্য, এবং তাঁরা গোরক্ষা এবং কৃষিকার্যে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ মহারাজ এবং তাঁর পার্ষদেরা সকলেই ছিলেন বৈশ্য। তাঁরা একেবারেই শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে এবং তাঁকে সব কিছু নিবেদন করে তাঁর সেবা করেছিলেন। তেমনই, চণ্ডাল বা শূদ্রাধম ব্যক্তিদের কৃষ্ণের সেবা করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহর্ষি বিদুরের মাতা শূদ্রাণী ছিল বলে, বিদুরকেও শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের মধ্যে কোন ভেদভাব নেই, কারণ *ভগবদ্গীতায়* ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, যাঁরা বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁরা নিঃসন্দেহে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন। যদি কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশা বিনা, সকলেরই স্বধর্ম ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তা হলে তা মহিমান্বিত। এই প্রকার প্রেমময়ী সেবা অবশ্যই

অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমাস্পদ, এবং যেভাবেই সম্ভব তাঁর সেবা করা উচিত। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি।

এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদ হচ্ছে *নাতিহিংস্রেণ* ('যতদূর সম্ভব অহিংস হয়ে অথবা জীবন উৎসর্গ না করে')। ভক্তকে যদি হিংসার আশ্রয় নিতেও হয়, তা হলে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন না হয়। কখনও কখনও অনেকে আমাদের প্রশ্ন করে—"আপনি আমাদের মাংস খেতে নিষেধ করছেন, কিন্তু আপনারা তো শাক-সবজি খাচ্ছেন। সেইটা কি হিংসা নয়?" তার উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ শাক-সবজি খাওয়াও হিংসা, এবং শাকাহারীরাও অন্যান্য জীবেদের প্রতি হিংসা করছে, কারণ শাক-সবজিরও জীবন রয়েছে। অভক্তেরা আহারের জন্য গাভী, পাঁঠা এবং অন্যান্য বহু পশু হত্যা করছে, আর ভক্তেরা, যারা নিরামিষাশী, তারাও হত্যা করছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি জীবকেই জীবন ধারণের জন্য অন্য জীবকে হত্যা করতে হয়; সেইটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। *জীবো জীবস্য জীবনম্*—একটি জীব অন্য আর একটি জীবের জীবন। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হিংসা করা।

ভগবানকে অনিবেদিত বস্তু মানুষের আহার করা উচিত নয়। *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ*—যজ্ঞ বা পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য আহার করার ফলে, মানুষ সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্ত তাই কেবল ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্ত যখন ভক্তিপূর্বক বনস্পতি জগৎ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য-সামগ্রী তাঁকে অর্পণ করেন, তখন তিনি তা আহার করেন। শ্রীকৃষ্ণকে শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার নিবেদন করতে হয়। ভগবান যদি আমিষ আহার চাইতেন, তা হলে ভক্ত তাঁকে তাই নিবেদন করতেন। কিন্তু ভগবান তা করার আদেশ দেননি।

আমাদের হিংসা করতে হয়, সেইটি প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু অত্যধিক হিংসা করা উচিত নয়। কেবল ততটুকুই করা উচিত, যা ভগবান আদেশ দিয়েছেন। অর্জুন সংহার কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং হত্যা করা যদিও হিংসা, তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শত্রুদের হত্যা করেছিলেন। তেমনই, আমাদের যদি ভগবানের আদেশে হিংসা করতে হয়, তা হলে কেবল যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র হিংসা করা উচিত। তাকে বলা হয় *নাতিহিংসা।* আমরা হিংসা এড়াতে পারি না, কেননা আমরা বদ্ধ জীবনে পতিত হয়েছি, যেখানে আমরা হিংসা করতে বাধ্য হই, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের অতিরিক্ত হিংসা আচরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥

মৎ—আমার; **ধিষ্ণ্য**—মূর্তি; **দর্শন**—দর্শন; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **পূজা**—পূজা; **স্তুতি**—প্রার্থনা; **অভিবন্দনৈঃ**—প্রণতি নিবেদনের দ্বারা; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **মৎ**—আমার; **ভাবনয়া**—ভাবনা সহকারে; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **অসঙ্গমেন**—অনাসক্তি সহকারে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভক্তের নিয়মিতভাবে মন্দিরে আমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা, আমার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা, এবং আমার উদ্দেশ্যে পূজার উপচার এবং প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। তাঁর উচিত সত্ত্বগুণে নিষ্কাম চিত্তে, প্রতিটি জীবকে চিন্ময় ভাব-সমন্বিত বলে দর্শন করা।

তাৎপর্য

মন্দিরে ভগবানের পূজা করা ভক্তের একটি কর্তব্য। নবীন ভক্তদের জন্য তা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু যাঁরা উন্নত ভক্ত, তাঁদেরও মন্দিরের পূজায় অবহেলা করা উচিত নয়। মন্দিরে ভগবানের উপস্থিতি নবীন ভক্ত এবং উন্নত ভক্ত যেভাবে অনুভব করেন, তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নবীন ভক্ত মনে করে যে, অর্চা-বিগ্রহ মূল ভগবান থেকে ভিন্ন; সে মনে করে যে, তা হচ্ছে বিগ্রহরূপে ভগবানের প্রতীক। কিন্তু একজন উন্নত ভক্ত মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পরমেশ্বর ভগবান বলেই মনে করেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে মন্দিরে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের কোন পার্থক্য দেখেন না। এইটি ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর 'ভাব' সমন্বিত ভক্তের দর্শন, কিন্তু নবীন ভক্ত দৈনন্দিন কর্তব্যরূপে মন্দিরে ভগবানের পূজা করেন।

মন্দিরে ভগবানের পূজা করা ভক্তের একটি কর্তব্য কর্ম। তিনি নিয়মিতভাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যান, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেন এবং ফল, ফুল এবং স্তুতি আদি পূজার সামগ্রী নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভের জন্য, ভক্তের উচিত অন্য জীবেদেরও ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎ স্ফুলিঙ্গরূপে দর্শন করা।

ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবকে শ্রদ্ধা করা। যেহেতু প্রতিটি জীবের, ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, তাই ভক্তের কর্তব্য সমস্ত জীবকে চিন্ময় অস্তিত্বের সম স্তরে দর্শন করতে চেষ্টা করা। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, শূদ্র, একটি গাভী, হস্তী, কুকুর এবং একজন চণ্ডালকে জ্ঞানবান পণ্ডিত সমান দৃষ্টিতে দর্শন করেন। তিনি দেহকে দর্শন করেন না, যা কেবল একটি বাইরের বসনের মতো। তিনি একজন ব্রাহ্মণের অথবা একটি গাভীর অথবা একটি শূকরের বসন দর্শন করেন না। তিনি ভগবানের বিভিন্ন অংশ চিৎস্ফুলিঙ্গ দর্শন করেন। ভক্ত যদি প্রতিটি জীবকে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন না করে, তা হলে তাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হননি; পক্ষান্তরে, তিনি ভক্তির নিম্নতম স্তরে রয়েছেন। কিন্তু, তিনি ভগবানের বিগ্রহের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

ভক্ত যদিও সমস্ত জীবকে চিন্ময় স্তরে দর্শন করেন, তবুও তিনি সকলের সঙ্গ করতে আগ্রহী নন। যেহেতু একটি বাঘ ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে, আমরা তাকে আলিঙ্গন করব। আমাদের কেবল তাঁদেরই সঙ্গ করা উচিত, যাঁদের কৃষ্ণভাবনা বিকশিত হয়েছে।

যাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নত, তাঁদেরই সঙ্গে আমাদের মৈত্রী স্থাপন করা উচিত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। অন্য সমস্ত জীবেরাও নিঃসন্দেহে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু যেহেতু তাদের চেতনা আচ্ছাদিত এবং তাদের কৃষ্ণভক্তি বিকশিত হয়নি, তাই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও যদি কারও চরিত্র ভাল না হয়, তা হলে তার সঙ্গ বর্জন করা উচিত, যদিও একজন বৈষ্ণব বলে তাকে শ্রদ্ধা করা যেতে পারে। যিনি বিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেন, তাঁকেই বৈষ্ণব বলে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এও আশা করা হয় যে, বৈষ্ণবের মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলি প্রকাশিত হবে।

শ্রীধর স্বামী *সত্ত্বেন* শব্দটির অন্বয় করেছেন *ধৈর্যেণ* শব্দটির দ্বারা। গভীর ধৈর্য সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা কর্তব্য। দুই একটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ত্যাগ করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। শ্রীল রূপ গোস্বামীও প্রতিপন্ন করেছেন যে, গভীর উৎসাহ, ধৈর্য এবং বিশ্বাস সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা উচিত; "আমি যেহেতু ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করছি, তাই কৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে স্বীকার করবেন,"

এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ধৈর্য অত্যন্ত আবশ্যক। সাফল্য লাভের জন্য আবশ্যক কেবল বিধি অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা।

শ্লোক ১৭

মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥

মহতাম্—মহাত্মাদের; **বহু-মানেন**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **দীনানাম্**—দীনজনদের; **অনুকম্পয়া**—কৃপা; **মৈত্র্যা**—মিত্রতা; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়ই; **আত্ম-তুল্যেষু**—সমতুল্য ব্যক্তিদের; **যমেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **নিয়মেন**—নিয়মপূর্বক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা এবং আচার্যের আনুগত্য স্বীকার করে পারমার্থিক জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। *আচার্যোপাসনম্*—আচার্য বা তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর উপাসনা করা উচিত। গুরুদেবকে অবশ্যই কৃষ্ণের থেকে আগত যে গুরু পরম্পরা, তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। গুরুদেবের পূর্বতন পরম্পরায় রয়েছেন তাঁর গুরুদেব, তাঁর গুরুদেবের গুরুদেব, তাঁর গুরুদেব ইত্যাদি, এইভাবে আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি হয়।

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আচার্যদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, *গুরুষু নরমতিঃ*। *গুরুষু* মানে 'আচার্যদের,' এবং *নরমতিঃ* মানে 'একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা'। বৈষ্ণবদের বা ভগবদ্ভক্তদের কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা,

আচার্যদের একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা অথবা মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে পাথর, কাঠ অথবা ধাতু দিয়ে তৈরি বলে মনে করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। *নিয়মেন*—শাস্ত্রের বিধি অনুসারে আচার্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। ভক্তদের দীনজনের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া উচিত। এখানে দীন বলতে জড় বিচারে দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়নি। ভক্তির দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত নয়, সে-ই দীন। জড়-জাগতিক বিচারে কেউ অত্যন্ত ধনী হতে পারে, কিন্তু সে যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়, তা হলে তাকে দরিদ্র বলে বিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে, বহু আচার্য, যেমন রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী প্রতি রাত্রে গাছের নীচে বাস করতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁদের লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁরা ছিলেন সব চাইতে ধনী ব্যক্তি।

পারমার্থিক জ্ঞানে অভাবগ্রস্ত সেই দীনজনদের কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত করার জন্য, ভক্ত দিব্য জ্ঞান প্রদান করে তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। এইটি ভগবদ্ভক্তদের একটি কর্তব্য। যাঁরা তাঁর সমতুল্য অথবা যাঁদের উপলব্ধি তাঁর মতো, তাঁদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা উচিত। ভক্তদের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের উচিত অন্য ভক্তদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা, যার ফলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার মাধ্যমে, পরস্পরকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারে। একে বলা হয় *ইষ্টগোষ্ঠী*।

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, *বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্*—'নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে'। সাধারণত শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা কীর্তন করে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। *পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, উপনিষদ* আদি অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে, যাতে দুই বা অধিক ভক্তের মধ্যে আলোচনার অসংখ্য বিষয় রয়েছে। মৈত্রী সুদৃঢ় হয় সম রুচি এবং সম উপলব্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় *স্বজাতি*। যাদের চরিত্র উপলব্ধির মানদণ্ডে স্থির নয়, তাদের সঙ্গ করা ভক্তদের উচিত নয়। তারা বৈষ্ণব অথবা কৃষ্ণ ভক্ত হলেও, তাদের চরিত্র যদি ঠিক না হয়, তা হলে তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত। ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা, দৃঢ়তাপূর্বক বিধি-বিধান পালন করা, এবং সম স্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা।

শ্লোক ১৮

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্তনাচ্চ মে ।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহঙ্‌ক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥

আধ্যাত্মিক—চিন্ময় বিষয়; **অনুশ্রবণাৎ**—শ্রবণের ফলে; **নাম-সঙ্কীর্তনাৎ**—ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **আর্জবেন**—সরল আচরণের ফলে; **আর্য-সঙ্গেন**—সাধু ব্যক্তির সঙ্গের ফলে; **নিরহঙ্‌ক্রিয়য়া**—অহঙ্কার-রহিত; **তথা**—এইভাবে।

অনুবাদ

ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করা এবং সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন করে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। তাঁর আচরণ সর্বদাই সরল হওয়া উচিত, এবং যদিও তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন এবং সকলের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন, তবুও যারা আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত নয়, তাদের সঙ্গ তাঁর বর্জন করা উচিত।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হলে, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করতে হয়। নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ পালন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইন্দ্রিয় সংযম করতে হলে অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ করা উচিত নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনর্থক বাক্যালাপ করা উচিত নয়, এবং উদ্দেশ্য বিনা বিধি-বিধানগুলি পালন করা উচিত নয়। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য বিধি-বিধানগুলি পালন করা উচিত।

ভগবদ্‌গীতায় আঠারটি গুণের বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে সরলতা। দম্ভহীন হওয়া উচিত, অন্যদের কাছ থেকে অনর্থক সম্মানের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, এবং হিংসা করা উচিত নয়। *অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ অহিংসা।* মানুষের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত সহনশীল এবং সরল হওয়া। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, এবং ইন্দ্রিয় সংযম করা উচিত। সেই সম্বন্ধে এখানে এবং *ভগবদ্‌গীতায়ও* উল্লেখ করা হয়েছে। পারমার্থিক জীবনে কিভাবে উন্নতি সাধন

করা যায়, সেই সম্বন্ধে প্রামাণিক সূত্রে শ্রবণ করা উচিত; এই সমস্ত উপদেশ আচার্যের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত এবং হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *নামসঙ্কীর্তনাচ্চ*—ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে মহামন্ত্র এককভাবে অথবা অন্যদের সঙ্গে সমবেতভাবে কীর্তন করা উচিত। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়রূপে এই মহামন্ত্র কীর্তনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এখানে আর একটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে *আর্জবেন*, অর্থাৎ 'নিষ্কপটে'। ভক্তের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন পরিকল্পনা করা উচিত নয়। প্রচারকদের অবশ্য কখনও কখনও যথাযথ নির্দেশনার অধীনে ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য পরিকল্পনা করতে হয়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে ভক্তকে সর্বদাই নিষ্কপট হওয়া উচিত, এবং আধ্যাত্মিক মার্গে যারা অগ্রসর হচ্ছে না, তাদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত। অন্য আর একটি শব্দ হচ্ছে *আর্য*। *আর্য* হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা কৃষ্ণচেতনায় অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে জাগতিক উন্নতিও সাধন করছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আর্য এবং অনার্য অথবা সুর এবং অসুরের পার্থক্য নিরূপিত হয়। যারা আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত নয়, তাদের সঙ্গ বর্জনীয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, *অসৎসঙ্গ-ত্যাগ*—যারা অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। অসৎ হচ্ছে তারা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, যারা ভগবানের ভক্ত নয় এবং যারা স্ত্রীলোকদের প্রতি এবং জড় বিষয় ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, এই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

ভক্তের কখনও তাঁর অর্জিত সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে বিনয় এবং সহিষ্ণুতা। তিনি যদিও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত, কিন্তু তিনি সর্বদাই বিনম্রভাবে থাকেন, যেমন কবিরাজ গোস্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণবেরা তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে, তৃণ থেকে দীনতর এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হওয়া। ভক্তের গর্বিত হওয়া উচিত নয় অথবা দাম্ভিক হওয়া উচিত নয়। তা হলে তিনি পারমার্থিক জীবনে নিশ্চিতভাবে উন্নতি সাধন করতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ১৯ ॥

মৎ-ধর্মণঃ—আমার ভক্তের; গুণৈঃ—গুণসমূহের দ্বারা; এতৈঃ—এই সমস্ত; পরিসংশুদ্ধঃ—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; আশয়ঃ—চেতনা; পুরুষস্য—ব্যক্তির; অঞ্জসা—তৎক্ষণাৎ; অভ্যেতি—সমীপবর্তী হয়; শ্রুত—শ্রবণের দ্বারা; মাত্র—কেবল; গুণম্—গুণ; হি—নিশ্চয়ই; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

কেউ যখন এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুণান্বিত হন এবং তার ফলে তাঁর চেতনা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নাম এবং আমার দিব্য গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, আমার প্রতি আকৃষ্ট হন।

তাৎপর্য

এই উপদেশের প্রারম্ভে, ভগবান তাঁর জননীকে বলেছেন, *মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ*, ভগবানের নাম, গুণ, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ করা মাত্রই, ভক্ত তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। বিভিন্ন শাস্ত্রে অনুমোদিত বিধিগুলি অনুশীলন করার ফলে, মানুষ সমস্ত দিব্য গুণাবলীতে পূর্ণরূপে বিভূষিত হয়। জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে আমরা কতকগুলি অসৎ গুণ অর্জন করেছি, এবং উপরোক্ত পন্থা অনুসরণ করার ফলে, আমরা সেই কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত দিব্য গুণাবলী বিকশিত করতে হলে, আমাদের এই সমস্ত কলুষিত গুণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

শ্লোক ২০

যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ ২০ ॥

যথা—যেমন; বাত—বায়ু; রথঃ—রথ; ঘ্রাণম্—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; আবৃঙ্ক্তে—গ্রহণ করে; গন্ধঃ—সুবাস; আশয়াৎ—উৎস থেকে; এবম্—তেমনই; যোগ-রতম্—ভক্তিযোগে যুক্ত; চেতঃ—চেতনা; আত্মানম্—পরমাত্মা; অবিকারি—অপরিবর্তনশীল; যৎ—যা।

অনুবাদ

বায়ুরূপ রথ যেমন গন্ধকে তার উৎপত্তি স্থান থেকে বহন করে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়, তেমনই যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত, তিনি সর্ব ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

পুষ্পোদ্যান থেকে সুগন্ধ বহনকারী সমীরণ যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অধিকার করে, তেমনই ভক্তি সম্পৃক্ত চেতনা পরমাত্মারূপে সর্বত্র এবং সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি এই শরীরে বিরাজমান, এবং সেই সঙ্গে অন্য সমস্ত শরীরেও বিরাজমান। যেহেতু ব্যষ্টি আত্মা কেবল কোন একটি বিশেষ শরীরে বর্তমান, তাই অন্য কোন আত্মা যখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করে না, তখন তাকে অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান। ব্যষ্টি আত্মাদের মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা সকলের শরীরে সমভাবে বিরাজমান থাকার ফলে তিনি *অবিকারি*। ব্যষ্টি আত্মা যখন কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(ভক্ত্যা মামভিজানাতি)*, কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তিতে সম্পৃক্ত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে পরমাত্মারূপে অথবা ভগবানরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ২১

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্ ॥ ২১ ॥

অহম্—আমি; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবে; **ভূত-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **অবস্থিতঃ**—স্থিত; **সদা**—সর্বদা; **তম্**—সেই পরমাত্মা; **অবজ্ঞায়**—অনাদর করে; **মাম্**—আমাকে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল ব্যক্তি; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **অর্চা**—অর্চা-বিগ্রহের পূজা; **বিড়ম্বনম্**—অনুকরণ।

অনুবাদ

পরমাত্মারূপে আমি প্রতিটি জীবে বিরাজমান। কেউ যদি সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে অবমাননা করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

তাৎপর্য

বিশুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় মানুষ সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। অতএব, কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করেন কিন্তু অন্য জীবেদের কথা

বিবেচনা না করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম অবস্থায় রয়েছেন। যিনি মন্দিরে বিগ্রহের পূজা করেন কিন্তু অন্যদের সম্মান প্রদর্শন না করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম স্তরের প্রাকৃত ভক্ত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বুঝবার চেষ্টা করা এবং সেই মনোভাব নিয়ে সব কিছুর সেবা করা। সব কিছুর সেবা করা মানে হচ্ছে, কৃষ্ণের সেবায় সব কিছু ব্যবহার করা। কেউ যদি অজ্ঞ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা না জানে, তা হলে উন্নত ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, তাকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। যিনি কৃষ্ণভাবনায় উন্নত, তিনি কেবল অন্যান্য জীবেদেরই নয়, সমস্ত বস্তু কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ২২

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্ ।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ ২২ ॥

যঃ—যে; **মাম্**—আমাকে; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবের মধ্যে; **সন্তম্**—উপস্থিত; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরম্**—ভগবানকে; **হিত্বা**—উপেক্ষা করে; **অর্চাম্**—বিগ্রহ; **ভজতে**—পূজা করে; **মৌঢ্যাৎ**—অজ্ঞতাবশত; **ভস্মনি**—ভস্মে; **এব**—কেবল; **জুহোতি**—আহুতি নিবেদন করা; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সে অবশ্যই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এবং তার সেই পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতোই অর্থহীন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার জীবযোনি রয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান ব্যষ্টি আত্মা এবং পরমাত্মারূপে প্রতিটি শরীরে বিরাজমান। যেহেতু জীবাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, সেই সূত্রে ভগবান প্রতিটি শরীরে রয়েছেন, এবং পরমাত্মারূপে, ভগবান সাক্ষীরূপেও বিরাজমান। দুইভাবেই প্রতিটি জীবদেহে ভগবানের উপস্থিতি অনিবার্য। অতএব

যে-সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে, কিন্তু প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করে না, তারা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

যদি ভগবানের সর্ব-ব্যাপকতার এই প্রাথমিক জ্ঞান ব্যতীত, কেউ যদি মন্দিরে, গির্জায় অথবা মসজিদে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তা হলে তার সেই সমস্ত অনুষ্ঠান অগ্নিতে ঘি ঢালার পরিবর্তে ভস্মে ঘি ঢালার মতো। মানুষ অগ্নিতে ঘি আহুতি দিয়ে এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্র এবং অন্যান্য সমস্ত পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও যদি ভস্মে ঘি ঢালা হয়, তা হলে সেই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কোন জীবকে অবহেলা করা ভক্তের উচিত নয়। ভক্তের জানা কর্তব্য যে, প্রতিটি জীবের অন্তরে, তা সে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, এমন কি একটি পিপীলিকাতেও ভগবান উপস্থিত রয়েছেন, এবং তাই প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা উচিত এবং কারও প্রতি কোন প্রকার হিংসা করা উচিত নয়। আধুনিক সভ্য সমাজে নিয়মিতভাবে কসাইখানা অনুমোদন করা হচ্ছে এবং কতকগুলি ধর্মের ভিত্তিতে সেইগুলি সমর্থন করা হচ্ছে। কিন্তু সর্বভূতে ভগবানের উপস্থিতির জ্ঞান ব্যতীত, তথাকথিত যে মানব সভ্যতার উন্নতি, তা পারমার্থিকই হোক অথবা জড়-জাগতিকই হোক, তা তামসিক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ২৩

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

দ্বিষতঃ—দ্বেষকারী; **পর-কায়ে**—অন্য শরীরের প্রতি; **মাম্**—আমাকে; **মানিনঃ**—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; **ভিন্ন-দর্শিনঃ**—ভেদদর্শীর; **ভূতেষু**—জীবেদের প্রতি; **বদ্ধ-বৈরস্য**—শত্রু-ভাবাপন্ন ব্যক্তির; **ন**—না; **মনঃ**—মন; **শান্তিম্**—শান্তি; **ঋচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিন্তু অন্য জীবেদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি অন্য জীবেদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করার ফলে, কখনও মনে শান্তি লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য* ('অন্যদের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন') এবং *দ্বিষতঃ পরকায়ে* ('অন্য শরীরের প্রতি হিংসাপরায়ণ'), এই দুইটি বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি হিংসাপরায়ণ অথবা বৈরী-ভাবাপন্ন, সে কখনও সুখী হতে পারে না। তাই ভক্তের দৃষ্টি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। তাঁর কর্তব্য দেহের উপাধি উপেক্ষা করে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানের স্বীয় অংশকে দর্শন করা। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের দৃষ্টি। ভক্ত সর্বদাই জীবের বাহ্য শারীরিক অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন।

এখানে ব্যক্ত হয়েছে যে, ভগবান সর্বদাই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করতে উৎসুক। ভক্তদের কাছ থেকে আশা করা যায় যে, তাঁরা এই প্রকার বদ্ধ জীবাত্মাদের কাছে ভগবানের বাণী বা ভগবানের বাসনা বহন করে নিয়ে যাবেন এবং তাদের কৃষ্ণভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করবেন। এইভাবে তাঁরা চিন্ময় পারমার্থিক জীবনে উন্নীত হতে পারেন, এবং তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। অবশ্য, মনুষ্যেতর জীবেদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কিন্তু মানব-সমাজে প্রতিটি জীবের পক্ষে কৃষ্ণভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব। মনুষ্যেতর জীবেদেরও অন্য উপায়ে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শিবানন্দ সেন তাঁর কুকুরকে প্রসাদ খাইয়ে উদ্ধার করেছিলেন। ভগবানের প্রসাদ বিতরণের ফলে, অজ্ঞ জনসাধারণ এমন কি পশুরা পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায়। বস্তুত, শিবানন্দ সেনের সেই কুকুরটি যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে, তখন সে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তকে সমস্ত হিংসা *(জীবহিংসা)* থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভক্ত যেন কখনও কোন জীবের প্রতি হিংসা না করেন। কখনও কখনও প্রশ্ন করা হয়, শাক-সবজিরও যেহেতু প্রাণ রয়েছে, তাই ভক্তেরা যখন শাক-সবজি আহার করে, তার ফলে কি হিংসা হয়? প্রথমত, পাতা, ডাল অথবা ফল কোন গাছ থেকে সংগ্রহ করা হলে, গাছটিকে হত্যা করা হয় না। আর তা ছাড়া, জীবহিংসার অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি জীব যদিও নিত্য, তবুও তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে, তাকে বিশেষ শরীর ধারণ করতে হচ্ছে, এইভাবে সে ক্রমশ তার চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তার সেই অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। ভক্তকে ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধি যথাযথভাবে পালন করতে হয়, এবং তার

এইটিও জানা কর্তব্য যে, জীব যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার অন্তরে ভগবান বিরাজ করছেন। ভগবানের এই সর্ব ব্যাপকতা উপলব্ধি করা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২৪

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে ।
নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **উচ্চ-অবচৈঃ**—বিবিধ; **দ্রব্যৈঃ**—সামগ্রী; **ক্রিয়য়া**—ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা; **উৎপন্নয়া**—সম্পন্ন; **অনঘে**—হে নিষ্পাপ জননী; **ন**—না; **এব**—নিশ্চয়ই; **তুষ্যে**—আমি প্রসন্ন হই; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **অর্চায়াম্**—অর্চা-বিগ্রহরূপে; **ভূত-গ্রাম**—অন্য জীবেদের; **অবমানিনঃ**—যারা অশ্রদ্ধাপরায়ণ।

অনুবাদ

হে মাতঃ! যারা সমস্ত জীবের অন্তরে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা যদি যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরে আমার বিগ্রহের পূজাও করে, সেই পূজায় আমি প্রসন্ন হই না।

তাৎপর্য

মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করার চৌষট্টিটি উপকরণ রয়েছে। শ্রীবিগ্রহকে অনেক বস্তু অর্পণ করা হয়, তাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং কতকগুলি কম মূল্যবান। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—" আমার ভক্ত যদি আমাকে একটি ছোট ফুল, একটি পাতা, একটু জল অথবা একটি ছোট ফল নিবেদন করে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করি।" পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি প্রদর্শন করা; নৈবেদ্য সেখানে গৌণ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তির বিকাশ যদি না হয়, এবং ভক্তি ব্যতীত যদি নানা রকম খাদ্যদ্রব্য, ফল-ফুল নিবেদন করা হয়, তা হলে সেই নিবেদন ভগবান গ্রহণ করবেন না। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে উৎকোচ দিতে পারি না। তিনি এতই মহান যে, তাঁর কাছে আমাদের উৎকোচের কোন মূল্য নেই। আর তা ছাড়া যেহেতু তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন অভাবও নেই, অতএব তাঁকে আমরা কি নিবেদন করতে পারি? সব কিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কেবল তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করতে পারি।

ভগবানের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যিনি জানেন যে, ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে বাস করেন। মন্দিরে ভগবানের পূজার একটি অঙ্গ হচ্ছে প্রসাদ বিতরণ। এমন নয় যে, নিজের ব্যক্তিগত বাসস্থানে অথবা পরে মন্দির তৈরি করে ভগবানকে কিছু নিবেদন করে, তার পর সেইগুলি খাওয়া হবে। অবশ্য, ভগবানের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক না জেনে, খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে আহার করার থেকে সেইটি শ্রেয়; যে সমস্ত মানুষ এইভাবে আচরণ করে, তারা ঠিক পশুর মতো। কিন্তু যে ভক্ত ভগবৎ উপলব্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে চান, তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে, ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে উপস্থিত রয়েছেন, এবং পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, তাঁকে অন্য সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হতে হবে। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করা, যাঁরা তাঁর সমস্তরে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হওয়া এবং অজ্ঞ জনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া। অজ্ঞ জীবেদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে হয় প্রসাদ বিতরণের দ্বারা। যাঁরা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন, তাঁদের পক্ষে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে প্রসাদ বিতরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রকৃত প্রেম এবং ভক্তি ভগবান গ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তিকে অনেক মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য উপহার দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তিনি যদি ক্ষুধার্ত না হন, তা হলে তাঁর কাছে এই সমস্ত উপহার সম্পূর্ণ নিরর্থক। তেমনই, আমরা ভগবানকে নানা রকম মূল্যবান উপচার নিবেদন করতে পারি, কিন্তু আমাদের যদি প্রকৃত ভক্তি না থাকে এবং সর্বত্রই ভগবানের উপস্থিতি যদি আমরা সত্য-সত্যই অনুভব না করি, তা হলে আমাদের ভক্তি অপূর্ণ; এই প্রকার অজ্ঞানের স্তরে আমাদের কোন নিবেদন ভগবান গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ২৫

অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

অর্চা-আদৌ—অর্চা-বিগ্রহের আরাধনা ইত্যাদি; **অর্চয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মাম্**—আমাকে; **স্ব**—তার নিজের; **কর্ম**—নির্দিষ্ট কর্তব্য; **কৃৎ**—অনুষ্ঠান করে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **বেদ**—উপলব্ধি করে; **স্ব-হৃদি**—তার নিজের হৃদয়ে; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের হৃদয়ে এবং অন্য সমস্ত জীবের হৃদয়ে আমার উপস্থিতি উপলব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, অর্চা-বিগ্রহের পূজা করে যাওয়া উচিত।

তাৎপর্য

এখানে, যারা কেবল তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছেন, তাদেরও ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের, এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি জীবের হৃদয়ে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত। অর্থাৎ, কেবল নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক এবং অন্য সমস্ত জীবের সম্পর্ক উপলব্ধি করা অবশ্যই কর্তব্য। যদি কেউ তা বুঝতে না পারে, কিন্তু সে যদি যথাযথভাবে তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে কেবল অনর্থক পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

এই শ্লোকে *স্বকর্মকৃৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *স্বকর্মকৃৎ* হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করেন। এমন নয় যে, ভগবানের ভক্ত হলে অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে, নিজের কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করতে হবে; ভগবদ্ভক্তির নামে কারোরই অলস হওয়া উচিত নয়। স্বধর্ম অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়। *স্বকর্মকৃৎ* মানে হচ্ছে, অবহেলা না করে নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

শ্লোক ২৬

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ২৬ ॥

আত্মনঃ—নিজের; **চ**—এবং; **পরস্য**—অন্যের; **অপি**—ও; **যঃ**—যিনি; **করোতি**—ভেদভাব দর্শন করে; **অন্তরা**—মধ্যে; **উদরম্**—দেহ; **তস্য**—তার; **ভিন্ন-দৃশঃ**—ভেদদর্শী; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যুরূপে; **বিদধে**—সম্পাদন করি; **ভয়ম্**—ভয়; **উল্বণম্**—মহা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে আমি তার মহা ভয় উৎপন্ন করি।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রকার জীবের মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করা উচিত নয়; ভক্তের কর্তব্য সর্ব প্রকার জীবের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মাকে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করা।

শ্লোক ২৭

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২৭ ॥

অথ—অতএব; **মাম্**—আমাকে; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **ভূত-আত্মানম্**—সমস্ত জীবের আত্মা; **কৃত-আলয়ম্**—নিবাসকারী; **অর্হয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **দান-মানাভ্যাম্**—দান এবং সম্মানের দ্বারা; **মৈত্র্যা**—মিত্রতার দ্বারা; **অভিন্নেন**—সমান; **চক্ষুষা**—দর্শনের দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব, দান, সম্মান এবং মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা সমস্ত জীবকে সম দৃষ্টিতে দর্শন করে, সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান আমার পূজা করা উচিত।

তাৎপর্য

ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই জীবাত্মা পরমাত্মার সমান হয়ে গেছে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সমতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাটি মায়াবাদীরা সৃষ্টি করেছে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যষ্টি আত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে উপলব্ধি করা উচিত। ব্যষ্টি আত্মার পূজা করার বিধি এখানে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাকে উপহার দান করে অথবা ভেদভাব-রহিত হয়ে, তাঁর সঙ্গে মিত্রতামূলক আচরণ করা উচিত। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও দারিদ্রগ্রস্ত জীবাত্মাকে *দরিদ্র-নারায়ণ* বলে মনে করে, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ দরিদ্র হয়ে গেছেন। এইটি বিরোধার্থক। পরমেশ্বর

ভগবান সমস্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ। তিনি একটি দরিদ্র আত্মা এমন কি একটি পশুর সঙ্গেও থাকতে সম্মত হতে পারেন, কিন্তু তার ফলে তিনি দরিদ্র হয়ে যান না।

এখানে দুইটি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হয়েছে—*মান* এবং *দান*। *মান* শ্রেষ্ঠকে ইঙ্গিত করে, আর *দান* করা হয় নিকৃষ্টকে। আমরা ভগবানকে এমন একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করতে পারি না, যিনি আমাদের দানের উপর নির্ভরশীল। আমরা তাদেরই দান করি, যারা জাগতিক অথবা আর্থিক অবস্থায় আমাদের থেকে নিকৃষ্ট। কোন ধনী ব্যক্তিকে দান দেওয়া যায় না। তেমনই, এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *মান*, অর্থাৎ সম্মান উৎকৃষ্টকে দেওয়া উচিত, এবং *দান* নিকৃষ্টকে দেওয়া উচিত। জীব তার কর্মফল অনুসারে ধনী অথবা নির্ধন হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান অপরিবর্তনীয়; তিনি সর্বদাই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আচরণ করা উচিত। দয়া এবং মৈত্রীর অর্থ এই নয় যে, ভ্রান্তভাবে কাউকে পরমেশ্বর ভগবানের উচ্চপদে উন্নীত করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের ভ্রান্তিবশত এও মনে করা উচিত নয় যে, একটি শূকরের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা এবং একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা ভিন্ন। সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন সেই একই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর সর্ব শক্তিমত্তার প্রভাবে তিনি যে-কোন স্থানে থাকতে পারেন, এবং তিনি সর্বত্রই বৈকুণ্ঠ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন। সেইটি হচ্ছে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। তাই, নারায়ণ যখন একটি শূকরের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তখন তিনি একজন শূকর নারায়ণ হয়ে যান না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই নারায়ণ এবং শূকরের শরীরের দ্বারা তিনি কখনও প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ২৮

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে ।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জীবাঃ—জীব; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অজীবানাম্**—অচেতন পদার্থ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **প্রাণ-ভৃতঃ**—প্রাণের লক্ষণ-সমন্বিত; **শুভে**—হে কল্যাণী মাতা; **ততঃ**—তাদের থেকে; **স-চিত্তাঃ**—বিকশিত চেতনা-সমন্বিত জীব; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ**—যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি রয়েছে।

অনুবাদ

হে কল্যাণী মাতা! অচেতন পদার্থ থেকে জীব শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের মধ্যে যারা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের চেতনা বিকশিত হয়েছে, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবকে দান এবং মৈত্রী ভাবের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, এবং এই শ্লোকে ও পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিভিন্ন স্তরের জীবের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কখন দান করা উচিত এবং কখন মিত্রতামূলক আচরণ করা উচিত। যেমন, পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ—বাঘ একটি জীব, এবং পরমেশ্বর ভগবান সেই বাঘের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, একটি বাঘের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে? অবশ্যই নয়। তাকে প্রসাদ দান করে, তার সঙ্গে ভিন্নভাবে আমাদের আচরণ করতে হবে। বনে অনেক সাধু রয়েছেন, যাঁরা বাঘের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেন না, কিন্তু তাঁরা তাদের প্রসাদ দেন। বাঘেরা আসে এবং প্রসাদ গ্রহণ করে চলে যায়, ঠিক একটি কুকুরের মতো। বৈদিক প্রথা অনুসারে কুকুরকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যেহেতু তারা নোংরা, তাই কুকুর এবং বিড়ালদের ভদ্র মানুষের গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, কিন্তু তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। দয়ালু গৃহস্বামী কুকুর এবং বিড়ালদের প্রসাদ দেন এবং তারা বাইরে থেকে তা খেয়ে চলে যায়। নিম্ন স্তরের জীবেদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্য মানুষদের সঙ্গে আমরা যেভাবে আচরণ করি, তাদের সঙ্গেও সেই রকম আচরণ করতে হবে। সমভাব অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আচরণের তারতম্যও থাকবে। আচরণের তারতম্য কিভাবে করতে হবে, তা পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে জীবের স্তরের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থ এবং জীবের মাধ্যমে। কখনও কখনও জীব প্রস্তররূপে প্রকট হয়। আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, পাহাড় এবং পর্বত বৃদ্ধি পায়। তার কারণ হচ্ছে সেই প্রস্তরে আত্মার উপস্থিতি। তার থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে, জীবনের যে-প্রকাশে চেতনার বিকাশ দেখা যায়, তার পরবর্তী প্রকাশ হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ। *মহাভারতের মোক্ষধর্ম*

পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছেদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়; তারা দর্শন করতে পারে এবং ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানি যে, গাছেরা দেখতে পায়। কখনও কখনও বিশাল বৃক্ষ তার বৃদ্ধির পথে কোন বাধা এড়াবার জন্য তার গতি পরিবর্তন করে। তার অর্থ হচ্ছে যে, গাছ দেখতে পায়, এবং *মহাভারতের* বর্ণনা অনুসারে, গাছেরা ঘ্রাণও গ্রহণ করতে পারে। তা ইঙ্গিত করে যে, গাছেদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে।

শ্লোক ২৯

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র—তাদের মধ্যে; **অপি**—অধিকন্তু; **স্পর্শঃ-বেদিভ্যঃ**—যাদের স্পর্শানুভূতি রয়েছে তাদের থেকে; **প্রবরাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **রস-বেদিনঃ**—যারা রস আস্বাদন করতে পারে; **তেভ্যঃ**—তাদের থেকে; **গন্ধ-বিদঃ**—যারা ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **শব্দ-বিদঃ**—যারা শব্দ শুনতে পায়; **বরাঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

যে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা রস আস্বাদন করতে পারে, তারা স্পর্শানুভূতি বিকশিত হয়েছে যে-সমস্ত জীব তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। রস আস্বাদন করতে পারে যে-সমস্ত জীব, তাদের থেকে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে যে-সমস্ত জীব তারা শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

যদিও পাশ্চাত্যের মানুষেরা মনে করে যে, ডারউইন সর্ব প্রথম বিবর্তনবাদ প্রবর্তন করেছে, কিন্তু নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান নতুন নয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে রচিত *শ্রীমদ্ভাগবতেরও* বহু পূর্বে বিবর্তনের ক্রম-বিকাশের পন্থা মানুষের জানা ছিল। কপিল মুনির বর্ণনায় তার প্রমাণ রয়েছে, যিনি প্রায় সৃষ্টির প্রারম্ভে উপস্থিত ছিলেন। এই জ্ঞান বৈদিক কাল থেকে চলে আসছে, এবং তার বিকাশ-ক্রম বৈদিক সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে; বিবর্তনের ক্রম-বিকাশের মতবাদ বা নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বেদের কাছে নতুন নয়।

এখানে বলা হয়েছে যে, গাছেদের মধ্যেও বিবর্তনের প্রক্রিয়া রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার গাছের স্পর্শানুভূতি রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গাছেদের থেকে মাছেরা উন্নত, কারণ মাছেদের রসনেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। মাছেদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভ্রমরেরা, যাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সর্প, যার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে সাপ ব্যাঙের অতি সুন্দর ধ্বনি শুনে তার আহার খুঁজে পায়। সাপ বুঝতে পারে, "এখানে একটি ব্যাঙ রয়েছে," এবং কেবল শব্দ শোনার মাধ্যমে, সে ব্যাঙটিকে গ্রাস করে। যে সমস্ত মানুষ কেবল মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য শব্দ উচ্চারণ করে, তাদের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়। কারও ব্যাঙের মতো শব্দ উচ্চারণকারী সুন্দর জিহ্বা থাকতে পারে, কিন্তু সেই শব্দ তরঙ্গ কেবল মৃত্যুকে আহ্বান করে। জিহ্বা এবং শব্দ-তরঙ্গের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা হচ্ছে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা। তা মানুষকে মৃত্যুর নিষ্ঠুর হস্ত থেকে রক্ষা করবে।

শ্লোক ৩০

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥ ৩০ ॥

রূপ-ভেদ—রূপের পার্থক্য; **বিদঃ**—যারা জানে; **তত্র**—তাদের থেকে; **ততঃ**—তাদের থেকে; **চ**—এবং; **উভয়তঃ**—উভয় চোয়ালে; **দতঃ**—দন্ত-বিশিষ্ট; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **বহু-পদাঃ**—যারা বহু পদ বিশিষ্ট; **শ্রেষ্ঠাঃ**—শ্রেষ্ঠ; **চতুঃ-পাদঃ**—চতুষ্পদ; **ততঃ**—তাদের থেকে; **দ্বি-পাৎ**—দুই পদ-বিশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রবণক্ষম প্রাণীদের থেকে রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বহু পদ-বিশিষ্ট প্রাণী। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষ।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কোন কোন পাখি, যেমন কাক রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। পদহীন তৃণ গুল্ম থেকে বোলতার মতো বহু পদ-বিশিষ্ট জীবেরা শ্রেষ্ঠ। বহু পদ-

বিশিষ্ট প্রাণীদের থেকে চতুষ্পদ প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষেরা, যাদের কেবল দুইটি পা।

শ্লোক ৩১

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—তাদের মধ্যে; **বর্ণাঃ**—বর্ণসমূহ; **চ**—এবং; **চত্বারঃ**—চার; **তেষাম্**—তাদের মধ্যে; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **উত্তমঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ব্রাহ্মণেষু**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে; **অপি**—অধিকন্তু; **বেদ**—বেদ; **জ্ঞঃ**—যিনি জানেন; **হি**—নিশ্চয়ই; **অর্থ**—উদ্দেশ্য; **জ্ঞঃ**—যিনি জানেন; **অভ্যধিকঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ততঃ**—তাদের থেকে।

অনুবাদ

মানুষদের মধ্যে যে-সমাজ গুণ এবং কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত হয়েছে তা শ্রেষ্ঠ, চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ নামক বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বোত্তম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ, এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত তাঁরা সর্বোত্তম।

তাৎপর্য

গুণ এবং কর্ম অনুসারে, মানব-সমাজ যে চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে, তা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের নিয়ে যে বর্ণাশ্রম প্রথা তা দীর্ঘ কাল ধরে প্রচলিত ছিল, কেননা *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতায়* তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথা বিকৃত হয়ে, ভারতবর্ষে তা জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানব-সমাজে বুদ্ধিমান শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিভাগ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন্ শ্রেণী কি করবে তা নিয়ে সব সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যে ব্যক্তি পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, এবং এই প্রকার ব্রাহ্মণ যখন বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তাঁকে বলা হয় বেদজ্ঞ। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমতত্ত্বকে জানা। যিনি পরমতত্ত্বকে তিনটি অবস্থায় যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, এবং যিনি ভগবানকে পরম পুরুষোত্তম বলে জানেন, তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৩২

অর্থজ্ঞাৎসংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থ-জ্ঞাৎ—বেদের তাৎপর্যবিৎ থেকে; **সংশয়**—সন্দেহ; **ছেত্তা**—ছেদনকারী; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **শ্রেয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **স্ব-কর্ম**—তাঁর নির্ধারিত কর্তব্য; **কৃৎ**—যিনি সম্পন্ন করেন; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **ভূয়ান্**—শ্রেষ্ঠ; **অদোগ্ধা**—নিষ্কাম; **ধর্মম্**—ভক্তি; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের জন্য।

অনুবাদ

বেদ তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণ থেকে মীমাংসক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ। স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ থেকে মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি কোন ফলের প্রত্যাশা না করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন।

তাৎপর্য

অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্যকরূপে বিশ্লেষণাত্মকভাবে পরমতত্ত্বকে অধ্যয়ন করেছেন এবং যিনি জানেন যে, পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই তিনটি অবস্থায় উপলব্ধি করা যায়। যদি কেউ এই জ্ঞান সম্বন্ধেই কেবল অবগত নন, তিনি পরমতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন, তা হলে তিনি তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। এমনও হতে পারে যে, বিদ্বান ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব স্পষ্টভাবে সব কিছুর বিশ্লেষণ করে, সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব-নিয়ম পালন না করেন, তা হলে তিনি উচ্চ পদে আসীন হতে পারেন না। তাঁকে সমস্ত সংশয় দূর করতে সক্ষম হতে হলে এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণযুক্ত হতে হবে। এই প্রকার ব্যক্তি, যিনি সমস্ত বৈদিক নির্দেশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত, যিনি বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্ব ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, এবং যিনি তাঁর শিষ্যদের সেই বিধিতে শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় *আচার্য*। আচার্যের পদটি হচ্ছে এমনই যে, জীবনের উচ্চতর স্থিতিতে উন্নীত হওয়ার বাসনা-রহিত হয়ে, তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন।

ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থা হচ্ছে বৈষ্ণব। যে বৈষ্ণব পরম তত্ত্ববিজ্ঞান অবগত, কিন্তু তিনি অন্যদের সেই জ্ঞান উপদেশ দিতে পারেন না, তাঁকে বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারি বৈষ্ণব, যিনি ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান কেবল হৃদয়ঙ্গমই করেননি,

উপরন্তু তা প্রচারও করতে পারেন, তিনি মধ্যম অধিকারি বৈষ্ণব, এবং যিনি কেবল প্রচার করতেই সক্ষম নন, উপরন্তু যিনি সর্বভূতে পরমতত্ত্বকে এবং পরমতত্ত্বে সব কিছুকে দর্শন করেন, তিনি হচ্ছেন উত্তম অধিকারি বৈষ্ণব। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈষ্ণব ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ; প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ সিদ্ধি তখনই লাভ হয়, যখন তিনি বৈষ্ণবে পরিণত হন।

শ্লোক ৩৩

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—তাঁর থেকে; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পিত**—নিবেদিত; **অশেষ**—সমস্ত; **ক্রিয়া**—কর্ম; **অর্থ**—সম্পদ; **আত্মা**—জীবন, আত্মা; **নিরন্তরঃ**—অব্যবহিত; **ময়ি**—আমাকে; **অর্পিত**—নিবেদিত; **আত্মনঃ**—মন; **পুংসঃ**—ব্যক্তির থেকে; **ময়ি**—আমাকে; **সংন্যস্ত**—অর্পিত; **কর্মণঃ**—যাঁর কর্ম; **ন**—না; **পশ্যামি**—দেখি; **পরম্**—মহত্তর; **ভূতম্**—জীব; **অকর্তুঃ**—কর্তৃত্ব বিনা; **সম**—সমান; **দর্শনাৎ**—যাঁর দৃষ্টি।

অনুবাদ

অতএব আমাকে ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে যে-ব্যক্তির আকর্ষণ নেই, এবং তাই যিনি তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর জীবন—তাঁর সবকিছু—আমাকে নিবেদন করে, অব্যবহিতভাবে আমার শরণাগত হয়েছেন, সেই প্রকার কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ থেকে কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখতে পাই না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সমদর্শনাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তাঁর কোন পৃথক স্বার্থ নেই; ভক্তের স্বার্থ এবং ভগবানের স্বার্থ এক। যেমন, ভক্তের ভূমিকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই দর্শনই প্রচার করেছেন। তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আরাধ্য ভগবান, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের স্বার্থ তাঁর স্বার্থ থেকে অভিন্ন।

অজ্ঞতাবশত কখনও কখনও মায়াবাদীরা *সমদর্শনাৎ* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলে যে, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে দর্শন করা। এইটি মহা মূর্খতা। কেউ যখন নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক বলে

রয়েছে, সেখানে সেব্যও রয়েছেন। সেবার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন—সেব্য, সেবক এবং সেবা। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর মন এবং তাঁর আত্মা—সব কিছু—পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অর্পণ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

অকর্তুঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কোন প্রকার কর্তৃত্বাভিমান ব্যতীত।' সকলেই তার কর্মের কর্তা হতে চায়, যাতে সে তার ফলভোগ করতে পারে। কিন্তু ভক্তের এই প্রকার কোন বাসনা থাকে না; তিনি কর্ম করেন কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে দিয়ে কোন বিশেষভাবে কর্ম করাতে চান। তাঁর কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণভক্তি প্রচার করছিলেন, তখন তিনি চাননি যে, লোকে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ বলুক; পক্ষান্তরে, তিনি প্রচার করেছিলেন যে, কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সেই জন্য তাঁর আরাধনা করা উচিত। যিনি ভগবানের সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবক, তিনি কখনও তাঁর নিজের জন্য কোন কিছু করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সব কিছুই করেন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। তাই, এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ*—ভক্ত কর্ম করেন, কিন্তু তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। আরও বলা হয়েছে, *ময্যর্পিতাত্মনঃ*—"তিনি তাঁর মন আমাতে অর্পণ করেন।" এইগুলি হচ্ছে ভক্তের গুণ, এবং এই শ্লোক অনুসারে, ভক্তকে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্ ।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **এতানি**—এই সমস্ত; **ভূতানি**—জীবেদের; **প্রণমেৎ**—তিনি প্রণতি নিবেদন করেন; **বহু মানয়ন্**—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **জীব**—জীবেদের; **কলয়া**—পরমাত্মারূপ অংশের দ্বারা; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

এই প্রকার আদর্শ ভক্ত সমস্ত জীবেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা বা নিয়ন্তারূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন।

তাৎপর্য

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে আদর্শ ভক্ত ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করেন না, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন, তাই প্রতিটি জীব ভগবান হয়ে গেছেন। এইটি মূর্খতা। কোন মানুষ যখন কোন ঘরে প্রবেশ করে, তখন সেই ঘরটি সেই মানুষে পরিণত হয়ে যায় না। তেমনই, ভগবান চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির প্রতিটিতে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি শরীর ভগবান হয়ে গেছে। কিন্তু, ভগবান বিরাজ করছেন বলে, শুদ্ধ ভক্ত প্রতিটি শরীরকে ভগবানের মন্দির বলে মনে করেন, এবং ভক্ত যেহেতু পূর্ণজ্ঞানে ভগবানের মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে, তিনি প্রতিটি জীবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মায়াবাদীরা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু একটি দরিদ্রের দেহে প্রবেশ করেছেন, তাই পরমেশ্বর ভগবান দরিদ্র-নারায়ণ হয়ে গেছেন। এইগুলি নাস্তিক এবং অভক্তদের অপরাধজনক উক্তি।

শ্লোক ৩৫

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ ।
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

ভক্তি-যোগঃ—ভক্তি; **চ**—এবং; **যোগঃ**—যোগ; **চ**—ও; **ময়া**—আমার দ্বারা; **মানবি**—হে মনুকন্যা; **উদীরিতঃ**—বর্ণিত; **যয়োঃ**—যে দুয়ের মধ্যে; **একতরেণ**—যে কোন একটির দ্বারা; **এব**—কেবল; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **ব্রজেৎ**—প্রাপ্ত হতে পারেন।

অনুবাদ

হে মাতঃ! হে মনুকন্যা! যে ভক্ত এইভাবে ভগবদ্ভক্তি এবং অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন করেন, তিনি কেবল ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান কপিলদেব সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্তিযোগের পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করা উচিত। কেবল কতকগুলি

আসনের অনুশীলন করে এবং নিজেকে পূর্ণ বলে মনে করে, তৃপ্তি লাভ করা অষ্টাঙ্গ যোগের উদ্দেশ্য নয়। ধ্যানের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া কর্তব্য। পূর্ববর্তী শ্লোকে যোগীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণতল থেকে পা, হাঁটু, জঙ্ঘা, বক্ষ, কণ্ঠ, একের পর এক এই সমস্ত অঙ্গগুলির ধ্যান করে, ক্রমশ তাঁর মুখমণ্ডল এবং অলঙ্কারে পৌঁছানো। নিরাকারের ধ্যানের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এইভাবে সবিস্তারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা যখন ভগবৎ প্রেমের স্তরে আসা যায়, সেইটি হচ্ছে ভক্তিযোগের স্তর, এবং সেই স্তরে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের প্রতি তাঁর দিব্য প্রেমের প্রভাবে বাস্তবিকভাবে ভগবানের সেবা করেন। যে ব্যক্তি যোগ অভ্যাসের ফলে ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি চিন্ময় ধামে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ* —পুরুষ বা জীব পরম পুরুষের কাছে যান। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক; তাঁদের উভয়কেই *পুরুষ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *পুরুষের* গুণ ভগবান এবং জীব উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। *পুরুষ* মানে 'ভোক্তা', এবং ভোগ করার প্রবণতা জীব ও ভগবান উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। পার্থক্য কেবল এই যে, তাঁদের ভোগের মাত্রা সমান নয়। জীব কখনই পরমেশ্বর ভগবানের মতো ভোগ করতে পারে না। সেই সূত্রে একজন ধনী ব্যক্তি এবং একজন গরীব মানুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—তাদের উভয়ের মধ্যেই ভোগ করার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ধনী ব্যক্তিটির মতো দরিদ্র মানুষটি ভোগ করতে পারে না। কিন্তু, দরিদ্র মানুষটি যখন তার ইচ্ছা ধনী ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করেন, এবং যখন তাদের মধ্যে সহযোগিতা হয়, তখন ধনী এবং নির্ধন, অথবা বড় এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তি—উভয়েই সমানভাবে ভোগ করেন। ভক্তিযোগ ঠিক সেই রকম: *পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ* —জীব যখন ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন এবং ভগবানকে আনন্দ দান করে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তখন তিনিও পরমেশ্বর ভগবানের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা অথবা সমান মাত্রায় উপভোগ করেন।

পক্ষান্তরে, জীব যখন ভগবানের অনুকরণ করে ভোগ করতে চায়, তখন তার সেই ইচ্ছাকে বলা হয় *মায়া*, এবং তা তাকে জড় জগতে নিক্ষেপ করে। যে জীব স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করতে চায় এবং ভগবানের সঙ্গে সহযোগিতা করে না, সে জড়-জাগতিক জীবনে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখনই সে তার ভোগকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে, তখন সে চিন্ময় জীবনে যুক্ত হয়। এই সূত্রে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি স্বতন্ত্রভাবে জীবনের আনন্দ

উপভোগ করতে পারে না; তাদের পূর্ণ শরীরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। যেমন উদরে খাদ্য দেওয়া হলে, তা সমগ্র শরীরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তা করার ফলে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণ শরীরের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করে। সেইটি হচ্ছে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন, যুগপৎ অভিন্ন এবং ভিন্ন। ভগবানের বিরোধিতা করে জীব কখনও জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না; *ভক্তিযোগ* অনুশীলনের দ্বারা তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।

এখানে বলা হয়েছে যে, যোগের দ্বারা অথবা ভক্তিযোগের দ্বারা, উভয় পন্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়। তা সূচিত করে যে, প্রকৃত পক্ষে যোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তাদের উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে বিষ্ণু। কিন্তু, আধুনিক যুগে, এক প্রকার যোগ-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে শূন্য এবং নিরাকার। প্রকৃত পক্ষে, যোগ মানে হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান। যোগের অনুশীলন যদি প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে বাস্তবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে যোগ এবং ভক্তিযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৩৬

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
পরং প্রধানং পুরুষং দৈবং কর্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **পরম্**—চিন্ময়; **প্রধানম্**—মুখ্য; **পুরুষম্**—পুরুষ; **দৈবম্**—চিন্ময়; **কর্ম-বিচেষ্টিতম্**—যাঁর কার্যকলাপ।

অনুবাদ

এই পুরুষ, যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের রূপ। তিনি প্রধান দিব্য পুরুষ, এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিন্ময়।

তাৎপর্য

যেই পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তাঁর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই পুরুষ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, তিনি সমস্ত জীবের মধ্যে প্রধান এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মার পরম রূপ। যেহেতু

তিনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা প্রকাশের উৎস, তাই এখানে তাঁকে প্রধান পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *কঠোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাম্*—বহু নিত্য জীব রয়েছে, কিন্তু তিনি হচ্ছেন মুখ্য পালক। *ভগবদ্গীতায়ও* তা প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অহং *সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মার প্রকাশ সহ সব কিছুর উৎস।" *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর কার্যকলাপ দিব্য। *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*—পরমেশ্বর ভগবানের কর্ম এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব দিব্য; সেইগুলি কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। যিনি সেই তত্ত্ব অবগত—যিনি জানেন যে, ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপ সবই জড় কার্যকলাপের অথবা জড় ধারণার অতীত—তিনি মুক্ত। *যো বেত্তি তত্ত্বতঃ / ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম*—সেই ব্যক্তি তাঁর দেহ ত্যাগের পর, আর এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে চলে যান। এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে, *পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ*—কেবল মাত্র ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের কাছে চলে যান।

শ্লোক ৩৭

রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে ।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

রূপ-ভেদ—রূপের পরিবর্তনের; **আস্পদম্**—কারণ; **দিব্যম্**—দিব্য; **কালঃ**—কাল; **ইতি**—এইভাবে; **অভিধীয়তে**—জানা যায়; **ভূতানাম্**—জীবেদের; **মহৎ-আদীনাম্**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; **যতঃ**—যার ফলে; **ভিন্ন-দৃশাম্**—ভিন্নদর্শী; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

বিভিন্ন জড় প্রকাশের রূপান্তর সাধনকারী কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি রূপ। যারা জানে না যে, কাল হচ্ছে সেই একই ভগবান, তারা কালের ভয়ে ভীত হয়।

তাৎপর্য

কালের কার্যকলাপে সকলেই ভীত হয়, কিন্তু যে ভক্ত জানেন, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক বা প্রকাশ, তিনি কালের প্রভাবে একটুও ভয় পান না।

রূপভেদাস্পদম্ বাক্যাংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালের প্রভাবে, কত রূপের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন একটি শিশুর যখন জন্ম হয়, তখন তার রূপ ছোট্ট, কিন্তু কালক্রমে সেই রূপটি একটি বড় রূপে পরিবর্তন হয়—একটি বালকের শরীর, তার পর একটি যুবকের শরীর। তেমনই, কালের প্রভাবে বা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। সাধারণত আমরা একটি শিশুর শরীর, একটি বালকের শরীর, এবং একটি যুবকের শরীরের মধ্যে পার্থক্য দেখি না, কারণ আমরা দেখি যে, কালের প্রভাবে এই পরিবর্তনগুলি হচ্ছে। কাল কিভাবে ক্রিয়া করে তা যারা জানে না, তারাই কালের ভয়ে ভীত হয়।

শ্লোক ৩৮

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥

যঃ—যিনি; **অন্তঃ**—অভ্যন্তরে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **ভূতানি**—জীবসমূহে; **ভূতৈঃ**—জীবেদের দ্বারা; **অত্তি**—সংহার করেন; **অখিল**—সকলের; **আশ্রয়ঃ**—আধার; **সঃ**—তিনি; **বিষ্ণু**—বিষ্ণু; **আখ্যঃ**—নামক; **অধিযজ্ঞঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **অসৌ**—তা; **কালঃ**—কাল; **কলয়তাম্**—সমস্ত প্রভুদের; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন কাল এবং সমস্ত প্রভুর প্রভু। তিনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তিনি সকলের আশ্রয়, এবং জীবেদের দ্বারা অন্য সমস্ত জীবেদের সংহার করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন পরম ভোক্তা, এবং অন্য সকলে তাঁর সেবকরূপে কার্য করছেন। সে সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদি ৫/১৪২) বর্ণনা করা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ* — শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরম ঈশ্বর। *আর সব ভৃত্য*—আর অন্য সকলে তাঁর দাস। ব্রহ্মা, শিব, এবং অন্য সমস্ত দেবতারা সকলেই তাঁর ভৃত্য। সেই বিষ্ণু পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, এবং তিনি এক জীব দ্বারা অন্য জীবের সংহারের কারণ।

শ্লোক ৩৯

**ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥ ৩৯ ॥**

ন—না; চ—এবং; **অস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কশ্চিৎ**—কেউ; **দয়িতঃ**—প্রিয়; ন—না; দ্বেষ্যঃ—শত্রু; ন—না; চ—এবং; **বান্ধবঃ**—বন্ধু; **আবিশতি**—সমীপবর্তী হয়; **অপ্রমত্তঃ**—সতর্ক; **অসৌ**—তিনি; **প্রমত্তম্**—অসাবধান; **জনম্**—ব্যক্তিদের; **অন্তকৃৎ**—সংহারকারী।

অনুবাদ

কেউই পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় নয় অথবা অপ্রিয় নয়। কেউই তাঁর বন্ধু নয় অথবা শত্রু নয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভুলে যাননি, তিনি তাঁদের অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, এবং যারা তাঁকে ভুলে গেছে, তিনি তাদের সংহার করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিস্মৃতিই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। জীব ভগবানের মতো নিত্য, কিন্তু তার বিস্মৃতির ফলে, সে জড়া প্রকৃতিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে। যখন তার দেহের বিনাশ হয়, তখন সে মনে করে যে, তারও বিনাশ হয়। প্রকৃত পক্ষে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্মৃতিই তার এই বিনাশের কারণ। যিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর শাশ্বত সম্পর্কের চেতনা পুনর্জাগরিত করেন, তিনি ভগবানের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান কারোর শত্রু এবং অন্য কারোর বন্ধু। তিনি সকলকেই সাহায্য করেন; যিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন নন, তিনি রক্ষা পান, আর যে মোহাচ্ছন্ন, সে বিনষ্ট হয়। তাই বলা হয়, *হরিং বিনা ন সৃতিং তরন্তি*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সাহায্য ব্যতীত, কেউই সংসার-চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে না। তাই শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তার ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেদের রক্ষা করা সমস্ত জীবের কর্তব্য।

শ্লোক ৪০

**যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥**

যৎ—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); ভয়াৎ—ভয় থেকে; বাতি—প্রবাহিত হয়; বাতঃ—বায়ু; অয়ম্—এই; সূর্য—সূর্য; তপতি—কিরণ বিকিরণ করে; যৎ—যাঁর; ভয়াৎ—ভয়ে; যৎ—যাঁর; ভয়াৎ—ভয়ে; বর্ষতে—বর্ষণ করে; দেবঃ—বৃষ্টির দেবতা; ভ-গণঃ—নক্ষত্রসমূহ; ভাতি—উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়; যৎ—যাঁর; ভয়াৎ—ভয়ে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, এবং নক্ষত্রসমূহ দীপ্তি প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে*—"আমার নির্দেশনায় প্রকৃতি কার্য করে।" মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, প্রকৃতি আপনা থেকেই কার্য করে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে এই প্রকার নাস্তিক মতবাদের সমর্থন করা হয়নি। প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য করছে। তা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের নির্দেশনায় সূর্য কিরণ বিতরণ করে, এবং মেঘ বারি বর্ষণ করে। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঘটছে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর অধ্যক্ষতায়।

শ্লোক ৪১

যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ৪১ ॥

যৎ—যাঁর কারণে; বনঃ-পতয়ঃ—বৃক্ষ; ভীতাঃ—ভয়ে ভীত; লতাঃ—লতাসমূহ; চ—এবং; ওষধিভিঃ—ওষধিসমূহ; সহ—সহ; স্বে স্বে কালে—আপন আপন সময় ক্রমে; অভিগৃহ্ণন্তি—ধারণ করে; পুষ্পাণি—ফুল; চ—এবং; ফলানি—ফল; চ—ও।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বৃক্ষ, লতা, ওষধি এবং মরসুমি গাছেরা আপন আপন সময়ে ফুল এবং ফল ধারণ করে।

তাৎপর্য

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মতো পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায়, নির্দিষ্ট সময়ে ঋতুর পরিবর্তন হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় বৃক্ষ, লতা এবং ওষধি ফুল-ফল ধারণ করে। এমন নয় যে, গাছ-পালা আপনা থেকেই অকারণে বর্ধিত হয়, যা নাস্তিকেরা দাবি করে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবানের পরম নির্দেশ অনুসারে তারা বর্ধিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি এত সুন্দরভাবে কার্য করে যে, মনে হয় যেন সব কিছু আপনা থেকেই হচ্ছে।

শ্লোক ৪২

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

স্রবন্তি—প্রবাহিত হয়; **সরিতঃ**—নদীসমূহ; **ভীতাঃ**—ভয়ার্তা; **ন**—না; **উৎসর্পতি**—প্লাবিত হয়; **উদধিঃ**—সমুদ্র; **যতঃ**—যাঁর জন্য; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইন্ধে**—দহন করে; **স-গিরিভিঃ**—পর্বতসহ; **ভূঃ**—পৃথিবী; **ন**—না; **মজ্জতি**—নিমজ্জিত হয়; **যৎ**—যাঁর; **ভয়াৎ**—ভয়ে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, এবং সমুদ্র বেলা-ভূমি অতিক্রম করে প্লাবিত হয় না। তাঁরই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং পর্বত সহ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের জলে নিমজ্জিত হয় না।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ জলে পূর্ণ, যাতে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু শায়িত রয়েছেন। তাঁর নাভি থেকে একটি কমল উত্থিত হয়েছে, এবং সেই কমলের নালে বিভিন্ন ভুবন বিরাজ করছে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা বলে, সমস্ত গ্রহগুলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে অথবা অন্য কোন নিয়মের ফলে ভাসছে। কিন্তু প্রকৃত বিধানকর্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমরা যখন নিয়মের কথা বলি, তখন আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, অবশ্যই একজন নিয়ামক রয়েছেন। জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু তারা আইন প্রণয়নকারীকে চিনতে অক্ষম। *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি, সেই আইন প্রবর্তনকারী কে—তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

এখানে বলা হয়েছে যে, গ্রহগুলি নিমজ্জিত হয় না। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে বা শক্তিক্রমে ভাসমান রয়েছে, তাই তারা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ পূর্ণ করে রয়েছে যে জল, তাতে পতিত হয় না। প্রতিটি গ্রহ তাদের পর্বত, সাগর, মহাসাগর, নগরী, প্রাসাদ এবং বাড়িঘর নিয়ে অত্যন্ত ভারী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভাসছে। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, অন্যান্য যে-সমস্ত গ্রহ মহা শূন্যে ভাসছে, তাতেও এই পৃথিবীর মতো মহাসাগর এবং পর্বত রয়েছে।

শ্লোক ৪৩

নভো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মাদদঃ ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

নভঃ—আকাশ; **দদাতি**—দেয়; **শ্বসতাম্**—জীবেদের; **পদম্**—আবাস; **যৎ**—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **নিয়মাৎ**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **অদঃ**—তা; **লোকম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **স্ব-দেহম্**—নিজের দেহ; **তনুতে**—বিস্তার করে; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **সপ্তভিঃ**—সপ্ত আবরণের দ্বারা; **আবৃতম্**—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণে আকাশ অন্তরীক্ষে বিভিন্ন গ্রহদের স্থান প্রদান করে, যেখানে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সপ্ত আবরণ সহ বিস্তৃত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, অন্তরীক্ষে সমস্ত গ্রহগুলি ভাসছে, এবং সেই সমস্ত গ্রহে জীব রয়েছে। *শ্বসতাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যারা শ্বাস গ্রহণ করে', বা জীবসমূহ। তাদের বসবাসের জন্য অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি গ্রহই অসংখ্য জীবের বাসস্থান, এবং ভগবানের পরম আদেশে আকাশে উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে এও বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিরাট শরীরের বৃদ্ধি হচ্ছে। তা সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যেমন পঞ্চ মহাভূত রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীরকে আচ্ছাদিত করে, সেই সমস্ত উপাদানগুলির আবরণ রয়েছে। প্রথম আবরণটি হচ্ছে মাটির, এবং তা ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের দশ গুণ বড়; দ্বিতীয় আবরণটি হচ্ছে জলের এবং তা পৃথিবীর

আবরণ থেকে দশ গুণ বড়; তৃতীয় আবরণটি আগুনের, যা জলের আবরণ থেকে দশ গুণ বড়। এইভাবে প্রতিটি আবরণ তার পূর্ববর্তী আবরণ থেকে দশ গুণ বড়।

শ্লোক ৪৪

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ।
বর্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৪ ॥

গুণ—জড় প্রকৃতির গুণ; **অভিমানিনঃ**—নিয়ন্তা; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **সর্গ-আদিষু**—সৃষ্টি আদির ব্যাপারে; **অস্য**—এই জগতের; **যৎ-ভয়াৎ**—যাঁর ভয়ে; **বর্তন্তে**—কার্য করে; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে; **যেষাম্**—যাঁর; **বশে**—অধীনে; **এতৎ**—এই; **চর-অচরম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্তা দেবতাগণ সৃষ্টি, পালন, এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন। এই জড় জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুই তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম তিনজন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অধীন। ভগবান বিষ্ণু সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা, ব্রহ্মা রজোগুণের নিয়ন্তা এবং শিব তমোগুণের নিয়ন্তা। তেমনই বায়ু, জল, মেঘ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ বহু দেবতা রয়েছেন। ঠিক যেমন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তেমনই, এই জড় জগতে ভগবানের রাষ্ট্রে বহু বিভাগ রয়েছে, এবং সেই সমস্ত বিভাগগুলি ভগবানের ভয়ে যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন করে। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ*। নিঃসন্দেহে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানকারী বহু ঈশ্বর রয়েছেন, কিন্তু পরম ঈশ্বর হচ্ছেন কৃষ্ণ।

প্রলয় দুই প্রকার। এক প্রকার প্রলয় তখন হয়, যখন ব্রহ্মা তাঁর রাত্রিতে নিদ্রিত হন, এবং অন্তিম প্রলয় হয়, যখন ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত, সৃষ্টি, পালন, এবং সংহার কার্য পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৪৫

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—সেই; **অনন্তঃ**—অন্তহীন; **অন্ত-করঃ**—বিনাশ-কর্তা; **কালঃ**—কাল; **অনাদিঃ**—যার আদি নেই; **আদি-কৃৎ**—স্রষ্টা; **অব্যয়ঃ**—অপরিবর্তনীয়; **জনম্**—মানুষদের; **জনেন**—মানুষদের দ্বারা; **জনয়ন্**—সৃষ্টি করে; **মারয়ন্**—বিনাশ করে; **মৃত্যুনা**—মৃত্যুর দ্বারা; **অন্তকম্**—মৃত্যুর দেবতা।

অনুবাদ

কাল অনাদি এবং অনন্ত। তা কারাগার-সদৃশ এই জড় জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। কাল এই জগতের অন্তক। তা এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে, আবার তেমনই মৃত্যুর দেবতা যমরাজেরও বিনাশ সাধন করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পাদন করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি শাশ্বত কালের প্রভাবে পিতা পুত্রের জন্ম দেন, আবার নিষ্ঠুর মৃত্যুর প্রভাবে পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কালের প্রভাবে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দেবতারও মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই জড় জগতে সমস্ত দেবতারাও আমাদের মতোই অনিত্য, আমাদের আয়ু বড় জোর একশ' বছর, তেমনই দেবতাদের আয়ু যদিও কোটি-কোটি বছর, তবুও তাঁরাও নিত্য নয়। এই জড় জগতে কেউই অনন্ত কাল ধরে জীবিত থাকতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গুলি হেলনে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়, পালন হয় এবং বিনাশ হয়। তাই ভক্ত এই জড় জগতে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্ত কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে চান। এই সেবার বৃত্তি নিত্য; ভগবান নিত্য, তাঁর ভক্ত নিত্য, এবং সেবাও নিত্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা' নামক উনত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা

শ্লোক ১

কপিল উবাচ

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্ ।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিলদেব বললেন; **তস্য এতস্য**—এই কালের; **জনঃ**—ব্যক্তি; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **বেদ**—জানেন; **উরু-বিক্রমম্**—মহান পরাক্রম; **কাল্যমানঃ**—বহন করে নিয়ে যায়; **অপি**—যদিও; **বলিনঃ**—শক্তিশালী; **বায়োঃ**—বায়ুর; **ইব**—মতো; **ঘন**—মেঘের; **আবলিঃ**—পুঞ্জ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাব জানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের অসীম বিক্রম জানতে পারে না, যার দ্বারা সে চালিত হয়।

তাৎপর্য

মহান রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন যে, কোটি-কোটি টাকার বিনিময়েও এক মুহূর্ত কাল ফিরে পাওয়া যায় না। মূল্যবান সময়ের অপচয়ের ফলে, যে-বিরাট ক্ষতি হয়, তা কোন রকম গণনার দ্বারা হিসাব করা যায় না। মানুষের কাছে যতটুকু সময় রয়েছে, তা জাগতিক অথবা পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিত। বদ্ধ জীব একটি বিশেষ শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস করে, এবং শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই স্বল্প সময়ের

মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে কালের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যারা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত নয়, তারা তাদের অজ্ঞাতসারে কালের প্রবল শক্তির দ্বারা বিচলিত হয়, ঠিক যেমন বায়ু মেঘপুঞ্জকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

শ্লোক ২

যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে ।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্ছোচতি যৎকৃতে ॥ ২ ॥

যম্ যম্—যা কিছু; **অর্থম্**—বস্তু; উপাদত্তে—উপার্জন করে; **দুঃখেন**—ক্লেশ স্বীকার করে; **সুখ-হেতবে**—সুখের জন্য; **তম্ তম্**—তা; **ধুনোতি**—বিনাশ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুমান্**—মানুষ; **শোচতি**—শোক করে; **যৎ-কৃতে**—যে কারণে।

অনুবাদ

তথাকথিত সুখের জন্য জড়বাদীরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে যে-সব প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান তা সবই বিনাশ করেন, এবং সেই জন্য বদ্ধ জীবেরা শোক করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কালের প্রধান কার্য হচ্ছে সব কিছু ধ্বংস করা। জড়বাদীরা জড় চেতনায় অর্থনৈতিক উন্নতির নামে কত বস্তু উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত। তারা মনে করে যে, জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার ফলে মানুষ সুখী হবে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, তারা যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তা সবই কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে কত শক্তিশালী সম্রাটেরা বহু কষ্ট স্বীকার করে এবং বহু অধ্যবসায়ের ফলে, তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, কেবল জড়-জাগতিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উৎপাদন করে তারা তাদের সময়ের অপচয় করছে, কারণ কালের প্রভাবে সেই সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে। জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলেই এই শক্তির অপব্যয় হচ্ছে, কারণ তারা জানে না যে, তারা নিত্য এবং তাদের এক নিত্য বৃত্তিও রয়েছে। তারা জানে না যে, কোন এক বিশেষ

শরীরে জীবনের অবধি তার অন্তহীন যাত্রায় একটি পলকের মতো। সেই সত্য না জেনে, তারা এই অতি ক্ষুদ্র এক পলকের জীবনকে সর্বস্ব বলে মনে করে, এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে তারা তাদের সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ৩

যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্মতিঃ ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥ ৩ ॥

যৎ—যেহেতু; **অধ্রুবস্য**—অনিত্য; **দেহস্য**—দেহের; **স-অনুবন্ধস্য**—সম্পর্কিত যা; **দুর্মতিঃ**—পথভ্রষ্ট ব্যক্তি; **ধ্রুবাণি**—নিত্য; **মন্যতে**—মনে করে; **মোহাৎ**—অজ্ঞানতাবশত; **গৃহ**—গৃহ; **ক্ষেত্র**—ভূমি; **বসূনি**—সম্পদ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পথভ্রষ্ট জড়বাদী ব্যক্তি জানে না যে, তার দেহটি অনিত্য, এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র এবং সম্পদ—সেই সবও অনিত্য। অজ্ঞানতাবশত সে সব কিছুকে নিত্য বলে মনে করে।

তাৎপর্য

একজন জড়বাদী মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ভক্তেরা পাগল এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে তারা তাদের সময় নষ্ট করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে জানে না যে, সে নিজেই হচ্ছে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক বদ্ধ পাগল, কারণ সে তার দেহটিকে নিত্য বলে মনে করছে, এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, দেশ, সমাজ এবং অন্য সমস্ত বস্তুগুলিকেও নিত্য বলে মনে করছে। জড়বাদীদের গৃহ, ক্ষেত্র ইত্যাদিকে নিত্য বলে মনে করাকে বলা হয় *মায়া*। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি*—কেবল মোহবশত জড়বাদীরা তাদের গৃহ, তাদের ক্ষেত্র, তাদের ধন-সম্পত্তি ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী বলে মনে করে। এই মোহ থেকে পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক উন্নতি, যেগুলিকে আধুনিক সভ্যতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, সেইগুলির বিকাশ হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি জানেন যে, মানব-সমাজের এই অর্থনৈতিক উন্নতি কেবল অনিত্য মায়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের আর এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেহকে আত্মা বলে মনে করা, এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয় বলে মনে করা এবং

নিজের জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করা পাশবিক সভ্যতার পরিণতি। কিন্তু, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনায় আলোক প্রাপ্ত হন তখন তিনি সেইগুলি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন। সেইটি একটি অত্যন্ত উপযুক্ত প্রস্তাব। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জড় প্রগতি কৃষ্ণভাবনার প্রসারের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন প্রগতিশীল জীবনের এক নতুন অবস্থার উদয় হয়।

শ্লোক ৪

জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥ ৪ ॥

জন্তুঃ—জীব; বৈ—নিশ্চয়ই; ভবে—সংসারে; এতস্মিন্—এই; যাম্ যাম্—যা কিছু; যোনিম্—যোনি; অনুব্রজেৎ—প্রাপ্ত হয়; তস্যাম্ তস্যাম্—সেই সেই; সঃ—তিনি; লভতে—লাভ করেন; নির্বৃতিম্—সন্তোষ; ন—না; বিরজ্যতে—বিরক্ত হয়।

অনুবাদ

জীব এই সংসারে যে যেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেই যোনিতেই সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করে, এবং সেই অবস্থায় সে কখনও বিরক্ত হয় না।

তাৎপর্য

জীব কোন বিশেষ শরীরে, তা যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, যে সন্তোষ উপভোগ করে, তাকে বলা হয় মায়া। উচ্চতর পদে রয়েছে যে মানুষ, সে নিম্ন স্তরের মানুষের জীবনের প্রতি বিরক্তি অনুভব করতে পারে, কিন্তু নিম্ন স্তরের মানুষটি মায়ার প্রভাবে সেই অবস্থাতেই তৃপ্ত। মায়ার কার্যের দুইটি অবস্থা রয়েছে। একটিকে বলা হয় *প্রক্ষেপাত্মিকা*, এবং অন্যটিকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা*। *আবরণাত্মিকা* মানে হচ্ছে 'আচ্ছাদনকারী', এবং *প্রক্ষেপাত্মিকা* মানে হচ্ছে 'নীচে ফেলে দেওয়া'। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, জড়বাদী ব্যক্তিরা অথবা পশুরা সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তাদের জ্ঞান মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। জীবনের নিম্ন স্তরে বা নিম্ন যোনিতে চেতনার বিকাশ এতই কম যে, সে বুঝতে পারে না সে সুখী না দুঃখী। এইটিকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা*। বিষ্ঠাভোজী শূকরও নিজেকে সুখী বলে মনে করে, যদিও উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি দেখতে পায় যে, একটি শূকর হচ্ছে বিষ্ঠাভোজী। সেই জীবনটি কত ঘৃণ্য!

শ্লোক ৫

নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥ ৫ ॥

নরক—নরকে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **দেহম্**—দেহ; **বৈ**—বাস্তবিক পক্ষে; **ন**—না; **পুমান্**—মানুষ; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করে; **নারক্যাম্**—নারকীয়; **নির্বৃতৌ**—ভোগ; **সত্যাম্**—অস্তিত্ব; **দেব-মায়া**—শ্রীবিষ্ণুর মায়ার দ্বারা; **বিমোহিতঃ**—মোহাচ্ছন্ন।

অনুবাদ

যে বিশেষ যোনিতে বদ্ধ জীব রয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার আবরণাত্মক প্রভাবের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, নরকে থাকলেও, তার সেই শরীরকে সে ত্যাগ করতে চায় না, কারণ সেই নারকীয় অবস্থাকেই সে সুখকর বলে মনে করে।

তাৎপর্য

শোনা যায় যে, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং এই পৃথিবীতে একটি শূকররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রহ্মা তাঁকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, তখন স্বর্গলোকে তাঁর দেবরাজের পদ বিস্মৃত ইন্দ্র স্বর্গলোকে ফিরে যেতে নারাজ হন। এইটি হচ্ছে মায়ার সম্মোহনী শক্তি। ইন্দ্র পর্যন্ত তাঁর স্বর্গলোকের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে, একটি শূকরের জীবন লাভ করে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা তাদের বিশেষ শরীরের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে যদি বলা হয়, "এই শরীরটি ত্যাগ কর, তা হলে এখনই একটি রাজার শরীর প্রাপ্ত হবে," সেই প্রস্তাবে সে রাজি হবে না। এই আসক্তি সমস্ত বদ্ধ জীবেদের অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করছেন, "এই জড় জগতে সব কিছু পরিত্যাগ কর। আমার কাছে এস, তা হলে আমি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।" কিন্তু আমরা তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করছি না। আমরা মনে করছি, "আমরা বেশ ভালই আছি। কেন আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হব এবং তাঁর ধামে ফিরে যাব?" একেই বলা হয় মায়া। প্রত্যেকেই তার জীবনের স্তরে সন্তুষ্ট, তার সেই জীবন যতই জঘন্য হোক না কেন।

শ্লোক ৬

আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু ।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে ॥ ৬ ॥

আত্ম—শরীর; **জায়া**—পত্নী; **সুত**—সন্তান-সন্ততি; **অগার**—গৃহ; **পশু**—পশু; **দ্রবিণ**—সম্পদ; **বন্ধুষু**—বন্ধুদের; **নিরূঢ়-মূল**—বদ্ধমূল; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বহু**—সুউচ্চ; **মন্যতে**—মনে করে।

অনুবাদ

দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতির প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, জীব তার জড়-জাগতিক জীবনে এই প্রকার সন্তোষ অনুভব করে। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মানব-জীবনের এই তথাকথিত পূর্ণতা মনগড়া কল্পনা মাত্র। তাই বলা হয় যে, জড়বাদীদের জড় গুণে যতই গুণবান বলে মনে করা হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তাদের কোন গুণই নেই, কারণ তারা কেবল মনোরথে বিচরণ করছে, যা তাদের পুনরায় অনিত্য জড়-জাগতিক অস্তিত্বে অধঃপতিত করবে। যারা মনোধর্মী, তারা কখনও চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে না। এই প্রকার মানুষ পুনরায় জড়-জাগতিক জীবনে অধঃপতিত হতে বাধ্য। তথাকথিত সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার সংসর্গের ফলে, বদ্ধ জীব আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়।

শ্লোক ৭

সন্দহ্যমানসর্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা ।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সন্দহ্যমান—দগ্ধ; **সর্ব**—সমস্ত; **অঙ্গঃ**—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **এষাম্**—পরিবারের এই সমস্ত সদস্যদের; **উদ্বহন**—ভরণ-পোষণের জন্য; **আধিনা**—উৎকণ্ঠাযুক্ত; **করোতি**—করে; **অবিরতম্**—সর্বদা; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ; **দুরিতানি**—পাপ কর্ম; **দুরাশয়ঃ**—পাপমতি।

অনুবাদ

উৎকণ্ঠায় সর্বক্ষণ দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রকার মূর্খেরা তাদের তথাকথিত কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের জন্য দুরাশাগ্রস্ত হয়ে, সর্বদা নানা প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, একটি বিশাল সাম্রাজ্য চালানোর থেকে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ করা কঠিন, বিশেষ করে এখনকার দিনে, যখন কলি যুগের প্রভাব এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, মায়ার পরিবার স্বীকার করার ফলে, সকলেই সর্বদা বিচলিত এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যে পরিবারের ভরণ-পোষণ আমরা করি, তা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট; তা কৃষ্ণলোকের পরিবারের বিকৃত প্রতিফলন। কৃষ্ণলোকেও পরিবার, বন্ধু, সমাজ, পিতা-মাতা—সব কিছুই রয়েছে; কিন্তু সেখানে সবই নিত্য। এখানে, যখন আমরা দেহ পরিবর্তন করি, তখন আমাদের পারিবারিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। কখনও আমরা মানুষের পরিবারে, কখনও দেবতাদের পরিবারে, কখনও বিড়ালের পরিবারে অথবা কখনও কুকুরের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি। পরিবার, সমাজ এবং বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী, তাই তাকে বলা হয় অসৎ। কথিত হয় যে, যতক্ষণ আমরা এই অসৎ, অনিত্য, অলীক সমাজ এবং পরিবারের প্রতি আসক্ত হই, ততক্ষণ আমরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকি। জড়বাদীরা জানে না যে, এই জড় জগতে পরিবার, সমাজ ও বন্ধুত্ব প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং এইভাবে তারা তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে তাদের হৃদয় সর্বদা দগ্ধ হয়, কিন্তু সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও, তারা এই মিথ্যা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে প্রকৃত পরিবারের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।

শ্লোক ৮

আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাং চ মায়য়া ।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্ ॥ ৮ ॥

আক্ষিপ্ত—মোহিত; **আত্ম**—হৃদয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **অসতীনাম্**—মিথ্যা; **চ**—এবং; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **রহঃ**—নির্জন স্থানে;

রচিতয়া—প্রদর্শিত; **আলাপৈঃ**—কথাবার্তার দ্বারা; **শিশূনাম্**—শিশুদের; **কল-ভাষিণাম্**—মিষ্টি কথার দ্বারা।

অনুবাদ

যে রমণী মায়ার দ্বারা তাকে মোহিত করে, তাকেই সে তার হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় অর্পণ করে। নির্জন স্থানে সে তার আলিঙ্গন এবং গোপন আলাপের দ্বারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করে, এবং শিশুদের আধ-আধ মিষ্টি বুলিতে সে মুগ্ধ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

মায়ার রাজ্যের ভিতর পারিবারিক জীবন শাশ্বত জীবের পক্ষে ঠিক একটি কারাগারের মতো। কারাগারে কয়েদি লৌহ-শৃঙ্খল এবং লৌহ-পিঞ্জরের দ্বারা বন্দি থাকে। তেমনই বদ্ধ জীব রমণীর মনোহর সৌন্দর্যের দ্বারা, নির্জন স্থানে তার আলিঙ্গনের দ্বারা, তথাকথিত প্রেম আলাপের দ্বারা, এবং তার শিশু-সন্তানদের আধ-আধ বুলির দ্বারা বন্দি হয়ে রয়েছে। এইভাবে সে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়।

এই শ্লোকে *স্ত্রীণামসতীনাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, রমণীর প্রেম কেবল পুরুষের মনকে বিচলিত করার জন্য। প্রকৃত পক্ষে এই জড় জগতে প্রেম বলে কিছু নেই। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি চায়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্ত্রী এক মায়িক প্রেম সৃষ্টি করে, এবং পুরুষ সেই মায়িক প্রেমে মোহিত হয়ে, তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়। এই প্রকার মিলনের ফলে যখন সন্তান উৎপন্ন হয়, তখন পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে সেই শিশুর আধ-আধ মিষ্টি বুলি। গৃহে স্ত্রীর প্রেম এবং শিশুর মিষ্টি বুলি মানুষকে খুব ভালভাবে বন্দি করে রাখে, এবং তার ফলে সে তার গৃহ ত্যাগ করতে পারে না। বেদের ভাষায় এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *গৃহমেধী*, অর্থাৎ 'যার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার গৃহ।' গৃহস্থ হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর পরিবার, পত্নী এবং সন্তানদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করা। তাই মানুষকে গৃহস্থ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়, গৃহমেধী হতে নয়। গৃহস্থের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে মায়া-রচিত পারিবারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, কি করে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিবারে প্রবেশ করা যায়; আর গৃহমেধীদের কাজ হচ্ছে তথাকথিত পারিবারিক জীবনে নিজেকে জন্ম-জন্মান্তরে বার বার জড়িয়ে ফেলে নিরন্তর মায়ার অন্ধকারে থাকা।

শ্লোক ৯

গৃহেষু কূটধর্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ ।
কুর্বন্‌দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥ ৯ ॥

গৃহেষু—পারিবারিক জীবনে; কূট-ধর্মেষু—শাঠ্য আচরণ; দুঃখ-তন্ত্রেষু—দুঃখ বিস্তারকারী; অতন্দ্রিতঃ—সতর্ক; কুর্বন্—করে; দুঃখ-প্রতীকারম্—দুঃখের নিবৃত্তি; সুখ-বৎ—সুখের মতো; মন্যতে—মনে করে; গৃহী—গৃহব্রত।

অনুবাদ

আসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি কূটনীতি এবং রাজনীতিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবনে অবস্থান করে। সর্বদা দুঃখ বিস্তার করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্যই কেবল কর্ম করে। যদি সে সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হয়, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, এই জড় জগৎ অশাশ্বত এবং দুঃখময়। এই জড় জগতে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় সুখের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুখের নামে যা কিছু হচ্ছে, তা সবই মায়া। এই জড় জগতে, সুখ মানে হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি সাধনে সফল হওয়া। এই জড় জগৎ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, কেউ যদি চতুর কূটনীতিজ্ঞ হতে না পারে, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু, পক্ষী, মৌমাছি ইত্যাদি নিম্নতর স্তরের জীব-সমাজেও আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের দৈহিক প্রয়োজনগুলি চতুরতার সঙ্গে পূরণ করা হয়। মানব-সমাজে রাষ্ট্রীয় স্তরে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়, এবং সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের জন্য সমগ্র মানব-সমাজ কূটনীতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত কূটনীতি এবং জীবন-সংগ্রামে সমস্ত বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে নিমেষের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই, এই সংসারে সুখী হওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত প্রয়াস মায়া-রচিত মোহ মাত্র।

শ্লোক ১০

অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্ ।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্‌যাত্যধঃ স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥

অর্থৈঃ—ধন-সম্পদের দ্বারা; **আপাদিতৈঃ**—অর্জিত; **গুর্ব্যা**—মহান; **হিংসয়া**—হিংসার দ্বারা; **ইতঃ-ততঃ**—সর্বত্র; **চ**—এবং; **তান্**—তাদের (পরিবারের সদস্যদের); **পুষ্ণাতি**—পালন করে; **যেষাম্**—যাদের; **পোষেণ**—পালন-পোষণের ফলে; **শেষ**—অবশিষ্ট; **ভুক্**—ভোজন; **যাতি**—যায়; **অধঃ**—নিম্নাভিমুখী; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

সে ইতস্তত হিংসা আচরণ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে, এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজে কেবল সেই অর্থের দ্বারা কেনা খাদ্যের স্বল্প মাত্র অংশই আহার করে, এবং এইভাবে যাদের জন্য সে অন্যায়ভাবে ধন সংগ্রহ করেছিল, তাদেরই জন্য সে নরকগামী হয়।

তাৎপর্য

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর।' পরিবারের যে-সমস্ত সদস্যদের জন্য বিষয়াসক্ত মানুষ নানাবিধ পাপকর্মে রত হয়, তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না। মোহের বশে বিষয়াসক্ত মানুষ পরিবারের এই সমস্ত সদস্যদের সেবা করে, এবং তাদের সেবা করার ফলে, তাকে জীবনের নারকীয় অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। যেমন, একটি চোর তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চুরি করে, এবং সে যখন ধরা পড়ে, তখন তাকে কারাগারে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় অস্তিত্বের এবং জড়-জাগতিক সমাজ, বন্ধু এবং প্রেমের এটিই হচ্ছে সারমর্ম। পরিবারের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সর্বদা ছলে বলে কৌশলে ধন সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, সে নিজে কিন্তু এই প্রকার পাপ কর্ম ব্যতীত যতটুকু ভোগ করতে পারত, তার থেকে বেশি কিছু ভোগ করতে পারে না। একটি মানুষ যে দিনে এক পোয়া খাবার খায়, কিন্তু তাকে হয়তো একটি বিরাট পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে হয়, এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যে-কোন উপায়েই হোক না কেন অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু সে নিজে তার আহারের ক্ষমতার অতিরিক্ত আর কিছু পায় না, এবং অনেক সময় তাকে তার পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের ভুক্তাবশিষ্টই আহার করতে হয়। অন্যায়ভাবে

ধন সংগ্রহ করা সত্ত্বেও, সে নিজে তার জীবন উপভোগ করতে পারে না। এইটিকে বলা হয় মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি।

সমাজ, দেশ এবং জাতির প্রতি ভ্রমাত্মক সেবার পন্থাটি সর্বত্রই এক প্রকার, এবং তা বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক সময় রাষ্ট্রনেতা, যে তার দেশ-সেবার ফলে অত্যন্ত মহৎ হয়েছে, সেবার ভুলের জন্য তাকে তার দেশবাসীর হাতে নিহত হতে হয়। অর্থাৎ, তার ভ্রমাত্মক সেবার দ্বারা কেউই তার আশ্রিতদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, যদিও সেই সেবা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না, কেননা সেবা করাই হচ্ছে স্বরূপগত বৃত্তি। জীব তার স্বরূপে পরম পুরুষের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু সেই পরম পুরুষের সেবা করার কথা ভুলে গিয়ে, সে অন্যদের সেবায় ব্রতী হয়; তাকে বলা হয় মায়া। অন্যদের সেবা করে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে প্রভু। পরিবারের কর্তা মনে করে যে, সে পরিবারের প্রভু অথবা রাষ্ট্রনেতা মনে করে যে, সে রাষ্ট্রের প্রভু, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা দাসত্ব করছে, এবং এইভাবে মায়ার দাসত্ব করার ফলে, তারা ধীরে ধীরে নরকগামী হচ্ছে। অতএব, প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সম্পদ, তাঁর সমস্ত বুদ্ধি এবং তাঁর কথা বলার সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ১১

বার্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥ ১১ ॥

বার্তায়াম্—যখন তার জীবিকা; **লুপ্যমানায়াম্**—ব্যাহত হয়; **আরব্ধায়াম্**—দায়িত্ব গ্রহণ করে; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **লোভ**—লোভের দ্বারা; **অভিভূতঃ**—আচ্ছন্ন; **নিঃসত্ত্বঃ**—বিনষ্ট; **পর-অর্থে**—পরের সম্পদে; **কুরুতে স্পৃহাম্**—আকাঙ্ক্ষা করে।

অনুবাদ

যখন তার জীবিকায় সে ব্যর্থ হয়, তখন সে বার বার তার অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টায় সে যখন ব্যর্থ হয় এবং বিনষ্ট হয়, তখন সে অত্যধিক লোভের কারণে, অন্যের ধন গ্রহণ করে।

শ্লোক ১২

কুটুম্বভরণাকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ঞ্ছ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥ ১২ ॥

কুটুম্ব—তার আত্মীয়-স্বজন; ভরণ—ভরণ-পোষণ করতে; অকল্পঃ—অক্ষম হয়ে; মন্দ-ভাগ্যঃ—দুর্ভাগা; বৃথা—নিষ্ফল; উদ্যমঃ—প্রচেষ্টা; শ্রিয়া—সৌন্দর্য, সম্পদ; বিহীনঃ—রহিত; কৃপণঃ—চরম দুর্দশাগ্রস্ত; ধ্যায়ন্—শোক করে; শ্বসিতি—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে; মূঢ়—মোহগ্রস্ত; ধীঃ—তার বুদ্ধি।

অনুবাদ

যখন সেই দুর্ভাগা তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে হতশ্রী হয়, তখন সে তার ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শোক করে।

শ্লোক ১৩

এবং স্বভরণাকল্পং তৎকলত্রাদয়স্তথা ।
নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্বং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব-ভরণ**—তাদের পালন-পোষণে; **অকল্পম্**—অসমর্থ; **তৎ**—তার; **কলত্র**—পত্নী; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **তথা**—সেই প্রকার; **ন**—না; **আদ্রিয়ন্তে**—আদর করে; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—পূর্বের মতো; **কীনাশাঃ**—কৃষক; **ইব**—মতো; **গো-জরম্**—বৃদ্ধ বলদ।

অনুবাদ

তাদের পালন-পোষণে তাকে অসমর্থ দেখে, তার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাকে আর আগের মতো সম্মান করে না, ঠিক যেমন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলদকে অযত্ন করে।

তাৎপর্য

কেবল এই যুগেই নয়, অনাদি কাল ধরে উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কেউই পছন্দ করে না। এমন কি বর্তমান যুগেও, কোন কোন জাতি বা দেশে বৃদ্ধদের বিষ দেওয়া হয়, যাতে তারা তাড়াতাড়ি মরে যায়। কোন কোন নরখাদক সমাজে,

বৃদ্ধ পিতামহকে মেরে ফেলে, উৎসব করে তার মাংস খাওয়া হয়। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কার্য করতে অক্ষম বৃদ্ধ বলদকে কৃষক চায় না। তেমনই পরিবারে আসক্ত ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়, তখন তার পত্নী, পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে আর পছন্দ করে না, এবং তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করা তো দূরের কথা, তারা তাকে রীতিমতো অবহেলা করে। তাই, বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করাই সমীচীন। মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, যাতে ভগবান তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, এবং তিনি যেন তার তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা উপেক্ষিত না হন।

শ্লোক ১৪

তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥ ১৪ ॥

তত্র—সেখানে; অপি—যদিও; অজাত—উদয় হয়নি; নির্বেদঃ—বিরক্তি; ভ্রিয়মাণঃ—পালিত হয়ে; স্বয়ম্—নিজে নিজে; ভৃতৈঃ—পালিতদের দ্বারা; জরয়া—বৃদ্ধ অবস্থায়; উপাত্ত—প্রাপ্ত; বৈরূপ্যঃ—বিরূপ; মরণ—মৃত্যু; অভিমুখঃ—আসন্ন; গৃহে—গৃহে।

অনুবাদ

কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না। যাদের সে এক সময় পালন করেছিল, তাদেরই দ্বারা অবজ্ঞাভরে সে পালিত হয়। জরার প্রভাবে বিরূপাকৃতি হয়ে, সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

তাৎপর্য

পারিবারিক আসক্তি এতই প্রবল যে, বৃদ্ধ অবস্থায় নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, সে পরিবারের প্রতি তার প্রেম ত্যাগ করতে পারে না, এবং সেই গৃহে ঠিক একটি কুকুরের মতো সে অবস্থান করে। বৈদিক জীবন ধারায় মানুষকে সবল থাকা কালেই পারিবারিক জীবন ত্যাগ করতে হয়। সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অত্যন্ত দুর্বল এবং জড় কার্যকলাপের দ্বারা বিভ্রান্ত

হওয়ার পূর্বে, এবং রোগগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে, মানুষের উচিত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে জীবনের বাকি দিনগুলি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করা। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করা মাত্রই, গৃহস্থের কর্তব্য সংসার জীবন পরিত্যাগ করে একাকী বনে বাস করা। এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করার পর, প্রতিটি ঘরে ঘরে পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য, তার উচিত সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

শ্লোক ১৫

আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্ ।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥ ১৫ ॥

আস্তে—থাকে; **অবমত্যা**—উপেক্ষিতভাবে; **উপন্যস্তম্**—যা দেওয়া হয়; **গৃহ-পালঃ**—কুকুর; **ইব**—মতো; **আহরন্**—আহার করে; **আময়াবী**—রোগগ্রস্ত; **অপ্রদীপ্ত-অগ্নিঃ**—অজীর্ণ রোগাক্রান্ত; **অল্প**—স্বল্প পরিমাণ; **আহারঃ**—আহার; **অল্প**—স্বল্প পরিমাণ; **চেষ্টিতঃ**—কর্মক্ষমতা।

অনুবাদ

এইভাবে সে গৃহে ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতো থাকে এবং অবহেলাভরে তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি আদি নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে, সে কেবল অল্প একটু আহার করে, এবং অক্ষম হওয়ার ফলে, কোন রকম কাজ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পূর্বে মানুষকে অবশ্যই রোগগ্রস্ত এবং অক্ষম হয়ে পড়তে হয়, এবং সে যখন তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়, তখন নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার ফলে, তার জীবন একটি কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পৌঁছাবার পূর্বেই, মানুষের কর্তব্য গৃহত্যাগ করা, এবং আত্মীয়-স্বজনদের থেকে দূরে মৃত্যুবরণ করা। মানুষ যদি গৃহত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজনদের জানবার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তাকে মহিমান্বিত মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সংসারে আসক্ত মানুষ চায় যে, তার মৃত্যুর পরেও তার পরিবারের লোকেরা এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে। যদিও

সে নিজে সেই শোভাযাত্রাটি দেখতে পাবে না, তবুও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, জাঁকজমক সহকারে শোভাযাত্রার মাধ্যমে তার দেহটি যেন নিয়ে যাওয়া হয়। সে যদিও জানে না যে, তার দেহ ত্যাগের পর পরবর্তী জীবনে সে কোথায় যাবে, তবুও সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে।

শ্লোক ১৬

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িকঃ ।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ১৬ ॥

বায়ুনা—বায়ুর দ্বারা; **উৎক্রমতা**—বেরিয়ে আসে; **উত্তারঃ**—চক্ষু; **কফ**—কফ; **সংরুদ্ধ**—অবরুদ্ধ; **নাড়িকঃ**—শ্বাসনালী; **কাস**—কাশি; **শ্বাস**—নিঃশ্বাস; **কৃত**—করে; **আয়াসঃ**—কষ্ট; **কণ্ঠে**—গলায়; **ঘুর-ঘুরায়তে**—ঘুর-ঘুর শব্দ করে।

অনুবাদ

সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে, এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ বের হয়।

শ্লোক ১৭

শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ ।
বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ ॥ ১৭ ॥

শয়ানঃ—শয়ন করে; **পরিশোচদ্ভিঃ**—শোক করে; **পরিবীতঃ**—পরিবৃত; **স্ব-বন্ধুভিঃ**—তার আত্মীয় এবং বন্ধুদের দ্বারা; **বাচ্যমানঃ**—বলতে অনুরোধ করা হয়; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **ব্রূতে**—বলে; **কাল**—কালের; **পাশ**—বন্ধন; **বশম্**—বশীভূত হয়ে; **গতঃ**—গত।

অনুবাদ

এইভাবে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে, এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কালপাশের বশবর্তী হয়ে সে আর তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

তাৎপর্য

মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে, তখন লৌকিকতা প্রদর্শন করার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনেরা আসে, এবং কখনও কখনও তারা মৃত ব্যক্তিকে "হে পিতা!" "হে বন্ধু!" অথবা "হে পতিদেবতা!" ইত্যাদি বলে মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে। সেই করুণ অবস্থায় মৃত্যুর পথযাত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় এবং তার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে তখন সম্পূর্ণরূপে কালের বা মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সে আর কিছু বলতে পারে না, এবং তার ফলে সে অবর্ণনীয় বেদনা অনুভব করে। তার ব্যাধির জন্য সে ইতিমধ্যেই এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে, এবং তার গ্রন্থিগুলি ও কণ্ঠ কফের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে, এবং তার আত্মীয়-স্বজনেরা যখন এইভাবে তাকে সম্বোধন করে ক্রন্দন করে, তখন তার শোক বর্ধিত হয়।

শ্লোক ১৮

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুটুম্ব-ভরণে**—পরিবার প্রতিপালনে; **ব্যাপৃত**—মগ্ন; **আত্মা**—তার মন; **অজিত**—অসংযত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **ম্রিয়তে**—মারা যায়; **রুদতাম্**—রোরুদ্যমান; **স্বানাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **উরু**—মহান; **বেদনয়া**—বেদনায়; **অস্ত**—বিহীন; **ধীঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

এইভাবে, অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মানুষ সেই চিন্তায় মগ্ন হয়, যা সে সারা জীবন অনুশীলন করেছে। যে ব্যক্তি সারা জীবন তার পরিবারের ভরণ-

পোষণের অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় চিন্তা করেনি, তার অন্তিম সময়ে পারিবারিক বিষয়ের কথাই চিন্তা হবে। সাধারণ মানুষদের জন্য এইটি স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ তার নিয়তি সম্বন্ধে অবগত নয়; সে কেবল তার ক্ষণস্থায়ী জীবনে তার পরিবার প্রতিপালনেই ব্যস্ত থাকে। অন্তিম অবস্থায়, তার পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সে যা করেছে, তাতে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে না; সকলেই মনে করে যে, সে যথেষ্ট আয়োজন করে যেতে পারেনি। পরিবারের প্রতি এই গভীর আসক্তির ফলে, তার জীবনের প্রধান কর্তব্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং পারমার্থিক চেতনার উন্নতি সাধনের কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। অনেক সময় মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি তার পুত্র অথবা অন্য কোন আত্মীয়দের উপর পরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করে বলে, "আমি চলে যাচ্ছি। তুমি পরিবারের দেখাশোনা করো।" সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় কিভাবে তার পরিবারের প্রতিপালন হবে, সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে অনুরোধ করে, তিনি যেন তার আয়ু আরও কয়েক বছর অন্তত বাড়িয়ে দেন, যাতে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য সে যে-সমস্ত পরিকল্পনাগুলি করেছিল, সেইগুলি সম্পূর্ণ করে যেতে পারে। এইগুলি হচ্ছে বদ্ধ জীবের ভবরোগ। সে তার আসল কৃষ্ণভক্তির কথা ভুলে যায় এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে পরিকল্পনা করে, কিভাবে তার পরিবার প্রতিপালন হবে, যদিও সে একের পর এক পরিবার পরিবর্তন করছে।

শ্লোক ১৯

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥

যম-দূতৌ—যমরাজের দুই দূত; **তদা**—তখন; **প্রাপ্তৌ**—এসে উপস্থিত হয়; **ভীমৌ**—ভয়ঙ্কর; **স-রভস**—ক্রোধপূর্ণ; **ঈক্ষণৌ**—চক্ষু; **সঃ**—সে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ত্রস্ত**—ভীত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **শকৃৎ**—মল; **মূত্রম্**—মূত্র; **বিমুঞ্চতি**—ত্যাগ করে।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়, সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদের সে তার কাছে আসতে দেখে, এবং তখন মহাভয়ে সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, জীবের দুই প্রকার দেহান্তর হয়। এক প্রকার দেহান্তর হচ্ছে পাপকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী যমরাজের কাছে যাওয়া, এবং অন্যটি হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে যাওয়া। এখানে ভগবান কপিলদেব বর্ণনা করেছেন, ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরায়ণ যে-সমস্ত মানুষ পরিবার প্রতিপালনের কাজে ব্যস্ত থাকে, তাদের সঙ্গে যমদূতেরা কিভাবে আচরণ করে। যে সমস্ত মানুষ প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করেছে, মৃত্যুর সময় যমদূতেরা তাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে যমালয়ে নিয়ে যায়। সেখানকার অবস্থা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥ ২০ ॥

যাতনা—দণ্ড দেওয়ার জন্য; দেহে—তার দেহ; আবৃত্য—আচ্ছাদিত; পাশৈঃ—রজ্জুর দ্বারা, বদ্ধ্বা—বন্ধন করে; গলে—গলায়; বলাৎ—বলপূর্বক; নয়তঃ—নিয়ে যায়; দীর্ঘম্—দীর্ঘ; অধ্বানম্—দূরত্ব; দণ্ড্যম্—অপরাধী; রাজ-ভটাঃ—রাজার সৈনিক; যথা—যেমন।

অনুবাদ

রাজ্যের পাহারাদারেরা যেমন অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করে, তেমনই যে-ব্যক্তি অপরাধজনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যে যুক্ত ছিল, তাকে যমদূতেরা একটি শক্ত দড়ি দিয়ে তার গলায় বাঁধে এবং তার সূক্ষ্ম দেহকে আবৃত করে, যাতে তাকে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দেওয়া যায়।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত। সূক্ষ্ম দেহটি হচ্ছে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের আবরণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যমদূতেরা অপরাধীর সূক্ষ্ম দেহ আচ্ছাদিত করে যমালয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে এমনভাবে দণ্ড দেওয়া হয়, যা সে সহ্য করতে পারে। সেই দণ্ডভোগের ফলে তার মৃত্যু হয় না, কারণ যদি সে মরে যায়, তা হলে সেই দণ্ড কে ভোগ করবে? কাউকে হত্যা

করা যমদূতদের কার্য নয়। প্রকৃত পক্ষে, জীবকে হত্যা করা কখনই সম্ভব নয়, কারণ বাস্তবে সে হচ্ছে নিত্য। তাকে কেবল তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

চৈতন্য-চরিতামৃতে দণ্ডদানের বিধি বর্ণিত হয়েছে। পুরাকালে রাজার প্রহরীরা কয়েদিকে একটি নৌকায় করে মাঝনদীতে নিয়ে যেত, এবং সেখানে তার চুলের মুঠি ধরে সম্পূর্ণরূপে জলের নীচে তাকে ডোবানো হত, এবং যখন তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যেত, তখন রাজার প্রহরীরা তাকে জল থেকে তুলে অল্প ক্ষণের জন্য কেবল শ্বাস নিতে দিত এবং তার পর আবার তাকে জলে ডোবানো হত। ভগবৎ বিস্মৃত জীবেদের যমরাজ এইভাবে দণ্ড দেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিকে বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২১

তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥ ২১ ॥

তয়োঃ—যমদূতদের; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **তর্জনৈঃ**—তিরস্কারের দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **বেপথুঃ**—কম্পন; **পথি**—পথে; **শ্বভিঃ**—কুকুরদের দ্বারা; **ভক্ষ্যমাণঃ**—ভক্ষণ করে; **আর্তঃ**—পীড়িত; **অঘম্**—পাপ; **স্বম্**—তার; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

এইভাবে যমদূতেরা যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন তার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। পথিমধ্যে কুকুরেরা তাকে কামড়াতে থাকে এবং তখন সে তার সমস্ত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে। এইভাবে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, এই লোক থেকে যমলোকে যাওয়ার সময়, যমদূতদের দ্বারা বন্দি অপরাধীর সঙ্গে অনেক কুকুরের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা তাকে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অপরাধজনক কার্যকলাপের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য গর্জন করে এবং তাকে কামড়ায়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যখন কেউ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে অন্ধ হয়ে যায় এবং তার সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে সব কিছু ভুলে যায়। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*। কেউ যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়, তখন সে তার সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে

ফেলে, এবং সে ভুলে যায় যে, তার পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। এখানে যমরাজের কুকুরদের দ্বারা সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপের কথা মনে করার সুযোগ পায়। আমাদের স্থূল দেহে জীবিত থাকার সময়, আধুনিক সরকারও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এই সমস্ত কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করে। সারা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে, জনগণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা এই ধরনের কার্যকলাপে সরকার কর্তৃক অনুপ্রাণিত হচ্ছে। মেয়েদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পিল সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং তাদের হাসপাতালে ও ডাক্তারখানায় গর্ভপাত করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ফলে এই সমস্ত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে, যৌন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসন্তান উৎপাদন করা, কিন্তু মানুষের যেহেতু তাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই এবং ইন্দ্রিয় সংযমের শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রতিষ্ঠান নেই, তাই সেই সমস্ত দুর্ভাগা ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অপরাধের শিকার হয়, এবং মৃত্যুর পর তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকগুলিতে করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

ক্ষুত্তৃট্‌পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে ।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে ॥ ২২ ॥

ক্ষুৎ-তৃট্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **পরীতঃ**—জর্জরিত; **অর্ক**—সূর্য; **দব-অনল**—দাবানল; **অনিলৈঃ**—বায়ুর দ্বারা; **সন্তপ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **পথি**—পথে; **তপ্ত বালুকে**—তপ্ত বালুকার; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্টপূর্বক; **পৃষ্ঠে**—পিঠে; **কশয়া**—চাবুকের দ্বারা; **চ**—এবং; **তাড়িতঃ**—আহত; **চলতি**—সে চলে; **অশক্তঃ**—অসমর্থ; **অপি**—যদিও; **নিরাশ্রম-উদকে**—আশ্রয় অথবা জল ছাড়া।

অনুবাদ

অপরাধীকে তীব্র সূর্য-কিরণে, তপ্ত বালুকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, যার দুপাশে দাবানল জ্বলে। সে যখন হাঁটতে অসমর্থ হয়, তখন যমদূতেরা তার পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করে, এবং সে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কোন জল নেই, আশ্রয় নেই এবং বিশ্রামের কোন স্থান নেই।

শ্লোক ২৩

তত্র তত্র পতঞ্ছ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র তত্র—এখানে-ওখানে; **পতন্**—পতিত হয়; **শ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত; **মূর্চ্ছিতঃ**—অচেতন; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থিতঃ**—ওঠে; **পথা**—পথে; **পাপীয়সা**—অত্যন্ত অশুভ; **নীতঃ**—নীত; **তরসা**—শীঘ্র; **যম-সাদনম্**—যমরাজের কাছে।

অনুবাদ

যমালয়ের পথে যেতে যেতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায়, এবং কখনও কখনও সে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে উঠতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে শীঘ্রই তাকে যমরাজের সামনে নিয়ে আসা হয়।

শ্লোক ২৪

যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ ।
ত্রিভির্মুহূর্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥ ২৪ ॥

যোজনানাম্—যোজনের; **সহস্রাণি**—সহস্র; **নবতিম্**—নব্বই; **নব**—নয়; **চ**—এবং; **অধ্বনঃ**—দূর থেকে; **ত্রিভিঃ**—তিন; **মুহূর্তৈঃ**—মুহূর্তের মধ্যে; **দ্বাভ্যাম্**—দুই; **বা**—অথবা; **নীতঃ**—নিয়ে আসা হয়; **প্রাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **যাতনাঃ**—দণ্ড।

অনুবাদ

এইভাবে দুই-তিন মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করতে হয়, এবং তার পর তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোর যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড দান করা হয়, যা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

এক যোজন হচ্ছে আট মাইল, অতএব তাকে ৭,৯২,০০০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। এই দীর্ঘ দূরত্ব কেবল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করতে হয়। যমদূতেরা সূক্ষ্ম শরীরকে আচ্ছাদিত করে, যাতে জীব এই দীর্ঘ

পথ শীঘ্রই অতিক্রম করতে পারে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারে। সেই আবরণটি যদিও জড়, তা এত সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে তৈরি, যা জড় বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না, এই আবরণটি কি বস্তু । কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ৭,৯২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করা আধুনিক অন্তরীক্ষ যাত্রীদের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। তারা এখন পর্যন্ত কেবল ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল গতিতে ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যমদূতেরা যখন পাপীদের যমালয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা কেবল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৭,৯২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, যদিও এই পন্থাটি চিন্ময় নয়, জড়।

শ্লোক ২৫

আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥ ২৫ ॥

আদীপনম্—আগুন জ্বালিয়ে; **স্ব-গাত্রাণাম্**—তাদের নিজেদের অঙ্গের; **বেষ্টয়িত্বা**—বেষ্টিত করে; **উল্মুক-আদিভিঃ**—জ্বলন্ত কাষ্ঠ আদির দ্বারা; **আত্ম-মাংস**—তার নিজের মাংস; **অদনম্**—ভক্ষণ করে; **ক্ব-অপি**—কখনও কখনও; **স্ব-কৃত্তম্**—নিজে করছে; **পরতঃ**—অন্যের দ্বারা; **অপি**—ও; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রেখে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধ করা হয়, কখনও কখনও তার নিজের মাংস তাকে খেতে বাধ্য করা হয় অথবা অন্যেরা তার মাংস খায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে পরবর্তী তিনটি শ্লোকে যমালয়ে দণ্ডের বর্ণনা করা হবে। প্রথম বর্ণনাটি হচ্ছে, অপরাধীকে আগুনে দগ্ধ হয়ে, নিজের মাংস খেতে হয় অথবা সেখানে তার মতো যারা উপস্থিত, তারা তার মাংস খায়। গত মহাযুদ্ধের সময়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কখনও কখনও নিজেদের বিষ্ঠা মানুষকে খেতে হয়েছিল, সুতরাং যারা অন্যের মাংস খেয়ে অত্যন্ত আনন্দদায়ক জীবন যাপন করেছিল, যমালয়ে তাদের যে নিজেদের মাংস খেতে হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শ্লোক ২৬

জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারঃ শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে ।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্ ॥ ২৬ ॥

জীবতঃ—জীবিত; **চ**—এবং; **অন্ত্র**—তার নাড়িভুঁড়ি; **অভ্যুদ্ধারঃ**—টেনে বার করে; **শ্ব-গৃধ্রৈঃ**—কুকুর এবং শকুনিদের দ্বারা; **যম-সাদনে**—যমালয়ে; **সর্প**—সর্পের দ্বারা; **বৃশ্চিক**—বৃশ্চিক; **দংশ**—দংশক; **আদ্যৈ**—ইত্যাদি; **দশদ্ভিঃ**—দংশনে; **চ**—এবং; **আত্ম-বৈশসম্**—নিজের উৎপীড়ন।

অনুবাদ

নরকের কুকুর এবং শকুনিরা তার নাড়ি সকল টেনে বার করে, এবং তা সত্ত্বেও সে জীবিত থাকে এবং তা দেখে। সর্প, বৃশ্চিক, দংশক ইত্যাদি প্রাণী তাকে দংশন করে এবং তার ফলে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে।

শ্লোক ২৭

কৃন্তনং চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিধাপনম্ ।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনং চাম্বুগর্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥

কৃন্তনম্—কাটা হয়; **চ**—এবং; **অবয়বশঃ**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **গজ-আদিভ্যঃ**—হাতি আদির দ্বারা; **ভিদাপনম্**—বিদীর্ণ করে; **পাতনম্**—নীচে ছুঁড়ে ফেলা হয়; **গিরি**—পাহাড়ের; **শৃঙ্গেভ্যঃ**—চূড়া থেকে; **রোধনম্**—অবরুদ্ধ করে; **চ**—এবং; **অম্বু-গর্তয়োঃ**—জলে অথবা গুহায়।

অনুবাদ

তার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয় এবং হস্তীর দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়। তাকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, এবং জলে অথবা গুহায় তাকে অবরুদ্ধ করা হয়।

শ্লোক ২৮

যাস্তামিস্রান্ধতামিস্রা রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্মিতাঃ ॥ ২৮ ॥

যাঃ—যা; **তামিস্র**—একটি নরকের নাম; **অন্ধ-তামিস্রঃ**—একটি নরকের নাম; **রৌরব**—একটি নরকের নাম; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **চ**—এবং; **যাতনাঃ**—দণ্ড; **ভুঙ্ক্তে**—ভোগ করে; **নরঃ**—মানুষ; **বা**—অথবা; **নারী**—স্ত্রী; **বা**—অথবা; **মিথঃ**—পরস্পর; **সঙ্গেন**—সঙ্গের দ্বারা; **নির্মিতাঃ**—নির্মিত।

অনুবাদ

পুরুষ এবং স্ত্রী, যাদের জীবন অবৈধ যৌন আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিল, তাদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নামক নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবন যৌন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন সংগ্রামে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করছে যে-সমস্ত জড়বাদী ব্যক্তি, তাদের অস্তিত্ব যৌন সুখভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই, বৈদিক সভ্যতায় কেবল সীমিত যৌন জীবনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; তা কেবল বিবাহিত দম্পতির সন্তান উৎপাদনের জন্য। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অন্যায়ভাবে এবং অবৈধভাবে যৌন সংযোগ হয়, তখন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই এই জগতে অথবা মৃত্যুর পর কঠোর দণ্ডভোগের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। এই পৃথিবীতেও সিফিলিস, গনোরিয়া আদি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক রোগে তাদের শাস্তিভোগ করতে হয়, এবং পরবর্তী জীবনে, যন্ত্রণা ভোগের জন্য তাদের নানাবিধ নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* প্রথম অধ্যায়েও অবৈধ যৌন জীবনের তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যারা অবৈধ যৌন জীবনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে, তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেই সমস্ত অপরাধীদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

শ্লোক ২৯

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে ।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অত্র—এই পৃথিবীতে; **এব**—এমন কি; **নরকঃ**—নরক; **স্বর্গঃ**—স্বর্গ; **ইতি**—এইভাবে; **মাতঃ**—হে মাতা; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **যাঃ**—যা; **যাতনাঃ**—যন্ত্রণা; **বৈ**—

নিশ্চয়ই; **নারক্যাঃ**—নারকীয়; **তাঃ**—তারা; **ইহ**—এখানে; **অপি**—ও; **উপলক্ষিতাঃ**—দৃষ্টিগোচর হয়।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ! কখনও কখনও বলা হয় যে, এই পৃথিবীতেই নরক অথবা স্বর্গের অনুভব হয়, কারণ কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও নাস্তিকেরা নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বর্ণনা বিশ্বাস করে না। তারা এই প্রকার প্রামাণিক বর্ণনার অবহেলা করে। ভগবান কপিলদেব তাই তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে, এই পৃথিবীতেও সেই সমস্ত নারকীয় অবস্থা দেখা যায়। এমন নয় যে, তা কেবল যমলোকেই হয়। যমলোকে সেই নারকীয় পরিস্থিতিতে পাপীদের থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়, যা তাকে তার পরবর্তী জীবনে সহ্য করতে হবে, এবং তার পর তাকে সেই নারকীয় জীবন ভোগ করার জন্য, অন্য আর একটি লোকে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, নরকে যদি কোন ব্যক্তিকে মল-মূত্র খাওয়ার দণ্ড দেওয়া হয়, সেইটি প্রথমে সে যমলোকে অভ্যাস করে, এবং তার পর তাকে শূকরের শরীরের মতো একটি বিশেষ শরীর দেওয়া হয়, যাতে সে মল-মূত্র আহার করে মনে করে যে, সে তার জীবন উপভোগ করছে। পূর্বে বলা হয়েছে, যে-কোন নারকীয় অবস্থায় বদ্ধ জীব মনে করে, সে সুখী। তা না হলে, তার পক্ষে নরক যন্ত্রণা ভোগ করা সম্ভব হত না।

শ্লোক ৩০

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা ।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুটুম্বম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **বিভ্রাণঃ**—পালনকারী; **উদরম্**—উদর; **ভরঃ**—ভরণ-পোষণকারী; **এব**—কেবল; **বা**—অথবা; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **ইহ**—এখানে; **উভয়ম্**—তারা উভয়ে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **তৎ**—তার; **ফলম্**—ফল; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার।

অনুবাদ

যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করেছিল, এই শরীর ত্যাগ করার পর, তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

আধুনিক সভ্যতার ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মানুষ পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক, পরবর্তী জীবন রয়েছে, এবং কেউ যদি *বেদ, পুরাণ* আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বশীল জীবন যাপন না করে, তা হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয়, কারণ তাদের কোন এক বিশেষভাবে আচরণ করানো হয়, কিন্তু মনুষ্য চেতনা-সমন্বিত বিকশিত জীবনে, কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয়, তা হলে এখানকার বর্ণনা অনুসারে, তাকে অবশ্যই নারকীয় জীবন ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩১

একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেদং স্বকলেবরম্ ।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্ ভৃতম্ ॥ ৩১ ॥

একঃ—একলা; **প্রপদ্যতে**—প্রবেশ করে; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **হিত্বা**—ত্যাগ করার পর; **ইদম্**—এই; **স্ব**—তার; **কলেবরম্**—দেহ; **কুশল-ইতর**—পাপ; **পাথেয়ঃ**—সম্বল; **ভূত**—অন্য জীবেদের; **দ্রোহেণ**—হিংসার দ্বারা; **যৎ**—যে দেহ; **ভৃতম্**—পালিত হয়েছিল।

অনুবাদ

তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে, এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে-ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাথেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

মানুষ যখন অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার পরিবার এবং নিজের ভরণ-পোষণ করে, তখন সেই ধন পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই উপভোগ করে, কিন্তু তাকে

একলা নরকে যেতে হয়। যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে অথবা অন্যের প্রতি হিংসা করে জীবন উপভোগ করে, এবং যে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জীবন উপভোগ করে, তাকে এই প্রকার হিংসা পরায়ণ এবং অন্যায় আচরণ-জনিত পাপ কর্মের ফল একলা ভোগ করতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে ধন সংগ্রহ করে এবং সেই ধন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালন করে, তখন তার অর্জিত সেই অভিশপ্ত ধন যারা ভোগ করেছিল, তাদেরও আংশিকভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং নরকে যেতে হবে, কিন্তু যে প্রধান কর্তা তাকে বিশেষভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় সুখভোগের ফল হচ্ছে যে, কেউ তার ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়। যে ধন-সম্পদ সে উপার্জন করেছিল, তা তাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হয় এবং সে কেবল তার কর্মফল সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই পৃথিবীতেও কোন মানুষ যদি কাউকে হত্যা করে কিছু ধন সংগ্রহ করে, তার পরিবারের সদস্যেরা যদিও সেই পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তবুও তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তিটি হত্যা করেছে এবং তার পরিবার প্রতিপালন করছে, তাকেই হত্যাকারীরূপে ফাঁসি দেওয়া হয়। পাপ কর্মের জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে যে ভোগ করেছে, তার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে অপরাধ করেছে, সে বেশি দায়ী। মহান জ্ঞানী চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে, তা সব যেন সৎকার্যে বা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, কারণ সে তার সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। সেইগুলি এইখানেই থাকে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। হয় আমরা ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাই, অথবা ধন-সম্পদ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হয়। তাই, যতক্ষণ ধন-সম্পদ আমাদের অধিকারে থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য তা ব্যয় করা উচিত।

শ্লোক ৩২

দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্ ।
ভুঙ্ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ৩২ ॥

দৈবেন—পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায়; **আসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **তস্য**—তার; **শমলম্**—পাপ কর্মের ফল; **নিরয়ে**—নারকীয় অবস্থায়; **পুমান্**—মানুষ; **ভুঙ্ক্তে**—

ভোগ করে; **কুটুম্ব-পোষস্য**—পরিবার পোষণের; **হৃত-বিত্তঃ**—যার সম্পদ হারিয়ে গেছে; **ইব**—মতো; **আতুরঃ**—দুঃখী।

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তার অবস্থা তখন হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো হয়।

তাৎপর্য

এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, পাপীরা ঠিক একটি হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো কষ্টভোগ করে। বদ্ধ জীব বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং এইটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই জীবনের সদ্ব্যবহার না করে কেউ যদি তার তথাকথিত পরিবার প্রতিপালনের জন্য কেবল তা ব্যবহার করে, তা হলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত মূর্খের মতো এবং অবৈধভাবে আচরণ করছে, তার তুলনা সেই ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়েছে, যে তার সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, এবং তা হারাবার ফলে শোক করছে। ধন-সম্পদ হারিয়ে গেলে, সেই জন্য শোক করে কোন লাভ হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, ততক্ষণ তা যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং তার দ্বারা শাশ্বত লাভ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, মানুষ যেহেতু তার পাপ কর্মের দ্বারা অর্জিত ধন ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাই সে তার ধন-সম্পদের সঙ্গে তার পাপ কর্মও ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও মানুষ তার পাপ কর্মার্জিত ধন ফেলে রেখে যায়, তবুও দৈবের ব্যবস্থাপনায় (*দৈবেনাসাদিতম্*), সে তার কর্মের ফলটি সঙ্গে নিয়ে যায়। কেউ যখন ধন চুরি করে, ধরা পড়ার পর সে যদি তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়, তবুও তাকে সেই অপরাধের দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রের আইনে, সে টাকা ফিরিয়ে দিলেও, তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। তেমনই, অপরাধের দ্বারা অর্জিত ধন মৃত্যুর সময় যদিও ফেলে রেখে যেতে হয়, কিন্তু দৈবের ব্যবস্থাপনায় সে তার কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়, এবং তাই তাকে নারকীয় জীবন ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৩

কেবলেন হ্যধর্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥ ৩৩ ॥

কেবলেন—কেবল; **হি**—নিশ্চয়ই; **অধর্মেণ**—অধর্ম আচরণের দ্বারা; **কুটুম্ব**—পরিবার; **ভরণ**—পালন; **উৎসুকঃ**—আগ্রহী; **যাতি**—যায়; **জীবঃ**—ব্যক্তি; **অন্ধ-তামিস্রম্**—অন্ধতামিস্র নামক নরক; **চরমম্**—চরম; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

অতএব, যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ের দ্বারা তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন পালনে অত্যন্ত উৎসুক, সে অন্ধতামিস্র নামক নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে তিনটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *কেবলেন* মানে 'কেবল অবৈধ উপায়ের দ্বারা,' *অধর্মেণ* মানে 'পাপপূর্ণ বা অধার্মিক,' এবং *কুটুম্বভরণ* মানে 'পরিবারের ভরণ-পোষণ।' পরিবারের ভরণ-পোষণ করা অবশ্যই গৃহস্থের কর্তব্য, কিন্তু তাকে শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসারে জীবিকা অর্জন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান গুণ এবং কর্ম অনুসারে সমাজ ব্যবস্থাকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছেন। ভগবদ্গীতা ছাড়াও, প্রতিটি সমাজে গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানুষের পরিচিতি হয়। যেমন, কেউ যখন কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে, তাকে বলা হয় ছুতোর মিস্ত্রি, এবং কেউ যখন নিহাই এবং লোহা নিয়ে কাজ করে, তাকে বলা হয় কামার। তেমনই ডাক্তারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে যে-সমস্ত মানুষ যুক্ত, তাদের বিশেষ কর্তব্য এবং উপাধি রয়েছে। মানব-সমাজের এই সমস্ত কার্যকলাপের বিভাগ ভগবান করেছেন চারটি বর্ণে, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। *ভগবদ্গীতায়* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের বিশেষ কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের কর্তব্য তার যোগ্যতা অনুসারে সৎভাবে কর্ম করা। অন্যায়ভাবে কোন কিছু অর্জন করা উচিত নয়। অন্যায়ভাবে বলতে বোঝায়, সে যে-কার্যের যোগ্য নয়, সেই কার্যের দ্বারা। কোন ব্রাহ্মণ যদি ধর্মাচার্যের পদে নিযুক্ত থাকে, যার

কর্তব্য হচ্ছে তার অনুগামীদের পারমার্থিক জীবনের জ্ঞান দান করা, তার যদি ধর্ম-যাজক হওয়ার যোগ্যতা না থাকে, তা হলে সে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে। অন্যায়ভাবে কখনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়, এই নীতিটি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উপায় অত্যন্ত সৎ এবং সরল হওয়া উচিত। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ের দ্বারা (*কেবলেন*) তার জীবিকা অর্জন করে, তাকে নরকের অন্ধতম প্রদেশে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যথায়, কেউ যদি শাস্ত্রোক্ত বিধিতে এবং সৎ উপায়ে তাঁর পরিবার প্রতিপালন করেন, তা হলে গৃহস্থ হতে কোন আপত্তি নেই।

শ্লোক ৩৪

অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাদয়ঃ ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥ ৩৪ ॥

অধস্তাৎ—নীচে থেকে; **নর-লোকস্য**—মনুষ্য জন্ম; **যাবতীঃ**—যত; **যাতনা**—দণ্ড; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **ক্রমশঃ**—নিয়মিতক্রমে; **সমনুক্রম্য**—ভোগ করার পর; **পুনঃ**—পুনরায়; **অত্র**—এখানে, এই পৃথিবীতে; **আব্রজেৎ**—ফিরে আসতে পারে; **শুচিঃ**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

সমস্ত কষ্টকর নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর এবং নিম্নতম পশু-জীবন থেকে মনুষ্য জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তর ক্রমশ অতিক্রম করে, এবং এইভাবে দণ্ডভোগ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

কারাগারে দণ্ডভোগ করার পর, ঠিক যেমন একটি কয়েদিকে পুনরায় মুক্ত করা হয়, তেমনই যে-ব্যক্তি সর্বদা পাপ আচরণে যুক্ত থেকে অন্যায়ভাবে আচরণ করেছে, তাকে নারকীয় অবস্থায় রাখা হয়, এবং কুকুর, বিড়াল, শূকর আদি নিম্ন স্তরের পশুদের নারকীয় জীবন ভোগ করার পর, সে পুনরায় মনুষ্যরূপে ফিরে আসে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ অনুশীলনে রত ব্যক্তির

যদি সিদ্ধি লাভের পূর্বে কোন না কোন কারণে যোগভ্রষ্ট হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে তিনি নিশ্চিতরূপে মনুষ্য-জন্ম লাভ করবেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী অথবা অত্যন্ত পুণ্যবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে পুনরায় পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পান। 'ধনী পরিবার' বলতে সম্ভ্রান্ত বৈশ্য পরিবার বোঝানো হয়েছে, কারণ সাধারণত যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ধনী হন। যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির পন্থায় যুক্ত হয়েছেন, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন, তিনি যদি এই জীবনে সিদ্ধি লাভ না করতে পারেন, তা হলে এই প্রকার ধনী পরিবারে অথবা পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁকে জন্ম গ্রহণ করতে দেওয়া হবে; উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে মনুষ্য-সমাজে জন্ম গ্রহণ করার নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। এখানে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেউ যদি তামিস্র অথবা অন্ধতামিস্রের মতো নারকীয় জীবনে প্রবেশ করতে না চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা হচ্ছে সর্বোত্তম যোগ পদ্ধতি, কারণ তিনি যদি এই জীবনে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ না করতে পারেন, তা হলে অন্তত পরবর্তী জীবনে তিনি যে-মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে নরকে নিক্ষেপ করা যাবে না। কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে শুদ্ধতম জীবন, এবং তা মানুষকে নরকে পতিত হয়ে, কুকুর অথবা শূকর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা' নামক ত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

একত্রিংশতি অধ্যায়

জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ
কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে ।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কর্মণা**—কর্মফলের দ্বারা; **দৈব-নেত্রেণ**—ভগবানের অধ্যক্ষতায়; **জন্তুঃ**—জীব; **দেহ**—শরীর; **উপপত্তয়ে**—প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রীর; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **উদরম্**—জঠরে; **পুংসঃ**—পুরুষের; **রেতঃ**—বীর্যের; **কণ**—ক্ষুদ্র অংশ; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয় করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে, বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য, পুরুষের রেতকণা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে, নানা প্রকার নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর, জীব পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়। এই অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই নারকীয় জীবন ভোগ করেছে, তাকে বিশেষ প্রকার মনুষ্য শরীর দান করার জন্য, তার আত্মাকে তার পিতা হওয়ার উপযুক্ত পুরুষের বীর্যে স্থানান্তরিত করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, যৌন সঙ্গমের সময়, পিতার বীর্যের মাধ্যমে আত্মাকে মাতার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়। এই পন্থাটি সমস্ত দেহধারী জীবের বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু এখানে বিশেষ

করে তা সেই মানুষের সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, যে অন্ধতামিস্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করার পর, কুকুর, শূকর আদি বহু প্রকার নারকীয় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাকে মনুষ্য শরীর দান করা হয়, তাকে সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সে আবার সেই প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, যে শরীরে সে নরকে অধঃপতিত হয়েছিল।

সব কিছুই সম্পন্ন হয় পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায়। জড়া প্রকৃতি দেহ সরবরাহ করে, কিন্তু তিনি তা করেন পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, জীব মায়ার দ্বারা তৈরি যন্ত্রে আরোহণ করে, এই জড় জগতে ভ্রমণ করছে। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জীবাত্মার সঙ্গে থাকেন। জীবকে তার কর্মের ফল অনুসারে শরীর প্রদান করতে, তিনি জড়া প্রকৃতিকে নির্দেশ দেন, এবং জড়া প্রকৃতি তা সরবরাহ করেন।

এখানে *রেতঃকণাশ্রয়ঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে জীবন সৃষ্টি করে না; পক্ষান্তরে, জীবাত্মা রেতকণাকে আশ্রয় করে এবং তার পর তা স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। তখন শরীর বিকশিত হয়। আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত কেবল যৌন সঙ্গমের দ্বারা জীবনের সৃষ্টি করার কোন সম্ভাবনা নেই। জড়বাদীদের মতবাদ হচ্ছে যে, আত্মা বলে কিছু নেই, এবং কেবল বীর্য এবং অণ্ডকোষের সমন্বয়ের ফলে শিশুর জন্ম হয়, তা কখনও সম্ভব নয়। এই মতবাদটি কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ২

কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্ ।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥ ২ ॥

কললম্—রেতকণা এবং রজের মিশ্রণ; **তু**—তার পর; **এক-রাত্রেণ**—প্রথম রাত্রে; **পঞ্চ-রাত্রেণ**—পঞ্চম রাত্রিতে; **বুদ্বুদম্**—বুদ্বুদ; **দশ-অহেন**—দশ দিনে; **তু**—তারপর; **কর্কন্ধূঃ**—বদরী ফলের মতো; **পেশী**—মাংসপিণ্ড; **অণ্ডম্**—ডিম্ব; **বা**—অথবা; **ততঃ**—তার পর; **পরম্**—পরে।

অনুবাদ

সেই রেতকণা গর্ভে পতিত হলে, এক রাত্রে শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদের আকার প্রাপ্ত হয়, দশ দিনের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে বদরী ফলের মতো হয়, এবং তার পর ধীরে ধীরে তা মাংসপিণ্ডে অথবা অণ্ডে পরিণত হয়।

তাৎপর্য

ভিন্ন ভিন্ন উৎস অনুসারে, জীবাত্মার শরীর চারটি ভিন্নভাবে বিকশিত হয়। এক প্রকার শরীর হচ্ছে বৃক্ষ ও গাছপালার শরীর, যা মাটি থেকে উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় প্রকার শরীর স্বেদ থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন বিভিন্ন প্রকার জীবাণু; তৃতীয় প্রকার শরীর বিকশিত হয় ডিম থেকে; এবং চতুর্থ প্রকার শরীর বিকশিত হয় জরায়ু থেকে। এই শ্লোকে সূচিত হয়েছে যে, শুক্রাণু এবং শোণিতের মিশ্রণের পর, ধীরে ধীরে শরীর মাংসপিণ্ডে অথবা অণ্ডে বিকশিত হয়। পাখিদের বেলায় তা অণ্ডে পরিণত হয়, এবং পশু ও মানুষদের বেলায় তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

শ্লোক ৩

মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ ।
নখলোমাস্থিচর্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ ॥ ৩ ॥

মাসেন—এক মাসের মধ্যে; **তু**—তার পর; **শিরঃ**—মস্তক; **দ্বাভ্যাম্**—দুই মাসের মধ্যে; **বাহু**—হাত; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **আদি**—ইত্যাদি; **অঙ্গ**—শরীরের অঙ্গ; **বিগ্রহঃ**—রূপ; **নখ**—নখ; **লোম**—লোম; **অস্থি**—হাড়; **চর্মাণি**—ত্বক; **লিঙ্গ**—জননেন্দ্রিয়; **ছিদ্র**—ছিদ্র; **উদ্ভবঃ**—প্রকট হয়; **ত্রিভিঃ**—তিন মাসের মধ্যে।

অনুবাদ

এক মাসের মধ্যে তার মস্তক গঠিত হয়, এবং দুই মাসের মধ্যে তার হাত, পা, এবং অন্যান্য অঙ্গ গঠিত হয়। তিন মাসের মধ্যে তার নখ, আঙ্গুল, লোম, অস্থি ও চর্ম প্রকাশিত হয়, এবং সেই সঙ্গে জননেন্দ্রিয় ও দেহের ছিদ্রগুলি যথা—চক্ষু, নাক, কান, মুখ ও পায়ু প্রকটিত হয়।

শ্লোক ৪

চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ ।
ষড়্ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে ॥ ৪ ॥

চতুর্ভিঃ—চার মাসের মধ্যে; **ধাতবঃ**—উপাদানসমূহ; **সপ্ত**—সাত; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ মাসের মধ্যে; **ক্ষুৎ-তৃট্**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার; **উদ্ভবঃ**—উদয় হয়; **ষড়্ভিঃ**—ছয় মাসের মধ্যে; **জরায়ুণা**—গর্ভবেষ্টনের দ্বারা; **বীতঃ**—আবৃত; **কুক্ষৌ**—উদরে; **ভ্রাম্যতি**—ভ্রমণ করে; **দক্ষিণে**—ডান পাশে।

অনুবাদ

গর্ভ ধারণের চার মাসের মধ্যে শরীরের সপ্ত ধাতুর উদয় হয়, সেগুলি হচ্ছে— ত্বক, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। পঞ্চ মাসের মধ্যে তার ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার অনুভব হতে শুরু করে, এবং ষষ্ঠ মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত ভ্রূণ দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

শিশুর দেহ যখন ছয় মাসের পর পূর্ণরূপে গঠিত হয়, তখন শিশুটি ছেলে হলে কুক্ষির ডানদিকে যায়, এবং মেয়ে হলে কুক্ষির বাঁ দিকে যায়।

শ্লোক ৫

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে ।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে ॥ ৫ ॥

মাতুঃ—মাতার; **জগ্ধ**—গৃহীত; **অন্ন-পান**—অন্ন এবং পেয় পদার্থের দ্বারা; **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **এধৎ**—বর্ধিত; **ধাতুঃ**—তার শরীরের উপাদান; **অসম্মতে**—জঘন্য; **শেতে**—থাকে; **বিট্-মূত্রয়োঃ**—বিষ্ঠা ও মূত্রের; **গর্তে**—গর্তে; **সঃ**—সেই; **জন্তুঃ**—ভ্রূণ; **জন্তু**—কৃমি কীটের; **সম্ভবে**—উৎপত্তিস্থল।

অনুবাদ

মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা সেই ভ্রূণ বর্ধিত হতে থাকে এবং সব রকম কৃমি কীটের উৎপত্তিস্থল, অত্যন্ত জঘন্য সেই মল-মূত্রের গর্তে তাকে থাকতে হয়।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, *আপ্যায়নী* নামক নাড়ি মাতার অন্ত্রের সঙ্গে শিশুর উদরকে যুক্ত করে, এবং এই নালীর দ্বারা গর্ভস্থ শিশু মাতার ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। এইভাবে শিশু মাতার অন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট হয়ে, গর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। *মার্কণ্ডেয় পুরাণে* জঠরস্থ শিশুর অবস্থা সম্বন্ধে যে-বর্ণনা করা হয়েছে, তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যায়। এইভাবে বোঝা যায় যে, *পুরাণের* প্রামাণিকতা কখনও অস্বীকার করা যায় না, যা মায়াবাদীরা কখনও কখনও করার চেষ্টা করে।

শিশু যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মাতৃভুক্ত অন্নের উপর নির্ভর করে, তাই গর্ভাবস্থায় য়ের আহারের মধ্যে অনেক বাধ্য-বাধকতা থাকে। অত্যধিক লবণ, ঝাল, পেঁয়াজ ত্যাদি গর্ভবতী মায়ের আহার করা নিষেধ, কারণ শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল বং এই প্রকার উগ্র খাদ্য সে সহ্য করতে পারে না। বৈদিক স্মৃতি শাস্ত্রে যে মস্ত সাবধানতা অবলম্বন করার এবং বাধ্য-বাধকতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, র্ভবতী মাতার পক্ষে সেইগুলি পালন করা অত্যন্ত লাভজনক। বৈদিক শাস্ত্র থেকে মেরা জানতে পারি, সমাজে উত্তম শিশু উৎপাদন করার জন্য কত সাবধানতা বলম্বন করতে হয়। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের জন্য মৈথুনের পূর্বে গর্ভাধান স্কার বাধ্যতামূলক ছিল, এবং তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় ন্য যে-সমস্ত বিধি অনুমোদন করা হয়েছে, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার ধান কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের তত্ত্বাবধান করা, কারণ যথাযথভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান রা হলে, সমাজ সুসন্তানে পূর্ণ হবে, যারা সমাজ, দেশ এবং সমগ্র মানব জাতির ন্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শ্লোক ৬

কৃমিভিঃ ক্ষতসর্বাঙ্গঃ সৌকুমার্যাৎপ্রতিক্ষণম্ ।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥

মিভিঃ—কৃমি কীটের দ্বারা; ক্ষত—ক্ষত-বিক্ষত; সর্ব-অঙ্গঃ—সমস্ত শরীর; ৗকুমার্যাৎ—কোমল হওয়ার ফলে; প্রতি-ক্ষণম্—ক্ষণে ক্ষণে; মূর্চ্ছাম্—অচেতন; াপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়; উরুক্লেশঃ—অত্যন্ত কষ্ট; তত্রত্যৈঃ—সেখানে (উদরে) থাকার লে; ক্ষুধিতৈঃ—ক্ষুধার্ত; মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ।

অনুবাদ

দরস্থ ক্ষুধার্ত কৃমিরা তার সুকোমল দেহটিকে সর্বক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। ার ফলে সে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে, বার বার মূর্ছিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

ড় অস্তিত্বের ক্লেশকর অবস্থা আমরা কেবল মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরেই নুভব করি না, মাতৃগর্ভে অবস্থান করার সময়ও করে থাকি। জীব যখন তার

জড় দেহের সংস্পর্শে আসে, তখনই তার দুঃখ-দুর্দশাময় জীবন শুরু হয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাই এবং জন্মের ক্লেশ সম্বন্ধে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। তাই, *ভগবদ্গীতায়* বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জন্ম এবং মৃত্যুর বিশেষ ক্লেশ হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত। ঠিক যেমন দেহটির গঠনের সময় মাতৃজঠরে নানা প্রকার ক্লেশ অনুভব করতে হয়, তেমনই মৃত্যুর সময়ও নানা প্রকার ক্লেশ অনুভব করতে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে জীবকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়, এবং কুকুর, শূকর ইত্যাদি দেহে দেহান্তর অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু এই প্রকার ক্লেশকর অবস্থা সত্ত্বেও, মায়ার প্রভাবে, আমরা সব কিছু ভুলে যাই এবং বর্তমান তথাকথিত সুখের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে যাই, যা প্রকৃত পক্ষে কষ্টেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

শ্লোক ৭

কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণরূক্ষাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ ॥ ৭ ॥

কটু—তিক্ত; **তীক্ষ্ণ**—তীব্র; **উষ্ণ**—ঝাল; **লবণ**—নোনতা; **রূক্ষ**—কষা; **অম্ল**—টক; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **উল্বণৈঃ**—অত্যধিক; **মাতৃভুক্তৈঃ**—মাতৃভুক্ত খাদ্যের দ্বারা; **উপস্পৃষ্টঃ**—প্রভাবিত; **সর্বাঙ্গ**—সমস্ত শরীর; **উত্থিত**—উদিত; **বেদনঃ**—ব্যথা।

অনুবাদ

মাতার ভুক্ত তিক্ত, তীব্র, অত্যন্ত লবণাক্ত অথবা অত্যন্ত টক খাদ্যের দ্বারা শিশু তার সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে।

তাৎপর্য

মাতৃ-জঠরস্থ শিশুর অবস্থার সমস্ত বর্ণনা আমাদের ধারণার অতীত। এই রকম অবস্থায় থাকা অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুকে সেই অবস্থায় থাকতে হয়। শিশুর চেতনা খুব একটা বিকশিত নয় বলে, শিশু তা সহ্য করতে পারে, তা না হলে সে মরে যেত। সেইটি হচ্ছে মায়ার আশীর্বাদ, যিনি যন্ত্রণা-ভোগকারী দেহকে সেই অসহ্য বেদনা সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন।

শ্লোক ৮

উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ ॥ ৮ ॥

উল্বেন—জরায়ুর দ্বারা; **সংবৃতঃ**—আবৃত; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **অন্ত্রৈঃ**—অন্ত্রের দ্বারা; **চ**—এবং; **বহিঃ**—বাহিরে; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত; **আস্তে**—শায়িত থাকে; **কৃত্বা**—রেখে; **শিরঃ**—মস্তক; **কুক্ষৌ**—উদরের প্রতি; **ভুগ্ন**—কুঞ্চিত; **পৃষ্ঠ**—পিঠ; **শিরঃ-ধরঃ**—গলা।

অনুবাদ

ভিতরে জরায়ুর দ্বারা আবৃত এবং বাহিরে নাড়ির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ ধনুকের মতো বাঁকা অবস্থায় এবং তার মস্তক উদরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায়, সে মাতার উদরের এক পাশে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে সেই উদরস্থ শিশুটির মতো সর্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়, তা হলে তার পক্ষে কয়েক সেকেন্ডের বেশি বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা সেই সমস্ত কষ্টের কথা ভুলে যাই এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করার কোন রকম চিন্তা না করে, এই জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা করি। এইটি আমাদের সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে, এই সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না, যাতে মানুষ জড় অস্তিত্বের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

শ্লোক ৯

অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ।
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎকর্ম জন্মশতোদ্ভবম্ ।
স্মরন্দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম কিং নাম বিন্দতে ॥ ৯ ॥

অকল্পঃ—অক্ষম; **স্ব-অঙ্গ**—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **চেষ্টায়াম্**—সঞ্চালন করতে; **শকুন্তঃ**—পক্ষী; **ইব**—মতো; **পঞ্জরে**—খাঁচায়; **তত্র**—সেখানে; **লব্ধ-স্মৃতিঃ**—স্মৃতি লাভ করে; **দৈবাৎ**—ভাগ্যক্রমে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **জন্ম-শত-উদ্ভবম্**—পূর্ববর্তী শত

জন্মে সংঘটিত; **স্মরন্**—স্মরন করে; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘকাল; **অনুচ্ছ্বাসম্**—দীর্ঘশ্বাস; **শর্ম**—মনের শান্তি; **কিম্**—কি; **নাম**—তখন; **বিন্দতে**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

শিশুটি তখন পিঞ্জরস্থ পক্ষীর মতো অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হয়ে, গর্ভের মধ্যে বাস করে। সে যদি ভাগ্যবান হয়, তখন তার পূর্বের শত জন্মের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা তার স্মরণ হয়, এবং সে তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। সেই অবস্থায় মনের শান্তি লাভ করা কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

জন্মের পর শিশু তার পূর্ব জন্মের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু যখন আমরা বড় হই, তখন *শ্রীমদ্ভাগবত* আদি প্রামাণিক শাস্ত্র পড়ে আমরা এইটুকুও অন্তত বুঝতে পারি যে, জন্ম এবং মৃত্যুর সময় কি রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যদি আমরা শাস্ত্রে বিশ্বাস না করি, তা হলে সেইটি আলাদা কথা, কিন্তু শাস্ত্রের প্রামাণিকতায় যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তা হলে আমাদের অবশ্যই পরবর্তী জীবনে এই দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মনুষ্য-জীবনেই কেবল তা সম্ভব। যে মনুষ্য-জীবনে দুঃখ-দুর্দশার এই ইঙ্গিতগুলির সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তা হলে বলা হয় যে, সে নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা করছে। কথিত হয় যে, মায়ার অন্ধকার বা ভব-সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করা কেবল মনুষ্য-জীবনেই সম্ভব। এই মনুষ্য-শরীর একটি অত্যন্ত সক্ষম নৌকা, এবং গুরুদেব হচ্ছেন তার অতি সুদক্ষ কর্ণধার; শাস্ত্র-নির্দেশ অনুকূল বায়ুর মতো। এত সমস্ত সুন্দর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, আমরা যদি অজ্ঞানের সমুদ্র পার হতে না পারি, তা হলে অবশ্যই আমরা জেনেশুনে আত্মহত্যা করছি।

শ্লোক ১০

আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ ॥ ১০ ॥

আরভ্য—শুরু; **সপ্তমাৎ মাসাৎ**—সপ্তম মাস থেকে; **লব্ধ-বোধঃ**—চেতনা লাভ হয়; **অপি**—যদিও; **বেপিতঃ**—নড়াচড়া করে; **ন**—না; **একত্র**—এক স্থানে; **আস্তে**—থাকে; **সূতিবাতৈঃ**—প্রসব বায়ুর দ্বারা; **বিষ্ঠা-ভূঃ**—কৃমি; **ইব**—মতো; **স-উদরঃ**—একই উদরে উৎপন্ন।

অনুবাদ

গর্ভ ধারণের সাত মাস পর তার চেতনা লাভ হয়, তখন প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব থেকে যে প্রসব-বায়ু নীচের দিকে চাপ দিতে থাকে, সেই বায়ুর দ্বারা চালিত হয়, এবং সেই নোংরা জঘন্য উদরে জাত কৃমির মতো সে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

সাত মাসের পর শিশু শরীরের বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হতে থাকে, এবং তখন সে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কারণ প্রসবের পূর্বে জরায়ু শিথিল হয়ে যায়। এখানে কৃমিদের *সোদর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *সোদর* মানে হচ্ছে 'একই মায়ের উদরে জাত।' যেহেতু যে মাতৃজঠরে শিশুটির জন্ম হয়, সেই একই গর্ভে পচনের ফলে কৃমিদেরও জন্ম হয়, এবং সেই সূত্রে সেই শিশু এবং কৃমিরা হচ্ছে ভাই। আমরা সমস্ত মানুষের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, কৃমিরাও আমাদের ভাই, অন্য জীবেদের কি কথা। তাই, আমাদের সমস্ত জীবেদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

শ্লোক ১১

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ ॥ ১১ ॥

নাথমানঃ—আবেদন করে; **ঋষিঃ**—জীব; **ভীতঃ**—ভয়ার্ত; **সপ্ত-বধ্রিঃ**—সপ্ত আবরণের দ্বারা বদ্ধ; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **স্তুবীত**—স্তব করে; **তম্**—ভগবানকে; **বিক্লবয়া**—ব্যাকুল চিত্তে; **বাচা**—বাণীর দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **উদরে**—উদরে; **অর্পিতঃ**—স্থাপিত হয়েছে।

অনুবাদ

সেই ভয়ার্ত অবস্থায়, সপ্ত ধাতুর আবরণে বদ্ধ জীব হাত জোড় করে ভগবানের স্তব করতে শুরু করে, যিনি তাকে সেই অবস্থায় স্থাপন করেছেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, স্ত্রী যখন প্রসব বেদনা অনুভব করে, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কখনও গর্ভ ধারণ করবে না এবং এই প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা আর ভোগ করতে হবে না। তেমনই, কারও যখন হাসপাতালে অপারেশন হয়, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর কখনও এমন কার্য করবে না, যার ফলে তাকে রোগগ্রস্ত হয়ে আবার অপারেশন করতে হতে পারে, অথবা কেউ যখন বিপদে পড়ে, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কখনও সেই ভুল করবে না। তেমনই, জীব যখন নারকীয় অবস্থায় পতিত হয়, তখন সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যে, সে আর কখনও পাপ কার্য করবে না, যার ফলে তাকে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হওয়ার জন্য মাতৃগর্ভে আসতে হয়। গর্ভবাসের নারকীয় পরিস্থিতিতে জীব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়, কিন্তু যখন সে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, যখন সে পূর্ণ জীবন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করে, তখন সে সব কিছু ভুলে যায় এবং বার বার সেই পাপ কর্ম সে আচরণ করতে থাকে, যে জন্য তাকে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

শ্লোক ১২

জন্তুরুবাচ

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্ ।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥ ১২ ॥

জন্তুঃ উবাচ—জীবাত্মা বলে; **তস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **উপসন্নম্**—শরণাগত; **অবিতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **ইচ্ছয়া**—স্বেচ্ছায়; **আত্ত-নানা-তনোঃ**—যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **চলৎ**—সঞ্চারি; **চরণ-অরবিন্দম্**—চরণ-কমল; **সঃ অহম্**—আমি স্বয়ং; **ব্রজামি**—যাই; **শরণম্**—সেই আশ্রয়ে; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—অভয়; **মে**—আমার; **যেন**—যার দ্বারা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **গতিঃ**—অবস্থা; **অদর্শি**—বিবেচনা করেছেন; **অসতঃ**—পুণ্যহীন; **অনুরূপা**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

মানব-দেহ প্রাপ্ত আত্মা বলতে থাকে—আমি পরমেশ্বর ভগবানের চরণ-কমলের শরণাগত হলাম, যিনি তাঁর বিভিন্ন নিত্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে, এই পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। আমি কেবল তাঁরই শরণ গ্রহণ করি, কারণ তিনি আমাকে সর্বতোভাবে অভয় প্রদান করতে পারেন এবং তাঁর থেকে আমি জীবনের এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি, যা আমার পাপকর্মের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

তাৎপর্য

এখানে *চলচ্চরণারবিন্দম্* শব্দে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে, যিনি প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেন অথবা ভ্রমণ করেন। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র সত্য-সত্যই পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো পদচারণ করেছিলেন। তাই এই প্রার্থনাটি পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে, যিনি পুণ্যবানদের রক্ষা করার জন্য এবং পাপীদের বিনাশ করার জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন স্থানে অবতরণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যখন অধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং প্রকৃত ধর্ম আচরণে গ্লানি দেখা দেয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান সাধুদের রক্ষা করার জন্য দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এখানে আসেন। এই শ্লোকটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করে।

এই শ্লোকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভগবান আসেন তাঁর নিজের ইচ্ছার দ্বারা, *ইচ্ছয়া* । যে কথা *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন, *সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*—"আমার নিজের ইচ্ছায়, আমার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, আমি আবির্ভূত হই।" তাঁকে জড়া প্রকৃতির নিয়মের প্রভাবে বাধ্য হয়ে আসতে হয় না। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ইচ্ছয়া*—তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় আসেন, এবং যে রূপে তিনি অবতরণ করেন, তা তাঁর নিত্য স্বরূপ; মায়াবাদীদের কল্পনা অনুসারে, তিনি যে-কোন রূপ ধারণ করেন না। পরমেশ্বর ভগবান যেমন জীবকে ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ফেলেন, তেমনই তিনি তাদের উদ্ধারও করতে পারেন, এবং তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করা। শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন, "সব কিছু পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও।" এবং *ভগবদ্গীতাতে* আরও বলা হয়েছে যে, কেউ যখন তাঁর কাছে যান, তখন আর তাঁকে এই জড় জগতে আর একটি দেহ ধারণ করার জন্য ফিরে আসতে হয় না তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান, যেখান থেকে আর তাঁকে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ১৩

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্ ।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—ও; **অত্র**—এখানে; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ; **ইব**—যেন; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **আবৃত**—আচ্ছাদিত; **আত্মা**—শুদ্ধ আত্মা; **ভূত**—স্থূল উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আশয়**—মন; **ময়ীম্**—সমন্বিত; **অবলম্ব্য**—পতিত হয়ে; **মায়াম্**—মায়াতে; **আস্তে**—থাকে; **বিশুদ্ধম্**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **অবিকারম্**—পরিবর্তন রহিত; **অখণ্ড-বোধম্**—অন্তহীন জ্ঞান-সমন্বিত; **আতপ্যমান**—অনুতপ্ত; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **অবসিতম্**—বাস করে; **নমামি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ আত্মা আমি আমার কর্মের বন্ধনে, মায়ার ব্যবস্থাপনায় মাতৃ-জঠরে শায়িত রয়েছি। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এখানে আমারই সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তিনি অবিকারী এবং অপরিবর্তনশীল। তিনি অসীম কিন্তু সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করা যায়। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবাত্মা বলতে থাকে, "আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।" অতএব জীবাত্মা তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার আশ্রিত সেবক। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই একই শরীরে অবস্থান করছে, যে-কথা *উপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে। তারা বন্ধুর মতো পাশাপাশি বসে রয়েছে, কিন্তু তাদের একজন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, এবং অন্য জন সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অতীত।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধম্*—পরমাত্মা সর্বদাই সমস্ত কলুষের অতীত। জীব কলুষিত হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, কারণ তার

জড় শরীর রয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যেহেতু ভগবানও তার সঙ্গে রয়েছেন, তাই তাঁরও একটি জড় শরীর রয়েছে। তিনি *অবিকারম্*—পরিবর্তন রহিত। তিনি সর্বদাই পরম ঈশ্বর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদীরা তাদের কলুষিত হৃদয়ের জন্য বুঝতে পারে না যে, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা ভিন্ন। এখানে বলা হয়েছে, *আতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতম্*—তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে রয়েছেন, কিন্তু যারা অনুতপ্ত, তারা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে। জীবাত্মা তার স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার জন্য, পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করার জন্য এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য অনুতপ্ত হয়। সে হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়েছে, এবং তাই সে অনুতপ্ত। তখন সে পরমাত্মাকে জানতে পারে অথবা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—বহু বহু জন্মের পর বদ্ধ জীব জানতে পারে যে, বাসুদেব হচ্ছেন মহান, তিনি হচ্ছেন প্রভু, এবং তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। জীবাত্মা হচ্ছে সেবক, এবং তাই সে ভগবানের শরণাগত হয়। তখন সে মহাত্মায় পরিণত হয়। অতএব যে ভাগ্যবান জীব তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এমন কি মাতৃ-জঠরে অবস্থান করার সময়ও, তিনি নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ১৪

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে
চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্ ।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যিনি; **পঞ্চ-ভূত**—পঞ্চ মহাভূত; **রচিতে**—নির্মিত; **রহিতঃ**—পৃথক; **শরীরে**—জড় দেহে; **ছন্নঃ**—আবৃত; **অযথা**—অনুপযুক্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **গুণ**—গুণ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **চিৎ**—অহঙ্কার; **আত্মকঃ**—সমন্বিত; **অহম্**—আমি; **তেন**—জড় শরীরের দ্বারা; **অবিকুণ্ঠ-মহিমানম্**—যাঁর মহিমা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; **ঋষিম্**—সর্বজ্ঞ; **তম্**—সেই; **এনম্**—তাঁকে; **বন্দে**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **পরম্**—দিব্য; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতিকে; **পূরুষয়োঃ**—জীবকে; **পুমাংসম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি এই পঞ্চভূতাত্মক জড় শরীর ধারণ করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, এবং তাই আমি প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও, আমার গুণ এবং ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হচ্ছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এই প্রকার জড় শরীর রহিত, তাই তিনি জীব এবং জড়া প্রকৃতির অতীত, এবং যেহেতু তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময় গুণে মহিমান্বিত, তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জীবের জড়া প্রকৃতির অধীন হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতি এবং জীবের অতীত। জীব যখন জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়, তখন তার ইন্দ্রিয় এবং গুণ কলুষিত হয়ে যায় বা উপাধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের জড় গুণ বা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত এবং বদ্ধ জীবের মতো তিনি কখনও অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে পারেন না। যেহেতু তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির প্রভাবের বশবর্তী নন। জড়া প্রকৃতি সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই জড়া প্রকৃতির পক্ষে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা কখনই সম্ভব নয়।

যেহেতু জীবের স্বরূপ অণুসদৃশ, তাই তার জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু যখন সে মিথ্যা জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের মতো চিন্ময় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন আর ভগবানের সঙ্গে তার গুণগত কোন পার্থক্য থাকে না, কিন্তু যেহেতু সে এত শক্তিমান নয় যে, সে কখনও জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে না, তাই আয়তনগতভাবে সে ভগবান থেকে ভিন্ন।

জীবকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করা এবং চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ভক্তির প্রক্রিয়া। সেই চিন্ময় স্তরে জীব গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক। *বেদে* বলা হয়েছে যে, জীব সর্বদাই মুক্ত। *অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।* জীব হচ্ছে মুক্ত। তার জড় কলুষ অনিত্য, এবং তার প্রকৃত স্থিতি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা। এই মুক্তি লাভ হয় কৃষ্ণভক্তির দ্বারা, যার শুরু হয় শরণাগতি থেকে। তাই এখানে বলা হয়েছে, "আমি পরম পুরুষ ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ১৫

যন্মায়য়োরুগুণকর্মনিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদভিশ্রমেণ ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥ ১৫ ॥

যৎ—ভগবানের; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **উরু-গুণ**—মহান গুণ থেকে উদ্ভূত; **কর্ম**—কর্ম; **নিবন্ধনে**—বন্ধনের দ্বারা; **অস্মিন্**—এই; **সাংসারিকে**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের; **পথি**—পথে; **চরন্**—ভ্রমণ করে; **তৎ**—তার; **অভিশ্রমেণ**—মহা কষ্টে; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **স্মৃতিঃ**—স্মরণশক্তি; **পুনঃ**—পুনরায়; **অয়ম্**—এই জীব; **প্রবৃণীত**—উপলব্ধি করতে পারে; **লোকম্**—তার প্রকৃত স্বভাব; **যুক্ত্যা কয়া**—কি উপায়ের দ্বারা; **মহৎ-অনুগ্রহম্**—ভগবানের কৃপা; **অন্তরেণ**—ব্যতীত।

অনুবাদ

মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত আত্মা প্রার্থনা করে—জীব মায়ার বশীভূত হয়ে, সংসার-চক্রে তার অস্তিত্বের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই, সে এইভাবে বদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব, ভগবানের কৃপা ব্যতীত, সে কিভাবে পুনরায় ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে?

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে যে, কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের দ্বারা কেউ মুক্তি লাভ করে না, মুক্তি লাভ হয় কেবল ভগবানের কৃপার দ্বারা। মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা বদ্ধ জীব যে-জ্ঞান অর্জন করে, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা সর্বদাই পরমতত্ত্বের সমীপবর্তী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বলা হয় যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই তাঁকে অথবা তাঁর প্রকৃত রূপ, গুণ এবং নাম উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ নয়, তারা বহু সহস্র বৎসর ধরে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করলেও, তাঁকে জানতে পারবে না।

কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবে, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত

হয়ে পড়ার ফলে, আমরা আমাদের স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা কেন আমরা মায়ার অধীন হয়েছি। তা *ভগবদ্‌গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, আমিই স্মৃতি দান করি এবং জ্ঞান অপহরণ করি।" বদ্ধ জীবের বিস্মৃতিও ভগবানের নির্দেশনাতেই হয়। জীব যখন জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়, তখন সে তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে। স্বাতন্ত্র্যের এই অপব্যবহার, যাকে বলা হয় মায়া, তা সর্বদাই রয়েছে, তা না হলে স্বাতন্ত্র্য থাকত না। স্বাতন্ত্র্য মানে হচ্ছে সঠিকভাবে অথবা বেঠিকভাবে আচরণ করার ক্ষমতা। তা নিশ্চল নয়; তা সচল। অতএব, স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার জীবের মায়াচ্ছন্ন হওয়ার কারণ।

মায়া এতই প্রবল যে, ভগবান বলেছেন, এই মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা আবার অনায়াসে করা সম্ভব, "যদি সে আমার শরণাগত হয়।" *মামেব যে প্রপদ্যন্তে*—যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তিনি অনায়াসে মায়ার কঠোর নিয়মের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের ইচ্ছায় জীব মায়ার বশীভূত হয়, এবং কেউ যদি সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তা সম্ভব কেবল ভগবানের কৃপার দ্বারা।

মায়াচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের কার্যকলাপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি বদ্ধ জীব মায়ার বশবর্তী হয়ে, নানা প্রকার কর্মে লিপ্ত হয়। আমরা এই জড় জগতে দেখতে পাই যে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জড় সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধ জীবেরা কি রকম আশ্চর্যজনকভাবে কর্ম করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসরূপে জানা। তিনি যখন বাস্তবিকই পূর্ণজ্ঞানে থাকেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, ভগবান হচ্ছেন পরম আরাধ্য বস্তু এবং জীব হচ্ছে তাঁর নিত্য দাস। এই জ্ঞান হারিয়ে সে যখন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় অজ্ঞান।

শ্লোক ১৬

জ্ঞানং যদেতদদধাৎকতমঃ স দেব-
স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্তিতাংশঃ ।
তং জীবকর্মপদবীমনুবর্তমানা-
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **যৎ**—যা; **এতৎ**—এই; **অদধাৎ**—দিয়েছেন; **কতমঃ**—তিনি ছাড়া আর কে; **সঃ**—সেই; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রৈ-কালিকম্**—কালের তিনটি অবস্থার; **স্থির-চরেষু**—স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুতে; **অনুবর্তিত**—বাস করে; **অংশঃ**—তাঁর অংশ-প্রকাশ; **তম্**—তাঁকে; **জীব**—জীবাত্মাদের; **কর্ম-পদবীম্**—সকাম কর্মের পথ; **অনুবর্তমানাঃ**—যারা অনুগমন করছে; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ থেকে; **উপশমনায়**—মুক্ত হওয়ার জন্য; **বয়ম্**—আমরা; **ভজেম**—শরণাগত হতে হবে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর অংশে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনি ছাড়া আর কে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুদের পরিচালনা করতে পারেন? তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ , কালের এই তিনটি অবস্থায় বিরাজ করেন। তাঁরই নির্দেশনায় বদ্ধ জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয়, এবং বদ্ধ জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের কেবল তাঁরই শরণাগত হতে হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন ঐকান্তিকভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে উৎসুক হয়, তখন তার হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাকে এই জ্ঞান প্রদান করেন—"আমার শরণাগত হও।" *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, "সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ* । ভগবান বলেছেন, "আমার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান এবং স্মৃতি লাভ হয়, এবং বিস্মৃতিও আমার থেকেই আসে।" যিনি জড়-জাগতিক বিচারে তৃপ্ত হতে চান অথবা যিনি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চান, ভগবান তাঁকে তাঁর সেবার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের তথাকথিত সুখে নিমগ্ন করেন। তেমনই, কেউ যখন জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে, ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান অন্তর থেকে তাঁকে শরণাগত হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেন, এবং তারই ফলে তিনি মুক্ত হন।

পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি ব্যতীত কেউই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

উপদেশ দিয়েছেন যে, জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে করতে, জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভ্রমণ করছে। কিন্তু সে যখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তখন শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে সে দিব্য জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং জীব যখন ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তখন ভগবান তাকে তাঁর প্রতিনিধি বা সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দেন। অন্তর থেকে এইভাবে পরিচালিত হয়ে এবং বাইরে গুরুদেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, জীব কৃষ্ণভক্তির পন্থা প্রাপ্ত হয়, যা হচ্ছে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়।

তাই পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পরম জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হলে, জড়া প্রকৃতিতে কঠোর জীবন সংগ্রামে জীবকে তীব্র যাতনা ভোগ করতে হয়। তাই গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মূর্ত-বিগ্রহ। বদ্ধ জীবকে প্রত্যক্ষভাবে গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তার ফলে সে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হয়। গুরুদেব বদ্ধ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির বীজ বপন করেন, এবং গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করার ফলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, এবং তখন তার জীবন ধন্য হয়।

শ্লোক ১৭

দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিণ্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥ ১৭ ॥

দেহী—দেহধারী জীব; **অন্য-দেহ**—অন্য শরীরের; **বিবরে**—উদরে; **জঠর**—পেটের; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **অসৃক্**—রক্তের; **বিট্**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **কূপ**—কূপে; **পতিতঃ**—পতিত হয়েছে; **ভৃশ**—অত্যন্ত; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **দেহঃ**—তার শরীর; **ইচ্ছন্**—বাসনা করে; **ইতঃ**—সেই স্থান থেকে; **বিবসিতুম্**—বাহির হওয়ার জন্য; **গণয়ন্**—গণনা করে; **স্ব-মাসান্**—তার মাস; **নির্বাস্যতে**—মুক্ত হবে; **কৃপণ-ধীঃ**—অনুদার বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি; **ভগবন্**—হে ভগবান; **কদা**—কখন; **নু**— নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

তার মায়ের উদরে রক্ত, মল এবং মূত্রের কূপে পতিত হয়ে, এবং তার মায়ের জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে, দেহী জীবাত্মা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মাস গণনা করে, এবং প্রার্থনা করে, "হে ভগবান! এই হতভাগ্য জীব কখন এই কারাগার থেকে মুক্ত হবে?"

তাৎপর্য

এখানে মাতৃগর্ভে জীবের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিক দিয়ে শিশুটি জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে, এবং অন্য দিকে সে মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদির কূপে ভাসছে। সাত মাস পর শিশু যখন চেতনা লাভ করে, তখন সে দুঃসহ পরিস্থিতি অনুভব করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কবে তার মুক্তি হবে তার মাস গণনা করে, সেই কারাগার থেকে সে বেরিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়। তথাকথিত সভ্য মানুষ জীবনের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা বিচার করে না, এবং কখনও কখনও তারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অথবা গর্ভপাতের দ্বারা সেই শিশুটিকে হত্যা করতে চায়। সেই প্রকার মানুষেরা গর্ভের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা না করে, মনুষ্য-জীবনের অপূর্ব সুন্দর সুযোগটির সম্পূর্ণ অপব্যবহার করে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে থাকে।

এই শ্লোকে *কৃপণধীঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ধী* মানে হচ্ছে 'বুদ্ধি', এবং *কৃপণ* মানে হচ্ছে 'অনুদার।' বদ্ধ জীবন তাদের জন্য, যাদের বুদ্ধিমত্তা কৃপণ অথবা যারা যথাযথভাবে তাদের বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করে না। মনুষ্য-জীবনে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয়, এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভের মাধ্যমে, এই বিকশিত বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করতে হয়। যিনি তা করেন না, তিনি কৃপণ, ঠিক যেমন কোন কোন মানুষ বিপুল পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, তার সদ্ব্যবহার করে না, কেবল তা দেখার জন্য সঞ্চয় করে রাখে। যে-ব্যক্তি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, তার বিকশিত মনুষ্য-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে না, সে একটি কৃপণ। কৃপণের ঠিক বিপরীত শব্দটি হচ্ছে উদার। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন উদার, কারণ তিনি পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য তাঁর মানবোচিত বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেন। তিনি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির প্রচার করে তাঁর বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করেন, এবং তাই তিনি হচ্ছেন উদার।

শ্লোক ১৮

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন ।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্যাৎ ॥ ১৮ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (ভগবানের দ্বারা); **ঈদৃশীম্**—এই প্রকার; **গতিম্**—অবস্থা; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি (আমি); **দশ-মাস্যঃ**—দশ মাস বয়স্ক; **ঈশ**—হে ভগবান; **সংগ্রাহিতাঃ**—গ্রহণ করানো হয়েছে; **পুরু-দয়েন**—অত্যন্ত দয়ালু; **ভবাদৃশেন**—অতুলনীয়; **স্বেন**—নিজস্ব; **এব**—কেবল; **তুষ্যতু**—তিনি প্রসন্ন হন; **কৃতেন**—তার কার্যের দ্বারা; **সঃ**—সেই; **দীন-নাথঃ**—পতিত জীবেদের আশ্রয়; **কঃ**—কে; **নাম**—বাস্তবিক পক্ষে; **তৎ**—সেই কৃপা; **প্রতি**—বিনিময়ে; **বিনা**—ব্যতীত; **অঞ্জলিম্**—হাত জোড় করে; **অস্য**—ভগবানের; **কুর্যাৎ**—প্রতিদান দিতে পারি।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনার অহৈতুকী কৃপায়, যদিও আমি মাত্র দশ মাস বয়স্ক, তবুও আমার চেতনা জাগরিত হয়েছে। এই অহৈতুকী কৃপার জন্য, পতিত জীবের বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া, আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করার আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীরের ভিতর আত্মার সঙ্গে একত্রে স্থিত পরমাত্মাই বুদ্ধি এবং বিস্মৃতি প্রদান করেন। ভগবান যখন দেখেন যে, বদ্ধ জীব মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়েছে, তখন অন্তর থেকে পরমাত্মারূপে বুদ্ধি প্রদান করে এবং বাইরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি গুরুদেবরূপে, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে, তিনি নিজে *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করে তাকে সাহায্য করেন। পতিত জীবেদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান সর্বদাই সুযোগের অপেক্ষা করছেন। আমাদের সব সময়ই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ আমাদের নিত্য জীবনের আনন্দময় পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সর্বদাই উৎকণ্ঠিত। ভগবানের এই আশীর্বাদের প্রতিদান দেওয়ার কোন

ক্ষমতা আমাদের নেই; তাই আমরা কেবল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারি এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। গর্ভস্থ শিশুর এই প্রার্থনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কোন নাস্তিক বলতে পারে, "মাতৃগর্ভস্থ একটি শিশুর পক্ষে এত সুন্দরভাবে প্রার্থনা করা কি সম্ভব?" ভগবানের কৃপায় সব কিছুই সম্ভব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শিশুটিকে এই রকম একটি সঙ্কটজনক অবস্থায় ফেলা হয়েছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে সে সেই একই চিন্ময় আত্মা, এবং সেখানে ভগবানও তার সঙ্গে রয়েছেন। ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবে সব কিছুই সম্ভব।

শ্লোক ১৯

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্যপরঃ স্বদেহে ।
যৎসৃষ্টয়াসং তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্যমিব প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

পশ্যতি—দেখে; **অয়ম্**—এই জীব; **ধিষণয়া**—বুদ্ধিমত্তা সহকারে; **ননু**—কেবল; **সপ্ত-বধ্রিঃ**—সাতটি জড় আবরণের দ্বারা বদ্ধ; **শারীরকে**—সুখদায়ক এবং দুঃখদায়ক ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **দম-শরীরী**—আত্ম-সংযমের জন্য দেহ ধারণকারী; **অপরঃ**—অন্য; **স্ব-দেহে**—তার দেহে; **যৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **সৃষ্টয়া**—প্রদত্ত; **আসম্**—ছিল; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **পুরুষম্**—পুরুষকে; **পুরাণম্**—প্রাচীনতম; **পশ্যে**—দেখি; **বহিঃ**—বাইরে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **চ**—এবং; **চৈত্যম্**—অহঙ্কারের উৎস; **ইব**—বাস্তবিক পক্ষে; **প্রতীতম্**—প্রতীয়মান।

অনুবাদ

অন্য প্রকার শরীরে জীব কেবল তার সহজাত প্রবৃত্তিই অনুভব করে, সে তার সেই বিশেষ শরীরের সুখকর এবং দুঃখদায়ক ইন্দ্রিয় অনুভূতিই কেবল অনুভব করে। কিন্তু আমি এমন একটি শরীর পেয়েছি, যাতে আমি আমার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারি; তাই আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আশীর্বাদে আমি এই দেহ লাভ করেছি এবং যাঁর কৃপায় আমি অন্তরে এবং বহিরে তাঁকে দর্শন করতে পারি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার শরীরের বিবর্তন অনেকটা একটি ফুলের ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ার মতো। একটি ফুলের যেমন বিকাশের বিভিন্ন স্তর রয়েছে—মুকুলের স্তর, বিকশিত স্তর এবং সৌরভ ও সৌন্দর্য নিয়ে পূর্ণ বিকশিত স্তর—তেমনই চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জীবের ধীরে ধীরে বিবর্তন হয়, এবং নিম্ন যোনি থেকে উচ্চতর যোনিতে ধারাবাহিকভাবে ক্রমোন্নতি হয়। মনুষ্য জীবন হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের জীবন, কেননা সেই জীবনে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনা লাভ হয়। মাতৃগর্ভস্থ ভাগ্যবান শিশুটি তার উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করেছে এবং তার ফলে তার অবস্থা অন্যান্য দেহ থেকে স্বতন্ত্র। মনুষ্যেতর শরীর-সমন্বিত পশুরা কেবল তাদের দেহের সুখ এবং দুঃখই অনুভব করে; তাদের দেহের আবশ্যকতার অতিরিক্ত কিছু তারা চিন্তা করতে পারে না—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন নিয়েই তাদের জীবন। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে ভগবানের কৃপায় চেতনা এতই বিকশিত যে, মানুষ তার অসাধারণ স্থিতির মূল্যায়ন করতে পারে এবং তার ফলে সে নিজের আত্মাকে এবং পরম আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে।

দমশরীরী মানে হচ্ছে আমাদের এমন একটি শরীর রয়েছে, যাতে আমরা ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করতে পারি। জড়-জাগতিক জীবনে সমস্ত জটিলতার কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত মন এবং ইন্দ্রিয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত যে, তিনি তাদের এত সুন্দর একটি শরীর দান করেছেন, এবং সেই শরীরটির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা উচিত। একটি পশু এবং একটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পশু নিজেকে সংযত করতে পারে না এবং তার কোন শালীনতা-বোধ নেই, কিন্তু মানুষের শালীনতা-বোধ রয়েছে এবং নিজেকে সংযত করার ক্ষমতা রয়েছে। মনুষ্য-জীবনে যদি সংযমের এই ক্ষমতা প্রদর্শন না করা হয়, তা হলে সে একটি পশুরই সমান। ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, অথবা যোগ-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, মানুষ নিজেকে, পরমাত্মাকে, সমগ্র জগৎকে এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হতে পারে; ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। তা না হলে, আমরা একটি পশুরই সমান।

ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা যথার্থ আত্ম-উপলব্ধির কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং নিজের আত্মাকে দর্শন করতে চেষ্টা করা উচিত। নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমান বলে মনে করা আত্ম-উপলব্ধি নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *অনাদি* বা *পুরাণ* এবং তাঁর অন্য কোন কারণ নেই। জীবের জন্ম হয়েছে সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে

তাঁর বিভিন্ন অংশরূপে। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ*— পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের কোন কারণ নেই। তিনি অজ। কিন্তু জীব তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যে-কথা *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *মমৈবাংশঃ*— জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই অজ, কিন্তু বুঝতে হবে যে, বিভিন্ন অংশের পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ব্রহ্মসংহিতায়* তাই বলা হয়েছে যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে এসেছে *(সর্বকারণকারণম্)*। *বেদান্ত-সূত্রেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সকলের জন্মের আদি উৎস। *ভগবদ্‌গীতায়* শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*— "আমি সব কিছুর জন্মের উৎস, এমন কি ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য সমস্ত জীবেরও।" এটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। মানুষের জানা উচিত যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং কখনও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলে মনে করা উচিত নয়। তা না হলে, কেন তাকে বদ্ধ জীবনে রাখা হয়েছে?

শ্লোক ২০

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ ॥ ২০ ॥

সঃ অহম্—আমি স্বয়ং; **বসন্**—বাস করে; **অপি**—যদিও; **বিভো**—হে ভগবান; **বহু-দুঃখ**—বহু প্রকার দুঃখের দ্বারা; **বাসম্**—অবস্থায়; **গর্ভাৎ**—উদর থেকে; **ন**—না; **নির্জিগমিষে**—নির্গত হতে চাই; **বহিঃ**—বাইরে; **অন্ধ-কূপে**—অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে; **যত্র**—যেখানে; **উপযাতম্**—যে সেখানে যায়; **উপসর্পতি**—বন্দি করে; **দেব-মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **মতিঃ**—পরিচিতি; **যৎ**—যে মায়া; **অনু**—অনুসারে; **সংসৃতি**—নিরন্তর জন্ম এবং মৃত্যু; **চক্রম্**—চক্র; **এতৎ**—এই।

অনুবাদ

অতএব, হে প্রভু! যদিও আমি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় বাস করছি, তবুও জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকূপে পুনরায় পতিত হওয়ার জন্য, আমি আমার মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হতে চাই না। আপনার বহিরঙ্গা প্রকৃতি দৈবীমায়া তৎক্ষণাৎ নবজাত

শিশুকে আচ্ছন্ন করবে, এবং সে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা থেকে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার সূচনা হয়।

তাৎপর্য

শিশু যতক্ষণ মাতৃগর্ভে থাকে, ততক্ষণ সে অত্যন্ত সঙ্কটজনক এবং ভয়ঙ্কর অবস্থায় থাকে, কিন্তু তার লাভ এই হয় যে, সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের শুদ্ধ চেতনা জাগরিত করে এবং তার উদ্ধারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু জন্ম গ্রহণের সময়, সে যখন মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মায়ার প্রভাব এত প্রবল হয় যে, সে তৎক্ষণাৎ তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তার দেহকে তার প্রকৃত স্বরূপ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। মায়া মানে হচ্ছে 'অলীক', অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে যার অস্তিত্ব নেই। জড় জগতে সকলেই তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। "আমি এই শরীর", মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই শিশুটির এই অহঙ্কারাচ্ছন্ন চেতনার উদয় হয়। মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুটির প্রতীক্ষা করে, এবং তার জন্ম হওয়া মাত্রই, মা তাকে দুধ খাওয়ায়, এবং অন্য সকলে তার দেখাশোনা করে। জীব শীঘ্রই তার প্রকৃত স্থিতি ভুলে যায় এবং দেহের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমগ্র জড় জগৎ হচ্ছে এই দেহাত্ম-বুদ্ধির বন্ধন। প্রকৃত জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে, "আমি এই দেহ নই। আমি পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত বিভিন্ন অংশ, আমি চিন্ময় আত্মা," এই চেতনা বিকশিত করা। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে ত্যাগ, অথবা এই দেহকে নিজের স্বরূপ বলে স্বীকার না করা।

মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব তার জন্মের পরেই সব কিছু ভুলে যায়। তাই শিশুটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে যে, সে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে না এসে, বরং সেখানেই থাকবে। কথিত আছে যে, শুকদেব গোস্বামী এই কথা বিবেচনা করে ষোল বছর তাঁর মাতার গর্ভে ছিলেন; তিনি মিথ্যা দেহাত্ম-বুদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি। মাতৃগর্ভে এই জ্ঞানের অনুশীলন করে, ষোল বছর পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই, তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন, যাতে তিনি মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়েন। *ভগবদ্গীতাতেও* মায়ার প্রভাব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে *দুরত্যয়া* । কিন্তু কৃষ্ণভাবনার অমৃতের দ্বারা, দুরতিক্রম্য মায়াকে অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* । যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে শরণাগত হন, তিনি জীবনের এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেন। মায়ার প্রভাবেই কেবল জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, এবং তার দেহকে তার প্রকৃত স্বরূপ বলে

মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তান, সমাজ, বন্ধু এবং প্রেমের পরিচয়ের মাধ্যমে নিজের পরিচয় খোঁজে। এইভাবে সে মায়ার মোহময়ী প্রভাবের স্বীকার হয়, এবং সংসার চক্রে তার জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

শ্লোক ২১

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব ।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **বিগত**—বিগত; **বিক্লবঃ**—ব্যাকুলতা; **উদ্ধরিষ্যে**—উদ্ধার করব; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আশু**—শীঘ্রই; **তমসঃ**—অন্ধকার থেকে; **সুহৃদা আত্মনা**—মিত্ররূপী বুদ্ধির দ্বারা; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **যথা**—যাতে; **ব্যসনম্**—দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা; **এতৎ**—এই; **অনেক-রন্ধ্রম্**—বহু গর্ভে প্রবেশ করে; **মা**—না; **মে**—আমার; **ভবিষ্যৎ**—হতে পারে; **উপসাদিত**—স্থাপিত (আমার মনে); **বিষ্ণু-পাদঃ**—ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

অতএব, আর ব্যাকুল না হয়ে, আমি আমার বন্ধুরূপী নির্মল চেতনার সাহায্যে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে নিজেকে উদ্ধার করব। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম আমার মনের মধ্যে ধারণ করে, বার বার জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য অনেক মাতার গর্ভে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে উদ্ধার করব।

তাৎপর্য

জীবের সংসার যাতনা সেই দিন থেকে শুরু হয়, আত্মা যখন মাতা ও পিতার ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর এবং তার পরেও তা চলতে থাকে। এই কষ্টের সমাপ্তি যে কখন হয়, তা আমরা জানি না। তবে দেহের পরিবর্তনের ফলে তার সমাপ্তি হয় না। প্রতিক্ষণ দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে আরামদায়ক অবস্থায় আমাদের জীবনের উন্নতি হচ্ছে। তাই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

উপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ । অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি। ভগবানের কৃপায় যিনি বুদ্ধিমান, এবং কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করেছেন, তার জীবন সার্থক, কারণ কেবল মাত্র কৃষ্ণভক্তিতে স্থিত হওয়ার ফলে তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করবেন।

শিশু প্রার্থনা করে যে, মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে, আবার মায়ার শিকার হওয়ার থেকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে অবস্থান করে নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়া অনেক ভাল। এই মায়া গর্ভের ভিতরে এবং বাইরে সমানভাবে কার্য করে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, যদি কৃষ্ণভক্তি করা যায়, তা হলে তার প্রভাব ততটা খারাপ হয় না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মানুষের বুদ্ধি তার বন্ধু, আবার সেই বুদ্ধিই তার শত্রুও হতে পারে। এখানেও সেই একই ধারণার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, *সুহৃদাত্মনৈব*—মিত্রবৎ বুদ্ধি । কৃষ্ণের সেবায় এবং পূর্ণ কৃষ্ণচেতনায় বুদ্ধিকে মগ্ন রাখলে, তা আত্ম-উপলব্ধি এবং মুক্তির পথ হয়। অনর্থক ক্ষুব্ধ না হয়ে, আমরা যদি নিরন্তর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার দ্বারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করি, তা হলে সংসারচক্র চিরতরে রোধ করা যায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করার আবশ্যক সামগ্রী বিনা, শিশু কিভাবে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করল? ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজার জন্য কোন সামগ্রীর আবশ্যকতা হয় না। মাতার গর্ভেই শিশু থাকতে চায় এবং সেই সঙ্গে মায়ার বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে চায়। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য কোন ভৌতিক আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। যে-কোন স্থানেই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা যায়, যদি তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মাতার গর্ভেও কীর্তন করা যায়। নিদ্রিত অবস্থায়, কাজ করার সময়, মাতৃগর্ভে বন্দি অবস্থায় অথবা বাইরে—সর্বত্রই কীর্তন করা যায়। কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তি রোধ করা যায় না। শিশুর প্রার্থনার মূল বক্তব্য হচ্ছে—"যদিও আমার এই অবস্থাটি অত্যন্ত কষ্টকর, তবুও আমাকে এই অবস্থাতেই থাকতে দিন, বাইরে গিয়ে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার থেকে এইটি অনেক ভাল।"

শ্লোক ২২

কপিল উবাচ

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্নৃষিঃ ।
সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ ॥ ২২ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিলদেব বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃত-মতিঃ**—বাসনা করে; **গর্ভে**—গর্ভে; **দশ-মাস্যঃ**—দশ মাস বয়স্ক; **স্তুবন্**—বন্দনা করে; **ঋষিঃ**—জীব; **সদ্যঃ**—সেই সময়; **ক্ষিপতি**—প্রেরণ করে; **অবাচীনম্**—অধোমুখ; **প্রসূত্যৈ**—জন্মের জন্য; **সূতি-মারুতঃ**—প্রসব বায়ু।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বললেন—গর্ভে অবস্থান কালে, দশ মাস বয়স্ক গর্ভস্থ জীব এইভাবে বাসনা করে। কিন্তু যখন সে এইভাবে ভগবানের স্তব করে, তখন প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাকে অধোমুখী করে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রেরণ করে।

শ্লোক ২৩

তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাবাক্ শির আতুরঃ ।
বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ ॥ ২৩ ॥

তেন—সেই বায়ুর দ্বারা; **অবসৃষ্টঃ**—অধোমুখে প্রক্ষিপ্ত হয়ে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **কৃত্বা**—করে; **অবাক্**—অধোমুখী; **শিরঃ**—তার মস্তক; **আতুরঃ**—কষ্ট পেয়ে; **বিনিষ্ক্রামতি**—বেরিয়ে আসে; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **নিরুচ্ছ্বাসঃ**—শ্বাস রুদ্ধ; **হত**—বিনষ্ট; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি।

অনুবাদ

অকস্মাৎ সেই বায়ুর দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে এবং অধোমস্তক হয়ে, অতি কষ্টে সেই শিশু বেরিয়ে আসে, সেই সময় অসহ্য বেদনায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয় এবং স্মৃতি বিলুপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কৃচ্ছ্রেণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অতি কষ্টে।' শিশু যখন সংকীর্ণ পথ দিয়ে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন প্রচণ্ড চাপে তার শ্বাস পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, এবং বেদনায় তার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। কখনও কখনও এত কষ্ট হয় যে, শিশুর মৃত্যু হয় অথবা মৃতপ্রায় অবস্থায় তার জন্ম হয়। জন্ম-যন্ত্রণা যে কেমন তা অনুমান করা যায়। শিশু দশ মাস গর্ভে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থায় থাকে, এবং দশ মাসের পর, তাকে বলপূর্বক বের করে দেওয়া হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান

বলেছেন যে, যাঁরা পারমার্থিক চেতনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির চার প্রকার কষ্টের কথা বিবেচনা করা। জড়বাদীরা নানাভাবে উন্নতি সাধন করছে ঠিকই, কিন্তু তারা জড়-জাগতিক অস্তিত্বের এই চার প্রকার ক্লেশের নিবৃত্তি সাধন করতে অক্ষম।

শ্লোক ২৪

পতিতো ভুব্যসৃঙ্মিশ্রঃ বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে।
রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥ ২৪ ॥

পতিতঃ—পতিত; **ভুবি**—পৃথিবীর উপর; **অসৃক্**—রক্তের দ্বারা; **মিশ্রঃ**—মিশ্রিত; **বিষ্ঠা-ভূঃ**—কৃমি; **ইব**—মতো; **চেষ্টতে**—তার অঙ্গ সঞ্চালন করে; **রোরূয়তি**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে; **গতে**—হারাবার ফলে; **জ্ঞানে**—জ্ঞান; **বিপরীতাম্**—বিপরীত; **গতিম্**—অবস্থা; **গতঃ**—যায়।

অনুবাদ

শিশু রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়ে, বিষ্ঠাজাত কৃমির মতো অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। সে তার উচ্চতর জ্ঞান হারিয়ে, মায়ার প্রভাবে ক্রন্দন করতে থাকে।

শ্লোক ২৫

পরচ্ছন্দং ন বিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ।
অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

পর-ছন্দম্—অন্যের বাসনা; **ন**—না; **বিদুষা**—বুঝে; **পুষ্যমাণঃ**—পালিত হয়ে; **জনেন**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **সঃ**—সে; **অনভিপ্রেতম্**—অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে; **আপন্নঃ**—পতিত; **প্রত্যাখ্যাতুম্**—প্রত্যাখ্যান করার জন্য; **অনীশ্বরঃ**—অসমর্থ।

অনুবাদ

গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর, শিশু প্রতিপালিত হয় সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা বুঝতে পারে না সে কি চায় তাকে যা দেওয়া হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে অসমর্থ হয়ে, সে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে পতিত হয়।

তাৎপর্য

মাতৃগর্ভে শিশুর পুষ্টিসাধন প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হচ্ছিল। যদিও গর্ভাভ্যন্তরের পরিবেশ মোটেই অনুকূল ছিল না, তবুও অনন্ত শিশুর আহারের ব্যবস্থা প্রকৃতির নিয়মে যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছিল, কিন্তু গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর, শিশুকে একটি ভিন্ন পরিবেশে পড়তে হয়। সে খেতে চায় একটা জিনিস, কিন্তু তাকে দেওয়া হয় অন্য আর একটা জিনিস, কারণ কেউই বুঝতে পারে না প্রকৃত পক্ষে সে কি চায়, এবং যখন কোন অবাঞ্ছিত বস্তু তাকে দেওয়া হয়, তখন সে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। শিশু কখনও মায়ের স্তনের জন্য কাঁদে, কিন্তু ধাত্রী মনে করে যে, সে হয়তো পেটের ব্যথায় কাঁদছে, তাই সে তাকে কোন তিক্ত ওষুধ দেয়। শিশু তা চায় না, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। এইভাবে তাকে একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিবেশে এসে পড়তে হয় এবং তার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ চলতে থাকে।

শ্লোক ২৬

শায়িতোঽশুচিপর্যঙ্কে জন্তুঃ স্বেদজদূষিতে ।
নেশঃ কণ্ডূয়নেঽঙ্গানামাসনোত্থানচেষ্টনে ॥ ২৬ ॥

শায়িতঃ—শয়ান; **অশুচি-পর্যঙ্কে**—একটি ময়লা পালঙ্কে; **জন্তুঃ**—শিশু; **স্বেদ-জ**—স্বেদ থেকে উৎপন্ন প্রাণী; **দূষিতে**—পূর্ণ; **ন ঈশঃ**—অসমর্থ; **কণ্ডূয়নে**—চুলকানি; **অঙ্গানাম্**—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **আসন**—উপবিষ্ট অবস্থায়; **উত্থান**—দণ্ডায়মান অবস্থায়; **চেষ্টনে**—অথবা চলার সময়।

অনুবাদ

স্বেদজাত কীটসমূহে পূর্ণ ময়লা বিছানায় শায়িত সেই দুর্ভাগা শিশুটি চুলকানি থেকে আরাম পাওয়ার জন্য তার অঙ্গ চুলকাতে পারে না, তার উঠে বসা, দাঁড়ানো অথবা চলাফেরা করা তো দূরের কথা।

তাৎপর্য

এখানে দ্রষ্টব্য যে, কষ্টে ক্রন্দন করতে করতে শিশুটির জন্ম হয়েছিল। জন্মের পরও সেই কষ্টভোগ চলতে থাকে, এবং সে ক্রন্দন করে। যেহেতু তার মল-মূত্রের দ্বারা দূষিত নোংরা বিছানায় কীটসমূহের দ্বারা সে উত্ত্যক্ত হয়, তাই সে ক্রন্দন করতে থাকে। তার কষ্ট লাঘবের জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

শ্লোক ২৭

তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ ।
রুদন্তং বিগতজ্ঞানং কৃময়ঃ কৃমিকং যথা ॥ ২৭ ॥

তুদন্তি—কামড়ায়; **আম-ত্বচম্**—কোমল ত্বক-বিশিষ্ট শিশুটিকে; **দংশাঃ**—ডাঁশ-মশা; **মশকাঃ**—মশা; **মৎকুণ**—ছারপোকা; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি অন্য প্রাণী; **রুদন্তম্**—ক্রন্দন করতে করতে; **বিগত**—বঞ্চিত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **কৃময়ঃ**—কৃমি; **কৃমিকম্**—কৃমিকে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

অত্যন্ত কোমল ত্বক-বিশিষ্ট সেই শিশুটিকে তার অসহায় অবস্থায় ডাঁশ, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি কামড়াতে থাকে, ঠিক যেমন ছোট কৃমি বড় কৃমিকে দংশন করে। বিগতজ্ঞান শিশুটি তখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে।

তাৎপর্য

বিগতজ্ঞানম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, গর্ভাবস্থায় শিশুটির যে দিব্য জ্ঞান বিকশিত হয়েছিল, তা মায়ার প্রভাবে ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রকার উপদ্রবের ফলে এবং গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার ফলে, শিশুটি আর স্মরণ করতে পারে না, সে তার মুক্তির জন্য কি চিন্তা করেছিল। ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কোন জ্ঞান অর্জন করে থাকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে, সে তা ভুলে যেতে পারে। কেবল শিশুরাই নয়, বয়স্ক ব্যক্তিদেরও তাদের কৃষ্ণভক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত, এবং সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি বর্জন করা উচিত, যাতে তারা তাদের মুখ্য কর্তব্য ভুলে না যায়।

শ্লোক ২৮

ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ ।
অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচার্পিতঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি এবম্—এইভাবে; **শৈশবম্**—শৈশব; **ভুক্ত্বা**—ভোগ করে; **দুঃখম্**—দুঃখ; **পৌগণ্ডম্**—বাল্যাবস্থা; **এব**—এমন কি; **চ**—এবং; **অলব্ধ**—প্রাপ্ত না হয়ে; **অভীপ্সিতঃ**—অভিলাষ; **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞানের ফলে; **ইদ্ধ**—প্রজ্বলিত; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **শুচা**—শোকের দ্বারা; **অর্পিতঃ**—অভিভূত।

অনুবাদ

এইভাবে শিশুটি নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করে। বাল্যাবস্থায়ও সে অপ্রাপ্য বস্তুর বাসনা করে, এবং তা না পেয়ে সে দুঃখ অনুভব করে। এবং এইভাবে অজ্ঞানতাবশত, সে ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হয়।

তাৎপর্য

জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অবস্থাকে বলা *শৈশব*। পাঁচ বছর পর থেকে পনের বছর পর্যন্ত অবস্থাকে বলা হয় *পৌগণ্ড*। যোল বছর বয়সে যৌবন শুরু হয়। শৈশব অবস্থার দুঃখ-দুর্দশার কথা ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়, যা তার একেবারে ভাল লাগে না। সে খেলতে চায়, কিন্তু তাকে জোর করে স্কুলে যেতে, পড়াশুনা করতে এবং পরীক্ষায় পাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। আর এক প্রকার ক্লেশ হচ্ছে যে, সে এমন কোন বস্তু চায়, যা নিয়ে সে খেলা করতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, সে যা চায়, তা সে নাও পেতে পারে, এবং তার ফলে সে মর্মাহত হয় এবং বেদনা অনুভব করে। এক কথায় বলা যায় যে, সে তার শৈশবে যেমন অসুখী ছিল, বাল্যাবস্থায়ও তেমনই অসুখী থাকে, অতএব যৌবন সম্বন্ধে আর কি বলার আছে। বালকেরা খেলার জন্য কত কৃত্রিম দাবি প্রস্তুত করে, এবং যখন তারা সন্তুষ্ট হয় না, তখন তারা রাগে ফেটে পড়ে এবং তার পরিণামে দুঃখভোগ করে।

শ্লোক ২৯

সহ দেহেন মানেন বর্ধমানেন মন্যুনা ।
করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্বন্তায় চাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

সহ—সঙ্গে; **দেহেন**—শরীর; **মানেন**—অভিমান; **বর্ধমানেন**—বর্ধিত হয়ে; **মন্যুনা**—ক্রোধের ফলে; **করোতি**—সে সৃষ্টি করে; **বিগ্রহম্**—শত্রুতা; **কামী**—কামুক ব্যক্তি; **কামিষু**—অন্যান্য কামুক ব্যক্তিদের প্রতি; **অন্তায়**—বিনাশ করার জন্য; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—তার আত্মার।

অনুবাদ

দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আত্মার বিনাশের জন্য, জীব তার অভিমান এবং ক্রোধ বর্ধিত করতে থাকে এবং তার ফলে তারই মতো অন্যান্য কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশতি শ্লোকে অর্জুন কৃষ্ণকে জীবের কাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, জীব শাশ্বত, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক হওয়া সত্ত্বেও, কেন সে ভবসাগরে পতিত হয় এবং মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নানা রকম পাপ কর্ম করে। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কামের প্রভাবেই জীব তার অতি উচ্চ পদ থেকে অত্যন্ত জঘন্য জড়-জাগতিক অস্তিত্বে অধঃপতিত হয়। এই কাম ক্রোধে পরিণত হয়। কাম এবং ক্রোধ উভয়ই রজোগুণের অন্তর্গত। প্রকৃত পক্ষে রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয়, এবং কামের অতৃপ্তিতে তা তমোগুণের স্তরে ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। অবিদ্যা যখন আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, তখন তা জীবনের নারকীয় পরিস্থিতিতে সব চাইতে জঘন্য অবস্থায় অধঃপতনের কারণ হয়।

নারকীয় জীবন থেকে চিন্ময় উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে হলে, এই কামকে কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত করতে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *কাম কৃষ্ণকর্মার্পণে*—কামের বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কত কিছু চাই, কিন্তু সেই কামকে বিশুদ্ধ করা যায়, যাতে আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু আকাঙ্ক্ষা করি। নাস্তিক বা ভগবৎ-বিদ্বেষী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ক্রোধকেও ব্যবহার করা যায়। আমরা যেহেতু আমাদের কাম এবং ক্রোধের জন্য এই সংসারে পতিত হয়েছি, সেই দুইটি গুণকে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, পুনরায় আমাদের শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে আমরা উন্নীত হতে পারি। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই উপদেশ দিয়েছেন, যেহেতু এই জড় জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অনেক বস্তু রয়েছে, এবং দেহ ধারণের জন্য যেগুলির প্রয়োজন, তাই আমাদের কর্তব্য অনাসক্তভাবে সেইগুলি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা; সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য।

শ্লোক ৩০

ভূতৈঃ পঞ্চভিবারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ ।
অহংমমেত্যসদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্ ॥ ৩০ ॥

ভূতৈঃ—জড় উপাদানের দ্বারা; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ; আরব্ধে—নির্মিত; দেহে—শরীরে; দেহী—জীব; **অবুধঃ**—অজ্ঞান; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ**—অনিত্য বস্তু; **গ্রাহঃ**—গ্রহণ করে; **করোতি**—করে; **কু-মতিঃ**—মূর্খ হওয়ার ফলে; **মতিম্**—চিন্তা।

অনুবাদ

এই প্রকার অজ্ঞানের ফলে, জীব পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে, সে সমস্ত অনিত্য বস্তুকে 'আমার' বলে মনে করে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে তার অজ্ঞান বৃদ্ধি করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অজ্ঞানের বিস্তার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অজ্ঞান হচ্ছে পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে 'আমি' বলে মনে করা, এবং দ্বিতীয় অজ্ঞান হচ্ছে দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে 'আমার' বলে মনে করা। এইভাবে অজ্ঞানের বিস্তার হয়। জীব নিত্য, কিন্তু অনিত্য বস্তুকে স্বীকার করে তার প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, সে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এবং তাই সে জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে।

শ্লোক ৩১

তদর্থং কুরুতে কর্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্ ।
যোঽনুযাতি দদৎক্লেশমবিদ্যাকর্মবন্ধনঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ-অর্থম্—তার দেহের জন্য; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যৎ-বদ্ধঃ**—যার দ্বারা বদ্ধ হয়ে; **যাতি**—যায়; **সংসৃতিম্**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রে; **যঃ**—যে শরীর; **অনুযাতি**—অনুসরণ করে; **দদৎ**—দেয়; **ক্লেশম্**—ক্লেশ; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **বন্ধনঃ**—বন্ধনের কারণ।

অনুবাদ

জীবের যে দেহটি তার নিরন্তর ক্লেশের কারণ, এবং অজ্ঞান ও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে যা তার অনুগমন করে, সেই দেহটির জন্য সে নানা রকম কর্ম করে, যা তার নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়ার কারণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত যে কর্ম, তা বন্ধনের কারণ হয়। বদ্ধ অবস্থায় জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার দেহের স্বার্থে কর্ম করে। দেহকে সে তার স্বরূপ বলে মনে করে, দেহের বিস্তারকে তার আত্মীয়-স্বজন বলে মনে করে, এবং যে স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে আরাধ্য বলে মনে করে। এইভাবে সে নানা রকম ভ্রান্ত কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে, যার ফলে সে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয়।

আধুনিক সভ্যতায় দেহাত্ম-বুদ্ধির বশে, তথাকথিত সামাজিক, জাতীয় এবং সরকারি নেতারা মানুষকে অধিক থেকে অধিকতর বিপথগামী করছে, এবং তার ফলে সমস্ত নেতারা তাদের অনুগামী সহ জন্ম-মৃত্যুর নারকীয় অবস্থায় পতিত হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে—*অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ*—যখন কোন অন্ধ অন্য সমস্ত অন্ধদের পথ প্রদর্শন করে, তখন তারা সকলেই অন্ধকূপে পতিত হয়। তাই প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে। মূর্খ জনসাধারণের নেতৃত্ব করার বহু নেতা রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তারা সকলেই দেহাত্ম-বুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত, তাই মানব-সমাজে কোন শান্তি এবং সমৃদ্ধি নেই। তথাকথিত যে-সমস্ত যোগী নানা রকম দেহের কসরৎ অনুষ্ঠান করে, তারাও এই প্রকার মূর্খ জনসাধারণেরই পর্যায়ভুক্ত, কারণ হঠযোগের পন্থা বিশেষ করে তাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিতে স্থূলভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩২

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ ॥ ৩২ ॥

যদি—যদি; **অসদ্ভিঃ**—অধার্মিকের সঙ্গে; **পথি**—পথে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শিশ্ন**—জননেন্দ্রিয়ের জন্য; **উদর**—পেটের জন্য; **কৃত**—করা হয়; **উদ্যমৈঃ**—প্রচেষ্টা; **আস্থিতঃ**—সঙ্গ করার ফলে; **রমতে**—ভোগ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **তমঃ**—অন্ধকার; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **পূর্ব বৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

অতএব, জীব যদি কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে যৌন সুখ এবং জিহ্বার স্বাদ চরিতার্থ করার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করে, তা হলে তাকে পুনরায় নরকে প্রবেশ করতে হয়।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীবকে অন্ধতামিস্র এবং তামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, এবং সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করার পর, কুকুর অথবা শূকরের মতো সে একটি নারকীয় শরীর লাভ করে। এইভাবে কয়েক জন্মের পর, সে পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। মানুষের কিভাবে জন্ম হয়, তাও কপিলদেব বর্ণনা করেছেন। মাতৃজঠরে মানুষ তার দেহ বিকশিত করে এবং সেখানে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর, সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর, সে যদি মনুষ্য-শরীর লাভ করার আর একটি সুযোগ পায় এবং শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে পুনরায় সেই অন্ধতামিস্র এবং তামিস্র নরকে পতিত হতে হবে।

মানুষ সাধারণত তার জিহ্বা এবং উপস্থের তৃপ্তি সাধনেই ব্যস্ত থাকে। সেইটি হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবন। জড়-জাগতিক জীবন মানে হচ্ছে, চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার কোন রকম চেষ্টা ব্যতীত এবং পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা ব্যতীত, কেবল আহার, পান এবং জীবন উপভোগ করা। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের বৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে ব্যস্ত, তাই কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তাকে

এই সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ করা হচ্ছে মনুষ্য-জীবনে জেনে শুনে আত্মহত্যা করার মতো। তাই বলা হয়েছে যে, এই প্রকার অবাঞ্ছিত সঙ্গ পরিত্যাগ করা এবং সর্বদা সাধুদের সঙ্গ করা বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য। তিনি যখন সাধুদের সঙ্গ করেন, তখন পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়, এবং পারমার্থিক উপলব্ধির পথে তিনি বাস্তবিক উন্নতি সাধন করেন। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ কোন বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান, এঁরা তাঁদের বিশেষ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান, এবং তাঁরা মন্দিরে, মসজিদে অথবা গির্জায় যান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও যদি এই প্রকার ব্যক্তিদের সঙ্গ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে নরকের অন্ধতম প্রদেশে পতিত হবেন।

শ্লোক ৩৩

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

সত্যম্—সত্য; **শৌচম্**—শুচিতা; **দয়া**—কৃপা; **মৌনম্**—গাম্ভীর্য; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধিমত্তা; **শ্রীঃ**—সমৃদ্ধি; **হ্রীঃ**—লজ্জা; **যশঃ**—যশ; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **শমঃ**—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **ভগঃ**—ভাগ্য; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ-সঙ্গাৎ**—যার সঙ্গ থেকে; **যাতি সঙ্ক্ষয়ম্**—বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পারমার্থিক বুদ্ধি, লজ্জা, তপস্যা, যশ, ক্ষমা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সৌভাগ্য আদি সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

যে-সমস্ত মানুষ যৌন জীবনে অত্যন্ত আসক্ত, তারা কখনও পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাদের আচরণ শুচি হতে পারে না, এবং অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা তো দূরের কথা। তারা গম্ভীর হতে পারে না, এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের কোন উৎসাহ নেই। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে

কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণু, কিন্তু যারা যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত, তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের চরম স্বার্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত। এই প্রকার মানুষদের কোন শালীনতা বোধ নেই, এবং রাস্তা-ঘাটে অথবা মাঠে-ময়দানে তারা কুকুর-বিড়ালের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, এবং তাকে তারা বলে প্রেম। এই প্রকার দুর্ভাগা জীব জড়-জাগতিক বিচারেও কখনও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। কুকুর-বিড়ালের মতো এই আচরণ তাদের কুকুর-বিড়ালের স্তরেই রাখে। তাদের যশস্বী হওয়া তো দূরের কথা, তারা তাদের ভৌতিক অবস্থারও কোন রকম উন্নতি সাধন করতে পারে না। এই সমস্ত মূর্খ ব্যক্তিরা কখনও কখনও লোক-দেখানো তথাকথিত যোগের অভ্যাস করে, কিন্তু যোগ অভ্যাসের আসল উদ্দেশ্য যে মন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম, তা তারা করতে অক্ষম। এই প্রকার মানুষদের জীবনে কোন ঐশ্বর্য থাকে না। এক কথায় তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

শ্লোক ৩৪

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৩৪ ॥

তেষু—সেই সমস্ত; **অশান্তেষু**—কর্কশ; **মূঢ়েষু**—মূর্খ; **খণ্ডিত-আত্মসু**—আত্মজ্ঞান-বিহীন; **অসাধুষু**—দুষ্ট; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **শোচ্যেষু**—শোচনীয়; **যোষিৎ**—স্ত্রীলোকদের; **ক্রীড়া-মৃগেষু**—নৃত্যশীল কুকুরের মতো; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এই প্রকার অশান্ত, আত্মজ্ঞান-রহিত, মূঢ়, অত্যন্ত শোচনীয় এবং কামিনীকুলের হাতে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ করা কখনই কর্তব্য নয়।

তাৎপর্য

যাঁরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গ করা বিশেষভাবে গর্হিত। কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে হলে সত্য, শৌচ, দয়া, গাম্ভীর্য, পারমার্থিক উন্নতি, সরলতা, ঐশ্বর্য, যশ, ক্ষমা এবং মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। কৃষ্ণভক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, এই সমস্ত গুণগুলির প্রকাশ হওয়া উচিত, কিন্তু কেউ যদি কামিনীর ক্রীড়া-মৃগের মতো মূর্খ শূদ্রের সঙ্গ করে, তা হলে তার পক্ষে কোন রকম উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত এবং জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করার অভিলাষী ব্যক্তিদের কখনও স্ত্রীসঙ্গ অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধনের অভিলাষী, তার পক্ষে এই প্রকার সঙ্গ আত্মহত্যা করার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৩৫

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **তথা**—সেইভাবে; **অস্য**—এই মানুষের; **ভবেৎ**—উদয় হতে পারে; **মোহঃ**—আসক্তি; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **চ**—এবং; **অন্য-প্রসঙ্গতঃ**—অন্য বিষয়ের আসক্তি থেকে; **যোষিৎ-সঙ্গাৎ**—স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তি থেকে; **যথা**—যেমন; **পুংসঃ**—মানুষের; **যথা**—যেমন; **তৎ-সঙ্গি**—স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি; **সঙ্গতঃ**—সঙ্গ প্রভাবে।

অনুবাদ

স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ জীবের যে-প্রকার মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি করে, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেই রকম হয় না।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্তি এতই দূষিত যে, মানুষ কেবল স্ত্রীসঙ্গের প্রভাবেই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয় না, এমন কি যারা স্ত্রীলোকেদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ প্রভাবেও জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়। আমাদের বদ্ধ জীবনের অনেক কারণ রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গ, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে প্রতিপন্ন হবে।

কলিযুগে স্ত্রীসঙ্গ অত্যন্ত প্রবল। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে স্ত্রীসঙ্গ হয়। কেউ যদি কিছু কিনতে যায়, তবে সে দেখে বিজ্ঞাপনগুলি সব মেয়েদের ছবিতে পূর্ণ। স্ত্রীলোকেদের প্রতি মানসিক আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, এবং তাই পারমার্থিক উপলব্ধির প্রতি মানুষের কোন আগ্রহ নেই। যেহেতু বৈদিক সভ্যতা পারমার্থিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই সেই সভ্যতায় স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্কতাপূর্বক করা হয়েছে। জীবনের চারটি আশ্রমের প্রথম (ব্রহ্মচর্য), তৃতীয় (বানপ্রস্থ) এবং চতুর্থ (সন্ন্যাস), এই তিনটি আশ্রমেই স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে বর্জিত

হয়েছে। কেবল গৃহস্থ এই একটি আশ্রমে, স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাও অত্যন্ত কঠোরতাপূর্বক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আকর্ষণই বদ্ধ জীবনের কারণ, এবং যে এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করতে হবে।

শ্লোক ৩৬

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ ।
রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃক্ষরূপী হতত্রপঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রজা-পতিঃ—শ্রীব্রহ্মা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **তৎ-রূপ**—তার সৌন্দর্যের দ্বারা; **ধর্ষিতঃ**—মোহিত; **রোহিৎ-ভূতাম্**—হরিণীরূপে; **সঃ**—তিনি; **অন্বধাবৎ**—ধাবমান হয়েছিলেন; **ঋক্ষ-রূপী**—হরিণরূপে; **হত**—বিহীন; **ত্রপঃ**—লজ্জা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যাকে দর্শন করে তার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন, এবং সে যখন মৃগীরূপ ধারণ করে, তখন ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করে নির্লজ্জের মতো তার পিছনে পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর কন্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন এবং শিব ভগবানের মোহিনী মূর্তির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। এই বিশেষ উদাহরণগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্মা এবং শিবের মতো দেবতারাও যদি স্ত্রীর সৌন্দর্যে এইভাবে মুগ্ধ হন, তা হলে আমাদের আর কি কথা। অতএব, উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যেন তার দুহিতা, মাতা অথবা ভগিনীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা না করে, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রবল যে, মানুষ যখন কামার্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি দুহিতা, মাতা অথবা ভগিনীর সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে না। তাই মদনমোহনের সেবায় যুক্ত হয়ে, ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার অভ্যাসই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম মদনমোহন, কারণ তিনি কামদেব বা কাম-বাসনা পরাভূত করতে পারেন। মদনমোহনের সেবায় যুক্ত হওয়ার দ্বারাই কেবল মদন বা কামদেবের প্রভাব জয় করা যায়। অন্যথায় ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হবে।

শ্লোক ৩৭

তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্ ।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ॥ ৩৭ ॥

তৎ—ব্রহ্মার দ্বারা; **সৃষ্ট-সৃষ্ট-সৃষ্টেষু**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে; **কঃ**—কে; **নু**—প্রকৃত পক্ষে; **অখণ্ডিত**—বিমোহিত না হয়ে; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **পুমান্**—পুরুষ; **ঋষিম্**—ঋষি; **নারায়ণম্**—নারায়ণ; **ঋতে**—বিনা; **যোষিৎ-ময্যা**—স্ত্রীরূপে; **ইহ**—এখানে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মার সৃষ্ট সমস্ত জীবের মধ্যে, যথা—মনুষ্য, দেবতা এবং পশুদের মধ্যে নারায়ণ ঋষি ব্যতীত আর কেউই স্ত্রীরূপী মায়ার আকর্ষণের দ্বারা বিমুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

প্রথম জীব হচ্ছেন স্বয়ং ব্রহ্মা, এবং তাঁর থেকে মরীচি আদি ঋষিরা উৎপন্ন হয়েছেন, মরীচি থেকে কশ্যপ আদি মুনিদের উৎপত্তি হয়েছে, এবং কশ্যপ মুনি ও মনুদের থেকে বিভিন্ন দেবতা, মানুষ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি স্ত্রীরূপী মায়ার মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা আদি নগণ্য প্রাণী পর্যন্ত সকলেই যৌন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট। সেইটি হচ্ছে জড় জগতের মূল তত্ত্ব। কেউই যে নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ থেকে মুক্ত নয়, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রহ্মার নিজের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অতএব বদ্ধ জীবেদের জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখার জন্য, নারী হচ্ছে মায়ার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

শ্লোক ৩৮

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্ ।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্ ॥ ৩৮ ॥

বলম্—শক্তি; **মে**—আমার; **পশ্য**—দেখ; **মায়ায়াঃ**—মায়ার; **স্ত্রী-ময্যাঃ**—স্ত্রীরূপে; **জয়িনঃ**—বিজেতা; **দিশাম্**—সমস্ত দিক; **যা**—যা; **করোতি**—করে; **পদ-আক্রান্তান্**—পদাবনত; **ভ্রূবি**—ভ্রূর; **জৃম্ভেণ**—সঞ্চালনের দ্বারা; **কেবলম্**—কেবল।

অনুবাদ

স্ত্রী রূপিনী আমার মায়ার প্রভাব দেখুন, যে কেবল তার ভ্রূভঙ্গির দ্বারা এই জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ বীরদের তার পদাবনত করে রাখে।

তাৎপর্য

পৃথিবীর ইতিহাসে ক্লিওপেট্রার মতো রমণীর সৌন্দর্যে মহান বিজয়ী বীরদের মুগ্ধ হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্ত্রীর সম্মোহনী শক্তি, এবং পুরুষের সেই শক্তির প্রতি আকর্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা উচিত। কোন্ উৎস থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে? বেদান্ত-সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান, বা পরম পুরুষ ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সেই উৎস, যাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভব হয়েছে। স্ত্রীর সম্মোহনী শক্তি, এবং তার প্রতি পুরুষের আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা, অবশ্যই চিৎ-জগতে ভগবানের মধ্যেও রয়েছে, এবং তা নিশ্চয়ই ভগবানের লীলাতে প্রকাশিত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। একজন সাধারণ মানুষ যেমন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায়, সেই প্রবণতা পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেও রয়েছে। তিনিও নারীর সুন্দর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হতে চান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যদি এই প্রকার নারীসুলভ আকর্ষণের দ্বারা মোহিত হতে চান, তা হলে কি তিনি যে-কোন প্রাকৃত রমণীর দ্বারা আকৃষ্ট হবেন? না, তা সম্ভব নয়। এই সংসারে যাঁরা পরব্রহ্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তাঁরা রমণীর আকর্ষণ পরিত্যাগ করতে পারেন। হরিদাস ঠাকুরের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল। একটি সুন্দরী বেশ্যা তাঁকে গভীর রাত্রে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত ছিলেন, ভগবানের দিব্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন, তাই তিনি তার দ্বারা মোহিত হননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই বেশ্যাটিকে তাঁর দিব্য সঙ্গ প্রভাবে এক মহান ভক্তে পরিণত করেছিলেন। অতএব, এই জড়-জাগতিক আকর্ষণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানকে আকৃষ্ট করতে পারে না। যখন তিনি কোন রমণীর দ্বারা আকৃষ্ট হতে চান, তখন তাঁকে তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা সেই রমণীকে সৃষ্টি করতে হয়। সেই রমণী হচ্ছেন রাধারাণী। গোস্বামীগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, রাধারাণী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবান যখন দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে চান, তখন তাঁকে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে একটি রমণী সৃষ্টি করতে হয়। এইভাবে নারীসুলভ সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা স্বাভাবিক, কারণ তা

চিৎ-জগতেও রয়েছে। জড় জগতে তা বিকৃতরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তাই তাতে এত উন্মত্ততা রয়েছে।

জড় সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে, মানুষ যদি রাধারাণী এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে *ভগবদ্গীতার* বাণী—*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, সত্য বলে সিদ্ধ হয়। কেউ যখন রাধা-কৃষ্ণের চিন্ময় সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তিনি আর জড় জগতের নারীর সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না। সেইটি রাধা-কৃষ্ণের আরাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সেই কথা যামুনাচার্য প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন, "যখন থেকে আমি রাধা-কৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তখন থেকে যখনই স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অথবা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন জীবনের কথা স্মরণ হয়, তখন আমার মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়, এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুথু ফেলি।" আমরা যখন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সঙ্গিনীদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হই, তখন বদ্ধ জীবনের শৃঙ্খল-স্বরূপ জড় রমণীর সৌন্দর্য আর আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে না।

শ্লোক ৩৯

সঙ্গং ন কুর্যাৎপ্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥ ৩৯ ॥

সঙ্গম্—সঙ্গ; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **প্রমদাসু**—রমণীদের সঙ্গে; **জাতু**—কখনও; **যোগস্য**—যোগের; **পারম্**—পরাকাষ্ঠা; **পরম্**—সর্বোচ্চ; **আরুরুক্ষুঃ**—প্রাপ্ত হতে ইচ্ছুক; **মৎ-সেবয়া**—আমার সেবার দ্বারা; **প্রতিলব্ধ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **আত্ম-লাভঃ**—আত্ম-উপলব্ধি; **বদন্তি**—তারা বলে; **যাঃ**—যে রমণী; **নিরয়**—নরকের; **দ্বারম্**—দ্বার; **অস্য**—প্রগতিশীল ভক্তের জন্য।

অনুবাদ

যিনি যোগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা লাভ করতে চান এবং আমার সেবার দ্বারা যিনি আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের কখনই সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভক্তের জন্য নারী নরকের দ্বার স্বরূপ।

তাৎপর্য

যোগের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—যিনি সর্বদা ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদন করার ফলে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তিনি তখন ভগবৎ তত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

এখানে *প্রতিলব্ধাত্মলাভঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। *আত্মা* মানে 'প্রকৃত স্বরূপ,' এবং *লাভ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'লাভ করা।' সাধারণত, বদ্ধ জীবাত্মা তার আত্মা বা প্রকৃত স্বরূপকে হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু যারা পরমার্থবাদী, তারা আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রকার আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি যিনি যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁর কখনই যুবতী রমণীর সঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু, আধুনিক যুগে বহু পাষণ্ডী আছে, যারা পরামর্শ দেয় যে, উপস্থ যখন রয়েছে, তখন যত ইচ্ছা স্ত্রী-সম্ভোগ করা উচিত, এবং সেই সঙ্গে সে একজন যোগীও হতে পারবে। কোন প্রামাণিক যোগ-পন্থায় স্ত্রীসঙ্গ স্বীকৃত হয়নি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী নরকের দ্বার স্বরূপ। বৈদিক সভ্যতায় স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সমাজের চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই তিনটি আশ্রমেই স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে বর্জিত হয়েছে; কেবলমাত্র গৃহস্থ আশ্রমেই নারীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সম্পর্কটিও কেবল সুসন্তান উৎপাদনের জন্যই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কেউ যদি চিরকালের জন্য এই জড় জগতে থাকতে চায়, তা হলে সে অবাধে স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে।

শ্লোক ৪০

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্মিতা ।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥ ৪০ ॥

যা—যে; **উপযাতি**—সমীপবর্তী হয়; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মায়া**—মায়া-স্বরূপা; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **দেব**—ভগবানের দ্বারা; **বিনির্মিতা**—সৃষ্ট; **তাম্**—তার; **ঈক্ষেত**—মনে

করা উচিত; **আত্মনঃ**—আত্মার; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **তৃণৈঃ**—তৃণের দ্বারা; **কূপম্**—কূপ; **ইব**—মতো; **আবৃতম্**—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

ভগবানের নির্মিতা নারী মায়ার প্রতিনিধি, এবং যে ব্যক্তি সেবা অঙ্গীকার করে এই মায়ার সঙ্গ করে, তার নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তা তৃণাচ্ছাদিত কূপের মতো তার মৃত্যু-স্বরূপ ।

তাৎপর্য

কখনও কখনও পরিত্যক্ত কূপ ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং সেই কূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, অসতর্ক পথিক সেই কূপে পতিত হয় এবং তার ফলে তার মৃত্যু হয়। তেমনই, স্ত্রীসঙ্গ শুরু হয়, যখন তাদের থেকে সেবা গ্রহণ করা হয়, কারণ ভগবান রমণীদের বিশেষ করে সৃষ্টি করেছেন পুরুষদের সেবা করার জন্য। রমণীর সেবা গ্রহণ করার ফলে, পুরুষ ফাঁদে আটকে পড়ে। নারীকে নরকের দ্বার বলে জানবার যথেষ্ট বুদ্ধি যদি তার না থাকে, তা হলে সে অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। যারা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী, তাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও হিন্দু-সমাজে, এই প্রকার মেলামেশা নিয়ন্ত্রিত ছিল। পত্নী দিনের বেলা তাঁর পতিকে দেখতে পেতেন না। এমন কি গৃহস্থদের আলাদা বাসস্থান ছিল। গৃহের অন্তঃপুর ছিল মহিলাদের জন্য এবং বহির্বাটী ছিল পুরুষদের জন্য। স্ত্রীর সেবা অত্যন্ত সুখকর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার সেবা গ্রহণে মানুষকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে, কেননা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নারী হচ্ছে মৃত্যুর দ্বার, বা স্বরূপ-বিস্মৃতির কারণ। পারমার্থিক উপলব্ধির পথ সে অবরুদ্ধ করে।

শ্লোক ৪১

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্ ।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥ ৪১ ॥

যাম্—যা; **মন্যতে**—সে মনে করে; **পতিম্**—তার পতি; **মোহাৎ**—মোহের বশে; **মৎ-মায়াম্**—আমার মায়া; **ঋষভ**—পুরুষরূপে; **আয়তীম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **স্ত্রীত্বম্**—নারীত্ব; **স্ত্রী-সঙ্গতঃ**—নারীর প্রতি আকর্ষণের ফলে; **প্রাপ্তঃ**—লাভ করে; **বিত্ত**—ধন; **অপত্য**—সন্তান; **গৃহ**—গৃহ; **প্রদম্**—প্রদানকারী ।

অনুবাদ

জীব তার পূর্বজন্মে নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, এই জন্মে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং মোহবশত পুরুষরূপী মায়াকে সম্পদ, সন্তান, গৃহ আদির প্রদাতা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, এই জন্মে যে স্ত্রী, পূর্বজন্মে সে ছিল একজন পুরুষ, এবং তার স্ত্রীর প্রতি আসক্তির ফলে, সে এখন একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—মৃত্যুর সময় মানুষ যে-কথা চিন্তা করে, সেই অনুসারে সে তার পরবর্তী জীবন লাভ করে। কেউ যদি তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার মৃত্যুর সময় তার স্ত্রীর কথা চিন্তা করে, এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করে। তেমনই, কোন স্ত্রী যদি তার মৃত্যুর সময় তার পতির কথা চিন্তা করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবে সে তার পরবর্তী জীবনে পুরুষের শরীর লাভ করবে। হিন্দু শাস্ত্রে তাই, স্ত্রীর সতীত্ব এবং পতিভক্তির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পতির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, একজন স্ত্রী পরবর্তী জীবনে একটি পুরুষ-শরীরে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কোন পুরুষ যদি আসক্ত হয়, তা হলে তার অধঃপতন হবে, এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হবে। *ভগবদ্‌গীতার* বর্ণনা অনুসারে, আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই প্রকার জড় শরীরই হচ্ছে পোশাকের মতো; সেইগুলি জীবের শার্ট এবং কোটের মতো। স্ত্রী হওয়া অথবা পুরুষ হওয়া কেবল পোশাকের ভেদ মাত্র। আত্মা প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। প্রতিটি জীবই ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে, প্রকৃত পক্ষে সে স্ত্রী, বা ভোগ্য। পুরুষ-শরীরে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অধিক সুযোগ পাওয়া যায়, এবং স্ত্রী-শরীরে সেই সুযোগের মাত্রাটি কম। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার দ্বারা, পুরুষ-শরীরের অপব্যবহার করা উচিত নয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হবে। স্ত্রী সাধারণত গৃহের উন্নতি, গয়না, আসবাবপত্র এবং সাজ-পোশাকের প্রতি অনুরক্ত। পতি যখন এই সমস্ত জিনিসগুলি যথেষ্টভাবে সরবরাহ করে, তখন সে সন্তুষ্ট হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে, যারা পারমার্থিক উপলব্ধির দিব্য স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী, তাদের স্ত্রীসঙ্গ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির

স্তরে এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যেতে পারে, কারণ পুরুষ এবং স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি আসক্ত না হয়ে, কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তাঁরা উভয়েই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সমানভাবে যোগ্য। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনকারী যদি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত হন অথবা স্ত্রী হন অথবা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বৈশ্য বা শূদ্র কুলোদ্ভূত হন, তাতে কিছু যায় আসে না—তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়, এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীরও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হওয়া। তা হলে তাঁদের উভয়েরই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্লোক ৪২

তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্ ।
দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা ॥ ৪২ ॥

তাম্—ভগবানের মায়া; **আত্মনঃ**—স্বয়ং; **বিজানীয়াৎ**—জানা উচিত; **পতি**—স্বামী; **অপত্য**—সন্তান; **গৃহ**—গৃহ; **আত্মকম্**—সমন্বিত; **দৈব**—ভগবানের অধ্যক্ষতায়; **উপসাদিতম্**—প্রেরিত; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **মৃগয়োঃ**—ব্যাধের; **গায়নম্**—সঙ্গীত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ব্যাধের সঙ্গীত যেমন মৃগের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তেমনই পতি, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার মৃত্যুর আয়োজন বলে স্ত্রীর মনে করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেবের এই উপদেশের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, স্ত্রীই কেবল পুরুষের পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ নয়, পুরুষও স্ত্রীর পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ। এইটি কেবল আসক্তির প্রশ্ন। স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আসক্ত হয়, তার সেবা, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য গুণের জন্য, তেমনই পুরুষের প্রতি স্ত্রী আসক্ত হয়, কারণ সে তাকে সুন্দর বাসস্থান, অলঙ্কার, বসন এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করে। এইটি কেবল

পরস্পরের প্রতি আসক্তির প্রশ্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন একজন এই প্রকার ভৌতিক সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পুরুষের পক্ষে স্ত্রী যেমন বিপজ্জনক, তেমনই স্ত্রীর পক্ষে পুরুষও বিপজ্জনক। কিন্তু সেই আসক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্থানান্তরিত করা হয়, এবং তারা উভয়েই যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে সেই দাম্পত্য জীবন অতি উত্তম। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই নির্দেশ দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫)

কৃষ্ণের সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে, গৃহস্থরূপে স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ কর্তব্য সম্পাদন সাধনের উদ্দেশ্যেই কেবল একত্রে বসবাস করবেন। সন্তান, পত্নী, পতি সকলকেই যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা যায়, তখন সমস্ত দৈহিক এবং জাগতিক আসক্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মাধ্যম, তাই সেই চেতনা শুদ্ধ, এবং তখন আর অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৪৩

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্ ।
ভুঞ্জান এব কর্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥ ৪৩ ॥

দেহেন—দেহের কারণে; **জীব-ভূতেন**—জীবের দ্বারা অধিকৃত; **লোকাৎ**—এক লোক থেকে; **লোকম্**—আর এক লোকে; **অনুব্রজন্**—ভ্রমণ করে; **ভুঞ্জানঃ**—ভোগ করে; **এব**—অতএব; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **করোতি**—করে; **অবিরতম্**—নিরন্তর; **পুমান্**—জীব।

অনুবাদ

বিশেষ ধরনের শরীর হওয়ার ফলে, বিষয়াসক্ত জীব তার সকাম কর্ম অনুসারে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করে। এইভাবে সে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে, নিরন্তর তার ফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

জীব যখন জড় শরীরে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে বলা হয় *জীবভূত*, এবং যখন সে জড় শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত*। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার জড় দেহের পরিবর্তন করে সে কেবল বিভিন্ন যোনিতেই নয়, এক লোক থেকে আর এক লোকেও ভ্রমণ করছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জীব সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে, এবং তার সুকৃতির ফলে, সে যদি দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসে, তা হলে সে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়। সেই বীজ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সে যদি তার হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে তা বপন করে, এবং শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করে, তা হলে সেই বীজটি অঙ্কুরিত হয়ে বর্ধিত হয়, এবং তাতে অনেক ফুল ও ফল ফলে, যা জীব এই জড় জগতেও উপভোগ করতে পারে। তাকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত* অবস্থা। উপাধিযুক্ত অবস্থায় জীবকে বলা হয় বিষয়ী, এবং সে যখন সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করে এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত। ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য না হলে, বিভিন্ন যোনিতে এবং বিভিন্ন লোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে যে সংসার-বন্ধন, তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৪৪

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥

জীবঃ—জীব; **হি**—প্রকৃত পক্ষে; **অস্য**—তার; **অনুগঃ**—উপযুক্ত; **দেহঃ**—শরীর; **ভূত**—স্থূল জড় উপাদান; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **ময়ঃ**—গঠিত; **তৎ**—দেহের; **নিরোধঃ**—বিনাশ; **অস্য**—জীবের; **মরণম্**—মৃত্যু; **আবির্ভাবঃ**—প্রকাশ; **তু**—কিন্তু; **সম্ভবঃ**—জন্ম।

অনুবাদ

এইভাবে জীব তার কর্ম অনুসারে, জড় মন এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যখন বিশেষ কর্মের ফল সমাপ্ত হয়, সেই সমাপ্তিকে বলা হয় মৃত্যু, এবং যখন কোন বিশেষ কর্মফলের শুরু হয়, সেই শুরুকে বলা হয় জন্ম।

তাৎপর্য

অনাদি কাল ধরে জীব প্রায় নিরন্তর বিভিন্ন যোনিতে এবং বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করছে। এই প্রক্রিয়া *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*—মায়ার প্রভাবে, সকলেই বহিরঙ্গা শক্তি প্রদত্ত দেহে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। জড়-জাগতিক জীবন হচ্ছে কর্ম এবং তার ফলের অন্তর্গত একটি ক্রম। এটি যেন কর্ম এবং কর্মফল সংক্রান্ত চলচ্চিত্রের একটি দীর্ঘ ফিল্মের রীল, এবং প্রতিক্রিয়ার এই প্রদর্শনীতে একটি জীবন একটি পলকের মতো। শিশুর যখন জন্ম হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার বিশেষ শরীরটি হচ্ছে আর এক প্রকার কার্যকলাপের শুরু, এবং বৃদ্ধাবস্থায় যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এক প্রকার কর্মফলের সমাপ্তি হল।

আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কর্মফলের প্রভাবে কেউ ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, আর একজন দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, যদিও তারা উভয়েই এক স্থানে, একই সময়ে এবং একই পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেছে। কেউ যখন পুণ্য কর্ম বহন করে, তখন সে ধনী অথবা পুণ্যবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায়, এবং কেউ যখন পাপকর্ম বহন করে, তখন তাকে নীচ, দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দেহের পরিবর্তন মানে হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন। তেমনই দেহ যখন বালক থেকে যুবকে পরিবর্তিত হয়, তখন বালকসুলভ কার্যকলাপ যৌবনোচিত কার্যকলাপে পরিবর্তিত হয়।

এইটি স্পষ্ট যে, বিশেষ প্রকার কার্যকলাপের জন্য, জীবকে বিশেষ শরীর প্রদান করা হয়। এই পন্থা অনাদি কাল ধরে নিরন্তর চলছে। বৈষ্ণব কবি তাই গেয়েছেন, *অনাদি কর্মফলে*, অর্থাৎ, জীবের কর্ম এবং তার ফল যে কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তা হিসাব করে বার করা যায় না। এমন কি ব্রহ্মার জন্মের পূর্বের কল্প থেকে পরবর্তী কল্পেও তা চলতে পারে। আমরা সেই দৃষ্টান্ত নারদ মুনির জীবনে পেয়েছি। পূর্বকল্পে তিনি ছিলেন এক দাসীর পুত্র, এবং পরবর্তী কল্পে তিনি একজন মহান ঋষি হয়েছেন।

শ্লোক ৪৫-৪৬

দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা ।
তৎপঞ্চত্বমহংমানাদুৎপত্তির্দ্রব্যদর্শনম্ ॥ ৪৫ ॥
যথাক্ষ্ণোর্দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা ।
তদৈব চক্ষুষো দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ ॥ ৪৬ ॥

দ্রব্য—বস্তুর; **উপলব্ধি**—অনুভূতির; **স্থানস্য**—স্থানের; **দ্রব্য**—বস্তুর; **ঈক্ষা**—অনুভূতির; **অযোগ্যতা**—অসামর্থ্য; **যদা**—যখন; **তৎ**—তা; **পঞ্চত্বম্**—মৃত্যু; **অহম্-মানাৎ**—"আমি" সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকে; **উৎপত্তিঃ**—জন্ম; **দ্রব্য**—শরীর; **দর্শনম্**—দর্শন; **যথা**—ঠিক যেমন; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুর; **দ্রব্য**—বস্তুর; **অবয়ব**—অঙ্গ; **দর্শন**—দেখার; **অযোগ্যতা**—অসামর্থ্য; **যদা**—যখন; **তদা**—তখন; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **চক্ষুষঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়ের; **দ্রষ্টুঃ**—দ্রষ্টার; **দ্রষ্টৃত্ব**—দর্শন শক্তির; **অযোগ্যতা**—অসামর্থ্য; **অনয়োঃ**—উভয়ের।

অনুবাদ

দর্শন স্নায়ুর রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে, চক্ষু যখন রঙ অথবা রূপ দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন দর্শনেন্দ্রিয় মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তখন চক্ষু এবং দৃশ্য উভয়ের দ্রষ্টা জীব তার দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনই, বস্তুর অনুভূতির স্থূল জড় শরীর যখন অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। জীব যখন তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে দর্শন করতে শুরু করে, তাকে বলা হয় জন্ম।

তাৎপর্য

কেউ যখন বলে; "আমি দেখছি," তার অর্থ হচ্ছে যে, সে তার চক্ষুর দ্বারা অথবা চশমার দ্বারা দর্শন করছে; সে তার দর্শনের যন্ত্রের সাহায্যে দর্শন করে। সেই দর্শনের যন্ত্রটি যদি ভেঙে যায় অথবা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা কার্য সাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন দ্রষ্টারূপে, সে আর দর্শন করতে পারে না। তেমনই, এই জড় দেহে এখন জীব কার্য করছে, এবং জড় দেহটি যখন কার্য করতে অক্ষম হয়ে কাজ করা বন্ধ করে দেবে, তখন সেও তার কর্মফল ভোগের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবে। যখন কারও কার্য করার যন্ত্র ভেঙে যায়, এবং আর কাজ করতে পারে না, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। পুনরায়, কেউ যখন কার্য করার একটি নতুন যন্ত্র প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় জন্ম। নিরন্তর দেহের পরিবর্তনের মাধ্যমে, এই জন্ম-মৃত্যুর ক্রিয়া প্রতিক্ষণ চলছে। অন্তিম পরিবর্তনকে বলা হয় মৃত্যু, নতুন দেহ গ্রহণকে বলা হয় জন্ম। এইটি হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যুর প্রশ্নের সমাধান। প্রকৃত পক্ষে, জীবের জন্ম অথবা মৃত্যু হয় না, সে নিত্য। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—এই জড় দেহের মৃত্যু বা বিনাশ হলেও জীবের কখনও মৃত্যু হয় না।

শ্লোক ৪৭

তস্মান্ন কার্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সম্ভ্রমঃ ।
বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥ ৪৭ ॥

তস্মাৎ—মৃত্যুর ফলে; **ন**—না; **কার্যঃ**—করা উচিত; **সন্ত্রাসঃ**—ভয়; **ন**—না; **কার্পণ্যম্**—কৃপণতা; **ন**—না; **সম্ভ্রমঃ**—জাগতিক লাভের জন্য ঔৎসুক্য; **বুদ্ধ্বা**—উপলব্ধি করে; **জীব-গতিম্**—জীবের বাস্তবিক প্রকৃতি; **ধীরঃ**—স্থির; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—আসক্তি-রহিত; **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

অতএব, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়, দেহকে আত্মা বলেও মনে করা উচিত নয়, জীবনের আবশ্যকতাগুলি বর্ধিত করে সেইগুলি উপভোগ করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। জীবের বাস্তবিক প্রকৃতি উপলব্ধি করে আসক্তি-রহিত হয়ে এবং উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে এই জগতে বিচরণ করা উচিত।

তাৎপর্য

যে কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ জীবন এবং মৃত্যুর দর্শন হৃদয়ঙ্গম করে, মাতৃগর্ভে অথবা গর্ভের বাইরে জীবনের নারকীয় অবস্থার কথা শুনে, অত্যন্ত বিচলিত হবেন। কিন্তু প্রত্যেককে জীবনের এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। জড় দেহের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা, স্থির মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। অনর্থক বিচলিত না হয়ে, তার প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করা উচিত। যখন কোন মুক্ত পুরুষের সঙ্গ হয়, তখনই তার প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এও বুঝতে হবে যে, মুক্ত কে। *ভগবদ্গীতায়* মুক্ত পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করে ভগবানের অপ্রতিহত সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি ব্রহ্মে স্থিত বলে বুঝতে হবে।

পরমেশ্বর ভগবান জড় সৃষ্টির অতীত। এমন কি শঙ্করাচার্যের মতো নির্বিশেষবাদীও স্বীকার করেছেন যে, নারায়ণ জড় সৃষ্টির অতীত। অতএব, কেউ যখন প্রকৃত পক্ষে নারায়ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণ অথবা সীতা-রামের সেবার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তিনি মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। জীব যেহেতু ভগবানের নিত্যদাস, তাই কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠা সহকারে

ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি মুক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত সেই প্রকার মুক্ত পুরুষের সঙ্গ করা উচিত, এবং তা হলে জীবনের জন্ম এ মৃত্যুর সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে।

পূর্ণ কৃষ্ণভক্তিতে কেউ যখন ভগবানের সেবা সম্পাদন করেন, তখন কৃপ হওয়া উচিত নয়। অনর্থক সংসার ত্যাগ করার অভিনয়ও করা উচিত নয়। প্রকৃ পক্ষে, ত্যাগ সম্ভব নয়। কেউ যদি তার প্রাসাদ ত্যাগ করে বনে যায়, তা হলে প্রকৃত পক্ষে ত্যাগ করা হয় না, কেননা সেই প্রাসাদটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানে সম্পত্তি এবং বনও পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। সে যদি একটি সম্পা পরিত্যাগ করে আর একটিতে যায়, তার অর্থ ত্যাগ নয়; সে কখনই প্রাসাদে অথবা বনের কোনটিরই মালিক নয়। ত্যাগের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপ আধিপত্য করার যে ভ্রান্ত মনোবৃত্তি তা ত্যাগ করা। কেউ যখন তার সেই ভ্রা মনোভাবটি ত্যাগ করে এবং নিজেকে ভগবান বলে মনে করে গর্ববোধ করা প্রবণতা ত্যাগ করে, সেইটি হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য। তা না হলে, ত্যাগের কো মানে হয় না। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবানের সেবায় ব ব্যবহার করা যায়, তা যদি ভগবানের সেবায় উপযোগ না করে ত্যাগ করা হয় তাকে বলা হয় *ফল্গু-বৈরাগ্য* । সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের; তাই সব কিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কোন কিছুই নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। সেইটি হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য। দেহে প্রয়োজনগুলি অনর্থক বৃদ্ধি করা উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে অত্যধিক প্রয়াস ন করে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কৃষ্ণভাবনা ভাবিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমাদের সময় অতিবাহিত করা উচিত। সেটি হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান।

শ্লোক ৪৮

সম্যগ্‌দর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
মায়াবিরচিতে লোকে চরেন্ন্যস্য কলেবরম্‌ ॥ ৪৮ ॥

সম্যক্‌-দর্শনয়া—সম্যক দৃষ্টি-সমন্বিত; **বুদ্ধ্যা**—বিবেচনার দ্বারা; **যোগ**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তির দ্বারা; **যুক্তয়া**—বলবৎ; **মায়া-বিরচিতে**—মায়ার দ্বার আয়োজিত; **লোকে**—এই জগতে; **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **ন্যস্য**—প্রত্যর্পণ করে; **কলেবরম্‌**—দেহ।

অনুবাদ

সম্যক দৃষ্টি-সমন্বিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শক্তি-সমন্বিত হয়ে এবং জড় পরিচয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে, যুক্তির দ্বারা এই মায়িক জগতে জড় দেহটি প্রত্যর্পণ করা উচিত তার ফলে এই জড় জগতের প্রতি উদাসীন হওয়া যায়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা হয় যে, ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করলে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না। তার উত্তরে বলা যায় যে, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে সরাসরিভাবে অথবা দৈহিকভাবে সঙ্গ করতে হয় না, পক্ষান্তরে উপলব্ধির দ্বারা এবং দর্শন ও বিচারের দ্বারা, জীবনের সমস্যাগুলির সাধান করতে হয়। এখানে বলা হয়েছে, *সম্যগ্‌দর্শনয়া বুদ্ধ্যা* — যথাযথভাবে দর্শন করতে হয়, এবং বুদ্ধির দ্বারা ও যোগ অভ্যাসের দ্বারা, এই জগৎ ত্যাগ করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পন্থার দ্বারা, সেই ত্যাগ লাভ করা যায়।

ভক্তের বুদ্ধি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সর্বদাই জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত, কারণ তিনি ভালভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ মায়ার সৃষ্টি। নিজেকে পরম আত্মার বিভিন্ন অংশরূপে উপলব্ধি করে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করেন এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের কর্ম এবং কর্মফল থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। এইভাবে অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর জড় দেহ বা ভৌতিক শক্তি ত্যাগ করেন, এবং শুদ্ধ আত্মারূপে ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের "জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ" একত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

সকাম কর্মের বন্ধন

শ্লোক ১

কপিল উবাচ

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ধর্মানেবাবসন্ গৃহে ।
কামমর্থং চ ধর্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্তি তান্ ॥ ১ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিলদেব বললেন; **অথ**—এখন; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **গৃহ-মেধীয়ান্**—গৃহব্রতীদের; **ধর্মান্**—কর্তব্য-কর্ম; **এব**—নিশ্চয়ই; **আবসন্**—বাস করে; **গৃহে**—গৃহে; **কামম্**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি; **অর্থম্**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **চ**—এবং; **ধর্মান্**—ধর্ম অনুষ্ঠান; **স্বান্**—তার; **দোগ্ধি**—উপভোগ করে; **ভূয়ঃ**—বার বার; **পিপর্তি**—অনুষ্ঠান করে; **তান্**—তাদের।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যে ব্যক্তি গৃহব্রতীর জীবন অবলম্বন করে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে, এবং তার ফলে সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বাসনা চরিতার্থ করে। সে বার বার একইভাবে আচরণ করে।

তাৎপর্য

দুই প্রকার ব্যক্তি গৃহে অবস্থান করে। তারা হচ্ছে *গৃহমেধী* এবং *গৃহস্থ*। *গৃহমেধীর* লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন, এবং *গৃহস্থের* লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এখানে ভগবান *গৃহমেধী* বা যারা এই জড় জগতেই থাকতে চায়, তাদের সম্বন্ধে বলছেন। তার সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক সুখ উপভোগ করা। সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার ফলে চরমে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করে। সে আর কিছু চায় না। এই প্রকার ধনী হওয়ার জন্য এবং খুব ভালভাবে আহার এবং পান করার জন্য, সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম

করে। পুণ্য অর্জনের জন্য সে দান করে, যাতে তার পরবর্তী জীবনে সে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে সে উদ্ধার লাভ করতে চায় না এবং জড় অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি সাধন করতে চায় না। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *গৃহমেধী*।

গৃহস্থ হচ্ছেন তিনি যিনি তাঁর পরিবার, স্ত্রী, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বাস করলেও, তাদের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই। তিনি একজন তপস্বী বা সন্ন্যাসী হওয়ার থেকে, পারিবারিক জীবনেই থাকতে পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা, অথবা কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া। এখানে ভগবান কপিলদেব গৃহমেধীদের কথা বলছেন, যাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়জাগতিক উন্নতি সাধন করা, যা তারা প্রাপ্ত হয় যাগ-যজ্ঞ, দান এবং সৎ কর্মের দ্বারা। তারা ভাল অবস্থায় অধিষ্ঠিত, এবং যেহেতু তারা জানে যে, তারা তাদের অর্জিত পুণ্য কর্মের ব্যয় করছে, তাই তারা বার বার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*—তারা চর্বিত বস্তুই চর্বণ করতে পছন্দ করে। ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও, তারা বার বার জড় জগতের যন্ত্রণা অনুভব করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই প্রকার জীবন পরিত্যাগ করতে চায় না।

শ্লোক ২

স চাপি ভগবদ্ধর্মাৎকামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ২ ॥

সঃ—সে; **চ অপি**—অধিকন্তু; **ভগবৎ-ধর্মাৎ**—ভগবদ্ভক্তি থেকে; **কাম-মূঢ়ঃ**—কামের দ্বারা মোহিত; **পরাক্-মুখঃ**—বিমুখ; **যজতে**—পূজা করে; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দেবান্**—দেবতাদের; **পিতৄন্**—পিতৃপুরুষদের; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অন্বিতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই ভক্তিবিহীন, এবং তাই, যদিও তারা নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য বড় বড় ব্রত পালন করে, তবুও তারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে যে, যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*। তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়, তাই তারা দেবতাদের পূজা করে। বৈদিক শাস্ত্রে অবশ্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ধন-সম্পদ, সুন্দর স্বাস্থ্য এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাদের বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা উচিত। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের অনেক দাবি রয়েছে, এবং তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য বহু দেব-দেবীও রয়েছে। যে-সমস্ত গৃহমেধী সমৃদ্ধিশালী বিষয়ী জীবন যাপন করতে চায়, তারা সাধারণত পিণ্ড দান করার মাধ্যমে, দেবতা অথবা পিতৃদের পূজা করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা কৃষ্ণভক্তিহীন এবং তাদের ভগবদ্ভক্তির প্রতি কোন রকম আগ্রহ নেই। এই সব তথাকথিত পুণ্যবান বা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের এই প্রকার মনোভাবের কারণ হচ্ছে নির্বিশেষবাদ। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, পরমতত্ত্বের কোন রূপ নেই এবং তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য যে-কোন একটা রূপের কল্পনা করে তাঁর পূজা করা যেতে পারে। তাই গৃহমেধী বা বিষয়াসক্ত মানুষেরা বলে যে, যে-কোন একটি দেবতার পূজা করা যায় এবং তা ভগবানের পূজারই সমান। বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে যারা মাংসভোজী, তারা কালীর পূজা করতে পছন্দ করে, কারণ কালীর কাছে পাঁঠা বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে। তারা বলে কালীপূজা বা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর অথবা অন্য যে-কোন দেবতাদের পূজার লক্ষ্য একই। এইটি সর্বোচ্চ স্তরের পাষণ্ডতা, এবং এই প্রকার ব্যক্তিরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট। কিন্তু এই দর্শনটি তাদের অত্যন্ত প্রিয়। *ভগবদ্গীতায়* এই প্রকার পাষণ্ডতা বরদাস্ত করা হয়নি, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত বিধি তাদের জন্য, যারা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। এখানেও সেই বিচারটি প্রতিপন্ন হয়েছে। *কামমূঢ়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে তার বোধ শক্তি হারিয়েছে অথবা ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকর্ষণে কামের দ্বারা মোহিত। *কামমূঢ়* ব্যক্তিরা কৃষ্ণভাবনার অমৃত এবং ভগবদ্ভক্তি থেকে বঞ্চিত। তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের তীব্র বাসনার দ্বারা মোহিত। *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* দেবতা-উপাসকদের নিন্দা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩

তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্ ।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥ ৩ ॥

তৎ—দেবতা এবং পিতৃদের প্রতি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আক্রান্ত**—পরাভূত; **মতিঃ**—মন; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষদের; **দেব**—দেবতাদের; **ব্রতঃ**—ব্রত; **পুমান্**—ব্যক্তি; **গত্বা**—গিয়ে; **চান্দ্রমসম্**—চন্দ্রে; **লোকম্**—লোকে; **সোম-পাঃ**—সোমরস পান করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **এষ্যতি**—ফিরে আসবে।

অনুবাদ

এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং পিতৃ ও দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, চন্দ্রলোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে তারা সোমরস পান করতে পারে। তার পর তারা পুনরায় এই লোকে ফিরে আসে।

তাৎপর্য

স্বর্গের একটি গ্রহলোক হচ্ছে চন্দ্র। বিভিন্ন বেদ-বিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, যথা দৃঢ়তা এবং ব্রত সহকারে পিতৃ এবং দেবতাদের উপাসনার দ্বারা পুণ্য কর্ম আদি অনুষ্ঠান করার ফলে, মানুষ এই লোকে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ কাল সেখানে থাকা যায় না। কথিত হয় যে, চন্দ্রলোকের আয়ু দেবতাদের গণনায় দশ হাজার বছর। দেবতাদের কাল গণনায় তাদের এক দিন (বার ঘণ্টা) এই লোকের ছয় মাসের সমান। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো কোন ভৌতিক যানে চড়ে কখনও চন্দ্রে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে যারা জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট, তারা পুণ্য কর্মের দ্বারা চন্দ্রলোকে যেতে পারে। কিন্তু চন্দ্রলোকে উন্নীত হলেও, যোগ্য কর্মের দ্বারা অর্জিত পুণ্য শেষ হয়ে গেলে, তাকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/২১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* ।

শ্লোক ৪

যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; **চ**—এবং; **অহি-ইন্দ্র**—সর্পদের রাজার; **শয্যায়াম্**—শয্যার উপর; **শেতে**—শয়ন করেন; **অনন্ত-আসনঃ**—যাঁর আসন হচ্ছেন অনন্তশেষ; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **তদা**—তখন; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **লয়ম্**—প্রলয়; **যান্তি**—যায়; **তে এতে**—সেই সমস্ত; **গৃহ-মেধিনাম্**—গৃহব্রতীদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যখন অনন্তশেষ নামক সর্পশয্যায় শায়িত হন, তখন চন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোক সহ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যায়।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা চন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে অত্যন্ত আগ্রহী। বহু স্বর্গলোক রয়েছে, যেখানে তারা দীর্ঘ আয়ু এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের সুযোগ লাভ করে, অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ উপভোগের অভিলাষী। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষ জানে না যে, এমন কি সে যদি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও যায়, সেখানেও বিনাশ রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, ব্রহ্মলোকেও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ রয়েছে। কেবলমাত্র ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গেলেই, পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। গৃহমেধী বা বিষয়ীরা কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় না। তারা নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে অথবা এক লোক থেকে আর এক লোকে দেহান্তরিত হওয়াই পছন্দ করে। তারা ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করতে চায় না।

দুই প্রকার প্রলয় রয়েছে। এক প্রকার প্রলয় হয় ব্রহ্মার জীবন অবসানে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকগুলি, এমন কি সত্যলোক পর্যন্ত জলে বিলীন হয়ে যায় এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি গর্ভোদক সমুদ্রে অনন্তশেষ নামক সর্পশয্যায় শায়িত থাকেন। অন্য প্রলয়টি হয় ব্রহ্মার দিনান্তে, তখন স্বর্গলোক পর্যন্ত সমস্ত নিম্নলোকগুলি লয় হয়ে যায়। তাঁর রাত্রির অবসানে ব্রহ্মা যখন পুনরায় জেগে ওঠেন, তখন এই সমস্ত নিম্নলোকগুলি আবার সৃষ্টি হয়। *ভগবদ্গীতার* বাণী এই যে, যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা তাদের বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, সেই কথা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানে না যে, তারা যদি স্বর্গলোকেও উন্নীত হয়, প্রলয়ের সময় দেবতা এবং অন্যান্য লোক সহ তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। জীব যে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই।

শ্লোক ৫

যে স্বধর্মান্ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥

যে—যারা; **স্ব-ধর্মান্**—বৃত্তি অনুসারে তাদের কর্তব্য; **ন**—করে না; **দুহ্যন্তি**—সুযোগ গ্রহণ করে; **ধীরাঃ**—বুদ্ধিমান; **কাম**—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **হেতবে**—উদ্দেশ্যে; **নিঃসঙ্গাঃ**—জড় আসক্তি থেকে মুক্ত; **ন্যস্ত**—পরিত্যাগ করেছে; **কর্মাণঃ**—সকাম কর্ম; **প্রশান্তাঃ**—সন্তুষ্ট; **শুদ্ধ-চেতসঃ**—শুদ্ধ চেতনার।

অনুবাদ

যাঁরা বুদ্ধিমান এবং যাঁদের চেতনা শুদ্ধ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত থাকেন। জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন কর্ম করেন না; পক্ষান্তরে, যেহেতু তাঁরা স্বধর্মে নিরত, তাই তাঁরা বিধান অনুসারে কার্য করেন।

তাৎপর্য

এই প্রকার মানুষদের সর্ব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অর্জুন। অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, এবং তাঁর স্বধর্ম ছিল যুদ্ধ করা। সাধারণত, রাজ্য বিস্তারের জন্য রাজারা যুদ্ধ করে, এবং তারা যে শাসন করে, তা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য। কিন্তু অর্জুন তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যদিও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি তাঁর রাজ্য অধিকার করতে পারেন, তবুও তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না। কিন্তু যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং *ভগবদ্গীতার* শিক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করা, তখন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেননি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।

যে সমস্ত মানুষ তাঁদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্বধর্ম আচরণ না করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তা করেন, তাঁদের বলা হয় *নিঃসঙ্গ* অর্থাৎ তাঁরা প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত। *ন্যস্তকর্মাণঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁদের কর্মের ফল তাঁরা ভগবানকে প্রদান করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের কর্তব্য-কর্ম অনুষ্ঠান করছেন, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে, তা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। এই প্রকার ভক্তদের বলা হয় *প্রশান্তাঃ*, অর্থাৎ 'সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত।' *শুদ্ধচেতসঃ* মানে হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময়; তাঁদের চেতনা বিশুদ্ধ হয়েছে। অশুদ্ধ চেতনায় জীব নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বলে মনে করে, কিন্তু শুদ্ধ চেতনায়

জীব নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করে। নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসের পদে অধিষ্ঠিত করে নিরন্তর ভগবানের সেবা করলে, জীব পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারে। জীব যতক্ষণ তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কর্ম করে, ততক্ষণ তাকে সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকতে হবে। সেইটি হচ্ছে সাধারণ চেতনা এবং কৃষ্ণচেতনার মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৬

নিবৃত্তিধর্মনিরতা নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ ।
স্বধর্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তি-ধর্ম—বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার জন্য যে ধর্ম আচরণ; **নিরতাঃ**—সর্বদা যুক্ত; **নির্মমাঃ**—প্রভুত্ব করার বাসনা-রহিত; **নিরহঙ্কৃতাঃ**—অহঙ্কার-রহিত; **স্ব-ধর্ম**—বর্ণাশ্রম অনুসারে নিজের ধর্ম; **আপ্তেন**—সম্পাদিত; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **পরিশুদ্ধেন**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **চেতসা**—চেতনার দ্বারা।

অনুবাদ

আসক্তি-রহিত হয়ে এবং প্রভুত্ব করার বাসনা-রহিত হয়ে অথবা অহঙ্কারশূন্য হয়ে, নিজের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা, জীব শুদ্ধ চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা, মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারে।

তাৎপর্য

এখানে *নিবৃত্তিধর্মনিরতাঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আসক্তি-রহিত হওয়ার জন্য নিরন্তর স্বধর্ম আচরণ করা।' ধর্ম আচরণ দুই প্রকারের। তার একটিকে বলা হয় *প্রবৃত্তি-ধর্ম*, অর্থাৎ উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য গৃহমেধীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে ধর্ম, যার চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। এই জড় জগতে যারা এসেছে, তাদের সকলেরই প্রভুত্ব করার প্রবণতা রয়েছে। তাকে বলা হয় *প্রবৃত্তি*। কিন্তু তার বিপরীত ধর্ম আচরণটিকে বলা হয় *নিবৃত্তি*, এবং তা অনুষ্ঠিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের জন্য। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, কোন রকম প্রভুত্ব করার বাসনা থাকে না, এবং তিনি আর নিজেকে ঈশ্বর বা প্রভু বলে মনে করার অহঙ্কারের স্তরে অবস্থান করেন না। তিনি সর্বদাই নিজেকে ভগবানের

দাস বলে মনে করেন। সেইটি হচ্ছে চেতনার বিশুদ্ধিকরণের পন্থা। শুদ্ধ চেতনার দ্বারাই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা, তাদের উন্নত অবস্থায়, এই জড় জগতের যে-কোন উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু সেই সমস্ত লোক বার বার বিনষ্ট হতে থাকবে।

শ্লোক ৭

সূর্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্ ।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥ ৭ ॥

সূর্য-দ্বারেণ—জ্যোতির্ময় পথের দ্বারা; **তে**—তারা; **যান্তি**—যায়; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—সর্ব ব্যাপ্ত; **পর-অবর-ঈশম্**—চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের অধীশ্বর; **প্রকৃতিম্**—ভৌতিক কারণ; **অস্য**—এই জগতের; **উৎপত্তি**—উৎপত্তির; **অন্ত**—প্রলয়ের; **ভাবনম্**—কারণ।

অনুবাদ

এই প্রকার মুক্ত পুরুষ জ্যোতির্ময় পথের মাধ্যমে, পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন, যিনি জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের অধীশ্বর এবং সৃষ্টি ও বিনাশের পরম কারণ।

তাৎপর্য

সূর্যদ্বারেণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জ্যোতির্ময় মার্গের দ্বারা' অথবা সূর্যলোকের মাধ্যমে। জ্যোতির্ময় মার্গ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। *বেদে* উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্ধকারে না গিয়ে, সূর্যলোকের মাধ্যমে যাওয়ার। এখানেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জ্যোতির্ময় পথে বিচরণ করার ফলে, জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়; সেই পথে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান যেখানে বাস করেন, সেই লোকে প্রবেশ করা যায়। *পুরুষং বিশ্বতোমুখম্* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবই অত্যন্ত ক্ষুদ্র, যদিও আমাদের গণনায় তারা বৃহৎ বলে মনে হতে পারে। সকলেই অণু-সদৃশ, এবং তাই *বেদে* পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের অধীশ্বর, এবং সৃষ্টির পরম কারণ। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবল উপাদান, প্রকৃত পক্ষে ভগবানের শক্তির দ্বারা জড় জগৎ প্রকাশিত হয়। জড়া প্রকৃতিও ভগবানের শক্তি; কিন্তু যেমন পিতা এবং মাতার মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়, তেমনই জড়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের

ঈক্ষণের সংযোগই হচ্ছে এই জড় জগতের কারণ। তাই, নিমিত্ত কারণ জড় পদার্থ নয়, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।

শ্লোক ৮

দ্বিপরার্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে ।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরচিন্তকাঃ ॥ ৮ ॥

দ্বি-পরার্ধ—দুই পরার্ধ; **অবসানে**—অন্তে; **যঃ**—যখন; **প্রলয়ঃ**—মৃত্যু; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **তে**—তারা; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **অধ্যাসতে**—বাস করে; **লোকম্**—লোকে; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **পর-চিন্তকাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ প্রকাশের উপাসকেরা এই জগতে দুই পরার্ধের শেষ পর্যন্ত থাকেন, যখন ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়।

তাৎপর্য

একটি প্রলয় হয় ব্রহ্মার দিনের শেষে, এবং অন্যটি ব্রহ্মার আয়ুর সমাপ্তিতে। দুই পরার্ধের পর ব্রহ্মার জীবনাবসান হয়, তখন সমগ্র জড় ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়ে যায়। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাঁরা সরাসরিভাবে বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান না। তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডে সত্যলোক অথবা অন্য কোন উচ্চতর লোকে ব্রহ্মার জীবনের অবসান পর্যন্ত অবস্থান করেন। তার পর, ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

পরস্য পরচিন্তকাঃ শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে 'সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করে', অথবা সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে। যখন আমরা কৃষ্ণ বলি, তা সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বকেই উল্লেখ করে। মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষাবতার এবং অন্য সমস্ত অবতারদের সম্মিলিত রূপ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিহিত রয়েছেন। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই রাম, নৃসিংহ, বামন, মধুসূদন, বিষ্ণু, নারায়ণ আদি সমস্ত অবতার সহ বিরাজ করেন। তিনি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশ কলা সহ বিরাজ করেন, এবং তাঁরা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *পরস্য পরচিন্তকাঃ* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, যিনি পূর্ণরূপে

কৃষ্ণভাবনাময়। এই প্রকার ব্যক্তিরা সরাসরিভাবে ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন, অথবা, তাঁরা যদি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশের উপাসক হন, তা হলে তাঁরা প্রলয় পর্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন, এবং তার পর তাঁরা সেখানে প্রবেশ করেন।

শ্লোক ৯

ক্ষ্মাম্ভোঽনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভূঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষ্মা—পৃথিবী; **অম্ভঃ**—জল; **অনল**—অগ্নি; **অনিল**—বায়ু; **বিয়ৎ**—আকাশ; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ভূত**—অহঙ্কার; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **পরিবৃতম্**—আচ্ছাদিত; **প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ**—সংহার করার বাসনায়; **অব্যাকৃতম্**—পরিবর্তনহীন চিদাকাশ; **বিশতি**—প্রবেশ করেন; **যর্হি**—যে সময়; **গুণ-ত্রয়-আত্মা**—তিন গুণ-সমন্বিত; **কালম্**—কাল; **পর-আখ্যম্**—দুই পরার্ধ; **অনুভূয়**—অনুভব করার পর; **পরঃ**—মুখ্য; **স্বয়ম্ভূঃ**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির দুই পরার্ধ নামক বসবাসযোগ্য কালের অভিজ্ঞতার পর ব্রহ্মা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত জড় ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সাধন করে ভগবানের কাছে ফিরে যান।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অব্যাকৃতম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতাতেও* *সনাতন* শব্দটির মাধ্যমে সেই একই অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। এই জড় জগৎ ব্যাকৃত, বা পরিবর্তনশীল, এবং অবশেষে তার প্রলয় হয়। কিন্তু এই জড় জগতের প্রলয়ের পরেও, চিৎ-জগৎ বা *সনাতন-ধাম* প্রকাশিত থাকে। সেই চিদাকাশকে বলা হয় *অব্যাকৃত*, যার কোন পরিবর্তন হয় না, এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবান বাস করেন। কালের প্রভাবে জড় ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার পর ব্রহ্মা তা সংহার করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার অভিলাষ করেন, অন্যেরাও তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করেন।

শ্লোক ১০

এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **পরেত্য**—দূরে গিয়ে; **ভগবন্তম্**—ব্রহ্মা; **অনুপ্রবিষ্টাঃ**—প্রবিষ্ট; **যে**—যাঁরা; **যোগিনঃ**—যোগীরা; **জিত**—সংযত; **মরুৎ**—শ্বাস; **মনসঃ**—মন; **বিরাগাঃ**—বিরক্ত; **তেন**—ব্রহ্মা সহ; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **সাকম্**—সহ; **অমৃতম্**—আনন্দরূপ; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পুরাণম্**—প্রাচীনতম; **ব্রহ্ম প্রধানম্**—পরব্রহ্ম; **উপযান্তি**—যায়; **অগত**—না গিয়ে; **অভিমানাঃ**—যাদের অহঙ্কার।

অনুবাদ

যে যোগী প্রাণায়াম এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হয়ে, বহু দূরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, দেহত্যাগের পর তাঁরা ব্রহ্মার শরীরে প্রবিষ্ট হন, এবং তাই ব্রহ্মা যখন মুক্তি লাভ করে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান, তখন এই যোগীরাও ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

যোগ-সিদ্ধির ফলে, যোগীরা সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকে পৌঁছাতে পারেন, এবং তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তাঁরা ব্রহ্মার শরীরে প্রবিষ্ট হন। যেহেতু তাঁরা সরাসরিভাবে ভগবানের ভক্ত নন, তাই তাঁরা সরাসরিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারেন না। ব্রহ্মার মুক্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়, এবং তখনই কেবল, ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁরাও মুক্ত হন। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, জীব যতক্ষণ কোন বিশেষ দেবতার উপাসক থাকেন, ততক্ষণ তাঁর চেতনা সেই দেবতার চিন্তাতেই মগ্ন থাকে, এবং তাই তিনি সরাসরিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারেন না, অথবা ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন না, এমন কি তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা নির্বিশেষ ব্রহ্মেও লীন হতে পারেন না। পুনরায় সৃষ্টির পর, এই প্রকার যোগী অথবা দেবতা-উপাসকদের আবার জন্ম গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ১১

অথ তং সর্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্ ।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভামিনি ॥ ১১ ॥

অথ—অতএব; **তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **হৃৎ-পদ্মেষু**—হৃদয়-পদ্মে; **কৃত-আলয়ম্**—বাস করেন; **শ্রুত-অনুভাবম্**—যাঁর মহিমা আপনি শ্রবণ করেছেন; **শরণম্**—শরণে; **ব্রজ**—যাও; **ভাবেন**—ভক্তির দ্বারা; **ভামিনি**—হে মাতঃ।

অনুবাদ

অতএব, হে মাতঃ! যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন।

তাৎপর্য

পূর্ণ কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে, জীব তাঁর সঙ্গে প্রেমিকরূপে, পরমাত্মারূপে, পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে অথবা প্রভুরূপে তার নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। মানুষ নানাভাবে ভগবানের সঙ্গে তার দিব্য প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, এবং এই ভাবই হচ্ছে প্রকৃত একাত্মতা। মায়াবাদীদের একাত্মতা এবং বৈষ্ণবদের একাত্মতা ভিন্ন। মায়াবাদী এবং বৈষ্ণবেরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে লীন হতে চান, কিন্তু বৈষ্ণবেরা তার ফলে তাঁদের সত্তা হারিয়ে ফেলেন না। তাঁরা প্রেমিকরূপে, পিতামাতারূপে, সখারূপে অথবা সেবকরূপে তাঁদের সত্তা বজায় রাখতে চান।

চিৎ-জগতে প্রভু এবং ভৃত্য এক। সেইটি হচ্ছে পরম পদ। সম্পর্কটি যদিও প্রভু-ভৃত্যের, কিন্তু তা হলেও প্রভু এবং ভৃত্য উভয়েই সমান স্তরে থাকেন। সেইটি হচ্ছে একাত্মতা। ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতাকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন কোন পরোক্ষ পন্থা অবলম্বন না করেন। তিনি ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ পন্থাতে অবস্থিত ছিলেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর কোন উপদেশের আর প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। কপিলদেব তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সেইভাবেই থাকেন। তাই তিনি তাঁর মাতাকে *ভামিনি* বলে সম্বোধন করেছেন, যা সূচিত করে যে, তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর পুত্ররূপে ভগবানের চিন্তা করেছিলেন। কপিলদেব

দেবহূতিকে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ সেই চেতনা ব্যতীত মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১২-১৫

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহর্ষিভিঃ ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্তকৈঃ ॥ ১২ ॥
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্মণা ।
কর্তৃত্বাৎসগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥
স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্তিনা ।
জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্বং প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥
ঐশ্বর্যং পারমেষ্ঠ্যং চ তেঽপি ধর্মবিনির্মিতম্ ।
নিষেব্য পুনরায়ান্তি গুণব্যতিকরে সতি ॥ ১৫ ॥

আদ্যঃ—স্রষ্টা, ব্রহ্মা; **স্থির-চরাণাম্**—স্থাবর এবং জঙ্গমের; **যঃ**—যিনি; **বেদ-গর্ভঃ**—বৈদিক জ্ঞানের ভাণ্ডার; **সহ**—সঙ্গে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—মহান যোগীগণ সহ; **কুমার-আদ্যৈঃ**—কুমারগণ এবং অন্যেরা; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধ জীবগণ সহ; **যোগ-প্রবর্তকৈঃ**—যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তকগণ; **ভেদ-দৃষ্ট্যা**—স্বতন্ত্র দৃষ্টির ফলে; **অভিমানেন**—ভ্রান্ত ধারণার ফলে; **নিঃসঙ্গেন**—নিষ্কাম; **অপি**—যদিও; **কর্মণা**—তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা; **কর্তৃত্বাৎ**—কর্তৃত্ব করার মনোভাবের ফলে; **স-গুণম্**—চিন্ময় গুণাবলীযুক্ত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষ-ঋষভম্**—প্রথম পুরুষাবতার; **সঃ**—তিনি; **সংসৃত্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **কালে**—সময়ে; **কালেন**—কালের দ্বারা; **ঈশ্বর-মূর্তিনা**—ভগবানের প্রকাশ; **জাতে**—**গুণ-ব্যতিকরে**—যখন গুণের প্রতিক্রিয়া হয়; **যথা**—যেমন; **পূর্বম্**—পূর্বের; **প্রজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **পারমেষ্ঠ্যম্**—রাজকীয়; **চ**—এবং; **তে**—ঋষিগণ; **অপি**—ও; **ধর্ম**—তাঁদের পুণ্য কর্মের দ্বারা; **বিনির্মিতম্**—উৎপন্ন; **নিষেব্য**—উপভোগ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **আয়ান্তি**—ফিরে আসে; **গুণ-ব্যতিকরে সতি**—যখন গুণসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া হয়।

অনুবাদ

হে মাতঃ! কেউ বিশেষ স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার মতো দেবতা, সনৎ-কুমারের মতো ঋষি, এবং মরীচির মতো মুনিদেরও

সৃষ্টির সময় এই জগতে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। প্রকৃতির তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন দৃশ্য জগতের স্রষ্টা বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে, এবং আধ্যাত্মিক মার্গ ও যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তক মহান ঋষিদেরও কালের প্রভাবে ফিরে আসতে হয়। তাঁরা তাঁদের নিষ্কাম কর্মের প্রভাবে মুক্ত, এবং তাঁরা প্রথম পুরুষ অবতারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু সৃষ্টির সময় তাঁদের পূর্বের মতো রূপ এবং পদে তাঁরা ফিরে আসেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে মুক্ত হতে পারেন, সেই কথা সকলেই জানে, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের মুক্ত করতে পারেন না। ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা কোন জীবকে মুক্তি দিতে পারেন না। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই কেবল মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মাকে এখানে *আদ্যঃ স্থিরচরাণাম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আদি, প্রথম সৃষ্ট জীব, এবং তাঁর জন্মের পর তিনি সমগ্র দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির ব্যাপারে পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে তাঁকে *বেদগর্ভ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি বেদের পূর্ণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই মরীচি, কশ্যপ আদি মহা পুরুষগণ সপ্তর্ষিগণ, মহান যোগীগণ, কুমারগণ এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত অন্যান্য জীবগণ থাকেন, কিন্তু তাঁর ভগবান থেকে ভিন্ন নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। *ভেদদৃষ্ট্যা* মানে হচ্ছে, ব্রহ্মা কখনও কখনও মনে করেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র, অথবা তিনি নিজেকে তিনজন স্বতন্ত্র অবতারের একজন বলে মনে করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং রুদ্র বা শিব সংহার করেন। এই তিন জনকে তিনটি ভিন্ন গুণের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে মনে করা হয়, কিন্তু তাঁদের কেউই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নন। এখানে *ভেদদৃষ্ট্যা* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ ব্রহ্মারও নিজেকে রুদ্রের মতো স্বতন্ত্র বলে মনে করার স্বল্প প্রবণতা রয়েছে। কখনও কখনও ব্রহ্মা মনে করেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাঁর উপাসকেরাও মনে করেন যে, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র। সেই কারণে, এই জড় জগতের বিনাশের পর, পুনরায় যখন প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি শুরু হয়, তখন ব্রহ্মা ফিরে আসেন। ব্রহ্মা যদিও ভগবানের প্রথম পুরুষাবতার পূর্ণ চিন্ময় মহাবিষ্ণুর কাছে ফিরে যান, তবুও তিনি চিৎ-জগতে থাকতে পারেন না।

তাঁদের ফিরে আসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। ব্রহ্মা, মহর্ষিগণ এবং যোগের মহেশ্বর (শিব) কোন সাধারণ জীব নন; তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁদের সমস্ত যোগসিদ্ধি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার প্রবণতা রয়েছে, এবং তাই তাঁদের ফিরে আসতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্বীকার করা হয়েছে যে, কেউ যখন নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করেন, ততক্ষণ তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ হননি অথবা জ্ঞান প্রাপ্ত হননি। জড় সৃষ্টির প্রলয়ের পর, প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর কাছে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের আবার এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়।

নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান জড় শরীরে প্রকট হন এবং তাই ভগবানের রূপের ধ্যান না করে নিরাকারের ধ্যান করা উচিত, তা একটি মস্ত বড় অধঃপতন। এই বিশেষ ভুলের জন্য, মহান যোগী অথবা অধ্যাত্মবাদীদেরও আবার এই সৃষ্টিতে ফিরে আসতে হয়। নির্বিশেষবাদী এবং অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবেরা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে দিব্য ভগবৎ প্রেম প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন। এই ভক্তির মাত্রা বিকশিত হয় ভগবানকে প্রভু, সখা, পুত্র এবং চরমে প্রেমিক বলে মনে করার ক্রম অনুসারে। এই চিন্ময় বৈচিত্র্যের পার্থক্য সর্বদাই থাকবে।

শ্লোক ১৬

যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
কুর্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১৬ ॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ইহ—এই জগতে; আসক্ত—অনুরক্ত; **মনসঃ**—যার মন; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অন্বিতাঃ**—যুক্ত; **কুর্বন্তি**—অনুষ্ঠান করে; **অপ্রতিষিদ্ধানি**—ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে; **নিত্যানি**—নিত্য কর্তব্যসমূহ; **অপি**—নিশ্চয়ই; **চ**—এবং; **কৃৎস্নশঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা খুব সুন্দরভাবে এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। তারা প্রতিদিন এই সমস্ত বৈধ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে, তারা তা করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে এবং পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমালোচনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয় এবং কতকগুলি সংস্কার অনুষ্ঠান করতে হয়। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য, তাদের প্রত্যহ কতকগুলি বিধি-বিধান পালন করতে হয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তারা কখনও মুক্ত হতে পারে না। যারা প্রতিটি দেব-দেবীকে ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে তাঁদের পূজা করে, তারা কখনও চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারে না, আর যারা তাদের জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের প্রতি আসক্ত, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে।

শ্লোক ১৭

রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ ।
পিতৃন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ ॥ ১৭ ॥

রজসা—রজোগুণের দ্বারা; **কুণ্ঠ**—উৎকণ্ঠায় পূর্ণ; **মনসঃ**—তাদের মন; **কাম-আত্মানঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের অভিলাষী; **অজিত**—অসংযত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—ইন্দ্রিয়; **পিতৃন্**—পিতৃদের; **যজন্তি**—পূজা করে; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **গৃহেষু**—গৃহমেধীর জীবনে; **অভিরত**—যুক্ত; **আশয়াঃ**—মন।

অনুবাদ

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্বদাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের অভিলাষী হয়। তারা পিতৃদের পূজা করে এবং তাদের পরিবারের বা সমাজের অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিবা-রাত্র ব্যস্ত থাকে।

শ্লোক ১৮

ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ ।
কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ ॥ ১৮ ॥

ত্রৈ-বর্গিকাঃ—ত্রিবর্গ সম্বন্ধে উৎসাহী; **তে**—তারা; **পুরুষাঃ**—ব্যক্তিরা; **বিমুখাঃ**—আগ্রহশীল নয়; **হরি-মেধসঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **কথায়াম্**—লীলায়; **কথনীয়**—কীর্তনীয়; **উরু-বিক্রমস্য**—বিশাল বিক্রম যাঁর; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু অসুরকে সংহারকারী।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় ত্রৈবর্গিক, কারণ তারা ত্রিবর্গ সাধনে উৎসাহী। বদ্ধ জীবেদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তারা বিমুখ। তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণে আগ্রহী নয়, যা তাঁর অপ্রাকৃত বিক্রমের জন্য শ্রবণীয়।

তাৎপর্য

বৈদিক বিচার অনুসারে, উন্নতি সাধনের চারটি বর্গ রয়েছে, যথা—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। যারা কেবল জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহী, তারা কেবল শাস্ত্র-নির্ধারিত কর্তব্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে। তারা ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনটি বর্গের প্রতিই উৎসাহী। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দ্বারা, তারা ভৌতিক জীবন উপভোগ করতে পারে। তাই বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল এই প্রকার উন্নতি সাধনের ব্যাপারে উৎসাহী, যাকে বলা হয় *ত্রৈবর্গিক*। *ত্রৈ* মানে 'তিন' এবং *বর্গিক* মানে 'উন্নতি সাধনের পন্থা'। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, তারা তাঁর প্রতি বিমুখ থাকে।

পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *হরিমেধঃ* অথবা 'যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারেন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়াসক্ত মানুষেরা ভগবানের অপূর্ব সুন্দর লীলা শ্রবণে আগ্রহী নয়। তারা মনে করে যে, সেইগুলি মনগড়া গল্পকথা এবং পরমেশ্বর ভগবানও একজন জড় জগতের সাধারণ মানুষ। তারা ভগবদ্ভক্তিতে বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের যোগ্য নয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কেবল খবরের কাগজের গল্প, উপন্যাস এবং কাল্পনিক নাটকের প্রতি আগ্রহশীল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের কার্যকলাপ, অথবা পাণ্ডবদের কার্যকলাপ, কিংবা বৃন্দাবন ও দ্বারকায় ভগবানের কার্যকলাপ—এই সমস্ত বাস্তবিক ঘটনার উল্লেখ *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে, যা ভগবানের কার্যকলাপে পূর্ণ। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা, যারা কেবল এই জড় জগতে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্যস্ত, তারা কখনও ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপে উৎসাহী হয় না। তারা এই জগতের কোন বড় রাজনীতিবিদ অথবা ধনী ব্যক্তির কার্যকলাপের প্রতি উৎসাহী হতে পারে, কিন্তু তারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহী নয়।

শ্লোক ১৯

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্ ।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥ ১৯ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **দৈবেন**—ভগবানের আদেশে; **বিহতাঃ**—নিন্দিত; **যে**—যারা; **চ**—ও; **অচ্যুত**—অক্ষর ভগবানের; **কথা**—কাহিনী; **সুধাম্**—অমৃত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করে; **অসৎ-গাথাঃ**—বিষয়ী ব্যক্তিদের কাহিনী; **পুরীষম্**—বিষ্ঠা; **ইব**—মতো; **বিট্-ভুজঃ**—বিষ্ঠাভোজী (শূকর)।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের পরম আদেশ অনুসারে দণ্ডিত হয়। যেহেতু তারা ভগবানের লীলারূপ অমৃতের প্রতি বিমুখ, তাই তাদের বিষ্ঠাভোজী শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারা ভগবানের চিন্ময় লীলা-বিলাসের কথা না শুনে, বিষয়াসক্ত মানুষদের কুৎসিত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে।

তাৎপর্য

সকলেই অন্যদের কার্যকলাপের কথা শুনতে আগ্রহী, তা সেই ব্যক্তি একজন রাজনীতিবিদ হোন অথবা ধনী ব্যক্তি হোন অথবা কোন কাল্পনিক চরিত্রই হোন—যাদের কার্যকলাপ উপন্যাসে বর্ণিত হয়। কত আজেবাজে সাহিত্য, উপন্যাস এবং মনগড়া দর্শনের বই রয়েছে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত সাহিত্য পাঠ করতে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু তাদের যখন *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ* অথবা বাইবেল, কোরান আদি পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ দেওয়া হয়, তখন তারা তা পাঠ করতে আগ্রহী হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে এই প্রকার ব্যক্তিরা নিন্দিত, ঠিক যেমন একটি শূকর নিন্দিত। শূকর কেবল বিষ্ঠা আহার করতেই আগ্রহী। শূকরকে যদি ক্ষীর অথবা ঘি দিয়ে তৈরি অত্যন্ত সুস্বাদু কোন খাদ্য আহার করতে দেওয়া হয়, তা হলে সে তা পছন্দ করে না; সে কেবল চায় জঘন্য পূতিগন্ধময় বিষ্ঠা। তার কাছে সেইটি হচ্ছে অত্যন্ত সুস্বাদু। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের নিন্দিত বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ তারা কেবল নারকীয় কার্যকলাপে আগ্রহী, চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই। ভগবানের কার্যকলাপের কথা অমৃতময়, এবং সেই সংবাদ ব্যতীত অন্য সমস্ত তত্ত্বই প্রকৃত পক্ষে নারকীয়।

শ্লোক ২০

দক্ষিণেন পথার্যম্নঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে ।
প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ ॥ ২০ ॥

দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিগন্ত; **পথা**—পথের দ্বারা; **অর্যম্নঃ**—সূর্যের; **পিতৃ-লোকম্**—পিতৃলোকে; **ব্রজন্তি**—যায়; **তে**—তারা; **প্রজাম্**—তাদের পরিবার; **অনু**—সঙ্গে; **প্রজায়ন্তে**—জন্মগ্রহণ করে; **শ্মশান**—শ্মশান; **অন্ত**—অন্তে; **ক্রিয়া**—সকাম কর্ম; **কৃতঃ**—অনুষ্ঠান করে।

অনুবাদ

এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সূর্যের দক্ষিণ অয়ন পথে পিতৃলোকে গমন করে, তার পর সেখান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, পুনরায় এই লোকে তাদের নিজেদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে জীবনের অন্ত পর্যন্ত পুনরায় সেই সকাম কর্মই করতে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের একবিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই প্রকার ব্যক্তিরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। তার পর তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত পুণ্য ফল শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের আবার এই লোকে ফিরে আসতে হয়, এইভাবে তারা উপরে-নীচে আসা-যাওয়া করতে থাকে। যারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়েছিল, তারা পুনরায় সেই পরিবারে ফিরে আসে, যার প্রতি তারা অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাদের জন্ম হয়, এবং পুনরায় জীবনের অন্ত পর্যন্ত তাদের সকাম কর্ম চলতে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে, এবং তারা সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়।

শ্লোক ২১

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং সতি ।
পতন্তি বিবশা দৈবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতোদয়াঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তার পর; **তে**—তারা; **ক্ষীণ**—নিঃশেষ হয়ে গেলে; **সু-কৃতাঃ**—তাদের পুণ্য কর্মের ফল; **পুনঃ**—পুনরায়; **লোকম্ ইমম্**—এই লোকে; **সতি**—হে পুণ্যবতী মাতা; **পতন্তি**—পতিত হয়; **বিবশাঃ**—অসহায়; **দৈবৈঃ**—দৈববশে; **সদ্যঃ**—সহসা; **বিভ্রংশিত**—পতিত হয়; **উদয়াঃ**—উন্নতি।

অনুবাদ

তাদের পুণ্য কর্মের ফল নিঃশেষ হয়ে গেলে, তারা দৈববশে পুনরায় অধঃপতিত হয়ে এই লোকে ফিরে আসে, ঠিক যেমন উচ্চপদে উন্নীত কোন ব্যক্তিকে কখনও কখনও সহসা পদচ্যুত করা হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায় যে, অতি উচ্চ সরকারি পদে আসীন ব্যক্তি সহসা পদচ্যুত হয়, এবং কেউই তাকে আর সাহায্য করতে পারে না। তেমনই, যে-সমস্ত মূর্খ ব্যক্তি উচ্চতর লোকে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হতে অত্যন্ত আগ্রহী, তাদের উপভোগের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে, আবার তাদের এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তের উচ্চ পদ এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত সাধারণ ব্যক্তির উচ্চ পদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভক্ত যখন চিৎ-জগতে উন্নীত হন, তখন আর তাঁর পতন হয় না, কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যদি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হয়, সেখান থেকেও তার পতন হয়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যদি সর্বোচ্চ লোকেও উন্নীত হন, তা হলেও তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয় (*আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ*)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) প্রতিপন্ন করেছেন, *মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*—"কেউ যখন আমার ধাম প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁকে এই জড় জগতের বদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না।"

শ্লোক ২২

তস্মাত্ত্বং সর্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্ ।
তদ্গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি (দেবহূতি); **সর্ব-ভাবেন**—প্রীতি সহকারে; **ভজস্ব**—আরাধনা করুন; **পরমেষ্ঠিনম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তৎ-গুণ**—ভগবানের গুণাবলী; **আশ্রয়য়া**—সম্পর্কিত হয়ে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **ভজনীয়**—আরাধ্য; **পদ-অম্বুজম্**—যাঁর চরণ-কমল।

অনুবাদ

হে মাতঃ। আমি তাই আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, কারণ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য। পূর্ণ ভক্তি

এবং প্রেম সহকারে তা গ্রহণ করুন, কারণ তার ফলে আপনি দিব্য ভগবদ্ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন।

তাৎপর্য

পরমেষ্ঠিনম্ শব্দটি কখনও কখনও ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। *পরমেষ্ঠি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম পুরুষ'। ব্রহ্মা যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও হচ্ছেন চিৎ-জগতের পরম পুরুষ। কপিলদেব তাঁর মাকে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন, কেননা তা যথার্থই শ্রেয়স্কর। এখানে দেবতাদের শরণ গ্রহণ করা, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবেরও শরণ গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়নি। কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করা উচিত।

সর্বভাবেন শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'সর্ব প্রেমানুভূতি সহকারে'। *ভাব* হচ্ছে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভের প্রারম্ভিক অবস্থা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *বুধা ভাবসমন্বিতাঃ*—যিনি ভাবের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আরাধ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন। এখানে কপিলদেব তাঁর মাকে উপদেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে *তদ্গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা* বাক্যাংশটিও তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির অনুষ্ঠান চিন্ময়; তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ নয়। *ভগবদ্গীতায়ও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—যাঁরা ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা চিৎ-জগতে অবস্থিত। *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—তাঁরা তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে অধিষ্ঠিত হন।

পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের সেবা করা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়। এখানে কপিলদেব তাঁর মাকে সেই উপদেশ দিয়েছেন, তাই ভক্তি হচ্ছে নির্গুণ, সমস্ত জড় গুণের কলুষ থেকে মুক্ত। আপাত দৃষ্টিতে যদিও ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয়, কিন্তু তা কখনই সগুণ বা জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। *তদ্গুণাশ্রয়য়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী এতই মহিমান্বিত যে, তখন আর অন্য কোন কার্যকলাপে মন বিক্ষিপ্ত হয় না। ভক্তের প্রতি ভগবানের আচরণ এতই মহিমান্বিত যে, ভক্ত আর তখন অন্য কারও পূজা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। পুতনা রাক্ষসী এসেছিল বিষ প্রদান করে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণ যেহেতু কৃপাপূর্বক তার স্তন পান করেছিলেন, তাই পুতনা তাঁর মাতৃপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই ভক্তেরা প্রার্থনা করে যে, একজন রাক্ষসী কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসে যদি এই রকম এক অতি মহিমান্বিত পদ প্রাপ্ত হয়, তা হলে তাঁরা কেন কৃষ্ণকে ছেড়ে

অন্য কারোর পূজা করতে যাবে? দুই প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে—তার একটি জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং অন্যটি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে, জড়-জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় প্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। তাই কেউ আর অন্য দেবতাদের কাছে কেন যাবে?

শ্লোক ২৩

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **প্রয়োজিতঃ**—অনুষ্ঠিত; **জনয়তি**—উৎপন্ন করে; **আশু**—অতি শীঘ্রই; **বৈরাগ্যম্**—অনাসক্তি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-দর্শনম্**—আত্ম-উপলব্ধি।

অনুবাদ

কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হলে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করলে, শীঘ্রই জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয়।

তাৎপর্য

বুদ্ধিহীন মনুষেরা বলে যে, ভক্তিযোগ তাদের জন্য, যারা দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে উন্নত নয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তাঁকে পৃথকভাবে বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হয় না অথবা দিব্য জ্ঞান লাভের প্রতীক্ষা করতে হয় না। বলা হয় যে, কেউ যখন অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তাঁর মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভক্তের শরীরে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি যে কিভাবে বিকশিত হয়, তা কেউই বুঝতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হয়। এক ব্যাধ পশু হত্যা করে খুব আনন্দ উপভোগ করত, কিন্তু সে যখন ভগবদ্ভক্তে পরিণত হল, তখন সে একটি পিঁপড়াকে পর্যন্ত মারতে চায়নি। এমনই ভক্তের গুণ।

যারা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য অনর্থক মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনায় সময় নষ্ট না করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। পরম সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে, এই শ্লোকের *ব্রহ্মদর্শনম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্মদর্শনম্* মানে হচ্ছে চিন্ময় তত্ত্বকে উপলব্ধি করা

বা জানা। যিনি বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে উপলব্ধি করতে পারেন ব্রহ্ম কি। ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হয়, তা হলে তা দর্শন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দর্শন করা মানে হচ্ছে 'মুখোমুখি দেখা'। *দর্শনম্* বলতে বোঝায় পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করা। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য যদি সবিশেষ না হয়, তা হলে দর্শন হতে পারে না। *ব্রহ্মদর্শনম্* মানে হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই, তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম কি। ভক্তকে ব্রহ্মের প্রকৃতি জানার জন্য আলাদাভাবে অনুসন্ধান করতে হয় না। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*—ভক্ত তৎক্ষণাৎ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করে আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ২৪

যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেম্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ ।
ন বিগৃহ্লাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥ ২৪ ॥

যদা—যখন; **অস্য**—ভক্তের; **চিত্তম্**—মন; **অর্থেষু**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে; **সমেষু**—সেই; **ইন্দ্রিয়-বৃত্তিভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা; **ন**—না; **বিগৃহ্লাতি**—দর্শন করে; **বৈষম্যম্**—পার্থক্য; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **ইতি**—এইভাবে; **উত**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে, উন্নত ভক্তের মন সমদর্শী হয়, এবং কোন্ বস্তুটি প্রিয় এবং কোন্ বস্তুটি অপ্রিয়, তিনি এই ধারণার অতীত হন।

তাৎপর্য

দিব্য জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি এবং জড় আকর্ষণের প্রতি অনাসক্তি অতি উন্নত স্তরের ভক্তের ব্যক্তিত্বে দর্শন করা যায়। তাঁর কাছে কোন বস্তুই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, কারণ তিনি কখনই তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কার্য করেন না। তিনি যা কিছু করেন, যা কিছু তিনি ভাবেন, তা সবই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। জড় জগতেই হোক অথবা চিৎ-জগতেই হোক, তাঁর মনের সমদর্শিতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, এই জড় জগতে কোন কিছুই ভাল নয়; জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে, সব কিছুই এখানে খারাপ। জড়বাদীদের ভাল-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত ধারণা কেবল মনোধর্ম বা আবেগ মাত্র।

এই জড় জগতে ভাল বলতে কিছুই নেই। কিন্তু চিন্ময় ক্ষেত্রে সব কিছুই ভাল। চিন্ময় বৈচিত্র্যে কোন রকম প্রমত্ততা নেই। সেইটি হচ্ছে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার লক্ষণ। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই বৈরাগ্য ও জ্ঞান, এবং তার পর প্রকৃত দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, উন্নত স্তরের ভক্ত ভগবানের দিব্য গুণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, এবং সেই সূত্রে তিনি গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যান।

শ্লোক ২৫

স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্ ।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥

সঃ—শুদ্ধ ভক্ত; **তদা**—তখন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনা**—তাঁর অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **নিঃসঙ্গম্**—জড় আসক্তি-রহিত হয়ে; **সম-দর্শনম্**—সমদর্শী হয়ে; **হেয়**—ত্যাজ্য; **উপাদেয়**—গ্রাহ্য; **রহিতম্**—বিহীন; **আরূঢ়ম্**—উন্নীত হয়ে; **পদম্**—দিব্য পদে; **ঈক্ষতে**—দর্শন করেন।

অনুবাদ

শুদ্ধ ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে, সমদর্শী হন, এবং নিজেকে জড়ের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্তরূপে দর্শন করেন। তিনি কোন বস্তুকেই উত্তম বা অধমরূপে দর্শন করেন না, এবং তিনি গুণগতভাবে ভগবানের সমান হওয়ার ফলে, নিজেকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত বলে অনুভব করেন।

তাৎপর্য

আসক্তি থেকে অপ্রিয়ের অনুভূতির উদয় হয়। ভক্তের কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই; তাই তাঁর কাছে প্রিয় অথবা অপ্রিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। ভগবানের সেবার জন্য তিনি সব কিছুই গ্রহণ করতে পারেন, এমন কি তা যদি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে অপ্রিয়ও হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, এবং তার ফলে যা ভগবানের প্রিয়, তা তাঁরও প্রিয়। যেমন, অর্জুনের কাছে প্রথমে যুদ্ধ করা প্রিয় বলে মনে হয়নি, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই যুদ্ধ ছিল ভগবানের প্রিয়, তখন তিনিও তা প্রিয় বলে স্বীকার করেছিলেন। সেইটি শুদ্ধ ভক্তের স্থিতি। তাঁর নিজের স্বার্থে কোন কিছুই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়; তিনি

সব কিছুই করেন ভগবানের জন্য, তাই তিনি আসক্তি এবং অনাসক্তি থেকে মুক্ত। সেইটি হচ্ছে সমভাবের দিব্য স্থিতি। শুদ্ধ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দ বিধান করে জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৬

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্ ।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ২৬ ॥

জ্ঞান—জ্ঞান; **মাত্রম্**—কেবল; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরম-আত্মা**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **পুমান্**—পরমাত্মা; **দৃশি-আদিভিঃ**—দার্শনিক অনুসন্ধান এবং অন্য পন্থার দ্বারা; **পৃথক্ ভাবৈঃ**—হৃদয়ঙ্গম করার বিবিধ পন্থা অনুসারে; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **একঃ**—অদ্বিতীয়; **ঈয়তে**—অনুভূত হন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পূর্ণ চিন্ময় অদ্বয়জ্ঞান, কিন্তু উপলব্ধির বিবিধ পন্থা অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান অথবা পুরুষাবতাররূপে প্রতীত হন।

তাৎপর্য

দৃশ্যাদিভিঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *দৃশি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বা দার্শনিক অনুসন্ধান। বিভিন্ন ধারণা অনুসারে, বিবিধ প্রকার দার্শনিক অনুসন্ধানের দ্বারা, যেমন জ্ঞানযোগের দ্বারা ভগবান নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হন। তেমনই, অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা তিনি পরমাত্মারূপে প্রতীত হন। শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে বা শুদ্ধ জ্ঞানে কেউ যখন পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি তাঁকে পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি করেন। চিন্ময় তত্ত্ব কেবল অনুভবের ভিত্তিতে উপলব্ধ হন। এখানে যে *পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্* শব্দগুলির ব্যবহার হয়েছে তা সবই চিন্ময়, এবং তা পরমাত্মাকে নির্দেশ করে। পরমাত্মাকে পুরুষ বলেও বর্ণনা করা হয়, কিন্তু *ভগবান্* বলতে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝায়, যিনি ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ছয়টি ঐশ্বর্যে পূর্ণ। বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকে তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *পরমাত্মা, ঈশ্বর* এবং *পুমান্*—এই সমস্ত বিবিধ বর্ণনা ইঙ্গিত করে যে, তাঁর বিস্তার অনন্ত।

চরমে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হলে, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। জ্ঞানযোগ অথবা ধ্যানযোগের অনুশীলনের দ্বারা অবশেষে ভক্তিযোগের স্তরে পৌঁছাতে হয়, এবং তখন *পরমাত্মা, ঈশ্বর, পুমান্* ইত্যাদি সকলকেই স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ ভক্ত হোক বা সকাম কর্মী হোক অথবা মুক্তিকামী হোক, তিনি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে পূর্ণ ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া উচিত। এও বলা হয়েছে যে, সকাম কর্মের দ্বারা যে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়, এমন কি কেউ যদি উচ্চতর লোকেও উন্নীত হতে চান, তা সবই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই তিনি তাঁর উপাসককে সেইগুলির যে-কোন একটি দান করতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকার চিন্তাযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে, একই পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে ভগবান অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মারূপে প্রকাশ করেন। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করার দ্বারা তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন, তা হলে তিনি তা প্রাপ্ত হতে পারেন। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হবে।

ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানী অথবা যোগীরা তা পারে না। তারা ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করতে পারে না। শাস্ত্রে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা কেউ ভগবানের পার্ষদ হয়েছে। যোগ অনুশীলনের দ্বারাও কেউ ভগবানের পার্ষদ হতে পারে না। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে *অদৃশ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ নিরাকার হওয়ার ফলে, ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে। কোন কোন যোগী তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করেন, এবং তাঁদের ক্ষেত্রেও তিনি অদৃশ্য। ভগবান কেবল ভক্তের কাছে দৃশ্য। এখানে *দৃশ্যাদিভিঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান অদৃশ্য এবং দৃশ্য উভয়রূপেই বিরাজ করেন, তাই ভগবানের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পরমাত্মার রূপ এবং ব্রহ্মের রূপ অদৃশ্য, কিন্তু ভগবানের রূপ দৃশ্য। *বিষ্ণু পুরাণে* অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবানের বিরাট রূপ এবং ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতি অদৃশ্য হওয়ার ফলে, তা হচ্ছে নিকৃষ্ট রূপ। বিরাট রূপের ধারণা জড়, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা আধ্যাত্মিক, কিন্তু সর্বোচ্চ চিন্ময় উপলব্ধি

হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। *বিষ্ণু পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে, *বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ*—ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ হচ্ছে বিষ্ণু, বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন বিষ্ণু। *স্বয়মেব*—সেইটি তাঁর স্বরূপ। পরম চিন্ময় ধারণা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*। ভগবানের বিশেষ ধামকে বলা হয় *পরমং মম*, তা এমনই একটি স্থান, যেখানে একবার গেলে, আর এই দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না। সমস্ত স্থান, সমগ্র বিস্তার এবং সব কিছুই বিষ্ণুর, কিন্তু যেখানে তিনি স্বয়ং বাস করেন তা হচ্ছে *তদ্ধাম পরমম্*, তাঁর পরম ধাম। ভগবানের সেই পরম ধামই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থল।

শ্লোক ২৭

এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ ॥ ২৭ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—কেবল; **যোগেন**—যোগ অনুশীলনের দ্বারা; **সমগ্রেণ**—সম্পূর্ণ; **ইহ**—এই জগতে; **যোগিনঃ**—যোগীর; **যুজ্যতে**—প্রাপ্ত হয়; **অভিমতঃ**—অভিলষিত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **যৎ**—যা; **অসঙ্গঃ**—অনাসক্তি; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **কৃৎস্নশঃ**—পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

সমস্ত যোগীদের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হচ্ছে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিরক্তি। বিভিন্ন প্রকার যোগ-পদ্ধতির দ্বারা কেবল সেইটুকুই লাভ হয়।

তাৎপর্য

তিন প্রকার যোগ রয়েছে, যথা—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ। ভক্ত, জ্ঞানী এবং যোগী সকলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। জ্ঞানীরা তাঁদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। জ্ঞান-যোগীরা মনে করেন যে, জড় জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য; তাই তাঁরা চেষ্টা করেন, জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে জড়ভোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। অষ্টাঙ্গ-যোগীরাও তাঁদের ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করেন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাই ভক্তের কার্যকলাপ জ্ঞানী এবং যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। অষ্টাঙ্গ-যোগীরা কেবল যম, নিয়ম, আসন,

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার চেষ্টা করেন, এবং জ্ঞানীরা তাঁদের মানসিক বিচারের দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করেন যে, ইন্দ্রিয়-সুখ মিথ্যা। কিন্তু সব চাইতে সহজ সরল পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা।

সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু তাঁদের চরম লক্ষ্য ভিন্ন। জ্ঞানীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে একাকার হয়ে যেতে চান, যোগীরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে চান, এবং ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দিব্য প্রেমে ভগবানের সেবা করতে চান। সেই প্রেমময়ী সেবাই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযমের সিদ্ধ অবস্থা। প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা হচ্ছে জীবনের লক্ষণ, এবং তা কখনও বন্ধ করা যায় না। তাদের কেবল বিযুক্ত করা যায়, যদি উচ্চতর কার্যে তাদের নিযুক্ত করা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়, যদি উচ্চতর কার্যকলাপে তাদের যুক্ত করা যায়। সর্ব শ্রেষ্ঠ কার্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। সেইটি হচ্ছে সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য।

শ্লোক ২৮

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্ ।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্মিণা ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **একম্**—এক; **পরাচীনৈঃ**—পরাঙ্মুখ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **নির্গুণম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **অবভাতি**—প্রতীত হয়; **অর্থ-রূপেণ**—বিভিন্ন বস্তুরূপে; **ভ্রান্ত্যা**—ভ্রান্তিবশত; **শব্দ-আদি**—শব্দ ইত্যাদি; **ধর্মিণা**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যারা চিন্ময় তত্ত্বের প্রতি পরাঙ্মুখ, তারা তাদের কল্পনামূলক ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমতত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করে, এবং তাই তাদের সেই ভ্রান্ত কল্পনার ফলে, সব কিছুই তাদের কাছে আপেক্ষিক বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান এক, এবং তিনি তাঁর নির্বিশেষ রূপের দ্বারা সর্ব ব্যাপ্ত। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

"যা কিছু অনুভব করা যায়, তা সবই আমার শক্তির বিস্তার।" সব কিছু তিনিই পালন করছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সব কিছুতে রয়েছেন। যেমন, ঢোলের আওয়াজের শ্রবণ, সুন্দরী স্ত্রীর দর্শন, জিহ্বার দ্বারা দুধ থেকে প্রস্তুত নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির এগুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে উপলব্ধ হয়, এবং তাই তাদের ভিন্ন-ভিন্নভাবে অনুভব করা যায়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যদিও প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশরূপে সব কিছুই এক। তেমনই, অগ্নির শক্তি হচ্ছে তাপ এবং আলোক, এবং এই দুইটি শক্তির দ্বারা অগ্নি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, অথবা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে প্রকট হতে পারে। মায়াবাদীরা এই বৈচিত্র্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এই বৈচিত্র্যের প্রকাশকে মিথ্যা বলে মনে করেন না। তাঁরা স্বীকার করেন যে, ভগবানের বিবিধ শক্তির প্রদর্শন হওয়ার ফলে, সেইগুলি ভগবান থেকে অভিন্ন।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা দর্শনটি বৈষ্ণব দার্শনিকেরা কখনই স্বীকার করেন না। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, সমস্ত উজ্জ্বল বস্তুই সোনা নয়, তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত উজ্জ্বল বস্তু মিথ্যা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, শুক্তিকে সোনালি বলে প্রতীত হয়। এই সোনালি রং চোখের প্রতীতির জন্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শুক্তিটি মিথ্যা। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করে কেউ বুঝতে পারে না যে, বাস্তবে তিনি কে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ *ব্রহ্মসংহিতা* আদি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বর্ণনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ নিত্য আনন্দময়। আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা আমরা ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে, *জ্ঞানমেকম্‌*। *ভগবদ্‌গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যারা কেবল তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তারা মূর্খ। তারা পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত ঐশ্বর্যের কথা জানে না। জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির জল্পনা-কল্পনা মানুষকে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত করায় যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার। এই প্রকার মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার ফলে, বদ্ধ জীব ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হয় *ভগবদ্‌গীতায়* তাঁরই দ্বারা উচ্চারিত বাণীর মাধ্যমে, যেখানে তিনি বলেছেন যে, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই; নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি তাঁকেই আশ্রয় করে রয়েছে। *ভগবদ্‌গীতার* শুদ্ধ এবং পূর্ণ দর্শনকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা

করা হয়েছে। গঙ্গার জল এতই পবিত্র যে, তার দ্বারা গাধা এবং গরুরাও শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি পবিত্র গঙ্গাকে উপেক্ষা করে, নোংরা নর্দমার জলে শুদ্ধ হতে চায়, তা হলে সে কখনও সফল হবে না। তেমনই, বিশুদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখ থেকে কেবল শ্রবণ করার ফলেই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়।

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পরাঙ্মুখ, তারাই তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা কিন্তু কান দিয়ে শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নয়। অতএব জ্ঞান অর্জন করতে হয় শ্রবণ করার মাধ্যমে। *বেদান্ত-সূত্রে* তা প্রতিপন্ন হয়েছে, *শাস্ত্রযোনিত্বাৎ*—শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হয় প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে। অতএব, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তথাকথিত সমস্ত কল্পনা-প্রসূত তর্ক সম্পূর্ণ অর্থহীন। জীবের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার চেতনা, যা জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন অথবা সুপ্ত অবস্থায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এমন কি গভীর নিদ্রাতেও, সে তার চেতনার দ্বারা অনুভব করতে পারে, সে সুখী না দুঃখী। এইভাবে চেতনা যখন সূক্ষ্ম এবং জড় দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তা আচ্ছাদিত, কিন্তু যখন চেতনা কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ হয়, তখন জীব জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

যখন শুদ্ধ জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন জীবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়—সে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস। আবরণ উন্মোচনের পন্থাটি এই রকম—সূর্যের কিরণ জ্যোতির্ময় এবং সূর্যও জ্যোতির্ময়। সূর্যের উপস্থিতিতে, সূর্যরশ্মি সূর্যেরই মতো জ্যোতির্ময়, কিন্তু সূর্যরশ্মি যখন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তখন অন্ধকারের আগমন হয়। তেমনই, মায়ার প্রভাবে জীব যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়, তখন তার অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূচনা হয়। তাই, অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রামাণিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে তাকে তার চিন্ময় চেতনা অথবা কৃষ্ণচেতনাকে জাগরিত করতে হবে।

শ্লোক ২৯

যথা মহানহংরূপস্ত্রিবৃৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্ ।
একাদশবিধস্তস্য বপুরণ্ডং জগদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥

যথা—যেমন; **মহান্**—মহৎ-তত্ত্ব; **অহম্-রূপঃ**—অহঙ্কার; **ত্রি-বৃৎ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ; **পঞ্চ-বিধঃ**—পাঁচটি জড় উপাদান; **স্ব-রাট্**—ব্যষ্টি চেতনা;

একাদশ-বিধঃ—একাদশ ইন্দ্রিয়; **তস্য**—জীবের; **বপুঃ**—জড় দেহ; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **জগৎ**—বিশ্ব; **যতঃ**—যাঁর থেকে।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব বা সমগ্র শক্তি থেকে, অহঙ্কার, তিন গুণ, পঞ্চ মহাভূত, ব্যষ্টি চেতনা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং জড় দেহ আমি উৎপন্ন করেছি। তেমনই, আমার থেকেই (পরমেশ্বর ভগবান থেকে) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে *মহৎপদ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, মহত্তত্ত্ব নামক সমগ্র ভৌতিক শক্তি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শায়িত। দৃশ্য জগতের উৎস বা সমগ্র শক্তি হচ্ছে মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে অন্য চব্বিশটি বিভাগ উদ্ভূত হয়েছে, যেমন—একাদশ ইন্দ্রিয় (মন সহ), পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, এবং কলুষিত চেতনা, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। পরমেশ্বর ভগবান মহত্তত্ত্বের কারণ, এবং তাই, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, যেহেতু সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই ভগবান এবং সৃষ্ট জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দৃশ্য জগৎ ভগবান থেকে ভিন্ন। এখানে *স্বরাট্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *স্বরাট্* মানে হচ্ছে 'স্বতন্ত্র।' পরমেশ্বর ভগবান স্বরাট্, এবং ব্যষ্টি জীবও স্বরাট্। যদিও এই দুই প্রকার স্বাতন্ত্র্যের কোন তুলনা হয় না, কেননা জীবের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ব্যষ্টি জীবের যেমন পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা রচিত জড় দেহ রয়েছে, পরম স্বতন্ত্র ভগবানেরও তেমন বিরাট বিশ্বরূপ রয়েছে। জীবের শরীর অনিত্য; তেমনই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, যাকে পরমেশ্বর ভগবানের শরীর বলে বিবেচনা করা হয়, তাও অনিত্য, এবং জীবদেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডদেহ উভয়ই মহত্তত্ত্বের দ্বারা রচিত। আমাদের বুদ্ধির দ্বারা তার পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। সকলেই জানে যে, চিৎ-স্ফুলিঙ্গ থেকে তার জড় দেহ বিকশিত হয়েছে, তেমনই পরম চিৎ-স্ফুলিঙ্গ পরমাত্মা থেকে ব্রহ্মাণ্ড-শরীর বিকশিত হয়েছে। জীবের দেহ যেমন স্বতন্ত্র আত্মা থেকে বিকশিত হয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট দেহ তেমন পরমাত্মা থেকে বিকশিত হয়। জীবাত্মার যেমন চেতনা রয়েছে, পরমাত্মারও তেমন চেতনা রয়েছে। কিন্তু পরমাত্মার চেতনা এবং জীবাত্মার চেতনায় যদিও সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু জীবাত্মার চেতনা সীমিত, আর পরমাত্মার চেতনা অসীম। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বর্ণিত হয়েছে। *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি*—পরমাত্মা প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত, ঠিক যেমন জীবাত্মা তার নিজের

দেহে উপস্থিত থাকে। তাঁরা উভয়েই চেতন। পার্থক্য কেবল এই যে, জীবাত্মার চেতনা সমগ্র স্বতন্ত্র দেহটি জুড়ে, আর পরমাত্মার চেতনা কেবল তার স্বতন্ত্র দেহের সমষ্টি জুড়ে।

শ্লোক ৩০

এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ ।
সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্ত্যা পরিপশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ভক্ত্যা**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **যোগ-অভ্যাসেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **নিত্যশঃ**—সর্বদা; **সমাহিত-আত্মা**—যাঁর মন স্থির; **নিঃসঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ-রহিত; **বিরক্ত্যা**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **পরিপশ্যতি**—হৃদয়ঙ্গম করেন।

অনুবাদ

এই পূর্ণ জ্ঞান তিনিই লাভ করতে পারেন, যিনি শ্রদ্ধা, স্থিরতা এবং পূর্ণ বৈরাগ্য সহকারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, এবং যিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি জড় সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন।

তাৎপর্য

নাস্তিক যোগ অনুশীলনকারী এই পূর্ণ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যাঁরা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তির ব্যবহারিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হতে পারেন। সমগ্র বিশ্বের প্রকাশ এবং তার কারণ সম্বন্ধে বাস্তবিক তত্ত্ব কেবল তাঁদেরই পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করেনি, তাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। *সমাহিতাত্মা* এবং *সমাধি* শব্দ দুটি সমার্থবাচক।

শ্লোক ৩১

ইত্যেতৎকথিতং গুর্বি জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ।
যেনানুবুদ্ধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **কথিতম্**—বর্ণিত; **গুর্বি**—হে শ্রদ্ধেয় মাতা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **দর্শনম্**—প্রকাশ করে; **যেন**—যার দ্বারা;

অনুবুদ্ধ্যতে—হৃদয়ঙ্গম করা হয়; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **প্রকৃতেঃ**—জড়ের; **পুরুষস্য**—আত্মার; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে শ্রদ্ধেয় মাতা! আমি ইতিপূর্বে পরমতত্ত্বকে জানার পন্থা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, যার দ্বারা জড় এবং চেতনের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তাদের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৩২

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

জ্ঞান-যোগঃ—দার্শনিক গবেষণা; **চ**—এবং; **মৎ-নিষ্ঠঃ**—মদ্‌গত; **নৈর্গুণ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তি; **লক্ষণঃ**—নামক; **দ্বয়োঃ**—উভয়ের; **অপি**—অধিকন্তু; **একঃ**—এক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শব্দ**—বাণীর দ্বারা; **লক্ষণঃ**—অর্থ প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

দার্শনিক গবেষণার চরম পরিণতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা। এই জ্ঞান লাভ করে যখন প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তখন ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা অথবা দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, একই লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু বহু জন্মের দার্শনিক গবেষণার পর, জ্ঞানবান ব্যক্তি চরমে জানতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছু, এবং তাই তিনি তাঁর শরণাগত হন। এই প্রকার ঐকান্তিক দার্শনিক অত্যন্ত দুর্লভ কারণ তাঁরা প্রকৃত মহাত্মা। দার্শনিক গবেষণার ফলে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে না পারেন, তা হলে তাঁর কার্য পূর্ণ হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন, ততক্ষণ তাঁর জ্ঞানের অন্বেষণ তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে আসার সুযোগ *ভগবদ্‌গীতায়* দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যারা জ্ঞান, যোগ আদি অন্যান্য পন্থা গ্রহণ

করে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর ক্লেশ প্রাপ্ত হতে হয়। বহু বহু বছর ধরে ক্লেশ স্বীকার করার পর, যোগী অথবা জ্ঞানী তাঁর কাছে আসতে পারে, কিন্তু সেই পথটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত সরল। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, দার্শনিক জ্ঞানের ফলও অনায়াসে লাভ করা যায়, কিন্তু কেউ যদি তাঁর মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার স্তরে না আসেন, তা হলে তাঁর সমস্ত জ্ঞানের প্রয়াসই পণ্ডশ্রম বলে বুঝতে হবে। জ্ঞানী দার্শনিকের চরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া, কিন্তু সেই ব্রহ্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ*—"আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আধার, যা অবিনাশী এবং পরম আনন্দ।" ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের পরম উৎস, এমন কি ব্রহ্মানন্দেরও; তাই, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-পরায়ণ, তিনি ইতিমধ্যেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন।

শ্লোক ৩৩

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **পৃথক্-দ্বারৈঃ**—বিভিন্ন প্রকারে; **অর্থঃ**—একটি বস্তু; **বহু গুণ**—বহু গুণ; **আশ্রয়ঃ**—সমন্বিত; **একঃ**—এক; **নানা**—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে; **ঈয়তে**—অনুভূত হয়; **তদ্বৎ**—তেমনই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শাস্ত্র-বর্ত্মভিঃ**—বিভিন্ন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে।

অনুবাদ

একই বস্তু যেমন তার বিভিন্ন গুণের ফলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়, তেমনই ভগবান এক, কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে, তিনি ভিন্ন বলে প্রতীত হন।

তাৎপর্য

প্রতীত হয় যে, জ্ঞানযোগের মার্গ অনুসরণ করার ফলে, নির্বিশেষ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বর্ধিত হয়। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে এক—পরমেশ্বর ভগবান।

জ্ঞানযোগের পন্থায়, সেই পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ বলে প্রতীত হন। একই বস্তু যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, তেমনি একই পরমেশ্বর ভগবান মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা নির্বিশেষ বলে প্রতীত হন। দূর থেকে একটি পাহাড়কে মেঘের মতো দেখায়, এবং একজন অজ্ঞ ব্যক্তি পাহাড়টিকে মেঘ বলে অনুমান করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তা মেঘ নয়, তা একটি বিরাট পাহাড়। তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনের কাছ থেকে জানতে হয় যে, মেঘ বলে যা মনে হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে মেঘ নয়, একটি পাহাড়। কারও যখন জ্ঞানের একটু প্রগতি হয়, তখন তিনি মেঘের পরিবর্তে, পাহাড় এবং কিছু সবুজ বস্তু দেখেন। কেউ যখন বাস্তবিকপক্ষে পাহাড়ের কাছে আসেন, তখন তিনি তাতে বহু বৈচিত্র্য দর্শন করেন। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে দুধের। আমরা যখন দুধ দেখি, তখন আমরা দেখি যে তা সাদা; আমরা যখন তার স্বাদ গ্রহণ করি, তখন তা অত্যন্ত সুস্বাদু বলে প্রতীত হয়। আমরা যখন দুধ স্পর্শ করি, তখন তা খুব ঠাণ্ডা বলে বোধ হয়; আমরা যখন দুধের ঘ্রাণ গ্রহণ করি, তখন তার খুব সুন্দর গন্ধ রয়েছে বলে মনে হয়; এবং যখন আমরা শুনি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাকে বলা হয় দুধ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুধকে উপলব্ধি করে আমরা বলতে পারি যে, তা সাদা, তা অত্যন্ত সুস্বাদু, তা অত্যন্ত সুন্দর গন্ধযুক্ত, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে দুধ। তেমনই, যাঁরা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা বা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন, আর যাঁরা যোগ অনুশীলনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা তাকে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা পরম সত্যের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষরূপে দর্শন করতে পারেন।

চরমে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত বিভিন্ন পন্থার লক্ষ্য। যে-সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসরণ করে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে সব কিছু জেনে তাঁর শরণাগত হন। ঠিক যেমন দুধের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করা যায়, চোখ, নাক অথবা কান দিয়ে নয়, তেমনই পরমতত্ত্বকে পূর্ণরূপে সমস্ত আস্বাদনীয় আনন্দের দ্বারা কেবল একটি পন্থার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়, তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—কেউ যদি পূর্ণরূপে পরমতত্ত্বকে জানতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এও সত্য, পরমতত্ত্বকে কেউ পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। অণুসদৃশ জীবের পক্ষে তা কখনই

সম্ভব নয়। কিন্তু জীবের পক্ষে ভগবানকে জানা যতটা সম্ভব তা কেবল ভক্তির দ্বারাই লভ্য, অন্য কোন পন্থার দ্বারা নয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পন্থা অনুসরণ করে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ জ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ লাভ করা যায় তা অত্যন্ত ব্যাপক, কেননা ব্রহ্ম হচ্ছে *অনন্ত*। *তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তম্*—*ব্রহ্মানন্দ* অনন্ত। কিন্তু সেই অনন্ত আনন্দকেও অতিক্রম করা যায়। সেইটি হচ্ছে গুণাতীতের প্রকৃতি। অনন্তকেও অতিক্রম করা যায়, এবং সেই উচ্চতর স্তরটি হচ্ছেন কৃষ্ণ। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন, তখন যে রস আস্বাদন হয় তা অতুলনীয়, এমন কি ব্রহ্মানন্দের তুলনায়ও। প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাই বলেছেন যে, *কৈবল্য* বা ব্রহ্মানন্দ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মহান এবং বহু দার্শনিক তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যে-ভক্ত ভগবৎ প্রেমানন্দ উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে এই অনন্ত ব্রহ্মানন্দ নারকীয় বলে মনে হয়। তাই, প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য, এই ব্রহ্মানন্দের স্তরও অতিক্রম করতে হবে। মন যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণও তেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তাই তাঁকে বলা হয় হৃষীকেশ। হৃষীকেশ বা শ্রীকৃষ্ণে মনকে স্থির করার পন্থাকে বলা হয় ভক্তি, যা মহারাজ অম্বরীষ করেছিলেন। (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। ভক্তি হচ্ছে সমস্ত পন্থার মূল তত্ত্ব। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানযোগ অথবা অষ্টাঙ্গ-যোগ সফল হতে পারে না, এবং কৃষ্ণের সমীপবর্তী না হলে, আত্ম-উপলব্ধির তত্ত্বের কোন চরম লক্ষ্য থাকে না।

শ্লোক ৩৪-৩৬

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ ।
আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্মণাম্ ॥ ৩৪ ॥
যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি ।
ধর্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্ ॥ ৩৫ ॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্ ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়য়া—সকাম কর্মের দ্বারা; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **স্বাধ্যায়**—বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়ন; **মর্শনৈঃ**—দার্শনিক অনুসন্ধানের দ্বারা; **আত্ম-ইন্দ্রিয়-জয়েন**—মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার দ্বারা; **অপি**—ও; **সন্ন্যাসেন**—সন্ন্যাসের দ্বারা; **চ**—এবং; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **যোগেন**—যোগ অনুশীলনের দ্বারা; **বিবিধ-অঙ্গেন**—বিভিন্ন বিভাগের; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **ধর্মেণ**—কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের দ্বারা; **উভয়-চিহ্নেন**—উভয় লক্ষণ-সমন্বিত; **যঃ**—যিনি; **প্রবৃত্তি**—আসক্তি; **নিবৃত্তি-মান্**—বৈরাগ্যযুক্ত; **আত্ম-তত্ত্ব**—আত্ম-উপলব্ধি বিজ্ঞান; **অববোধেন**—হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা; **বৈরাগ্যেণ**—অনাসক্তির দ্বারা; **দৃঢ়েন**—দৃঢ়; **চ**—এবং; **ঈয়তে**—অনুভূত হয়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এভিঃ**—এইগুলির দ্বারা; **স-গুণঃ**—জড় জগতে; **নির্গুণঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **স্ব-দৃক্**—যিনি তাঁর স্বরূপ দর্শন করেন।

অনুবাদ

সকাম কর্ম এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপশ্চর্যা অনুষ্ঠানের দ্বারা, বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা, দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, মন নিগ্রহের দ্বারা, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা, যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুশীলনের দ্বারা, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগ প্রদর্শনের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা এবং তীব্র বৈরাগ্য জাগ্রত করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি দক্ষ, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে, জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে যেভাবে তাঁর স্বরূপে তিনি প্রকাশিত, সেইভাবে উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়। বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষদের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন কর্তব্য কর্ম নির্দেশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকাম কর্ম, যজ্ঞ এবং দান গৃহস্থ আশ্রমের কর্ম। চারটি আশ্রম রয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। গৃহস্থদের জন্য যজ্ঞ, দান এবং শাস্ত্র-বিধি অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনই তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং জ্ঞানের অন্বেষণ বানপ্রস্থীদের জন্য। সদ্গুরুর কাছে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্রহ্মচারীদের কর্তব্য কর্ম। আত্মেন্দ্রিয় জয়, মনঃসংযম এবং ইন্দ্রিয়-দমন সন্ন্যাস আশ্রমীদের কর্তব্য কর্ম। এই সমস্ত বিভিন্ন কার্যকলাপ বিভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যাতে তাঁরা

আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং সেখানে থেকে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৪-এর বর্ণনা অনুসারে, *ভক্তিযোগেন চৈব হি* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে, যোগ বা যজ্ঞ বা সকাম কর্ম বা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন বা জ্ঞানের অন্বেষণ বা সন্ন্যাস আশ্রম, যা কিছু করণীয় রয়েছে তা সবই ভক্তিযোগে সম্পাদন করা উচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে, *চৈব হি* শব্দ দুইটি ইঙ্গিত করে যে, এই সমস্ত কার্য ভক্তি সহ সম্পাদন করা উচিত, তা না হলে সমস্ত কার্যই নিষ্ফল হবে। যে-কোন কর্তব্য কর্ম ভগবানের জন্য সম্পাদন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *যৎকরোষি যদশ্নাসি*—"তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর, যে তপস্যা কর এবং যা কিছু দান কর, সেই সমস্ত ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য।" এইভাবে কর্ম সম্পাদন করা যে অবশ্য কর্তব্য, তা বোঝাবার জন্য *এব* শব্দটি যুক্ত হয়েছে। সমস্ত কার্যে যদি ভগবদ্ভক্তি যুক্ত না করা হয়, তা হলে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না, কিন্তু যখন সমস্ত কার্যকলাপে ভক্তিযোগের প্রাধান্য থাকে, তখন চরম উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবে সাধিত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী হওয়া উচিত, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—"বহু বহু জন্মের পর, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছু বলে জেনে, মানুষ তাঁর শরণ গ্রহণ করেন।" *ভগবদ্গীতাতে* ভগবান আরও বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*—"সমস্ত যজ্ঞ এবং কঠোর তপস্যার ভোক্তা ভগবান।" তিনি সমস্ত লোকের ঈশ্বর, এবং তিনি প্রতিটি জীবের সুহৃৎ।

ধর্মেণোভয়চিহ্নেন শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে ভক্তিযোগের দুটি লক্ষণ, যথা—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি এবং সমস্ত জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি। ভগবদ্ভক্তির পথে প্রগতির দুইটি লক্ষণ রয়েছে, ঠিক যেমন আহারের সময় দুই রকমের অবস্থা ঘটে। কেউ আহার করলে যেমন পুষ্টি এবং তৃপ্তি অনুভব করে, এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে সে আহারের প্রতি অনাসক্ত হয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্তি আসে। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কার্যে এই প্রকার বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্তি দেখা যায় না। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি বৃদ্ধি করার নয়টি বিভিন্ন পন্থা রয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন। জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি বৃদ্ধি করার পন্থা ৩৬ শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বধর্ম আচরণের দ্বারা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, স্বর্গ আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যায়। মানুষ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই সমস্ত বাসনা অতিক্রম করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরের ব্রহ্মস্বরূপ বুঝতে পারেন, এবং কেউ যখন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন তিনি অন্য সমস্ত পন্থাগুলি দেখতে পান এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে স্থিত হন। সেই সময় তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবান-উপলব্ধিকে বলা হয় *আত্মতত্ত্বাববোধেন*, অর্থাৎ 'নিজের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা'। কেউ যখন ভগবানের নিত্যদাসরূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন তিনি জড় জগতের সেবার প্রতি অনাসক্ত হন। সকলেই কোন না কোন প্রকার সেবায় যুক্ত। কেউ যদি তাঁর নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ হন, তা হলে তিনি তাঁর নিজের স্থূল দেহটির, অথবা তাঁর পরিবারের, সমাজের অথবা দেশের সেবায় যুক্ত হন। কিন্তু মানুষ যখনই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, (*স্বদৃক্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি দর্শন করতে সক্ষম'), তখন তিনি এই প্রকার জাগতিক সেবা ত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

মানুষ যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন থাকেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, তিনি উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারেন, যেখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, বায়ুদেব, ব্রহ্মা এবং শিব, এঁরা হচ্ছেন জড় জগতে ভগবানের প্রতিনিধি। সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের ভৌতিক প্রকাশ। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা এই সমস্ত দেবতাদের সমীপবর্তী হওয়া যায়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—যাঁরা দেবতাদের প্রতি আসক্ত এবং যাঁরা তাঁদের স্বধর্ম আচরণ করেন, তাঁরা এই সমস্ত দেবতাদের লোকে যেতে পারেন। এইভাবে, পিতৃলোকে যাওয়া যায়। তেমনই, যিনি তাঁর জীবনের প্রকৃত স্থিতি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ৩৭

প্রাবোচং ভক্তিযোগস্য স্বরূপং তে চতুর্বিধম্ ।
কালস্য চাব্যক্তগতের্যোঽন্তর্ধাবতি জন্তুষু ॥ ৩৭ ॥

প্রাবোচম্—বর্ণিত হয়েছে; **ভক্তি-যোগস্য**—ভগবদ্ভক্তির; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **তে**—আপনাকে; **চতুঃ-বিধম্**—চারটি বিভাগে; **কালস্য**—সময়ের; **চ**—ও;

অব্যক্ত-গতেঃ—যার গতি অপ্রত্যক্ষ; **যঃ**—যা; **অন্তর্ধাবতি**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **জন্তুষু**—জীবের।

অনুবাদ

হে মাতঃ! আমি আপনাকে ভক্তিযোগের পন্থা এবং চারটি আশ্রমে এর স্বরূপ বর্ণনা করেছি। শাশ্বত কাল যে কিভাবে সকলের কাছে অদৃশ্য থেকে, সমস্ত জীবেদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তাও আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের পন্থা পরমতত্ত্বরূপ সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত একটি নদীর মতো, এবং অন্য যে-সমস্ত পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলি উপনদীর মতো। ভগবান কপিলদেব ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্ণিত ভক্তিযোগ চারটি বিভাগে বিভক্ত—তার তিনটি জড়া প্রকৃতির গুণের অন্তর্গত, এবং একটি চিন্ময়, যা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃতির গুণের দ্বারা মিশ্র ভক্তি হচ্ছে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের কারণ, কিন্তু কর্মফল এবং মনোধর্মী জ্ঞানের বাসনা-রহিত ভক্তি শুদ্ধ, যা হচ্ছে পরা ভক্তি।

শ্লোক ৩৮

জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্মনির্মিতাঃ ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

জীবস্য—জীবের; **সংসৃতীঃ**—সংসার মার্গ; **বহ্বীঃ**—বহু; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানে; **কর্ম**—কর্মের দ্বারা; **নির্মিতাঃ**—রচিত; **যাসু**—যাতে; **অঙ্গ**—হে মাতঃ; **প্রবিশন্**—প্রবেশ করে; **আত্মা**—জীব; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **গতিম্**—গতি; **আত্মনঃ**—নিজের।

অনুবাদ

অজ্ঞান-জনিত বা আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কর্ম করার ফলে, সেই কর্ম অনুসারে জীবের নানা প্রকার জড়-জাগতিক স্থিতি লাভ হয়। হে মাতঃ! কেউ যখন সেই বিস্মৃতিতে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝতে পারে না, তার গতি কোথায় শেষ হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন সংসার-চক্রে প্রবেশ করে, তার পক্ষে তা থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন। তাই, পরম পুরুষ ভগবান নিজে আসেন অথবা তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, এবং *ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্র রেখে যান, যাতে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীব সেই সমস্ত উপদেশের, সাধু ও গুরুর উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এবং তার ফলে মুক্ত হতে পারে। জীব যতক্ষণ না সাধু, গুরু অথবা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করে, ততক্ষণ তার পক্ষে এই সংসারের অন্ধকার থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয়। তার নিজের চেষ্টায় তা কখনও সম্ভব হয় না।

শ্লোক ৩৯

নৈতৎখলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্মধ্বজায় চ ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই উপদেশ; **খলায়**—ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের; **উপদিশেৎ**—উপদেশ দেওয়া উচিত; **ন**—না; **অবিনীতায়**—অবিনীতদের; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **ন**—না; **স্তব্ধায়**—দাম্ভিকদের; **ন**—না; **ভিন্নায়**—দুরাচারীদের; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধর্ম-ধ্বজায়**—অর্থ লাভের জন্য যারা লোক-দেখানো ধর্মের অনুষ্ঠান করে; **চ**—ও।

অনুবাদ

কপিলদেব বললেন—এই উপদেশ কখনও ঈর্ষালু, অবিনীত অথবা দুরাচারীদের দেওয়া উচিত নয়। এই উপদেশ দাম্ভিক এবং ধর্মধ্বজীদের জন্য নয়।

শ্লোক ৪০

ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে ।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি ॥ ৪০ ॥

ন—না; **লোলুপায়**—লোভীকে; **উপদিশেৎ**—উপদেশ দেওয়া উচিত; **ন**—না; **গৃহ-আরূঢ়-চেতসে**—যারা পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ন**—না; **অভক্তায়**—অভক্তকে; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **জাতু**—কখনও; **ন**—না; **মৎ**—আমার; **ভক্ত**—ভক্ত; **দ্বিষাম্**—বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন; **অপি**—ও।

অনুবাদ

যারা অত্যন্ত লোভী, পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, অভক্ত এবং ভগবান ও ভগবানের ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তাদের কখনও এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

যারা সর্বদাই অন্য জীবেদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে, তারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য নয়, এবং তারা ভগবানের দিব্য প্রেমভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যে-সমস্ত তথাকথিত শিষ্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিমভাবে গুরুর অনুগত হয়, তারাও বুঝতে পারে না কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবদ্ভক্তি কি। অনেক মানুষ রয়েছে যারা অন্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য ভগবদ্ভক্তিকে সকলেরই পক্ষে গ্রহণযোগ্য সাধারণ পারমার্থিক পন্থা হিসাবে বুঝতে পারে না, তাই তারাও কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সময় শিক্ষার্থী হয়ে মানুষ আসে এবং আমাদের সংস্থায় যোগদান করে, কিন্তু কোন বিশেষ ধরনের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ আসক্তি থাকার ফলে, তারা আমাদের সংস্থা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ভব-সমুদ্রে হারিয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে, কৃষ্ণভাবনামৃত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বিশ্বাস নয়; এটি পরমেশ্বর ভগবানের এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা। ভেদভাব-রহিত হয়ে, যে কেউই এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু মানুষ রয়েছে যাদের মনোভাব ভিন্ন। তাই, সেই প্রকার মানুষদের কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ না দেওয়াই ভাল।

সাধারণত, জড়বাদী ব্যক্তিরা নাম, যশ এবং জড়-জাগতিক লাভের প্রতি আসক্ত, তাই কেউ যখন এই সমস্ত উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করে, তখন তারা কখনই এই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এই ধরনের মানুষেরা ধর্মকে সামাজিক অলঙ্করণরূপে গ্রহণ করে। বিশেষ করে এই কলিযুগে তারা নামেমাত্র কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রকার মানুষেরাও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কেউ যদি জড় বিষয়ের প্রতি লোভী না হলেও পরিবারের প্রতি আসক্ত হয়, তারাও কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে, এই প্রকার ব্যক্তিরা বিষয়ের প্রতি খুব একটা লোভী নয় বলে মনে হয়, কিন্তু তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র এবং পারিবারিক উন্নতির প্রতি

অত্যন্ত আসক্ত। উপরোক্ত দোষগুলির দ্বারা কলুষিত না হওয়া সত্ত্বেও, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সেবার প্রতি আগ্রহী না হয়, অথবা সে যদি অভক্ত হয়, তা হলে সেও কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৪১

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে ।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥ ৪১ ॥

শ্রদ্দধানায়—শ্রদ্ধালু; **ভক্তায়**—ভক্তকে; **বিনীতায়**—বিনীত; **অনসূয়বে**— মাৎসর্য-রহিত ; **ভূতেষু**—জীবেদের; **কৃত-মৈত্রায়**—বন্ধুভাবাপন্ন; **শুশ্রূষা**—শ্রদ্ধাযুক্ত সেবা; **অভিরতায়**—করতে ইচ্ছুক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

যে শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্ত গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নির্মৎসর, সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাব সমন্বিত এবং বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে সেবা করতে উৎসুক, তাঁকেই কেবল উপদেশ দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৪২

বহির্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তাম্ ।
নির্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

বহিঃ—যা বাইরে; **জাত-বিরাগায়**—যিনি অনাসক্ত হয়েছেন; **শান্ত-চিত্তায়**—যাঁর মন শান্ত; **দীয়তাম্**—এই উপদেশ দেওয়া যায়; **নির্মৎসরায়**—মাৎসর্য-রহিত ব্যক্তিকে; **শুচয়ে**—পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **যস্য**—যাঁর; **অহম্**—আমি; **প্রেয়সাম্**—সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়তম।

অনুবাদ

যাঁরা কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ, যাঁরা কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্ত, এবং যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে সব চাইতে প্রিয় বলে গ্রহণ করেছেন, গুরুদেব তাঁদেরই এই জ্ঞান দান করবেন।

তাৎপর্য

প্রথমে কেউই ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন না। এখানে ভক্ত শব্দটির অর্থ, যিনি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সংস্কার-সাধক পন্থা অবলম্বন করতে ইতস্তত করেন না। ভগবদ্ভক্ত হতে হলে সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয় এবং ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হয়। ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধনের জন্য চৌষট্টিটি বিধির মধ্যে প্রধান পাঁচটি হচ্ছে—ভক্তসেবা, সংখ্যাপূর্বক ভগবানের দিব্য নাম জপ, শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, আত্মউপলব্ধ ব্যক্তির কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* বা *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করা এবং পবিত্র স্থানে বাস করা, যেখানে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে কোন রকম বিঘ্ন না হয়।

গুরুদেবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। গুরুভ্রাতাদের প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, গুরুভ্রাতা যদি কৃষ্ণভক্তিতে অধিক জ্ঞান প্রাপ্ত এবং উন্নত হন, তা হলে তাঁকে গুরুতুল্য সম্মান করা উচিত, এবং কৃষ্ণভক্তির পথে এই প্রকার গুরুভ্রাতাদের উন্নতি সাধন করতে দেখে সুখী হওয়া উচিত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ালু হওয়া, কারণ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। সেইটি হচ্ছে প্রকৃত মানব-হিতৈষী কার্য, কারণ তা হচ্ছে অন্যান্য মানুষদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার পন্থা, এবং তাদের পক্ষে এইটি অত্যন্ত আবশ্যক। *শুশ্রূষাভিরতায়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেবের সেবায় যুক্ত। গুরুদেবকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা উচিত এবং তাঁর আরামের সমস্ত ব্যবস্থা করা উচিত। যে ভক্ত তা করেন, তিনি এই উপদেশ গ্রহণের যোগ্য। *বহির্জাতবিরাগায়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে-ব্যক্তি বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ জড়-জাগতিক কামনা থেকে বিরক্ত হয়েছেন। তিনি কেবল কৃষ্ণেতর কার্যকলাপ থেকেই বিরত নন, সেই সঙ্গে জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অন্তরেও তাঁর বিরক্ত হওয়া উচিত। এই প্রকার ব্যক্তির নির্মৎসর হওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং সর্বদাই সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধনের কথা চিন্তা করা উচিত, কেবল মানুষদেরই নয়, অন্যান্য জীবেদেরও। *শুচয়ে* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি বাইরে এবং অন্তরে শুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বাইরে এবং অন্তরে শুদ্ধ হতে হলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের দিব্য নাম সর্বদা কীর্তন করা উচিত।

দীয়তাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞান গুরুদেবের দান করা উচিত। গুরুদেবের পক্ষে কখনও অযোগ্য শিষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়; পেশাদারি গুরু হওয়া উচিত নয় এবং অর্থ লাভের জন্য শিষ্য সংগ্রহ করা উচিত নয়। সদ্‌গুরুর কর্তব্য

হচ্ছে, যে-শিষ্যকে তিনি দীক্ষা দেবেন, তার যেন উপযুক্ত যোগ্যতা থাকে। অযোগ্য ব্যক্তিকে দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাঁর শিষ্যকে সদ্‌গুরুর এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, ভবিষ্যতে পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তার জীবনের প্রিয়তম লক্ষ্য হয়।

এই দুইটি শ্লোকে ভক্তের গুণগুলি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত গুণগুলি বিকশিত করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ভক্তপদে উন্নীত হয়েছেন। কেউ যদি এই সমস্ত গুণগুলি বিকশিত না করে থাকে, তা হলে শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্য, তাকে এই সমস্ত গুণগুলি অর্জন করতে হবে।

শ্লোক ৪৩

য ইদং শৃণুয়াদম্ব শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ সকৃৎ ।
যো বাভিধত্তে মচ্চিত্তঃ স হ্যেতি পদবীং চ মে ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যিনি; **ইদম্**—এই; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করবে; **অম্ব**—হে মাতঃ; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **সকৃৎ**—একবার; **যঃ**—যিনি; **বা**—অথবা; **অভিধত্তে**—পুনরাবৃত্তি করে; **মৎ-চিত্তঃ**—তাঁর মন আমাতে স্থির করে; **সঃ**—তিনি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এতি**—লাভ করেন; **পদবীম্**—ধাম; **চ**—এবং; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে যিনি একবার আমার ধ্যান করেন, এবং আমার বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন করেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের 'সকাম কর্মের বন্ধন' নামক দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়

কপিলদেবের কার্যকলাপ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং নিশম্য কপিলস্য বচো জনিত্রী
সা কর্দমস্য দয়িতা কিল দেবহূতিঃ ।
বিস্রস্তমোহপটলা তমভিপ্রণম্য
তুষ্টাব তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কপিলস্য**—ভগবান কপিলের; **বচঃ**—বাণী; **জনিত্রী**—জননী; **সা**—তিনি; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **দয়িতা**—প্রিয় পত্নী; **কিল**—নামক; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি; **বিস্রস্ত**—মুক্ত হয়ে; **মোহ-পটলা**—মোহের আবরণ; **তম্**—তাঁকে; **অভিপ্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **তুষ্টাব**—বন্দনা করেছিলেন; **তত্ত্ব**—মূল তত্ত্ব; **বিষয়**—সম্বন্ধে; **অঙ্কিত**—প্রবর্তক; **সিদ্ধি**—মুক্তির; **ভূমিম্**—পটভূমি।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে ভগবান কপিলদেবের মাতা এবং কর্দম মুনির পত্নী দেবহূতি ভগবদ্ভক্তি এবং দিব্য জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মুক্তির পটভূমি-স্বরূপ সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক ভগবান কপিলদেবকে তিনি নিম্ন লিখিত স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতার সমক্ষে যে-দর্শন প্রতিপাদন করেছিলেন, তা পারমার্থিক স্তরে স্থিত হওয়ার পটভূমি। এই দর্শনের বিশেষ মাহাত্ম্য এখানে *সিদ্ধিভূমিম্* শব্দটির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে মুক্তির পটভূমি। জড়া

প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, যে-সমস্ত মানুষ এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, তারা ভগবান কপিলদেবের প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন হৃদয়ঙ্গম করে অনায়াসে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জড় জগতে অবস্থিত হলেও, এই দর্শনের দ্বারা মানুষ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে পারে। সেই অবস্থাকে বলা হয় *জীবন্মুক্তি* । অর্থাৎ এই জড় দেহে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত। ভগবান কপিলদেবের মাতা দেবহূতির তা হয়েছিল, সাংখ্য দর্শনের মূল তত্ত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি এই জড় জগতে থাকলেও, ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছেন এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় বা মুক্ত হয়েছেন।

শ্লোক ২

দেবহূতিরুবাচ

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে ।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং
দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ॥ ২ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **অথ অপি**—অধিকন্তু; **অজঃ**—ভগবান ব্রহ্মা; **অন্তঃ-সলিলে**—জলে; **শয়ানম্**—শায়িত; **ভূত**—জড় তত্ত্ব; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **আত্ম**—মন; **ময়ম্**—ব্যাপ্ত; **বপুঃ**—শরীর; **তে**—আপনার; **গুণ-প্রবাহম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রবাহের উৎস; **সৎ**—প্রকাশিত; **অশেষ**—সকলের; **বীজম্**—বীজ; **দধ্যৌ**—ধ্যান করেছেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যৎ**—যাঁর; **জঠর**—উদর থেকে; **অব্জ**—পদ্ম থেকে; **জাতঃ**—উৎপন্ন।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে সমুদ্রে শায়িত আপনার নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়েছেন বলে, ব্রহ্মাকে অজ বলা হয়। আপনার শরীর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, কিন্তু ব্রহ্মাও কেবল আপনারই ধ্যান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাও অজ নামে পরিচিত, অর্থাৎ 'যাঁর জন্ম হয় না'। যখনই আমরা কারও জন্মের কথা চিন্তা করি, তখন অবশ্যই একজন জড় পিতা এবং মাতা থাকে, কারণ

এইভাবেই মানুষের জন্ম হয়। কিন্তু ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হওয়ার ফলে, তিনি সরাসরিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে সমুদ্রে শায়িত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নামক পরমেশ্বর ভগবানের শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবহূতি ভগবানকে বলতে চেয়েছিলেন যে, যখন ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে চান, তখন ব্রহ্মাকেও তাঁর ধ্যান করতে হয়। তিনি বলেছিলেন, "আপনি সমস্ত সৃষ্টির বীজ-স্বরূপ। যদিও ব্রহ্মা সরাসরিভাবে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তবুও আপনার দর্শনের জন্য তাঁকেও বহু বছর ধরে ধ্যান করতে হয়, এবং তা সত্ত্বেও তিনি সরাসরিভাবে, প্রত্যক্ষভাবে, আপনাকে দর্শন করতে পারেন না। আপনার শরীর ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে বিপুল জলরাশিতে শায়িত, এবং তাই আপনি গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু নামে পরিচিত।"

এই শ্লোকে ভগবানের বিরাট শরীরেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শরীর জড়াতীত চিন্ময়। যেহেতু জড় সৃষ্টি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই তাঁর শরীর সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় শরীর কোন জড় উপাদানের দ্বারা নির্মিত নয়। শ্রীবিষ্ণুর শরীর হচ্ছে অন্য সমস্ত জীবের এবং ভগবানের শক্তি জড়া প্রকৃতির উৎস। দেবহূতি বলেছিলেন, "আপনি জড় জগতের এবং সমস্ত সৃষ্ট শক্তির পটভূমি; তাই সাংখ্য দর্শন বিশ্লেষণ করে আপনি যে আমাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই আশ্চর্যজনক, কারণ আপনি যদিও সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তা সত্ত্বেও অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আপনি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেইটি সব চাইতে আশ্চর্যজনক। আপনার শরীর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, এবং তা সত্ত্বেও আপনি আমার মতো একজন সাধারণ স্ত্রীর গর্ভে আপনার দেহ স্থাপন করেন। আমার কাছে তা সব চাইতে বিস্ময়জনক।"

শ্লোক ৩

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্বস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **ভবান্**—আপনি; **বিধত্তে**—করেন; **গুণ-প্রবাহেণ**—গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা; **বিভক্ত**—বিভক্ত; **বীর্যঃ**—আপনার শক্তি; **সর্গ-আদি**—সৃষ্টি ইত্যাদি; **অনীহঃ**—নিষ্ক্রিয়; **অবিতথ**—সার্থক; **অভিসন্ধিঃ**—আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত জীবের ঈশ্বর; **অতর্ক্য**—অচিন্ত্য; **সহস্র**—হাজার হাজার; **শক্তিঃ**—শক্তি-সমন্বিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! যদিও আপনার করণীয় কিছু নেই, তবুও আপনি আপনার শক্তিকে জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন, যার ফলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদিত হয়। হে ভগবান! আপনি সত্য-সঙ্কল্প এবং সমস্ত জীবের পরমেশ্বর। তাদের জন্য আপনি এই-জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং যদিও আপনি এক, আপনার বিবিধ শক্তি নানাভাবে কার্য করতে পারে। সেইটি আমাদের কাছে অচিন্ত্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেবহূতি বলেছেন যে, যদিও পরমতত্ত্বের নিজের জন্য করণীয় কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও তাঁর বিবিধ শক্তি রয়েছে। সেই কথা উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকে বড় কেউ নেই অথবা তাঁর সমান কেউ নেই, এবং সব কিছুই তাঁরই শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়, যেন প্রকৃতির দ্বারা হচ্ছে। তাই, এখানে বোঝা যায় যে, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আদি বিভিন্ন প্রকাশের উপর অর্পণ করা হয়েছে, এবং তাঁদের প্রত্যেককে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকেন। দেবহূতি বলেছেন, "যদিও আপনি স্বয়ং কিছু করেন না, তবুও আপনার সঙ্কল্প পরম। আপনার ইচ্ছা পূর্তির জন্য আপনি ছাড়া অন্য আর কারোর সহায়তার প্রয়োজন আপনার হয় না। চরমে আপনি হচ্ছেন পরম আত্মা এবং পরম ঈশ্বর। তাই, আপনার ইচ্ছা অন্য কারোর দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না।" পরমেশ্বর ভগবান অন্যদের পরিকল্পনা প্রতিহত করতে পারেন। যেমন বলা হয়, "মানুষ আবেদন করে এবং ভগবান অনুমোদন করেন।" কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যখন আবেদন করেন, তখন তাঁর সেই বাসনা অন্য কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তিনি পরম। চরমে আমরা সকলেই আমাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, ভগবানের বাসনাও অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেইটি তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। সাধারণ জীবের

কাছে যা অচিন্ত্য বলে মনে হয়, তিনি তা অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু অসীম হওয়া সত্ত্বেও, *বেদের* মতো প্রামাণিক শাস্ত্রের দ্বারা তিনি নিজেকে জানাবার ব্যবস্থা করেছেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *শব্দমূলত্বাৎ—শব্দব্রহ্ম* বা বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে জানা যায়।

এই সৃষ্টি কেন করা হয়েছে? যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমেশ্বর ভগবান, তাই যে-সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় বা জড়া প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চায়, তাদের জন্য তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে, তিনি তাদের বিভিন্ন বাসনা চরিতার্থ করার আয়োজন করেন। *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—সেই একই পরম ঈশ্বর সমস্ত জীবের প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন। বিভিন্ন প্রকার জীবের চাওয়ার অন্ত নেই, এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান একলা তাদের পালন করেন এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রয়োজন সরবরাহ করেন।

শ্লোক ৪

স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ
কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ
শেতে স্ম মায়াশিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই পুরুষ; **ত্বম্**—আপনি; **ভৃতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **মে জঠরেণ**—আমার উদর থেকে; **নাথ**—হে প্রভু; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—তা হলে; **যস্য**—যাঁর; **উদরে**—উদরে; **এতৎ**—এই; **আসীৎ**—আশ্রিত ছিল; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **যুগ-অন্তে**—কল্পান্তে; **বট-পত্রে**—একটি বটগাছের পাতায়; **একঃ**—একাকী; **শেতে স্ম**—আপনি শায়িত ছিলেন; **মায়া**—অচিন্ত্য শক্তি-সমন্বিত; **শিশুঃ**—একটি শিশু; **অঙ্ঘ্রি**—আপনার পায়ের আঙ্গুল; **পানঃ**—চুষতে চুষতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। হে প্রভু! যাঁর উদরে সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করে, সেই পরমেশ্বরের পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, তা সম্ভব কারণ কল্পান্তে আপনি একটি শিশুরূপ ধারণ করে আপনার পায়ের অঙ্গুলি চুষতে চুষতে একলা একটি বটপাতায় শয়ন করেন।

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় ভগবান কখনও কখনও একটি শিশুরূপে একটি বটপাতায় শয়ন করে প্রলয়-বারিতে ভাসতে থাকেন। তাই দেবহূতি বলেছেন, "আমার মতো একজন সাধারণ নারীর গর্ভে আপনার শয়ন করা ততটা আশ্চর্যজনক নয়। আপনি একটি শিশুরূপে একটি বটপাতায় শয়ন করে প্রলয়-বারিতে ভাসতে পারেন। তাই, আপনি যে আমার উদরে শয়ন করতে পারেন, তা ততটা আশ্চর্যজনক নয়। আপনি শিক্ষা দেন যে, যারা এই জগতে শিশুদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই সন্তান লাভ করে পারিবারিক জীবনের সুখ উপভোগ করার জন্য বিবাহ করেন, তাঁরাও পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের সন্তানরূপে প্রাপ্ত হতে পারেন, এবং সব চাইতে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ভগবান একটি শিশুর মতো তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ চোষেন।"

যেহেতু সমস্ত মহর্ষি এবং ভক্তেরা তাঁদের সমস্ত শক্তি ও কার্যের ফল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিয়োগ করেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিশ্চয়ই কোন চিন্ময় আনন্দ রয়েছে। তাঁর ভক্তেরা সর্বদা যে অমৃত আস্বাদনের বাসনা করে, তার স্বাদ কেমন তা জানবার জন্য ভগবান তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ চোষেন। কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবানও ভাবেন যে, তাঁর মধ্যে কি পরিমাণ চিন্ময় আনন্দ রয়েছে, এবং তাঁর নিজের সেই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তিনি কখনও কখনও আস্বাদকের ভূমিকা অবলম্বন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কিন্তু তাঁর সর্ব শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর যে চিন্ময় মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৫

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং
নিদেশভাজাং চ বিভো বিভূতয়ে ।
যথাবতারাস্তব সূকরাদয়-
স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ॥ ৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **দেহ**—এই শরীর; **তন্ত্রঃ**—ধারণ করছেন; **প্রশমায়**—উপশমের জন্য; **পাপ্মনাম্**—পাপ কর্মের; **নিদেশ-ভাজাম্**—ভক্তির উপদেশের; **চ**—ও; **বিভো**—হে প্রভু; **বিভূতয়ে**—বিস্তারের জন্য; **যথা**—যেমন; **অবতারাঃ**—অবতারসমূহ;

তব—আপনার; **সূকর-আদয়ঃ**—বরাহ এবং অন্যান্য রূপ; **তথা**—তেমন; **অয়ম্**—কপিলদেবরূপী এই অবতার; **অপি**—নিশ্চয়ই; **আত্ম-পথ**—আত্ম-উপলব্ধির পন্থা; **উপলব্ধয়ে**—প্রদর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! পতিতদের পাপকর্মের প্রশমনের জন্য এবং তাদের ভক্তি ও মুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আপনি এই শরীর ধারণ করেছেন। যেহেতু এই সমস্ত পাপাত্মারা আপনার নির্দেশের উপর নির্ভরশীল, তাই আপনি স্বেচ্ছায় বরাহ আদি রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। তেমনই, আপনার আশ্রিতদের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করার জন্য আপনি প্রকট হয়েছেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর ভগবানের সাধারণ দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এখন ভগবানের আবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা, জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার প্রবণতার প্রভাবে যারা বদ্ধ, তাদের বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করেন, কিন্তু কালক্রমে সেই সমস্ত জীবেরা এত অধঃপতিত হয়ে যায় যে, তাদের জ্ঞানের আলোক লাভ করার প্রয়োজন হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন এই সংসারে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে ত্রুটি হয়, তখন ভগবান অবতরণ করেন। কপিলদেবরূপে ভগবানের আবির্ভাব পতিতদের পথ প্রদর্শন করার জন্য এবং তাদের ভগবদ্ভক্তির জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। বরাহ, মীন, কূর্ম, নরসিংহ আদি রূপে পরমেশ্বর ভগবানের বহু অবতার রয়েছেন। কপিলদেবও ভগবানের এক অবতার। এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, কপিলদেব পথভ্রষ্ট বদ্ধ জীবেদের দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

যৎ—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **নামধেয়**—নাম; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **অনুকীর্তনাৎ**—কীর্তনের দ্বারা; **যৎ**—যাঁকে; **প্রহ্বণাৎ**—প্রণতি নিবেদনের দ্বারা; **যৎ**—যাঁকে; **স্মরণাৎ**—স্মরণ করে; **অপি**—ও; **ক্বচিৎ**—কখনও; **শ্ব-অদঃ**—কুকুরভোজী; **অপি**—ও; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সবনায়**—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **কল্পতে**—-যোগ্য হন; **কুতঃ**—কি আর বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তে**—আপনি; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নু**—তখন; **দর্শনাৎ**—প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা।

অনুবাদ

কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কি আর বলার আছে।

তাৎপর্য

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামের কীর্তন, শ্রবণ অথবা স্মরণের চিন্ময় শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বদ্ধ জীবেদের পাপ-পুণ্য কর্মের তালিকা প্রদান করেছেন এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন যে, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যান। তা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা তাঁর শরণাগত হন, তিনি তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তিনি তাঁদের সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত করে দেন। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, কেউ যদি এত শীঘ্রই তাঁর পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যান, তা হলে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

এখানে অন্য আর একটি বিবেচনা হচ্ছে যে, শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রভাবে যাঁরা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্য। সাধারণত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত, দশবিধ সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ এবং বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তিকেই কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে *সদ্যঃ* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, এবং শ্রীধর স্বামীও মন্তব্য করেছেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করেন। মানুষ শ্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করে তার পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফলে, কিন্তু শুদ্ধভাবে একবার কীর্তন অথবা শ্রবণ করলে, অথবা নিরপরাধে

ভগবানের নাম গ্রহণ করলে, সে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল থেকেই মুক্ত হয় না, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংস্কারের ফল প্রাপ্ত হয়। পূর্ব জন্মের পুণ্য কর্মের ফলেই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত শিশুকেও সংশোধনের জন্য উপনয়ন আদি সংস্কারের দ্বারা দীক্ষিত হতে হয়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি যদি শ্বপচ বা চণ্ডাল পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর সংস্কারের কোন প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়ে যান, এবং সব চাইতে বিদ্বান ব্রাহ্মণের মতো উত্তম হয়ে যান।

এই সম্পর্কে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশেষভাবে মন্তব্য করেছেন—*অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে*। কোন কোন জাতি-ব্রাহ্মণেরা বলে যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন থেকে শুদ্ধিকরণ শুরু হয়। নিঃসন্দেহে তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত কীর্তনের উপর, কিন্তু শ্রীধর স্বামীর এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য যে, যদি কেউ নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের থেকেও উত্তম হয়ে যান। শ্রীধর স্বামী বলেছেন, *পূজ্যত্বম্*—তিনি তৎক্ষণাৎ সব চাইতে বিদ্বান ব্রাহ্মণের মতো পূজনীয় হন এবং বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হন। কেবল ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলেই যদি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হওয়া যায়, তা হলে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন এবং দেবহূতি যেভাবে কপিলদেবকে জেনেছিলেন, সেইভাবে ভগবানের অবতারের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে আর কি বলার আছে।

সাধারণত দীক্ষা নির্ভর করে শিষ্যকে উপদেশ প্রদানকারী সদ্‌গুরুর উপর। তিনি যদি দেখেন যে, কোন শিষ্য কীর্তনের প্রভাবে শুদ্ধ হয়েছে এবং উপযুক্ত হয়েছে, তখন তিনি সেই শিষ্যকে উপবীত প্রদান করেন, যাতে তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বলে স্বীকার করা হয়। সেই কথা শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাসে* প্রতিপন্ন করেছেন—"রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যেমন কাঁসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়, তেমনই দীক্ষা-বিধানের দ্বারা যে-কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করা যায়।"

কখনও কখনও বলা হয় যে, কীর্তনের দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হতে শুরু করে এবং পরবর্তী জীবনে সে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তার পর সংস্কৃত হবে। কিন্তু বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে যার জন্ম হয়েছে, সেও সংস্কারসম্পন্ন নয়, এবং সে যে সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসজাত পুত্র, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। পূর্বে গর্ভাধান সংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন এই প্রকার গর্ভাধান বা বীর্যদান

সংস্কার নেই। ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা অর্জন হয়েছে কি না তা নির্ভর করে সদ্‌গুরুর বিচারের উপর। তিনি তাঁর নিজের বিচারের দ্বারা শিষ্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। কেউ যখন পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে, যজ্ঞ উপবীত সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি লাভ করেন, তখন তিনি দ্বিজ হন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন—*দ্বিজত্বং জায়তে* । সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হওয়ার পর, মানুষ ব্রাহ্মণ হন এবং এই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি ভগবানের পবিত্র নাম জপ করেন। তিনি তখন আরও উন্নতি লাভ করে যোগ্য বৈষ্ণব হন, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি পূর্বেই ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলি অর্জন করেছেন।

শ্লোক ৭

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭ ॥

অহো বত—আহা, কত ধন্য; **শ্ব-পচঃ**—কুকুরভোজী; **অতঃ**—অতএব; **গরীয়ান্**—পূজ্য; **যৎ**—যাঁর; **জিহ্বা-অগ্রে**—জিহ্বার অগ্রভাগে; **বর্ততে**—বিরাজ করে; **নাম**—পবিত্র নাম; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **তেপুঃ তপঃ**—অভ্যাসকৃত তপস্যা; **তে**—তাঁরা; **জুহুবুঃ**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন; **সস্নুঃ**—পবিত্র নদীতে স্নান করেছেন; **আর্যাঃ**—আর্য; **ব্রহ্ম-অনূচুঃ**—বেদসমূহ পাঠ করেছেন; **নাম**—পবিত্র নাম; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **যে**—যাঁরা; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

আহা! যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা কত ধন্য! কুকুরভোজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এই প্রকার ব্যক্তিরা পূজ্য। যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্ব প্রকার তপস্যা এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা আর্যদের সমস্ত সদাচার অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন, বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কেউ নিরপরাধে একবারও ভগবানের পবিত্র নাম জপ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান

করার যোগ্য হন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই উক্তিটি শ্রবণ করে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। কারও অবিশ্বাস করা উচিত নয় অথবা মনে করা উচিত নয় যে, "ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, কিভাবে যে-কোন মানুষ মহাত্মায় পরিণত হতে পারেন, যাঁর তুলনা কেবল সর্বোত্তম ব্রাহ্মণের সঙ্গে করা চলে?" অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার যোগ্যতা সহসা লাভ হয় না, পক্ষান্তরে কীর্তনকারী ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন। এইটি আশ্চর্যজনক নয়, কারণ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন, আর্যদের মতো সদাচার অভ্যাস করা, এই সমস্ত নিম্ন স্তর অতিক্রম না করে থাকলে, কেউই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে পারে না। এ সব নিশ্চয় পূর্বেই সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিক যেমন একজন আইনের ছাত্র ইতিমধ্যেই সাধারণ শিক্ষার স্নাতক হয়েছেন বলে বোঝা যায়, ঠিক তেমনই যিনি ভগবানের পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত নিম্ন স্তর ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছেন। বলা হয় যে, যাঁরা তাঁদের জিহ্বাগ্রের দ্বারা ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা ধন্য। এমন কি নাম উচ্চারণ কালে নামাপরাধ, নামাভাস, শুদ্ধনাম ইত্যাদি বিধিগুলিও যথাযথভাবে অবগত হওয়ার প্রয়োজন নেই; পবিত্র নাম যদি জিহ্বার অগ্রে উচ্চারিত হয়, তাই যথেষ্ট। এখানে বলা হয়েছে *নাম*, অর্থাৎ কেবল একটি নাম—কৃষ্ণ অথবা রামই যথেষ্ট। এমন নয় যে, ভগবানের সমস্ত পবিত্র নামগুলি কীর্তন করতে হবে। ভগবানের পবিত্র নাম সংখ্যাতীত, এবং তিনি যে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির আচরণ করেছেন, তা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে ভগবানের সমস্ত নাম গ্রহণ করতে হবে না। কেউ যদি কেবল একবার মাত্র ভগবানের নাম গ্রহণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর যাঁরা সর্বক্ষণ, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা নাম কীর্তন করছেন, তাঁদের কথা আর কি বলার আছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *তুভ্যম্*—'কেবল আপনাকে।' কেবল মাত্র ভগবানের নামই কীর্তন করা কর্তব্য, যে কোন নাম, যেমন দেবতাদের নাম অথবা ভগবানের শক্তির নাম উচ্চারণ করলে হবে না, যে কথা মায়াবাদীরা বলে। যারা পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামকে দেব-দেবীদের নামের সঙ্গে তুলনা করে, তাদের বলা হয় *পাষণ্ডী*।

ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্যই কেবল পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অথবা কোন রকম পেশাদারি উদ্দেশ্যে করা উচিত নয়।

সেই শুদ্ধ মনোভাব যদি থাকে, তা হলে কেউ যদি চণ্ডালের মতো নীচ পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলেও তিনি ধন্য, এবং তিনি কেবল নিজেকেই শুদ্ধ করেননি, অন্যাদেরও উদ্ধার করতে তিনি সক্ষম। তিনি ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলার যোগ্য, ঠিক হরিদাস ঠাকুরের মতো। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি নিরপরাধে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করছিলেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নাম প্রচারের আচার্য পদ প্রদান করেছিলেন। বৈদিক বিধি-বিধান অনুষ্ঠান করছে না, এমন পরিবারে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কিছু যায় আসেনি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁকে আচার্যরূপে বরণ করেছিলেন, কারণ তিনি নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করছিলেন। অদ্বৈত আচার্য এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন যে, ইতিমধ্যেই তিনি সব রকম তপস্যার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তা আপনা থেকেই বোঝা যায়। এক প্রকার বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ রয়েছে, যাদের বলা হয় *স্মার্ত-ব্রাহ্মণ*। তারা বলে যে, ভগবানের নাম কীর্তনকারীকে যদি শুদ্ধ বলে মনেও করা হয়, কিন্তু তা হলেও তাঁদের বৈদিক অনুষ্ঠান করার জন্য পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। এই প্রকার মানুষকে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পরবর্তী জীবনের প্রতীক্ষা করতে হয় না। তিনি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়ে যান। বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বিধি-বিধানের অনুষ্ঠান করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তথাকথিত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদেরই শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার তপস্যা করা উচিত। নানা প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান রয়েছে, যেগুলির বর্ণনা এখানে করা হয়নি। পবিত্র নাম যিনি জপ করেন, তিনি পূর্বেই সেইগুলির অনুষ্ঠান করেছেন।

জুহুবুঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, পবিত্র নাম কীর্তনকারী ইতিমধ্যেই সব রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। *সস্নু* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেছেন এবং পবিত্র হওয়ার সেখানকার সমস্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের বলা হয় *আর্যাঃ*, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছেন এবং তাই গুণগতভাবে যাঁরা আর্য, তাঁরা তাঁদেরই গোষ্ঠীভূত। *'আর্য'* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সভ্য, যাঁদের আচরণ বৈদিক অনুষ্ঠান অনুসারে হয়ে থাকে। যে ভক্ত ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তিনি হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ আর্য। বেদ অধ্যয়ন না করলে আর্য হওয়া যায় না, আর যাঁরা ভগবানের নাম কীর্তন করছেন,

বুঝতে হবে যে, তাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। যে বিশেষ শব্দটি এখানে ব্যবহার হয়েছে তা হচ্ছে *অনূচুঃ*, অর্থাৎ তাঁরা সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছেন, এবং তাঁরা আচার্য হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

এই শ্লোকে *যেগৃণন্তি* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধ অবস্থায় ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত। কেউ যদি প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন মামলার রায় দেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত আইনের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবং যারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করছে অথবা ভবিষ্যতে আইন নিয়ে পড়াশোনা করবে বলে আশা করছে, তাদের থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। তেমনই, যাঁরা পবিত্র নাম কীর্তন করছেন, তাঁরা বাস্তবে যারা বৈদিক আচার-আচরণের অনুষ্ঠান করছে অথবা যোগ্য হওয়ার প্রত্যাশা করছে, (অথবা পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু এখনও যাঁদের সংস্কার হয়নি, এবং তাই যাঁরা আশা করছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা বৈদিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠান করবেন এবং যজ্ঞ করবেন) তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

বেদের অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হন, এবং ভগবানের নাম যিনি শ্রবণ করেন, তিনি যদি কুকুরভোজী পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলে তিনিও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

শ্লোক ৮

তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁকে; **ত্বাম্**—আপনি; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরম্**—পরম; **পুমাংসম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রত্যক্-স্রোতসি**—অন্তর্মুখী; **আত্মনি**—মনে; **সংবিভাব্যম্**—ধ্যান করেছেন, উপলব্ধি করেছেন; **স্ব-তেজসা**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **গুণ-প্রবাহম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **কপিলম্**—কপিল নামক; **বেদ-গর্ভম্**—বেদের আশ্রয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন কপিল নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান পরমব্রহ্ম। ইন্দ্রিয় এবং মনের বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে, মহাত্মা এবং ঋষিরা আপনার ধ্যান করেন, কারণ আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল মানুষ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রলয়ের সময়, সমস্ত বেদ আপনিই রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

কপিলদেবের মাতা দেবহূতি তাঁর প্রার্থনা অধিক দীর্ঘ না করে সংক্ষেপে বলেছেন যে, ভগবান কপিল শ্রীবিষ্ণু ছাড়া আর অন্য কেউ নন, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন একজন স্ত্রী, তাই কেবল প্রার্থনার দ্বারা যথাযথভাবে তাঁর পূজা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যে, ভগবান প্রসন্ন হোন। এখানে *প্রত্যক্* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। যোগ অভ্যাসের আটটি অঙ্গ হচ্ছে—*যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান* এবং *সমাধি*। *প্রত্যাহার* মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ গুটিয়ে নেওয়া। দেবহূতি পরমেশ্বর ভগবানকে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা কেবল তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব, যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার করতে সক্ষম। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন আর অন্য কোনভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেই প্রকার পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাতেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর স্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৯

মৈত্রেয় উবাচ

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্।
বাচাবিক্লবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ঈড়িতঃ**—সংস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এবম্**—এইভাবে; **কপিল-আখ্যঃ**—কপিল নামক; **পরঃ**—পরম; **পুমান্**—পুরুষ; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **অবিক্লবয়া**—গম্ভীর; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **মাতরম্**—তাঁর মাকে; **মাতৃ-বৎসলঃ**—তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর মায়ের বাক্যে প্রসন্ন হয়ে, মাতৃবৎসল ভগবান কপিল গম্ভীরতাপূর্বক উত্তর দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর মায়ের প্রতি তাঁর প্রীতিও পূর্ণ। তাঁর মায়ের বাক্য শ্রবণ করার পর, তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে, গম্ভীরতাপূর্বক এবং শিষ্টতা সহকারে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

কপিল উবাচ

মার্গেণানেন মাতস্তে সুসেব্যেনোদিতেন মে ।
আস্থিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎস্যসি ॥ ১০ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিল বললেন; **মার্গেণ**—পন্থার দ্বারা; **অনেন**—এই; **মাতঃ**—হে মাতা; **তে**—আপনার জন্য; **সু-সেব্যেন**—অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত সহজ; **উদিতেন**—উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **আস্থিতেন**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **পরাম্**—পরম; **কাষ্ঠাম্**—লক্ষ্য; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **অবরোৎস্যসি**—আপনি প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মাতঃ। আমি আপনাকে আত্ম-উপলব্ধির যে পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছি তা অত্যন্ত সহজ। আপনি অনায়াসে তা অনুষ্ঠান করতে পারবেন, এবং তা অনুশীলন করার ফলে, আপনি আপনার বর্তমান শরীরেই, অতি শীঘ্র মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি এতই পূর্ণ যে, কেবল তার বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সেইগুলি সম্পাদন করার ফলে, এই শরীরেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যা এখানে বলা হয়েছে। অন্যান্য যৌগিক পন্থায়

বা জ্ঞানের পন্থায় আদৌ সিদ্ধি লাভ হবে কি না, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানে কারও যদি গুরুদেবের উপদেশে অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে, এবং তিনি যদি বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি মুক্ত হবেন, এমন কি এই বর্তমান শরীরেই তা সম্ভব। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে, শ্রীল রূপ গোস্বামী তা প্রতিপন্ন করেছেন। *ঈহা যস্য হরের্দাস্যে*—যে-কোন ব্যক্তি, যাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি *জীবন্মুক্ত*, অর্থাৎ এই জড় দেহে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত। গুরুদেব মুক্ত কি না, সেই সম্বন্ধে কখনও কখনও নবীন ভক্তের মনে সন্দেহের উদয় হয়, এবং কখনও তারা গুরুদেবের শারীরিক ব্যাপারেও সন্দিহান হয়। কিন্তু, গুরুদেবের দৈহিক লক্ষণগুলি দেখে, তিনি মুক্ত কি না তা বোঝা সম্ভব নয়। গুরুদেবের চিন্ময় লক্ষণগুলি দর্শন করতে হয়। *জীবন্মুক্ত* মানে হচ্ছে যদিও তিনি জড় দেহে রয়েছেন (দেহটি জড় হওয়ার ফলে, কিছু জড়-জাগতিক আবশ্যকতা এখনও রয়েছে), তবুও যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তাঁকে মুক্ত বলে জানতে হবে।

মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। সেইটি হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সংজ্ঞা—*মুক্তিঃ ....স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।* *স্বরূপ,* বা জীবের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন। জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি মুক্ত। ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপের দ্বারা বোঝা যায় কেউ মুক্ত কি না, অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা নয়।

শ্লোক ১১

শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
যেন মামভয়ং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ ॥ ১১ ॥

শ্রদ্ধৎস্ব—আপনি স্থির নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন; **এতৎ**—এই বিষয়ে; **মতম্**—উপদেশ; **মহ্যম্**—আমার; **জুষ্টম্**—পালন করা হয়েছে; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—অধ্যাত্মবাদীদের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **অভয়ম্**—নির্ভয়ে; **যায়াঃ**—আপনি প্রাপ্ত হবেন; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ঋচ্ছন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **অ-তৎ-বিদঃ**—যারা এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

অনুবাদ

হে মাতঃ! যাঁরা প্রকৃতই অধ্যাত্মবাদী, তাঁরা আপনাকে প্রদত্ত আমার এই উপদেশ অনুসরণ করেন। আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখতে পারেন যে, আত্ম-উপলব্ধির এই পন্থা আপনি যদি সম্যকভাবে অনুসরণ করেন, তা হলে আপনি নিশ্চিতভাবে ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, আমাকে প্রাপ্ত হবেন। মাতঃ! যারা এই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তারা কখনই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক অস্তিত্ব উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ, এবং তাই তা ভয়াবহ। যিনি এই জড় অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই সমস্ত উৎকণ্ঠা এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভগবান কপিলদেব কর্তৃক প্রবর্তিত ভগবদ্ভক্তির পন্থা যিনি অনুসরণ করেন, তিনি অনায়াসে মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রদর্শ্য ভগবান্ সতীং তামাত্মনো গতিম্ ।
স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রদর্শ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সতীম্**—সম্মানীয়া; **তাম্**—সেই; **আত্মনঃ**—আত্ম-উপলব্ধির; **গতিম্**—পন্থা; **স্ব-মাত্রা**—তাঁর মায়ের থেকে; **ব্রহ্ম-বাদিন্যা**—আত্ম-উপলব্ধ; **কপিলঃ**—ভগবান কপিল; **অনুমতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব তাঁর প্রিয় মাতাকে উপদেশ দিয়ে, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কপিলদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ সাংখ্য দর্শনের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করা। তাঁর মাকে সেই জ্ঞান প্রদান করে, এবং তাঁর মায়ের মাধ্যমে সমগ্র জগৎকে সেই জ্ঞান দান করার আয়োজন করে, কপিলদেবের আর গৃহে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছিলেন, যদিও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি করার কিছুই ছিল না, কারণ তিনি হচ্ছেন সেই পুরুষ, যাঁকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা জানতে হয়। তাই এইটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের মতো আচরণকারী ভগবানের একটি দৃষ্টান্ত, যাতে অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই বাড়িতে তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, পরিবারের সঙ্গে গৃহে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সব চাইতে ভাল হচ্ছে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অথবা বানপ্রস্থীরূপে একলা থেকে সমগ্র জীবনে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা। যারা একলা থাকতে অক্ষম, তাদের পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি সহ গৃহস্থ জীবনে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য।

শ্লোক ১৩

সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন যোগযুক্ ।
তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে সরস্বত্যাঃ সমাহিতা ॥ ১৩ ॥

সা—তিনি; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **তনয়**—তাঁর পুত্রের দ্বারা; **উক্তেন**—উক্ত; **যোগ-আদেশেন**—যোগ সম্বন্ধে উপদেশের দ্বারা; **যোগ-যুক্**—ভক্তিযোগে যুক্ত; **তস্মিন্**—তাতে; **আশ্রমে**—আশ্রম, **আপীড়ে**—ফুলের মুকুট; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতীর; **সমাহিতা**—সমাধিমগ্ন।

অনুবাদ

দেবহূতিও তাঁর পুত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে, সেই আশ্রমে ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে শুরু করলেন। তিনি কর্দম মুনির গৃহে সমাধি-যোগ অভ্যাস করেছিলেন, এবং সেই গৃহটি ফুলের দ্বারা এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল যে, সেইটিকে সরস্বতী নদীর পুষ্প-মুকুট বলে মনে করা হত।

তাৎপর্য

দেবহূতি গৃহ ত্যাগ করেননি, কারণ মেয়েদের কখনও গৃহ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তিনি নির্ভরশীল ছিলেন। দেবহূতির দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর, অবিবাহিত অবস্থায় তিনি তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর সংরক্ষণে ছিলেন, তার পর স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনির হস্তে তাঁকে সমর্পণ করেন। তাঁর যৌবনে তিনি তাঁর পতির সংরক্ষণে ছিলেন, এবং তার পর, তাঁর পুত্ররূপে কপিল মুনির জন্ম হয়। তাঁর পুত্র বড় হওয়া মাত্রই, তাঁর পতি গৃহ ত্যাগ করেন, এবং তেমনই তাঁর পুত্রও তাঁর মাতার প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার পর, গৃহ ত্যাগ করেন। তিনিও গৃহ ত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি গৃহেই ছিলেন এবং তাঁর মহান পুত্র কপিল মুনির উপদেশ অনুসারে ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে শুরু করেন, এবং ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, তাঁর সমগ্র গৃহটি যেন সরস্বতী নদীর পুষ্প-মুকুটে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ জটিলান্ কুটিলালকান্ ।
আত্মানং চোগ্রতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্ ॥ ১৪ ॥

অভীক্ষ্ণ—বার বার; **অবগাহ**—স্নান করার ফলে; **কপিশান্**—পিঙ্গলবর্ণ; **জটিলান্**—জটাযুক্ত; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **অলকান্**—চুল; **আত্মানম্**—তাঁর শরীর; **চ**—এবং; **উগ্র-তপসা**—কঠোর তপস্যার ফলে; **বিভ্রতী**—হয়েছিল; **চীরিণম্**—জীর্ণ বসনাবৃত; **কৃশম্**—শীর্ণ।

অনুবাদ

তিনি দিনে তিনবার স্নান করতেন, এবং তার ফলে তাঁর কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম জটাযুক্ত এবং পিঙ্গল বর্ণ হয়েছিল। তাঁর কঠোর তপস্যার ফলে, তাঁর দেহ ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়েছিল, এবং তাঁর বসন জীর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

যোগী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরা দিনে অন্তত তিনবার স্নান করেন—খুব সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায়। এমন কি কিছু গৃহস্থ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় খুব উন্নত, তাঁরাও এই নিয়ম পালন করেন। দেবহূতি ছিলেন

একজন রাজকন্যা এবং প্রায় একজন রাজার পত্নীর মতো। যদিও কর্দম মুনি রাজা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে তিনি দেবহূতিকে এক অতি সুন্দর প্রাসাদে বহু পরিচারিকা এবং সমস্ত ঐশ্বর্য সহ খুব আরামে রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর পতির সঙ্গে থাকার সময়ও তপস্যা করতে শিখেছিলেন, তাই তপস্যা করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতি এবং পুত্রের গৃহ ত্যাগের পর, যেহেতু তিনি কঠোর তপস্যায় যুক্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁর শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আধ্যাত্মিক জীবনে স্থূলকায় হওয়া ভাল নয়। পক্ষান্তরে, শীর্ণ হওয়া উচিত, কারণ মোটা হওয়া পারমার্থিক উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক। অত্যধিক আহার, অত্যধিক নিদ্রা অথবা আরামদায়ক অবস্থায় থাকা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধন স্বীকার করে অল্প আহার করা উচিত এবং অল্প ঘুমানো উচিত। এইগুলি যে-কোন যোগ অনুশীলনের বিধি, তা সে *ভক্তিযোগ* হোক, *জ্ঞানযোগ* হোক অথবা *হঠযোগ* হোক।

শ্লোক ১৫

প্রজাপতেঃ কর্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতম্ ।
স্বগার্হস্থ্যমনৌপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি ॥ ১৫ ॥

প্রজা-পতেঃ—প্রজাপতির; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **যোগ**—যোগের দ্বারা; **বিজৃম্ভিতম্**—বিকশিত; **স্ব-গার্হস্থ্যম্**—তাঁর ঘর এবং গৃহস্থালি; **অনৌপম্যম্**—অতুলনীয়; **প্রার্থ্যম্**—বাঞ্ছনীয়; **বৈমানিকৈঃ**—স্বর্গবাসীদের দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

প্রজাপতি কর্দমের ঘর এবং গৃহস্থালি তাঁর তপস্যা এবং যোগের বলে এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, যাঁরা অন্তরীক্ষে বিমানে বিচরণ করেন, তাঁরাও তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্দম মুনির গৃহস্থালির প্রতি বিমানে অন্তরীক্ষে বিচরণকারীরাও ঈর্ষাপরায়ণ হতেন, এখানে স্বর্গবাসীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা যে বিমান আবিষ্কার করেছি, যা কেবল এক দেশ থেকে

আর এক দেশে উড়ে যেতে পারে, তাঁদের বিমান সেই রকম নয়; তাঁদের বিমান এক লোক থেকে আর এক লোকে যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই রকম বহু বর্ণনা রয়েছে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করার সুযোগ ছিল, বিশেষ করে উচ্চতর লোকে, এবং তাঁরা যে এখনও ভ্রমণ করছেন না, সেই কথা কে বলতে পারে? আমাদের বিমান এবং অন্তরীক্ষ যানের গতি অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, কর্দম মুনি এমন একটি বিমানে চড়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, যা ছিল একটি নগরীর মতো, এবং তিনি বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করেছিলেন। সেইটি কোন সাধারণ বিমান ছিল না, এবং তাঁর সেই ভ্রমণ কোন সাধারণ অন্তরীক্ষ ভ্রমণ ছিল না। কর্দম মুনি এত শক্তিশালী একজন যোগী ছিলেন যে, স্বর্গবাসীরাও তাঁর ঐশ্বর্যের ঈর্ষা করতেন।

শ্লোক ১৬

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ ॥ ১৬ ॥

পয়ঃ—দুধের; **ফেন**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—বিছানা; **দান্তাঃ**—হাতির দাঁতের; **রুক্ম**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদাঃ**—পর্দার দ্বারা; **আসনানি**—আসনসমূহ; **চ**—এবং; **হৈমানি**—স্বর্ণ-নির্মিত; **সু-স্পর্শ**—সুখ-স্পর্শ; **আস্তরণানি**—আস্তরণসমূহ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এখানে কর্দম মুনির গৃহের ঐশ্বর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই গৃহের শয্যা ছিল দুগ্ধ-ফেননিভ, আসনসমূহ হস্তীদন্ত-নির্মিত এবং সেইগুলি সোনার জরিযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং পালঙ্কগুলি ছিল সোনার তৈরি এবং বালিশগুলি অত্যন্ত কোমল ছিল।

শ্লোক ১৭

স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
রত্নপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ১৭ ॥

স্বচ্ছ—শুদ্ধ; **স্ফটিক**—মর্মর; **কুড্যেষু**—দেওয়ালগুলিতে; **মহা-মারকতেষু**—মহা মূল্য ইন্দ্রনীল মণির দ্বারা অলঙ্কৃত; **চ**—এবং; **রত্ন-প্রদীপাঃ**—রত্নময় দীপ; **আভান্তি**—দীপ্তি বিকিরণ করে; **ললনাঃ**—রমণীগণ; **রত্ন**—রত্নময় অলঙ্কারের দ্বারা; **সংযুতাঃ**—অলঙ্কৃতা।

অনুবাদ

সেই গৃহের স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত দেওয়ালগুলি মহা মূল্যবান মণিরত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেখানে আলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই গৃহ সেই সমস্ত মণির কিরণে আলোকিত ছিল। সেই গৃহের রমণীরা সকলেই সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বহু মূল্য মণিরত্ন, হস্তীদন্ত, স্বচ্ছ স্ফটিক এবং মণিরত্ন খচিত স্বর্ণ-নির্মিত আসবাবের দ্বারা গৃহস্থালির ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাপড়ও সোনার জরির দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সব কিছুরই প্রকৃত মূল্য ছিল। সেইগুলি এখনকার দিনের আসবাবপত্রের মতো নয়, যা মূল্যহীন প্লাস্টিক অথবা নিম্ন স্তরের ধাতু দিয়ে তৈরি। বৈদিক সভ্যতার রীতি ছিল যে, গৃহস্থালির জন্য যা-কিছু ব্যবহার করা হত তা সবই মূল্যবান ছিল। প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ সেইগুলির বিনিময় করা যেত। ভাঙা এবং অকেজো আসবাবপত্রও মূল্যহীন ছিল না। এই প্রথা ভারতবর্ষের গৃহস্থালিতে আজও প্রচলিত রয়েছে। তাঁরা ধাতু-নির্মিত বাসনপত্র, স্বর্ণ অলঙ্কার, রূপার থালা এবং সোনার কাজ করা মূল্যবান রেশমী বস্ত্র রাখেন, এবং প্রয়োজন হলে, তৎক্ষণাৎ তার বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়। কুসীদজীবী এবং গৃহস্থদের মধ্যে এই প্রকার বিনিময় হয়।

শ্লোক ১৮

গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈ রম্যং বহ্বমরদ্রুমৈঃ ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতম্ ॥ ১৮ ॥

গৃহ-উদ্যানম্—গৃহের উদ্যান; **কুসুমিতৈঃ**—ফুল এবং ফলে; **রম্যম্**—সুন্দর; **বহু-অমর-দ্রুমৈঃ**—বহু দেব-তরুর দ্বারা; **কূজৎ**—কূজনকারী; **বিহঙ্গ**—পক্ষিদের; **মিথুনম্**—জোড়া; **গায়ৎ**—গুঞ্জনকারী; **মত্ত**—উন্মত্ত; **মধু-ব্রতম্**—মধুকরকুল।

অনুবাদ

সেই গৃহের অঙ্গন সুন্দর বাগানের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যেখানে অত্যন্ত মধুর সৌরভযুক্ত ফুল ছিল, এবং অনেক বৃক্ষ ছিল, যেগুলিতে তাজা ফল উৎপন্ন হত এবং সেইগুলি উচ্চ এবং সুন্দর ছিল। সেই বাগানের আকর্ষণ ছিল বৃক্ষের উপর কূজনরত পক্ষীকুল এবং গুঞ্জনরত মধুকর। তারা সেই পরিবেশকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিল।

শ্লোক ১৯

যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ ।
বাপ্যামুৎপলগন্ধিন্যাং কর্দমেনোপলালিতম্ ॥ ১৯ ॥

যত্র—যেখানে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট হয়ে; **আত্মানম্**—তাঁকে; **বিবুধ-অনুচরাঃ**—দেবতাদের অনুচরেরা; **জগুঃ**—গান করতেন; **বাপ্যাম্**—সরোবরে; **উৎপল**—পদ্মের; **গন্ধিন্যাম্**—সৌরভযুক্ত; **কর্দমেন**—কর্দমের দ্বারা; **উপলালিতম্**—বহু যত্নে সুরক্ষিতা ছিলেন।

অনুবাদ

দেবহূতি যখন সেই মনোরম উদ্যানের পদ্মপূর্ণ সরোবরে স্নান করবার জন্য প্রবেশ করতেন, তখন স্বর্গের দেবতাদের অনুচর গন্ধর্বেরা কর্দম মুনির গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা গান করতেন। তাঁর মহান পতি কর্দম তাঁকে সর্বদা সব রকম সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আদর্শ পতি-পত্নীর সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পতিরূপে কর্দম মুনি দেবহূতিকে সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি একটুও আসক্ত ছিলেন না। তাঁর পুত্র কপিলদেব বড় হওয়া মাত্রই, কর্দম মুনি তাঁর সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তেমনই, দেবহূতি ছিলেন একজন মহান রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুণবতী এবং সুন্দরী, কিন্তু তিনি তাঁর পতির সংরক্ষণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। মনুর মত অনুসারে স্ত্রীদের জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। শৈশবে স্ত্রী তাঁর পিতামাতার সংরক্ষণে থাকবেন, যৌবনে তাঁর পতির

সংরক্ষণে থাকবেন, এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর উপযুক্ত পুত্রের সংরক্ষণে থাকবেন। *মনু-সংহিতার* এই সমস্ত নির্দেশ দেবহূতি তাঁর জীবনে প্রদর্শন করেছিলেন— শৈশবে তিনি তাঁর পিতার অধীনে ছিলেন, তার পর তাঁর অতুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর পতির অধীনে ছিলেন, এবং তার পর তিনি তাঁর পুত্র কপিলদেবের আশ্রিত ছিলেন।

শ্লোক ২০

হিত্বা তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্ ।
কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা ॥ ২০ ॥

হিত্বা—ত্যাগ করে; **তৎ**—সেই গৃহ; **ঈপ্সিত-তমম্**—অতি বাঞ্ছিত; **অপি**—এমন কি; **আখণ্ডল-যোষিতাম্**—ইন্দ্রপত্নীদেরও; **কিঞ্চিৎ-চকার-বদনম্**—ব্যাকুল বদনে; **পুত্র-বিশ্লেষণ**—তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদের ফলে; **আতুরা**—কাতর।

অনুবাদ

যদিও তাঁর স্থিতি সর্বতোভাবে অতুলনীয় ছিল, তবুও স্বর্গললনাদেরও বাঞ্ছিত তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও, সাধ্বী দেবহূতি তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদ-জনিত বিরহে কাতর হয়ে, সেই সমস্ত সুখ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে মোটেই দুঃখিত হননি, কিন্তু তাঁর পুত্রের বিরহে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, দেবহূতি যদি তাঁর জড়-জাগতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে মোটেই দুঃখিত না হয়ে থাকেন, তা হলে কেন তিনি তাঁর পুত্রের বিরহে এত দুঃখিত হয়েছিলেন? তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি কেন এত আসক্ত ছিলেন? তার উত্তর পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। তিনি কোন সাধারণ পুত্র ছিলেন না। তাঁর পুত্রটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান। অতএব, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হন, তখনই কেবল তাঁর জড়-জাগতিক আসক্তি তিনি ত্যাগ করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। কেউ যখন চিন্ময় অস্তিত্বের স্বাদ লাভ করেন, তখনই কেবল তিনি জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হন।

শ্লোক ২১

বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা ।
জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা ॥ ২১ ॥

বনম্—বনে; **প্রব্রজিতে পত্যৌ**—তাঁর পতি যখন গৃহ ত্যাগ করেছিলেন; **অপত্য-বিরহ**—তাঁর পুত্রের বিরহে; **আতুরা**—অত্যন্ত কাতর; **জ্ঞাত-তত্ত্বা**—তত্ত্ব অবগত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অভূৎ**—তিনি হয়েছিলেন; **নষ্টে বৎসে**—বাছুরের মৃত্যুতে; **গৌঃ**—গাভী; **ইব**—মতো; **বৎসলা**—স্নেহশীলা।

অনুবাদ

দেবহূতির পতি ইতিমধ্যেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন, এবং তার পর তাঁর একমাত্র পুত্র কপিলদেব গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। যদিও তিনি জীবন এবং মৃত্যুর সমস্ত তত্ত্ব অবগত ছিলেন, এবং যদিও তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত ছিল, তবুও তাঁর পুত্রের বিরহে তিনি বৎসহারা গাভীর মতো কাতর হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যে রমণীর পতি গৃহ থেকে দূরে রয়েছেন অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁর ততটা কাতর হওয়া উচিত নয়, কারণ তাঁর পতির প্রতিনিধি, তাঁর পুত্র তাঁর কাছে উপস্থিত রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *আত্মৈব পুত্রো জায়তে*—পতির শরীরের প্রতিনিধিত্ব পুত্র করে। গভীরভাবে বিচার করলে, কোন স্ত্রীর যদি বয়স্ক পুত্র থাকে, তা হলে তিনি কখনও বিধবা হন না। কপিল মুনি যখন তাঁর কাছে ছিলেন, তখন দেবহূতি ততটা ব্যাকুল হননি, কিন্তু তাঁর গৃহ ত্যাগের পর, তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কর্দম মুনির সঙ্গে তাঁর জাগতিক সম্পর্কের জন্য তিনি কাতর হননি, তিনি কাতর হয়েছিলেন ভগবানের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক প্রেমের সম্পর্কের জন্য।

এখানে মৃতবৎসা গাভীর সঙ্গে দেবহূতির তুলনা করা হয়েছে। বৎস-হারা গাভী দিনরাত ক্রন্দন করে। তেমনই, দেবহূতিও শোকাকুল হয়েছিলেন, এবং তিনি সর্বক্ষণ ক্রন্দন করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধু এবং আত্মীয়দের অনুরোধ করেছিলেন, "দয়া করে তোমরা আমার পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে আন যাতে আমি বাঁচতে পারি। তা না হলে, আমি বাঁচব না।"

ভগবানের প্রতি এই প্রগাঢ় স্নেহ, যদিও নিজের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য স্নেহরূপে প্রকাশিত, তবুও আধ্যাত্মিক বিচারে লাভজনক। পুত্রের প্রতি আসক্তি মানুষকে জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখে, কিন্তু এই আসক্তি যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অর্পিত হয়, তখন তা চিৎ-জগতে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

প্রত্যেক স্ত্রী দেবহূতির মতো যোগ্য হতে পারেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান যদি দেবহূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে পারেন, তা হলে তিনি অন্য যে-কোন স্ত্রীর পুত্ররূপেও আসতে পারেন, যদি সেই স্ত্রী যোগ্য হন। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবনকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেন, তা হলে তিনি এক অতি সুন্দর পুত্রকে লালন-পালন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদ হওয়ার জন্য চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ২২

**তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্ ।
বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে ॥ ২২ ॥**

তম্—তাঁর উপর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্যায়তী**—ধ্যান করে; **দেবম্**—দৈব; **অপত্যম্**—পুত্র; **কপিলম্**—ভগবান কপিল; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বভূব**—হয়েছিলেন; **অচিরতঃ**—অতি শীঘ্র; **বৎস**—হে বিদুর; **নিঃস্পৃহা**—অনাসক্ত; **তাদৃশে গৃহে**—এই প্রকার গৃহের প্রতি।

অনুবাদ

হে বিদুর, এইভাবে সর্বদা তাঁর পুত্র পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেবের ধ্যান করে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত তাঁর গৃহের প্রতি তিনি অনাসক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির দ্বারা যে কিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা যায়, এইটি তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। কপিলদেব হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং তিনি দেবহূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কপিলদেবের গৃহ ত্যাগের পর, দেবহূতি তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিলেন। কৃষ্ণচেতনায় তাঁর এই নিরন্তর স্থিতি তাঁকে তাঁর গৃহের আসক্তি থেকে মুক্ত করেছিল।

আমরা যদি আমাদের আসক্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্থানান্তরিত করতে না পারি, তা হলে জড় আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা কখনও মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে যে জড় নয়, চিন্ময় আত্মা বা ব্রহ্ম, কেবল এইটুকু জানার ফলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। নির্বিশেষবাদী যদি চিন্ময় উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছান, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় স্থিত না হওয়ার ফলে, তাঁকে পুনরায় জড় আসক্তিতে অধঃপতিত হতে হয়।

ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ করে, তাঁর কার্যকলাপের কথা কীর্তন করে, এবং সর্বদা তাঁর শাশ্বত সুন্দর রূপ স্মরণ করে, ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেন। ভগবানের সেবা করে, তাঁর সখা অথবা সেবক হয়ে, এবং সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে, *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা*—শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করে, তত্ত্বত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়, এবং এইভাবে বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর সঙ্গ লাভ করার যোগ্য হওয়া যায়।

শ্লোক ২৩

ধ্যায়তী ভগবদ্রূপং যদাহ ধ্যানগোচরম্ ।
সুতঃ প্রসন্নবদনং সমস্তব্যস্তচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥

ধ্যায়তী—ধ্যান করে; **ভগবৎ-রূপম্**—পরমেশ্বর ভগবানের রূপের; **যৎ**—যা; **আহ**—তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন; **ধ্যান-গোচরম্**—ধ্যানের বিষয়; **সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **প্রসন্ন-বদনম্**—প্রসন্ন বদনে; **সমস্ত**—সমগ্র; **ব্যস্ত**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের; **চিন্তয়া**—তাঁর মনের দ্বারা।

অনুবাদ

তার পর, তাঁর পুত্র প্রসন্ন বদন ভগবান কপিলদেবের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত গভীর আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, দেবহূতি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের বিষ্ণুরূপের ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৪-২৫

ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা ।
যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ॥ ২৪ ॥

বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাত্মনা বিশ্বতোমুখম্ ।
স্বানুভূত্যা তিরোভূতমায়াগুণবিশেষণম্ ॥ ২৫ ॥

ভক্তি-প্রবাহ-যোগেন—নিরন্তর ভক্তিযোগে যুক্ত থেকে; বৈরাগ্যেণ—বৈরাগ্যের দ্বারা; বলীয়সা—অত্যন্ত প্রবল; যুক্ত-অনুষ্ঠান—যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা; জাতেন—উৎপন্ন; জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা; ব্রহ্ম-হেতুনা—পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার ফলে; বিশুদ্ধেন—বিশুদ্ধিকরণের দ্বারা; তদা—তখন; আত্মানম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; আত্মনা—মনের দ্বারা; বিশ্বতঃ-মুখম্—যাঁর মুখ সর্বত্র বিরাজিত; স্ব-অনুভূত্যা—আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা; তিরঃ-ভূত—অপ্রকাশ হয়েছিল; মায়া-গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণের; বিশেষণম্—বিশেষ।

অনুবাদ

তিনি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিযুক্ত হয়ে তা করেছিলেন। যেহেতু তাঁর বৈরাগ্য প্রবল ছিল, তাই তিনি তাঁর দেহের প্রয়োজনের জন্য ঠিক যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই কেবল গ্রহণ করেছিলেন। পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার ফলে, তিনি জ্ঞানে স্থিত হয়েছিলেন, তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হয়েছিল, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন, এবং জড়া প্রকৃতির প্রভাবজাত সমস্ত দুর্ভাবনা দূর হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাত্মসংশ্রয়ে ।
নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎক্ষীণক্লেশাপ্তনির্বৃতিঃ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণি—ব্রহ্মে; অবস্থিত—স্থিত; মতিঃ—তাঁর মন; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; আত্ম-সংশ্রয়ে—যিনি সমস্ত জীবের মধ্যে বাস করেন; নিবৃত্ত—মুক্ত; জীব—জীবাত্মার; আপত্তিত্বাৎ—দুর্ভাগ্য থেকে; ক্ষীণ—লুপ্ত হয়েছিল; ক্লেশ—জড়-জাগতিক কষ্ট; আপ্ত—লাভ করেছিলেন; নির্বৃতিঃ—চিন্ময় আনন্দ।

অনুবাদ

তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানে মগ্ন হয়েছিল, এবং তিনি আপনা থেকেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রহ্ম-উপলব্ধ আত্মারূপে তিনি জড়-জাগতিক

জীবনের ধারণা-প্রসূত সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর সমস্ত ভৌতিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয়েছিল, এবং তিনি চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবহূতি ইতিমধ্যেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কেন ধ্যান করছিলেন। তার বিশ্লেষণ হচ্ছে যে, যখন কেউ পরমতত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করেন, তখন তিনি পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণায় স্থিত হন। তেমনই, কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি তাঁর ধ্যানে মগ্ন হন। কারও যদি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকে, তা হলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান আপনা থেকেই তাঁর উপলব্ধ হয়। তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায়, যথা—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে স্থিত হন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই পরমাত্মা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণায় অবস্থিত।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে স্থিত হচ্ছেন, ততক্ষণ ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অথবা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যিনি কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান সমন্বিত। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—পরমেশ্বর ভগবানের ধারণা ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল নয়। *বিষ্ণু পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যিনি সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যিনি বৈষ্ণব, তিনি পূর্বেই ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন।

এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে যে, মানুষকে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান পালন করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* যা প্রতিপন্ন হয়েছে, *যুক্তাহারবিহারস্য*। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে যুক্ত হতে হয়, কারণ সেইগুলি হচ্ছে দেহের প্রয়োজন। কিন্তু তিনি সেইগুলির আচরণ করেন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে। তাঁকে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। তিনি নিয়ন্ত্রিত বিধি অনুসারে শয়ন করেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিদ্রা এবং আহারের মাত্রা কমানো। দেহকে সক্রিয় রাখার জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। সংক্ষেপে,

পারমার্থিক উন্নতি সাধন যেন লক্ষ্য হয়, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন নয়। তেমনই, যৌন জীবনও কমানো কর্তব্য। কেবল মাত্র কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদনের জন্যই যৌন জীবন। তা ছাড়া, যৌন জীবনের কোন প্রয়োজন নেই। কোন কিছুই নিষেধ করা হচ্ছে না, কিন্তু উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থেকে, সব কিছুকে যুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। জীবনের এই সমস্ত বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ করে শুদ্ধ হওয়া যায়, এবং অজ্ঞানতা-জনিত সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন জড়-জাগতিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়।

অনর্থনিবৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে, এই দেহটি অবাঞ্ছিত। আমরা আত্মা, এবং এই জড় শরীরটির কোন প্রয়োজন কখনই ছিল না। কিন্তু যেহেতু আমরা জড় শরীর উপভোগ করতে চেয়েছিলাম, তাই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে, জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে, আমরা এই শরীরটি প্রাপ্ত হয়েছি। যখনই আমরা ভগবানের নিত্য-দাসরূপে আমাদের প্রকৃত স্থিতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই, তখন আমরা আমাদের দেহের প্রয়োজনগুলি ভুলতে শুরু করি, এবং অবশেষে আমরা শরীরটিকেও ভুলে যাই।

কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা একটি বিশেষ ধরনের শরীর প্রাপ্ত হই, যার দ্বারা আমরা স্বপ্নে কার্য করি। আমি স্বপ্ন দেখতে পারি যে, আমি আকাশে উড়ছি অথবা কোন বনে অথবা কোন অপরিচিত স্থানে গিয়েছি। কিন্তু যখনই আমি জেগে উঠি, তৎক্ষণাৎ আমি সেই সমস্ত শরীরের কথা ভুলে যাই। তেমনই, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনাময় হন, সম্পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হন, তখন তিনি তাঁর দেহের সমস্ত পরিবর্তনের কথা ভুলে যান। আমরা সর্বদাই দেহ পরিবর্তন করছি, যার শুরু হয়েছিল মাতৃগর্ভ থেকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণভাবনায় জেগে উঠি, তখন আমরা এই সমস্ত শরীরগুলির কথা ভুলে যাই। তখন দেহের প্রয়োজনগুলি গৌণ হয়ে যায়, কারণ আত্মার কার্য হচ্ছে বাস্তবিকভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে যুক্ত হওয়া, সেইটি হচ্ছে আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপই হচ্ছে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায়। *ভগবত্যাত্ম-সংশ্রয়ে* শব্দগুলি পরমাত্মারূপে ভগবানের দ্যোতক। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাম্*—"আমি সমস্ত জীবের বীজ।" ভগবদ্ভক্তির পন্থার দ্বারা পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে, পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। যে-কথা বর্ণনা করে কপিলদেব বলেছেন, *মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ*—যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় এবং ভগবানে স্থিত, তিনি ভগবানের দিব্য গুণাবলীর কথা শ্রবণ করা মাত্রই ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ হন।

দেবহূতিকে তাঁর পুত্র কপিলদেব পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিভাবে বিষ্ণুর রূপের ধ্যানে মনকে একাগ্র করতে হয়। তাঁর পুত্রের উপদেশ পালন করে, তিনি গভীর ভক্তি সহকারে তাঁর অন্তরে ভগবানের রূপের ধ্যান করেছিলেন। সেইটি হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা যোগ-পদ্ধতি বা ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধি। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে, নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, সেইটি হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতা* প্রতিপন্ন করেছে যে, যিনি সর্বদা এইভাবে মগ্ন থাকেন, তাঁকেই সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী বলে বিবেচনা করা উচিত।

জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ অথবা ভক্তিযোগ—অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই সমস্ত পন্থাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির স্তরে পৌঁছানো। কেউ যদি কেবল পরমতত্ত্ব অথবা পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়াস করেন, কিন্তু তাঁর যদি ভক্তি না থাকে, তা হলে তাঁর সমস্ত শ্রম নিষ্ফল হয়। সেই চেষ্টাকে তুষাঘাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে তার চরম লক্ষ্য বলে বুঝতে না পারছে, ততক্ষণ জ্ঞানের প্রয়াস অথবা অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। অষ্টাঙ্গ-যোগ-পদ্ধতি সিদ্ধির সপ্তম স্তর হচ্ছে ধ্যান। আর এই ধ্যান ভগবদ্ভক্তির তৃতীয় স্তর। ভগবদ্ভক্তির নয়টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে শ্রবণ, তার পর কীর্তন এবং তার পর স্মরণ। অতএব, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, মানুষ আপনা থেকেই অভিজ্ঞ জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ যোগী হয়ে যান। অর্থাৎ, জ্ঞান এবং যোগ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন প্রারম্ভিক স্তর।

দেবহূতি সার গ্রহণে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁর পুত্র কপিলদেবের উপদেশ অনুসারে বিষ্ণুরূপের ধ্যান করেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি কপিলদেবের কথা চিন্তা করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তাঁর তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন এবং চিন্ময় উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল।

শ্লোক ২৭

নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎপরাবৃত্তগুণভ্রমা ।
ন সস্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোত্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

নিত্য—শাশ্বত; **আরূঢ়**—অবস্থিত; **সমাধিত্বাৎ**—সমাধি থেকে; **পরাবৃত্ত**—মুক্ত; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের; **ভ্রমা**—ভ্রম; **ন সস্মার**—তিনি স্মরণ করেননি; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—তাঁর শরীর; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট; **ইব**—ঠিক যেমন; **উত্থিতঃ**—জাগ্রত।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে এবং নিত্য সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, তিনি তাঁর জড় দেহের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন মানুষ জেগে ওঠার পর, তার স্বপ্ন-দৃষ্ট শরীরের কথা ভুলে যায়।

তাৎপর্য

একজন মহান বৈষ্ণব বলেছেন যে, যাঁর দেহ-স্মৃতি নেই, তাঁর জড় বন্ধনও নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দৈহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকি, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে, আমরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি। কেউ যখন তাঁর দেহের অস্তিত্বের কথা ভুলে যান, তখন তাঁর বদ্ধ জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি হয়। এই বিস্মৃতি তখনই সম্ভব, যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করি। বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা পরিবারের অথবা সমাজের অথবা দেশের একজন সদস্যরূপে নিজেকে মনে করে, সে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু কেউ যখন জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে এই প্রকার সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে উপলব্ধি করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস, সেইটি হচ্ছে জড় অস্তিত্বের প্রকৃত বিস্মৃতি।

এই বিস্মৃতি প্রকৃতপক্ষে তখনই ঘটে, যখন জীব ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। পরিবার, সমাজ, দেশ, মানবতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য, ভক্ত তাঁর দেহের দ্বারা কর্ম করেন না। তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন। সেটিই হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণচেতনা।

ভক্ত সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকেন, এবং তাই তাঁর ভৌতিক ক্লেশের কোন অনুভূতি হয় না। এই চিন্ময় সুখকে বলা হয় নিত্য আনন্দ। ভক্তের মতে, নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতিকে বলা হয় *সমাধি*। কেউ যদি নিরন্তর সমাধিমগ্ন থাকেন, তা হলে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অথবা স্পৃষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই, তাঁকে আর এই জড় জগতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার জন্য জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

শ্লোক ২৮

তদ্দেহঃ পরতঃপোষোঽপ্যকৃশশ্চাধ্যসম্ভবাৎ ।
বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ-দেহঃ—তাঁর শরীর; **পরতঃ**—অন্যদের দ্বারা (কর্দম মুনির দ্বারা সৃষ্ট রমণীদের দ্বারা); **পোষঃ**—পালিত হয়েছিল; **অপি**—যদিও; **অকৃশঃ**—শীর্ণ নয়; **চ**—এবং; **আধি**—উৎকণ্ঠা; **অসম্ভবাৎ**—না হওয়ার ফলে; **বভৌ**—দীপ্তি পাচ্ছিল; **মলৈঃ**—ধূলির দ্বারা; **অবচ্ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত; **স-ধূমঃ**—ধূমের দ্বারা আবৃত; **ইব**—মতো; **পাবকঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

তাঁর পতি কর্দম সৃষ্ট দেবাঙ্গনারা তাঁর দেহের পালন-পোষণ করায় এবং তাঁর কোন রকম মানসিক উৎকণ্ঠা না থাকায়, তাঁর দেহ কৃশ হয়নি। তাঁকে তখন ঠিক ধূমাচ্ছন্ন বহ্নির মতো প্রতীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

তিনি যেহেতু সর্বদাই সমাধিতে দিব্য আনন্দ অনুভব করছিলেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা সব সময় তাঁর মনে স্থির ছিল। তিনি কৃশ হননি, কারণ তাঁর পতির সৃষ্ট দিব্য পরিচারিকারা তাঁর দেখাশোনা করছিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয় যে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলে, মানুষ সাধারণত মোটা হয়। কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হওয়ার ফলে, দেবহূতির কোন মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল না, এবং তাই তাঁর শরীর কৃশ হয়ে যায়নি। সন্ন্যাস আশ্রমে কোন দাস অথবা দাসীর সেবা গ্রহণ না করার রীতি রয়েছে, কিন্তু দেবহূতি দিব্য পরিচারিকাদের দ্বারা সেবিত হচ্ছিলেন। মনে হতে পারে যে, তা আধ্যাত্মিক জীবনের বিচার-ধারার প্রতিকূল, কিন্তু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকলেও সুন্দর, তেমনই বিলাস-বহুল জীবন যাপন করছেন বলে মনে হলেও, তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ২৯

স্বাঙ্গং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্ ।
দৈবগুপ্তং ন বুবুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ ॥ ২৯ ॥

স্ব-অঙ্গম্—তাঁর শরীর; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ**—যোগ অভ্যাস; **ময়ম্**—সম্পূর্ণরূপে যুক্ত; **মুক্ত**—শিথিল; **কেশম্**—চুল; **গত**—অবিন্যস্ত; **অম্বরম্**—বসন; **দৈব**—ভগবানের দ্বারা; **গুপ্তম্**—রক্ষিত; **ন**—না; **বুবুধে**—তিনি অবগত ছিলেন; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবানে; **প্রবিষ্ট**—মগ্ন; **ধীঃ**—তাঁর চিন্তা।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই কখন যে তাঁর চুল আলুলায়িত হয়েছিল, এবং কখন যে তাঁর বসন অবিন্যস্ত হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন চেতনাই ছিল না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দৈবগুপ্তম্, 'পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক রক্ষিত' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হন, তখন ভগবান সেই ভক্তের দেহ প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তখন আর তার রক্ষার জন্য কোন প্রকার চিন্তা করতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে শরণাগত ব্যক্তির দেহের ভরণ-পোষণের জন্য কোন রকম চিন্তা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান অসংখ্য জীবেদের পালন করছেন; অতএব যিনি তাঁর সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই অরক্ষিত থাকবেন না। দেবহূতি স্বাভাবিকভাবে তাঁর শরীরের প্রতি উদাসীন ছিলেন, যার রক্ষণাবেক্ষণ পরমেশ্বর ভগবান করছিলেন।

শ্লোক ৩০

এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্ ।
আত্মানং ব্রহ্মনির্বাণং ভগবন্তমবাপ হ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সা**—তিনি (দেবহূতি); **কপিল**—কপিলের দ্বারা; **উক্তেন**—উপদিষ্ট; **মার্গেণ**—পন্থার দ্বারা; **অচিরতঃ**—শীঘ্র; **পরম্**—পরম; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **নির্বাণম্**—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সমাপ্তি; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবাপ**—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

হে বিদুর! কপিলদেব কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গ অনুসরণ করে দেবহূতি অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানকে পরমাত্মারূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতির উপলব্ধি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে—*আত্মানম্*, *ব্রহ্মনির্বাণম্* এবং *ভগবন্তম্*। এইগুলি *ভগবন্তম্* শব্দে বর্ণিত পরমতত্ত্বের অন্বেষণের ক্রম প্রগতির পন্থা নির্দেশ করে। পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন। *নির্বাণ* শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি। কেউ যখন চিৎ-জগতে প্রবেশ করেন অথবা চিন্ময় উপলব্ধি লাভ করেন, তখন তিনি আপনা থেকেই সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হন। তাকে বলা হয় *ব্রহ্মনির্বাণ*। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, *নির্বাণ* শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি। *আত্মানম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি। চরমে, সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। আমাদের বুঝতে হবে যে, দেবহূতি যে লোকে প্রবেশ করেছিলেন, তার নাম হচ্ছে কপিল বৈকুণ্ঠ। বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের প্রাধান্য-সমন্বিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকগুলি বিষ্ণুর বিশেষ নামের দ্বারা পরিচিত। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে যেমন আমরা জানতে পারি—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*। *অনন্ত* মানে 'অসংখ্য।' ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের অসংখ্য বিস্তার রয়েছে, এবং তাঁর চার হাতে বিভিন্ন প্রতীকের অবস্থান অনুসারে, তিনি নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। কপিল বৈকুণ্ঠ নামক একটি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেখানে দেবহূতি কপিলদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করার জন্য উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তদ্বীরাসীৎপুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী ॥ ৩১ ॥

তৎ—সেই; **বীর**—হে বীর বিদুর; **আসীৎ**—ছিলেন; **পুণ্য-তমম্**—পবিত্রতম; **ক্ষেত্রম্**—স্থান; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবনে; **বিশ্রুতম্**—বিখ্যাত; **নাম্না**—নামে; **সিদ্ধ-পদম্**—সিদ্ধপদ; **যত্র**—যেখানে; **সা**—তিনি (দেবহূতি); **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **উপেয়ুষী**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর। যেই স্থানে দেবহূতি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই স্থানটিকে পবিত্রতম বলে মনে করা হয়। তা তিন লোকে সিদ্ধপদ নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ৩২

তস্যাস্তদ্‌যোগবিধূতমার্ত্যং মর্ত্যমভূৎসরিৎ ।
স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা ॥ ৩২ ॥

তস্যাঃ—দেবহূতির; **তৎ**—সেই; **যোগ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **বিধূত**—পরিত্যক্ত; **মার্ত্যম্**—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **মর্ত্যম্**—তাঁর নশ্বর দেহ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সরিৎ**—একটি নদী; **স্রোতসাম্**—সমস্ত নদীর মধ্যে; **প্রবরা**—অগ্রগণ্য; **সৌম্য**—হে স্নিগ্ধ বিদুর; **সিদ্ধি-দা**—সিদ্ধি প্রদানকারী; **সিদ্ধ**—সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা; **সেবিতা**—সেবিত।

অনুবাদ

প্রিয় বিদুর। তাঁর দেহের ভৌতিক উপাদানগুলি দ্রবীভূত হয়ে, তা এখন একটি নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে, যা সমস্ত নদীর মধ্যে পুণ্যতমা। সেই নদীতে যিনি স্নান করেন, তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং তাই যাঁরা সিদ্ধি লাভের অভিলাষী, তাঁরা তাতে অবগাহন করেন।

শ্লোক ৩৩

কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

কপিলঃ—ভগবান কপিলদেব; **অপি**—নিশ্চয়ই; **মহা-যোগী**—মহান ঋষি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **আশ্রমাৎ**—আশ্রম থেকে; **মাতরম্**—তাঁর মায়ের থেকে; **সমনু-জ্ঞাপ্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **প্রাক্-উদীচীম্**—উত্তর-পূর্ব; **দিশম্**—দিকে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে বিদুর। ভগবান মহর্ষি কপিল তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে, তাঁর পিতার আশ্রম ত্যাগ করে উত্তর-পূর্বদিকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধাদের দ্বারা; **চারণ**—চারণদের দ্বারা; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মুনিদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অপ্সরঃ-গণৈঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **সমুদ্রেণ**—সমুদ্রের দ্বারা; **দত্ত**—প্রদত্ত; **অর্হণ**—পূজা; **নিকেতনঃ**—বাসস্থান।

অনুবাদ

তিনি যখন উত্তর-পূর্বদিকে গমন করছিলেন, তখন চারণ, গন্ধর্ব, মুনি, অপ্সরা আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন এবং বসবাসের স্থান প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

জানা যায় যে, কপিল মুনি প্রথমে হিমালয় অভিমুখে গিয়েছিলেন এবং গঙ্গার গতিপথ আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তারপর বর্তমান বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মোহনায় পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। তাঁর থাকবার জন্য সমুদ্র তাঁকে যে স্থান দিয়েছিলেন, তা এখনও গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত, যেখানে গঙ্গা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। সেই স্থানটিকে বলা হয় গঙ্গাসাগর তীর্থ, এবং আজও, সাংখ্য দর্শনের আদি প্রণেতা কপিলদেবকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মানুষ সেখানে সমবেত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই সাংখ্য দর্শন একজন ভণ্ডের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, যার নামও কপিল, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত কপিলের সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে তার দর্শনের কোন মিল নেই।

শ্লোক ৩৫

আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্যৈরভিষ্টুতঃ ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥

আস্তে—তিনি ছিলেন; **যোগম্**—যোগ; **সমাস্থায়**—অনুশীলন করে; **সাংখ্য**—সাংখ্য দর্শনের; **আচার্যৈঃ**—মহান আচার্যদের দ্বারা; **অভিষ্টুতঃ**—পূজিত; **ত্রয়াণাম্**—তিন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **লোকানাম্**—জগতের; **উপশান্ত্যৈ**—উদ্ধারের জন্য; **সমাহিতঃ**—সমাধিমগ্ন।

অনুবাদ

ত্রিলোকের বদ্ধ জীবেদের উদ্ধারের জন্য কপিল মুনি এখনও সেখানে সমাধিস্থ রয়েছেন, এবং সমস্ত সাংখ্যাচার্যরা তাঁর পূজা করেন।

শ্লোক ৩৬

এতন্নিগদিতং তাত যৎপৃষ্টোহহং তবানঘ ।
কপিলস্য চ সংবাদো দেবহূত্যাশ্চ পাবনঃ ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **নিগদিতম্**—কথিত; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **তব**—তোমার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর; **কপিলস্য**—কপিলের; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **দেবহূত্যাঃ**—দেবহূতির; **চ**—এবং; **পাবনঃ**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

হে পুত্র। তুমি যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, তাই আমি উত্তর দিয়েছি। হে নিষ্পাপ। কপিলদেব এবং তাঁর মাতার বৃত্তান্ত এবং তাঁদের কার্যকলাপ সমস্ত আলোচনার মধ্যে পরম পবিত্র।

শ্লোক ৩৭

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্ ।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥ ৩৭ ॥

যঃ—যে-কেউ; **ইদম্**—এই; **অনুশৃণোতি**—শ্রবণ করে; **যঃ**—যে-কেউ; **অভিধত্তে**—ব্যাখ্যা করে; **কপিল-মুনেঃ**—কপিল মুনির; **মতম্**—উপদেশ; **আত্ম-যোগ**—ভগবানের ধ্যানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃত-ধীঃ**—মনকে নিবদ্ধ করে; **সুপর্ণ-কেতৌ**—গরুড়-ধ্বজ; **উপলভতে**—প্রাপ্ত হন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

কপিলদেব এবং তাঁর মাতার আচরণের বর্ণনা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি গরুড়-ধ্বজ পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে যান, এবং তার পর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

কপিলদেব এবং তাঁর মাতা দেবহূতির বৃত্তান্ত এতই বিশুদ্ধ এবং দিব্য যে, যদি কেউ সেই বর্ণনা কেবল শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তা হলে তিনি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। দেবহূতি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন, এবং কপিলদেবের উপদেশ যিনি এত সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন, তিনি যে মানব জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'কপিলদেবের কার্যকলাপ' নামক ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত